শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-লীলামৃত

প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন শাস্ত্রী

প্রকাশক :
শ্রীশান্তিলতা দেবী
২[illegible]১ পদ্মপুকুর রোড, কলিকাতা-৪৭

প্রকাশ—১লা বৈশাখ ১৩৭২

মুদ্রাকর :
শ্রীআশুতোষ দাস
রূপশ্রী প্রেস
১৮ কৈলাশ বসু ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

ধরণীর প্রথম আলোকসম্পাতে যেই মুখখানি সবার আগে আমার মানস
মুকুরে প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল, যাঁহার মুখে রামায়ণ মহাভারতের
কাহিনীর সহিত প্রভুর অলৌকিক চরিত কথা শুনিতে পাইতাম,
উত্তর কালে যিনি স্বমহিমায় আমার ইষ্টের আসনে
অধিষ্ঠিতা ছিলেন, আমার জীবনের প্রেম-ভক্তি
শিক্ষার আদিগুরু দিব্যলোক বাসিনী জননী
ও পিতৃদেবের স্মরণে অযোগ্য সন্তানের
ভক্তিকুসুম রচিত সামান্য অর্ঘ্য
নিবেদিত হইল।

‘কলের্দ্দোষনিধের্রাজন্নস্তি
হ্যেকো মহান্ গুণঃ,
স্মরণাদেব কৃষ্ণস্থ
মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ’

‘মূকং করোতি বাচালং
পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং
যৎকৃপা তমহংবন্দে
পরমানন্দ মাধবম্’

নিবেদন

আত্মশোধন মানসে কলিপাবনাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর অমিয় চরিতানুধ্যান। তাঁহার দিব্য জীবনের অনন্ত অপার লীলারাশি মহাসাগরের মত বিশাল ও গম্ভীর। সমগ্র লীলার বর্ণন করিবার মত শক্তি ও সৌভাগ্য আমার কোথায়? আমি এই লীলাসমুদ্রের পারে বসিয়া তাহার অনন্ত তরঙ্গের কয়েকটিমাত্র বাংলা পয়ার ছন্দে (মিত্র—অমিত্র) প্রকাশ করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। প্রভুর চরিতকথা অমৃতের চাইতেও মধুর,—তাহার বিন্দুমাত্রও পরমপুরুষার্থলাভ ঘটাইতে সক্ষম।

অখিলরসামৃতসিন্ধু পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবন ও সমগ্র কর্ম্মের মূলে—'প্রেম', যা'র অনুশীলনেই একমাত্র সমগ্রবিশ্বে স্থায়ী শান্তি স্থাপিত হইতে পারে,—হিংসা ঈর্ষার চির অবলুপ্তি সম্ভব।

আমার বর্ণিত প্রভুর লীলানুধ্যানে যদি একজনের মনেও হিংসার নিবৃত্তি ঘটিয়া অহিংসার উদ্রেক ও প্রেমধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় তাহা হইলে আমার শ্রম সার্থক মনে করিব।

আমার প্রতিবেশী পরম সুহৃদ বিজয়গড নিবাসী শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ দত্ত মহাশয় এই গ্রন্থ প্রকাশ করিবার জন্য যে স্বার্থত্যাগ ও শ্রম স্বীকার করিয়াছেন, প্রুফ দেখার যে কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন তাহার তুলনা নাই। তিনি এইভাবে উদ্যোগী না হইলে এগ্রন্থ প্রকাশ হইত কিনা সন্দেহ।

রূপশ্রী প্রেসের সত্বাধিকারী ও কর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র রায় মহাশয়দ্বয়ও আমার গ্রন্থ প্রকাশে বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছেন তাঁহাদিগকে আমার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছি।

তারিখ—৪।৫।৭২ ভক্তজন-কৃপাপ্রার্থী

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন দেবশর্ম্মা

বাংলার সর্ব্বজনবরেণ্য মনীষি-দার্শনিক, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য্য, পরম শ্রদ্ধেয় **শ্রীযুক্ত হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়** মহাশয়ের

গ্রন্থপরিচিতি—

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন শাস্ত্রী রচিত **শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ লীলামৃত'** শীর্ষক কাব্যগ্রন্থখানি পাঠ করে তৃপ্তি পেয়েছি।

মধ্যযুগে বাংলার সংস্কৃতি মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যকে কেন্দ্র করে আবর্ত্তিত হয়েছিল। তাঁর জীবনী ছিল সেকালের সাহিত্যের মূল প্রেরণা এবং তাঁর সাধনা ধর্ম্ম ও দার্শনিক আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল। সে সংস্কৃতি এখনও বাঙ্গালীর মনে সক্রিয়। কাজেই যাঁকে কেন্দ্র করে এই বিরাট সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে তাঁর জীবনী সাধনা ও চিন্তার সহিত সাধারণ মানুষের পরিচিত হবার বিশেষ প্রয়োজন আছে।

আমার ধারণা বর্ত্তমান গ্রন্থখানি সেই প্রয়োজনীয়তা পূরণ করবার ক্ষমতা রাখে। গ্রন্থকার একাধারে সংস্কৃতে সুপণ্ডিত এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব চিন্তাধারার সহিত পরিচিত। অতিরিক্তভাবে তিনি সুকবি। পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের জীবনী রচনা করেছেন।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত 'শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত' দুরূহ দার্শনিক গ্রন্থ। বৃন্দাবন দাস রচিত 'শ্রীচৈতন্য ভাগবত'ও ততখানি না হলেও সাধারণের বোধগম্য নয়। এই গ্রন্থে সন্ন্যাস গ্রহণ পর্য্যন্ত তাঁর জীবনী সরল ও সুখপাঠ্য আকারে রূপ নিয়ে সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে এই মহামানবকে স্থাপন করেছে। কাশীরাম দাসের মহাভারত ও কৃত্তিবাসের রামায়ণের অনুরূপ ভূমিকা গ্রহণ করতে 'তা' অধিকারী। আমি আশা করি এইগ্রন্থ পাঠক সমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করবে।

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচীপত্র

বিষয় | পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-লীলামৃত

প্রথম সর্গ

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রভুর আবির্ভাব

নবদ্বীপ ঈশ্বরের নবীন আলয়
নামে যার কলিজীব অপগত ভয়,
রহে সদানন্দে রত ; সর্ব্বতীর্থ সার—
সৌন্দর্য্যে অমরাবতী,—ঐশ্বর্য্যে অপার।
মাধুর্য্যের মহাতীর্থ ; দেবী মন্দাকিনী—
সিক্ত প্রতি ধূলিকণা,—অমৃত বাহিনী।
ঈশ্বরের নরলীলা করিতে দর্শন
ধরে নবকায়া হেথা দেব দেবীগণ—
ত্যজিয়া স্বরগ সুখ। নব ভক্তিরসে
উনমত্ত চিত্ত সদা ভাবরসাবেশে।
গুপ্ত নববৃন্দাবনে করুণাবতার—
প্রেম ভক্তি মহাসিন্ধু মাধুর্য্য আধার।
বৃন্দাবনলীলা নবভাবে আস্বাদন
রাস রসলীলা, মহানাম সঙ্কীর্ত্তন
এই নবদ্বীপ ভূমে। সর্ব্ব-অবতারী
কলিজীব মহাভাগ্যে শ্রীগৌরাঙ্গ হরি—
করেছেন লীলা নব, পরিজন নিয়া—
মহাপ্রেম-বাণী সর্ব্বজীবে শোনাইয়া—
যে পবিত্র মহাতীর্থে,—লীলার বর্ণনে
নমি' সেই ধামে ; নমি নর-নারায়ণে।
ভক্তি প্রেম দাতা ধাম, অখণ্ড অদ্বয়—
কোনো তীর্থ কলিযুগে—তব সম নয়।
তব, শুচিশুদ্ধ পরিবেশে নাম মন্ত্রমালা—
নিবাইছে জগতের ত্রিতাপের জ্বালা—
অমৃতের বিন্দু বর্ষি, চির-ব্রত যার ;
দুর্গত কলির জীব—হউক উদ্ধার।
ফলপুষ্পে সুশোভিত মন্দাকিনী তীর,
যেথা প্রবাহিত চির বসন্ত সমীর
নন্দনের গন্ধবাহী। বিচিত্র ভূষণে—
বিভূষিত দিগঙ্গন। গগন প্রাঙ্গণে
উজ্জ্বল নক্ষত্র মালা যেথা শোভা পায়—
প্রাকৃত জগতে তার তুলনা কোথায় ?
প্রণমি সে মহাতীর্থে, সর্ব্বতীর্থ মূল,
ঐশ্বর্য্যে মাধুর্য্যে মহা, জগতে অতুল—
বক্ষে যাঁর গৌরলীলা অমৃতের খনি—
অপ্রমেয় মহারত্ন ; চন্দ্রকান্ত মণি—
সে লীলার বিন্দুমাত্র আস্বাদন তরে—
জাগিছে বাসনা মম অক্ষম অন্তরে।
সিদ্ধ হতে পারে তাহা তোমার কৃপায়—
নিত্য লীলাক্ষেত্র তুমি, প্রণমি তোমায়।
তব কৃপা করি ভিক্ষা, নমি' পুনর্ব্বার
আশ্রিত দাসেরে দয়া কর এইবার।
গৌর কৃষ্ণ, কৃষ্ণ-গৌর সর্ব্বতত্ত্ব শেষ—
কলিযুগে, গৌর-লীলা, মহিমা অশেষ।
সর্ব্বশাস্ত্রপারঙ্গম বিপ্র-পুরন্দর,—
বাণীর কৃপায় ধন্য, পুরুষ-প্রবর।
পবিত্র জাহ্নবী তীরে আপন কুটীরে,
পত্নী শচীদেবী সহ আনন্দ অন্তরে

পূর্ব্বদেশ হতে এসে করেন বসতি,
গিরিধারী গৃহদেব তাঁ'হে রতি মতি।
শাস্ত্র চর্চ্চা, গৃহধর্ম্ম করিয়া পালন,
পতিপত্নী উভয়ের জীবন যাপন।
ঈশ্বরের অনুভূতি সর্ব্ব কর্ম্মে তাঁর—
শাস্ত্র তত্ত্ব বিচারেও প্রত্যক্ষ সবার।
গৃহদেব গিরিধারী; ক্ষণ-অবসরে
বিপ্রের অন্তরে কৃপা নিয়ত বিতরে।
অর্থের প্রাচুর্য্যহীন দারিদ্র্য-সাধন
ধর্ম্মে রত পতিপত্নী, আদর্শ-জীবন।

হেরেন একদা দেবী নিশীথে গভীর
নীলাচল নাথে; মহা সমুদ্রের তীর
সুধাকর সুধাস্নাত অমৃত শীতল—
নিখিল প্রকৃতি যেন আনন্দে বিহ্বল।
অপরূপ দারুব্রহ্ম। পূত পরিবেশে—
আপনি জননী যেন মিলিয়া নিঃশেষে।
ভাবরস-মুগ্ধা দেবী; করেন শ্রবণ—
দারুব্রহ্ম হেসে তাঁরে কহেন তখন,—
'সঙ্কীর্ত্তন মহামন্ত্র' করিতে প্রচার
তোমাকে জননীরূপে করিয়া স্বীকার
হব আমি অবতীর্ণ। আসিবে স্ব-গণ,—
কলি মহাতীর্থ হবে তোমার ভবন।
এ বলি' বাড়ায়ে হাত মাতৃঅঙ্কে ধায়—
জগন্নাথ, মুগ্ধামাতা ধুলায় লুটায়।

দিব্য আভাময়ী দেবী পুরন্দর গৃহে
অপরূপা অসামান্যা। মানবী যে নহে,—
দেবী মাতা; জগন্নাথ গর্ভে আজি তাঁর
নন্দন সুরভি অঙ্গে, করিছে বিহার।
গগনে অমরবৃন্দ হয়ে যুক্ত কর—
প্রণমে দেবীরে নিতি; গন্ধর্ব্ব কিন্নর
গাহিছে মঙ্গল গীতি অলক্ষ্যে রহিয়া
অমৃত মধুর ছন্দে আনন্দে মজিয়া।

সে-ধ্বনির রেশ মাতা করেন শ্রবণ,
বিস্ময়ে পুলকে নব, ঝরে দু নয়ন।

জানেন অদ্বৈত ধ্যানে, প্রভু-আগমন
মিশ্র পুরন্দর গৃহে; অপূর্ব্ব ঘটন।
উদ্দেশ করিয়া শুভ আবির্ভাব যাঁর
চলিয়াছে তপশ্চর্য্যা কঠোর দুর্ব্বার
অন্তরে বাহিরে মহা, নব রূপায়ণ—
ঘটিবে অদূরে, এলে নর-নারায়ণ।
এ আনন্দে অদ্বৈতের আয়ু যান বেড়ে
দেহ ক্লান্তি দৈন্য আদি যায় সব ছেড়ে;
জননী-জঠরে ইষ্টে করিতে দর্শন
কমলাক্ষ একদিন করি আগমন
মিশ্রের ভবনে একা; দেখেন, তখনি
অপূর্ব্ব শোভনা দেবী জগজ্জননী
দিব্যজ্যোতির্ম্ময়ীরূপে আলোকি' ভবন,
নন্দনবাসিনী নন তাঁহার তুলন।
করি ইষ্টে প্রদক্ষিণ, নমি' জননীরে
গোপনে প্রাণের কথা জানান ঠাকুরে;
'জঠরে ধ্যানস্থ তোমা, হেরি' কৃপাময়—
অন্তরে আনন্দ মহা হতেছে উদয়।
আছি তব আবির্ভাব-ক্ষণ অপেক্ষিয়া
কর ধন্য দাসে শীঘ্র দরশন দিয়া'।
ভাবাবেগময়ী কথা অন্যে নাহি জানে
জানেন ঈশ্বর যাহা, জাগে ভক্ত-প্রাণে।
অদ্বৈত চরিতে ভীত মিশ্র মহাশয়
'মহাগোপ্য কথা, ইহা প্রকাশের নয়—'
জানাইয়া সীতানাথ মিশ্র পুরন্দরে—
অন্তরে আনন্দ নিয়া যান শান্তিপুরে।
চলেন ভাবিয়া তিনি আপনার মনে—
আসিয়াছে প্রাণনাথ, মিশ্রের ভবনে।
যাঁহার লাগিয়া মম সাধন কঠোর,
শচীর জঠরে হেরি সেই চিত-চোর।

বৃন্দাবন লীলা শেষে নবদ্বীপ ধামে—
হবে লীলা, খ্যাত গুপ্ত বৃন্দাবন নামে।
সাধন সফল মম, দুঃখ নাহি আর
ধন্য ধন্য কলিযুগ—লভিবে উদ্ধার।
'আসিবে গোকুল চন্দ্র নদীয়া নগরে'
ভক্তের মরম বাণী, প্রতি ঘরে ঘরে
কে আনিল রটাল বা, কেহ নাহি জানে—,
জাগিছে আপনি যেন—সবাকার প্রাণে।
সুরধুনী তীরে যত নর-নারী মিলি'—
শচীমার কথা শুধু করে বলাবলি,—
'মর্ত্ত্য মানবীতে হেন অমর্ত্ত্য মহিমা—
অ-দৃষ্ট অনন্যপূর্ব্ব,'—নাহি যার সীমা।
ঈশ্বর না এলে হেন 'বিভা' অলৌকিক—
জননীর দেহে আলোকিয়া দশদিক—
সম্ভব হত না কভু। (তাঁর) মধু সঙ্গ-সুধা
না মিটাত আমাদের প্রাণ মন-ক্ষুধা।
সমাধিস্থ মহামৌন পুরুষ প্রবর,—
শুক্লপক্ষে পলে পলে,—যথা সুধাকর—
নিয়ত বাড়িয়া চলে ;—গৌরাঙ্গ সুন্দর—
অব্যক্ত পরম ব্রহ্ম রূপের নির্ঝর,—
তেমনি, বাড়িয়া উঠে গর্ভসিন্ধুমাঝে—
আপনার অলৌকিক অপরূপ সাজে।
জ্যোতির্ম্ময়ী জননীর স্বর্গীয় বিভায়—
ঈশ্বরের আগমন সবারে জানায়।
আসে সব পুরনারী যখন তখনে—
পরম আনন্দে মুগ্ধা, শচীর ভবনে।
ধীরে ধীরে আগাইয়া আসে মহাক্ষণ—
কলিজীব মহাভাগ্যে ;—সে মহালগন—
ত্রয়োদশ মাস অন্তে। মায়া অধীশ্বর—
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডপতি স্বতন্ত্র ঈশ্বর
রূপরসাতীত ব্রহ্ম, অখণ্ড অদ্বয়—
সত্য শিব সুন্দরের ভাবরসময়—
অনাদি বিগ্রহ যাঁর—মায়ার স্বীকারে—
দুর্গত কলির জীব-নিবহ উদ্ধারে ;
আসিবেন নবরূপে, নবকায়াধারী।
কষিত কাঞ্চন গৌর বৈকুণ্ঠ-বিহারী।
ফাল্গুনী পূর্ণিমা সন্ধ্যা। ধীরে ধীরে, ধীরে—
স্বর্ণথালি সম শশী প্রাচ্য গিরি শিরে—
উদিত হলেন এসে। অতি মনোরম
ভূতলে অতুল শোভা,—আনন্দ পরম।
সুধাস্নাত নীলাম্বর, মধুর মলয়,—
সুশীতল আন্দোলনে মৃদুমন্দ বয়
তপ্ত ধরণীরে শান্ত করি অনিবার—
জাগায়ে আনন্দ রাশি হৃদয়ে সবার।
উদিবে গৌরাঙ্গ চন্দ্র ব্রজ-বাঁকা শশী—
আভীর তনয় কৃষ্ণ গোপিকা বিলাসী ;
বৃন্দাবন রঙ্গ শেষে নবদ্বীপ ধামে,—
শচীমার ননীক্ষীর হরণ-আরামে,—
হৃদে নিয়া শ্রীরাধায়। দেবের দুর্লভ
বিলাতে জগতে নাম-প্রেম অকৈতব,
উদ্ধারিতে কলিজীবে। নর-বপু নিবে—
নবদ্বীপে পূর্ণচন্দ্র উদয় হইবে,—
আজি এই ফাল্গুনের মধুর প্রদোষে—
নিখিল প্রকৃতি মুগ্ধা আনন্দ-আবেশে।
এক রাজ্যে দুই রাজা যেমন না শোভে ;
তেমনি এ ধরাধামে দুই চন্দ্র নভে --
না পায় সঙ্গতি কভু। আপনারে হীন—
গৌরচন্দ্র মহিমায—দীন অতিদীন—
বিচারিয়া নিজমনে, পূর্ণ শশধর—
(যেন) অপমানে আপনারে করিলা অন্তর,—
অসীম গগন হতে। চিরকলঙ্কিত—
রাহুগ্রস্ত সুধাকর হলে অন্তর্হিত,
অকলঙ্ক জ্যোতিষ্মান, আনন্দ নিলয়ে—
সুধাসিন্ধুক্ষরা গৌরচন্দ্রের উদয়ে—

অপসৃত প্রতিবন্ধ ; স্বয়ম্ভূ মহান—
উদিলেন পূর্ণ চন্দ্র গৌর ভগবান।
প্রতি অঙ্গে হেম কান্তি,—ব্রহ্ম সনাতন—
অসীম বরিয়া নিল সীমার বন্ধন।

আনন্দের কলরোল মিশ্র পরিবারে—
সারা নবদ্বীপ ধামে, প্রতি ঘরে ঘরে,—
আকাশে-বাতাসে ধ্বনি' উঠে হরিনাম—
প্রভু-আগমনে ধন্য নবদ্বীপ ধাম।
গ্রহণ সময়ে সবে গঙ্গাস্নান শেষে—
মুখে নিয়া হরিনাম, মিশ্র গৃহে এসে—
দেখে নব সুধাকরে, নয়ন ভরিয়া—
পুলকে বিস্ময়ে মহা আনন্দে মাতিয়া,—
অভিনব রূপৈশ্বর্য্যে ভক্ত-প্রাণ-হরে।
নবজাত দিব্য শিশু, মধুর অধরে
মাখিয়া অমিয়া রাশি করে আকর্ষণ—
নিখিল ভকত জনে। দুইটি নয়ন—
কি যেন বলিতে চাহে ভকতের প্রাণে—
অ-বোলা ভাষায় তাহা, ভক্তগণ জানে।

আসে মর্ত্ত্যধামে স্বর্গ হতে দেবগণ—
কলির সৌভাগ্য সুখ করি দরশন
লভিবারে গৌর-সঙ্গ, সঙ্গ-সুধা-সার,
কলির ঈশ্বর যিনি করুণাবতার।
ঈশ্বরের আগমন নবদ্বীপ ধামে—
সহসা ছড়ায়ে যায় গ্রাম হতে গ্রামে।
আসে ধীরে ধীরে সবে মিশ্রের নিবাস,—
প্রভু-প্রিয় পরিজন, পণ্ডিত শ্রীবাস—
মালিনী গৃহিণী সহ। আনন্দিত মন,
অগণিত নর-নারী করিয়া দর্শন—
নবাগত নারায়ণে, মাধুর্য্য সাগরে—
প্রেমিক পরমানন্দে গৌর-সুধাকরে।
হেন রূপ বালকেতে করিয়া দর্শন—
বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয় দ্রষ্টার নয়ন।

কেহ বলে নারায়ণ, কামদেব কেহ—
অপূর্ব্ব লাবণ্যময় অপরূপ দেহ—
মানবে সম্ভব নহে। স্বর্গ-সুখ ছাড়ি'
দেবরাজ বুঝি ওই নর দেহ ধারী ;
বলিছে অপর কেহ। মিশ্রের কুটীরে,—
বাহিরে অঙ্গনে আর তিল ধরিবারে—
বিন্দুমাত্র স্থান নাই। বাল বৃদ্ধ সবে—
করিছে আনন্দ-ধ্বনি—মহা কলরবে।
জগজ্জননী শচী সূতিকা-আলয়ে—
অঙ্কে নিয়া ভগবানে দিব্যরূপময়ে—
হেরেন পলকহীন,—নয়ন ভরিয়া—
তিয়াস মিটে না মার দেখিয়া দেখিয়া।
অপরূপ গৌরচন্দ্র বদন সুন্দর
দর্শনে পিপাসা শুধু বাড়ে নিরন্তর।
তিনি, আহ্বানিয়া মহানন্দে, জগন্নাথে কন—
হেরি পুত্রমুখ কর, সফল জীবন।
নর-নারী সবে মিলি হেরে গোরা মুখ—
তৃপ্ত সর্ব্বেন্দ্রিয়, প্রাণ লভে মহা সুখ।
হেরে 'শিশু' সর্ব্বজনে, বাধাবন্ধ নাই,—
সবার মানসে ভাসে মহা-মহিমায়—
গৌরাঙ্গ-সুন্দরচ্ছবি। সবিতা যেমন
আলোকিত করে বিশ্ব, গৌরাঙ্গ তেমন—
নাশিয়া বিষাদ, ভক্ত-মানস আকাশে,—
পূর্ণ প্রেম-শশধর হয়ে যেন ভাসে।
পুরন্দর মহানন্দে পুত্র মুখ হেরি'—
অতীতের মহাদুঃখ গেলেন পাশরি।
চক্রবর্ত্তী নীলাম্বর দৌহিত্র দর্শনে—
হয়ে বড় লোভাতুর, যেয়ে গৃহকোণে—
হেরিলেন শ্রীগৌরাঙ্গে পরম বিস্ময়ে।
শ্রীবাস পরম ভক্ত ভক্তিনেত্র দিয়ে—
হেরিলেন নারায়ণে চতুর্ভুজ ধারী—
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম মুকুন্দ মুরারি—

প্রেমের বিগ্রহে নব, সহজ সুন্দর
গৌবকৃষ্ণ ভগবানে হেরে মনোহর।
চক্রবর্ত্তী মহাশয় জ্যোতিষি-প্রধান –
শ্রীবাস পণ্ডিত সহ, জন্ম-লগ্ন-মান—
গণনায় ভবিষ্যেব করেন বিচার—
'বাজ চক্রবর্ত্তী' যোগ বয়েছে ইহার।
খুসী মনে চক্রবর্ত্তী বলিলেন শেষে,—
দৌহিত্র শাসিবে বাংলা সিংহাসনে বসে।
বিস্ময—আনন্দে তিনি শচীমাতা কোলে—
হেরেন গৌবাঙ্গে পুনঃ মহা কৌতূহলে।
তবে, শ্রীবাসেবে সম্বোধিয়া চক্রবর্ত্তী কন
রূপে গুণে এই শিশু হবে অতুলন।
বিপ্ররূপে বৃহস্পতি প্রভুব দর্শনে
সমাগত সে-সময,—কেহ নাহি জানে।
চক্রবর্ত্তী বাক্যে তিনি বলেন সবায়
'মহারাজ হবে শিশু; সন্দেহ কোথায়;
সমগ্র বিশ্বেবে দিতে মুক্তিব সন্ধান—
এসেছেন ধবা ধামে নিজে ভগবান,
কলি হত জীবগণে করুণা করিয়া—
শচীগর্ভ সিন্ধুমাঝে নর-বপু নিয়া।
ঈশ্বরের প্রেমস্পর্শ সকলে পাইবে
কোনো জীব ইহা হতে বঞ্চিত না হবে।
'নাম রূপ মহামন্ত্র কবিতে প্রচার—
নবদ্বীপ ধামে আজি আগমন তাঁব।
হিংসা দ্বেষ কারো প্রাণে আর না রহিবে
অপূর্ব্ব করুণা বলে মুছিয়া যাইবে।
মহালগ্নে নবদ্বীপে আবির্ভাব তাঁব—
স্ব-মহিমা দিয়া বিশ্ব কবিবে উদ্ধাব।
এইবার হবে তাঁর বিশ্বম্ভর নাম—
ধন্য কলিযুগ, আব নবদ্বীপ ধাম।'
বিপ্রমুখে শুনি এই বার্ত্তা মনোহর—
আনন্দে বিস্ময়ে মুগ্ধ মিশ্র পুরন্দর—

বিপ্রে আলিঙ্গিয়া করে অশ্রু বিসর্জন—
বিপ্ররূপী দেবগুরু সজল নয়ন।
বিপ্র আর পুরন্দরে প্রেম-নিবেদন—
দরশনে সবাকাব আনন্দিত মন।
এই অবসরে বিপ্র যান লুকাইয়া—
কেহই তাঁহাকে আরে পায় না খুজিয়া।
বৃহস্পতি সাথী যত দেবের অঙ্গনা
পুবনারী বেশে তাঁরা করেন বন্দনা—
শ্রীগৌরাঙ্গ পদদ্বন্দ্বে। সার্থক জীবন
দেবীবৃন্দ, ভগবানে কবিয়া দর্শন
বালরূপে। বমণীরা সবিস্ময়ে চেয়ে—
অমর্ত্ত্যরূপেতে সবে রহে মুগ্ধা হয়ে।
তাদের, নিতে পরিচয যবে ইচ্ছা জাগে মনে
নাহি দেখে তাঁহাদের আর পরক্ষণে।

দেবতা আব মানবের মিলিত উচ্ছ্বাসে
মিশ্রের কুটীবখানি মহানন্দে ভাসে।
নবদ্বীপ ধামে আব অন্য কথা নাই—
সবাকার মুখে শুধু এসেছে কানাই,—
আসিয়াছে বিশ্বম্ভর, গৌরাঙ্গ সুন্দব,—
ননী-চোর প্রাণ কৃষ্ণ অমিয়-নির্ঝর,
আসিয়াছে একমাত্র উপাস্য সবার—
রাধানাথ প্রাণকান্ত, সর্ব্বস্ব আমাব।
আকাশে বাতাসে ভাসে হবি হরি ধ্বনি—
তরঙ্গে তবঙ্গে দোলে দেবী সুরধুনী—
নাথেব চবণ তলে আপনারে দিতে,—
বেলার বাঁধন ভাঙ্গি', চাহিছে ছুটিতে।
শচী আর জগন্নাথ ভুলে দেহ-মন—
পরাণ পুতুল গোরা, জীবন, মনন।
ঘৃত মধু দিয়া পিতা জাত-কর্ম্ম করে—
সুধাকবে সুধাদান: গৌরাঙ্গ সুন্দরে।
বিষে ভবা এই বিশ্ব, যাঁর মুখ চাহি'
অমৃত যাচিয়া, ডাক ছাড়ে পরিত্রাহি;—
তাঁর মুখে ঘৃতমধু দেন পুরন্দর—
ঈশ্বরের নরলীলা অপূর্ব্ব সুন্দর।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাল্যলীলা

শ্রীগৌরাঙ্গ-বাল্যলীলা অপূর্ব্ব মধুর—
আস্বাদয়ে সেই জন ; সুকৃতি প্রচুর
রয়েছে জীবনে যাঁর। গুণহীন জন
করিতে পারে না এই লীলা আস্বাদন।
স্বতন্ত্র ঈশ্বর যিনি, পূর্ণ, নারায়ণ
অনন্ত অব্যক্তরূপে সদা ব্যাপ্ত রন।
সনাতন আত্মারাম তৃপ্তকাম যিনি—
লীলারস আস্বাদন করেন যখনি
আপনার অভিনব অনন্যভঙ্গীতে,
এসে এই মর্ত্ত্যধামে ; চান ধরা দিতে
প্রাণপ্রিয় ভক্তবৃন্দে ;—পূর্ব্ব সহচরে,—
সে-লীলা-রহস্য-মধু কে বর্ণিতে পারে ?
পূর্ণ ব্রহ্ম, পরমাত্মা শাশ্বত অব্যয়—
করিবারে মর্ত্ত্যলীলা এসে জন্ম লয়—
যাঁহার আত্মজ-রূপে, মাটীর কুটীরে—
তাঁর সম ভাগ্যবান্ অবনী ভিতরে,—
আছেন কে নাহি জানি। অস্ফুট ভাষায়
যে-আনন্দ-মহাসিন্ধু নিয়ত জাগায়
জনক-জননী প্রাণে ; যে-প্রেম-নির্ঝর—
প্রতি পদক্ষেপে হয় নয়ন গোচর,
সে-লীলা তরঙ্গরাশি, মানব কেমনে
রাখিবে ধরিয়া তার ভাষার বন্ধনে ?
কৃপা কর দাসে, নাথ (তব) বাল্যলীলারাশি,
মানস মুকুরে মম উঠে যেন ভাসি ;
অনন্ত বৈভব পূর্ণ বিচিত্র সুন্দর
দেবের দুর্লভ ধন, ভক্ত-মনোহর।
পঞ্চশতবর্ষ আগে পিতা পুরন্দর
হেরিলেন যেইলীলা ;—স্বপ্ন-অগোচর ;—
আপন অঙ্গন মাঝে নয়ন ভরিয়া—
মানস নয়নে মম, করুণা করিয়া—
দেখাবে কি সেইলীলা ? তারি সাথে আর,
বর্ষিবে কি কৃপানিধি আশিস্ তোমার
অভিনব সেই লীলা ধরিয়া রাখিতে—
মনোমত ছন্দোবন্ধে মোর কবিতাতে !
কবিতা-কল্পনা মম বাল্য সহচরী
প্রিয় সখী এতকাল মোরে কৃপা করি'
দুর্গম সরণি আর কানন কান্তার—
আনিয়াছে পার করি কঠিন সংসার,
আড়ালে আড়ালে থাকি পথ দেখাইয়া—
শুষ্ক জীবনের মূলে রস জোগাইয়া।
জীবনের অপরাহ্নে আগত সন্ধ্যায়
হৃতবল উভয়ের। কে আর সহায়
তুমি বিনে দীনবন্ধো, অনাথ-শরণ,
মাগি' শক্তি পদদ্বন্দ্বে ; নবীন জীবন
দাও মোরে কৃপানাথ। কবিতা কল্পনা
হউক অন্তিমে প্রভো, আমার সাধনা।
তোমার অপূর্ব্ব লীলা রসের আগার
আনুক হৃদয়ে মম শকতি অপার।
বাল্য সহচরী মোর কবিতা সুন্দরী,
তব লীলারস পানে পথ আপনারি
লভিয়া সার্থক হোক্। ইষ্টের চরণে
চাহি' তারে নিবেদিতে রূপবসায়নে।
তব কৃপা ধন্য তারে গ্রহণ করিয়া
লীলা-অনুষ্ঠানে তব, সর্ব্ব সমর্পিয়া
করিতে পারিগো মোর সার্থক জীবন ;
শ্রীগৌরাঙ্গ পদদ্বন্দ্বে এই আকিঞ্চন।

প্রভু-শুভ আগমনে নিরানন্দ নাহি জানে
ধামবাসী আনন্দে উতল,
উছলিত প্রেমসিন্ধু উদিয়াছে গৌরইন্দু
সুধা-বিন্দু দানে সমুজ্জ্বল।
শান্তিসুখ সমীরণ প্রবাহিত অনুক্ষণ
সবাকাব পূরে অভিলাষ,
বল্লভরু গোবা মোর গোপনারী মন চোর,
হলো আজি ধামেতে প্রকাশ।
শ্রীদাম সুদাম সখা সবে এসে দিল দেখা
প্রভু-আগমন-আগে পবে,
নবলীলা প্রকাশিতে ভক্তজনে উদ্ধারিতে,
সাথে আনে সর্ব্ব অনুচরে।
সবাকার প্রাণহরি বৃন্দাবন পরিহরি,
সবারে না নিয়া আসা দায়,—
তাই নব বৃন্দাবনে গৌব কৃষ্ণ দবশনে,
ধামে এসে মিলে পুনরায়।
মিশ্র পুরন্দর ঘরে তিল তিল করি বাড়ে,
স্বর্ণকান্তি গৌর ভগবান্,
ধামেব পুরুষ নারী শিশুকে বুকেতে কবি,
আপনার জুড়ায় পরাণ।
অভাব তিমিব যত হলো সব অপহৃত,
শ্রীগৌরাঙ্গ চন্দ্রের উদয়ে,
শচী-জগন্নাথ প্রাণে নিরানন্দ নাহি জানে,
দিবা নিশি সকল সময়ে।
পবম আনন্দ বসে পতি পত্নী চলে ভেসে,
বক্ষে নিয়া অপূর্ব্ব বতন,
বাৎসল্য রসের শেষ পুত্ররূপে পরমেশ,
দিল দোঁহে দেবারাধ্য ধন।
এই নব নরাকারে ঈশ্বর বিরাজ করে,
প্রতি অঙ্গ জানায় দোঁহারে
এ-শোভা নরের নয় দিব্যরূপ জ্যোতির্ম্ময়,
বহুরূপী যিনি চরাচরে।

এশিশুর পদে শির লুটিতেছে ধরণীর,
গুপ্তরূপে এই লীলা খেলা,
গোপন রহেনা আর, গৌরলীলা চমৎকার
লীলাগুণে দ্রব হয় শিলা।
নূপুব নাহিক পায় তবু ধ্বনি শোনা যায়
রুনুঝুনু পদে অনিবার,
ভয়ে ভীতা শচীমাতা মিশ্রে কহে এই কথা,
গৌর-কৃষ্ণ মহিমা অপার।
নিদ্রিত শিশুর মুখে শচী বিশ্বরূপ দেখে
নাহি বুঝে কিবা মর্ম্ম তা'র—
দৈবের আশ্রয় মানি' দৈবজ্ঞ ড'কিয়া আনি
বলে মাতা গ্রহের ব্যাপার,
'বজনীতে গৌরপাশে
কা'রা যেন দিব্যবেশে,
স্তব কবে যুড়ি' দুইকর
বুঝেনা মা সেইভাষা
কি কারণে হেথা আসা
স্তুতি কেন ক'রে নিরন্তর ?'
শিশুর মঙ্গল তরে ভয়ে মাতা, পুরন্দরে
কন, বৈদ্যে দিয়া সমাচার—
যাতে, গ্রহদোষ নষ্ট হয় অমঙ্গল করে ক্ষয়
ত্বরিতে বিধান কর তা'র।
মুবারি আসিয়া কয়, 'বিশ্বপতি দয়াময়
তব গৃহে হয়েছে প্রকাশ ;—
মনুষ্য ভেবোনা তাই, ঈশ্বরের মহিমায়
গ্রহগণ তাঁর পদে দাস।

তুমি মাতা ভাগ্যবতী,
সন্তান গোলোকপতি
সৌভাগ্যের সীমা নাহি পাই—
জীবন সকল মম, পদস্পর্শে অনুপম
কৃপা যাচি' গৌরপদে তাই'।

কোটীচন্দ্র জিনি' শোভা
যোগিজন মনোলোভা,
গোরাচাঁদ বদন সুন্দর,
নয়নে কাজল শোভা, নবীন জলদ-আভা,
বাঁকা আঁখি অতি মনোহর।
কালাচাঁদ গৌর অঙ্গ নাচিছে ত্রিভঙ্গভঙ্গ,
কতরঙ্গ জানে নটবর,
বিজলী অঙ্গেতে খেলে
নর্ত্তনের তালে তালে
ঢুলিতেছে ভকত অন্তর।
সকল বালক মিলি' দেয় ঘন করতালি
শোভে মুখে মধু হরিনাম,
সবায় খেলার ছলে হরি নামে মজাইলে—
বৃন্দাবন নবদ্বীপ ধাম।
বালবৃদ্ধ সবে আসে গোরাচাঁদ সঙ্গ আশে,
ভাবিতে না পারে ভালমন্দ,—
গৌর সঙ্গগুণে তারা পুলকে আপনা হারা
পলে পলে লভে প্রেমানন্দ।
বালক কি যাদু জানে
মনে কারো নাহি মানে
বুকে নিতে ধায় অনিবার,
জুড়িয়াছে একি খেলা অপরূপ মহামেলা
যুবা বৃদ্ধ সবে একাকার।
যাহাবে পবশে গোরা
সেই নামে মাতোয়ারা
নৃত্য করে পেয়ে গৌরসঙ্গ,
মাতাপিতা বন্ধুজন ভুলে থাকে শিশুগণ,
অতি অপরূপ এই রঙ্গ।
কলসী কাঁকেতে করি দাঁড়াইয়া পুরনারী
সখিগণ নিয়া নিজ সাথে
ভুলে যায় সুরধুনী, মনে গৌর গুণমণি,
শূন্য কলসী রহে মাথে।

বাল মোর বিশ্বম্ভর, করে লীলা মনোহর—
ভক্তজন প্রাণের আনন্দ,
শচীর আঙ্গিনাতলে, হেসেখেলে কুতূহলে
নাচে গৌর অপরূপ ছন্দ।
কোনো ভয় নাহি মনে
বিষধরে নাহি গণে—
অবহেলে খেলে তাকে নিয়া
করে শির নত নাগে, প্রভুর চরণ আগে
খেলাছলে আপনা সঁপিয়া।
ভয় যাঁরে ভয় পায়, তাঁর লীলা বুঝা দায়—
সে কি লীলা কালিন্দীর জলে,
ভয়ে জড় শচীমাতা, মুখে নাহি সরে কথা
নিবারণ করে নানা ছলে।
'কালীয়দমন' নব প্রেমছলে অভিনব
বশে আনে গৌর ভগবান,
প্রভুর অপূর্ব্বলীলা প্রেমে দ্রব হয় শিলা
বিষধরে অমৃত যোগান।
আকাশে উঠিলে চাঁদ লভিবারে পাতে হাত
দাও বলি করয় রোদন,—
নয়ন থামে না আর, ফাটে বুক শচীমার;
করিবারে দুঃখের মোচন।
যতন করেন কত, খেলনা আনিয়া শত
ধূলি হতে তুলি গোরাচাঁদে
সান্ত্বনা দানিতে তাঁবে, শচীমাতা কত করে
গোরাচাঁদ আরো বেশী কাঁদে।
আর পথ নাহি পেয়ে, অবশেষে ছুটে গিয়ে
রাধাকৃষ্ণ চিত্র দেন আনি,
হেরি প্রভু নিজ মুখ, ভুলি যায় সর্ব্বদুঃখ
গোরাচাঁদ মধু প্রেমধ্বনি।
হরিনামে নাচে গায় সব কথা ভুলে যায়
এ বয়সে নামের মহিমা
দেখাইয়া নানা ছলে, কলিহত জীবদলে
উদ্ধারিতে নাহি প্রেম সীমা।

অপূর্ব্ব এ বাল্যলীলা বিচিত্র ব্যাপার
বুদ্ধির সহায়ে শুধু মিলে না তাহার
সম্যক কারণ জ্ঞান ; ভক্তি রসায়নে
মহাসাধনায় মুগ্ধ প্রেমিক সুজনে,—
ঈশ্বরের নরলীলা অতি চমৎকার
আনে নিজ অনুভবে ;—রহস্য অপার।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সন্ন্যাসীর নবজন্ম

সন্ন্যাসী অপূর্ব্ব এক, দিব্য জ্যোতির্ম্ময়
সর্ব্ব অঙ্গ ; হইলেন আসিয়া উদয়
মিশ্র পুরন্দর গৃহে ; শারদ প্রভাতে,
বাল গোপালের নাম বিলাতে বিলাতে।
পরিধানে পট্টবস্ত্র হাতে জপমালা
জ্যোতির পরশ পেয়ে সর্ব্বগৃহ আলা।
মিশ্র পুরন্দর তাঁকে প্রভাতে হেরিয়া,—
পাদ্য অর্ঘ্য সম্প্রদানে কন্ সম্ভাষিয়া
'আজি মোরা ধন্য হনু তব দরশনে
ঊষার অরুণোদয়ে মোদের প্রাঙ্গণে।
ভক্ত মহাজন দেখা বহু ভাগ্যে মিলে,
অবলুপ্ত অন্ধকার মানস-অখিলে।
ভিক্ষান্ন গ্রহণ করি আজিকে হেথায়
করুন কৃতার্থ দেব ; মোদেরে সবায়।
সন্ন্যাসী স্বীকৃত হলে করিতে রন্ধন
গোপালের ভোগ লাগি' পরে কিছুক্ষণ
আনিলেন শচীমাতা, আতপ তণ্ডুল
দধি দুগ্ধ ঘৃত আদি নানা ফল মূল
সাগ্রহে সংগ্রহ করি। বসেন রন্ধনে
শুচি শুদ্ধ চিত্তে বিপ্র, জপিছেন মনে
ইষ্ট গোপালের নাম। রান্না হলে শেষ
ভোগের সকল দ্রব্য করিয়া বিশেষ
সাজাইয়া থালিমাঝে ; ইষ্টেরে আপন
ধ্যানযোগে বিপ্র, সব করিতে অর্পণ
মুদিলে নয়নদ্বয়, কোথা হতে এসে
বালক গৌরাঙ্গচাঁদ মৃদুমন্দ হেসে
থালি হতে অগ্রভাগ দেয় নিজমুখে,
করে উঠে হাহাকার বিপ্র মহা দুঃখে।
দুর হতে ছুটে এসে পিতা পুরন্দর
কহেন, পাইবে দণ্ড গৌরাঙ্গ সুন্দর।
উচ্ছিষ্ট করিয়া দিলে গোপালের ভোগে
ক্ষমা না করিব তোমা ; আজি দৈবযোগে
পাইনু সন্ন্যাসীবরে। হেন বিপর্য্যয়
চকিতে ঘটিয়া গেল, পরম বিস্ময়।
শাসিতে গৌরাঙ্গে বাধা দিলেন সন্ন্যাসী
মিশ্র পুরন্দরে তবে, মধুর সম্ভাষি'
বালক বুঝিতে নারে কোথা কিবা দোষ,
বুদ্ধিমান তার প্রতি না করেন রোষ।
গোপালের যাহা ইচ্ছা ঘটিয়াছে তাই
বুঝিলাম, মোর ভাগ্যে আজি অন্ন নাই।
সবাকার অনুনয়ে সন্ন্যাসী তখন
পুনরায় ভোগলাগি' করিতে রন্ধন
আরম্ভিল মিশ্রগৃহে। গৌরাঙ্গ চাঁদেরে
কোলে নিয়া শচীদেবী এই অবসরে
গেলেন ভগিনী গৃহে। শুনিল সবায়
গোপালের ভোগ নষ্ট করেছে নিমাই।
অন্য নারী সহ মাসী গৌরাঙ্গ সুন্দরে
কোলে নিয়া সুধাইলে পরম আদরে—
"জাতি কুল কিছু তুমি না করি বিচার
গোপালের ভোগ্য অন্ন করিলে আহার?
জননী এবার তোমা ঘরে নাহি নিবে
বল দেখি চাঁদ, এবে তুমি কি করিবে?
মৃদুমন্দ হেসে তবে গোরা গুণমণি
শুনিয়া মাসীর বাক্য, কহিল অমনি—

ব্রাহ্মণ আমায় কেন ডাকে ভোগ দিয়া
ভক্তেরে কেমনে বল রব উপেক্ষিয়া।
গোপেরা ব্রাহ্মণ অন্ন খায় চিরকাল
জাননা, আমি যে মাসী, জাতিতে গোয়াল।
বালকের বাক্য শুনি চমকিত সব,
সম্যক বাক্যের অর্থ নহে অনুভব।
গৌরাঙ্গের আধ আধ মধুর ভাষায়—
মুগ্ধ হয়ে রহে সবে মোহিনী মায়ায়।
সকলে ভুলিয়া রহে কার্য্য আপনার
করেছে হরণ গৌর চিত্ত সবাকার।
বেলা হয়ে এলো শেষ, করিতে রন্ধন
সন্ন্যাসী হয়েছে ক্লান্ত, বিচলিত মন,
বিঘ্ন হইয়াছে ভোগে, অপরাহ্ণে আর
নেবে কি ভোগের অন্ন গোপাল আমার ?
যে-বিঘ্ন কখনো আর ঘটেনি জীবনে
আজি তা ঘটালে প্রভো, বল কি কারণে,
ডাকিতেছে বসি বিপ্র রন্ধনের শেষে
'কি হেরিনু জীবনের অপরাহ্ণে এসে।
কেন বালকের হলো বিচিত্র খেয়াল
নিবেদিত অন্ন যাহা গ্রহিবে গোপাল
অজ্ঞাতে বালক কেন আসে মোর ঘরে
অতর্কিতে সেই অন্ন নেয় মুঠো করে ?
অপূর্ব্ব নয়ন তার দিব্য জ্যোতির্ম্ময়,
অঙ্গ কান্তি কাছে হেমদ্যুতি কিছু নয়
এ কি অভিনব খেলা আজি গোপালের
বিচিত্র কি অনুভূতি আজিকে মনের
বুঝিতে নারিনু আমি ; ইষ্ট কিবা চায়,—
দৈবাধীন এই বিশ্ব, সবে অসহায়।
না জানি আমিও কেন এই বালকেরে
গোপালের ধ্যানে বসি হেরি বারে বারে।
ভোগ দিতে পুনরায় বসিল ব্রাহ্মণ
থালিতে সাজায়ে অন্ন ; বিবিধ ব্যঞ্জন
চারিধারে থরে থরে রাখে সাজাইয়া
ঘৃত মধু পাশে সব রাখেন আনিয়া।
গন্ধ ধূপ দীপ আদি আসিল আবার
জেগেছে আনন্দ মনে পুনঃ সবাকার।
ক্ষুব্ধ মনে ইষ্টদেবে আহ্বানি ব্রাহ্মণ
আন্তর আকৃতি পুনঃ করে নিবেদন—
'ভোগ নিবেদিনু তোমা দিবা-অবসানে,
অসহায় দাসে ক্ষমা কর কৃপাদানে।
তব ইচ্ছা বিনে দৈব ঘটিতে না পারে
অশুভ হরণ নাথ প্রণমি তোমারে'।
ভকতের ভগবান থাকিতে না পারে
ভগ্নীগৃহে শচীমাতা গৌরাঙ্গ চাঁদেরে
রাখিয়া হয়েছে রত গৌর গুণগানে
শুনিছে আকুল হয়ে যত পরিজনে।
অমৃত লীলায় সবে রয়েছে ডুবিয়া
বাল-চৌর গোরাচাঁদে সকলে ভুলিয়া।
সন্ন্যাসী আবার তাঁকে করিছে আহ্বান
সাজাইয়া ভোগ্যদ্রব্য নানা অন্ন পান।
লীলারস পানে মত্ত সবারে ছলিয়া
সন্ন্যাসীর পাশে চাঁদ আসিল চলিয়া।
থালি হতে অগ্রভাগ মুখে আপনার
তুলিয়া দিয়াছে গৌর ; করি হাহাকার
সন্ন্যাসী হলেন স্তব্ধ। কেমন করিয়া
যথাকালে বাল-চৌর আসিল চলিয়া ?
আসিলেন পুরন্দর, অন্যান্য সকল—
হেরি বাল-চৌর কর্ম্ম সকলে বিহ্বল।
শত চেষ্টাতেও তাকে না পারে রোধিতে,—
আসিল আবার ভোগ চুরি করে খেতে ?
শচী আর পুরন্দর ফেলে অশ্রু জল
সন্ন্যাসীর উপবাসে ঘোর অমঙ্গল
ঘটিবে অচিরে গৃহে। এ অনর্থ হতে
কে রক্ষিবে সবাকারে ভাবিছেন চিতে।

অন্ন খেয়ে গোরাচাঁদ পলাইয়া ঘরে
মায়ের আঁচল দিয়া ঢাকে আপনারে।
আসিছে ঘিরিয়া সন্ধ্যা, বেলা অবসান
অনাহারে আছে বিপ্র হয়ে ম্রিয়মাণ।
অবোধ বালক আজি কি কর্ম্ম কবিল—
সন্ন্যাসীর ভোগে আজি বিঘ্ন ঘটাইল।
সবারে চিন্তিত হেবি বলেন সন্ন্যাসী
গোপালের ইচ্ছা আমি রহি উপবাসী;
নাহি কাবো দোষ হেথা। ইচ্ছায় তাঁহাব
এই বিশ্বে ভোগ্যবস্তু মিলে সবাকাব
অন্নভোগ আজি মোর তাঁব ইচ্ছা নয়
ঈশ্ববের অভিলাষ সদা পূর্ণ হয়।
করুণ বিষাদ ছায়া পুবন্দর গৃহে
নামিছে গোধূলি সাথে। সবাকাব দেহে
জীবনের চিহ্ন যেন বুঝা নাহি যায়
অবিচল চিত্রসম সবে নিজ ঠাঁই।
অভুক্ত বযেছে সবে সন্ন্যাসীর সহ
জাগিছে সবার মনে ব্যথা সুদুঃসহ।
অস্তাচলে দিনমণি গিযাছেন চলে
বহুক্ষণ; মিশ্রগৃহে দীপ নাহি জ্বলে।
অদ্বৈতের গৃহ হতে আসে এ সময়
গৌব জ্যেষ্ঠ বিশ্বরূপ। সদা হাস্যময়
আনন যাঁহার, নেত্র দুই পদ্ম সম
দিব্য জ্যোতির্ম্ময় বপুঃ অতি অনুপম।
অপূর্ব্ব আনন্দ জাগে তাঁহাবে হেরিয়া
সন্ন্যাসীব চিত্ত যেন উঠে চমকিয়া:—
মানুষেব হেন রূপ না হয় গোচব
ইহার অনুজ এই বালক সুন্দর!
রাম লক্ষ্মণের সম দুই সহোদর
অন্যত্র কোথাও এঁর নাহিক দোসর।
আর কারো দর্শনেতে চিত্ত নাহি জাগে
অকারণ প্রেম-মুগ্ধ নব অনুরাগে।

বিপ্রেরে বলিতে পুনঃ করিতে রন্ধন
সাহস করে না আর গৃহে কারো মন।
অন্তর্যামী বিশ্বরূপ জানিছে সকল
কি করেছে গোরাচাঁদ; আর তার ফল
সবার নয়নে মনে হতেছে প্রকাশ;—
বিশ্বরূপ এইবার সন্ন্যাসীর পাশ
যাইয়া প্রণমি তাঁর চবণ যুগলে
গদগদ কণ্ঠে আর তিতি নেত্র জলে
বলেন আগ্রহে গূঢ়,—মহা ভাগ্যগুণে
তব পদযুগ্ম দেব মোদের নয়নে,
দৃষ্ট হয় কদাচিৎ; সর্ব্বপাপক্ষয়
তব দরশনে ঘটে, কিছু মিথ্যা নয়।
সেই মহাশয় যদি বন অনাহাবে
আমবা সবায় দেব যাব ছারেখারে।
হবে মহা অমঙ্গল তব অনশনে,—
অভুক্ত রয়েছে সবে ব্যথিত পবাণে।
পুনবায় গোপালেব ভোগ আয়োজন
কবেছে জননী মোর। করিয়া বন্ধন
ইষ্টদেবে ভোগ দান করুন আবার
রাখিব বন্ধন কবি ভ্রাতারে আমার।
না হবে উচ্ছিষ্ট আর ভোগ্যদ্রব্য চয়
পদযুগে এই ভিক্ষা মাগি মহাশয়।
কোন যুক্তি কোন কথা আমি না শুনিব
কথা না রাখিলে আমি আত্মঘাতী হব।
অনন্য উপায় বিপ্র বসেন আবার
গোপালের ভোগলাগি'; রন্ধন করার
দ্রব্য সব শচীমাতা দেন যোগাইয়া
সকলে রহিল পুনঃ সতর্ক হইয়া।
গৌরাঙ্গ লুকায় মুখ মায়ের অঞ্চলে
দস্তিপনা রজনীতে আর নাহি চলে।
পুরন্দরে বলে শচী আর ভয় নাই।
ঘুমায়ে পড়িবে এবে আমার নিমাই।

ইহাতেও জগন্নাথ নারে বিশ্বসিতে
অশান্ত বালক পারে অনর্থ ঘটাতে,
দ্বারী হয়ে রব আমি ঘরের দুয়ারে—
কোন রূপে গৌর যেন না আসে বাহিরে,
এই বলি পুরন্দর 'বেত্রদণ্ড' নিয়া,
নীরবে ভবনদ্বারে রহেন বসিয়া।
গৌরাঙ্গ জননী কোলে পড়ে ঘুমাইয়া,—
সন্ন্যাসী রন্ধন করে নিশ্চিন্ত হইয়া।
আবার কি ঘটে পুনঃ মনে জাগে ভয়
জপেন ইষ্টের নাম সর্ব্ববিঘ্ন ক্ষয়।
নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে সবে অপেক্ষিছে হায়
রন্ধন হইতে শেষ রাত্র হয়ে যায়।
গোপালের ভোগরাগ কবে হবে শেষ
সবায় লভিবে তাতে আনন্দ অশেষ।
সারাদিন অনাহারে রয়েছে সন্ন্যাসী
পাইলেন মহা দুঃখ আজি হেথা আসি।
অশান্ত বালক গৌর কি কাজ করিল
গৃহেতে সবারে আজ উপোসী রাখিল।
এবে, সুমতি আনেন যেন বালকের মনে
ভগবান কৃপানিধি ; ভাবে এইক্ষণে
ভোগ পূর্ব্বে গৌর যেন নাহি জাগে আর
নির্ব্বিঘ্নে সন্ন্যাসী কর্ম্ম করুন তাঁহার।
চলেছে অতীত হতে প্রথম প্রহর
রজনী, মিশ্রের গৃহে। সন্ন্যাসী প্রবর
বসিয়াছে ধ্যানে পুনঃ, ভোগ সাজাইয়া
রাখিয়াছে সম্মুখেতে ধুপ দীপ দিয়া।
আপন অভীষ্টদেবে করেন অর্চ্চন—
ইষ্টের চরণে লীন রহিয়াছে মন।
গোপাল উপোসী আজি সারা দিনমান
কঠোর বেদনে আত্মা হয় মুহ্যমান।
আপন দেহের ক্লান্তি গিয়াছে ভুলিয়া
সমর্পণ আপনারে নিঃশেষ করিয়া

বাল গোপালের পদে ভোগ নিবেদিতে
উদগত নয়ন ধারা ঝরে ধরণীতে।
ভক্তপ্রাণ ভগবান কেমন করিয়া
জননীর কোলে আর রন ঘুমাইয়া।
প্রাণের আকৃতি প্রভু উপেক্ষিতে নারে—
দরশন দেন আসি ভকতজনারে,
কে তাঁকে রোধিবে বল ? প্রহরী হইয়া
কে আর রাখিবে গৃহে বন্ধন করিয়া, —
সকল বন্ধনহীন পরম আত্মারে
সত্যশিব সদানন্দ প্রেম পারাবারে।
মায়া-অধীশ্বর তিনি, তাঁহার মায়ায়
দ্বারী হয়ে পুরন্দর দুয়ারে ঘুমায়।
অচেতন ঘুমে শচী, অন্যান্য সকল
হারাল চেতনা সবে,— ঘুমে ঢল ঢল।
ঈশ্বরের লীলা কেহ নারিল বুঝিতে
মাতৃ-অঙ্ক ছাড়ি প্রভু ধাইল চকিতে
ভক্ত নিবেদিত অন্ন করিতে গ্রহণ
ভকত-জনার যিনি একান্ত আপন।
ধ্যানেতে হেরিল বিপ্র এসেছে দয়াল,—
প্রাণের ঠাকুর তাঁর সে বাল-গোপাল ;
হাসিয়া হাসিয়া কহে মধুর ভঙ্গীতে
নিবেদিত অন্নমুষ্টি নিয়া নিজ হাতে,—
কেন বারে বারে মোকে দিলে ফিরাইয়া
ডাকিছ আবার কেন ভোগ সাজাইয়া ?
আমি যে গোপাল তব দেখ এইবার
আসিয়াছি নবরূপে সম্মুখে তোমার'।
নিমেষে গোপাল রূপে—নিমাই সুন্দর—
অপরূপ হেমকান্তি ভক্ত মনোহর,
মুখে আধ আধ ভাষা ; দিব্য জ্যোতির্ম্ময়
জাগে সন্ন্যাসীর মনে পরম বিস্ময় !
ভক্ত আপনার শির দেয় নোয়াইয়া
প্রভু বিশ্বম্ভর পদে। কহিলা কাঁদিয়া

না বুঝিয়া দুঃখ তোমা দিনু দয়াময়
ক্ষমা কর দাসে নাথ, হোক তব জয়।
বাল গৌরাঙ্গের পদে পণ্ডিত সন্ন্যাসী,
প্রেম-অশ্রু জলে অঙ্গ যাইতেছে ভাসি।
বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে তাঁর নাহি আসে ভাষা
মিটিয়াছে সন্ন্যাসীর অসম্ভব আশা।
সঞ্চিত হয়েছে যাহা যুগ যুগ ধরি
ঘুরিয়া ঘুরিয়া পথে দিবস শর্ব্বরী,
সত্য করিলেন সব প্রভু বিশ্বম্ভর
অনন্ত অচিন্ত্য যিনি ভক্তের গোচর ;—
করিলেন নবজন্ম সন্ন্যাসীরে দান
ভাঙ্গি খণ্ড ক্ষুদ্র সব ;—অব্যক্ত মহান্।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মহাসর্পকর্তৃক প্রভু শিরে আতপ নিবারণ

পতিত উদ্ধার লাগি'
(যিনি) অবতীর্ণ ধরাধামে,
বাল বৃদ্ধ সবাকারে
পাগল করিয়া নামে ;
ঝরণার মত ধারা
বহে দুনয়নে যাঁর
মহাপাপী জনগণে
করিবারে সমুদ্ধার।
জননী পরম স্নেহে
তাঁরে নব আভরণে
বিবিধ বিচিত্র রূপে
গন্ধমাল্যে সুশোভনে,
প্রাণের পুতুল গোরে
সাজাইয়া বারে বার
অসীম তিয়াস মাতা
নারেন মিটাতে তাঁর।
দুনয়নে হেরি মাতা
প্রাণের গৌরাঙ্গ চাঁদে—
বক্ষে জড়াইয়া ধরি
মহাসুখে শুধু কাঁদে।
জননী-হৃদয় সদা
আকুল হইয়া রয়—
দিবা বিভাবরী মাতা
রহেন গৌরাঙ্গ ময়।
গোরা চাঁদে বুকে নিয়া
ভাবেন গৌরাঙ্গ নাই—
চকিতে কোথায় যেন
লুকাইয়া গেল হায় !—
নয়নে আকুল ধারা,
জাগে প্রাণে হাহাকার
স্থির না রাখিতে বুদ্ধি
পারে মাতা আপনার !
ভাবের আবেশে তবে
তখন দেখিতে পায়,
মুখে নিয়া কৃষ্ণ নাম
নাচে গোরা আঙ্গিনায়।
ভাসিছে হৃদয় তা'র
উছল নয়ন জলে
ভূমে দেয় গড়াগড়ি,—
লুটে চাঁদ ধরাতলে।
নবনীত কম তনু
ধূলি ধূসরিত হয়—
বক্ষসুধা পানকারী
এ যেন সে গোরা নয়,—
এ যে পতিতের পিতা
পতিত উদ্ধার তরে,
মুখে নিতে কৃষ্ণ নাম
নিয়ত নয়ন ঝরে।

জননী কেমনে তাঁরে
চিনিতে পারিবে হায়—
বাৎসল্যে বিমুগ্ধা মাতা :—
গোরা মম সে কানাই।
অভিনব বাল্যলীলা
শুনে দ্রব হয় শিলা—
ভক্তজন মানস রঞ্জন;
অগণিত অনুপম
না আছে সঙ্গতি ক্রম—
প্রতিক্ষণে—আনন্দ বর্দ্ধন।
সীমা কভু নাহি যাঁর
বুদ্ধি দিয়া বুঝা ভার,—
নাহি হেথা হেতুর নির্ণয়,—
গৌর লীলা মহাসিন্ধু
বাল্যলীলা মুক্তাবিন্দু
কোন কালে নাহি যার ক্ষয়।
দোলনায় দোলে গোরা
বৃন্দাবন ননী চোরা
আধ আধ বোলে মাকে ডাকে,—
আনন্দে অধীর প্রাণ—
জননী ত্বরায় যান—
ভাবেন, কোথায় তা'কে রাখে।
অশান্ত পাগল পারা
কেমন এ সৃষ্টিছাড়া
শাসনেতে স্থির নাহি রয়,
কে তা'রে শাসিবে আর
প্রয়োজন নাহি তা'র
কারো কাছে নাহি কোন ভয়।
একদিন শচীমাতা
স্নান করিবারে যায়—
ঘুমন্ত গৌরাঙ্গ চাঁদে
রাখি' তা'র দোলনায়;

কেবল সিনান করি
জাহ্নবীর পূতজলে—
না করিয়া কালক্ষয়
গৃহ পানে মাতা চলে।
ক্ষণিক না হেরি গৌরে
আকুল হয়েছে প্রাণ—
নয়ন চাহেনা তা'র
তিলমাত্র ব্যবধান।
অসহ কঠোর দুঃখ
এ জগতে কিছু নাই—
যদি প্রাণ প্রিয় গৌরে
সতত হেরিতে পায়,
স্নানঘাটে কত জনে
করে তাঁকে সম্ভাষণ—
শ্রবণে পশেনা তাহা
আছে মন নিমগন
গৌরাঙ্গ চাঁদেরে নিয়া;
লীলা রসায়নে তা'র
জননী বিস্মৃতা এবে
সব কথা আপনার।
তাঁহার অতীত সব
মহাশূন্যে গেছে মিশে
মৃত্যুসম পুত্রশোক
সকলি গিয়াছে ভেসে—
গৌরাঙ্গ চাঁদের মধু
রূপের সমুদ্র মাঝে
মধুমাখা মুখ তা'র
উঁকি দেয় সর্ব্ব কাজে।
ভালমন্দ কিছু নাই
সকলি গৌরাঙ্গময়—
জননীর সব আশা
গৌরাঙ্গে হয়েছে লয়।

স্বতন্ত্র করিয়া মাতা
নিজেরে ভাবিতে নারে—
ভিন্ন করে নাহি পান
মন বুদ্ধি অহঙ্কারে।
কোনরূপ কথা আর
নাহি শচীমার মনে—
গৌরাঙ্গ-চরিত্র-কথা
জাগে শুধু প্রতিক্ষণে,—
ত্বরা কবি তাই মাতা
অল্পে স্নান করি শেষ
কাবো সাথে কথা নাই,
গোরা সঙ্গ স্মৃতি লেশ—
আচ্ছন্ন কবিয়া আছে
জীবনেব সব ঠাঁই—
আনন্দে বিমুগ্ধা মাতা,—
কিছু আর নাহি চায়।
ধীরে সন্তর্পণে মাতা
গৃহে প্রবেশিলা আসি,
প্রদীপ্ত আলোকে গৃহ
যাইতেছে যেন ভাসি।
জনহীন গৃহখানি
স্তব্ধ যেন ঝিমাইয়া
একা একা দোলনায়
শ্রীগৌরাঙ্গ ঘুমাইয়া।
অধীর আগ্রহে মাতা
দোলনার পানে চায়
ভয়ে ভীতা জননীব
কণ্ঠ শুকাইয়া যায় ;
জ্ঞান বুদ্ধি লুপ্ত হয়ে—
আসে ঘিবে অন্ধকার
আলোকে আঁধারে মিশে
হয়ে যায় একাকার—

কেবল কহিলা মাতা
'বাঁচাও গৌরাঙ্গে মোর—
কে আছ আপন মম,
এযে বিষধর ঘোর—
বেড়িয়াছে চাঁদে মম,
দোলনা-উপরে এসে—
শিরে ধরিয়াছে ফণা
কাল বিষ যায় ভেসে'।
জ্ঞান হাবাইয়া মাতা
ভূতলে পড়িয়া যায়—
ছুটে আসে নরনারী—
করে সবে হায় হায় !
দেখে, ফণা ধরে আছে
গোরা শিরে বিষধব
নিবারিতে গৌব মুখে—
প্রতপ্ত রবির কর।
কলরবে কোলাহলে
বিষধর ভয় পেয়ে—
ছাড়িয়া গৌরাঙ্গ চাঁদে
যায় ত্বরা পলাইয়ে।
সমাগত নরনারী
কি বুঝিবে লীলা তাঁ'র
কি বলিবে শচীমাকে
খুঁজে নাহি পায় আর।
কি করিয়া বিষধর
গোরা শিরে ফণা ধরে
গৃহমাঝে দোলনায়
হেতু কি বুঝাবে কারে ?
জাগিয়া গৌরাঙ্গ ডাকে
জননীরে বার বার—
লভিয়া চেতনা মাতা
করে উঠে হাহাকার,—

'কোথা মোর গোরা বলে'—
নয়নে বহিছে ধারা—
বুকে জড়াইয়া ধরে
আকুল পাগল পারা।
জননীরে পেয়ে গৌর
দোলনা ছাড়িয়া আসে,—
মাতা পুত্র দুই জনে
প্রেমাশ্রু সাগরে ভাসে।
আপন আবাসে সবে
মহানন্দে ফিরে যায়—
ঈশ্বরের বাল্যলীলা
বুঝে উঠা মহাদায়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

নব কালীয় দমন

একদিন শচীমাতা
রয়েছেন অন্য মনে
আপনার নিত্য নব
গৃহকর্ম্ম সম্পাদনে,
প্রাঙ্গণের এক প্রান্তে
গোরা চাঁদ খেলা করে
রহিয়াছে দিব্য শোভা
সদা গোরা চাঁদে ঘিরে।
কভু হরিনাম গান
কভু বা নর্ত্তন তাঁর,—
ত্রিভঙ্গ বঙ্কিম গ্রীবা
শোভা পায় চমৎকার।
এমন সময় এক
ভয়ঙ্কর বিষধর
গ্রাসিতে গৌরাঙ্গ চাঁদে
হল এসে অগ্রসর।
ভয় কাকে বলে গোরা
মনে কভু নাহি জানে
যাহা ইচ্ছা করে থাকে
কারো বাধা নাহি মানে।
তীব্র বিষধরে হেরি'
আনন্দ না ধরে আর
নর্ত্তন করিছে গোরা
স্ব-ভাবেতে আপনার।
নাচিতে নাচিতে গৌর
করে সাপে আলিঙ্গন
প্রভুর পরশে তার
সর্ব্ব পাপ বিমোচন।
বিষধর চক্রাকার
করে দেহ আপনার—
গৌরাঙ্গ শয়ন করে
উঠিয়া উপরে তা'র।
শ্রীগৌরাঙ্গে আচ্ছাদন
করে সর্প ফণা দিয়া
সোনার বরণে, কালো
রূপে দেয় আবরিয়া।
এ যেন কালীয় নাগ
নব রূপে আপনার
গৌরাঙ্গ চরণে সঁপে
জীবনের সর্ব্বভার।
পদদ্বন্দ্ব নেয় শিরে
করে আত্ম-নিবেদন
বলে 'প্রভো কর কৃপা
পতিত এ দুরজন।'
কতক্ষণ এইভাবে
চলে গেছে কেবা জানে,
আচম্বিতে আসে মাতা—
প্রাঙ্গণেতে সেইক্ষণে,

সাপের উপরে শুয়ে
রয়েছে গৌরাঙ্গ তাঁর—
ভয়ে জড়সর মাতা
হেরিলেন অন্ধকার,
কহিলেন আর্ত্তস্বরে
'একি হলো সর্ব্বনাশ
অজগর এসে মোর
গোরা-চাঁদে করে গ্রাস',
শুনে এই আর্ত্তরব
নরনারী ধেয়ে আসে—
বিশ্বম্ভরে প্রাণসম
সকলেই ভালবাসে।
ভয় পেয়ে বিষধর
যায় ফণা গুটাইয়া—
নেমে আসে গোরাচাঁদ
যায় সর্প পলাইয়া।
সবে দেখে, হাসে গৌর
নাহি আর বিষধর—
আনন্দে কীর্ত্তন-রত
প্রিয় বাল বিশ্বম্ভর।
চেতনা লভিয়া দেবী
গোরাচাঁদে নেন কোলে,
ভয়ে ও বিস্ময়ে মার—
বক্ষ দ্রুত তালে দোলে।
নারায়ণ মর্ত্ত্যধামে নররূপ ধরি'
করেছে অপূর্ব লীলা প্রাণ-গৌর-হরি।
ধন্য নবদ্বীপ বাসী সে লীলা দর্শনে
লভেছে আনন্দ হেরি বাল ভগবানে।
নিতি পূর্ণ চন্দ্রোদয় নবদ্বীপ ধামে
অপসৃত অন্ধকার,—মুখরিত নামে
দেবতা মন্দির সব, নাম ব্রহ্মময়
নবদ্বীপ, পাপরাশি হইয়াছে ক্ষয়।

মহা ভাগ্যবান বিপ্র মিশ্র পুরন্দর
নররূপী ভগবান গৌরাঙ্গ সুন্দর
বালকের বেশে করে লীলা মধুময়
হেরে মহাজন সব, অমর অক্ষয়।
শাস্ত্র গ্রন্থপাঠ গৃহে হয় বেলা শেষে
পবিত্র অঙ্গন তলে, শচীমাতা বসে
শোনেন একাগ্র-চিত্তে। মিশ্র পুরন্দর
ধর্মগ্রন্থ পাঠরত পবিত্র সুন্দর।
একদিন অপরাহ্নে পাঠের সময়
অন্য এক গ্রন্থ দেখা প্রয়োজন হয়।
আসন ছাড়িয়া যেতে নাহি চাহে মন
ক্রীড়ারত গোরাচাঁদে আহ্বানি' তখন
কহিলেন, বিশ্বম্ভর মোর কাছে আয়—
বড় পুঁথি খানি এনে দাও গো আমায়
ঠাকুর মন্দির হতে। নাচিতে নাচিতে
চলিল গৌরাঙ্গচাঁদ দেব-মন্দিরেতে।
রক্ত উৎপলের সম চরণ তাঁহার
চলে মধু ভঙ্গী নিয়া অতি চমৎকার।
মুগ্ধ নেত্রে পিতামাতা করেন দর্শন
আনন্দ-অম্বুধি বুকে জাগিছে তখন।
ভুলে যান পরিবেশ দেশ কাল আর
আনন্দ লোকেতে প্রাণ করিছে বিহার।
নর্ত্তনের তালে বাজে নূপুরের ধ্বনি
শুনিয়া স্তম্ভিত হন জনক-জননী।
নূপুর নাহিক এবে গৌরাঙ্গ চরণে
মধুর নিক্কণ তবু বাজিছে শ্রবণে।—
শচী জগন্নাথ, মনে মানেন বিস্ময়
দৈবের প্রভাব বিনা সম্ভব এ নয়।
এমন সময় গৌর আসে গ্রন্থ নিয়া
অপরূপ ভঙ্গীময়. যান আগাইয়া
ভাবাবিষ্ট জগন্নাথ, নেন তাঁকে কোলে
বিস্ময়ে ও ভয়ে তাঁর চিত্ত যেন দোলে।

চুম্বন করেন গৌর-বদন কমল
আনন্দ বারিতে নেত্র করে টলমল।
ভাবিছেন জগন্নাথ, করুণা করিয়া
আসিল কি গৃহ-দেব গৌররূপনিয়া!
তাঁর পদ-নূপুরের ধ্বনি বাজে তাই—
স্বতন্ত্র ঈশ্বর তাঁর তুলনা কোথায়?
ঈশ্বরের বাল্য লীলা অতি অনুপম
বর্ণিবারে সেই লীলা কে আর সক্ষম!
বালগৌর একদিন সুরধুনী তীরে
সাঙ্গোপাঙ্গ সাথে নিয়া আনন্দে বিহরে।
ভাগীরথী তীরে শুভ্র বালুকার রাশি
হেরিয়া অন্তর তাঁ'র উঠিল উদ্ভাসি'—
করিবারে নবরঙ্গ লীলা প্রকটন,
সঙ্গের বালকগণে বলেন তখন
পবিত্র সিকতা মাঝে নব বৃন্দাবন
বিরচিয়া, মাধবেরে করি আবাহন
স্থাপন করিব মোরা; গুপ্ত বৃন্দাবনে
ভজন করিব সবে অতি সঙ্গোপনে।
এই বলি সঙ্গীগণে করিয়া আহ্বান
বালিরাশি দিয়া করে মন্দির নির্মাণ।
হইল মন্দির নব মাধবের তরে
বালশিল্পি-গণ দিয়া; যাহার ভিতরে
বালির মাধব মূর্ত্তি-অপূর্ব শোভন
সিকতার অভিনব; মানস-রঞ্জন
আভরণে শোভাময়, পরম বিস্ময়—
দেবতা মন্দির সব শুভ্র বালিময়!
মাধব প্রতিষ্ঠা করি চলে ভোগরাগ
সবাই সাধক যেন মহা অনুরাগ
জেগেছে সবার মনে। নানা উপচার
বালিরাশি দিয়া সৃষ্টি হয়েছে পূজার।
বালিদীপ বালিধূপ বালিপুষ্প ময়
বালির নৈবেদ্য রস;—নব পরিচয়!

সবাই বসেছে ধ্যানে পূজা অবশেষে
ভাব-সমাধিতে যেন গেছে সবে মিশে।
ধ্যান-শেষে করে সবে কৃষ্ণ নামগান
বালকণ্ঠে কৃষ্ণনাম অমৃত সমান।
না হেরেন গৃহে মাতা গৌরাঙ্গ চাঁদেরে
বহুক্ষণ, তপ্ত প্রাণ না হেরিয়া তা'রে।
জিজ্ঞাসিয়া কারো মুখে না পান সন্ধান
অবশেষে শচীমাতা গঙ্গাতীরে যান।
হেরেন সদলবলে গৌরাঙ্গ সুন্দরে
রয়েছে কীর্ত্তন-মত্ত বালির মন্দিরে।
জননীরে দেয় গৌর বালির প্রসাদ
গ্রহণ করেন দেবী,—অন্তরে আহ্লাদ।
কি বলেন গোরাচাঁদে ভাবিয়া না পান
বালকের মনে হেন সুবুদ্ধি যোগান
না জানি কোন সে দেব! নীরবে জননী
বালিমাখা সর্ব্ব অঙ্গ গৌরাঙ্গে অমনি
নিলেন কোলেতে তুলি'; করিয়া চুম্বন
অরুণ অধরদ্বয়ে। 'অমূল্য রতন—
দুঃখিনীর সরবস্ব, এ দীর্ঘ সময়
রহিলি আমাকে ছেড়ে, বিশুষ্ক হৃদয়—
এতক্ষণ না হেরিয়া তোর চাঁদ মুখ;
না পারি বাঁচিতে আমি, প্রাণে বড় দুঃখ'।
এই বলি পুত্রে মাতা, বক্ষে জড়াইয়া
নিমেষে গৃহের পানে গেলেন চলিয়া।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

তস্কর উদ্ধার প্রসঙ্গ

সাজায়েছে শচীমাতা গৌরাঙ্গ সুন্দরে
দিয়া নানা আভরণ। সুবর্ণ মঞ্জীরে
শোভিছে চরণ দ্বন্দ্ব; করেতে কঙ্কণ
গলায় সোনার হার অতি সুশোভন।

চিক্কণ অলক দামে স্বর্ণ কুসুম,
নয়নে কাজল রেখা কপোলে কুঙ্কুম।
গৌরাঙ্গের হেম কান্তি স্বর্ণের সাথে
পূর্ণ সুধাকর জিনি' পৌর্ণমাসী রাতে।
গৌরাঙ্গের নানারঙ্গ আপনার মনে
সৌরকর উদ্ভাসিত শচীর প্রাঙ্গনে।
দিব্যরূপ সবাকারে করে আকর্ষণ।
মত্তভৃঙ্গসম নেত্র ফিরেনা কখন।
রাজপথে দাঁড়াইয়া নরনারী দল—
গৌরাঙ্গ-দর্শনে করে জীবন সফল।
অপূর্ব গৌরাঙ্গলীলা, সাধক যে-জন
অপ্রমেয় লীলারস করে আস্বাদন
জীবনের প্রতিক্ষণে। শেষ নাহি যা'র
আদিহীন অন্তহীন মাধুর্য্যের সার।
পতিতের সমুদ্ধারে গৌর অবতার
কি ভাবে তারেণ কারে বুঝে উঠা ভার।
দুই তস্করেরে আজি বাল বিশম্ভর
উদ্ধারেন, লুব্ধ করি তাদের অন্তর—
স্বর্ণের আভরণে। লীলা মনোরম
চৌর্য্যবৃত্তি নিয়ে আসে প্রাপ্তিরে চরম!
স্বর্ণলুব্ধ দুইজন তস্কর মিলিয়া
হরিতে গৌরাঙ্গ চাঁদে বাসনা করিয়া
'এসো বাপ, স্কন্ধে মম' একথা বলিয়া
দেখাতে নগরদৃশ্য লইল তুলিয়া—
শ্রীগৌরাঙ্গে, একজন স্কন্ধে আপনার,—
যে বহে এ মহাবিশ্ব, —আজি তার ভার
লইলা আপনি এক ভাগ্যবান চোর
করেন অপূর্বলীলা শ্রীগৌরাঙ্গ মোর।
তস্কর লইলা হরি' বাল ভগবানে
গোপনে অঙ্গন হতে কেহ নাহি জানে।
তস্কর হইল ধন্য, ধন্য বংশ তা'র
বিশ্বম্ভর যা'র স্কন্ধে। এইবিশ্ব ভার
বহন করেন যিনি; মঙ্গল নিদান—
কে বুঝিবে বল তোমা ওগো ভগবান।
ঘরে নিয়ে বালগৌরে স্বর্ণ আভরণ
নির্জ্জনে তস্কর দ্বয় করিবে হরণ
মনে এই অভিলাষ, দ্রুত গতি ধায়
আপন গৃহের পানে। গৌরাঙ্গে দেখায়
ফল পুষ্পে সুশোভিত নব উপবন
বিগ্রহ মন্দির কত; করিছে অর্চ্চন
আপন অভীষ্ট দেবে, পূজারী সকল—
বাজাইছে নানাবাদ্য ভুবন মঙ্গল।
মহানন্দ পান গৌর হেরি দৃশ্যচয়
অভিনব রূপে এসে আনন্দে তন্ময়।
বালকের মনে যাতে ভয় নাহি লাগে
না করে ক্রন্দন মন, রহে নব রাগে।
তস্কর দুজনে তাই রাখে ভুলাইয়া
বালকেরে নানা কথা কহিয়া কহিয়া।
এদিকে শচীর গৃহে উঠে হাহাকার
নাহেরি গৌরাঙ্গ চাঁদে। 'কোথায় আমার
বাপধন নীলমণি হৃদয় রতন'—
বলিয়া কাঁদিছে মাতা—ঝরিছে নয়ন।
খুঁজিতে গৌরাঙ্গে সবে পথে বাহিরায়
ঘুরে পথে পথে, কিন্তু কেহ নাহি পায়।
সবাকার চিতচোর প্রভুবিশ্বম্ভরে
নিয়া গেল ভুলাইয়া চতুর তস্করে।
তস্কর হইল ভ্রান্ত, নাহি পায় পথ
যাইতে আপন গৃহে। যে চালায় রথ—
বিশ্বরূপ, সেই রথী বহি স্কন্ধে তা'র
ঘটায়েছে দিক্ ভ্রান্তি আজিকে তাহার।
প্রভুর চরণ স্পর্শে অমৃত-আবেশ
ঘটেছে তস্কর প্রাণে—নাহি যার শেষ।
প্রভুচিন্তা ভিন্ন কিছু নাহি তার মনে
অন্যভাব বিনিবৃত্ত রহে সেই ক্ষণে।

তাই ঘুরে ঘুরে চৌর এলো পুনরায়
মিশ্র পুরন্দর গৃহে, বিস্মিত সবাই।
স্কন্ধ হতে অবতরি' কহিল নিমাই—
ঘুরায়ে আনিল মোরে ইহারা দু'ভাই।
বড় সদাশয় তারা ধার্ম্মিক সুজন—
করাল আজিকে মোরে নগর ভ্রমণ।
তস্করে করেন ধন্য গৌরাঙ্গ সুন্দর
স্কন্ধে আরোহণ করি'; লীলা মনোহর।
যে-লোভে নিরয় গামী হয় সাধারণ
সে-লোভে পরম পদ লভিলা দুর্জ্জন,—
হইল অধর্ম্মক্ষয় প্রারব্ধবিনাশ—
ঈশ্বরের করুণায়', না হলেও আশ
গৌরাঙ্গের কৃপাগুণে লভিলা সে ধন
হইলা তস্কর-শ্রেষ্ঠ, ভক্ত মহাজন।

প্রথম স্বর্গ সমাপ্ত।

দ্বিতীয় স্বর্গ

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাল্যে বিশ্বম্ভরকে শ্রীঅদ্বৈতের প্রথম সন্দর্শন

রয়েছেন কমলাক্ষ তাঁর প্রতীক্ষায়—
হইবেন অবতীর্ণ প্রভু নদীয়ায়।
হবে মহাতীর্থ এই নবদ্বীপধাম—
তাঁহার চরণ-স্পর্শে; তাই নিয়া নাম—
কমলাক্ষ মহামতি শান্তিপুর ছাড়ি,—
নবদ্বীপধামে এসে করেছেন বাড়ী।
শাস্ত্রের আলাপ চর্চা ধর্ম্ম এবে তাঁ'র—
গৃহ পাঠশালাসম। উপদেশে যাঁ'র
সত্য ও সার্থক করে আপন জীবন—
দূর দেশাগত যত বিদ্যার্থীর গণ।
অন্নদানে রত সদা কমলাক্ষ ধীর
কমলা তাঁহার গৃহে অচঞ্চল স্থির।
অভাব কখনো সেথা নাহি পায় স্থান—
করেন আনন্দ মনে সবে অন্নদান।
নানা দেশ হতে ছাত্র করি আগমন
করে সীতাপতি গৃহে শাস্ত্র অধ্যয়ন।
শাস্ত্র আলোচনা সাথে চলে ইষ্টধ্যান
জ্ঞান ভক্তি সমভাবে লভিয়াছে স্থান।
চারিদিকে অধর্ম্মের হয়েছে প্রসার
প্রেমভক্তি ধর্ম্মে মতি নাহি কারো আর।
জ্ঞানী জ্ঞান নিয়া মত্ত, ভোগী রত ভোগে—
বিষয়ী বিষয় নিয়া, যোগী মগ্ন যোগে।
প্রেমভক্তি কারো মনে স্থান নাহি পায়
প্রেমে ঈশ্বরের সেবা কেহ নাহি চায়।
নানা বিগ্রহেরে সেবে সুখের সন্ধানে
স্বার্থসুখ ভিন্ন তারা অন্য নাহি জানে।

জীবের দুর্ম্মতি হেরি' শান্তি নাহি পান
কমলাক্ষ নিজ মনে; তাই তাঁর ধ্যান
পূর্ণব্রহ্ম শীঘ্র যাতে হইয়া প্রকাশ
জীবের সকল দুঃখ করেন বিনাশ।
প্রেমভক্তি বলে তিনি ব্রহ্মে আকর্ষিয়া
চান ধরা ধামে তাঁকে আনিতে টানিয়া
জীবের উদ্ধার লাগি'; চেয়ে পথ-পানে—
রয়েছেন সীতানাথ ইষ্টের ধেয়ানে।
প্রভুর অগ্রজ, যাঁর বিশ্বরূপ নাম
রূপের আকর তিনি সর্ব্বগুণ ধাম—
সীতানাথ অন্তেবাসী, দর্শনেতে যাঁ'র
মন বুদ্ধি অপহৃত হয় সবাকার।
কমলাক্ষ টোলে তাঁর নিতি অধ্যয়ন
ধর্ম্মশাস্ত্র অলঙ্কার বিবিধ দর্শন।
তত্ত্বজ্ঞানে তাঁর সম নবদ্বীপে নাই—
বিশ্বরূপ অপরূপ নিজ মহিমায়।
বিশ্বরূপে মধ্যাহ্নেতে মায়ের আদেশে
আহ্বানিতে বিশ্বম্ভর দিগম্বর বেশে—
অদ্বৈতের পাঠশালে প্রথম যেদিন—
উদয় হলেন এসে, জ্ঞানেতে প্রবীণ
হইয়াও কমলাক্ষ নারেন চিনিতে—
এলেন বামন যেন বলিরে ছলিতে।
পূর্ণিমার শশধর ছাড়িয়া গগন
ভূতলে এলো কি নেমে? ভাবে তাঁ'র মন।
অকলঙ্ক সুধাকর দিব্য বিভাময়—
জাগায় নয়নে মনে পরম বিস্ময়।

সীতানাথে ধরা নাহি দেন বিশ্বম্ভর—
গৌরাঙ্গ-স্বরূপ তাঁর না হয় গোচর।
মানিল বিস্ময় শুধু শ্রবণ-নয়ন,
অপরূপ রূপরাশি মধুর ভাষণ
হয় নাই কোনো কালে তাদের গোচর
অমৃতের পূর্ণভাণ্ড,—নব সুধাকর।
সাথে নিয়া বিশ্বরূপে যবে ফিরে যায়—
গৃহপানে বিশ্বম্ভর; খুঁজিয়া নাপায়
কমলাক্ষ আপনারে; বালক নিঃশেষে
হরণ করেছে প্রাণ প্রথম দরশে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
প্রভুর বিদ্যারম্ভ

শুক্লপক্ষে শশীসম গৌরাঙ্গ সুন্দর
বাড়ে প্রতি পলে পলে প্রাণ মনোহর।
অপূর্ব্ব শৈশব লীলা বর্ণন না যায়
নদীয়া নাগরী সবে আনন্দে ডুবায়।
আসে বিদ্যারম্ভ কাল পঞ্চম বরষে
ডুবে, জনক জননী প্রাণ মহানন্দ রসে।
অদ্য শুভবিদ্যারম্ভ হইবে গোরার
অন্তরে জাগিছে মহাসুখ সবাকার।
উষার উদয় আগে মিশ্র পুরন্দর
সমাপিয়া প্রাতঃকৃত্য, মেগে নেন বর
গৃহ দেবতার কাছে গৌরাঙ্গের তরে
বিদ্যার আরম্ভে শুভ কর্ম্ম করিবারে।
বসিয়াছে পূর্ব্বমুখ হয়ে বিশ্বম্ভর
পরিধানে পট্টবস্ত্র শোভিছে সুন্দর।
স্বর্ণ-অঙ্গে পট্টবস্ত্র গিয়াছে মিলিয়া
ভালে মুকুতার মণি দুলিয়া দুলিয়া।
চন্দনে চর্চ্চিত অঙ্গ বক্ষে মাল্য দোলে
শ্রবণ যুগল শোভে কনক কুণ্ডলে।

দক্ষিণ বাহুতে দীপ্ত সুবর্ণ কঙ্কণ
কাজলে শোভিছে পদ্মপলাশলোচন।
দিবালোক হতে চাঁদ এসেছে ধরায়
দরশনে জীবকুল ধন্য হয়ে যায়।
পরা ও অপরা বিদ্যা চিরদাসী যাঁ'র
হয় তাঁর বিদ্যারম্ভ, অপূর্ব্ব লীলার
তুলনা জগতে খুঁজে কোথা না মিলিবে
অতুলিত নবদ্বীপ মহান গৌরবে।
সর্ব্ববিদ্যা অধিপতি প্রভু বিশ্বম্ভর
স্বরবর্ণ পরিচয় লভিয়া সত্বর
চকিতে ব্যঞ্জনবর্ণ অধিগত করি
লভে যুক্তবর্ণ জ্ঞান; বিস্ময় সবারি।
অপরে যতনে যাহা না পারে করিতে
অবহেলে গোরাচাঁদ আপন পাঠেতে
সহজেই করে তাহা স্বল্প ব্যবধানে
বৎসরের পাঠ শেষ হয় এক দিনে।
মাঝে মাঝে তত্ত্বকথা বলে বিশ্বম্ভর
গুরু সুদর্শন তা'তে র'ন নিরুত্তর।
পাঠশালে যে যে গ্রন্থ বালকেরা পড়ে
সেই গ্রন্থরাজি গৌর একই বৎসরে
সমাধা করিলে তবে, গুরু মহাশয়
গৌরে, হেরিয়া অচিন্ত্যশক্তি মানেন বিস্ময়।
বয়োবৃদ্ধি সাথে সাথে প্রভু বিশ্বম্ভর
হইলেন অপরূপ চঞ্চল সুন্দর।
বিকচ কমল সম উঠিল বিকসি'
অপূর্ব্ব লোচন দ্বয়, দিব্যরূপ রাশি
স্বর্ণঅঙ্গ হ'তে সদা হয় বিচ্ছুরণ
সাথে সাথে চন্দনের গন্ধ বিতরণ।
বাল গৌর সঙ্গ লভে যেই ভাগ্যবান
আনন্দে উন্মত্ত তা'র জেগে উঠে প্রাণ।
সে জন প্রভুর সঙ্গ ত্যজিতে না পারে—
সর্ব্বদা প্রভুর পাশে রাখে আপনারে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রভুর বাল্য চাপল্য

দুষ্ট-শিরোমণি গৌর চতুৰ্দ্দিকে ধায়
তুলে মহাকলরব সবারে নাচায়।
কারো ঘরে যেয়ে দুগ্ধ করে নেয় পান
কারো অন্ন, দধি কারো,—কে পায় সন্ধান ?
ঘুমন্ত বালকে ঘরে দেয় জাগাইয়া
পরশ করিয়া কারে দেয় কাঁদাইয়া।
সবাকার মাতা এসে কহেন শচীরে
শাসন করুন মাতা গৌরাঙ্গ চাঁদেরে।
বাল বৃদ্ধ সবাকারে করে জ্বালাতন
না পারি ধরিতে মোরা, না হয় শাসন।
দধি দুগ্ধ কারো গৃহে না পারে রাখিতে
সন্দেশাদি মিষ্ট দ্রব্য কেমনে চকিতে
গৃহেতে প্রবেশ করে খেয়ে চলে যায় ;
পাগল করিছে গৌর মোদেরে সবায়।
গোরার দুরন্তপণা জননীর প্রাণে—
করুণ বিষাদ ঘন ছায়া টেনে আনে।
শচীদেবী নিজ মনে লাগেন ভাবিতে
এই কি লিখন মম ছিল কপালেতে ?
জীবন অধিক মম গৌর গুণমণি
নিঙারিয়া ক্ষুদ্র মোর এই বক্ষখানি
রসদানে, তৃপ্ত তারে করিবারে চাই--
অতৃপ্ত থাকে কি গৌর ? সুখ নাহি পায় ?
অন্যথা কেন সে যাবে অপরের ঘরে
ক্ষীর ছানা মিষ্টদ্রব্য চুরি করিবারে।
অকলঙ্ক চাঁদে মম কলঙ্ক অর্পিবে
পূর্ণ সুধাকরে কেন অপরে নিন্দিবে ?
'সন্তানের মর্ম্ম আমি না পারি বুঝিতে
পারিনি নিশ্চয় তার ক্ষুধা মিটাইতে'
এ ভেবে করেন মাতা অশ্রু বিসর্জ্জন
ধিক্কারেন আপনারে, বিষণ্ণ বদন।
সর্ব্বঅন্তর্যামী প্রভু জননীর মন
বেদন বিধুর হেরি বলেন তখন ;
মলিন বদন তব কেনগো জননি,
কেন অন্তরেতে তব জাগিয়াছে গ্লানি ?
বক্ষে নিয়া গোরাচাঁদে কন শচীমাতা
মোর কাছে তুই বাপ, ক'বি সত্যকথা ?
কেন বাপ যাস তুই অপরের ঘরে
ক্ষীর সব ননী দধি চুরি করিবারে ?
মোর দেওয়া দ্রব্যে তোর নাহি ভরে মন
তাই খাও চুরি করে ? না সরে বচন
জননীর কণ্ঠ হতে ; সংজ্ঞা যেন নাই
বিস্মিত বিমূঢ় স্তব্ধ বালক নিমাই।
সান্ত্বনা দানিবে মাকে কি কথা বলিয়া
হতবাক্ গৌরচন্দ্র পায়না খুঁজিয়া।
অবশেষে গোরাচাঁদ কহে ধীরে ধীরে
সাক্ষাৎ ঈশ্বরীরূপে জানেন যাহারে
'জননি, জানগো তুমি স্বরূপ আমার
গোকুলের ক্ষীরননী যা কিছু খাবার
রেখে দিত গোপাঙ্গনা আপনার ঘরে
নিয়ত আমার লাগি ; তাহা চুরি করে
সতত খেয়েছি আমি, সবার গোচরে
আমাকে আনিয়া তারা দিতে নাহি পারে।
সে ভাব এখনো মাতা ঘুচেনি আমার
তাই, চুরি করে খাই দ্রব্য সবাকার।
ক্ষীর সব ননী নিয়া স্মরিলে আমারে
বর্জ্জন করিতে আমি না পারি তাহারে।
আমাকে স্মরণ তারা কেন গৃহে করে
উত্তম আহার্য্য নিয়া ? সুধায়ো তাদেরে।
তার তরে মনে তব ব্যথা যদি লাগে
আর না করিব তাহা বলি তব আগে।
এইবার মাতঃ, তুমি ক্ষমা কর মোরে,
কখনো খাব না আমি আর চুরি করে।

হাসিমুখে শ্রীগৌরাঙ্গে নেন মাতা কোলে
মাতাপুত্র দুইজনে ভাসে অশ্রুজলে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পাঠশালায় শ্রীগৌরাঙ্গ

গৌরাঙ্গের বাল্যলীলা অমৃতের খনি
আচণ্ডালে প্রেম দান করিতে আপনি
ধরিয়াছে নর-রূপ। অবতার-সার
ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু প্রেম-পারাবার।
সুদর্শন পাঠশালে চলিছে নিমাই
নিয়া নিজ সাথীবৃন্দ। কেহ হেরে নাই
হেন অপরূপ রূপ। তালপত্র বামে
শোভিছে দক্ষিণে মসী, মধু হরিনামে
কমল আনন পূর্ণ। ধূলি মাখা অঙ্গ
আত্মহারা সখা সব পেয়ে মধু সঙ্গ।
ঘিরে রহে বাল গৌরে পথচারী দল,
হেরি' অপরূপ রূপ জীবন সফল
করে যত নরনারী ; নিজকর্ম্ম ভুলি'
চেয়ে রয় আবেশতে প্রাণ উঠে দুলি'।
গৃহকথা যায় ভুলে, যখনি ফিরিবে
কর্ম্মে অবহেলা হেরি সকলে নিন্দিবে।
পুরোহিত বিগ্রহের মন্ত্র ভুলে যায়
গঙ্গাজল নিতে নারী পথ নাহি পায়।
পাঠশালে যেয়ে গৌর নাহি রহে স্থির
হয়ে যায় দিগম্বর মল্ল মহাবীর।
বসন বাঁধিয়া শিরে করে আক্রমণ
সহপাঠী বন্ধুগণে। যখন তখন
একা গৌর সবাকারে করে নেয় জয়
ছিটাইয়া মসীবিন্দু,—নাহি জানে ভয়।
কারো গণ্ডে মারে চড়, করে পদাঘাত
নিমেষে সবারে একা করিছে নিপাত।
সংগ্রামে তাহার সাথে কেহ নাহি পারে
শক্তি প্রকটনে গৌর দলে সবাকারে।

গুরু সুদর্শন স্তব্ধ ভেবে নাহি পায়
কেমনে করিবে শান্ত উদ্দাম গোরায়!
গৌরাঙ্গের দরশনে পরশনে তা'র
হৃদয়ে জাগিয়া উঠে প্রেমের পাথার।

সবাকার গুরু যিনি সর্ব্ব শিক্ষা-দাতা
অনাথ জনের বন্ধু মঙ্গল বিধাতা,
বালকরূপেতে তাঁর লীলা চমৎকার
ভাগ্যবান সুদর্শন হেরে অনিবার।
গৌরাঙ্গে শাসিতে তাঁ'র হাত নাহি উঠে
হেরি চাঁদ মুখ, প্রেম প্রস্রবণ ছুটে
অভিনব বাৎসল্যের। হৃদয়ে চাপিয়া
নেন বাল গৌরচন্দ্রে ব্যাকুল লইয়া।
তারপর ক'ন ধীরে ওরে, বাপধন
শান্ত হও, ক্ষীরননী তোমা এই ক্ষণ,
দিবে তব গুরুমাতা, করহ ভক্ষণ,
শেষে, সহপাঠীগণ সহ পাঠে দাও মন।"
ভকত অধীন মম প্রভু দয়াময়
ভক্তের প্রেমেতে তৃপ্ত সকল সময়।
তারপর গুরুমাতা দিলে ক্ষীর ননী
মহানন্দে প্রভু তাহা ভক্ষিয়া আপনি
বিতরি' সতীর্থগণে,—করে আরম্ভন
সবার অ-দৃষ্টপূর্ব্ব মধুর নর্ত্তন।
কাহারো মনেতে আর ক্ষোভ নাহি রয়
হয়ে উঠে পাঠশালা মহানন্দ ময়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বাল গৌরাঙ্গের অপূর্ব্ব লীলারঙ্গ

কালিন্দীর রম্যঘাটে মধু বৃন্দাবনে।
করিত যে কেলি, কালা, গোপাঙ্গনা সনে,

তীরেতে তমাল তরু তার ঘন ছা'য়—
রচিয়া নিকুঞ্জ নব অপূর্ব্ব মায়ায় ;
আছে সে যমুনাতীরে মধুচিহ্ন তা'র
মাধুর্য্যের মহাসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণ লীলার।
সে কালা গৌরাঙ্গরূপে সুরধুনী তীরে
শ্রীবাসাদি ভক্ত বৃন্দ নিয়া লীলাভরে
শৈশব হইতে করে কত অভিনয়
আকর্ষিয়া সর্ব্বচিত্ত করুণা-নিলয়।
পাঠশালা হতে এসে বালক নিমাই
যায় ভাগীরথী তীরে। তা'র সঙ্গ'চায়
যে সব ভকত বৃন্দ, তাহাদেরে নিয়া
করে অভিনব রঙ্গ নাচিয়া নাচিয়া।
করে গৌর জলকেলি, স্নানার্থী সকল
নরনারী গৌররূপে আনন্দ বিহ্বল।
একা গৌর মহানট ; স্নানার্থী সকলে
নিয়া করে মহারঙ্গ নানা ছলে বলে।
পূজার নৈবেদ্য কারো যায় হাতে নিয়া
বলে ডেকে পূজারীরে, আপনি যাচিয়া
অর্ঘ্য নিয়া ইষ্ট ধন্য করিল তোমায়
সার্থক হইল পূজা কোন ভয় নাই।
ক্ষুব্ধ পূজারীর দৃষ্টি পড়ে গৌর পানে
চকিতে পালায় গৌর ; পূজারী ধেয়ানে
লভে চিতে ইষ্টে গৌরে অভিন্ন করিয়া
কি বলিবে, ভাষা আর পায়না খুঁজিয়া।
কারো ধ্যান ভাঙ্গে গৌর ছিটাইয়া জল
ভেঙ্গে দেয় নীরবত' করি কোলাহল।
বস্ত্র কারো গঙ্গাজলে দেয় ভাসাইয়া
কারো হস্ত ধরি' টানে কিছু না কহিয়া।
পুরুষের বস্ত্র নিয়া নারীর বসনে—
রমণীর বস্ত্র আনি' রাখে সেইখানে।
স্নান শেষে বস্ত্র যবে করে পরিধান
হেরিয়া অন্যের বস্ত্র সবে লজ্জা পান।

এই অঘটন হেথা কে এসে ঘটায়
নরনারী কেহ তাহা ভাবিয়া না পায়।
অদূরে দাঁড়ায়ে হাসে গৌরাঙ্গ সুন্দর
কার লীলারঙ্গ সবে বুঝে অতঃপর।
পূজা-উপচার কারো গঙ্গাতে ভাসায়
খোঁচা দিয়া মার কোলে শিশুরে কাঁদায়।
বিবিধ বিচিত্র এই লীলারঙ্গ নিয়া•
জাহ্নবীর তীরে গৌর ঘুরিয়া ঘুরিয়া।

গৌরাঙ্গের জ্বালাতন সহিতে না পারি
একদিন গঙ্গাতীরে নবীনা কিশোরী
মিলিয়া কয়েকজনা, মিশ্র গৃহে গিয়া
কম্মেরতা জননীরে বলে প্রণমিয়া
তোমার গৌরাঙ্গ মাতা দুষ্ট-শিরোমণি
মোদের পূজার দ্রব্য যখনি তখনি
হাতে নিয়া চলে যায়,—বলে হাস্য করি
কা'র লাগি' এত পূজা করিছ সুন্দরি ?
আমি ভিন্ন কে আরাধ্য আছে বল আর
মনের বাসনা আমি পূরাব সবার।
মন্ত্রে তন্ত্রে যাগে যোগে কিবা প্রয়োজন
নামে মোর হয় সর্ব্ব অভীষ্ট পূরণ।'
তারপরে রুষ্ট দুই বিপ্র এসে বলে
শচীমাকে উদ্দেশিয়া, গৌর গঙ্গাজলে
ভাসায় কাহারো বস্ত্র, ভাঙ্গে কারো ধ্যান
ছিটাইয়া গঙ্গাজল। কারে দেয় টান
জলে ডুবে আকর্ষিয়া কাহারো চরণ,
তুলেছে অস্থির করি' সবার জীবন।'
নিবিষ্ট হইয়া কারো থাকা সাধ্য নাই
সবারে অস্থির করে একক নিমাই।
সবে মোরা চাহি মাতা এ'র প্রতিকার
উপদ্রুত কেহ যেন নাহি হয় আর
যাইয়া গঙ্গার ঘাটে,—স্নানে বা সন্ধ্যায়
গৌরাঙ্গ যেন গো আর বিঘ্ন না ঘটায়।

শুনিলেন শচীদেবী সর্ব্ব আবেদন,
কিশোরী আর বিপ্রদ্বয়ে বলেন তখন
কঠোর শাসন আমি গৌরাঙ্গে করিব
গঙ্গাঘাটে আর তা'রে যেতে নাহি দিব।'

পাঠশালা হতে গৌর আসে এ সময়
লইয়া করেতে মসী, পুঁথি সমুদয়।
শোভিছে বদনে চির মধু হরিনাম
কমল নয়নে ধারা ঝরে অবিরাম।
বিপ্র আর কিশোরীরা গৌরাঙ্গে হেরিয়া
মহান বিস্ময়ে সবে রহে তাকাইয়া।
এই মাত্র গঙ্গাতীরে দেখে এনু যা'রে
দৌরাত্ম্যে যাহার ক্ষুব্ধ করে সবাকারে
কেমনে সে শুদ্ধ বস্ত্রে পাঠশালা হতে
মোদের সম্মুখে দেখা দেয় অতর্কিতে!
'কি যাদু শিখেছে গৌর সর্ব্ব অগোচরে
কিছু নাহি জানি তা'র, কিন্তু যদি তা'রে
জননী, গঙ্গার ঘাটে নাহি দেন যেতে,
গৌর অদর্শন দুঃখ হইবে লভিতে।
তাই, কিশোরীরা বিধাতারে জানায় প্রণতি
নাহি জাগে কভু যেন জননীর মতি
গৌরাঙ্গে গঙ্গায় যেতে বাধা দানিবারে—
প্রাণসম ভাল, তারা বাসে গৌরাঙ্গেরে।

যে রস-রহস্যলীলা যমুনার তীরে
লইয়া আনন্দময়ী নব কিশোরীরে
করেছে কিশোর কৃষ্ণ, তা'রি অবশেষে
নবদ্বীপে গঙ্গাতীরে নব নব বেশে
নিয়া ব্রজ বালাগণে করে আস্বাদন
নিত্য নবরূপে রসে, তৃপ্ত প্রাণ মন।
গোপনারী সবে এবে নদীয়া নাগরী
গৌর কৃষ্ণে সমর্পিছে সর্ব্বস্ব সবারি।'
আসে গঙ্গাতীরে অন্য কর্ম্ম তেয়াগিয়া
গৌরকৃষ্ণে লভিবারে নূতন করিয়া
সমগ্র নয়নে মনে রূপসিন্ধু তাঁর
আস্বাদয় সর্ব্ব নারী, আনন্দ অপার।
হলো নব বৃন্দাবন জাহ্নবীর তীর
বাল গৌর কৃষ্ণলীলা অতি সুগভীর,
আভীর কন্যারা এসে নব নব নামে
করে গৌর কৃষ্ণ সঙ্গ নবদ্বীপ ধামে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বিশ্বরূপের গৃহত্যাগ

গৌরাঙ্গ অগ্রজ শ্রেষ্ঠ অতি রূপবান
অদ্বৈতের প্রিয়শিষ্য, সর্ব্বশাস্ত্রে জ্ঞান
সীমাহীন, কৃষ্ণ-প্রেমে পূরিত অন্তর
গৌর-প্রাণ বিশ্বরূপ, যুবক সুন্দর।
শাস্ত্র গ্রন্থ নিয়া তাঁর কাটে রাত্রদিন
অদ্বৈতের পাঠশালে। বুদ্ধিতে প্রবীণ
ব্রহ্মচর্য্য ব্রতধারী সংযমী মহান
আজন্ম বিরাগী ধীর,—বিন্দুমাত্র স্থান
অন্তরে নাহিক তাঁর বিষয় লাগিয়া,
জনক জননী সেবে মন প্রাণ দিয়া।
অতিক্রান্ত হয় হয় ষোড়শ বৎসর
চন্দ্রকান্ত মণিসম স্নিগ্ধ মনোহর
বিশ্বরূপ সর্ব্বপ্রিয়। মিশ্র পুরন্দর
পুত্র-পরিণয় হেতু হলেন তৎপর।
বিরাগী পুত্রেরে চান সংসারে বাঁধিতে
রূপে রসে গন্ধেবর্ণে আকৃষ্ট করিতে।
মুক্ত শুদ্ধ বিশ্বরূপ সহজ সুন্দর
মালিন্য বিহীন চিত্ত ভক্তি-মধুকর;

শুনিয়া মায়ের মুখে পিতার আদেশ
শঙ্কিত হইল চিত্ত; সংসারের ক্লেশ
সহিবে সবার সম? এযে অসম্ভব—
সংসারী হইলে তাঁর ব্যর্থ হবে সব।

'মনে ভাবে বিশ্বরূপ লইবে সন্ন্যাস'
ইষ্টের সাধনে তাঁ'র পূরাইবে আশ।
প্রাণসম শ্রীগৌরাঙ্গে ছাড়িয়া যাইতে
বেদন কঠোরতম জাগিতেছে চিতে।
জনক জননী মনে দুঃখ পাবে ঘোর
হবে সেবা অপরাধ, কি হইবে মোর ?
কিন্তু কি করিব আমি নাহি যে উপায়—
এজীবনে অবশ্যই ইষ্টে মোর চাই।
সংসারের প্রয়োজন কম নহে মানি
ঈশ্বর সবার শ্রেষ্ঠ এই মনে জানি।—'
এই আকর্ষণ বিকর্ষণে চলেছে ভাসিয়া—
সুতীব্র বৈরাগ্য-বহ্নি উঠিছে জ্বলিয়া।"

সেদিন প্রভাত আলো
বিষাদ কালিমা মাখা,
নিঠুর বেদন ঘন
নয়নের ছবি আঁকা—
সারা নবদ্বীপ ধামে।
বিশ্বরূপ গৃহ ছাড়ি
আকুল পিপাসা নিয়া—
অসীমে দিয়াছে পাড়ি।
এসংবাদ বজ্রসম
বাজে পুরন্দর শিরে
হতবাক্ স্তব্ধ তিনি।
অবিরাম অশ্রুঝরে—
শচীমার গণ্ডবাহি';
করে মাতা হাহাকার
'কোথা বাপ বিশ্বরূপ
আছে আর কে আমার ?
দুঃখিনীর প্রাণ তুই—
নিধি মোর মহাবল ;
কোন বিধি মোর লাগি'
পেতেছিল এইছল ?
চলে যদি গেলি বাপ
মোরে কেন রেখে গেলি'
কি ছবি দেখালি মোরে,
প্রভাতে নয়ন মেলি'
শূন্য গৃহ যমপুরী
ঘন ঘোর অন্ধকার,—
ভয়ঙ্কর এ শূন্যতা!
মৃত্যু তুচ্ছ কাছে তা'র।
দুর্ব্বিষহ এ যাতনা
কেন মোরে দিলি বাপ—
দহে হিয়া তুষানলে,—
কিবা দোষে এই তাপ ?'
আর্ত্তনাদ করি মাতা—
চেতনা হারায় শেষে
ধূলি ধূসরিত অঙ্গ
ধরণী নয়নে ভাসে।
অষ্টম বর্ষীয় গৌর
অগ্রজেরে না হেরিয়া
হেরি' জননীর অশ্রু
ফেলে সংজ্ঞা হারাইয়া।
অচেতন গৌরাঙ্গেরে
হেরি' মিশ্র পুরন্দর
সংজ্ঞা লভিলেন ফিরে,
কেঁদে কন বিপ্রবর,—
তুইও কি মোদেরে বাপ
ছেড়ে গেলি এসময়
একি দুঃখ নিদারুণ,
হেকৃষ্ণ করুণাময়
কোন অপরাধে এলো
আজিকে জীবন শেষে—
বলিবে কি কৃপা করে ?
আরো কিবা কোন বেশে

আবার আসিবে নাথ,
করো সব অবসান,—
নিবাও জীবন-দীপ—
নাহিকবো হতমান।
চোখে মুখে দিয়া জল
গৌবাঙ্গে জাগায় সবে
ভেঙ্গে যেন গেলো ঘুম
ভোবেব পাখীব ববে,
জনক জননী চোখে
হেবে গৌব অশ্রুধার
বিষন্ন বেদন ক্লিন্ন,—
ভুলে দুঃখ আপনার।
উভয়েরে সম্বোধিযা
গৌবাঙ্গ কহিল ধীবে
অগ্রজ সন্ন্যাস নিতে—
তোমাদের গেল ছেড়ে,
না করিয়ো তা'তে দুঃখ,
তোমাদের সেবা ভাব—
লইনু আমার শিরে—
বিষাদেব অন্ধকার—
ঘুচাব সকলি আমি,
আর কোনো ভয় নাই,
পিতা মাতা স্বর্গ মম,—
অন্য স্বর্গ নাহি চাই।

সপ্তম পবিচ্ছেদ

বিশ্বরূপের গৃহত্যাগের পর

মিশ্র পুবন্দর প্রাণে শঙ্কা ভয়ঙ্কব
জাগিয়া উঠিছে ধীরে; নয়ন অন্তব
হইয়াছে বিশ্বরূপ;—লইবে সন্ন্যাস
দগ্ধ করি' চিরতরে সুখের নিবাস—
হানিয়া কঠিন বজ্র পিতামাতা শিরে
বহাইয়া শোক নদী তপ্ত অশ্রুনীরে।
অন্তরে অন্তরে বহ্নি দেহকরে ক্ষয়—
অক্ষম হইয়া উঠে ইন্দ্রিয় নিচয়।
শচীর সান্ত্বনা হেতু নাহিক প্রকাশ
অনুষ্ঠিত নিত্য কর্ম্ম, হাস্য পরিহাস
হয় সব প্রাণ শূন্য, মিথ্যা, অভিনয়—
মিশ্র যেন পুত্রশোক করিয়াছে জয়।
পুত্রের সন্ন্যাস মূলে শাস্ত্র অধ্যয়ন
বিশেষতঃ দর্শনের স্মরণ মনন—
বিষয়ে বৈবাগ্য এনে ছাড়ায় সংসার
অধ্যয়নে এইফল ভাবিয়া গোবার—
পাঠেতে আনন্দ আব মিশ্র নাহি পান,
প্রসঙ্গত একদিন শচীকে জানান,
গৌরাঙ্গের শাস্ত্র পাঠে নাহি অভিলাষ
মোর মনে,—অধ্যয়ন কবে সর্ব্বনাশ।
অধ্যয়ন, বিশ্বরূপে ছাড়াল সংসার—
গৌরাঙ্গেরও মনে যদি বৈবাগ্য সঞ্চাব
হইয়া সন্ন্যাসে টানে, পূর্ব্ব হতে তাই—
হও সাবধান আব পাঠে কাজ নাই।
যদিও মাতার চিত্ত বেদন বিধুর—
পুত্র শোকে মুহ্যমানা; শোক-ভাবাতুব
সমগ্র হৃদয় মন, তবু, কহেন তখনে
মূর্খ হয়ে বিশ্বম্ভব বাঁচিবে কেমনে!
কিবা গতি হবে তা'র, একক সংসারে
বিদ্যাহীনে কন্যাদান কে করিবে তারে?
বিশ্বরূপ সংসারেরে ছেড়েছে বলিয়া
কে বলিবে গোরাচাঁদ যাইবে ফেলিয়া
আমাদেরে চিরতবে লইয়া সন্ন্যাস
এ সন্দেহে শৈশবেই বন্ধ পাঠাভ্যাস?
অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন হৃদয়
বুঝিবেনা ভালমন্দ লাভালাভ ক্ষয়

বিচারে হইবে মূঢ়, কিবা হবে ফল
কাটাবে জীবন করি নয়ন সম্বল !
কঠোর দারিদ্র্য তারে রহিবে ঘিরিয়া
শান্তি সুখ স্বপ্ন সব যাইবে ত্যজিয়া
গোরাচাঁদে চিরতরে ? দুঃখের জীবন
এযে অভিশাপ ঘোর, দৈব বিড়ম্বন
বিশ্বম্ভরে উৎপীড়িত করিবে সদাই,
ইহা কি তোমার মনে কভু জাগে নাই ?
হাসিয়া কহেন মিশ্র শচীরে উদ্দেশি'
'বিদ্বান হইলে তা'রে গৃহলক্ষ্মী আসি'
ঐশ্বর্য্যের মাল্য দিয়া করিবে বরণ
সংসারের সর্ব্বদুঃখ করিবে হরণ
রচিবে সংসার পূর্ণ ঐশ্বর্য্য বিলাসে,
মধুস্নিগ্ধ আনন্দের অপূর্ব্ব আশ্বাসে
জীবন ভরিয়া দিবে ; রহিবেনা শোক
সংসারের সর্ব্বদিকে আনন্দ আলোক'
এ ধারণা, দেবি তব সত্য কভু নয়
কেবল শাস্ত্রের জ্ঞান করিবারে জয়
পারিবে না সর্ব্বদুঃখে। ঐশ্বর্য্য সম্ভার
বিদ্যার অধীন নহে, বিদ্যাও সবার
সর্ব্বত্র সমান নয় ; কৃষ্ণের ইচ্ছাই—
সর্ব্বমূলাধার জেনো, কারো সাধ্য নাই
আপন শক্তিতে করে ইচ্ছার পূরণ
ইচ্ছার সহিত হলে দৈব-সংযোজন—
তখনি ফলিবে ফল। সিকতার সম
ঝঞ্ঝা ক্ষুব্ধ সিন্ধুপারে ; অতি নিরমম
জীবনে প্রতিটিক্ষণ ; কৃষ্ণ কৃপাময়—
কেবল রক্ষিতে পারে, ঐশ্বর্য্য অক্ষয়
দিতে পারে নিরন্তর সর্ব্বদুঃখ হরি'
শান্তিসুখ সৌভাগ্যের পশরা উজাড়ি'।
একমাত্র তিনি দাতা, ত্রাতা কৃপাময়
ব্যক্তির বুদ্ধিতে কিছু হইবার নয়।

দেখনা বিচারি' মোরে, বিদ্যা বুদ্ধি বল
কিসের অভাব মম ? ঐশ্বর্য্য সম্বল
কিবা আছে গৃহে আজ, জান তুমি সব
ঘুচায়েছে অভাবেরে বিদ্যার বৈভব ?
আরো দেখ সংসারেতে, আছে কত জন
বিদ্যার সহিত যার যোগ কদাচন
ঘটে নাই, নাহি জানে শাস্ত্র বলে কারে
নয়ন ফিরায়ে তুমি তাহার সংসারে
দেখিবে অভাব নামে কোনো বস্তু নাই
ঐশ্বর্য্যের রাশি রাশি সদা তার ঠাঁই
আশ্রয় মাগিয়া ফিরে। পরম বিস্ময়
ঈশ্বরের ইচ্ছা ভিন্ন কিছু নাহি হয়।
তাই বলি গৌরাঙ্গের পাঠে কাজ নাই
যাহা করিবেন কৃষ্ণ হইবে তাহাই।
পণ্ডিত হইয়া যদি ঘরে নাহি রয়
কি লাভ তাহাতে বল ? সদা মোর ভয়
শাস্ত্র অধ্যয়ন গৌরে বৈরাগ্য আনিবে
পণ্ডিত হইলে পুত্র গৃহে না রহিবে।
মূর্খ হয়ে পুত্র মম রহুক সংসারে
কোন দুঃখ রহিবেনা আমার অন্তরে।
ভুলিব সকল দুঃখ গৌরমুখ চেয়ে
তুচ্ছ মম ধনরত্ন, গৌরাঙ্গেরে পেয়ে
ভুলিয়াছি সর্ব্বশোক। সর্ব্বসুখাধার
গৌরভিন্ন, এ জগতে কিবা আছে আর ?
যে যাহা বলুক তাতে কোনো দুঃখ নাই।
সম দুঃখ কোথা ? যদি গৌরাঙ্গে হারাই।

ধন্য মিশ্র পুরন্দর, গৌরাঙ্গ সুন্দরে
যে বৎসল্য রস তব হৃদয় কন্দরে
হলো প্রকাশিত আজি প্রাণের ভাষায়
একমাত্র তোমাতেই তাহা শোভা পায়।
হার মানে জননীও এই মহারসে
তত্ত্ব বুদ্ধি বিদ্যা সব যায় দূরে ভেসে।

অপূর্ব্ব জননী-পিতা দিব্য প্রেমাধার
নব রসামৃতসিন্ধু,—মূর্ত্তি করুণার।
মিশ্রের ভাষণ শুনে স্তব্ধ শচীমাতা
কি বলেন খুঁজে কিছু না পান বারতা।
গুরুবাক্যে কিছু আর বলিবার নাই
কৃষ্ণের যাহাই ইচ্ছা ঘটিবে তাহাই।
আপন অন্তরে মাতা ভাবিছেন শেষে
মূর্খ হয়ে শ্রীগৌরাঙ্গ রবে অবশেষে?
বিদ্যাহীন বলে তারে সবে ধিক্কারিবে
পণ্ডিত সমাজে তার স্থান নাহি হবে।
পিতা হয়ে পুত্রে যদি রাখে মূর্খ করে
করিবে কি—জ্ঞান দান আসিয়া অপরে?
আপন অন্তরে মাতা মহা দুঃখ পান
সর্ব্বত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা করেন সন্ধান।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বিশ্বরূপের অন্তর্দ্ধানের পর শ্রীগৌরাঙ্গ

বিশ্বরূপ অন্তর্দ্ধানে গৌর ভগবান
ছেড়েছেন চপলতা; সময় কাটান
আপনার গ্রন্থ নিয়া। মনবুদ্ধি স্থির
ঘর হতে গোরা চাঁদ—না হয় বাহির।
গৌরাঙ্গের অধ্যয়ন নিয়া সে-সময়
শচী আর জগন্নাথে যেই কথা হয়
উভয়ের সেপ্রসঙ্গ করিয়া শ্রবণ
গৌরাঙ্গ ব্যথিত-চিত্ত; মূঢ় বুদ্ধি মন।
অধ্যয়নে রত বুদ্ধি চিত্ত ছিল স্থির
পাঠ বন্ধ হলে চিত্ত হইল অস্থির।
চঞ্চলের শিরোমণি হলো গৌররায়
মুহূর্ত্তেক স্থির চিত্ত রহিতে না চায়।
ঘরে আর বাহিরেতে সর্ব্বত্র সমান
যাহা পায় তাহা ভাঙ্গে করে খান খান।

অদ্ভুদ্ দৌরাত্ম্য তা'র বর্ণন না যায়
অশোভন আচরণে করে হায় হায়
নদীয়ার জনগণ। কভু গঙ্গাতীরে
যাইয়া গৌরাঙ্গ চাঁদ চুপি ধীরে ধীরে
কারো ভাঙ্গে ধ্যান, কারো বস্ত্র ফেলে জলে
ক্ষণ মধ্যে সবাকারে ত্রস্ত করে তোলে।
কারো ভাণ্ড দেয় ভেঙ্গে গৃহেতে প্রবেশি'
বস্ত্রখানি ছিঁড়ে কারো। দুঃখ কম বেশী
ঘটে সবাকার ভাগ্যে নদীয়া নগরে
ক্ষমতা নাহিক কারো শাসে গৌরাঙ্গেরে।
ধাম বাসী নরনারী ব্যাকুল হইয়া
মিশ্র পুরন্দরে এসে কহে বিবরিয়া
'গৌরাঙ্গের কীর্ত্তিকথা, হেন কর্ম্ম নাই
যাইয়া মোদের ঘরে না করে নিমাই।
ধরিতে তাহারে কত করেছি যতন
নিমেষ ফেলিতে গৌর করে পলায়ন।
কারো সাধ্য নাহি তা'রে ধরিয়া রাখার
চতুরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গৌরাঙ্গ তোমার।
এতকাল ছিল ভাল রত অধ্যয়নে
সুশান্ত সুবোধ স্থির; পুনঃ কি কারণে
অধ্যয়ন হলো বন্ধ? মিশ্র পুরন্দর
শোনেন সবার কথা, রন নিরুত্তর।
এইভাবে প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায়
গোরার দুরন্ত পনা সবে বলে যায়।
মিশ্র নীরব র'ন নত করে শির
মুখ হতে কোনো কথা না হয় বাহির।
গৌরাঙ্গ প্রসঙ্গ প্রাণে আনে আলোড়ন
পবাণ-পুত্তলী গৌর, ঝরে দুনয়ন
আনন্দ-বেদনে গূঢ়; ভাষা নাহি পান
জননী-হৃদয় পিতা শ্রীগৌরাঙ্গ প্রাণ।
প্রতিবেশীরাও নাহি চাহে প্রতীকার
সবে, বিচিত্র আনন্দলাভ দৌরাত্ম্যে গোরার

গৌর কথা নিয়া সবে দুঃখ ভুলে যায়
না রহে অভাব কারো ; কে যে কিবা চায়
সবি' হয় বিস্মরণ। সর্ব্ব অগোচরে
আনন্দ মূরতি গৌর, সূক্ষ্মপ্রেম ডোরে
নদীয়ার জনগণে করেছে বন্ধন—
কতনা মধুর প্রিয়, গৌর-জ্বালাতন।
নানাভাবে গৌর কৃষ্ণ সবে কৃপাকরে
বিবিধ বিচিত্ররূপে। গৌরাঙ্গ সুন্দরে
নানাভাবে রূপে রসে করে আস্বাদন
চিত্তকল্পলোকে চিত্রি' অপূর্ব্ব চিত্রন।
একদিন এ চাতুরী চরমে উঠিল
প্রথম ইহার মর্ম্ম কেহনা বুঝিল।
ভগ্ন ত্যক্ত মৃদ্‌ভাণ্ড যেই আস্তাকুঁড়ে
অস্পৃশ্য অশুচি যাহা একান্তে অদূরে
পাড়ার জঞ্জাল বহি' আছে এতকাল
এড়ায়ে সবার স্পর্শ গভীর বিশাল
গহ্বরেতে, পূতিগন্ধ সর্ব্বদা ছড়ায়,
ভুলেও বারেক কেহ সে পথে না যায়।
হেন আবর্জ্জনাপূর্ণ স্থানে ভগবান
গৌরাঙ্গ সুন্দর এসে হলো অধিষ্ঠান
প্রভাতে কিভেবে মনে। কেহ নাহি জানে
কে এনে বা বসাইল হেথা ভগবানে।
স্বতন্ত্র ঈশ্বর কেবা বুঝে তাঁর মর্ম্ম
সর্ব্বগুহাশয় অপরূপ তাঁর ধর্ম্ম।
কি কর্ম্ম করেন, মনে কি উদ্দেশ্য নিয়া
অল্পবুদ্ধি মানবে তা'— বুঝিবে কি দিয়া।
গৌরে হেরি হেথা মাতা করে হায় হায়
'কি আছে কপালে মম করি কি উপায়'
বলিয়া আপন শিরে করে করাঘাত
অমঙ্গল আশঙ্কায় ঘটে অশ্রুপাত।
জননী করুণাময়ী মহানিষ্ঠাবতী
উঠিয়া আসিতে গৌরে করেন আকূতি ;
'বাপ মোর গোরাচাঁদ ত্বরা চলে আয়
এমন অশুচি স্থানে কেহ নাহি যায়।
আজি তুই কেন বাপ গেলি সেই স্থানে,
নাস্তিক যাহারা তারা কিছু নাহি মানে
তোর বাপ নিষ্ঠাবান ধার্ম্মিক সুজন
তাঁর পুত্র হেন কর্ম্ম কর কি কারণ ?
বিলম্ব না করে আর ত্যজি এই স্থান
হওগো পবিত্র তুমি করে গঙ্গাস্নান,।
হেমবর্ণ শ্রীগৌরাঙ্গ হয়ে কালীমাখা
শোভিতেছে অপরূপ, যেন মেঘে ঢাকা
শরতের মহাকাশে পূর্ণ শশধর
বিচ্ছুরিত দিব্যজ্যোতিঃ পরম সুন্দর।
চাহিয়া জননী পানে দুষ্ট-শিরোমণি
মৃদুমন্দ হেসে হেসে বলিল তখনি
সেই বুঝে ভালমন্দ শাস্ত্রে জ্ঞান যা'র
রহিয়াছে পরিপূর্ণ, আমি মূর্খ তা'র
নাহি জানি বিন্দুমাত্র ; কেমনে নির্ণয়
হইবে অশুচি শুচি, কিসে কিবা হয় ?
পাঠ বন্ধ করে মোরে করেছ অজ্ঞান
কি বুঝিব ভাল মন্দ সুস্থান কুস্থান।
শুদ্ধি বা অশুদ্ধি বোধ কেমনে জাগিবে
তোমরা আমাকে যদি পড়িতে না দিবে ?
আরো কথা আছে মাতঃ, শোন মন দিয়া
'সর্ব্বভূতে স্থিত কৃষ্ণ, একথা জানিয়া
কেমনে বলিবে দেবি, অশুচি এ স্থান ?
হেথা কৃষ্ণ নাহি বলে পেয়েছ প্রমাণ ?
কৃষ্ণে ভোগ দিতে অন্ন যে পাত্রে রাঁধিলে
কিছুদিন পরে তারে কেমনে বলিলে
স্পর্শের অযোগ্য বলে ? কৃষ্ণ কৃপাময়
সর্ব্বত্র তাঁহার স্থিতি ; বিশুদ্ধ অব্যয়'।
বলিতে বলিতে প্রভু দিব্য ভাবাবেশে
কহিলেন জননীরে তবে হেসে হেসে

'সে-স্থান পবিত্র অতি যেথা আমি যাই
জানিবে সকল শুচি অপবিত্র নাই।
গঙ্গাজল সুপবিত্র মোর স্পর্শ পেয়ে
হেরিবে মন্দিরে মোরে তীর্থে তীর্থে গিয়ে।
স্বার্থদ্বন্দ্ব সমাচ্ছন্ন মানুষেব মন
ঈশ্বরে যখন ভুলে অশুচি তখন।'
শুনে বালকেব মুখে পাণ্ডিত্যের বাণী
আকুল বিস্ময়ে চেয়ে রন শচী রাণী।
কি বলেন শ্রীগৌবাঙ্গে না পান খুঁজিয়া
জ্ঞান বুদ্ধি সবি তাঁর গেছে হারাইয়া।
নদীয়ার নরনারী কহে শচী মায়
গৌরাঙ্গ সাধিয়া নিজে পড়িবারে চায়
তোমরা দাওনা তাকে পাঠে অধিকার
কেমনে হইবে তা'তে জ্ঞানেব সঞ্চার ;
শত চেষ্টা কবে ব্যর্থ মোদেব সন্তানে
পাঠে দিতে মনোযোগ ; কিছু নাহি জানে,
অথচ পড়িতে তারা কভু নাহি চায়
মন বুদ্ধি তাহাদেব কুপথে বেড়ায়।
শচীমাকে উদ্দেশিয়া পুনঃ তারা বলে
কল্য হতে শ্রীগৌবাঙ্গে দাও পাঠশালে।
গৌবাঙ্গেব মুখে শুনে অদ্ভুদ ভাষণ
শঙ্কিত হইয়া উঠে জননীর মন।
দেবাশ্রিত হলে তবে এইরূপ কবে
অশবীবী আত্মা যদি গৌরাঙ্গ সুন্দরে
আশ্রয় কবিযা থাকে! কিবা হবে তবে
অবোধ সন্তানে মম কে এসে রক্ষিবে!
তাই মনে ভেবে দেবী দৈবজ্ঞে ডাকিয়া
গোরার দক্ষিণ হস্তে কবচ বাঁধিয়া
গঙ্গাস্নান অন্তে আজি দিবেন নিশ্চয়,
অবশেষে গৌরে মাতা দেখালেন ভয়
শীঘ্র না আসিলে উঠে আবর্জ্জনা হতে
পিতা তোমা দিবে দণ্ড আসিয়া গৃহেতে।

না করে বিলম্ব আর এসো মোর কাছে
অন্যথা কপালে তব বহু দুঃখ আছে।
দুষ্ট শিরোমনি তা'তে ভয় নাহি পায়
কালো হাঁড়ি তুলে এক লইযা মাথায়
করিতে লাগিল নৃত্য। ভয়ে শচীমাতা
হতবাক, কারো মুখে নাহি কোনা কথা।
জননীরে উদ্দেশিয়া গৌব শেষে বলে
'করহ প্রতিজ্ঞা মোকে গঙ্গাদাস টোলে
যেতে দিবে কল্য হতে-না করে বারণ
নূতন করিয়া পুনঃ হবে অধ্যযন।'
শঙ্কায় ব্যাকুল মাতা বিলম্ব না করি'
নেমে সে অশুচিস্থানে, দুই হস্ত ধরি'
শ্রীগৌবাঙ্গে তথা হতে আনেন টানিয়া
না করিয়া দ্বিধা আর, কিছু না বলিয়া।
তাবপর শ্রীগৌরাঙ্গে ভাগীবথী নীরে
দেহেব মালিন্য সব মুছে ধীরে ধীবে
শুদ্ধসত্ত্ব ভাবে পুনঃ করেন উজ্জ্বল
গৌরাঙ্গের স্বর্ণকান্তি করে ঝলমল।
অপূর্ব্ব ঈশ্বরলীলা কখন কাহারে
কিভাবে দিবেন শিক্ষা কে বুঝিতে পারে।
আবর্জ্জনা পূর্ণস্থানে গিযা ভগবান
শুচি ও অশুচি তত্ত্ব শুদ্ধাশুদ্ধ জ্ঞান
আপন জননীসহ দিলেন সবায়
শ্রীগৌরাঙ্গ লীলামৃতে তুলনা কোথায় ;
ঈশ্ববের নরলীলা বড় চমৎকার
অসীমে সসীমে খেলা মাধুর্য্য অপার।
দুষ্ট-শিবোমণি এবে বত অধ্যয়নে
পঠন পাঠন ভিন্ন অন্য নাহি জানে।
অদ্বিতীয় হয় গৌর শাস্ত্রের বিচারে
সূক্ষ্ম তত্ত্ব বিশ্লেষণ, কেহ নাহি পারে
গৌরাঙ্গ চাঁদের মত। কিশোর বয়সে
সর্ব্বশাস্ত্র তত্ত্বজ্ঞান মিলিয়াছে এসে।

কলাপ করিয়া শেষ, টীকা রচি' তা'র
সহপাঠীগণে শিক্ষা দেয় বারবার।
গৌরাঙ্গ প্রতিভা হেরি' বিমুগ্ধ সকল
ভাবে, মানবে সম্ভব নহে হেন বুদ্ধিবল।
তবু ঈশ্বর-স্বরূপ কেহ বুঝিতে না পারে
গৌরাঙ্গের সম সবে ভাবে আপনারে
সহপাঠী ছাত্রবৃন্দ। সর্ব্বত্র ছড়ায়
গৌরাঙ্গ প্রতিভা, কেহ পার নাহি পায়।
গুপ্ত বৃন্দাবন লীলা নবদ্বীপ ধামে—
জানে ভাগ্যবান, যার শ্রদ্ধা আছে নামে।

দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত।

তৃতীয় সর্গ

প্রথম পরিচ্ছেদ

শ্রীগৌরাঙ্গের উপনয়ন লীলা।

শুক্লপক্ষে শশীসম গোরা গুণমণি
নবম বরষে ধীরে উত্তীর্ণ যখনি,
অপরূপ লাবণ্যের স্বর্গীয় বিভায়
আলোকিত নবদ্বীপ; বর্ণন না যায়
অপূর্ব্ব সে রূপরাশি। নেত্রভৃঙ্গদ্বয়
পান করে রূপ-মধু তৃপ্ত নাহি হয়;
না ফেলি' পলক তারা দিবস রজনী
সে রূপ-সাগর মাঝে ডুবিয়া আপনি
বার বার ডুবাইতে চাহে নিখিলেরে
স্বর্ণ কমলের সম গৌরাঙ্গ সুন্দরে।
বহিয়াছে মহানন্দে জননীর প্রাণ
যে ক্ষত হৃদয়ে, বিশ্বরূপ অন্তর্দ্ধান
ঘটায়ে শোণিত-স্রাবী জীবন্মৃত করি
রেখেছিল শচীমাকে দিবস শর্ব্বরী
তাহা অপগত আজি। জাগে নব আলো
শ্রীগৌরাঙ্গ মহিমায় লাগে সব ভালো।
কিশোর গৌরাঙ্গে নিয়ে অন্তর-আকাশে
বিচিত্র মধুর নানা সুখ-স্বপ্ন ভাসে
জননীরে দানিয়া জীবন। ভাবিছেন মনে
উপবীত দিয়া এবে গৌরাঙ্গ-রতনে
অন্তরে জাগাই আগে ব্রাহ্মণ্য সংস্কার,
তারপর ধীরে ধীরে ভাল মন্দ আর
শুচি ও অশুচিবোধ অন্তরে জাগিবে
মনের চাঞ্চল্য ধীরে অপনীত হবে।
বসিলে পাঠেতে মন তবে ভাল করি,
চিত্ত হতে চপলতা দূরে যাবে সরি।
সংসার দায়িত্ববোধে জাগিবে অন্তর
ঘুচে যাবে সর্ব্বদুঃখ; হইবে সুন্দর
গৌরাঙ্গের সর্ব্ব কর্ম্ম, অশান্তি ঘুচিবে
কারো মনে কোনো ক্ষোভ আর না রহিবে।
তারপর ধীরে ধীরে কিছুকাল পরে
শান্তি সুখময়ী নববধূ এলে ঘরে
হইবে সংসারে মম আনন্দ বর্দ্ধন
সকলে হইবে তৃপ্ত, ছন্দের পতন
না ঘটিবে বিশ্বম্ভরে, কি আছে সংশয়'
কল্পনাতে ঘুচে মা'র সর্ব্ব দুঃখ ভয়।
একদিন সন্ধ্যাকালে মিশ্র পুরন্দরে
সম্বোধি' বলেন মাতা, 'গৌরাঙ্গ সুন্দরে
নবম বরষে উপবীত করি দান;
ব্রাহ্মণ্য সংস্কারে শুদ্ধ করে মনপ্রাণ

সত্য ধর্ম্মে তথা শাস্ত্রে জাগায়ে সংস্কার
ইচ্ছা, তা'রে করি যোগ্য রক্ষিতে সংসার।
পদ্মপত্রে নীর সম মানব জীবন
ক্ষণস্থায়ী, টলমল করে সর্ব্বক্ষণ,
সমাপ্তি ঘটিবে কবে কেহ নাহি জানে
পথের শেষেতে কিম্বা পথ-মাঝখানে।
নিষ্ঠুর নির্ম্মম কাল, ক্ষণিকের তরে
কোনো কালে কাবো তরে অপেক্ষা না করে।
আমরা নিমিত্ত শুধু শাস্ত্রের বিধানে
মানবের ভবিষ্যৎ স্রষ্ঠা মাত্র জানে।
তাই জাগাইয়া গৌরে ব্রাহ্মণ্য সংস্কার
পরে আনি বধূ গৃহে এ ইচ্ছা আমার'।
রহি' মৌন জগন্নাথ সম্মতি জানায়
বহে আনন্দের বন্যা সারা নদীয়ায়।
'নিবে উপবীত মাঘে গৌরাঙ্গ সুন্দর'
এ সংবাদে পুলকিত সবার অন্তর।
নদীয়ার ঘরে ঘরে আনন্দের ধারা
হইতেছে প্রবাহিত ; সবে আত্মহারা
বালবৃদ্ধ যুবা নারী। কেহ নাহি জানে
কেন এ আনন্দ ধারা বহে সর্ব্বপ্রাণে।
শুধু এইমাত্র জানে গৌর সবাকার
তারে নিয়া যে আনন্দ ভাগী সবে তা'র।
ব্রজধামে কৃষ্ণসম, নবদ্বীপ ধামে
শ্রীগৌরাঙ্গ সর্ব্বপ্রাণ। সুধামাখা নামে
নদীয়ার সর্ব্বজন মগ্ন মহানন্দে
শ্রীগৌরাঙ্গ-পদদ্বন্দ্ব সর্ব্বজন বন্দে।
ভিন্ন ভিন্ন রূপে করে আনন্দ বর্দ্ধন
নরনারী সকলের শ্রীশচী নন্দন।
উৎসব-আনন্দ আজি গৃহে সবাকার
কোথা আর নিরানন্দ কোথা বা আঁধার ?
শোভিতেছে চন্দ্রাতপ শচীর প্রাঙ্গণে
অপরূপ শোভাময়। বাজিছে সঘনে
মনোরম নানা বাদ্য মৃদঙ্গ মন্দিরা
শঙ্খ ঘণ্টা নানাবিধ মৃদু ও মুখরা
কম্পিত করিয়া সর্ব্ব নবদ্বীপ ধাম
ধ্বনিত সবার মুখে শ্রীগৌরাঙ্গ নাম।
পূর্ণ ব্রহ্ম গৃহে যাঁর
কিসের অভাব তাঁ'র,
মনোলোকে নাহি কোনো ভয়।
যখনি যা' প্রয়োজন—
হয় তার আগমন,
সবি যেন আনন্দ-নিলয়
উষার উদয় হতে
আছে নিজ কাজে মেতে
বাল বৃদ্ধ যুবা নারী সবে,
শ্রীগৌরাঙ্গ নামে মন
ডুবে আছে সর্ব্বক্ষণ
কেবা আর কারে আহ্বানিবে ?
মণ্ডপেতে পুরন্দর
নান্দীমুখে অতঃপর
বসিতে করেন আয়োজন,
স্মরি' পূর্ব্ব পুরুষেরে
ঘৃত অন্ন দান করে—
যা'তে, শুভ কর্ম্ম হয় সমাপন।
কতেক রমণী মিলি'
ফুল দূর্ব্বা নব চেলি
সাজাইছে মনোমত করি,
কুসুম সৌরভসহ
ধূপধূমে গন্ধবহ
সৃজিয়াছে অপূর্ব্ব মাধুরী।
দিব্যভাব জাগে চিতে
হুলুধ্বনি চারি ভিতে
মিশ্র গৃহ নব বৃন্দাবন,
আনন্দ সমুদ্র বুকে
সবে সন্তরিছে সুখে
মধু চিত্র বিশ্বে অতুলন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

উপনয়ন-পূর্ব্বে শ্রীগৌরাঙ্গের গাত্রসম্মার্জ্জন।

গৌরাঙ্গের স্নান লাগি' পাতিল আসন
নদীয়া নাগরী মিলি'; কুঙ্কুম চন্দন
অমলকী সিক্ত নানা গন্ধতৈল নিয়া
রাখিল আসন পাশে সবে সাজাইয়া।
তারপর শ্রীগৌরাঙ্গে বসায়ে যতনে
মন দিল সবে তাঁর শ্রীঅঙ্গ মার্জ্জনে।
অনন্ত গগনে যথা পূর্ণচন্দ্র শোভে
চারিপাশে তারকারা মত্ত মধু লোভে,
তেমনি গৌরাঙ্গ চাঁদে ঘিরি' পুরনারী
শোভিতেছে অপরূপা নদীয়া নাগরী।
চম্পক কলিকা সম প্রভু করাঙ্গুলি,
হাতে নিয়া কোনো নারী চাহি চক্ষু মেলি
অপার বিস্ময়ে শুধু স্তব্ধ হয়ে রয়,
প্রতিটি নখরে পূর্ণচন্দ্রের উদয়।
মধুময় করস্পর্শে জাগে ভক্তিরস
রমণীর হৃদয়েতে। হয়েছে অবশ
সকল ইন্দ্রিয় সহ চিত্তবুদ্ধি মন
ঘটে আত্মবিস্মরণ; কেমনে মার্জ্জন
করিবে সে করাঙ্গুলি? সবি যায় ভাসি
অশ্রুধারে; পূর্ণচন্দ্র হৃদয়ে উদ্ভাসি'।
দীপ্ত হেমদণ্ডসম প্রাণ মনোহারী
শ্রীগৌরাঙ্গ ভুজদ্বয় অন্য এক নারী
মার্জ্জন করিছে ধীরে গন্ধতৈল দিয়া,
স্পর্শ-পূত চিত্তে ভাব উঠে উছলিয়া
আনন্দের মহাম্বুধি। নারে সম্বরিতে
উদ্গত নয়ন ধারে। জাগিতেছে চিতে
অপরূপা গৌরকৃপা; না যায় বর্ণন
ক্ষণে ক্ষণে অসামান্য আনন্দ বর্দ্ধন।
মহাভাগ্যবতী ধন্যা অন্য এক নারী
প্রভুর চরণদ্বন্দ্ব সংবাহন করি'
অপূর্ব্ব সুরভিযুক্ত স্নিগ্ধগন্ধ তৈলে
লভে দিব্যানন্দ, ভাসে আনন্দ-সলিলে।
অঙ্কে নিয়া পদদ্বন্দ্বে নাহি মিটে সাধ
জড়াইয়া নিতে বুকে ঘটে পরমাদ
লজ্জা এসে দেয় বাধা, অপর নাগরী
কি বলিবে মোরে তবে পদ সেবা হেরি'।
দেবের দুর্লভধন ওপদ যুগলে
অভাগিনী নেয় শিরে, ধুয়ে অশ্রুজলে।
অপূর্ব্ব আনন্দে তার সমগ্র হৃদয়
ভুলে সর্ব্ব কর্ম্ম, স্পর্শে মগ্ন হয়ে রয়।
এইভাবে ভাগ্যবতী পুরনারী গণ
মিলিয়া প্রভুর অঙ্গ করিলা মার্জ্জন।
তারপর সুপবিত্র সুরধুনী জলে
করে অভিষেক সব পুরনারী মিলে।
অপূর্ব্ব সঙ্গীতচ্ছন্দে হুলুধ্বনি মিলি
নদীয়া নাগরী চিত্ত তুলিল আন্দোলি'।
হয়ে গেলে অভিষেক করিতে মুণ্ডন
বসিলেন স্থির হয়ে শ্রীশচীনন্দন।
ভ্রমরের মত কৃষ্ণ সুচিক্কণ কেশ
মুণ্ডন করিয়া নিতে ব্রহ্মচারী বেশ
আসিয়াছে আগাইয়া ত্রিজগতপতি
প্রাণ মনোহারী এক অপূর্ব্ব মূরতি।
সুচিক্কণ কেশ রাজি করিতে মুণ্ডন
বাজে জননীর বুকে বজ্রের মতন।

রত্নাকর দেয় ধীরে মুণ্ডন করিয়া
অপরূপ কেশরাশি। নয়ন ঝরিয়া
পড়ে তার নীরবেতে ধরণীর বুকে
রত্নাকর বক্ষ ফাটে এই মহাদুঃখে।
বিধাতা আমারে দিয়া করাল মুণ্ডন
এ অপূর্ব্ব কেশরত্ন ভকতের ধন—
আচার্য্য আদেশ সে যে নারে উপেক্ষিতে
তাই ধরিযাছে ক্ষুর গৌরাঙ্গ শিরেতে।
তার পর পঞ্চামৃতে স্নান করি শেষে
রঙীন বসন পরি' ব্রহ্মচারী বেশে
সাজিয়াছে শ্রীগৌরাঙ্গ। সুবর্ণ প্রতিমা
যাহার তুলনা বিশ্বে কোথা মিলিবেনা।
কর্ণবেধ করিবার আসিলে সময়
ক্ষৌরকার রত্নাকর মনে মনে কয়
কমল-কোমল অঙ্গে ধাতুশলাকায়
কেমনে করিব বিদ্ধ ভাবিয়া না পাই,
আচার্য্য আদেশে শির করেছি মুণ্ডন
মোরে দিয়া কর্ণবেধ হবেনা কখন।
সুধামাখা মুখখানি বক্ষোমাঝে ধরি'
জগতের দুঃখ আমি যাই যে পাশরি;
নবনীত সম সেই অঙ্গেতে কেমনে
করিব শলাকাবিদ্ধ নিষ্ঠুর পরাণে ?
আপন বৃত্তিরে শেষে নিন্দে ক্ষৌরকার
কর্ম্মের বিপাকে বুঝি এ দশা আমার,
যে-পদ পরশে ধন্য হয় জাতি কুল
হইয়া নারকী আমি কর্ণে দিব শূল ?
শত সুধাকর সুধা যে মুখে বিরাজে
সে অঙ্গে শলাকা দিতে বক্ষে মোর বাজে।
এই অপকর্ম্ম আমি আর করিব না
ত্যজিব আপন বৃত্তি, অন্ন মিলিবে না ?
তাই হোক, এই প্রাণ দিব অনাহারে'—
এসময় পণ্ডিতেরা নিন্দে ক্ষৌরকারে,
বলেন সকলে মিলি' লগ্ন ব'য়ে যায়,
অসময়ে কর্ণবেধ কভু না করায়।
না করে বিলম্ব আর কর সমাধান
কর্ণবিদ্ধ হলে হবে উপবীত দান।
না হেরি' উপায় কেঁদে কহে রত্নাকর
নিজ মনে, 'শ্রীগৌরাঙ্গে হে প্রভো সুন্দর,
এমন নিষ্ঠুর কর্ম্ম, নরাধমে দিয়া
করাবে কি কৃপাময় ? কেমন করিয়া
করি হেন ক্রুর কর্ম্ম ? মুই দুরাচার
তুমিত করুণাময়—প্রেম-পারাবার।
এই কর্ম্ম হতে রক্ষা কর তুমি দাসে—
জানায় প্রার্থনা, আর অশ্রুজলে ভাসে'।
অন্তর্যামী নারায়ণ ভক্ত হৃদি জানে
রত্নাকর আর্ত্তনাদ বাজে তাঁর প্রাণে।
ভক্তের অভয় দাতা করুণা-নিলয়
পরম আশ্বাসে প্রভু দানিতে অভয়—
ধীরে কন রত্নাকরে, শোন রত্নাকর
চেয়ে দেখ কর্ণে মম, বল অতঃপর
কর্ণ বিঁধিবার আর আছে প্রয়োজন ?
কর নিবারিত অশ্রু, স্থির কর মন।'
চক্ষু মেলি 'রত্নাকর করিলা দর্শন
প্রভুকর্ণে, কি আশ্চর্য্য অপূর্ব্ব শোভন
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র দু'টি কর্ণলতিকায়
মুক্তাবিন্দু সম শুভ্র, প্রভুমুখ চায়
বিস্ময়ে আনন্দে নব; বুঝিতে না পারে
শ্রীগৌরাঙ্গ লীলারঙ্গ, কৃপা করি তা'রে
আপন ঐশ্বর্য্য যাহা করান দর্শন
তাহাতেই রত্নাকর সার্থক জীবন।
হইয়াছে কর্ণবেধ করিলে জ্ঞাপন
রত্নাকর, অন্য কর্ম্ম হয় সম্পাদন।
ক্ষৌরকার রত্নাকর মহাভাগ্যবান
যাহারে করিলা কৃপা গৌর ভগবান।

রত্নাকর মহাশুভ সেইদিন হতে
প্রভুর ঐশ্বর্য্য হেরি' নিজ নয়নেতে
আপনার হীন বৃত্তি করিলা বর্জ্জন
ভাগীরথী নীরে নিয়া দিলা বিসর্জ্জন
ক্ষুর কাঁচি আদিযত। প্রভুর চরণে
আশ্রয় মাগিয়া লয় সর্ব্বসমর্পণে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ব্রহ্মচারী বেশে শ্রীগৌরাঙ্গ

ব্রহ্মচারী শ্রীগোরাঙ্গে সাজাবার লাগি'
নানারত্ন আভরণে, কত নিশা জাগি'
মাতৃসমা সীতাদেবী রহি শান্তি পুরে
করেছেন বিরচন মনোমত করে
বিবিধ বিচিত্র নব অপূর্ব্ব ভূষণ,
তাহা নিয়া শ্রীগৌরাঙ্গে সাজাতে এখন
বসিলেন দুইজন শচী আর সীতা
সহোদরা সমা দুই মূর্ত্ত পবিত্রতা।
তপ্ত স্বর্ণ সম কান্তি গৌরাঙ্গ সুন্দর
কৃষ্ণকেশমুক্ত শিব প্রদীপ্ত ভাস্কর,
বিচ্ছুরিত দিব্যজ্যোতি; বদন কমল
মহাভাব দিগ্ধ নব করে ঝলমল।
আকর্ণবিশ্রান্ত নেত্র করুণায় ভরা
চন্দনে সুলিপ্ত অঙ্গ সুরভি মুখরা।
প্রিয় বাল গৌরাঙ্গেরে নিয়া দুইজন
চলিলেন সাজাইতে দিয়া আভরণ।
পরান কুণ্ডল কর্ণে আচার্য্য গৃহিণী
বাহুতে কঙ্কন সুখে পরান জননী।
দক্ষিণ ও বাম করে স্বর্ণ বলয়
কটিতে মেখলা নব মণিমুক্তাময়।
সোনার নূপুর দেন চরণ যুগলে
জ্বলিছে তারকা শত পড়ি' পদতলে।
সোনার মুকুট দেন সীতাদেবী শেষে;
ব্রহ্মচারী শ্রীগৌরাঙ্গ শোভে রাজবেশে।
গায়ত্রীর মন্ত্র কর্ণে দিলে পুরন্দর
সংজ্ঞা হারাইয়া ফেলে গৌরাঙ্গ সুন্দর।
সর্ব্ব অঙ্গে প্রকাশিত মহাভাবাবেশ
দীঘল নয়ন দু'টি অরুণ আবেশ।
প্রতিরোমকূপহতে কিরণ ছড়ায়।
বদন কমল হ'তে শুধু বাহিরায়
গম্ভীর ওঙ্কার ধ্বনি, মানিছে বিস্ময়
বালশ্রীগৌরাঙ্গে হেন ভাবের উদয়,—
পণ্ডিত আচার্য্য সবে। কেমনে সম্ভব
বালদেহে প্রকটিত এমন বৈভব?
সহস্রাংশু সম তেজ মানবে না হয়
এলো কি বামন শেষে দিব্যবিভাময়!
জাগিতেছে নানা কথা দর্শকের মনে
হেরি' ব্রহ্মচারী গৌরে প্রতি ক্ষণে ক্ষণে।
বিদগ্ধজনেরা মিলি করেন বিচার
অবশ্য হইবে এই ব্রজেন্দ্র কুমার,
শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত যাহা—পীতবর্ণ ধরি'
আসিয়া'ছে নবদ্বীপে মুকুন্দ মুরারি।
ভয়ে ভীতা শচীমাতা হইয়া নিশ্চল-
কপোল বাহিয়া শুধু ঝরে অশ্রুজল।
এমহাসঙ্কট ক্ষণে কি হবে উপায়
বিমূঢ়া জননী চিত্তে খুঁজিয়া না পায়।
যজ্ঞস্থলে সবে মিলে করিয়া যতন
ব্রহ্মচারী শ্রীগৌরাঙ্গে করাল চেতন।
যে অমৃত বিলাইতে আগমন তাঁর
আজি এই যজ্ঞস্থলে সূচনা তাহার।
অধম পতিত জীব উদ্ধার করিতে
ভবিষ্যে হইবে তাঁকে এই বেশ নিতে,
এই সব ভাব মনে হইল স্মরণ;
মহা ভাবাবেশে চিত্ত হলো নিমগণ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ব্রহ্মচারী শ্রীগৌরাঙ্গের ভিক্ষা গ্রহণ

চলেছেন শ্রীগৌরাঙ্গ ভিক্ষার লাগিয়া
বিমানে অমরবৃন্দ আছেন চাহিয়া
পরম বিস্ময় মানি'। মহা বিশ্বেশ্বর
চলেছেন ভিক্ষা নিতে প্রতি ঘরে ঘর।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড চলে ইঙ্গিতে যাহার
ব্রহ্মচারী বেশে আজি কি লীলা তাঁহার
নররূপে অবনীতে। দেব-অগোচর
ভকতের বোধগম্য সাধন সুন্দর।
কলিযুগে মহাভাগ্যে এ লীলা সুন্দর
পতিত উদ্ধার হেতু কে জানে খবর!
ষড়ৈশ্বর্য্যময় যিনি, কমলা ভাণ্ডারী
নররূপ নিয়া তিনি প্রেমের ভিখারী;
যাচিয়া বেড়াবে প্রেম এই অবতারে
মুখে নিয়া হরিনাম' প্রতি ঘরে ঘরে;
তাহারি আরম্ভ আজি ব্রহ্মচারী বেশে
বিল্বদণ্ড নিয়া করে। শোভে স্কন্ধ দেশে
রঙীন ভিক্ষার ঝুলি। গৈরিক বসনে
আবৃত মুণ্ডিত শির। মধুর ভাষণে
'জননি, সর্ব্বাগ্রে মোরে কর ভিক্ষাদান'
এইবলি মার কাছে প্রভু ভিক্ষা চান।
তব প্রেম আশীর্ব্বাদ লভিলে জননি
তবে ত কলঙ্ক মুক্ত করিতে ধরণী
সমর্থ হইব আমি এই যেন মনে,
শ্রীগৌরাঙ্গ রহে নত জননী চরণে।
পরম আগ্রহে মাতা রজত কাঞ্চন
আতপ তণ্ডুল সহ প্রভুকে তখন
প্রথম দিলেন আনি।' পিতা পুরন্দর
রজত কাঞ্চন সহ দেন অতঃপর
আতপ তণ্ডুল আর বস্ত্র উপবীত
দানের গ্রহণ হেরি সবে হরষিত।
সুবর্ণ মাদুলী দিল বিপ্র নীলাম্বর
নারায়ণী ধাত্রীমাতা প্রদানে সুন্দর
মিষ্ট ফলমূল আর নব আভরণ;
সবার আনন্দ তাহা করিয়া দর্শন।
পণ্ডিত সুদর্শন আর গুরু গঙ্গাদাস
আপন পত্নীর সহ মনোঽভিলাষ
পূরণ করিয়া নিল গৌরে ভিক্ষা দিয়া
প্রেমিক গৌরাঙ্গে নেয় আপন করিয়া।
(মনে বলে) সমর্পিনু যেই বিদ্যা তোমারে দয়াল
এপারের ভালমন্দ তাহাতে মিশাল,
তেমন অমৃত মোরে দাও দয়াময়
যা'তে, সর্ব্বদুঃখে পারি মোরা করিবারে জয়।
আসিলেন ভিক্ষাদিতে যত দিব্যাঙ্গনা
শ্রীগৌরাঙ্গ পদদ্বন্দ্ব করিয়া বন্দনা
মনে মনে, হস্তে নিয়া দুর্লভ সম্ভার
করিলেন চরিতার্থ গুপ্ত বাসনার।
মুনিপত্নিগণ আসে নব নব বেশে
ভিক্ষা দিতে শ্রীগৌরাঙ্গে আনন্দ আবেশে
দুর্লভ সামগ্রী সব নিয়া নিজ করে
সবে ভিক্ষা দেন এসে গৌরাঙ্গ সুন্দরে।
জগতের সর্ব্বগুণ রূপ রস আর
বিশ্বের সৌন্দর্য্য রাশি বিচিত্র প্রকার
সবে এসে করিয়াছে আত্মসমর্পণ
গৌর ব্রহ্মচারী পদে। সকলের মন
তাইত ছুটিয়া আসে সর্ব্বগুণাধারে
বরণ করিয়া নিতে হৃদয় মাঝারে।
ভিক্ষা দিতে আসা নহে, আশা ভিক্ষা নিতে
যুগ যুগান্তের ক্ষতদগ্ধ মরুচিতে;
বহুভাগ্যে লব্ধ প্রেম মূরতি সুন্দরে
ধরিয়া রাখিতে নিজ মনের মুকুরে

চিরতরে ; মানবের মুক্তিদাতা তাঁকে ;
জটিল কুয়াসাচ্ছন্ন কর্ম্মের বিপাকে।
নবদ্বীপ ধামে আর অবশেষ নাই
বালবৃদ্ধ যুবা নারী আসিছে সবাই।
ভিক্ষা দিতে বালগৌরে, মাধুর্য্য সাগরে
নিগূঢ় কি আকর্ষণে বর্ণিতে না পারে।
ব্রহ্মচারী শ্রীগৌবাঙ্গ দিব্য জ্যোতির্ম্ময়,
সবাকার চিত্ত গৌর করিয়াছে জয়।
শ্রীগৌবাঙ্গে ছেড়ে তারা থাকিতে না পারে,
সুন্দর আনন্দময় প্রেম-পারাবারে।
সন্ন্যাসীর বেশ যেন তাঁর নিজবেশ
অপরূপ কারুণ্যের বিগ্রহ বিশেষ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ
উপবীত গ্রহণান্তে শ্রীগৌরাঙ্গ।

উপনয়নের অন্তে গৌরাঙ্গ সুন্দরে
কোলে করে শচীমাতা নিয়া নিজঘরে
বসালেন সুসজ্জিত সুন্দর আসনে
নিভৃতে নির্জ্জন কক্ষে একান্তে গোপনে।
মৌনী হয়ে রবে গৌর দশ দিবা নিশি
হেরিবেনা বন্ধুজনে বাহিরেতে আসি'।
রবে নব ব্রহ্মচারী জপ-ধ্যান নিয়া
আপন অন্তর-লোকে প্রবিষ্ট হইয়া।
গৌব আগমনে ঘুচে গৃহ-অন্ধকার
গৌরাঙ্গের অঙ্গ-কান্তি রূপের পাথার,
গাঢ় অন্ধকারে দিল দ্রুত সরাইয়া
একাকী গৃহেতে গৌর আসনে বসিয়া।
ত্রি-সন্ধ্যায় জপধ্যান মিশ্র পুরন্দর
শিখালেন শ্রীগৌরাঙ্গে হইয়া তৎপর।
মাতামহী হবিষ্যান্ন করিয়া রন্ধন
মধ্যাহ্নে গৌরাঙ্গে এনে করান ভোজন

এইরূপে দশ দিন বন্ধু সংঘ ছাড়ি'
জপ-ধ্যানে মগ্ন-রন গৌর ব্রহ্মচারী।
মুহূর্ত্তেক স্থিতি যার নাহি দিন মানে
ত্যজিয়া সবার সঙ্গ একাকী নির্জ্জনে
কেমনে রহিয়া স্থির করিছে সাধন
বুঝিতে পারেনা কোনো গৌরবন্ধুজন।
কোন বন্ধু উঁকি দিয়া কহে বাতায়নে
আমাদেরে ছেড়ে তুমি রয়েছ কেমনে
হয়ে ব্রহ্মচারী গৌর ? হবিষ্য আহার,
তোমারে না পেয়ে দুঃখ মোদের সবার।
শুনে গৌর ইঙ্গিতেতে কহে জননীরে
'না করি বিলম্ব আব ক্ষীর নাড়ু সরে
করে যেন তুষ্ট তিনি সকল বালকে
প্রাণসম ভাল তারা বাসে যে আমাকে'।
মহাহৃষ্ট মনে মাতা সবাকারে তোষে
দিয়া ক্ষীর নাড়ু আর মধুর সম্ভাষে।
দশ দিবা নিশি গৌর মৌনী হয়ে রয়,
পালে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত সবার বিস্ময়।
দশম দিবসে তবে গুরু আজ্ঞা নিয়া
ভাঙ্গিলেন মৌন ব্রত, দণ্ড বিসর্জ্জিয়া।
সমাগত গুরু আর গুরুপত্নীগণে
প্রণমিল, সুখী সবে গৌরাঙ্গ দর্শনে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ
দিব্যভাবাবেশে শ্রীগৌরাঙ্গ।

একদা প্রভাতে গৌর আপনার মনে
বসিয়াছে আঙিনায়, আবেশ নয়নে।
অপরূপ জ্যোতি এক তাঁহাকে ঘিরিয়া
রহিয়াছে অলক্ষ্যেতে বিকীর্ণ হইয়া।
আছে পরিধানে তাঁর রঙীন বসন
প্রফুল্ল কমল সম শোভে দুনয়ন।

মহাভাবাবেশে পূর্ণ যেন বিশ্বম্ভর
চলেছে কোথায় ভেসে দূর দূরান্তর ;
সীমা নাই শেষ নাই ; নাহি আবরণ
ভবিষ্য নবীন বেশে দেয় দরশন।
অনন্ত স্বরূপ প্রভু মহানন্দ মগ্ন
এ সময় সম্বোধিয়া জননীরে কয়
'একাদশী দিনে তুমি অন্নের আহার,
কভু না করিবে মাত, আদেশ আমার।
পুত্রের আদেশ শুনে পরম বিস্ময়ে
নির্নিমেষ রন মাতা প্রাণ কাঁপে ভয়ে।
তীব্র আবেগেত পূর্ণ বদন কমল
দরশনে মার মন হয়েছে বিহ্বল।
তাই মাতা কোনো চিন্তা না করিয়া আর
বলেন পালিব আমি আদেশ তোমার।
অল্পক্ষণ পরে গৌর বলে জননীরে
আবেশ জড়িত কণ্ঠে, চাহ মাতঃ ফিরে ;
চলিনু এখন আমি এদেহ ছাড়িয়া
কিছুক্ষণ পরে পুনঃ আসিব ফিরিয়া,
পুত্রের এই দেহ তব কর সংরক্ষণ'
বলিয়া তখনি গৌর হলো অচেতন।

ভয়েতে স্তম্ভিত মাতা বাক্য নাহি মুখে
বিদীর্ণ হৃদয় তাঁ'র হয় মহা দুঃখে।
বিশুষ্ক নয়ন দ্বয়, ইন্দ্রিয়ের গণ
অসার নিস্তব্ধ স্থির, বুদ্ধি অচেতন।

কিছুক্ষণ পরে মাতা চেতনা লভিয়া
আপনার মনে মনে কি যেন ভাবিয়া
ছিটাইয়া গঙ্গাজল গৌরাঙ্গ নয়নে
ব্যজন করিয়া ধীরে অতি সযতনে
গৌরে জ্ঞান ফিরাইয়া আনেন আবার,
আলোকি' উঠিল গৃহ ঘুচে অন্ধকার।
মাতা, নূতন জীবন যেন পেলেন ফিরিয়া
গৌরাঙ্গ বদন চন্দ্র দর্শন করিয়া।
নেন কোলে করে মাতা গৌরাঙ্গ-রতনে,
আবেগে পুলকে স্নেহে সোহাগে চুম্বনে
কতনা আদরে মাতা গৌরে বক্ষে নিয়া।
অপূর্ব্ব সে মাতৃস্নেহে ভাষায় বর্ণিয়া
কোনো কবি কোনো কালে বলিতে নারিবে
প্রেম মহাসমুদ্রেরে কে আর তুলিবে ?

কেন হলো গৌরাঙ্গের এই ভাবান্তর
নাহি হয় জননীর বুদ্ধির গোচর।
দৈবের প্রভাব বলে মানিয়া জননী
গৃহদেব গিরিধবে স্মরেন তখনি।

দেহের সীমানা হতে বাহির হইয়া
ভগবান এই তত্ত্ব দেন বুঝাইয়া
শচীর যে পুত্র-ভাব গৌরাঙ্গের প্রতি
দেহাশ্রয়ী তাঁতে শুধু নিবদ্ধ সম্প্রতি।
স্বয়ং ঈশ্বর যিনি তিনি বদ্ধ নন
বিশিষ্ট ক্ষণেতে মাত্র দেন দরশন
মানবের মহাভাগ্যে। কৃপা পরবশ
হইয়া করেন ভোগ বাৎসল্যের রস।
পরম আত্মার এই রূপের গ্রহণ
দেবেরও দুর্লভ, মহা সাধনার ধন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

শ্রীগৌরাঙ্গের উপনয়ন উপলক্ষ্যে নবদ্বীপে মহোৎসব।

গৌর উপনয়নেতে মিশ্র পুরন্দর
নবদ্বীপবাসী সবে করিয়া আহ্বান,
নানাবিধ ভোগ্যবস্তু রচিয়া সুন্দর
নিজহস্তে সবাকারে করিলেন দান।

এ আনন্দ মহোৎসবে দেব বিশ্বম্ভর
নিয়া পরমান্ন পাত্র করে আপনার
যাচিয়া করেন দান প্রফুল্ল অন্তর।
জাগিয়াছে মহাহর্ষ চিত্তে সবাকার
স্বয়ং ব্রহ্মাণ্ডপতি আপন ইচ্ছায়
নিয়া অমৃতের ভাণ্ড আপনার হাতে,
বাল বৃদ্ধ যুবা নারী মিলিয়া সবায়
প্রচুর পরম অন্ন নেয় নিজপাতে।
ঈশ্বরের নরলীলা অতি চমৎকার
স্বরগে অমরবৃন্দ দেখিতে পাইয়া
পরমান্ন ভোগে লুব্ধ হয়ে নরাকার
বসিয়াছে আঙ্গিনায় আসন লইয়া।
দেবের অঙ্গনা যত কুলবধূরূপে
ঈশ্বরের হস্তে অন্ন করিতে গ্রহণ
সবার অলক্ষ্যে এসে ধীরে ধীরে চুপে
লইয়াছে একপাশে নিজের আসন।
বালকেরা মহানন্দে করিছে চীৎকার
লভিয়া প্রভুর হস্তে পরমান্ন দান
আনন্দ সমুদ্রে সবে কাটিছে সাঁতার
হারাইয়া ফেলিয়াছে সবে বাহ্যজ্ঞান।
এ আনন্দে মূলাধার প্রভু বিশ্বম্ভর
আপনি বুঝিয়া নেন সবাকার মন
নিবৃত্ত জিজ্ঞাসা তাই, আপন কি পর
না হয় বলিতে কারো কিবা প্রয়োজন।
অচিন্ত্য শকতি প্রভু সর্ব্বজ্ঞ দয়াল
করেন সবারে তৃপ্ত এই মহোৎসবে
সহজ সুন্দর নিরপেক্ষ দেশকাল
অপূর্ণ কাহারো চিত্ত আর না রহিবে।
দেব ও মানব বৃন্দ এ মহালীলায়
আপন আপন ভোজ্য করিলা গ্রহণ
অন্যে না জানিল তত্ত্ব, আনন্দ আশায়
দেবতারা নররূপ করিলা ধারণ।

আমন্ত্রিত মাঝে হেরি অপরিচিতেরে
আসনে বসিয়া যাঁরা করিছে ভোজন
জিজ্ঞাসেন পুরন্দর বিপ্র নীলাম্বরে।
আপনার অনুগত এই বিপ্রগণ?
বিনা আমন্ত্রণে এসে আমায় যাঁহারা
ধন্য করিলেন আজি এসে এ উৎসবে
হইলেন আজি হতে আপন তাঁহারা
সকলেই গৌরাঙ্গের বন্ধু হয়ে রবে।
মিশ্র বাক্যশুনে হেসে নীলাম্বর ক'ন
জগন্নাথ, সবে তুমি পারনা চিনিতে
আনিয়াছে গৌরাঙ্গের মহা আকর্ষণ
বিপ্র সমুদয়ে দূর দূরান্তর হতে।
শুধু তাহা নহে, আরো রহস্য পরম
রহিয়াছে অদ্যকার এই আমন্ত্রণে,
দিব্য লোক হতে দেব দেবী মনোরম
আসিয়াছে বিপ্রবেশে তোমার অঙ্গণে।
শুনিয়া বিস্ময়াবিষ্ট মিশ্রপুরন্দর
হেন দেব দেবী সেবা হবে কোন গুণে,
কি যোগ্যতা আছে মম কহ দেববর
নরের উপাস্য দেব-প্রীতি সম্পাদনে।
জামাতারে হেসে তবে কন নীলাম্বর
তব পুত্র-প্রেমে সবে আকৃষ্ট হইয়া
শূন্য করে দেবগণ সুনীল অম্বর
এসেছে অঙ্গনে তব আনন্দে মজিয়া।
আনন্দে বিস্ময়ে ভয়ে মৌন হয়ে রয়
এ লীলা রহস্য মিশ্র নাবুঝে আপনে
বালক গৌরাঙ্গ মম আর কিছু নয়'
অবোধ, অজ্ঞান, তবু তার আকর্ষণে
দেববৃন্দ স্বর্গ হতে, আর বিপ্রগণ
সুদূর দিগন্ত হতে আসিয়াছে আজ
না করে অপেক্ষা মম কোনো আবাহন
মোর গৌরাঙ্গের দেহে কে করে বিরাজ?

যাহার লাগিয়া সবে আমার কুটীরে
স্বর্গমর্ত্ত্য হতে সবে এসেছে ছুটিয়া,
সামান্য এ ভোজ্য আর পরম অন্নেরে
লইতেছে নিজহস্তে আপনি যাচিয়া ?
বুদ্ধিস্তব্ধ পুরন্দর, ভাবিতে নাপারে
ছেদিতে না পারে এই মহান সংশয়
হেন অলৌকিক কাণ্ড নিয়া গৌবাঙ্গেরে
কি কবিয়া বারেবারে সংঘটিত হয় ?
বাৎসল্য বিমুগ্ধ পিতা ডেকে নারায়ণে
যুক্ত করে আপনার জানায় প্রার্থনা
যাহা ইচ্ছা কর দেব, মন মোর জানে
তুমি, শুভকাম গৌরাঙ্গের এ মোর
সান্ত্বনা।

তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত

চতুর্থ সর্গ

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিদ্যার্থী শ্রীগৌরাঙ্গ

শ্রীগৌরাঙ্গ উপবীত করিয়া ধারণ
সর্ব্বরূপ চপলতা কবিলা বর্জ্জন।
সন্ধ্যা বন্দনাদি গৌর রীতিমত করে
সকল ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম আপনি আচবে।
পূজা অর্চ্চনাদি যাহা গৃহ-দেবতার।
করে সব নিজহস্তে গৌর আপনার।
অন্য অন্য গৃহকর্ম্ম যাহা প্রয়োজন
আপনিই তাহা গৌর করে সম্পাদন।
শ্রম-সাধ্য কোন কর্ম্ম মিশ্র পুরন্দরে
করিতে দেয়না গৌর সবি নিজে করে।
তাহাতেই মাতাপিতা স্বর্গসুখ পায়
ছিল যত মহাদুঃখ সবি ভুলে যায়।
অপরূপ গৌরাঙ্গের রূপ-সুধাধার
সাথেতার অনুপম মধুব্যবহার
সুখ সৌভাগ্যের নব নন্দন কানন
শচী জগন্নাথ মনে করিলা সৃজন।
মিশ্র হন বাৎসল্যের অপূর্ব্ব আধার
অসীম বাৎসল্যরস সীমা নাহি যা'র।
গৌরাঙ্গ-রূপেতে আলো নবদ্বীপধাম
সবার বদনে জাগে শ্রীগৌরাঙ্গ নাম।
রূপ লাবণ্যের সাথে পাণ্ডিত্য প্রকাশ
অসীম সৌন্দর্য্য আর মাধুর্য্য নির্যাস
হইয়াছে সম্মিলিত শ্রীগৌরাঙ্গে এসে
নদীয়া নাগরী সব যায় তা'তে ভেসে।

মাতৃভাবে বিভাবিত মিশ্র পুরন্দর
রক্ষিবারে শ্রীগৌরাঙ্গে হইয়া তৎপর
ডাকিনী যোগিনী সব অপদেবতায়
শ্রীগৌরাঙ্গ রূপ-ছায়া যেন নাহি পায়
সেই হেতু গৃহদেবে স্মরি গিরিধরে
প্রার্থনা করেন মিশ্র আপন অন্তরে,—
'রক্ষ গিরিধারি গৌরে সর্ব্ববিঘ্ন হতে
তার সর্ব্ববিঘ্ন চলে আসুক আমাতে।
যেন কোন দেবতার দৃষ্টি নাহি পড়ে
আমার জীবনদীপ গৌরাঙ্গ সুন্দরে'।
বাৎসল্য রসের এই আদর্শ মহান্
হেরি' মিশ্র পুরন্দরে মহানন্দ পান
আপন অন্তর মাঝে বাল বিশ্বম্ভর
অতুলন পিতাপুত্র আদর্শ সুন্দব।

জাহ্নবীর আনন্দের সীমা নাহি আর
বেদন-বিদগ্ধ হৃদে কান্তেরে আবার
লভিয়াছে ফিরে দেবী। দীর্ঘ ব্যবধান
ঘুচিয়াছে এতকালে, ভাঙ্গিয়াছে মান।
ব্রজের অঙ্গণা নিয়া যমুনা জীবনে
করিয়াছে কতলীলা কালা রাত্র দিনে,

যমুনার সে-সৌভাগ্য করি দরশন
করিয়াছে ভাগীরথী অশ্রু বিসর্জ্জন।
জাহ্নবীর প্রেমে আজি কৃষ্ণ দিল ধরা;
গৌর হরি রূপে এসে,-গোপীমন-চোরা,
নদীয়া নাগরীগণে করে বিমোহন
রঙ্গরসে, তরঙ্গিত জাহ্নবী জীবন।
সবাকার প্রিয় গৌর পাঠে দেয় মন
গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে অধ্যয়ন
আরম্ভ হইল এবে। গুরু-ইচ্ছামত
প্রথমেই ব্যাকরণ-অধ্যয়নে রত।
'কলাপেতে' মহাদক্ষ গুরু গঙ্গাদাস
তাঁর কাছে করিয়াছে সবে পাঠাভ্যাস
মহা মহা পণ্ডিতেরা, যারা ব্যাকরণে,
বঙ্গ দেশে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলে তাঁকে মানে।
প্রথমে তাঁহার কাছে প্রভু পাঠ নিয়া
টোলে সব বিদ্যার্থীরে বিমুগ্ধ করিয়া
অবিচিন্ত্য অপার্থিব তীক্ষ্ণ মেধাবলে
ত্বরিতেই উত্তরিয়া উঠিলা সকলে।
কারো সাধ্য নাহি তারে করে অতিক্রম
জাগায় গৌরাঙ্গ সর্ব্বমানসে সম্ভ্রম।
টোলে রহিয়াছে কত ছাত্র জ্ঞানবান
সর্ব্ব হতে উচ্চতম গৌর বুদ্ধিমান।
গৌরাঙ্গের অলৌকিক প্রতিভা হেরিয়া
উল্লসিত গঙ্গাদাস; আপন করিয়া
রাখিল সবার হতে ভিন্ন করি তাঁ'রে
অপূর্ব্বরতন সম গৌরাঙ্গ সুন্দরে।
গৌরাঙ্গের প্রতিভার না হয় তুলন,
নিমেষে গুরুর যুক্তি করিয়া খণ্ডন
স্থাপে আপনার মত; দূষিতে না পারে
গঙ্গাদাস সেই মতে। স্তম্ভিত সবারে
করিয়া গৌরাঙ্গ চাঁদ করে অধ্যয়ন।
এই বুদ্ধি যুক্তি নহে মানবে কখন

ভাবে মনে গঙ্গাদাস; হয় বৃহস্পতি
ছলিতে আমাকে যেন এসেছে সম্প্রতি।
মহানন্দে গঙ্গাদাস গৌরসঙ্গ করে
ধন্য ও সার্থক বলে ভাবে আপনারে।
টোলেতে হয়েছে নব প্রাণের সঞ্চার
শ্রীগৌরাঙ্গ আগমনে। সঙ্গগুণে তাঁ'র
লভিয়াছে নব শক্তি সহপাঠীগণ
আপনার পাঠে সবে হয়েছে মগন।
শুষ্ক ব্যাকরণে ঘটে রসের সঞ্চার
গৌরাঙ্গের ব্যাখ্যা-বলে; পাঠ নিতে আর
কারো কোনো দুঃখ চিহ্ন নাহি রহে মনে,
আনন্দে সকল ছাত্র রত অধ্যয়নে।
শাস্ত্রে অসঙ্গতি কিছু রহিতে না পারে,
নিমেষে মীমাংসা করে গৌর সবাকারে
করে দেয় চমকিত; নাহি চাহে মান
অভিমান শূন্য গৌর। সবারে সম্মান
দেয় যার যাহা প্রাপ্য; সবার বিস্ময়
নারে বিশ্বসিতে তারা কেমনে এ হয়।
এমন প্রতিভাধর শূন্য অভিমান
রহিয়াছে শাস্ত্রে যাঁ'র অসামান্য জ্ঞান;
তিনি, কাহারেও কভু নাহি করে অনাদর
ক্ষণতরে, প্রীতিরসে মানে সহোদর।
সন্ধ্যাকালে সুরধুনী ঘাটে সবে যায়
ধর্ম্মশাস্ত্র আলাপেতে সুখ মনে পায়।
টোলের পড়ুয়া যত এসে করে ভিড়
শাস্ত্রালাপে মুখরিত জাহ্নবীর তীর।
বঙ্গদেশে নবদ্বীপ বিদ্যার আগার
সমগ্র ভারতবর্ষে সুখ্যাতি তাহার'
পড়িয়াছে ছড়াইয়া, দূর দেশ হতে
অসংখ্য বিদ্যার্থী জ্ঞান অর্জ্জন করিতে
নবদ্বীপে টোলে এসে সমবেত হয়
সর্ব্ব নবদ্বীপ যেন শুদ্ধ জ্ঞানময়।

সর্ব্বত্রই জ্ঞান চর্চ্চা শাস্ত্র আলোচন
ইহা ভিন্ন কারো যেন না বাঁচে জীবন!
এই জ্ঞান-তীর্থে প্রভু আসে ভক্তি নিয়া
উচ্ছল তরঙ্গে তা'র সবে ভাসাইয়া।
ছিল যত মহাজ্ঞান নবদ্বীপ ধামে
আশ্রয় লইল শেষে মহামন্ত্র নামে।
গৌরাঙ্গের মহাজ্ঞান এখানে প্রকাশ
মহামহিমায় সবে আসে তা'র পাশ,
সর্ব্বজ্ঞের চিহ্ন সব প্রভুতে এখানে
প্রকাশ হইল ধীরে, শাস্ত্রার্থ ব্যাখ্যানে।
সন্ধ্যায় বিদ্যার্থী সবে, প্রস্তুত করিয়া
শাস্ত্র যুক্তি সমন্বয়, গঙ্গাতীরে গিয়া
একে অন্য বিদ্যার্থীরে তীক্ষ্ণ প্রশ্নবাণে
করি জর্জ্জরিত, নিজমতে তারে আনে।
কাহারো প্রয়াস ব্যর্থ ফিরে আসে বাণ
মাঝ পথে প্রতিদ্বন্দ্বী করে খান খান
তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণতর যুক্তি প্রয়োগ করিয়া,
যায় বাদী অন্যপথে অন্যযুক্তি নিয়া।
সেখানে সার্থক কেহ হয় কোনো বার
হয় প্রতিবাদী চুপ, না আছে বলার।
উভয় যেখানে হয় সম শক্তিমান
পরস্পর পরস্পরে করে হতমান
সূক্ষ্ম যুক্তি প্রয়োগেতে একাধিকবার
এমন পাণ্ডিত্য যুদ্ধ, শেষ নাহি যা'র।
তর্কের প্রতিষ্ঠা নাহি, নাহি সমাধান
তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণতম যুক্তি লভে সেথা স্থান।
সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতর হয় বুদ্ধির বিচার
সূক্ষ্মতমে অগ্রসর শেষ নাহি যার।
এইভাবে যুক্তি তর্ক নিয়া ছাত্রগণ।
গঙ্গাতীরে করে শাস্ত্র তত্ত্ব নিরূপণ।
এখানেও হয় সর্ব্ব জ্ঞানের প্রকাশ
নেয় জয়মাল্য গৌর, অপরে নিরাশ।
সূক্ষ্মযুক্তি নিয়া গৌরে নারে পরাজিতে।
সবারে খণ্ডন করে আপন বুদ্ধিতে।
অকাট্য গৌরের যুক্তি শাস্ত্র অনুগামী
নারে কেহ আগাইতে যায় সবে থামি'।
ক্ষুরধার বুদ্ধি গৌর, বিদ্যার্থী সবাই
তর্কযুদ্ধ করে শেষে, হার মেনে যায়।
ব্যাকরণ অধ্যয়ন বৃত্তি পঞ্জী নিয়া
বিদ্যার্থী সম্যক্ অর্থ বুঝিতে নারিয়া
করে অসঙ্গত অর্থ। তাই বিশ্বম্ভর
সবারে আহ্বানি কহে, যথার্থ উত্তর
দিব আমি বিরচিয়া পঞ্জীকা উত্তম
মূলের গভীর অর্থ হইবে সুগম।
কিছুদিন পরে গৌর টীকা বিরচিয়া
শোনাইল গঙ্গাদাসে। শোনে মন দিয়া
অপর বিদ্যার্থী সব। সবার বিস্ময়
ব্যাকরণে হেন ব্যাখা কি করিয়া হয়
গৌরাঙ্গের মত এক বালক বুদ্ধিতে
গুরু আর শিষ্যবৃন্দ নারে সমাধিতে।
অন্যান্য টোলের যত বিদ্যার্থীরা আসি'
গঙ্গাদাস পণ্ডিতের ছাত্রসাথে মিশি'
গৌরাঙ্গের ব্যাখ্যা নিয়া আলোচনা করে'
হয়ে যায় হতবাক্। তাদের বিচারে
মানবে এমন বুদ্ধি কভু না সম্ভবে
ভাবে, গৌর রূপে বৃহস্পতি অবশ্য হইবে।
মোদেরে করিতে ধন্য হয়েছে প্রকাশ।
এইভাবে করে গৌর বিদ্যার বিলাস।
সারা নবদ্বীপময় হইল প্রচার
গৌরাঙ্গ-রচিত ব্যাখ্যা; সর্ব্বব্যাখ্যা সার।
সবে এই ব্যাখ্যা নিয়া করে অধ্যয়ন
বিতর্ক বিচার আর তত্ত্ব বিশ্লেষণ।
অথচ গৌরাঙ্গে নাহি বিন্দু অহঙ্কার
সকল বিদ্যার্থী তাঁর প্রিয় আপনার।

সহোদর সম সবে করে গৌর জ্ঞান
ভেদ বুদ্ধি মনে তাঁর নাহি পায় স্থান।
উদার গৌরাঙ্গ চিত্ত, মানবে যা' নয়
ঈশ্বরে সম্ভব শুধু, হোক তাঁরি জয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মিশ্র পুরন্দরের স্বপ্ন দর্শন

অচিন্ত্য শকতিমান প্রভু বিশ্বম্ভর
অসামান্য মহিমার প্রত্যক্ষ গোচর
নাহি হয় সবাকার। পুণ্যশ্লোক্ যাঁরা
ঈশ্বরের দিব্যলীলা হেরেন তাঁহারা।
ভাগ্যবান পুরন্দর, ঈশ্বর যাঁহারে
বরিলেন পিতৃরূপে এই অবতারে।
বাৎসল্য রসের তিনি মহান্ আধার
পিতৃত্ব মাতৃত্ব হেথা একরূপতার-
অভিনব পরিণয়ে মহা আস্বাদন
ঘটাইয়া করিয়াছে সার্থক জীবন।
বাৎসল্য রসেতে মুগ্ধ, গেছেন ভুলিয়া
জগতের অন্য রসে। এলেন ত্যজিয়া
সংসারে অবস্তু যত। গৌর ভিন্ন আর
কিছু না জানেন তিনি, গৌরাঙ্গ-সংসার।
এই রস সাধনায় সিদ্ধ পুরন্দর।
সমর্পিত সর্ব্বকর্ম্ম, ধন্য বিপ্রবর।
প্রাক্তন হয়েছে শেষ ; নাহি অবসর
হেরিতে গৌরাঙ্গ-লীলা। মহানটবর,
পতিত কলির জীবে উদ্ধার করিতে
নিবে যে সন্ন্যাসবেশ ; পাষাণ দ্রবিতে,
প্রেমহীন সুকঠিন বিশুষ্ক হৃদয়
করিবারে ভক্তিরসে চিরমধুময়।
পুত্রের ঐশ্বর্য্যরাশি দর্শন করিলে
'ঈশ্বর স্বরূপ' তাঁর চিনিতে পারিলে
পরমার্থ লাভ তাঁর ঘটিবে অচিরে
দ্বন্দ্ব না রহিবে আর অন্তরে বাহিরে।
সর্ব্ব ভাব রূপবস হইবে সকল
অপূর্ব্ব বাৎসল্য আর জ্ঞানবুদ্ধি বল।
মিশ্রের জীবন-দীপ নির্ব্বাপিত প্রায়
আয়ু হইয়াছে শেষ রাখা নাহি যায়
ভূতদেহ ধরণীতে বেশীদিন আর
না ঘটিবে দরশন পূর্ণ মহিমার।
পুত্ররূপে আপনার কর্তব্য মহান
অপূরণ রবে তাই, দিব্যচক্ষু দান
করিলেন পুরন্দরে প্রভু কৃপাময়
যাহাতে ভবিষ্যলীলা অমৃত অব্যয়
বর্ত্তমান রূপে ভাসে নেত্রপথে তাঁর
আনন্দ বেদন দিগ্ধ স্মরণ-সুধার।
মধ্যযামে রজনীর নীরবিত নিযুতির
ছায়ায় রয়েছে মগ্ন নিখিল সংসার,
সর্ব্ব কর্ম্ম সমাপন যার যাহা ছিল পণ
সমাপ্ত হয়েছে সব শেষ নাহি আর।
জ্ঞানবুদ্ধি জাগরণে এইদৃশ্য দরশনে
ক্ষণিক না রবে দেহ নাহিরবে প্রাণ,
তাই দিব্য স্বপ্নরূপে নিশীথে নীরবে চুপে
পুরন্দর গৌরলীলা দেখিবারে পান।
অচিন্ত্য অদ্ভুদ যাহা কেমনে বর্ণিবে তাহা
কল্পিতে নিস্তব্ধ যেন হতেছে হৃদয়!
মহা কৃপা-সিন্ধু হরি দেখাইলা কৃপাকরি
করুণ করুণতম চিত্র অশ্রুময়।

শচীমায় আহ্বানিয়া কন বিপ্র বিবরিয়া
করুণ স্বপন কথা বেদন বিহ্বল।
মথিত হৃদয়সিন্ধু, ঝরিতেছে বিন্দু বিন্দু
নয়নযুগল হতে তপ্ত অশ্রুজল।

'দেখিনু রয়েছি আমি, সম্মুখে জগতস্বামী
মণ্ডপেতে পূজারত নিয়ত যেমন
পূজা শেষে ধ্যানরসে অসীম গভীরে মিশে
মন প্রাণ সহ মম ইন্দ্রিয়ের গণ ;

দেহ ছাড়ি' উর্দ্ধলোকে অপরূপ কি আলোকে
হলো আলোকিত যেন ভবিষ্য জগৎ
ভুলিনু কি আছে মোর ঝটিতি টুটিল ঘোর
হাতে দণ্ড কমণ্ডলু করি দণ্ডবৎ,

রঙীন বসন পরা, মণ্ডপ আলোকে ভরা ;
মুণ্ডিত মস্তক গৌর পূর্ণ তেজোময়,
যুক্তকরে নতশিরে, কহে মোবে ধীরে ধীরে,
কলি হত জীবগণে দানিতে অভয়,

স্বরগের সুধাসম, স্নেহতব অনুপম,
ছাড়িয়া লইতে হবে কঠোর সন্ন্যাস
সবার দুয়ারে যেয়ে, প্রেমধন বিলাইয়ে
পূরাইতে মানবের য়ুগ যুগ আশ।

প্রফুল্ল কমল আঁখি, মুদে যায় থাকি থাকি
ঝরনার মত অশ্রু ঝরে অবিরাম
বীনাবিনিন্দিত স্বরে, স্ফুরিত যুগল অধরে
অমৃত মাখানো চির মধু কৃষ্ণ নাম।

'তোমার আদেশ পেলে, হেপিতঃ, গৌরাঙ্গ বলে
তবে জীব কূলে পারি করিতে উদ্ধার,
মোর মহাগুরুতুমি, আজ্ঞাধীন হই আমি
করহ আমাতে তুমি প্রেমের সঞ্চার।

তবসেই মহাধনে, বিলাইব জনে জনে
ধীরে ধীরে নিব সবে প্রেমের সাগরে,
তুমি পিতা মহাশয় জ্ঞান-ভক্তি-প্রেমময়,
কর সঞ্জীবিত প্রাণ সুধার আসারে।"
একি মম সেই গোরা, চপল সে চিত-চোরা
দুষ্টশিরোমণি মোর অনাথ সম্বল

গঙ্গাদাস প্রিয় অতি, শাস্ত্রযুক্তি-সিদ্ধমতি
তত্ত্ব বিনির্ণয়ে যার স্থিব বুদ্ধিবল।
কি বলিব বল আই, তখন আমিত নাই
দেহ মন ইন্দ্রিয়াদি ছিল কি না জানি,
কি দেখিছে কিশুনিছে বাল সন্ন্যাসীব কাছে
সে ভাষা মুখের কিম্বা মরমের বাণী।
কে দিবে সন্ধান তার, সে দ্রষ্টা কি আছে আর
কি দশা তখন তার স্বপন কি ভুল,
সে দশা অবর্ণনীয়, প্রিয় কিবা ঘোর অপ্রিয়
এজগতে কারো সাথে নাহি তার তুল।
বিস্ময়ে সম্ভ্রমে ভয়ে, স্থানুসম স্থির হয়ে
সন্ন্যাসী বালকে শুধু রহি তাকাইয়া

ব্রহ্মা আদি দেবগণ, চারি পাশে অগণন,
যুক্ত করে নতমুখে আছে দাঁড়াইয়া।
ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বরে, কি বলি কেমন করে
যতন করেও ভাষা খুঁজিয়া না পাই
ধন্য মানি আপনারে হেরিয়া জগদীশ্বরে,
বলি তুমি জান সব, কি দিব তোমায়।

প্রেম-পারাবার তুমি নিখিল জগত স্বামী,
মোর কাছে যাচ প্রেম কি বিচিত্র আব,
তুমি যা দিয়াছ মোরে, ফিরায়ে দিব তোমারে
ইহা ভিন্ন অন্য বল, কি আছে আমার।

পুত্ররূপে অভিমান, হইয়াছে হতমান,
বলি,' জীবের কল্যাণ তুমি করিবারে চাও,
অখিল ব্রহ্মাণ্ড পতি, তোমাতে রহুক মতি,
আমারে হৃদয়ে তব তুলে আজিনাও।'
এইবলে গোরাচাঁদে, নিতে যাই বুকে বেঁধে,
সাথে সাথে হারাইয়া ফেলি মোর জ্ঞান।
না জানি কি হলো শেষে, গৌরাঙ্গ সন্ন্যাসী বেশে
বিশ্বরূপ সম দুঃখ করিবেক দান!'
শুনে শচী কন ধীরে শান্তকরি পুরন্দরে
স্বপন, স্বপন শুধু সত্য কভু নয়,
গৌর গঙ্গাদাস শিষ্য লিখে ব্যাকরণ ভাষ্য
বৃথা তুমি তা'র লাগি' করিয়ো না ভয়।
বিশ্বরূপ চলে গেলে, যবে, ভাসি মোরা নেত্র জলে
তখন, বলেছে গৌরাঙ্গ মোরে সান্ত্বনা প্রদানি
'তোমাদের দুই জনে, সেবিবারে মন প্রাণে,
যতন করিব আমি অবশ্য জননি।
মনে ব্যথা না রাখিবে কিবা হবে কি না হবে
এই নিয়া বৃথা জল্প না করিয়ো আর।
তোমার সর্ব্বস্ব ধনে কৃষ্ণপদে সমর্পণে
হবে জেনো সমাধান সকল বাধার—
মোর গোরা যাবে চলি, বার্দ্ধক্যে মোদেরে ফেলি'
হেন অসম্ভবে মম না হয় বিশ্বাস,
চঞ্চল আমার গোরা কিশোর সে ননী চোরা
অবশ্যই পুরাইবে আমাদের আশ।
হয়নি রজনী শেষ, নয়নে ঘুমের রেশ
রয়েছে এখনো তব নয়নের কোলে
শয়ন করগো তবে কোন দুঃখ নারহিবে
প্রভাত হইবে সবে গৌর মধু-বোলে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পুরন্দরের অন্তিম বাণী

স্বপ্ন-দরশন-অন্তে মিশ্র পুরন্দর
হয়ে যান অন্যরূপ; চিত্ত মনোহর
আপন অন্তর লোকে ভাসে ক্ষণে ক্ষণে
শিশু গৌরাঙ্গেরে নিয়া। পড়ে এবে মনে
'ছায়ারূপী অগণিত দিব্য লোকবাসী
কহিত কত না কথা গৌরাঙ্গেরে আসি।'
বুঝিনি তাদের ভাষা আর আচরণ
ভেবেছি কেবল মোরা দুষ্ট গ্রহগণ
ঘটাইতে অমঙ্গল আনাগোনা করে;
রক্ষা করিবারে তাই গৌরাঙ্গ সুন্দরে
দৈব-কবচ এনে দিনু বাহুমূলে
নাহি আসে গ্রহগণ যেন আর ভুলে।

বুঝিলাম আজি আমি তাহা কিছুনয়
গৌর মম ভগবান সর্ব্বশক্তি ময়।
মহাকরুণার খনি গৌরাঙ্গ আমার
অখণ্ড পুরুষোত্তম প্রেম-পারাবার।
কলির প্রভাবে মুগ্ধ অন্ধ জীবগণ
দিশাহারা হয়ে সদা করিছে ক্রন্দন;
রাজার প্রাসাদে কেহ, কেহ রাজপথে
কেহক্ষুদ্র গৃহকোণে। কেহ দিবারাত্রে
আশ্রয় বিহীন হয়ে যথা তথা ঘুরে
বেদনায় জর্জ্জরিত, সারাবিশ্ব জুড়ে'।
উদ্ধারিতে তাহাদেরে করুণা নিদান
মানুষের মাঝে এসে লইয়াছে স্থান।
তাই, গৌরাঙ্গের গর্ভবাস ত্রয়োদশ মাস
অন্যে যা' সম্ভব নহে; যারা মায়া দাস
তার বহু আগে তারা আসে ধরণীতে
আপনার কর্ম্মফল ভোগ করে নিতে।

অসামান্য ভগবান তার ব্যতিক্রম
দিব্যরূপ বিভা তার মধু অনুপম।
তেমনি প্রতিভা তার সামান্য যা' নয়
অতিক্রান্ত স্বার্থ বুদ্ধি অপগত ভয়।
অসম্ভব সব হেরি গৌর আচরণ,
স্বতন্ত্র সবার হতে জ্ঞান বুদ্ধি মন,
শৈশব হইতে তা'র। বিষধর নিয়া
ভয়ে হতবুদ্ধি অন্যে দর্শন করিয়া,
খেলে নিজহস্তে সেই মহা ভয়ঙ্করে
মাটীর পুতুলসম বিষের আধারে।
তস্কর সোনার লোভে অপহরি গৌরে
সারাদিন শুধু তারা পথে পথে ঘুরে
গৌরাঙ্গেরে স্কন্ধে নিয়া। বেলা অবসানে
শ্রান্ত ক্লান্ত, গৃহে মম ফিরাইয়া আনে
ভাবিয়া নিজের গৃহ। নাহেরিয়া গৌরে
ছিনু মোরা মৃতপ্রায় শোকের সাগরে।
হেরিয়া তাহারে পাই নূতন জীবন
বক্ষে জড়াইয়া ধরি গৌর প্রাণধন।
ঈশ্বরের কৃপাগুণে তস্কর দুর্জ্জনে
লাভ করে জীবনেতে সুদুর্লভ ধনে,
দেবগণ যার লাগি যুগ যুগান্তর
লইয়া মানবদেহ হইয়া তৎপর
সাধন করিয়া চলে। মহা ভাগ্যগুণে
নিয়া আপনার স্কন্ধে গৌর ভগবানে
লাভ করে মহা প্রেম, লভে দিব্যজ্ঞান
হইলা তস্কর সাধু মহাপুণ্যবান।
মানবের সাধ্য নহে, জীবন-দর্শনে
চকিতে আনিতে পারে মহা বিবর্ত্তনে;
মূক মুখে দিতে ভাষা, জন্মান্ধ যে-জন,
দুর্লভ দুর্লভতর দানিতে নয়ন।
ঈশ্বরের কৃপা ভিন্ন ইহা নাহি হয়,
যুগান্ত সঞ্চিত কর্ম্ম কে করিবে ক্ষয়?

জ্বালিবে আলোর শিখা,-কল্প কল্পান্তর
মোহ অন্ধকারে পূর্ণ ছিল যেই ঘর!
সন্ন্যাসীর চিত্র যেন আরো মধুময়
গোপালের অনুরাগী, ইন্দ্রিয় বিজয়
ঘটিয়াছে আগে যাঁ'র। তীর্থে তীর্থে ঘুরি'
বিধাতার অপরূপ সৃজন চাতুরী
উন্মুক্ত হৃদয়ে হেরি নয়ন ভরিয়া
পথে পথে গোপালেরে ভোগরাগ দিয়া
সময়ে সুযোগ মত। চিত্তে আপনার
উপাস্য গোপাল শুধু, নাহি অন্যে আর।
বেলা শেষে গোপালের ভোগ রান্না করি
যান যবে নিবেদিতে প্রিয় ইষ্টে স্মরি'
অমনি গৌরাঙ্গ এসে করিলা গ্রহণ,
হেরেন সন্ন্যাসী তা'র মেলি' দুনয়ন।
পেলেন বেদনা গূঢ়, নষ্ট হলো ভোগ
আমরা বিমূঢ় সবে এ কিবা দুর্য্যোগ!
আসিল গৌরাঙ্গ অন্ন-নিবেদন ক্ষণে
উলঙ্গ অবোধ শিশু না জানি কেমনে?
আপনি গোপাল সেযে কে রোধিবে তারে
কত না প্রয়াস করি বদ্ধ করিবারে।
শেষবার দ্বারী হয়ে রহিনু তথায়
কিন্তু, ভোগের সময় গৌর গৃহে আর নাই।
ভকতের আবাহন উপেক্ষিতে নারে
গৌরাঙ্গ গোপাল আসে ভোগ লইবারে।
ভাঙ্গে সন্ন্যাসীর ভুল, লভে দরশন
আপনার ইষ্টদেবে; স্থির হলো মন।
এ লীলা রহস্য গূঢ় আগে বুঝি নাই
ঈশ্বরের লীলা এযে দেখিবারে পাই।
স্বপনে সকল দ্বন্দ্ব হলো নিরসন
আপন স্বরূপে গৌর দিলা দরশন।
ব্রহ্মা আদি দেবগণ সবে যুক্ত করে
অপূর্ব্ব সন্ন্যাস লীলা নয়নে নেহারে।'

এইরূপে পুরন্দর সারা দিনমান
বিচিত্র গৌরাঙ্গ চিত্র করে অনুধ্যান।
প্রাকৃত নিয়মে চলে আহার বিহার,
পুত্ররূপে ভগবান অন্তরে তাহার
সদাই জাগ্রত, নিয়া মূর্ত্তি করুণার।
মহানন্দে পুরন্দর কাটান সময়
সকল ইন্দ্রিয় তাঁর হয়েছে বিজয়।
তিলমাত্র কামনার নাহি আর স্থান
সমগ্র হৃদয় জুড়ি' গৌর-ভগবান।

এইভাবে ধীরে ধীবে আয়ু হয় ক্ষয়
আসিল সম্মুখে সেই অন্তিম সময়
জ্যৈষ্ঠ মাসে কৃষ্ণাষ্টমী, এই মহাদিনে
কবিবেন মহাযাত্রা নিয়াছেন জেনে
আপন অন্তব লোকে। পুরন্দর তাই
অদ্বৈত মুকুন্দ আদি বৈষ্ণব সবায়
শ্রীবাস আচার্য্যবত্ন প্রমুখ স্বজন
সবাকাবে করেছেন সংবাদ প্রেরণ।

শেষ দেখা তাঁকে যেন সবে দেখে যান
সবাব হৃদয় স্পর্শ যেন তিনি পান।
যা' কিছু বলার আছে উজাড়ি' অন্তর
ভেবেছেন দিতে আজি মিশ্র পুবন্দর।
সকল বৈষ্ণব আর আত্মীয় স্বজন
সম্মিলিত হন এসে। মিশ্রেব ভবন
হইতেছে মুখবিত কলগুঞ্জবণে
বিধুব মলিন গৃহ, করুণ ক্রন্দনে
পুবন্দব পদ প্রান্তে বসে শচীমাতা
করিছেন পদসেবা। কতশত কথা
প্রতিক্ষণে মনে এসে করিতেছে ভিব
শত অবরোধে শান্ত নহে অশ্রু নীর।
ক্ষণ আগে সংজ্ঞাহীন মিশ্রপুরন্দরে
বৈদ্যরাজ শ্রীমুবারি আপনার করে
খাওয়ান ভেষজ এনে। পান ফিরে ভাষা
পুরন্দর মিটাইতে অসমাপ্ত আশা।
জ্ঞান বুদ্ধি পুনরায় আসিয়াছে ফিরে
হয়েছে ভেষজ-ক্রিয়া, চাহিলেন ধীরে
আত্মীয় বৈষ্ণবপানে। এখন আবার
জেগেছে অতীত স্মৃতি, আছে বলিবাব
আপনার জনগণে যাহা এতো দিন
হয় নাই বলা, আব, ধীরে ধীরে ক্ষীণ
হইতেছে স্মৃতি তাঁর; গৌবাঙ্গ সুন্দর
অখিলের অধিপতি পরম ঈশ্বর
এই মহা তত্ত্বকথা না জানে অপরে
বুঝিতে পারেনি তারা গৌরাঙ্গ সুন্দরে।
কহেন উদ্দেশি' সবে মিশ্র পুরন্দর,
মোর, শেষ অনুভূতি করি শ্রবণ গোচর,
'প্রথমে না ছিনু আমি আপনার বশে
আচ্ছন্ন হৃদয় ছিল বাৎসল্য আবেশে।
শিশু হয়ে আসে যেথা গোলোকের পতি
বহিবে কেমনে তার স্থির হয়ে মতি?
অসামান্য পুত্রপ্রেমে চিত্ত বুদ্ধি মন
মহাভাবাবিষ্ট হয়ে র'ত সর্ব্বক্ষণ।
তাই, গৌরপদদ্বন্দ্বে নূপুররণন
আনন-বিবরে দৃষ্ট অনন্তভুবন
দোলনার পাশে শত দেবতার কায়া
বিদ্যুৎ চমক সম গ্রহগণ মায়া,
মনে ভেবে ভয়ে ভয়ে গৃহ দেবতায়
করেছি করুণা ভিক্ষা; যেন নাহি পায়
দুষ্ট অপদেব গণ গৌবাঙ্গে আমার
দৈবজ্ঞ শরণ তাই নিনু বার বার।
ঈশ্বরের বিভূতির নাহিক সীমানা
হেরিয়াছে বিন্দু তার ভক্ত কয়জনা,
তাদের বিশ্বাসে আস্থা করিনি স্থাপন
বাৎসল্য রসেতে মুগ্ধ ছিল মোর মন।

যে-মহাবিভূতি আমি হেরেছি প্রথম
ফেলিতাম হারাইয়া মানস-সংযম,
যদি না রাখিত ধরে বাৎসল্য-আধার
গৌরাঙ্গে নিবদ্ধ দৃষ্টি করিয়া আমার।
বিশেষ গৌরাঙ্গ রূপ হেরিনু স্বপনে
তাঁর কৃপাবলে নব সন্ন্যাস বরণে ;
মুণ্ডিত মস্তকে আর রক্তাম্বর পরি'
চলিয়াছে গৌরচন্দ্র নবদ্বীপ ছাড়ি'।
অসংখ্য ভকতবৃন্দ চারি পাশে তাঁর
মাঝখানে গৌরচন্দ্র করুণাবতার,
চলিয়াছে কলি-হত জীবে উদ্ধারিতে
ঝরিছে অঝোরে ধারা শুষ্ক ধরণীতে।
গৌরাঙ্গ লীলার হবে মহাপরিণাম
উদ্ধার হইবে বিশ্ব নিয়া কৃষ্ণনাম।
নাম-প্রেমে ভক্তিরসে পূরিবে সংসার
হেরিবেক সর্ব্বজন ; দুর্ভাগ্য আমার
এ মর-নয়নে তাহা নারিব হেরিতে
না রবে নশ্বর দেহ এই ধরণীতে।"
সম্মিলিত ভক্তবৃন্দ পরম শ্রদ্ধায়
আপন অন্তর-প্রীতি মিশ্রেরে জানায়।
গৌরের ঈশ্বরভাবে যে সন্দেহ ছিল
পুরন্দর বাক্যে তাহা বিদূরিত হলো।
জীবনের শেষক্ষণে মিশ্র পুরন্দর
উন্মুক্ত করিয়া আজি আপন অন্তর
শ্রীগৌরাঙ্গ মহাতত্ত্ব সবারে জানায়
বহু আকাঙ্ক্ষিত বস্তু ভক্তগণ পায়।
গৌরাঙ্গ ঈশ্বর রূপে সবাকার মনে
হইলেন প্রতিষ্ঠিত এই মহাক্ষণে।
মহানন্দে সবে তবে জগন্নাথে বলে
গৌরাঙ্গ স্বরূপ তুমি মোদেরে জানালে।
গৌরাঙ্গ মোদের প্রিয় আরো প্রিয়তর
হলো আজি, আমাদের পরম নির্ভর।

গৌরাঙ্গে সহজে কেন আকৃষ্ট সকলে
বুঝিলাম তত্ত্ব তা'র। তাঁর প্রেম-বলে
পতিত উদ্ধার হবে জানিতে পারিয়া
আনন্দে হৃদয় মন উঠিছে মাতিয়া।
শ্রীগৌরাঙ্গে সবাকার নির্ভর হেরিয়া
মহাসুখী পুরন্দর ; বলেন হাসিয়া
না ঘটিল মোর ভাগ্যে এলীলা দেখার
উদ্ধারিবে জগতেরে গৌর-অবতার।
এ দেহ ত্যজিতে মোর হয়েছে আদেশ
দেহ আজ্ঞা মোরে সবে না আছে বিশেষ।'
তবে, কহেন বৈষ্ণবগণ, দ্বারকা হইতে
এলে গৌর-কৃষ্ণে পুনঃ পুত্ররূপে পেতে
বিপ্র হয়ে, এইবার কাম্য দেহ ধরি'
রহি,' বাৎসল্য রসেতে মগ্ন দিবস শর্ব্বরী,
সিদ্ধকাম মহাপাত্র ; গঙ্গালাভ হবে,
পরিণামে অবশ্যই বৈকুণ্ঠ লভিবে।
বিদ্যার বিলাসে মগ্ন গৌর ভগবান
গঙ্গাদাস পণ্ডিতের বিদ্যার্থি-প্রধান।
গৌরাঙ্গের প্রিয়পাত্র সতীর্থ সকল
শ্রীগৌরাঙ্গ তাহাদের জ্ঞান বুদ্ধি বল।
শাস্ত্র অর্থ সুখবোধ্য করিবার তরে
রচিয়াছে নব ব্যাখ্যা গৌরাঙ্গ সুন্দরে।
দিন নাই রাত্রি নাই শুধু অধ্যয়ন
চলে তার সাথে শাস্ত্র ব্যাখ্যা বিরচন।
জ্বর রোগে অকস্মাৎ আক্রান্ত হইয়া
শয্যাগত পুরন্দর। অধ্যয়ন নিয়া
দিবারাত্র মগ্ন গৌর। লোক ব্যবহারে
সামান্যতঃ মনে হয় অজ্ঞাত তাঁহারে ;
অসুস্থ পিতার পাশে না হেরি নয়নে
না হেরিয়া গৃহকর্ম্মে, জাহ্নবী-জীবনে।
সর্ব্বজ্ঞ জগৎপতি, করতলে তাঁর
বিচিত্র এ মহাবিশ্ব। সর্ব্বকর্ম্ম ভার

রয়েছে তাঁহার করে ; তাঁর অগোচরে
এ বিশ্বের কোন কর্ম্ম ঘটিতে না পারে।
হোক্ তা যতনা ক্ষুদ্র অথবা মহান
হোক সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতম ; সর্ব্বত্র সমান।
চৈতন্য আছেন স্থিত সর্ব্ব-অগোচরে
সামান্য মানব তাহা বুঝিতে না পারে।
আচার্য্য অদ্বৈত আদি বৈষ্ণব প্রধানে
করাইয়া সম্মিলিত পিতৃ সন্নিধানে
নিজ অবতার তত্ত্ব পিতৃমুখ দিয়া
বালবৃদ্ধ সবাকার গোচরে আনিয়া
ঈশ্বর গৌরাঙ্গে যাহা কল্পিত সংশয়
লইলেন খণ্ডাইয়া, দিলেন অভয়
আশ্রিত বৈষ্ণবগণে। জীবে উদ্ধারিতে
অবতীর্ণ গৌরকৃষ্ণ এই ধরণীতে।
অজ্ঞাতের মত প্রভু রন একারণে—
জানান সবারে গৌর কিছু নাহি জানে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পুরন্দরের মহাপ্রয়াণ

পবিত্র জাহ্নবীতীরে
আনিয়াছে পুরন্দরে,
অন্তিমের মহাকর্ম্ম
অন্তর্জ্জলি করিবারে,
নবদ্বীপবাসী যত
মিলে সব নরনারী
পালঙ্কে শয়ান মিশ্রে
করি হাতে ধরাধরি,
উন্মুক্ত আকাশ তলে
অবলুপ্ত ক্ষুদ্রতায়
যেথা, জাহ্নবী শীকর বাহী
মলয় বহিয়া যায়,
তাহার পরশে মিশ্র
জ্ঞান পুনঃ পায় ফিরে
হেরে বন্ধুগণে আর
গৌরাঙ্গের জননীরে।
ক্রন্দন-মুখরা শচী
পদতলে রেখে শির
বিগলিত অশ্রুধারা
সিক্ত করে গঙ্গাতীর,
আকুল ক্রন্দনে মাতা
সুধালেন পুরন্দরে
'কি দোষে আমার দেব,
যাইতেছে আজি ছেড়ে ?
আমার যাত্রার পথ
জীবন স্বধর্ম্ম আর
ছিল এক লক্ষ্যে স্থির
দ্বিতীয় না ছিল তা'র
নিঠুর কে আজি নাথ,
সে জীবনে দ্বিধা করি
যাবে একভাগ নিয়া
অন্য ভাগ রবে পড়ি',—
পথের ধুলায় দেব,
ভিখারিণী করুণার
এ বড় কঠিন মৃত্যু
স্বরূপ জানত তা'র।
যাব আমি তব সাথে
না মানিব বাধা আমি
তোমাতে আমার সব
জীবন সর্ব্বস্ব তুমি।
জীবনে আশার দীপ
তুমিত জ্বালায়ে ছিলে
কোন অপরাধে দেব
আজি তা' নিবায়ে দিলে !

আনিয়া জীবনে ঘন
মৃত্যুহিন অন্ধকার
নাহিক শকতি মম
বহিতে জীবন-ভার।
তোমার জীবন এই
দিনু তব পদতলে'—
মূরছিতা শচীমাতা'
একথা স্বামীবে বলে।
শচীর ক্রন্দনে কাঁদে
বালবৃদ্ধ নরনারী
পবম আত্মীয় যেন
চলেছে তাদেরে ছাড়ি'।
ক্রন্দনের নাহি শেষ
কাঁদে তরুলতাগণ
কেঁদেছিল যেইরূপ
কৃষ্ণ-হারা বৃন্দাবন।
সবার নয়ন হতে
ঝরিছে নয়ন-ধার
এ মহা সঙ্কট ক্ষণে
নাহি কিছু বলিবার।
ধীরে ধীরে পুরন্দর
শচীশির পরশিয়া
বলিলেন কেন দুঃখ
পাও অশ্রু বিসর্জ্জিয়া,
বাল-ব্রহ্ম গৌরে আমি
অর্পি' তোমা চলিলাম
আহ্বান এসেছে মম
নহি আমি তৃপ্ত কাম।
নররূপী পূর্ণ ব্রহ্ম
গৌরাঙ্গের নরলীলা
উদ্ধারি' পতিত জীবে,
মোর অপরাহ্ন বেলা—

হেরিতে নারিনু আর,
এ বেদন সুগভীর
বাজিছে হৃদয়ে গূঢ়
হয়ে বিষদিগ্ধতীর।
মহাভাগ্যবতী তুমি
হেরিবে নয়নে তাহা
ঈশ্বরেব লীলারঙ্গ
ভবিষ্যে ঘটিবে যাহা,
সেলীলা সমুদ্রে শত
তরঙ্গিত মহিমায়
তুমিও হইবে ধন্যা
ভুলে যাও বেদনায়।
কর্ত্তব্য রয়েছে তব
গোরার পালন ভার
তুমি ভিন্ন পিতৃহীনে
কে বল দেখিবে আর!
পিতার অভাবে পুত্র
মায়ের আশ্রয়ে বাঁচে
সহস্র বেদন তা'র
জননীর স্পর্শে ঘুচে।
কোনো বাধা এসে আব
রোধিতে না পারে তাই
অমৃত রূপিণী মাতা
অযাচিত করুণায়
সন্তানে রক্ষিয়া থাকে;
তারে বুকে নাও তুলি'
ওপারের যাত্রী আমি
আমারে যাওগো ভুলি'।
আসিয়াছে বিশ্বম্ভর
শুনে হরিদাস-মুখে
পিতার অন্তিম শয্যা,
করাঘাত করি বুকে

হা পিতঃ, অনাথ করি
মোরে তুমি কোথা যাও
রাতুল চরণে দাসে
একবার স্থান দাও।
বহিতেছে দুনয়নে
দর বিগলিত ধার
পিতার উদ্দেশে ছুটে,
কোনো দিকে চাহিবার
নাহি আর অবকাশ;
গ্রন্থ সব রহে পড়ি'
প্রাণের দেবতা আজি
শ্রীগৌরাঙ্গে যায় ছাড়ি'।
বাঁধন মানেনা হিয়া
এই যেন যায় টুটে
ত্বরিতে আসিয়া গৌর
পিতৃ বুকে পড়ে লুটে।
ক্ষণকাল পরে গৌর
পিতৃ মুখ পানে চায়
নির্নিমেষ হতবাক্
কি যেন দেখিতে পায়,
দৃঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ
পিতাপুত্র দুইজন
হারায়ে গিয়াছে ভাষা
অন্তরেতে আলোড়ন
ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ মহোদধি,—
নহে তাহা বলিবার
হৃদয়ে হৃদয়ে শুধু
একমাত্র বুঝিবার।
গৌরাঙ্গের অশ্রুজলে
করে মিশ্র মহাস্নান
পিতাপুত্র পরস্পরে
হয়ে যায় প্রেমদান।

পুত্ররূপী পরব্রহ্মে
আপন বক্ষেতে ধরি'
ধন্য-হন পুরন্দর
অন্তিম শয়নে পড়ি'।
বৈকুণ্ঠে যাবার আগে
বৈকুণ্ঠ-পতিরে আজ
হৃদয়ে লইয়া ধন্য
পুরন্দর মহারাজ।
মনে মনে বাল-ব্রহ্মে
কন কথা আপনার
'সকলি জানত তুমি
কিবা আছে বলিবার।
তুমি সর্ব্বগুহাশয়
বিশ্ব অধিপতি তুমি,—
তোমারি ইচ্ছায় এই
তত্ত্ব জানিয়াছি আমি।
সর্ব্বকর্ম্ম সমাপনে
আজিকে অন্তিম ক্ষণে
পরব্রহ্ম শ্রীগৌরাঙ্গ
লইনু তোমায় চিনে।
হে বাপ, গৌরাঙ্গ মম
মহা সাধনার ধন
হয়েছিলে মহাভাগ্যে
অতি আপনার জন।
বৈকুণ্ঠে যাইতে চ'লে
আদেশ দিয়াছ মোরে
সেই রজনীতে বাপ
ছিনু আমি ঘুম ঘোরে,
জননীর প্রতি তব
ভকতির সীমা নাই
পুরন্দর ধীরে ধীরে
গৌর মুখ পানে চায়।

শচীমার আর্ত্তনাদে
সমগ্র জাহ্নবী তীরে
বাল বৃদ্ধ যুবা নারী
ভাসিতেছে অশ্রুনীরে।
সুগভীর বেদনায়
সবে মৌন হয়ে রয়,
প্রভু বিশ্বম্ভর মম,
ধীরে জননীরে কয় ;
'সময় হয়েছে, পিতা
বৈকুণ্ঠে যাইতে চায়—
কেন তাঁ'র তরে কাঁদ'
বল তুমি মা আমায়।
এখনি হেরিবে মাতঃ
পুষ্পক বিমানে করি'—
হাসিমুখে পিতৃদেব
যাবেন বৈকুণ্ঠ পুরী।
দেহের যা' পরিণাম
তাহাবে মা, কে রোধিবে,
পুরাতনে ত্যজি' আত্মা
নবীনে বরিয়া নিবে।
সময় হয়েছে মাতঃ
চল মোরা উভেমিলি'
পুণ্যবান পিতৃদেবে
করি এবে অন্তর্জ্জলি।
স্থির এবে হও মাতঃ
সময় চলিয়া যায়
হের পিতৃ-মুখ তুমি
অধিক সময় নাই।'
শুনিয়া গৌরাঙ্গ-বাণী
শচী সংজ্ঞা পান ফিরে
উভয়ে ধরিয়া নেয়
জগন্নাথে গঙ্গানীরে।

অনন্ত অচিন্ত্য শক্তি
ধরে প্রভু বিশ্বম্ভর
সবিস্ময়ে তাকাইয়া
রহে যত নারী নর।
পুত্র ও পত্নীর যাহা
একমাত্র করণীয়
কর্ম্ম-যোগরূপে যাহা
তাঁহাদের বরণীয়
আপনি আচরি' প্রভু
শিখালেন সর্ব্বজীবে
করে অনুগত জন
মহান্ যা' আচরিবে।
দুজনেব পক্ষে যাহা
কখনো সম্ভব নয়
ঈশ্বরের মহিমায়
তাহাই সম্ভব হয়।
গঙ্গাতীরে সর্ব্বলোক
হেরিয়া বিস্ময় মানে,
কি শক্তিতে বিশ্বম্ভর
করিল তা কেবা জানে
বুঝিল ভকত বৃন্দ
ঈশ্বরের মহিমায়,
না হলে করুণা তাঁর
বুঝা তাঁরে নাহি যায়।
নিভিয়া যাবাব আগে
প্রদীপ যেমন জ্বলে
ফিরে পান স্মৃতি সব
যেয়ে মিশ্র গঙ্গাজলে ;
যদিও ক্ষণিক তাহা
কিন্তু মহা সমুজ্জ্বল
জীবনের মহাক্ষণ
লভে ভাল মন্দ ফল।

স্মরণ মনন ধ্যান
বিন্দু মাত্রে মিশাইয়া
একদৃষ্টে পুরন্দর
রহিলেন তাকাইয়া
পুত্ররূপী ভগবান
বিশ্বম্ভর মুখ পানে
পরব্রহ্ম রূপে যাঁরে
আপন অন্তর জানে।
সে-চন্দ্র-বদন সুধা
আকণ্ঠ করিয়া পান
তিরপিত সর্বেন্দ্রিয়
পূর্ণ তৃপ্ত হলো প্রাণ,
হেরি' হেরি' পূর্ণব্রহ্মে
নিয়ে পরমাত্ম-জ্ঞান
ভাগ্যবান পুরন্দর
হইলেন অন্তর্দ্ধান।
অনাথ বালক সম
বিশ্বম্ভর কেঁদে উঠে,
ঝরণার ধারা সম
নয়নের ধারা ছুটে।
কোথায় চলিলে পিতঃ
আমায় ছাড়িয়া তুমি
এ জীবনে আর কভু
তোমা না হেরিব আমি।
সমগ্র ভুবন মম
হয়ে গেলো অন্ধকার
কে আমারে বুকে নিয়া
মুছাইবে অশ্রুধার।
হে পিতঃ, করুণাময়
বারেক ফিরিয়া চাও
স্নেহের গৌরাঙ্গে তব
একবার কোলে নাও,
তুমি ধর্ম্ম কর্ম্ম পিতা,
তুমি মম সর্ব্বসার
তুমি চলে গেলে দেব,
কিছু না রহিল আর।
বেড়ে যায় গঙ্গা নীর
গৌরাঙ্গ নয়ন নীরে
কোলে নেয় শ্রীগৌরাঙ্গে
সীতাদেবী এসে ধীরে।
ধ্বনিছে সবার মুখে
হরে কৃষ্ণ হরে রাম
কলিযুগ মহামন্ত্র,
সারা নবদ্বীপ ধাম
হইতেছে প্রপূরিত,
অন্য রব নাহি আর
এমন লগণে মিশ্র
হইলেন পরপার।
পুষ্প বরষণ করে
দেবগণ স্বর্গহতে
বৈকুণ্ঠ হইতে রথ
নেমে আসে ধরণীতে,
মহানন্দে বিষ্ণু দূত
পুরন্দরে বরে লয়
সকল বৈষ্ণব মিলে
বলে 'পুরন্দর জয়'।
তারপব আগাইয়া
আসে বৈষ্ণবের গণ
করে সবে নীরবেতে
অন্ত্যেষ্টির আয়োজন।
রচিল বিচিত্র শয্যা
পূত জাহ্নবীর তীরে
সবে এনে শব দেহে,
তা'তে শোয়াইলা ধীরে,—

অগুরু কস্তুরী আর
সুগন্ধ চন্দন দিয়া
পুরন্দর-সর্ব্ব অঙ্গ
ফেলিলেন আবরিয়া।
করিলেন সুসজ্জিত
পট্টবস্ত্র-আভরণে
কণ্ঠে তুলসীর মালা
পরালেন সযতনে।
তারপর-শ্রীগৌরাঙ্গ
করি তবে পিণ্ডদান।
পিতার দাহন কর্ম্ম
করিলেক সমাধান।
দাহঅন্তে শ্রীবাসাদি
সবে গঙ্গাস্নান করি
সর্ব্বজয়া নারায়ণী
সীতাআদি যত নারী
শচী সহ শ্রীগৌরাঙ্গে
সাথে নিয়া আপনার
যায় সবে গৃহ পানে
বিগলিত, অশ্রুধার
ঝরিছে কপোল বাহি' ;
ভাষা কারো নাহি মুখে
নীরবে চলেছে সবে
বক্ষে নিয়া মহাদুঃখে।
শূন্য গৃহ পানে যেযে
জেগে উঠে হাহাকার
শচীমার বক্ষ ভেদি'
গৃহ যেন কারাগার।
ভাবিয়া পায়না মাতা
কেমনে ঢুকিবে তা'য়
অচল চরণদ্বয়
নয়নেতে দৃষ্টি নাই।

শ্রীবাস বুঝেন সব
কোলে করি গৌরাঙ্গেরে
ত্বরিতে আনিয়া দেয়
ব্যাকুলিতা শচীক্রোরে।
সীতা-নারায়ণী সবে
অশ্রুধারা মুছাইয়া
বলেন সান্ত্বনা বাণী
শচীমারে উদ্দেশিয়া,
'শ্রীগৌরাঙ্গে বুকে নিয়া
সর্ব্বদুঃখ যাও ভুলে
গগনে সবিতা সম
গৌরাঙ্গ তোমার কুলে
বিনাশিবে অন্ধকার
পূরাইবে অভিলাষ
অতীতে ভুলিয়া কর
ভবিষ্যেব সুখ-আশ।
চাহিয়া গৌরাঙ্গ-মুখ
মায়ার প্রভাবে আর
ধীরে ভুলে যান মাতা
ক্ষত যাহা বেদনার।
গৌরাঙ্গ-রতনে মাতা
হৃদয়ে চাপিয়া ধরে
মৃতদেহে প্রাণ পুনঃ
ফিবে আসে ধীবে ধীবে,
বেদনাব অশ্রুধাবা
শ্রীগৌবাঙ্গ শিরে বয়
সমগ্র জগত মার
হয় শ্রীগৌরাঙ্গ-ময়।
অশৌচান্ত একাদশে
পিতৃ শ্রাদ্ধ সমাপিয়া
আত্মীয় কুটুম্বগণে
যথাবিধি আমন্ত্রিয়া

দরিদ্র ব্রাহ্মণ আর
বৈষ্ণব সবারে ডাকি'
করিলেন অন্নদান
কেহ না রহিল বাকী।
অন্নবস্ত্র দান হয়
পিতাকে স্মরণ করি,
পিতাস্বর্গঃ পিতাধর্ম্মঃ
নিয়াছে গৌরাঙ্গ বরি'।
শেষ করি আদ্যকৃত্য
আবার পাঠেতে মন
করিলেন সর্ব্বরূপে
শ্রীগৌরাঙ্গ সমর্পণ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মাতা-পুত্র

পুত্রের দশম বর্ষে পতি হারাইয়া
প্রাণ শূন্য দেহে মাতা আছেন পড়িয়া।
কৈশোর হইতে যাঁ'র সঙ্গ মধুময়
যোগায়েছে মহানন্দ অমৃত'আলয়;
সংসারের দুঃখ দৈন্যে অবহেলা করি
চালায়ে নিতেন যিনি জীবনের তরী
তাঁহার অভাব মাতা প্রতি ক্ষণে ক্ষণে
অনুভবি' পান দুঃখ আপনার মনে।
স্বয়ং ঈশ্বর আজি পুত্ররূপে যাঁ'র
বিরাজে আলোকি' গহ, কেন আজি তাঁর
ঘটিল বৈধব্যযোগ; নির্ম্মম নিয়তি
সাধারণ জনে নারে করিতে প্রতীতি।
নিয়তির নিয়মন করে যে ঈশ্বর
পুত্ররূপে তিনি আজি প্রত্যক্ষ গোচর
হইয়াও কেন আজি দুঃখ জননীর
পতির বিরহে ঝরে তপ্ত অশ্রুনীর?
এতত্ত্ব রহস্য শুধু জানে ভগবান
সবার নিয়ন্তা যিনি ঈশ্বর মহান।
দীনতায় পূর্ণ আজি মায়ের সংসার
শোক-বহ্নি হৃদয়েতে জ্বলিছে দুর্ব্বার।
পতি হারাইয়া আজি বিমূঢ়া জননী
আপন কর্ত্তব্য স্থির হয়নি এখনি।
কেমন করিয়া মাতা অনাথ বালকে
দিবেন সান্ত্বনা বাণী এই মহাশোকে।
কেমনে হইবে শিক্ষা, হইবে পালন,
আপন কে এসে আজি করিবে রক্ষণ
মন্দভাগ্য এ বালকে? বড় অসহায়
ভাবেন নিজেরে মাতা, কেহ তাঁর নাই।
উত্তাল তরঙ্গময় সংসার-অর্ণবে
কেমনে এ ক্ষুদ্রতরী আজি রক্ষা পাবে?
গৃহদেবতারে মাতা করিয়া স্মরণ
পুত্রসহ আপনারে করেন অর্পণ।
মায়ের অন্তর কথা বুঝে বিশ্বম্ভর,
সবার অন্তর যামী কিশোর সুন্দর।
উঠিয়া মায়েব কোলে দুবাহু বাড়ায়ে
নিয়া জননীবে বুকে কণ্ঠ জড়াইয়ে
অমৃত মধুর ভাষে জননীরে কয়
বৈকুণ্ঠে গেলেন পিতা হয়েছে সময়,
কেন দুঃখ কর মাতঃ, কারে কর ভয়,
বল তুমি, মরণেরে কে করেছে জয়?
সম্মুখে রয়েছি আমি, যখনি যা' চা'বে
হলেও দুর্লভ তুমি তখনি তা' পাবে।
যা'র লাগি হবে মাতঃ তব অভিলাষ
কৃষ্ণের কৃপায় তব, পূরিবে সে-আশ।
বেদনায় বিমথিত মায়ের অন্তর
বাৎসল্য রসেতে তাহা হয়ে মৃদুতর
রুদ্ধবাক্ জননীরে বিদ্রুত করিয়া
বরষার মত ধারা আনে নামাইয়া

শচীমার দু'নয়নে। না মানে বারণ,
গৌরাঙ্গ সুন্দর তাহা করেন মার্জ্জন।
সাধনায় দ্বৈতভাব রহিতে না পারে
সর্ব্বভাবে একমুখী মাকে করিবারে
মধুর ভজন হতে বঞ্চনা করিয়া
একান্তে বাৎসল্য রসে নিতে ডুবাইয়া
বিশ্বম্ভর পুরন্দরে করাল হরণ,
কে বুঝে গৌরাঙ্গলীলা অদ্ভুদ্ কথন।
পুরন্দর বিয়োগান্তে গৌরে নিয়া কোলে
সংসার বলিতে যাহা, গিয়াছে মা ভুলে।
গৌরাঙ্গ সংসার তাঁ'র, শুধু গৌর লাগি'
একাকিনী অসহায়া রহিয়াছে জাগি'
সারা দিবা সারা নিশা ; অতন্দ্র সাধন
সর্ব্ববস্তু-সমাহৃত একনিষ্ঠ মন।
দেহ ভুলিয়াছে মাতা গৌরাঙ্গ লাগিয়া।
কখন কি প্রয়োজন রেখেছে ভাবিয়া।
সাধনাব এ রহস্য, যে যাহারে ভাবে
মনে প্রাণে অবশ্যই তাহারে সে পাবে।
জননী গৌরাঙ্গ চিন্তা করে সর্ব্বক্ষণ
কিসে তার অনুরাগ, বিরাগ কখন,
গৌরাঙ্গ চিন্তার সাথে তাঁর ভাবচয়
মাব মনে প্রতিক্ষণে হতেছে উদয়।
বাৎসল্য বসের এই মহা আকর্ষণ
মহাভাবে জননীরে করায় মগন,
শচীর ভাবনা শুধু গৌবাঙ্গেরে নিয়া
প্রাণ মন সব গৌর রয়েছে জুড়িয়া।
সংসারে ভাবের সাথে দেখা মাত্র নাই
মিটাবেন কি করিয়া সংসারের দায় ;
তথাপি গোরার সাধ মিটাবার তরে
যতন করেন দেবী আনন্দ অন্তরে।
গৌরাঙ্গের মুখ চন্দ্র করিয়া দর্শন
সর্ব্বদুঃখ জননী যে হন বিস্মরণ।

মধুর মধুরতর মাতৃ সম্বোধনে
আনন্দ-অম্বুধি মার জেগে উঠে মনে।
অনুক্ষণ তাই মাতা মহানন্দে রন
আপনার কথা সব বিস্মৃত এখন।
নিরমম হয়ে মাতা বৈধব্য জীবনে
চেয়েছেন বিসর্জ্জিতে, তাঁহার রক্ষণে
বৃথা শুধু শক্তিক্ষয়। জীবন যাঁহার
ভাবিয়াছিলেন, প্রাণ দিতে সাথে তাঁর।
'তুমি গেলে গৌরে মম কে রক্ষিবে আর'
পতির অন্তিম বাণী, মার সাধনার
করাইয়া দিল নব দিক্ দবশন—
তুচ্ছ দেহখানি হলো পরম সাধন,
'গৌরাঙ্গ-জননী' রূপে সব তেয়াগিয়া
আপনার ভালমন্দ কিছু না রাখিয়া,
গৌরাঙ্গের সুখ দুঃখ ভালমন্দ আর
হইল সাধন একমাত্র শচীমার।
বিশ্বম্ভর ভিন্ন আব না রবে জীবন
তাই, গৌরাঙ্গের চিন্তা মাত্র হইল সাধন।
জপ তপ হলো গৌর, অন্য কিছু নাই
স্বপনেও একমাত্র শচীর নিমাই।
গৌর কিবা ভালবাসে কিসে তার সুখ
কোন বস্তু প্রিয় তা'র, কিসে বা বিমুখ,
নখদর্পণেতে সদা ভাসে শচীমার
ইহা ভিন্ন অন্য কিছু নাহি চাহিবার
শচীমাব মনে প্রাণে। বাৎসল্যের ধার
অবিচ্ছিন্ন তৈলধারা সম অনিবার
বহিছে হৃদয় মাঝে। তারি সম্পূরণে
অর্পিছেন আপনারে প্রতি ক্ষণে ক্ষণে।
বাৎসল্য আশ্রয়ে মার এমহাসাধন
ভাব সাধনার এক শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।
চক্ষুকর্ণ আদি যত ইন্দ্রিয়ের গণ
আপনার আত্মা আর জ্ঞান বুদ্ধিমন

সকলই গৌরাঙ্গ-ময় ; তাদের সকল
একমাত্র শ্রীগৌরাঙ্গে করেছে সম্বল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বাল বিশ্বম্ভরের রুদ্ররূপ

জননী-বাৎসল্যরসে করিতে যাচাই
ঘটায় যে অঘটন স্বতন্ত্র নিমাই,
অনাথিনী জননীরে নিয়া রিক্ত গৃহে
বিষাদ করুণ তাহা মরমেরে দহে।
নাহি সঙ্গতির চিহ্ন মায়েব সংসারে
সকল অভাব যেন জননীর ঘরে।
জননীর একমাত্র বাল বিশ্বম্ভর
মনে যাঁর কল্পচিত্র বিচিত্র সুন্দর।
অবোধ বালকে মাতা সান্ত্বনা দানিতে
রহেন সজাগ সদা। ক্ষণ-অপেক্ষিতে
নহেক সম্মত গৌর। বিচিত্র কল্পনা
তখনি পূরণ করি না দিলে সান্ত্বনা
চকিতে ঘটায় গৌর যে মহাপ্রলয়
তার কাছে মহাভূমিকম্প কিছু নয়।
প্রত্যুষে জাগিয়া গৌর বলে জননীরে
একদিন ; 'এইক্ষণে জাহ্নবীর তীরে
যাব আমি স্নান লাগি.' গন্ধ তৈল চাই,
সাথে তার সুরভিত পুষ্প মালিকায়
জাহ্নবীর পূজাতবে আনহ সত্বর
পঠনাদি কর্ম্ম মম রয়েছে বিস্তর।'
মাল্য নাহি রহে ঘরে, গন্ধ তৈল আনি'
দিয়া হাতে, 'মাল্যনিয়া ফিরিব এখনি'
এই বলে শচীমাতা ত্যজিলে দুয়ার,
অমনি রুদ্রের সম ছাড়িয়া হুঙ্কার
নিয়া বংশ দণ্ড গৌর, 'বিলম্ব আবার
আদেশ পালনে মম,'—বলে বার বার

'করিলে বিলম্ব যেতে মোরে গঙ্গানীরে,'
রুদ্র গৌর উদ্দেশিয়া কহে' জননীরে
বলে প্রতিফল তার এখনি লভিবে
গৃহের সামগ্রী সব বিনষ্ট হইবে।"
এই বলি গঙ্গাজল পাত্র যত ছিল
দণ্ডের আঘাতে সব ভাঙ্গিয়া ফেলিল।
অন্য সব ভাণ্ড যত দণ্ডের আঘাতে
বিচূর্ণ করিয়া সব ফেলে ধরণীতে।
দধি দুগ্ধ সাথে মিশি জাহ্নবীব জল
ভাসাইয়া দিল গৃহ। গৃহীর সম্বল
একে একে ডাল বটী তণ্ডুলের যত
ছিল পাত্র মৃন্ময়ের, মার মনোমত
বিচূর্ণ করিল গৌর ; না রাখিল আর
ভাঙ্গিল সকল পাত্র করি চুরমার।
কাংস্য পিত্তলের যত আছিল বাসন
বহু আগে সংগৃহীত কত পুরাতন
অতীতের শত স্মৃতি বিজড়িত তায়
দুই হাতে আছাড়িয়া ভাঙ্গিল সবায়।
তারপর পরিধেয় বসন লইয়া
গৃহে যা' সজ্জিত ছিল ; ফেলিল ছিঁড়িয়া
খণ্ড খণ্ড করে সব। রুদ্র ভগবান
সংহারিবে সবে, কারো না রাখিবে প্রাণ।
ক্রোধ যেন ক্রমে আরো বাড়িতে লাগিল
যা' পাইল সম্মুখেতে তাহাই ভাঙ্গিল
লাঠির আঘাত হানি'। ছাড়িলা হুঙ্কার
লণ্ড ভণ্ড করি সব করে একাকার।
দ্রব্যাদি ভাঙ্গিয়া ক্রোধ গৃহে যেয়ে পড়ে,
প্রহার আরম্ভ করে গৃহের খুঁটিরে।
ভয়ে যেন কাঁপে গৃহ করি থর থর
হেরি গৌর-রুদ্রমূর্ত্তি মহাভয়ঙ্কর।
উন্মত্ত ভৈরব আজি থামিতে নারিল।
ইচ্ছামত গৃহে গৌর আঘাতি' চলিল।

অবশেষে পড়ে দৃষ্টি বৃক্ষলতিকায়
যাহার ছায়ায় গৌর মধ্যাহ্ন বেলায়
খেলিয়াছে মহানন্দে; যেন, তারে শিক্ষা দিতে
দণ্ড হাতে নিয়া গৌর যায় প্রহারিতে।
মৌন তরু ভাবে মনে, প্রভুর প্রসাদ
ধন্য মানে আপনারে, রহে অপ্রমাদ।
অশেষ কৃপায় তাঁর না পারে নির্নীতে
গৌরাঙ্গ-প্রহাব সব নেয় বক্ষ পেতে।
সর্ব্বশেষে ক্রোধ যেয়ে পড়ে ধরনীতে
অপরাধ রাশি যেন জন্মিয়াছে তা'তে,
ধরণী জননী-সমা মৌন হয়ে রয়
গৌরাঙ্গ-আঘাত সব বুক পেতে লয়।
অবশেষে ক্রোধোন্মত্ত না পারি থাকিতে
দিতে থাকে গড়াগড়ি ধূলিকর্দ্দমেতে।
কষিত কাঞ্চন সম শ্রীঅঙ্গ তাঁহার
নিল অপরূপ শো'ভা নহে তুলনার।
রুদ্রের ভৈরব রূপ ধরণী-পরশে
শ্রান্ত শ্রীগৌরাঙ্গে যেন শান্ত হয়ে আসে।
যোগনিদ্রা এই ক্ষণে ধীরে ধীর এসে
গৌরাঙ্গ নয়ন দ্বয়ে যেন ভাবাবেশে
বসিলা আসন পেতে। ধূলি মাখা গায়
বৈকুণ্ঠের পতি শেষে মাটীতে ঘুমায়।
গৌরাঙ্গে মিলায়ে যায় রুদ্র ভয়ঙ্কর
শোভা পায় অপরূপ বাল বিশ্বম্ভর।
লক্ষ্মী পদদ্বন্দ্ব যাঁ'র সেবা করে নিতি,
ব্রহ্মা আদি দেবগণ করে যাঁর স্তুতি
নিরন্তর, কি বিস্ময়, সেই ভগবান
শচীমাব অঙ্গনেতে ধূলিতে শয়ান!
সীমাহীন ব্রহ্মাণ্ডেব অধিপতি যিনি
ধূলি কর্দ্দমেতে আজি সিক্ত অঙ্গ তিনি।
আদি নাই অন্ত নাই অসীম অব্যয়
শান্ত শিব দ্বৈতহীন মহানন্দময়,
বাল ব্রহ্মরূপে আজি একি লীলা তাঁ'র
অনন্য অভূতপূর্ব্ব অতি চমৎকার।
মহা রুদ্র ভয়ঙ্কর মূরতি লইয়া
হাতে নিয়া বংশ দণ্ড, ভাঙ্গিয়া চুরিয়া,
জননীর গৃহস্থালী সহায় সম্বল
নিমেষে করিয়া দিল সংসারে অচল।
অদূরে দাঁড়ায়ে মাতা মহাক্ষেমঙ্করী
হেরিয়াছে মহাযজ্ঞ দুই নেত্র ভরি'।
দক্ষযজ্ঞে অপমানে ক্ষিপ্ত মহেশ্বর
সাজিয়াছে আজি যেন পুত্র বিশ্বম্ভর।
ভীত ত্রস্ত মূরছিত জননীর প্রাণ
রুদ্র গৌরাঙ্গেরে যেন চিনিতে না পান!
কেমনে শাসিবে মাতা মহা ভয়ঙ্করে
ক্ষণে ক্ষণে নেত্রে যা'র রোষ বহ্নি ঝরে,
জননী অভ্যস্ত নন এরূপ দর্শনে
প্রকট ভৈরব মূর্ত্তি,—যাহা সংহরণে।
অচল স্পন্দন হীন প্রাণ শূন্য দেহে
আড়ালে লুকায়ে মাতা আপনারি গৃহে
গৌরাঙ্গের ভক্ষ্য পেয় দ্রব্যাদি মধুর
সঞ্চয়িত অতিকষ্টে, যাহা অপ্রচুর
দেখিছেন সম্মুখেতে সবার বিনাশ,
নিবারিতে নাহি শক্তি, জাগে মনে ত্রাস।
নিষ্ক্রিয় হইয়া মাতা সাক্ষী হয়ে রয়
সম্মুখেতে ঘটে গেল মহান্ প্রলয়।
বিলয়ে রুদ্রের রূপ গোরা পুনরায়
শ্রান্ত ধূলি-মাখা অঙ্গে যখনি ঘুমায়
অসার কর্দ্দমে পড়ি', তখন জননী
আপন সংবিৎ ফিরে লভিয়া অমনি
ব্যাকুল হইয়া তিনি বাৎসল্যের বসে
কোলে নেন শ্রীগৌরাঙ্গে ধীরে ধীরে এসে
ধূলি কর্দ্দমাক্ত অঙ্গে বুলাইয়া হাত
করুণা রূপিনী মার ঘটে অশ্রুপাত।

বিস্ময়-বিমূঢ়া মাতা না পান সন্ধান
মাতৃ সম্বোধনে যা'র নেচে উঠে প্রাণ,
ভাষা যার মধুক্ষরা অনিন্দ্য সুন্দর
কেন সে আজিকে নিল রূপ ভয়ঙ্কর ?
বাল গোপালের সম বালক নিমাই
যাহার অধিক মোর এজগতে নাই
সে আজি নির্ম্মম হয়ে—গৃহ-দ্রব্য-চয়
ভাঙ্গে, দুরদৃষ্ট মম কি আর সংশয়।
'প্রাণের অধিক মম বাল বিশ্বম্ভর,
গুরু কর্ত্তব্যের ভার আমার উপব
অর্পিয়া গেছেন মিশ্র, কি হবে উপায়,
ভোগ-যোগ্য দ্রব্য আর ঘরে কিছু নাই।
যাহা ছিল ঘৃত দুগ্ধ আতপ তণ্ডুল
দুষ্ট গ্রহ আজি সব করিলা ভণ্ডুল।
এইভাবে জননীর ব্যাকুল হৃদয়,
জাগাইতে শ্রীগৌরাঙ্গে জাগে মনে ভয়।
অথচ মায়ের প্রাণ না পারে সহিতে
ধূলি কর্দ্দমাক্ত গৌর শুয়ে ধরণীতে।
তাই, আঁচলে মুছিয়া অঙ্গ বলে সম্বোধিয়া
শ্রীগৌরাঙ্গে শচীমাতা : 'ধরণী ত্যজিয়া
উঠ বাপ বিশ্বম্ভর, জাগো এইবার
পাঠের সময় চলে যেতেছে তোমার।
আনিয়াছি গন্ধমাল্য গঙ্গাপূজালাগি'
নাও তুমি নিজ হস্তে, উঠ বাপ জাগি'।
না হেরিয়া বহুক্ষণ ওই চাঁদমুখ
বিদীর্ণ হতেছে বক্ষ, ঘুচাও সে দুঃখ।
অকলঙ্ক মুখ চন্দ্র করাও দর্শন
এইবার প্রাতঃ কৃত্য কর সমাপণ।
তব মুখ চন্দ্র হতে কিছু প্রিয় নাই
এ জগতে, শোন মোর প্রাণের নিমাই।
সংসার-সর্ব্বস্ব তুমি, তুমি প্রাণ-মণি
মরণে বরিতে আমি দুঃখ নাহি গণি'।

যতবার ইচ্ছাতব মরি ততবার
কেবল গৌরাঙ্গ চাঁদ রহুক আমার
সুধার আধার হয়ে অন্তর-আকাশে
হোক শত দুঃখ মম কিবা যায় আসে।
তুচ্ছ গৃহ দ্রব্য মোর ভাঙ্গিয়াছ বলে
করিয়াছ অভিমান ধূলি শয্যা ছলে,
রয়েছ নীরব হয়ে ; ত্যজ অভিমান
কোন বস্তু নহে মোর তোমাব সমান।
সর্ব্বস্ব চলিয়া যাক লইয়া বালাই
পারিবেনা কোনো বস্তু ভুলাতে আমায়।'
মায়ের সান্ত্বনা বাক্যে মধুর ভাষণে
পবম আনন্দ গৌর লভে নিজ মনে ;
'মাব কাছে গৌরসম আর কিছু নাই'
বাল বিশ্বম্ভর মনে চেয়েছে ইহাই।
নয়নের কোণে চিহ্ন বিশুষ্ক ধারার
সাথে তার মৃদুহাস্য, মূর্ত্তি করুণার।
মায়ের অন্তর কথা নহে অগোচর
তথাপি পরীক্ষা আজি করে বিশ্বম্ভর।
মা যশোদা নবদ্বীপে নবরূপ লভি'
গৌরাঙ্গ জননী সেজে' আজি শচী দেবী।
ধরণীর সমা ধৈর্য্যে বাৎসল্য-আধার
জগতেব মহাদর্শ চিত্র শচীমার।
জেগে উঠে বিশ্বম্ভর মায়ের আহ্বানে
গন্ধমাল্য নিয়া হাতে যায় গঙ্গাস্নানে।
মুখে নাহি কোনো কথা বদন গম্ভীর
শ্রীপদ যুগল চলে ধীর অতিধীর।
চাপল্যের কোনো চিহ্ন নাহি আচরণে
সর্ব্বক্ষণ গ্রন্থ-চিন্তা করে যেন মনে।
বক্ষ হতে নেমে যায় সর্ব্বদুঃখ ভার
হেরিয়া গৌরাঙ্গ-মুখ। নহে কল্পনার,
যেই ঘোর তমসায় মার প্রাণ মন
বেদনায় সমাচ্ছন্ন ছিল এতক্ষণ

মহাদুঃস্বপ্নের সম ; গেল তা' ঘুচিয়া
নিমেষে, ও চাঁদ-মুখ দর্শন করিয়া।
গৌরাঙ্গ স্নানেতে গেলে ভাগীরথী নীরে
স্ব-বশে জননী যেন ফিরে আসে ধীরে।
সোনার গৌরাঙ্গ মম মধুভরা ভাষ
ঘটিবে তাহার হাতে এই সর্ব্বনাশ
নারেন ভাবিতে মাতা ; দুঃস্বপ্ন বলিয়া
কিছুক্ষণ আগে যাহা গিয়াছে ঘটিয়া
তাহারে ধরিয়া লন ; এনহে বাস্তব
এ-অনর্থ শ্রীগৌরাঙ্গে কভু না সম্ভব।
শচীমাতা যান গৃহে রন্ধন লাগিয়া
শ্রীবিগ্রহে দিবে ভোগ, গৌরাঙ্গ আসিয়া
ভাগীরথী স্নান অন্তে। মাতা সযতনে
রন্ধন করেন ভোগ একনিষ্ঠ মনে।
পরম আগ্রহে মাতা তাহা নিয়া আসে
যাহা যাহা বিশ্বম্ভর খেতে ভালবাসে।
নাহিক জিজ্ঞাসা, ঘরে আছে কিবা নাই,
যাহা যার প্রায়োজন মিলিছে তাহাই
ঈশ্বরের কৃপাবলে। নাহিক বিচার
অপূর্ব্ব গৌরাঙ্গ-লীলা, বিচিত্র ব্যাপার।
গঙ্গাস্নান পূজা অন্তে তুলসী বন্দন
করিয়া বিগ্রহে পূজে শ্রীশচী-নন্দন।
দশম বর্ষীয় গৌরে কে বলিবে আর
সামান্য বালকমাত্র ; সংসারের ভার
অর্পিত তাহাতে সব, ভঙ্গী আচরণ
বয়স্ক ব্যক্তির সম অতি বিলক্ষণ।
পূজা অন্তে ভোগরাগ করি সমাপন
পাক গৃহে বিশ্বম্ভর করিতে ভোজন
বসিল মায়ের সাথে ; হাসি ভরা মুখ
আনন্দে ভরিয়া উঠে জননীর বুক।
কে বলিবে কিছু আগে রুদ্র ভয়ঙ্কর
ধ্বংসকর্ত্তা দণ্ডধারী এই বিশ্বম্ভর।

কথাচ্ছলে শ্রীগৌরাঙ্গ বলে জননীরে
কৃষ্ণের কৃপায় সব মিটিবে সংসারে।
যখনি যা' প্রয়োজন হইবে জননী
মিটাবে অচিরে তাহা শ্রীকৃষ্ণ আপনি।
তাহার ইচ্ছাতে মাতঃ সর্ব্ব দুঃখজয়
কোনো অবস্থায় তুমি না করিয়ো ভয়।
সংসারের কোনো চিন্তা না করিবে তুমি,
কৃষ্ণের কৃপায় সব মিটাইব আমি।
সংসারে অভাব আর কভু না হেরিবে
প্রয়োজন যাহা তাহা আপনি পূরিবে।
তারপর নানা ভাবে ঐশ্বর্য্য বিকাশ
করিয়াছে বিশ্বম্ভর ; অভাবের নাশ
হেরিয়াছে শচীমাতা ; পাইয়াছে ভয়
ঘটিয়াছে ঈশ্বর্য্যের মহা পরাজয়।
বিজয়ী বাৎসল্য রস। মাতা মনে মনে
হাসেন গৌরাঙ্গ-বাক্য শুনিয়া শ্রবণে,
অবোধ বালক যাহা ইচ্ছা তাহা কয়
নাশিবে বালক সর্ব্বদুঃখ আর ভয় ?
বালক ঈশ্বর সেযে মাতা নাহি জানে
মিশ্রের অন্তিম কথা নাহি আসে মনে,
মায়ার প্রভাবে মাতা গিয়াছে ভুলিয়া
বাৎসল্যের পারাবারে রয়েছে ডুবিয়া।
তাই, ঐশ্বর্য্যের পরাজয় ঘটে বার বার
প্রণতি আনন্দ-মূর্ত্তি পদে শচীমার।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মুরারি ও শ্রীবিশ্বম্ভর

লোক-শিক্ষা হেতু আসে দয়ালু ঈশ্বর
মানব-সমাজে নিয়া দিব্য কলেবর,
জ্যোতির্ম্ময় অপরূপ নয়ন-লোভন
নব সুধাকর সম বিশ্ব-বিমোহন।

নিখিল মানব মনে পরম বিস্ময়
গলিত হিরণ্য দ্যুতি মানবে কি হয় ?
সামান্য মানব নহে গৌরাঙ্গ স্থন্দর
নবনীত কম কান্তি মুনি মনোহর।
প্রফুল্ল কমল সম নয়ন যুগল
প্রেম সরোবরে সদা করে টলমল।
মধু লোভী ভৃঙ্গ দুই পক্ষ শোভে তায়'
নদীয়া নাগরীবৃন্দ যা'তে মূরছায় ।
স্থচিক্কণ কেশরাশি পৃষ্ঠ দেশে শোভে
সুরাসুর যুক্ত কর পদরজঃ লোভে।
ক্রমে ক্রমে বিশ্বম্ভর করে পদার্পণ
কৈশোর দ্বাদশবর্ষে। আঁধারি' গগন
ধরাতলে পূর্ণচন্দ্র হয়েছে উদয়
যে হেরে নয়নে, তা'র নব জন্ম হয়।
গঙ্গাদাস পণ্ডিতের বিদ্যা আয়তনে
পূর্ণ শশধর সম শোভে দিনমানে
ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গ। বিপ্র গঙ্গাদাস
লভেন পরমানন্দ পরম আশ্বাস
পাইয়া গৌরাঙ্গ-সঙ্গ , মহাভাগ্যবান
কেবা আর নবদ্বীপে তাহার সমান ?
সর্ব্বকর্ম্মে, অধ্যাপনে রাখে পুরোভাগে
শ্রীগৌরাঙ্গে গঙ্গাদাস, নব অনুরাগে।
শাস্ত্র ব্যাখ্যা গৌরাঙ্গের যুক্তি-তর্ক-ময়
বিদ্যার্থিগণের চিত্ত করে নেয় জয়।
নিমেষে নূতন যুক্তি প্রয়োগ কৌশলে
একবাক্যে বিদ্যার্থিরা ধন্য ধন্য বলে।
আচার্য্য বসান এনে আপন আসনে
শ্রীগৌরাঙ্গে, বুকে নিয়া পরম যতনে।
তারপর মৃদু হাস্যে কহে বিশ্বম্ভরে
শ্রেষ্ঠ আচার্য্যের পদ আছে তব তরে।
কলাপের যে-অপূর্ব্ব টীকা বিরচন
কিশোর বয়সে তব, সমগ্র ভুবন
বিস্ময় বিমুগ্ধ নেত্রে তোমাপানে চায়
এশক্তি-রহস্য তারা খুঁজিয়া না পায়।
দিব্য শক্তি অধিকারী নহে যেই জন
অসম্ভব তা'র এই টীকা বিরচন।
বিদগ্ধ সমাজে ইহা বহু সমাদরে
গৃহীত হয়েছে জেনো। সবাই তোমারে
জানায় আন্তর শ্রদ্ধা। 'তোমার কৃপায়
ব্যাকরণ বিদ্যার্থীরে তাহারা পড়ায়।
অসংখ্য টোলেতে করে শাস্ত্র অধ্যয়ন
এসে ধামে শত শত বিদ্যার্থিগণ।
দর্শন ব্যাকরণ সাহিত্যে কাহারো
রয়েছে পাণ্ডিত্য গূঢ় ; শাস্ত্রের বিচারও
যার যাহা রুচি আর সাধ্যমত করে
সর্ব্বশাস্ত্রে সমবুদ্ধি রাখিতে না পারে
টোলের বিদ্যার্থী কেহ। হোক্ বুদ্ধিমান
অসামান্য, হোকশাস্ত্রে সুগভীর জ্ঞান,
তাহারো রয়েছে সীমা। অসীম ঈশ্বর
জগতের সর্ব্বতত্ত্ব তাঁহার গোচর।
তাঁর, কোনো বিদ্যা অর্জ্জনের প্রয়োজন নাই
বাণী পদসেবা তাঁর—করেন সদাই।
সেই অখিলের পতি বিদ্যার্থী এখন
কিশোর সে বিশ্বম্ভর অতি সুদর্শন।
সমগ্র টোলেতে তাঁ'র সমকক্ষ নাই
রূপে গুণে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়েছে নিমাই।
যেইখানে বিশ্বম্ভর, শাস্ত্রের বিচার
অবশ্য রয়েছে সেথা, এক পক্ষ তার
লইয়াছে বিশ্বম্ভর। সূক্ষ্মতর্কজালে
হতবাক্ প্রতিবাদী ; আছে লিখা ভালে
আজি বিশ্বম্ভর কাছে তাকে পরাজয়
অবশ্য মানিতে হবে, না আছে সংশয়।'
কোনো টোলে হেন ছাত্র নাহি নবদ্বীপে
শাস্ত্র আলোচনা নিয়া গৌরাঙ্গ সমীপে

আসে নাই একদিন। যেবা একবার
করেছে তাহার সাথে শাস্ত্রের বিচার
অতি বুদ্ধিমান শাস্ত্রে যদিও সে হয়
তথাপি বিচার কালে মানে পরাজয়।
গৌরাঙ্গের বুদ্ধিচিন্তা সবি সীমাহীন
বিচারে তাঁহাব কাছে সবে হয় দীন।
অথচ গৌরাঙ্গে নাহি কোনো অহঙ্কার
সহজ সকল বিদ্যা; যেন পাবাবার,—
নদনদী সম শাস্ত্র মিলিয়াছে তা'য়
লভিয়াছে একরূপ কোন ভেদ নেই।
নাহি কোনো অভিমান বসময় সব
শ্রেষ্ঠ গুনিগণ সেথা মানে পরাভব।
হিংসা ঈর্ষা নিয়া যারা তাঁর কাছে আসে
তর্ক যুদ্ধ অন্তে সবে প্রেমানন্দে ভাসে।
গৌরাঙ্গ পরশ-মণি, পেয়ে পরশন
ভাগ্যবলে অনেকেই পবিত্র জীবন
লাভ করে গৌরাঙ্গের প্রেম করুণায়
অসীম তাঁহার কৃপা শেষ যার নাই।
সতীর্থগণের সাথে যে আদর্শ প্রেমে
রচিয়াছে চিত্র গৌর নবদ্বীপধামে
কোন ছাত্র সেই চিত্র ভুলিতে না পারে,
হৃদয়ে ধরিয়া রাখে প্রেমের স্বাক্ষরে।
প্রতিদিন গঙ্গাতীরে সন্ধ্যা সমাগমে
টোলেতে অসংখ্য ছাত্র নবদ্বীপধামে
করে শাস্ত্র অধ্যয়ন; তাদের সকলে
আসিয়া মিলিত হয় ভিন্ন ভিন্ন দলে।
কাব্য ব্যাকরণ কারো বেদান্ত কারোবা
কারো সাংখ্যদর্শনাদি সাহিত্য অথবা
লইয়া বিচার ঘটে। অর্থ বিশ্লেষণে
আলোচ্য সকল শাস্ত্রে নবচিত্রাঙ্কনে
আপন আপন বুদ্ধি করি তীক্ষ্ণধার
জয়ী হতে চায় একে, অন্য সবাকার
যুক্তিজাল করি ছিন্ন স্বমত স্থাপনে,
সর্ব্বত্র গৌরাঙ্গ জয়ী, তাঁর যুক্তি মানে
কেহ সম যোগ্যতার নহে অধিকারী
গৌরাঙ্গের যুক্তি বুদ্ধি সবার উপরি।
শোভাপায় সর্ব্ব অগ্রে গৌরাঙ্গ সুন্দর
তপ্ত স্বর্ণসমবর্ণ কান্ত কলেবর।
অমিত বিক্রমবীর্য্য সিংহ শিশুসম
আজানুলম্বিত বাহু অতি অনুপম।
আকর্ণবিশ্রান্ত নেত্র সুর গুরু প্রায়
জিজ্ঞাসু বিদ্যার্থিগণে গৌরাঙ্গ বুঝায়
সুখ বোধ্য করি শাস্ত্র নানা যুক্তি দিয়া
তা,' সকলে গ্রহণ করে নিবিষ্ট হইয়া।
মহাগুণি-পণ্ডিতেরো পরম বিস্ময়
দুর্ব্বোধ্য সকল শাস্ত্র কি করিয়া হয়
সহজ সরলরূপ গৌবাঙ্গের মুখে
অল্পবুদ্ধি বিদ্যার্থীও বুঝে মহাসুখে।
কারো সাথে গৌরাঙ্গের নাহি ঈর্ষাদ্বেষ
সবাই আপন তাঁর না আছে বিশেষ।
তারাও গৌরাঙ্গে মানে তর্কে যারা হারে
শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেম-ধন্য মানে আপনারে।
এইরূপে প্রতিঘাটে প্রতি দলে দলে
মিলে করে শাস্ত্র চর্চ্চা গৌর সন্ধ্যাকালে।
ক্লান্তি নাহি অধ্যয়নে না আছে বিচারে,
আহ্বান কাবিবে যেবা বলিবে তাহারে
শাস্ত্রেব নিগূঢ় তত্ত্ব করিয়া সরল
গৌরাঙ্গ কৃপায় সবে জ্ঞান বুদ্ধিবল
লভে নব নব ভাবে। গৌরাঙ্গ মহিমা
অপরূপ, বিদ্যার্থীরা নাহি পায় সীমা।
মুরারি কমলাকান্ত কৃষ্ণানন্দ আর
গৌরাঙ্গের সহপাঠী, শাস্ত্রের বিচার
করে তারা পরস্পরে। জ্যেষ্ঠ অভিমানে
আসিতে না চাহে তারা গৌর সন্নিধানে।

কমলাকান্তের বিদ্যা গাঢ় অলঙ্কারে,
রাখিয়াছে কৃষ্ণকান্ত নিজ অধিকারে
তন্ত্রশাস্ত্র, মুরারির সর্ব্বশাস্ত্র জ্ঞান,
অন্য কোন ছাত্র নহে তাঁহার সমান।
আন্তর সম্বন্ধ আছে মুরারিরে নিয়া
যুগ যুগান্তের যাহা গোপন হইয়া
রহিয়াছে এতোদিন, তাহা আর নয়
হইয়াছে নররূপে প্রকাশ সময়।
তাই গৌর নাহি চাহে হয়ে পরিজন
মুরারি রহিবে দূরে, ভিষক্‌রতন
বুদ্ধিমান বিচক্ষণ শুধু শাস্ত্র নিয়া
এভাবে আপন ইষ্টে রহিবে ছাড়িয়া
নাহি চাহে বিশ্বম্ভর ; নানা ভাবে তাই
জাগাইতে মুরারিরে বিশ্বম্ভর চায়
আঘাতিয়া অভিমানে। বলে একদিন
কেন তব শাস্ত্র চর্চ্চা ? হইয়া প্রবীণ
ভিষক্, মুরারি তুমি থাক রোগী নিয়া
রোগ হতে দাও মুক্তি চিকিৎসা করিয়া,
ইহা ভিষকের ধর্ম্ম ; তাহা পরিহরি
কি কারণে আছ তুমি বলহ মুরারি
দিবারাত্র অধ্যয়নে ? হবে কিবা ফল
পরিণামে রোগী সেবা তোমার সম্বল।
স্বল্পভাষী মুরারিরে গৌর বাক্যবাণ
নিক্ষেপি' হৃদয় তাঁর করে খান খান।
সরল মুরারি, মুখে বাক্য নাহি স্ফুরে
ক্ষণিক বিমূঢ়-স্তব্ধ, স্পন্দিত অধরে
দিবে কি উত্তর, ভাষা খুঁজিয়া না পায়
আরক্ত লোচন দ্বয়ে বিশ্বম্ভরে চায় ;
'কিশোর, অধিক তোমা কি বলিব আর
সম্মানের পাত্র তুমি ব্রাহ্মণ কুমার,
অন্যথা হইলে তোমা দিতাম উত্তর
পেতে উপযুক্ত ফল, জেনো বিশ্বম্ভর।'

এই বলে শ্রীগৌরাঙ্গে চতুর মুরারি
হেসে উড়াইয়া দেয় বচন তাঁহারি।
এইভাবে বিশ্বম্ভর মুরারিরে নিয়া
মাঝে মাঝে ইচ্ছামত চলিছে খেলিয়া।
বলে, কি পঞ্জী পড়িলে আজি ব্যাখ্যা কর
তার
বুঝিব কেমন বুদ্ধি শাস্ত্রেতে তোমার।
শাস্ত্র পড়, অনুভূতি আছে কিবা নাই
না আস বিচারে তুমি না কর যাচাই
সবাকার সাথে মিলে ; পরীক্ষা তাহার
অবশ্য হইবে আজি মুরারি তোমার।
অন্য সহপাঠী তাঁকে ইহা জিজ্ঞাসিতে
হতো না সাহসী কভু, না হতো বলিতে
ভালোমন্দ কোনো কথা, এযে বিশ্বম্ভর
পঞ্জীর উল্লেখ করি চাহিছে উত্তর।
তাঁ'রে উপেক্ষিতে বাজে নিজ অভিমানে,
সুচতুর বিজ্ঞ বলে মুরারিরে জানে
নবদ্বীপে সর্ব্বজন। সামান্য বিচারে
বিশ্বম্ভর কাছে যদি যায় আজি হেরে,
তবে, মৃত্যুসম অপমান সহিতে নারিবে,
পরদিন টোলে মুখ কেমনে দেখাবে !
এইভেবে গৌরাঙ্গের প্রশ্নের উত্তর,
পঞ্জী-অনুমত ব্যাখ্যা করিয়া সত্বর,
বলিল গৌরাঙ্গ চাঁদে, কি বলিবে আর—
এইত উত্তর হয়—ব্যাখ্যা পঞ্জীকার।
'অসঙ্গত' দোষদুষ্ট মুরারি ব্যাখ্যানে—
দেখাইয়া বিশ্বম্ভর, তা'র উদ্ধারণে—
আহ্বানিলে মুরারিরে, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দিয়া
মুরারি সে দোষ নেয় তবে সংশোধিয়া।
পরক্ষণে মুরারিরে গৌরাঙ্গ সুন্দর—
দেখাইল অন্যদোষ, বুদ্ধির গোচর

নহে যাহা মুরারির। পরম বিস্ময়ে
মুরারি গৌরাঙ্গপানে রহে মাত্র চেয়ে।
হেন সূক্ষ্মতম বুদ্ধি কখনো মানবে—
সম্ভব হয় না বলে নিজ মনে ভাবে।

চারিপাশে বিদ্যার্থীরা শোনে আলাপন
বিশ্বম্ভর-মুরারির। কখনো শ্রবন
করেনি জীবনে তারা এমন বিচার —
পঙ্গাকাব—বুদ্ধি দিয়া ব্যাখ্যা নহে যাব।
ভক্ত-ভগবানে এই সংগ্রাম মধুব—
চলিয়াছে যুগে যুগে, হইয়াছে দূব
মূঢ় মোহ অভিমান। সংগ্রামেব শেযে—
ভক্ত ভগবানে মিল হয় নিজ বেশে।
ভকতের বুদ্ধি মন যুক্তি বিচাবিয়া
ভগবান মহানন্দ লভেন যাচিয়া।
মুরারিব প্রেমে বদ্ধ আছে ভগবান—
আস্বাদন লাগি' যুক্তি বিচাবের স্থান।
আনন্দে মুরাবি অঙ্গ স্পর্শে বিশ্বম্ভর
মুরারি চকিতে হেরে, গৌরাঙ্গ সুন্দব
হৃদিমূলে পদ্মাসনে ; দিব্য জ্যোতির্ম্ময়
মানস গগন তাঁর করিয়া বিজয়।
বুঝিল মুবারি সব ; নব শিহবণ
জেগে উঠে সর্ব্ব অঙ্গে। নতুন জীবন
লভিল মুবারি হেরি' প্রভু বিশ্বম্ভরে—
চিদানন্দঘন মুক্ত মানস-অম্বরে।
হইল সমগ্র বিশ্ব মহানন্দময়—
মুরারি হইল ধন্য—হইল বিজয়।
বিশ্বম্ভর পদদ্বন্দ্বে আত্মসমর্পণ—
করিল মুবারি সুখে। বলিল তখন—
শাস্ত্র চর্চ্চা আদি যত হইবে আমার—
তোমারি কৃপায় জেনো, তুমি মূলাধার।
বিদ্যা আর বয়সের সর্ব্ব অভিমান—
মুরারি গৌরাঙ্গ পদে করে আজিদান।

চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চম সর্গ

প্রথম পরিচ্ছেদ

রঘুনাথ ও শ্রীবিশ্বম্ভর

পঞ্চদশ বর্ষে প্রভু করে পদার্পণ—
ধীরে ধীরে যৌবনের ঘটে সন্দর্শন।
বসন্তেব সমাগমে যথা তরুবর—
শোভে নব আভবণে, তথা বিশ্বম্ভর—
পূর্ণ বিকসিত অঙ্গে ধবে নব শোভা—
বিতবি' চন্দনগন্ধ মুনি মনোলোভা—
বিকীর্ণ কবিয়া জ্যোতিঃ, আনন্দ-মধুব,
উছলিত রূপসিন্ধু সুধা ভরপুর।
সার্ব্বভৌম টোলে যারা ন্যায়শাস্ত্র পড়ে
সবে তারা বর্যীয়ান। গৌবাঙ্গ সুন্দরে
ভালবাসে সবে, সর্ব্ব-কনিষ্ঠ জানিয়া,
পাশে বসে শ্রীগৌরাঙ্গ পুঁথিপত্র নিয়া,
ভট্টাচার্য্য মুখে শোনে শাস্ত্রেব বিচার—
সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতম তত্ত্ব-জ্ঞানের ভাণ্ডার।
আন্বীক্ষিকী বিদ্যা হয়-নিগূঢ় দুর্গম—
অতীব দুঃসাধ্য তাঁর তত্ত্ব অধিগম।
সাধ্য-সাধনের তত্ত্বে এ'শাস্ত্র অব্যয়
রহিয়াছে তার সাথে স্রষ্টার নির্ণয়।
অতিসূক্ষ্ম বিচারের নানা বিশ্লেষণে
পড়ে কদাচিৎ ধরা তত্ত্ব বিজ্ঞজনে।
সাধারণ বিদ্যার্থীব নাহি অধিকার
এইশাস্ত্র অধ্যয়নে। কঠিন বিচার—
বস্তুতত্ত্ব সমাশ্রয়ী, সবার না হয়—
অনেকেরই কাছে ইহা সুদুর্ব্বোধ্য রয়।
অসংখ্য বিদ্যার্থী রত শাস্ত্র অধ্যয়নে
নবদ্বীপে, আন্বীক্ষিকী-তত্ত্ব বিশ্লেষণে
শকতি সবার নাই। ক্ষীণ অংশ তার
এতত্ত্ব বিচারে রত। চিহ্ন যোগ্যতার

তাহাতে প্রকট হয় দুই এক জনে—
বিদ্যার্থীরা তাহাদেরে ধন্য বলে মানে।
টোলের বিদ্যার্থী সাথে কোনো কোনো দিন
তর্কে যোগ দেয় গৌর, বয়সে প্রবীন
তাহারা বিস্ময় মানে, প্রতিভা বিকাশে,
পদার্থের সূক্ষ্ম চিন্তা কি করিয়া আসে—
গৌরাঙ্গের মনোলোকে সবল হইয়া
বিভ্রান্ত তাহারা যেই তত্ত্ব অন্বেষিয়া।
সার্ব্বভৌম বিচারক রহেন কখন—
কভু পূর্ব্বপক্ষ করে শচীর নন্দন—
অপরে উত্তর পক্ষ, তত্ত্বের বিচারে—
হেরে যায় বর্ষীয়ান, যুক্তিতে না পারে
টলাইতে শ্রীগৌরাঙ্গে। যা'দেয় উত্তর
দর্শায়ে তাহাতে দোষ গৌরাঙ্গ সুন্দর
চকিতে কাটিয়া দেয়। না পারে বুঝিতে
হেন সূক্ষ্ম যুক্তি জাল মানবের চিতে
কেমনে ত্বরিতে আসে। গৌরাঙ্গের জ
বিচারেতে সার্ব্বভৌম হেসে হেসে কয়।
তত্ত্ব চিন্তামণি ভাষ্য নবদীধিতির
কনক কিরণমালা স্বপ্ন প্রতীচীর
বিকীর্ণ হয়েছে যাহা ভারত গগনে
মহাবিশ্বে, নত শিরে যাহা সুধিজনে
করেছে গ্রহণ মহা বিস্ময়ের সাথে—
দীধিতির রচয়িতা ধীর রঘুনাথে।

শাস্ত্রে মহাবিচক্ষণ এ বিপ্র কুমার
গৌরাঙ্গের সহপাঠী, শাস্ত্রের বিচার
বাদী-প্রতিবাদীরূপে ঘটে সর্ব্বক্ষণ
ন্যায়েতে নিষ্ণাত দুই,—জ্ঞান বুদ্ধি মন।
চলিয়াছে নব্য ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন
চলে সাথে সাথে তার ভাষ্য বিরচণ।
অতিধীর রঘুনাথ বুদ্ধি তীক্ষ্ণ-ধার
সুনিপুণ যুক্তিতর্কে। গৌরাঙ্গে তাহার
রহিয়াছে প্রীতি গাঢ়। সময় সময়
গূঢ়তত্ত্ব নিয়া দুয়ে আলোচনা হয়।
পাঠশেষে একদিন রঘুনাথে ডাকি'
বলিলেন সার্ব্বভৌম, অসামান্য ফাঁকি
সামান্য নিরুক্তি নিয়া; কারো জানা নাই।
এ প্রশ্নের সদুত্তর,—তা' তোমা জানাই।
এ বলিয়া সার্ব্বভৌম গূঢ় জিজ্ঞাসায়,
জানালেন রঘুনাথে, উত্তর আশায়।
কহেন, তর্কযুক্তি বুদ্ধি তব বুঝিব এবার
হইতে পারিবে কিনা শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার।'
বিচক্ষণ রঘুনাথ তত্ত্বের বিচারে—
নব্য-ন্যায়ে, কোন প্রশ্নে বিভ্রান্ত তাহারে
করিতে পারে না কভু; মনের বাসনা—
অবশ্য পূরিবে তার ফলিবে সাধনা।
নিতে চান সার্ব্বভৌম পরীক্ষা তাহার
যথার্থ উত্তরে সিদ্ধ হবে শিক্ষা তা'র।
প্রশ্নের উত্তর চিন্তা করিতে করিতে
চলিয়াছে রঘুনাথ। অন্য চিন্তা চিতে
নাহি পায় স্থান আর। আহার বিহার
ভুলিয়া গিয়াছে সব। মনে মাত্র তা'র
জাগ্রত শাস্ত্রের চিন্তা। খুঁজিছে উত্তর
শাস্ত্র সিন্ধু বিমথিয়া। সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতর
যুক্তির সাহায্যে রঘু চলিছে ভাসিয়া
ইহলোক পরলোক গেছে হারাইয়া
জিজ্ঞাসার তলদেশে। কে করে আহার
স্বপাক বিপ্রেরে অন্ন কেবা দিবে আর
গৃহে এসে; পুঁথি নিয়া তাই অনাহারে
রহিয়াছে রঘুনাথ আপন কুটীরে।
গভীর আবেশে রঘু সারা দিনমান
এমনি আবিষ্ট ছিল। ক্ষুধাতৃষ্ণা জ্ঞান
জাগেনিক দেহে-মনে। যবে দিবাশেষে
বিদায়ী ভানুর কর রক্ত রাগে এসে

শেষ স্পর্শ দিয়া যায় রঘুর কুটীরে—
গ্রন্থ হতে নেত্রদ্বয় বাধা পেয়ে ফিরে,
তখনি জানিল রঘু বেলা আর নাই
গেল সারা দিন মান কেবলি বৃথাই,
হয় নাই জিজ্ঞাসার কোনো সমাধান,
অথচ কেমনে পাবে তাহার সন্ধান,
পথ চিহ্ন রঘুনাথ নাহি পায় খুঁজে
অসার নিস্পন্দ স্থির দুই নেত্র বুঁজে,
বসিয়াছে আঙ্গিনায় সন্ধ্যা সমাগমে
গভীর বেদনা তার জাগিছে মরমে।
অন্তর্যামী ভগবান রঘুর খবর
জানেন আপন মনে ধীর বিশ্বম্ভর;
গ্রন্থনিয়া রঘুনাথ সারা দিনমান
রয়েছে কুটীরে তার। হয় নাই স্নান
রহিয়াছে উপবাসী, দীন ক্ষীণ ম্লান
উত্তর না পেয়ে স্থির,—বান্ধব মহান।
আর কি রহিতে পারে আপনি নীরব
বন্ধুর এ অসময়ে—অনন্ত-বৈভব।
আপনার মনে তিনি ভাবিতে ভাবিতে
আসে প্রভু অপরাহ্নে রঘুরে দেখিতে।
হেরিলেন রঘুনাথে, চিত্রের মতন
আছে আঙিনায় বসে; উদাস নয়ন
অনন্ত শূন্যের পানে আছে তাকাইয়া
সুদূরে দিগন্তে মন গিয়াছে মিশিয়া।
এ রঘু সে-রঘু নহে, যে রঘুরে জানে
বিশ্বম্ভর, প্রতিদিন সহ অধ্যয়নে,
অগ্নিশিখা সম সেই বিতর্ক বিচারে;
স্তিমিত আলোকে আর মৌন মুখ-ভারে,
হয়ে আছে অন্যজন। বিচিত্র কি আর
'নব্য ন্যায়' জীবনের তপস্যা যাহার
শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার হতে যাহার সাধন।
নব্যন্যায়ে জীবনের সর্ব্বস্ব অর্পণ
করিয়াছে রঘুনাথ; এতে বিপর্য্যয়
সাধনার পথে দুঃখ আনিবে নিশ্চয়।
গৌরাঙ্গের উপস্থিতি রঘু নাহি জানে
বন্ধু আগমন, সাড়া জাগায়নি প্রাণে।
চিন্তার সমুদ্রে রঘু চলেছে ভাসিয়া
হারায়ে আপন সত্তা। কেমন করিয়া
পাইবে হেরিতে চির প্রিয় বিশ্বম্ভরে
একমাত্র বন্ধুরূপে বরিয়াছে যা'রে।
গৌরাঙ্গের স্পর্শ পেয়ে জাগে রঘুনাথ
সংবিৎ ফিরিয়া পায়; ধরি তা'র হাত
বলিল শ্রীবিশ্বম্ভর, একি তব বেশ
শুষ্ক রুক্ষ মুখচ্ছবি ধূসরিত কেশ
হয়নি এখনো বুঝি তব স্নানাহার
বড়ই বিচিত্র রঘু চরিত্র তোমার।
খুঁজিয়া না পাও যদি 'ফাঁকির' উত্তর
বিসর্জ্জিবে স্নানাহারে? বল তারপর—
কি আর ত্যজিতে পার; আছে অবশেষ
ক্ষীন এই দেহখানি এইত বিশেষ!
ছল ছল আঁখি রঘু বলে বিশ্বম্ভরে
কি উত্তর বল আমি দিব আচার্য্যেরে
রজনী হইলে গত; ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই
খুঁজিতেছি সমাধান, তা যদি না পাই
কেমনে হইবে সিদ্ধ আমার সাধন;
বিশ্বম্ভর হবে ব্যর্থ আমার জীবন।
হেসে হেসে বিশ্বম্ভর বলিল রঘুরে
আচার্য্য কিবা সে প্রশ্ন করেছে তোমারে;
যাহার উত্তর খুঁজে সারা দিনমান
হইয়াছ অবসন্ন, পাওনি সন্ধান,
নিয়া ক্ষুরধার বুদ্ধি হইয়া তন্ময়,—
আমাকে শোনাও তাহা, জাগিছে বিস্ময়।'
নারহ উপোষী আর করহ রন্ধন
হও শান্ত রঘুনাথ; স্থির কর মন।

আশ্বস্ত হইল শুনে গৌরাঙ্গ বচন
রঘুনাথ, আচার্য্যের প্রশ্নটি তখন
জানাইল বিশ্বম্ভরে। গৌরাঙ্গ শুনিয়া
ক্ষণ পরে, রঘুনাথে বলিল হাসিয়া
অন্নজল পরিহরি সারা দিনমান
খুঁজিছ উত্তর যা'র,—শোন সমাধান ;
এ বলে রঘুরে দেয় প্রশ্নের উত্তর
সরল সহজভাবে গৌরাঙ্গ স্থন্দর।
স্তম্ভিত নির্ব্বাক রঘু উত্তর শুনিয়া,
ঘুরিয়াছে রঘুনাথ যাহার লাগিয়া
আন্বীক্ষিকী মহাসিন্ধু, নীরন্ধ্র আঁধার—
চকিতে গৌরাঙ্গ লভে সমাধান তার!
দুর্ভেদ্য দুর্লক্ষ্য ওই গহণ প্রাচীর
ভেদ করে অনায়াসে অসামান্য ধীর
আলোক-বর্ত্তিকা নিয়া? সামান্য মানব
নহে কভু বিশ্বম্ভর, জ্ঞানের বৈভব
সীমাহীন অফুরন্ত ঐশ্বর্য্য ভাণ্ডার
রহিয়াছে যার কাছে, কি অসাধ্য তা'র।
সর্ব্বশক্তি অধীশ্বর তিনি ভগবান
গৌরাঙ্গ মানব নহে—এইত প্রমাণ।
নির্ণয় করিল রঘু যুক্তি বুদ্ধি দিয়া
আসিয়াছে ভগবান মনুষ্য হইয়া।
ষড়ৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ এই ভগবান
সর্ব্বভূত মূলাধার নিখিলের প্রাণ।
রঘুর অন্তর কথা বুঝে বিশ্বম্ভর
পড়েছে স্বরূপ ধরা স্ব:ক্তি নির্ভর।
রঘু যদি প্রেমরসে হয় নিমগন,
হইবেনা নব্য-ন্যায় ভাষ্য বিরচন।
দুর্লঙ্ঘ্য বিচিত্র যাহা গিরিচূড়াসম
মনীষীর মহাধন অতি অনুপম,
ভারতবর্ষের যাহা হৃদয়ের ধন
হইবেনা প্রকাশিত, হবেনা গ্রন্থন।

তাই, রঘুর সে দৃষ্টি প্রভু দিল আচ্ছাদিয়া
চিত্ত হতে নিজরূপ নিল সরাইয়া।
এবে, বুদ্ধিমান তর্কবীর রূপেতে প্রকাশে
বিশ্বম্ভর, রঘুনাথ মানস-আকাশে।
ভাবের আবেশ হতে উঠিল জাগিয়া
রঘুনাথ, সবিস্ময়ে রহে তাকাইয়া
শ্রীগৌরাঙ্গ মুখপানে। লুব্ধ মধুকর
খুঁজিয়া পেয়েছে যেন ফুল্ল ইন্দীবর,
রস আস্বাদনে যার হয়েছে পাগল
যাদুর পরশে যেন খুলেছে অর্গল।
বাঁধ ভাঙ্গা তটিনীরে কে আর রোধিবে?
উদ্দাম উন্মত্ত সে যে ছুটিয়া যাইবে
আপন সাধনপথে। তাই বিশ্বম্ভর
সংযম প্রদানি' করি উজ্জ্বল স্থন্দর
নব্য-ন্যায়ে সারাবিশ্বে করিতে প্রচার
করাল নিয়োগ—রঘু-বুদ্ধি ক্ষুরধার।
রঘুনাথে নিয়া প্রভু বক্ষে জড়াইয়া
বিচক্ষণ নৈয়ায়িকে কহিলা হাসিয়া
হবে তুমি চিন্তামণি শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার
দীধিতির অধিপতি ; এ খ্যাতি তোমার
ঘোষিবে নিখিল বিশ্বে। পণ্ডিতেরগণ
তব-গলে জয়মাল্য করিবে অর্পণ।
তোমার সাধন রঘু অবশ্য ফলিবে
কাহারো মনীষা তব সম নাহি হবে।
মহাস্থখ লভে রঘু গৌরাঙ্গ বচনে
লভিল সান্ত্বনা ফিরে আপনার মনে।
তারপর রঘুনাথ করিলা রন্ধন
গৌরাঙ্গ আদেশ নিয়া করিলা ভোজন।
অনন্যপ্রতিভ রঘু অসামান্য জ্ঞান
ন্যায়ের বিচারে কেহ তাহার সমান
বিদ্যার্থি-সমাজে নাই। চিন্তামণি নিয়া
চলিয়াছে রঘুনাথ দীধিতি রচিয়া।

'তত্ত্ব চিন্তামণি' গ্রন্থ সংক্ষিপ্ত দুর্গম—
ভাষ্য বিনা অন্যে অর্থ বুঝিতে অক্ষম।
রঘুনাথ হয় তার যোগ্য ভাষ্যকার
কে আর করিবে সূক্ষ্ম তত্ত্বের বিচার।
একনিষ্ঠ মনে রঘু করে মহাধ্যান
তত্ত্ব চিন্তামণি নিয়া ; চিত্ত বুদ্ধিজ্ঞান
হয় নিয়োজিত তার দীধিতি রচনে
শ্রদ্ধার আসন তার বিদ্যার্থীর মনে।
এইভাবে ধীরে ধীরে কাল হয় ক্ষয়
রঘুর সাধন চলে,—না আছে ব্যত্যয়।
চলে গৌরাঙ্গের সাথে তত্ত্বের বিচার
যুক্তি তর্ক নিয়া সূক্ষ্ম, নহে বর্ণনার।
বিন্দুমাত্র অসঙ্গতি যেইখানে হেরে
অমনি সে পাঠনিয়া ধরে বিশ্বম্ভরে।
তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবলে গৌর নাশে সে সংশয়
রঘুর সাধন পথ অবিঘ্নিত রয়।
একদিন রঘুনাথ পায় শুনিবারে
রচিছে নূতন ভাষ্য এক, বিশ্বম্ভরে।
প্রমাদ গনিল রঘু, যখন নিমাই
হইয়াছে অগ্রসর ভাষ্য রচনায়
তাহলে 'দীধিতি' মম কেহ না পড়িবে
বিশ্বম্ভর ভাষ্য নিয়া সকলে মাতিবে।
গৌরাঙ্গের সমবুদ্ধি আর কারো নাই
আমিও তাহার মাঝে নাহি পাবো ঠাই।
বিষাদে আচ্ছন্ন রঘু ভবিষ্য ভাবিয়া
কিবা তার সমাধান না পায় খুঁজিয়া।
পাঠ অন্তে রঘুনাথ একদিন বলে
শ্রীগৌরাঙ্গে নানা কথা আলোচনা ছলে,
শুনিলাম তুমি নাকি চিন্তামণি নিয়া
চলিয়াছ অভিনব টীকা বিরচিয়া ?
শক্তিতব অসামান্য হয়েছে প্রচার
কলাপের ব্যাখ্যা নিয়া ; কি বলিব আর
আগ্রহ অন্তরে মম, তাহা দেখিবারে
ক্ষনিকের লাগি তুমি দেখাবে আমারে ?
বন্ধুবাক্য শুনে গৌর কহিলা হাসিয়া
অবশ্যই তাহা তোমা দেখাব আনিয়া।
সামান্য রচনা এযে বিশেষ কি আর
তোমার পাণ্ডিত্য কাছে কি মূল্য তাহার
তাহা শুনে তুমি নাহি হবে লাভবান
অল্প বুদ্ধি জনে আমি সাধিতে কল্যাণ
করেছি রচনা ইহা,—কল্য গঙ্গাতীরে
এসো অপরাহ্নে তাহা শোনাব তোমারে।
শরতের অপরাহ্ন নির্মল আকাশ
বহিতেছে মৃদুমন্দ শীতল বাতাস
জাহ্নবী শীকরবাহী ; স্নিগ্ধ সুমধুর
দিবসের শতক্লান্তি হইয়াছে দূর।
আসিতেছে কিশোরীরা নিতে গঙ্গাজল
আনন্দে মাতিয়া সবে পাতি নানা ছল।
সহাস্য-কৌতুকে নব, গুণগুণ গানে
অমৃত নিষ্যন্দী ধারা বহাইয়া প্রাণে।
তরণী জাহ্নবী বুকে চলেছে ভাসিয়া
গ্রন্থ হাতে দুই বন্ধু রয়েছে বসিয়া
শ্রীগৌরাঙ্গ রঘুনাথ ; ভাবলোকে স্থির
সমাহৃত চিত্তবৃত্তি গ্রন্থে সুনিবিড়।
পাঠেরত বিশ্বম্ভর রঘুনাথ শোনে
এইভাবে বহুক্ষণ চলেছে ধেয়ানে।
অকস্মাৎ রঘুনাথ উঠিল কাঁদিয়া
আকুল আবেগে গূঢ়। সংজ্ঞা হারাইয়া
ফেলিয়াছে যেন রঘু। হয়েছে ধারণা
পাঠ শুনে ; ব্যর্থ তার সকল সাধনা।
দিবারাত্র অবিচ্ছেদে যেই শ্রম তা'র
হইবারে চিন্তামণি শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার
দুরূহ দুর্গম তার তত্ত্বার্থ লইয়া,
কাল-ঝটিকায় তাহা যায় ভাসাইয়া

হেরিতেছে রঘুনাথ। অশ্রুর নির্ঝর
ভাসায়ে নিতেছে বক্ষ ; স্তব্ধ বিশ্বম্ভর।
দুই হাতে রঘুনাথে বক্ষে জড়াইয়া
করুণার প্রতিমূর্ত্তি ; দিলা মুছাইয়া
উদ্গত নয়নধারে। কহে মৃদুস্বরে
অজ্ঞাতে আঘাত কোনো দিয়াছি তোমারে?
কি কারণে এত ব্যথা পাইয়াছ মনে
জাহ্নবীর ধারাসম ধারা দুনয়নে
বহিছে তোমার বক্ষো, বল ত্বরা করি,
বিদীর্ণ হৃদয় মম দুঃখেতে তোমারি।
অভিন্ন হৃদয় মম সুহৃদ্ প্রধান
বেদন বিমুগ্ধ আজি কেন তব প্রাণ ?
কি করিলে হবে বল দুঃখ নিবারণ
অবশ্য করিব আমি তাহা সম্পাদন।
ধীরে ধীরে রঘুনাথ আপন সংবিৎ
ফিরিয়া পাইল পুনঃ। আপনার হিত
হবে কিসে সম্পাদন নাপায় ভাবিয়া
মৌনভাবে ক্ষণকাল রহিলা চাহিয়া
বিশ্বম্ভর মুখপানে। বিস্মিত উভয়
ঘটে গেল ক্ষণমধ্যে কি মহা প্রলয়।

আশার আলোকহীন বিরাগী উদাস
রঘুর আন্তর লোক। প্রবল উচ্ছ্বাস
অকস্মাৎ সর্ব্ব প্রজ্ঞা আবৃত করিয়া
রঘুনাথে অন্য লোকে নেয় সরাইয়া।
অমর হইবে রঘু হয়ে ভাষ্যকার
আনন্দ-তরণী বাহি চলিছে আশার
মহাকাল সিন্ধুবুকে। চকিতে প্রলয়
আশার আনন্দ লোকে করে দিল লয়,
অতলে ডুবায়ে তরী। মহা তমসায়
দিক্‌ভ্রান্ত রঘুনাথ পথ নাহি পায়।
কি বলিবে বিশ্বম্ভরে নাহি আসে ভাষা
জীবনে তাহার আর নাহি কোন আশা

শাস্ত্র চিন্তা অধ্যয়ন একমাত্র যার
ধর্ম্ম কর্ম্ম জীবনের, বিপর্য্যয় তা'র
মৃত্যু হতে নিরমম। বৃথা অধ্যয়ন
হয়ে থাকা জীবন্মৃত, নিষ্ফল জীবন।
অতি ক্ষীণ কণ্ঠে রঘু, বলে বিশ্বম্ভরে
আমার অন্তর ব্যথা জানাব কি করে
তোমা আজি বিশ্বম্ভর, বুঝিতে না পারি,
শুনিয়া তোমার ভাষ্য কি হলো আমারি,
প্রদীপ্ত আলোক মালা হতে অকস্মাৎ
ঘটিল মানসে মম অশনি সম্পাৎ,
ঘন অন্ধকারে ছেয়ে ফেলিল জীবন
ভয়ে ভীত আত্মা মম অশান্ত ক্রন্দন
করিয়া উঠিল তাই। সর্ব্বস্ব আমার—
শূন্য সে তামস লোকে হলো একাকার,
না পাই দেখিতে কিছু। উদ্‌ভ্রান্ত হৃদয়,
অন্ধকার মহাশূন্যে লভিলাম ভয়।
তারপর ক্ষণকাল বিশ্রামের পর
সজল নয়নে রঘু কহে বিশ্বম্ভর,
যে আশায় নিয়া মম ভাষ্য বিরচন
বহিবে তাহাতে যে সু-উচ্চ মনন
বিদগ্ধ সমাজ যাহা আনন্দে বরিবে
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাষ্যরূপে স্বীকৃতি লভিবে,
সে ভরসা নাহি আর, চূর্ণ অহঙ্কার।
রচিয়াছ তুমি যেই ভাষ্য চমৎকার
সঙ্ক্ষেপে সবল করি তার সমতুল
নহে কভু মোর ভাষ্য,—ভাঙ্গিয়াছে ভুল।
তুমি যে আমার কাছে পরম বিস্ময়
হাসায়ে কাঁদায়ে সবে কাটাও সময়
অথচ মনন তব যে-লোকে প্রবেশে
যায় কভু মোর বুদ্ধি তার পাদদেশে।
বিশ্বম্ভর তবভাষ্য পড়িবে সকলে,
আমার সাধন সব যাইবে বিফলে।

রঘুর সকল কথা শোনে বিশ্বম্ভর
হইয়া একাগ্রচিত্ত। রঘুর অন্তর
আশাভঙ্গে লভিয়াছে দুঃখ সুমহান
আশার বিনাশে দুঃখ মরণ সমান।
শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকাররূপে যেই অহঙ্কার
ছিল মনে এইক্ষণে নাহি তাহা আর।
রঘুর আকৃতি যেন গেছে বিবর্ত্তিয়া
বুদ্ধিদীপ্ত ক্ষুরধার বিনষ্ট হইয়া—
রঘু যেন রঘু নয়,—দীন হতে দীন—
সিংহ সম শক্তি কোথা হয়েছে বিলীন।
প্রদীপ্ত পরুষ কণ্ঠ হয়েছে নীরব
স্তিমিত জীবন দীপ, নিঃশেষ বৈভব।
আত্ম নিবেদন বাণী মধুর সুন্দর
শুনিয়া রঘুর মুখে প্রভু বিশ্বম্ভর
লভিলেন মহাসুখ। ভক্ত দীনতায়
ভগবান চিরকাল মহাসুখ পায়।
রঘুর অন্তরে পূর্ণ ছিল অহঙ্কার
হব আমি দীধিতির শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার।
ঈশ্বরের কৃপা চাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হতে
হয় মহাশক্তি লাভ ঈশ্বর কৃপাতে।
ঐশী কৃপা মানুষের ক্ষুদ্রতা ঘুচায়
অহঙ্কার সেইখানে মহা অন্তরায়।
আত্ম-অভিমানে রঘু ছিল এতোদিন
হইয়াও বুদ্ধিমান অন্তর-মলিন।
প্রভু ভাষ্য পাঠ শুনে অহঙ্কার নাশে
লভিলা সুকৃতি ঐশী কৃপার প্রকাশে।
পরম দয়াল প্রভু প্রেম-অবতার
তাঁহার কৃপাতে রঘু শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার।
পূর্ণ কৃপা প্রদানিতে তাই তার পরে
বলিলেন বিশ্বম্ভর সম্ভাষি' রঘুরে
তুমি, অবশ্য হইবে নব্য ন্যায়ের প্রধান
বিশ্বের মনীষিবৃন্দ নিবে তব দান।
সাধন তোমার কভু ব্যর্থ নাহি হবে
তোমার দীধিতি নব আলো বিতরিবে।
ভারত ছাড়িয়া যাবে সমুদ্রের পার
সুদুর্লভ অসামান্য তব মনীষার
জয়গানে মুখরিত হইবে ভুবন
হবে ধন্য রঘুনাথ তোমার জীবন।
এই বলে বিশ্বম্ভর ভাষ্যেরে আপন
লক্ষ্য করি জাহ্নবীর নির্ম্মল জীবন
ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল, না চাহিল ফিরে
সুদুর্লভ মহারত্নে,—ডুবিল গভীরে।
সম্মুখে যদিবা ঘটে গিরির পতন
করে কেহ অসাধ্য সে সমুদ্র লঙ্ঘন,
সহজে নয়ন তাহা বিশ্বসিতে নারে
করিল যা' বিশ্বম্ভর; কবি কল্পনারে
নিমেষে হারায়ে দেয়; এ যে অসম্ভব
ক্ষণ মধ্যে হয়ে গেল নিতান্ত বাস্তব।
জাহ্নবী জীবনে পুঁথি গেল মিলাইয়া
চিন্তামণি মহাভাষ্য। গেল হারাইয়া
সুমহান মহাবত্ন—অপূর্ব্ব সুন্দর
দেখাইলা, বন্ধু প্রেম জগত-ঈশ্বর।
রঘুনাথ, গৌরাঙ্গের মধু সম্ভাষণে
আসিল ফিরিয়া রঘু এ মর্ত্ত্য ভুবনে।
অপসৃত হলো স্বপ্ন,—দূর হলো মায়া
হইতে মানসলোক অপগত ছায়া।
বন্ধুমম 'বিশ্বম্ভর' করি প্রত্যুত্তর
চাহে শ্রীগৌরাঙ্গে রঘু বিস্মিত অন্তর।
কহে, এই যে মানস সৃষ্টি, সন্তান অধিক
বিসর্জ্জিলে মোর লাগি' ধিক মোরে ধিক।
হেন অসম্ভব কর্ম্ম না হেরি মানবে
সম্পূর্ণ আসক্তিহীন? কভু কি সম্ভবে?
নহগো মানব তুমি গৌরাঙ্গ সুন্দর
তব কর্ম্মে আচরণে তুমি যে ঈশ্বর

এ প্রমাণ বহু আগে লভিয়াছি আমি
মায়ার প্রভাবে তাহা ভুলায়েছ তুমি।
যে বস্তু দুদিন পরে সবে ফিরে পায়।
অন্যের মঙ্গল তরে দিলে ক্ষতি নাই,—
সে বস্তুও সংসারীরা নাহি চাহে দিতে
আর, অসামান্য সৃষ্টি যাহা অতুল্য জগতে
ঈশ্বরের সৃষ্টি সাথে তুলনা যাহার
কদাচিৎ হয় দৃষ্ট, মহামনীষার,
তাহাই বন্ধুর লাগি অতি অবহেলে
জাহ্নবীর নীরে আজি বিসর্জ্জন দিলে ?
ঈশ্বর, তোমারে আমি পুনঃ জানিলাম
জানাই চরণে তব সহস্র প্রণাম'।

কনক কিরণ মালা জাহ্নবীর জলে
অপরাহ্নে রূপান্তরি' স্বর্ণশতদলে
হইয়াছে অপরূপ শোভা মনোময়
ভাবাবিষ্ট বিশ্বম্ভর রঘুনাথে কয়
'যে-সাধনা নাহি দেয় ঈশ্বর সন্ধান
যাহাতে মানবে নাহি করে' প্রেমদান,
যাহা নিয়া মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবিদল
লভিবে আনন্দ আর করিবে সফল
সূক্ষ্মতর্ক জিগীষায় আপন আপন
তা'কি কভু মানবের হয় মহাধন ?
পাণ্ডিত্য তোমার ধর্ম্ম—বাড়াইতে তা'য়
সাধন সম্পদে নব পরিপূর্ণতায়
ঘটাইতে মহাসিদ্ধি'—এই মম দান
নব্য ন্যায় মহাবিশ্বে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মান
তোমারে আনিয়া দিবে। দীধিতি তোমার
নূতন আলোক মালা করিবে প্রচার।
তুমি ধন্য হলে রঘু আমি ধন্য হবো
তোমাতে রয়েছি আমি কি আর বলিব'।
বিশ্বম্ভর পদে রঘু রাখে নিজশির
চলিছে তরঙ্গ মালা মাতা জাহ্নবীর
মহাসিন্ধু সমুদ্দেশে। নীরব উভয়
শরতের মহাকাশে হতেছে উদয়—
স্নিগ্ধ নব সুধাকর, সুধা বিতরিতে
ভানুর কিরণ দগ্ধ ক্ষুব্ধ ধরণীতে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নিমাই পণ্ডিত গদাধর ও মুকুন্দ

সঞ্জয় উপাধিধারী মহাভাগ্যবান
শ্রীমুকুন্দ নাম যাঁর, বহুধন মান
বিপ্রকুলে তাঁর সম নবদ্বীপে নাই—
পুত্রে তাঁর ধর্ম্মশাস্ত্র পড়ান নিমাই।
চিন্তামণি ভাষ্য গঙ্গাগর্ভে বিসর্জ্জিয়া
বিশ্বম্ভর, ফলহীন তর্কশাস্ত্র নিয়া
না করিয়া কালক্ষয়, চণ্ডীমণ্ডপেতে
মুকুন্দের সুবিশাল, ছাত্র পড়াইতে
বাসনা করিলে মনে, মহাহর্ষভরে
মুকুন্দ আপন গৃহে সর্ব্ববিদ্যার্থীরে
যোগাইতে বাসস্থান অর্পিতে আহার
সম্মত হইয়া নিলে ছাত্রগণ ভার,
আরম্ভিল অধ্যাপনা পণ্ডিত নিমাই,
অন্য কোন বিষয়ের চিন্তা আর নাই।
দিবারাত্র ছাত্র নিয়া শুধু অধ্যাপন
নিগূঢ় শাস্ত্রের অর্থ তত্ত্বের চিন্তন।
সবার কনিষ্ঠ গৌর কিন্তু অধ্যাপনে
বর্ষীয়ান বিদগ্ধেরা শ্রেষ্ঠ বলে মানে।
নবদ্বীপে অধ্যাপক শ্রেষ্ঠ বিশ্বম্ভর
শাস্ত্রের বিচারে তাঁর নাহিক দোসর।
তাঁর কলাপের টীকা সর্ব্বত্র বাংলায়
প্রচারিত, কারো মনে দ্বিধা মাত্র নাই।

দূর দিগ্ দেশ হতে বিদ্যার্থীরগণ
করিবারে গৌরাঙ্গের শিষ্যত্ব গ্রহণ
আসিতেছে দলে দলে আনন্দে মাতিয়া
নিমাই পণ্ডিতগুণে বিমুগ্ধ হইয়া।

গুপ্ত বৃন্দাবন লীলা অপূর্ব্ব সুন্দর
ভকতের চিবাবাধ্য মনোমুগ্ধকর।
সর্ব্বত্র রয়েছে যা'র পূর্ণ পরিণাম—
আদর্শ উজ্জ্বল যাহা মনোঽভিরাম,
সবাকার ছোট গৌর টোলে অধ্যাপনে
অথচ সবার শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব বিচাবণে।

বিচারে বিতর্কে কভু নাহি পরাজয়
পণ্ডিত সমাজে তাঁর সর্ব্বত্র বিজয়।
পণ্ডিতগণের সাথে বিদ্যার বিলাস
শাস্ত্রেব বিচারে তর্কে সবাকাব আশ
মিটাইতে বিশ্বম্ভব সম কেহ নাই
তর্কে কাব্যে ব্যাকবণে যাঁর যাহা চাই
কবিছেন সবাকবে তৃপ্ত বিশ্বম্ভর
জ্ঞানে প্রেমে সবাকারে সেবি নিরন্তব।
রূপে গুণে অধ্যাপনে তাঁহার সমান
নাহি কেহ নবদ্বীপে। তাঁর সম মান
হইয়াও বয়োজ্যেষ্ঠ কেহ নাহি পায়
পণ্ডিত সমাজে শ্রেষ্ঠ হয়েছে নিমাই।

এলীলা রহস্য গূঢ় অতি চমৎকাব
লীলাময় ভগবান হয়েছে এবাব
ভক্ত কাছে অভিযুক্ত। গূঢ় আকর্ষণে
যিনি অবতীর্ণ এই গুপ্ত বৃন্দাবনে
পণ্ডিতের ছদ্মবেশে। পাণ্ডিত্য লইয়া
চলেছেন সবে তিনি পরাস্ত করিয়া।
ভক্তি দেবী যাহাদের হৃদে অধিষ্ঠান
অধ্যাপক পণ্ডিতের জ্ঞান-অভিমান
তাহাদের মনে আনে কঠোর বেদন
ভাবিতেছে পণ্ডিতেরা বিশুষ্ক কেমন!

এ-জ্ঞান ঐশ্বর্য্য মূলে ভকতি রহিলে
পূত মন্দাকিনী ধারা প্রাণে প্রবাহিলে
হইত আনন্দ কত! তাহা না হইয়া
কঠোর পাণ্ডিত্যে তারা বিমুগ্ধ রহিয়া
বন্দী সবে যুক্তিজালে। সঙ্কোচে ও ভয়ে
হেরিয়া গৌরাঙ্গে তারা যায় পলাইয়ে।
'পথে ঘাটে আক্রমণ কভু করি কারে
বিভ্রান্ত কবিয়া দেওয়া যুক্তি ও বিচাবে—
এই অভিনব খেলা করে গৌবরায়
অন্য কোনো অবতারে এবহস্য নাই।

মাধব পণ্ডিত পুত্র নামে গদাধব
সর্ব্বগুণ সমন্বিত মধুর সুন্দর।
মুখখানি অপরূপ লাবণ্যের খনি
যেন, কোমল মধুর শান্ত চন্দ্রকান্তমণি।
রমণী সুলভ লজ্জা শ্রীঅঙ্গভূষণ
মাধুর্য্যে সবার চিত্ত করে আকর্ষণ;
গৌরাঙ্গেব প্রিয়বন্ধু। পুত্রসম যাঁরে
সমাদরে শচীমাতা আপন কুটীবে।
গৌরাঙ্গেব সাথে কভু আহার বিহার
পঠন পাঠন নিতি শাস্ত্রেব বিচার।
গৌরাঙ্গ যখন টোলে কবে অধ্যয়ন
গদাধর তাঁব সাথে কাব্য ব্যাকরণ
অলঙ্কার শাস্ত্র কিছু নব্য ন্যায় পড়ে
হ'য়ে সবাকর প্রিয় আচাবে বিচারে।
গদাধবে রাধা শক্তি সহজ বিকাশ,
গদাধর সঙ্গ সুখ আনন্দ উল্লাস
সতত গৌরাঙ্গ চাহে। জাহ্নবীর তীরে
একদিন বিশ্বম্ভর হেরি গদাধরে
নেয় বক্ষে জড়াইয়া সম্ভাষি মধুর
কহিল সংশয় মম কর আজি দূর,
মুক্তির কারণ কূট করিয়া নির্ণয়,
বুঝিব, দর্শনেতে কত জ্ঞান হয়েছে উদয়'।

সহজেই গদাধর বিনম্র সুন্দর
গৌরাঙ্গের প্রশ্ন শুনে, শাস্ত্রের উত্তর
দানের আগেতে মনে মধুস্পর্শ জাগে
কান্তের ভাবনা যুক্ত নব অনুরাগে।
না দিলে উত্তর গৌর করি অভিমান
হয়ত মধুর সঙ্গ করিবেনা দান,
তাই, শাস্ত্র অনুগত ব্যাখ্যা করে গদাধর,
তোলে তর্ক তার মধ্যে গৌরাঙ্গ সুন্দর।
ভিন্ন ভিন্ন দর্শনেতে মুক্তি ভিন্নরূপ
কারণও পৃথক্ সেথা—মুক্তির স্বরূপ—
তুলনা করিয়া সবে যুক্তি নিরূপণে—
দেয় দেখাইয়া গৌর বিভিন্ন ব্যাখ্যানে।
নূতন করিয়া দিক্ হইল দর্শন—
ধন্য হলো গদাধর; নূতন জীবন
লভে গদাধর আজি গৌরাঙ্গের সাথে—
দর্শনের বিতর্কিত নবীন ধারাতে।
বুদ্ধিদীপ্ত গদাধর, আনন্দাশ্রু ঝরে
মহাভাগ্যবান বলে মানে আপনারে।
রাধাশক্তি গদাধর, উত্তর জীবনে
সুদুর্লভ শ্রীচৈতন্য পাদ নিষেবনে—
আপনারে সর্ব্বভাবে করে সমর্পন—
সেবাধর্ম্ম সমাশ্রয়ে; জীবন মরণ—
হয়ে যায় একরূপ, আনন্দ অপার,
শ্রীচৈতন্য পদদ্বন্দ্ব সর্ব্বস্ব তাহার।

অদ্বৈত সভার এক গায়ক মহান
শ্রীমুকুন্দদত্ত নামে ভক্ত মহাপ্রাণ—
চট্টলেতে পূর্ব্বদেশ চক্রশালাগ্রামে—
স্বভাবে আশ্রিত যিনি গৌর কৃষ্ণ নামে।
শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল গীত শুনে মুখে যার
উদ্গত নয়ন ধারা হয় সবাকার—
প্লাবিয়া হৃদয় মন। নবদ্বীপ বাসী—
সুকণ্ঠ গায়কে সবে যায় ভালবাসি'।

শ্রীগৌরাঙ্গ সহপাঠী ভকত মুকুন্দ—
তাঁর গানে বিশ্বম্ভর পায় মহানন্দ।
বীণার ঝঙ্কার সম মুকুন্দের গান—
তোলে মাতাইয়া সর্ব্বমন বুদ্ধি প্রাণ।
একদিন অপরাহ্নে জাহ্নবীর তীরে
ভ্রমিতেছে বিশ্বম্ভর মধুর সমীরে
নিয়া নিজ শিষ্যবৃন্দ। 'চকিতে মুকুন্দ
সম্মুখে আসিয়া পড়ে, ভাগ্য অতি মন্দ,
ভক্তিমান মুকুন্দের বিতর্কেতে ভয়
বৃথা তর্ক যুদ্ধ ক'রে কাটাতে সময়
নাহি তার অভিলাষ। যেতে পলাইয়া
ভীতা কুরঙ্গিনী সম, রাখিল ধরিয়া
বলবান বিশ্বম্ভর। মুকুন্দে হাসিয়া
কহিল, ক্ষণিক মোর পানে না চাহিয়া
না করি আমার সাথে শাস্ত্রের বিচার
কোথায় চলেছ তুমি? কপালে তোমার
আছে আজি মহাদুঃখ। বিধির ইচ্ছায়
কি আর করিবে বল, অন্যপন্থা নাই।
মুকুন্দ বুঝিতে পারে কি প্রশ্ন করিবে;
শুষ্ক তার্কিকের হাতে কে তাঁকে রক্ষিবে?
সহসা জাগিল মনে দুষ্ট বুদ্ধি তাঁ'র—
'অলঙ্কার শাস্ত্র নিয়া করিব বিচার
গৌরাঙ্গ নিষ্ণাত বুদ্ধি তর্কে-ব্যাকরণে—
অলঙ্কারে হবে জব্দ'—এই ভেবে মনে
মুকুন্দ করিল প্রশ্ন অলঙ্কার নিয়া—
'সাহিত্য দর্পণ' হতে; ভাবে কি করিয়া
নিয়া এই অনধীত শাস্ত্র অলঙ্কার—
গৌরাঙ্গ বিচার করে, দেখি বুদ্ধি তা'র।
অপেক্ষিছে চারিপাশে গৌর শিষ্যগণ
হেরিবারে বিচারের ফল বিলক্ষণ।
কি বিস্ময় বিশ্বম্ভর বিলম্ব না করি
অলঙ্কার শাস্ত্র নিয়া চলেছে উত্তরি

উচ্চ হ'তে উচ্চ স্তরে। যুক্তি বুদ্ধি দিয়া
চলে মুকুন্দের সর্ব্ব মতেরে খণ্ডিয়া ;
মুকুন্দ বিস্মিত স্তব্ধ, মুখে ভাষা নাই—
হয়ে হত বাক্ গৌর মুখ পানে চায়।
বিতর্কিত অলঙ্কারে, সূক্ষ্ম মর্ম্ম যা'র
আশ্রয় করিয়া এত চলেছে বিচার
তাহা, যুক্তি সিদ্ধ হইয়াও রস সমুজ্জ্বল,—
আনন্দে মুকুন্দ চিত্ত হইল উজ্জ্বল।
দীর্ঘকাল অলঙ্কার কবি অধ্যয়ন—
যেইরস অনুভবে আসেনি কখন—
আপন অন্তর লোকে, তাহারি কৌশল,
শিখাইল শ্রীগৌরাঙ্গ করি তর্ক ছল।
নব অনুভূতি জাগে মুকুন্দের প্রাণে
ভাবিছে গৌরাঙ্গ কিবা যাদুমন্ত্র জানে।
সাথে তার ভাবে মনে ; এ-যুক্তি বিচারে
গৌরাঙ্গ করিত সেবা ভকতি দেবীরে
তবে কি আনন্দ সিন্ধু যাইত বহিয়া—
মহামন্ত্র 'কৃষ্ণনাম' প্রচারিত হইয়া
ভকতের বুভুক্ষিত ব্যাকুল অন্তরে'—
মুকুন্দ মনের ক্ষোভ জানাবে কাহারে।
নবদ্বীপে আছে যত পণ্ডিতের গণ—
শুষ্ক তর্ক নিয়া তারা মগ্ন সর্ব্বক্ষণ।
নিদ্রিতা রয়েছে মম ভকতি জননী
অনাদৃতা উপেক্ষিতা ফল্গু প্রবাহিনী।
উন্মত্ত পণ্ডিতবর্গ—ভক্তি নাহি চায়—
সেবার অভাবে মাতা শুকাইয়া যায়।
তাই, ব্যথিত মুকুন্দ মনে প্রণতি জানায়—
স্মরিয়া জগদীশ্বরে, তোমার কৃপায়—
তার্কিক পণ্ডিত গৌর হোক ভক্তিমান—
প্রেমরসে বিমণ্ডিত হোক শুষ্কপ্রাণ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পণ্ডিত শ্রীবাস

শ্রীগৌরাঙ্গ-পিতৃকল্প পণ্ডিত শ্রীবাস
ভক্তির আশ্রিত তিনি, বিষয়ে উদাস।
শান্ত স্থির নিষ্ঠাবান শ্রীকৃষ্ণ কৃপায়—
সতত নিবিষ্ট তিনি ইষ্ট ভাবনায়।
তার্কিক বিতর্কপ্রিয় গৌরাঙ্গ সুন্দর
রসহীন প্রশ্নবাণে তাকে জরজর
সুযোগ পাইলে করে পাণ্ডিত্য প্রকাশে—
মনে বড় ব্যথা পান তাহাতে শ্রীবাসে।
শ্রীবাস চরিত্রে, ভক্তি বিশ্বাস প্রধান
শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা তাঁর মনে সদা স্থান।
বৃথাতর্ক বিচারণা চরিত্র বাহিরে ;—
বিতর্কপ্রিয়তা তিনি হেরি বিশ্বম্ভরে—
মনে বড় দুঃখ পান পণ্ডিত শ্রীবাস—
শাস্ত্র তর্ক নিয়া শুধু বিদ্যার বিলাস
বৃথা কালক্ষয় ভেবে এড়াইয়া যান
সর্ব্বদা গৌরাঙ্গ চাঁদে। নাহি হয় দান—
উত্তরের, শুনে প্রশ্ন রন নিরুত্তর—
শ্রীবাস, চুপ রহে তবে বিশ্বম্ভর।
পণ্ডিতের মনে কিন্তু দুঃখ সুমহান
বন্ধুপুত্র হইয়াও পণ্ডিত প্রধান
উদ্ধতের শিরোমণি তার্কিক পণ্ডিত
প্রেমভক্তি রসহীন সবার বিদিত।
ভক্তিমান পুরন্দর, সন্তান তাঁহার
বিশুষ্ক বিতর্কপ্রিয়। বিশ্ববিধাতার
কি বিচিত্র ইচ্ছা হেথা না পারি বুঝিতে
বেদনা লভেন তিনি আপনার চিতে।
একদিন ছাত্র সহ জাহ্নবীর তীরে—
ভ্রমিতেছে বিশ্বম্ভর ; প্রশ্নের উত্তরে

বিদ্যার্থিগণের সাথে করে আলাপন
একে অপরের যুক্তি করিছে খণ্ডন।
তাম্বুলে রঞ্জিত রক্ত অধর যুগল
ক্ষুরধার বুদ্ধিদীপ্ত নেত্র সমুজ্জল
আজানু লম্বিতবাহু,— শোভে পট্টাম্বর—
পরিধানে, অপরূপ গৌরাঙ্গ সুন্দর
বিদ্যার বিলাসে রত। চলে আনমনে,
দেখা হয় দৈবাধীন শ্রীবাসের সনে।
সেদিন না করিয়া প্রশ্ন গৌর, প্রণমে শ্রীবাসে
বিচিত্র ব্যভাবে তিনি মনে মনে হাসে।
ভাবেন, এই বুদ্ধি শ্রীগৌরাঙ্গ কেমনে লভিল
বিতর্কে না করি দ্বন্দ্ব, মোরে প্রণমিল!
অসম্ভব গৌরাঙ্গের এই আচরণ
অন্তরে পুঞ্জিত মম যে ব্যথা গোপন
দহিতেছে তিলে তিলে, করি দেহ ক্ষয়
কৃষ্ণ প্রেম নিষেবিত বৃত্তি সমুদয়।
বুঝি, জানাইতে সেই দুঃখ আজি বিশ্বম্ভর
সুযোগ দিয়াছে মোরে রহি' নিরুত্তর।
পিতৃবন্ধু রূপে আজি মোকে প্রণমিল
বলিতে মনের কথা মোরে আদেশিল!
আনন্দে বিস্ময়ে ভয়ে নীরব শ্রীবাস
চাহি গৌর মুখপানে লভেন আশ্বাস।
ধীরে ধীরে আপনার চিত্ত করি স্থির;
'চিরজীবী হও বৎস হয়ে ভক্তবীর'
এই বলি বিশ্বম্ভরে আশীর্ব্বাদ করি,
আপন মনের কথা বলেন উচ্চারি'।
'সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতের লভেছ সম্মান
সবার কনিষ্ঠ হয়ে, শাস্ত্রে তব জ্ঞান
অসামান্য বলে সব পণ্ডিতেরা কয়
বিদ্যায় বুদ্ধিতে সবে মানে পরাজয়।
ইহা কিন্তু শেষ নহে জেনো বিশ্বম্ভর
সবার পশ্চাতে মহাকাল নিরন্তর
নিরমম সর্ব্বধ্বংসী চলিছে ধাইয়া
সময়ে সুযোগমত নিতেছে টানিয়া।
মৃত্যুরে পরাস্ত করি অনন্ত জীবন
নিয়া শাস্ত্র যুক্তি জ্ঞান পণ্ডিতের ধন
অসীম কালের যাত্রী অমর হইয়া
রহিবে কি ধরাতলে? দেখ বিচারিয়া।
গৌরাঙ্গে বিশেষ করে বলেন শ্রীবাস
এভাবে মিটাবে তুমি বিদ্যার বিলাস?
কৃষ্ণ-প্রেম লাগি' জানি শাস্ত্র অধ্যয়ন
বৃথা তর্ক যুক্তি নিয়া কালের হরণ
যে করে তাহারে নাহি বলি বুদ্ধিমান,
সর্ব্বশাস্ত্র পড়ে তুমি করিলে প্রমাণ।
অধ্যয়ন ফল লাভ হয়নি তোমার
ব্যর্থ হইয়াছে সব, বিদ্যা মহাভার।
না জাগিলে কৃষ্ণপ্রেম সবি ব্যর্থ হয়।
সর্ব্বজয়ী পণ্ডিতেরও ঘটে পরাজয়।
বিধাতা দিয়াছে তোমা রূপ অতুলন
সাথে তার অসামান্য পাণ্ডিত্য মিলন,
করিয়াছে শ্রেষ্ঠ তোমা হতে সবাকার
এ সবে সার্থক তুমি করহ এবার।
তর্ক পরিহরি এবে ভজ কৃষ্ণনাম
আনন্দে উন্মত্ত হোক নবদ্বীপ ধাম।
হোক ধন্যা শচীমাতা, মোর বন্ধুজন
মুখরিত হোক নামে শচীর প্রাঙ্গন।
এ লীলা রহস্য গূঢ়, গুপ্তবৃন্দাবন,
রয়েছে অব্যক্ত হয়ে নরনারায়ণ।
তাই, অভিযুক্ত ভক্ত কাছে আজি ভগবান
অপূর্ব্ব আনন্দে মহা উল্লসিত প্রাণ।
গুপ্ত বৃন্দাবনে এই অব্যক্ত আস্বাদ
আরোপিত ভগবানে গূঢ় পরমাদ,
সবাকার অগোচরে পরম ঈশ্বর
এ মহা আনন্দ সুধা, পিয়ে নিরন্তর।

অব্যক্ত হয়েও তিনি কভু ব্যক্ত হন
ব্যক্ত ও অব্যক্তরূপে লীলা চিরন্তন,
গুপ্ত বৃন্দাবন ধামে; তারি' আস্বাদন
করিছেন ক্ষণে ক্ষণে নরনারায়ণ।
এ লীলা যাহার লাগি তাহার আভাস
অভিযুক্ত বিশ্বম্ভরে দিলেন শ্রীবাস,
ঈশ্বরের মহাসুখ এই আচরণে।
অবতীর্ণ ধরাধামে যেই প্রেমধনে
বিলাইতে আচণ্ডালে, প্রভু বিশ্বম্ভর,
হাসিয়া শ্রীবাসে তাই দিলেন উত্তর,
'হইব ভকত শ্রেষ্ঠ তোমার কৃপায়
ভক্তিমন্দাকিনী ধারা আনিয়া ধরায়,
দিব বহাইয়া আমি চিত্তে সবাকার
আপামরে দিব প্রেম, হবে একাকার
শুচি ও অশুচি সবে, জ্ঞানী ও অজ্ঞান
হইবে সবাই প্রেমধনে ধনবান।
পূরণ করিব আমি প্রার্থনা সবার
হইবে প্রেমেতে ধন্য এ বিশ্ব সংসার।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আসন্ন প্রকাশ

জননীর অভিলাষ করিতে পূরণ
লক্ষ্মীরূপা লক্ষ্মীপ্রিয়া করিলা গ্রহণ
শ্রীগৌরাঙ্গ পত্নী রূপে। জনক তনয়া
ধাত্রী সমা ক্ষমাগুণে কোমলা অভয়া
বল্লভ আচার্য্য কন্যা মূর্ত্তিমতী সীতা
গৌরাঙ্গের অর্দ্ধাঙ্গিনী সতী পবিত্রতা।
আচার্য বল্লভ হন মিথিলার পতি
অন্তরে জাগ্রত সদা পূরব সে স্মৃতি,
বলেন আনন্দে তাই কন্যা সম্প্রদানে
বররূপী শ্রীগৌরাঙ্গে বিনম্র বচনে,
গুণহীন বিত্তহীন দরিদ্র ব্রাহ্মণে,
করিলে আজিকে ধন্য তুমি নিজগুণে
গ্রহণ করিয়া মম কন্যা লক্ষ্মীপ্রিয়া;
তুষিব তোমারে আমি বল কিবা দিয়া।
ধনরত্ন শূন্য মম দরিদ্র সংসার
না পারিনু দিতে কিছু স্বর্ণ অলঙ্কার
আদরিনী কন্যা মম লক্ষ্মীপ্রিয়া অঙ্গে
পূর্ব্ব কর্ম্মফলে শুধু লভে তব সঙ্গে।
কন্যা দিয়া তব করে এ মোর প্রার্থনা
অন্তিমে না পাই যেন শমন যন্ত্রনা।
কৃপাম্বুধি, অন্তে যেন তব কৃপা পাই,
অভয় চরণ দ্বন্দ্বে প্রার্থনা জানাই।
সম্মতি জানান গৌর নীরব রহিয়া
জানান ইঙ্গিত দানে বল্লভে হাসিয়া;
গুপ্তবৃন্দাবন লীলা হইবে প্রকাশ
সহসা, তোমরা সবে মিটাইবে আশ,
যার যাহা কামনার বাসনার ধন,
সকলি সবার আমি করিব পূরণ।
আনন্দে বিহ্বলা মাতা বধু নিয়া ঘরে
পুরনারীগণ মিলি হুলুধ্বনি করে।
বৈকুণ্ঠের মহৈশ্বর্য্য শচীর অঙ্গনে,
যেবা হেরে বর-বধু সেই ধন্য মানে
আপনারে শতবার; আনন্দের ধার
শচীর ভবনে আজি বহে অনিবার।
ভুলিয়াছে সর্ব্বদুঃখ আজিকে জননী
বধুমুখ দরশনে। অমৃতের খনি
আনিয়াছে লক্ষ্মীপ্রিয়া; তাই সবাকারে
দেখান জননী হর্ষে গৌরাঙ্গ প্রিয়ারে।
সুগন্ধ চন্দনে পুষ্পে বিভূষিত করি
সবাকার অঙ্গ মাতা, হৃদয় উজাড়ি—
অন্নবস্ত্র সকলেরে করিলেন দান
মহানন্দে উচ্ছ্বসিত জননীর প্রাণ।

লক্ষ্মী আগমনে আজি পরিপূর্ণ গৃহ,
আজি এ আনন্দ দিনে না রহিবে কেহ
অন্নহীন বস্ত্রহীন ; সবারে জননী
তুষিলেন একে একে অন্ন বস্ত্র দানি'।
সারা নবদ্বীপে ঘোষে গৌরাঙ্গের জয়
গৌরাঙ্গ হইয়া আছে নবদ্বীপময়।
গৌরাঙ্গের কথা শুধু মুখে সবাকার
রূপে গুণে তাঁর সম কেহ নাহি আর।
উছলিত আনন্দের মহাসিন্ধু বুকে
ভাসিয়া চলিছে সবে আবেগে পুলকে।
দিব্য জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী গৌরাঙ্গ ঘরণী
হইয়াছে লক্ষ্মীপ্রিয়া বৈকুণ্ঠের রাণী।
নবদ্বীপ হতে সর্ব্ব দুঃখ বেদনায়
করিয়াছে নির্ব্বাসিত। আনন্দ সুধায়
সমাগত সর্ব্বজনে তৃপ্তক'রে দেবী
ধন্য ধন্য নবদ্বীপ—লক্ষ্মীপ্রিয়া সেবি'।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মাধবেন্দ্র পুরী ও ঈশ্বর পুরী সংবাদ

হেন মহাজন কেবা আছে অবনীতে
জাগে কৃষ্ণপ্রেম যাঁ'র পুণ্য দর্শনেতে,
সেইজন মাধবেন্দ্র, প্রেমিক উত্তম
শ্রীকৃষ্ণ আশ্রিত তিনি। প্রেমের উদ্গম
ঘটে গগনেতে হলে মেঘের সঞ্চার
নামের বিস্মৃতি নাহি ক্ষণ মাত্র তাঁ'র।
কৃষ্ণপ্রেমে আত্মমগ্ন নাহলে কখন
হেন সিদ্ধিলাভ নাহি ঘটে কদাচন।
একদিন রন তিনি একবৃক্ষ তলে
ভাসে বক্ষ দিবারাত্র প্রেমঅশ্রুজলে।
প্রেমে গড়া মনপ্রাণ প্রেমে স্থিতি তাঁর
উপজীব্য কৃষ্ণপ্রেম, কিছু নাহি আর।
মানবে এমন প্রেম দেখা নাহি যায়
যাঁ'র প্রতি পদক্ষেপে, প্রতিটি কথায়
বিলায় শ্রীকৃষ্ণপ্রেম। ইন্দ্রিয় সকল
অপার্থিব কৃষ্ণপ্রেমে করে টলমল।
তাঁর বাক্য স্পর্শে তাঁর কৃষ্ণপ্রেম জাগে
নিয়া দিব্য অনুভূতি রস-অনুরাগে।
কৃষ্ণপ্রেম কল্পতরু জীবের উদ্ধারে—
অবতীর্ণ নিঃসংশয়। তাঁরে সমাদরে
প্রেমিক মানবকুল। নরদেবতায়
ভকত জনেরা প্রাণের আকৃতি জানায়।
যে-প্রেম সিন্ধুতে তাঁর হয় নিত্য স্নান
তাহার অমৃতবিন্দু করেছেন দান
পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি কমলাক্ষে আর,
প্রেমিক ঈশ্বর পুরী শ্রেষ্ঠতা' সবার।
অপরূপ কৃষ্ণ প্রেম ঈশ্বর পুরীর
ইষ্ট আর ভগবানে অভিন্ন শরীর
সদা মানিতেন তিনি। ঈশ্বরের জ্ঞানে
করিতেন গুরুসেবা। পদদ্বন্দ্ব ধ্যানে
রহিতেন সদা মগ্ন। করিতেন পান
সুদুর্লভ প্রেমামৃতে ভরে মনপ্রাণ
সর্ব্বেন্দ্রিয় সহযোগে। তুলনা তাহার
সাধন জগতে কোথা মিলিবেনা আর।
গুরু মাধবেন্দ্র পরে হলে অদর্শন
বিরহে ঈশ্বর পুরী হন অচেতন।
বহুক্ষণ পরে তিনি সংজ্ঞা পেয়ে ফিরে
করে মহা আর্ত্তনাদ ; তপ্ত অশ্রুনীরে
ভাসে বক্ষ, বাল সম করে হাহাকার
'তোমার বিরহে প্রাণ না রাখিব আর
না পাইলে দরশন ত্যজিব হিয়ায়
তুমি ভিন্ন এজগতে কেহ মোর নাই'
এবলি' আঘাতি' বক্ষ হন অচেতন
তবে, মানসেতে মাধবেন্দ্র দিয়া দরশন

কহেন পুরীরে তিনি সস্নেহে আশ্বাসি'
জ্ঞানী তুমি প্রেমী তুমি কেন অশ্রুরাশি
ত্যজিতেছ অকারণ, কৃষ্ণের ইচ্ছায়
ছাড়িয়াছি নরদেহ কোনো ক্ষোভ নাই।
অমর যে দিব্য তনু রয়েছে আমার—
বিশ্বের সর্ব্বত্র গতি রয়েছে তাহার—
তোমারও অন্তর লোকে যখনি ইচ্ছিবে
তখনি আমাকে তুমি দেখিতে পাইবে'।
প্রেমধন্য তুমি মম মানস সন্তান
হও তৃপ্ত কর শান্ত তপ্ত মন প্রাণ।
এবে প্রাণকৃষ্ণ মোর গুপ্ত বৃন্দাবনে
রয়েছেন গুপ্তভাবে অন্যে নাহি জানে।
অন্য লীলা হতে এই লীলা শ্রেষ্ঠ হবে
পাপী তাপী যত বিশ্বে, সবে মুক্তি পাবে।
যেচে দিবে সবে প্রেম বক্ষে নিবে টানি
দুরাচারে ঘৃনিতেরে, মুছে সর্ব্ব গ্লানি।
নব মনুষ্যত্ব সেথা হবে উদ্বোধন
প্রেমামৃত রসে স্নিগ্ধ হইবে জীবন।
সুর তরঙ্গিনী ধারা সঘনে বহিয়া
প্রেমসিন্ধু পানে সবে নিবে ভাসাইয়া।
ব্রাহ্মণে চণ্ডালে ভেদ কিছু না রহিবে
প্রেমে মত্ত একে অন্যে বক্ষে তুলে নিবে।
সেই লীলা প্রকাশের হয়েছে সময়
যাও ত্বরা নবদ্বীপে; বৃথা কালক্ষয়
না করিয়া যথাতথা ঘুরিয়া ফিরিয়া
যাও গুপ্ত বৃন্দাবনে ত্বরায় চলিয়া।
সেই লীলা রঙ্গে তব রহিয়াছে স্থান
তোমাকে করিতে হবে দিব্য শক্তিদান
নররূপী নারায়ণে। জীবে উদ্ধারিতে
রয়েছে পরমাশক্তি এমহালীলাতে।
করিছে ঈশ্বর এবে নর-আচরণ
পালিয়া সংসার ধর্ম্ম, পঠন পাঠন।
এলীলা রহস্য তাই সবে না বুঝিবে
অথচ সকল জীব উদ্ধার পাইবে।
শীঘ্র প্রাণকান্ত মম লইবে সন্ন্যাস
জননী, ঘরনী ত্যজি'; সর্ব্ব অভিলাষ
সংসারীর, জাহ্নবীতে দিবে ভাসাইয়া
কৌপীন করঙ্গ আর কমণ্ডলু নিয়া
বাহির হইবে পথে নয়ন সম্বল
তা'দেখি' ঈশ্বর কর জীবন সফল।
ত্রিলোকের অধিপতি সর্ব্বশক্তিমান
লইয়া সন্ন্যাস হবে ভিক্ষুক সমান।
প্রতি জনে জনে ডেকে যেচে প্রেম দিবে
এই দিব্যরঙ্গ তুমি নয়নে হেরিবে'।
শুনে এই গুরু বাক্য পুরী মহাশয়
লভেন সান্ত্বনা মনে, লভেন অভয়।
চলিলেন নবদ্বীপে সমুৎসুক মন
করিতেছে আকর্ষণ গুপ্ত বৃন্দাবন।

এইদিকে চলিয়াছে বিদ্রোহ গভীর
নবদ্বীপে ভক্তবৃন্দ নাহি রহে স্থির।
পাষণ্ডীরা বাধা দেয় নামের কীর্ত্তনে
করে তারা পরিহাস কৃষ্ণ নাম শুনে।
না রাখে গৃহীরা আর সাধুদের মান
পথে ঘাটে ভক্তগণ লভে অপমান।
সবাকার মুখ হতে কমলাক্ষবীর
শুনিয়া এসব কথা হইয়া গম্ভীর
স্তব্ধ রহে বহুক্ষণ ভাবস্থ হইয়া
ধ্যান যোগে প্রাণ কৃষ্ণে আহ্বান করিয়া
প্রসারিয়া দুই বাহু, উদ্দেশি' শ্রীবাসে
বলিলেন শ্রীঅদ্বৈত পরম উল্লাসে
'নাহিরে বিলম্ব আর প্রাণ কান্ত মোর
চতুরের শিরোমণি ক্ষীর ননীচোর
আমাদের মাঝে এসে হবেন উদয়
আসিবে ফিরিয়া শান্তি না রহিবে ভয়।

পাষণ্ডী হইবে সন্ত মুখে নিবে নাম
অবশ্য হইবে ধন্য নবদ্বীপ ধাম।
তাহার শাশ্বত বাণী মিথ্যা নাহি হবে—
অবশ্যই আপনারে প্রকাশ করিবে।
না দিবেন দুঃখ আর সাধুভক্ত জনে—
অভক্ত পাষণ্ডী হাতে; কৃপা বিতরণে—
বক্ষিবেন সবাকারে, তোমরা সবাই—
উন্মুখ হইয়া থাক—আসিছে কানাই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ঈশ্বর পুরীর প্রথম শ্রীগৌরাঙ্গ-দর্শন।

নবদ্বীপে রাজপথে পুরী মহাশয়
চলিছেন আনমনা হইয়া তন্ময়
মানসে ভাবনা নিয়া, অজানা আমায়—
কেদিবে সন্ধান এনে ইষ্ঠ দেবতায় ?
রয়েছেন যিনি গুপ্ত নব বৃন্দাবনে
প্রিয় সেই প্রাণকান্তে কেবা দিবে চিনে;—
তৃষিত হৃদয় মন এতোকাল যারে
করেছে নিভৃতে ধ্যান অন্তর মাঝারে!
চলিবার পথে কত চিত্র আসে যায়—
অন্তরে কাহারো রূপ সাড়া নাজাগায়।
মানসে রয়েছে তাঁর গভীর বিশ্বাস—
অবশ্যই ইষ্ট মম পূরাবেন আশ।
এনেছেন হেথা দাসে দিতে দরশন
হবে কি বিফল মম গুরুর বচন,
আজি নহে কল্য নহে দুইদিন পরে
অবশ্য পাইব দেখা ইষ্টে মনোহরে।
কারো কাছে আমি নাহি লইব সন্ধান—
আপনি সম্মুখে এসে করিবেন দান
মধুমাখা সঙ্গ সুধা; দাসে কৃপাময়—
'কৃপাময় ভগবান', সাধুগণ কয়।
এইরূপে ভেবে ভেবে আপনার মনে—
চলেন ঈশ্বর পুরী ইষ্টের সন্ধানে।
অতর্কিত ভাবে পুরী তোলেন নয়ন
অজ্ঞাত আবেশে যেন হেরেন তখন—
অপরূপ যুবা এক গ্রন্থরাশি হাতে—
চলিয়াছে; শিষ্যগণ তাঁর সাথে সাথে।
তপ্ত স্বর্ণ বর্ণ হতে বিকীর্ণ কিরণে
এনে দিব্য অনুভূতি দর্শকের মনে
নিয়া যায় অন্য লোকে সর্ব্ব অগোচরে
অনন্য মহিমাপূর্ণ প্রেম-পারাবারে।
পুণ্ডরীক সম নেত্র করে টলমল
রক্তিম অধরদ্বয় আবেগ-উচ্ছল।
কমনীয় অঙ্গ হতে ছড়ায় সুবাস
শোভিছে আননে মধু মৃদুমন্দ হাস।
পৃষ্ঠে বিলম্বিত ঘন কৃষ্ণ কেশ দাম—
সুন্দর শোভন স্নিগ্ধ মনোঽভিরাম।
ভাবেন ঈশ্বরপুরী কভু নাহি হয়
মানবে এমন রূপ; দৃষ্টিমাত্রে জয়
করে নেয় দর্শকেরে। কে এ যাদুকর ?
অবশ্যই হবে মম ইষ্ট মনোহর।
অন্য কারো এইরূপ হইতে না পারে
রয়েছে ঈশ্বর চিহ্ন শ্রীঅঙ্গ মাঝারে।
এই যে আমার প্রিয় সাধনার ধন
মাধবেন্দ্র নির্দ্দেশিত নরনারায়ণ।
সাধারণ জন চিনে নাম গোত্র নিয়া
ভক্ত চিনে ভগবানে প্রেমনেত্র দিয়া।
'ক্ষণমাত্র দরশনে চাহে যেন প্রাণ
রাখিতে হৃদয়ে ধরে' ওমূরতিখান।
বুঝিতে যাঁহারে আর ভাষা নাহি লাগে,
বিমুগ্ধ অন্তর আত্মা প্রেম অনুরাগে।

করেন আপন মনে পুরী বিচারণ
গৌরাঙ্গ দর্শন লভি' ; সহসা তখন
সম্মুখে গৌরাঙ্গ এসে করযোড়ে কয়
পুরীরাজে সম্বোধিয়া, ওগো মহাশয়
মোর গৃহে আজি ভিক্ষা করিয়া গ্রহণ
করুণ মোদেরে ধন্য। পূজিতে চরণ
দেবের দুর্লভ যাহা, এবাসনা মনে,
দানিয়া সম্মতি, ধন্য করুন এ দীনে।
আবেগ-আকুলকণ্ঠে অবরুদ্ধ ভাষে
কহেন গৌরাঙ্গে পুরী, 'তব, দরশন আশে
ছুটিয়া এসেছি হেথা, জীবন-সম্বল
তুমি যে আমার সর্ব্ব শুভ-কর্ম্মফল।
যেথা তুমি নিবে মোরে যাইব তথায়
তুমি একমাত্র মম আর কেহ নাই'।
এই বলে শ্রীগৌরাঙ্গে বক্ষে জড়াইয়া
নিলেন ঈশ্বরপুরী। রহেন চাহিয়া
কমল নয়ন পানে ; নাহি মিটে আশ,—
যুগান্ত সঞ্চিত তৃষ্ণা সঙ্গ সুখ আশ।
মানব শিক্ষার হেতু যাঁর অবতার
স্ব-আদর্শে প্রতিষ্ঠিত সর্ব্বকর্ম্ম তাঁর
মনুষ্য সংস্কার সহ। হেরি মোরা তাই
টোলেতে বিদ্যার্থী রূপে যখন নিমাই—
তখন আদর্শ ছাত্র। তপস্যা তাঁহার
দিবারাত্র অধ্যয়ন—নাহি কিছু আর।
ক্ষণ দৃষ্টিমাত্র নাহি আহারে বিহারে।
হয় নাই ধ্যানভঙ্গ কোনোই প্রকারে।
তারপর অধ্যাপনে, যেথা বিশ্বম্ভর
হয়েও কনিষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত প্রবর,
খ্যাত-নামা অধ্যাপক, নবীন প্রবীন
ছিল যাঁরা নবদ্বীপে, তাঁরা কোনোদিন
পারে নাই হারাইতে বিতর্কে বিচারে
দিয়াছে স্বীকৃতি সবে প্রীতি নমস্কারে।
এখানেও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হন বিশ্বম্ভর
নাহি কোন বর্ষীয়ান তাঁহার দোসর।
সকলের মুখে তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি
ভারতের সর্ব্বস্থানে তাঁহার স্বীকৃতি।
দূর দূরান্তর হতে শিষ্য অগণন
অধ্যয়ন লাগি' তাঁর চরণ বন্দন—
করিতেছে নতশিরে। সবে জ্ঞান দান
করিছেন বিশ্বম্ভর পণ্ডিত প্রধান।
চলিয়াছে টোলে নিতি ছাত্র অধ্যাপন
সাথে সাথে তত্ত্ব তার শ্রবণ মনন।
সারা দিবারাত্র শুধু শাস্ত্র চর্চ্চা নিয়া
রহিয়াছে বিশ্বম্ভর আনন্দে মজিয়া।
নবীন সংসারী তিনি প্রথম যৌবন
সমগ্র সংসার সহ আপন জীবন
নব উপবন সম ; প্রস্ফুট কুসুমে
মধুমত্ত ভৃঙ্গসম শ্রীগৌরাঙ্গ ভ্রমে।
সর্ব্বত্র আনন্দ হাসি মধু প্রস্রবন
কেন্দ্র করি বিশ্বম্ভরে হয়েছে সৃজন!
শ্রীকৃষ্ণ পার্ষদ যারা লীলার সহায়
গুপ্ত বৃন্দাবনে এসে লইয়াছে ঠাঁই।
বিরহের বিষদগ্ধ ব্যথা চিরন্তন
নিয়া নিজ নিজ বুকে, তাহারা এখন
হইয়াছে ত্বরান্বিত তাঁহার প্রকাশে,
বিদ্রোহী পাষণ্ড আর দুরাচার এসে
নামের প্রচার কর্ম্মে মহা অন্তরায়
ঘটায়েছে নবদ্বীপে। হেন কর্ম্ম নাই
গর্হিত নিন্দিত যাহা ; অনুষ্ঠানে তা'র
লভে আপনার মনে আনন্দ অপার।
এমন দুর্দিনে তাঁর নব অভ্যুদয়
নাশিবে সবার দুঃখ, ঘুচাইবে ভয়।
কিন্তু, নিষ্ফল পাণ্ডিত্যে তিনি আছেন মগন
ভুলিয়া ছায়ার সম আপনার জন।

তাহাদের দুর্নিবার সেই ভালবাসা
প্রাণকৃষ্ণ সঙ্গলাভে দুরন্ত পিপাসা
ভক্তি-প্রেম-স্নাত তাঁরে করিবারে চায়
অদ্বৈতাদি ভক্ত মগ্ন এই সাধনায়।
চাহে সবে ঈশ্বরের সে মহা-প্রকাশ
যা'তে যাবে সর্ব্ববিঘ্ন মিটিবে তিয়াস,
করেছেন কমলাক্ষ সর্ব্ব সমর্পণ ;
যাতে প্রাণ কান্ত শীঘ্র দেন দরশন।

মহাত্মা ঈশ্বরপুরী ভক্তি সাধনায়
করেছেন সিদ্ধিলাভ। প্রতিটি কথায়
ভক্তি মধুরস ধারা হয় বরষণ
ধীরে ধীরে সমাকৃষ্ট গৌরাঙ্গের মন
হয় প্রেম রসায়নে। বৃন্দাবনলীলা—
ভক্তজন মহাধন যাহা প্রকাশিলা
রসরাজ কৃষ্ণ চন্দ্র ভাবের উল্লাসে,
বলেন সেকথা পুরী গৌরাঙ্গ সকাশে
দিয়া নিজ অনুভূতি বিচিত্র সম্ভারে
'হৃৎকর্ণ রসায়ন' বলে সবে যা'রে।
পণ্ডিতের শিরোমণি সুধী বিশ্বম্ভর
আপন অতীত লীলা মধুর সুন্দর
ভক্ত পুরী মুখে সব করে আস্বাদন
জাগ্রত অতীত স্মৃতি—ঝরে দু'নয়ন।
পুরীর নয়নে বহে জাহ্নবীর ধারা
মহানন্দে বিশ্বম্ভর হয় আত্মহারা।
এইরূপে শ্রীগৌরাঙ্গে পুরী মহাশয়
শোনান তাঁর পূরব লীলা সমুদয়,
ধীরে ধীরে জ্ঞানভাণ্ড প্রেম রসায়নে
পরিণত সুধাভাণ্ডে, অমৃতসিঞ্চনে।

একদিন বিশ্বম্ভরে পুরী মহাশয়
কহিলেন ধীরে ধীরে ; কৃষ্ণ কৃপাময়
একখানি ভক্তি গ্রন্থ লিখাইলা মোরে—
নাও তুমি গ্রন্থখানি পাঠ করিবারে।
পণ্ডিতের শ্রেষ্ঠ তুমি ভারতবরষে
সকলে সীমিত শক্তি তোমার সকাশে।
রহিয়াছে গ্রন্থ মাঝে নানাবিধ দোষ
তুমি সংশোধিলে তাহা লভিব সন্তোষ।
নবদ্বীপে আসা মোর ইহাও কারণ,
'এই গ্রন্থখানি' তুমি কর সংশোধন।
বলিয়া সে গ্রন্থখানি দেন বিশ্বম্ভরে
হাসিয়া ঈশ্বরপুরী আনন্দ অন্তরে।

গ্রন্থনিয়া বিশ্বম্ভব ভাবাবিষ্ট হয়
নেত্রে বিগলিতধারা ; পুরী মহাশয়
ভাবিছেন সবিস্ময়ে বিদগ্ধ গোরার
এই চিত্র নহে কভু ; মাধুর্য্যের সার
অখিল ভুবনাকর্ষী, বিবাজিত দেহে
প্রেমের মুরতি কৃষ্ণ,—অন্য কেহ নহে।
আপনা রাখিতে গুপ্ত পাণ্ডিত্য ছলনা
বিনে সে আপনজন অন্যে বুঝিবেনা।
দীর্ঘদিন প্রেমময় গুপ্ত না রহিবে
অচিরে নিখিল বিশ্বে প্রকাশিত হবে।

লীলা গ্রন্থখানি প্রভু দেখি কিছুক্ষণ
সকল পৃষ্ঠায় তিনি বুলায়ে নয়ন,
আবেগ জড়িত কণ্ঠে গদগদ স্বরে
কহে পুরী মহাশয়ে, কৃষ্ণ আপনারে,
ভকতের চিত্ত মাঝে করিয়া প্রকাশ
দিয়া তাঁরে দিব্য নেত্র, লীলার বিকাশ
করাইয়া দরশন, মধুর ভাষায়
যে-চিত্র আঁকান তিনি সেই রচনায়
নাহি রহে কোনো দোষ। নিজে কৃপাময়
দেখালেন যেই লীলা, অমৃত অব্যয়
তার বাণীরূপ সত্য ; আনন্দ ভাণ্ডার
নাহি তার কভু শেষ, অনন্ত অপার।
সে অমৃতময়ী বাণী প্রেমিক সুজন
ভক্তি নম্র চিত্তে তাহা করে আস্বাদন।

প্রসাদিত চিত্তে কভু দোষ নাহি হয়
সর্ব্ব রূপ রসে ভক্ত হেরে কৃষ্ণময়।
সর্ব্বদোষমুক্ত এই গ্রন্থ রত্নখানি
ভক্তগণে চিরায়ত হয়ে কণ্ঠমণি'।
চতুর ঈশ্বর পুরী গৌরাঙ্গ স্বরূপ
দেখালেন সবাকারে, অতি অপরূপ
যাঁহার প্রকাশ লাগি কঠোর সাধন
করিতেছে অদ্বৈতাদি ভক্ত মহাজন,
আসন্ন প্রকাশ তাঁ'র সকলে বুঝিয়া
আশ্বাস লভেন প্রাণে। গিয়াছে ঘুচিয়া
পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার শ্রীগৌরাঙ্গ হতে
নয়ন পল্লব সিক্ত কৃষ্ণনাম নিতে।
শুষ্ক পাণ্ডিত্যের যত প্রাণহীন বুলি,
যাইতেছে গৌরাঙ্গের মুখ হতে চলি'।
মধু কৃষ্ণ নাম এবে জাগ্রত বদনে
প্রেমামৃত রসধারা বহে দুনয়নে।
শাস্ত্র অধ্যয়ন আর পাণ্ডিত্য প্রকাশে
দেখাইয়া মহাদর্শ, প্রেম সুধারসে
আবেশিত অন্তরের, ভক্তি রসময়
এবে, মধুক্ষরা বাণীরূপে করিবে বিজয়।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

শ্রীগৌরাঙ্গের ভাব রস বিলাস বৈচিত্রী

বঙ্গদেশে নবদ্বীপ বিদ্যার আকর
যতনে বাণীর সেবা করে নিরন্তর
প্রাচীন পণ্ডিতগণ। মন প্রাণ নিয়া
জ্ঞানের অর্জ্জনে সবে রয়েছে মজিয়া।
দর্শনে ও তর্কশাস্ত্রে যারা বুদ্ধিমান
লভেন তাহারা সর্ব্ব অধিক সম্মান।
ধনী হেথা হতাদর; জ্ঞানবান যাঁরা
সর্ব্বভাবে সকলের পূজ্য হন তাঁ'রা।
ধনী নিজ ধন দিয়া জ্ঞানী সেবা করে;
নবদ্বীপে পণ্ডিতেরে সবে সমাদরে।
বয়সে কনিষ্ঠ হয়ে পণ্ডিত নিমাই
বয়োজ্যেষ্ঠ পণ্ডিতেরা যে সম্মান পায়
তাহাই লভিয়া থাকে। তাহার আসন
সবার উপরি ভাগে। নাহি হেন জন,
বিশ্বম্ভরে যেই জন নাহি ভালবাসে,
সবে তাঁর গুণে মুগ্ধ, প্রেম প্রীতি রসে
অপণ্ডিত জনেরাও তাঁর আপনার
নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রিয় সবাকার।
রূপে তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাক্ষাৎ মদন
নদীয়া নাগরীবৃন্দ-হৃত তাঁর মন।
সন্ধ্যায় জাহ্নবী-তীরে শিষ্য-বৃন্দ নিয়া
বসে যবে বিশ্বম্ভর, কন্দর্প জিনিয়া
অপরূপ রূপরাশি নয়ন লোভন
নরনারী সবাকারে করে আকর্ষণ।
পূর্ণিমার শশীসম ওই মুখ পানে
চাহিবে যে এক বার বিমুগ্ধ নয়ানে
নির্নিমেষে মুখপদ্ম রহিবে চাহিয়া
পারিবেনা নেত্রদ্বয় নিতে ফিরাইয়া।
মধুমত্ত ভৃঙ্গসম নয়ন যুগল—
রূপ সুধা করি' পান আনন্দ বিহ্বল,
সকলি ভুলিয়া যায় হারায় চেতন
হারায় হৃদয় সহ নিজ প্রাণ মন।
মানবে এমন রূপ কেহ দেখে নাই,—
যে রূপের অধিকারী গৌরাঙ্গ কানাই।
বীনা বিনিন্দিত কণ্ঠ ভাষা মধুময়
ক্ষণিকে সবার চিত্ত করে নেয় জয়।
শিষ্যসহ শাস্ত্রালাপে মধুর ভাষণ
না হয়েও সর্ব্ববোধ্য হরে প্রাণ মন।

কি পুরুষ কিবা নারী জাহ্নবীর তীরে
না হেরিয়া শ্রীগৌরাঙ্গে যাইতে না পারে।
যতক্ষণ রহে গৌর শিষ্যবৃন্দ নিয়া
আকুল নয়নে সবে রহে তাকাইয়া।
কত ভাগ্যবান তারা না যায় বর্ণন
করিল জীবন ধন্য,—ধন্য তনু মন
ঈশ্বরে প্রত্যক্ষ করি,—কি বলিব আর
না লভিল এ অধম দরশন তাঁর'।
অবতার সর্ব্বকালে আদর্শ সবার
তাঁর রূপ তাঁর গুণ—চরিত্র তাঁহার,
অনুসরে সর্ব্বলোক। ভাবরূপে তাই
সর্ব্বযুগ মহাদর্শ গৌরাঙ্গ-কানাই।
রসে পরিপূর্ণ, সর্ব্বগুণ সমাহার
ঘটিয়াছে বিশ্বম্ভরে। জীবন তাঁহার
এ-বিশ্ব জীবন নিয়া। সফল করিতে
সবাকারে, সর্ব্বরূপে পথ নির্দ্দেশিতে
না করি বিলম্ব আর, স্ব-রূপ তাঁহার
অচিরে প্রকাশ হবে পথে আপনার;
তাহারি আভাষ ধীরে উঠিতেছে ফুটে'
উষার উদয় সম প্রাচীর ললাটে।

প্রতিদিন অপরাহ্নে ছাত্রগণ নিয়া
নদীয়া নগরী প্রান্ত ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া
দেখিতেন বিশ্বম্ভর। দুর্লভ দর্শন
লভিয়া করিত সবে সফল জীবন।
বিরাট নগরী ছিল নবদ্বীপ ধাম
সর্ব্ববস্তু সমন্বিত তৃপ্ত সর্ব্বকাম।
ধামবাসী নরনারী যেই বস্তু চায়
ধামেতে বাসিয়া তারা সেই বস্তু পায়।
কিছুরই অভাব নাহি নদীয়া নগরে
পূর্ণকরে রেখেছেন বিধাতা তাহারে
প্রভু আগমন লাগি'। সার্থক নগরী
প্রভু পদরজে ধন্য হৃদয় তাহারি।

বস্ত্র বিপণিতে বিশ্বম্ভর

একদিন ছাত্রসহ প্রভু বিশ্বম্ভর
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গিয়া নগরী ভিতর
সম্মুখে দেখিল এক সজ্জিত বিপণি
মনোরম বসনেতে। গৌর গুণমণি
দোকানীরে আহ্বানিয়া বলিল তখন
দেখাও আমারে তব সুন্দর বসন।
মহানন্দে তন্তুবায় বিলম্ব না করি
মূল্যবান অতিসূক্ষ্ম বস্ত্র দুই চারি
বিশ্বম্ভর সম্মুখেতে করিয়া স্থাপন
যুক্ত করে সসম্ভ্রমে বলিল তখন—
গ্রহণ করহ বস্ত্র যাহা মনে লয়
অধমে করহ ধন্য হে করুণাময়।
মনোমত বস্ত্র দুই নিজহস্তে নিয়া
বলে গৌর তন্তুবায়ে হাসিয়া হাসিয়া
বসন যুগল নিতে বল দেখি ভাই—
ভাগ্যবান জন তুমি,—কত মূল্য চাই?
হাসিমুখে তন্তুবায় বিশ্বম্ভরে কয়
'তুমি মূল্য দিবে দেব যাহা মনে লয়।
যখনি সময় হবে, কোনো বিধি নাই
তব দরশনে ধন্য আমরা সবাই।'
হাসিমুখে বস্ত্র নিয়া উঠে বিশ্বম্ভর
নিজ ছাত্রগণসহ—প্রসন্ন অন্তর।

ঘোষ পল্লীতে

বিপণি হইতে গৌর বাহির হইয়া
চলিলা সরণি ধরি'; নয়ন মেলিয়া
সবাই চাহিয়া রহে গৌরাঙ্গের পানে
অপূর্ব্ব আনন্দ সবে লভে নিজপ্রাণে।
সবারে আনন্দ দিতে আজি বিশ্বম্ভর
ভ্রমিতেছে ছাত্রসহ নগরী ভিতর।

পড়ে পাশে ঘোষ পল্লী, গোপগোপীগণ
নিত্যকালের তাঁর আশ্রিত সুজন।
তাদের অতীত সঙ্গ প্রীতি বিনিময়
রহিয়াছে গৌরকৃষ্ণ স্মৃতিতে অক্ষয়।
অনাঘ্রাত পুষ্প সম গোপগোপী মন
শ্রীগৌরাঙ্গে সততই করে আকর্ষণ।
বৃন্দাবন সম হেথা গৌরাঙ্গ সুন্দর
গোয়ালার গৃহে দধি দুগ্ধ মনোহর
গ্রহণ করেন নিতি। পুত্র কন্যাগণ
মাতুল বলিয়া তাঁরে করে সম্বোধন।
গোপেরা জানেনা তাকে পণ্ডিত বলিয়া
প্রেমভক্তি রসে তারা আত্মীয় করিয়া
লইয়াছে শ্রীগৌরাঙ্গে ; নাহি বাধা ভয়
প্রেমের প্রভাবে সব হইয়াছে জয়
গোপের পল্লীতে যবে গৌর প্রবেশিল
বালক বালিকা সব ছুটিয়া আসিল
মাতুল গৌরাঙ্গ বলি'। কেহ উঠে কোলে
কেহ তাঁর বাহু ধরে মহানন্দে দোলে।
আদরে সবারে গৌর বুকে করে নেয়
মধুর হৃদয় স্পর্শ সবাকারে দেয়।
ধন্য হয় পল্লীবাসী গোপ গোপীগণ,
গৌরাঙ্গ হৃদয় স্পর্শ করিয়া গ্রহণ।
সুরক্ষিত ক্ষীর ননী যাহা ছিল ঘরে
সকলি আনিয়া তারা দিল বিশ্বম্ভরে।
স-ছাত্র গৌরাঙ্গ তাহা করিলা গ্রহণ
পেলো ঘোষপল্লী আজি মহামূল্য ধন।
নানা হাস্য পরিহাসে, রহি কিছুক্ষণ
সবারে আনন্দ-সুধা করি বিতরণ,
কাহারে পরশদানে কারে দিয়া ভাষা ;—
পূরাইল শ্রীগৌরাঙ্গ সবার তিয়াসা।
ঈশ্বরের মহিমার আদি অন্ত নাই
যে-জন যে-ভাবে চাহে সেই ভাবে পায়।

গন্ধ বণিকের গৃহে

ত্যজিয়া ঘোষের পল্লী তবে বিশ্বম্ভর
গন্ধ বণিক্যের গৃহে যায় অতঃপর।
সসম্ভ্রমে আপনার আসন ত্যজিয়া
বণিক উঠিল ত্বরা ; পরশ করিয়া
দেবের দুর্লভ ওই রাঙ্গা পদতল
ভক্ত-সাধকের যাহা পরম সম্বল ;—
যুক্ত করে বিশ্বম্ভরে কবে নিবেদন,
'মহা সৌভাগ্যের ফল তব আগমন
অভাজন-গৃহে মম। দাও অনুমতি
সেবিতে চরণ দ্বন্দ্ব ; কিসে তব প্রীতি
সম্পাদিতে পারি আমি কহ মহাশয়
নিয়া আসি সেই দ্রব্য যাহা মনে লয়।'
বণিকে কহিল প্রভু ঈষৎ হাসিয়া
গন্ধের মালিক তুমি, আনহ বাছিয়া
উত্তম সুগন্ধ যাহা, নষ্ট নাহি হয়
দীর্ঘকাল বসনেতে গন্ধ বিতরয়।
উত্তম সুগন্ধ সব আনন্দে মাতিয়া
বণিক্য লইয়া আসে বাছিয়া বাছিয়া।
তারপর মহানন্দে প্রভুর বসনে
মেখে দেয় সে-সুগন্ধ হরষিত মনে।
শ্রীঅঙ্গেও শ্রেষ্ঠ গন্ধ করে বিলেপন
আনন্দে মূর্চ্ছিত চিত্ত বণিক্য তখন।
প্রভুপদ-স্পর্শে তা'র জীবন সফল
মহানন্দে দুই নেত্রে ঝরে অশ্রুজল।
গন্ধ মেখে প্রভু ধন্য করিলা বণিকে,
এইভাবে নিজ দাসে সবে একে একে
করিতেছে প্রভু ধন্য। করিয়া গ্রহণ
প্রভুর আশিস্ সবে আনন্দিত মন।
প্রভু দরশনে আজি ছোটো বড় সবে
করে আপনারে ধন্য আনন্দ উৎসবে।

মালাকার গৃহে

বণিক্যের গৃহ ছাড়ি' গৌরাঙ্গ সুন্দর
মালাকার গৃহপানে হলো অগ্রসর
আপনার ছাত্রসহ। আজি দাসগণে
করিবেন ধন্য, প্রভু কৃপা বিতরণে।
মাল্যপ্রিয় বিশ্বম্ভর শৈশব হইতে
প্রতিদিন গন্ধমাল্য জাহ্নবীরে দিতে
জোগায় এ মালাকার। শির লুটাইয়া
দেবারাধ্য পদদ্বন্দ্ব পরশ করিয়া
যুক্তকরে মালাকার কহিলা তখন
কি সৌভাগ্য গৃহে মম তব আগমন!
তারপর বিশ্বম্ভরে আসনে বসায়ে
অপূর্ব্ব সুরভিযুক্ত মালিকা আনায়ে—
পরাইলা প্রভু কণ্ঠে পরম যতনে
জীবন সফল করে আত্মসমর্পণে।
বহুকাল ধরে যাহা সঞ্চিত বাসনা
মিটাইল মালাকার,—পূরাল কামনা।
প্রভু—ভৃত্যে কোনো কথা না হইল আর
দিলা ভক্ত ভগবানে সর্ব্বস্ব তাহার।
আনন্দ-আবেগে বন্যা নয়নেতে বয়
তাহাতে ভাসিয়া ভক্ত মনে মনে কয়
প্রভো, হই যেন যুগে যুগে, চরণের দাস
পূরাইয়ো অধমের মনোঽভিলাষ।
মালাকার শিরে প্রভু রাখে নিজকর
কৃপাধন্য মালাকার রহে নিরুত্তর।
অপরূপ রূপরাশি প্রভুর আমার—
পূর্ণ শশধর, যিনি জ্যোতিঃ চমৎকার।
পরনেতে পট্টাম্বর শুভ্রশোভাময়
তাঁতে মিশে দিব্যগন্ধ প্রাণকরে জয়।
কর্ণেতে কুণ্ডল শোভে গলেশোভে মালা
মিটায় ভকতবৃন্দ মরমের জ্বালা।
সাধ নাহি মিটে কারো দুনয়নে হেরি'
দেখিতে বাসনা কোটী নয়ন প্রসারি'।
রাজপথে নরনারী অবাক বিস্ময়ে—
শ্রীগৌরাঙ্গ মুখপানে রহে তাকাইয়ে।
নয়ন তাদের আর না চাহে ফিরিতে
চাহে প্রভু পদদ্বন্দ্বে আত্ম-নিবেদিতে।

তাম্বুলীর গৃহে

কৃপাকরে মালাকারে প্রভু বিশ্বম্ভর
চলে যায় ছাত্র সহ তাম্বুলীর ঘর।
বিশ্বম্ভরে নিয়ত সে তাম্বুল জোগায়
তাম্বুল সেবনে প্রভু মহাসুখ পায়।
একদিন নিজগৃহে প্রভুকে পাইতে
তাম্বুলী পুষিত আশা আপনার চিতে।
সে-আশা যে এইভাবে হইবে পূরণ—
আপনি আসিয়া প্রভু দিবে দরশন
না জানিত স্বপনেও। প্রভুকে হেরিয়া
তাম্বুলী নিমেষহীন রহে তাকাইয়া।
কি করিবে, বলিবে বা ভেবে নাহি পায়
প্রভুকে মনের কথা কেমনে জানায়!
শেষে রাখিয়া আপন শির প্রভুর চরণে
ধোয়াইয়া দিল নেত্র সলিল সিঞ্চনে।
উত্তম আসন এনে প্রভুকে বসায়ে
সুগন্ধ তাম্বুল দেয় লবঙ্গাদি দিয়ে।
মহানন্দে প্রভু সেবা নিজহস্তে করে—
পুষেছে অন্তরে যাহা এতোদিন ধরে
আজিকে ফলিল তাহা; কি আনন্দ হায়,—
প্রভুর চরণে প'ড়ে তাম্বুলী লুটায়।
মহাসুখে করে প্রভু তাম্বুল চর্ব্বণ
ক্ষণেক্ষণে ভাবাবেশে করে গরজন।

এলাচ কর্পূর আর লবঙ্গাদি দিয়া—
উত্তম তাম্বুল আরো এনে সাজাইয়া—
তাম্বুলী প্রভুর লাগি' করে সমর্পণ—
আপনার উত্তরীয়ে করেন বন্ধন
হরষিত মনে প্রভু। পরে, ছাত্রগণ নিয়া
শঙ্খ বণিক্যের ঘরে উঠিলেন গিয়া।

শঙ্খ বণিক্যের গৃহে

বণিক্য প্রভুকে হেরি' দানিলা আসন
অন্তরে আনন্দ করি' গৌরাঙ্গ দর্শন।
ভাবে 'সর্ব্বজন মান্য হয় পণ্ডিত নিমাই
কি সৌভাগ্যে গৃহে তাঁর দরশন পাই।'
শেষে, বণিক্য কহিল যুক্ত করে বিশ্বম্ভরে,—
'কি দিব করহ আজ্ঞা অধম দাসেরে'
প্রভু কহে সর্ব্বোত্তম শঙ্খ মোর চাই—
আগে বলে রাখি কিন্তু হাতে কড়ি নাই।
কি সৌভাগ্য বণিক্যের লক্ষ্মীর লাগিয়া
শঙ্খ নেন নারায়ণ আপনি যাচিয়া
ভক্তের নিকট হতে। কত জনমের
সৌভাগ্য সফল আজি—মহা আনন্দের।
উত্তম দু'জোড়া শঙ্খ বণিক্য আনিয়া—
অর্পিলা প্রভুর করে, চরণ স্পর্শিয়া
বণিক্য করিলা ধন্য আপন জীবন
লক্ষ্মী-নারায়ণ সেবি,'—ভক্ত মহাধন।
শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যদাস নবদ্বীপে যা'রা
আপন জীবন ধন্য করিতেছে তা'রা
দৃষ্টি বিনিময় ঘটে ভক্ত-ভগবানে
ভক্তের অন্তর কথা ভগবান জানে।
এভাবে কৃতার্থ করি বণিক্যে তখন
চলে পথে শ্রীগৌরাঙ্গ নিয়া ছাত্রগণ।

শ্রীধরের গৃহে ও জ্যোতিষীর গৃহে

শ্রীধর প্রভুর অতি আপনার জন
জীর্ণ কুটীরে তা'র যখন তখন,—
দেখা দেয় বিশ্বম্ভর। দরিদ্র ব্রাহ্মণ—
কি নয়নে গৌরাঙ্গেরে প্রথম দর্শন
করেছিল নাহি জানে। সর্ব্বেন্দ্রিয় তা'র
গৌরাঙ্গের দরশন পরশন আর
আকণ্ঠ ভরিয়া সুধা সম করি পান,
সাথে তার আপনারে করিয়াছে দান
শ্রীগৌরাঙ্গ পদ প্রান্তে, গূঢ় আকর্ষণে
কিবা হেতু কিবা ফল কিছু নাহি জানে।
জ্যোতিষীর গৃহ ত্যজি' সেদিন যখন
কৃপানিধি শ্রীগৌরাঙ্গ নিয়া ছাত্রগণ
উঠিল শ্রীধর গৃহে; আনন্দে অধীর
শ্রীধর করিতে কিছু নাহি পারে স্থির
ভগ্ন কুটীরে কোথা বসাইবে হায়
পাতিয়া দিবার মত আসনওত নাই!
তৃণের আসনখানি পেতে দেয় শেষে
শ্রীধরের দুই নেত্র অশ্রুজলে ভাসে।
থোর মোচা খোলা আদি তাহার সম্বল-
দরিদ্র ব্রাহ্মণ তা'র নাহি অর্থ বল।
নিমাই পণ্ডিত সর্ব্ব নবদ্বীপে মান্য
শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতেরা যাঁরে করে ধন্য ধন্য;—
সে পণ্ডিত বিশ্বম্ভর তা'র ঘরে আসে।
নিজ জন সম তা'রে সদা ভালবাসে।
সরল শ্রীধর তাহা বিশ্বসিতে নারে
মহান পণ্ডিতে ইহা কি করিয়া পারে।
অসম্ভব বলে কিছু পণ্ডিতের নাই
শুনেছে শ্রীধর তবু মনে ভয় পায়।
বিশ্বম্ভর যবে আসে তখনি শ্রীধর
ভয়ে ও বিস্ময়ে থাকে হয়ে নিরুত্তর

কিছুক্ষণ আগে প্রভু পরীক্ষার ছলে
আপন অতীত আর ভবিষ্য কি বলে
জিজ্ঞাসিয়া জ্যোতিষীরে করেছে বিভ্রান্ত
জ্যোতিষী ধ্যানেতে বসে না লভিয়া অন্ত,
বিস্ময়েতে হতবাক। ঘন অন্ধকারে
চমকিত বিদ্যুতের পরশ পাথরে
ক্ষণিকের তরে শুধু দেখিবারে পায়
দেবকীর কোলে শুয়ে গৌরাঙ্গ কানাই
কংস কারাগারে ঘোর ; অপূর্ব্ব সুন্দর,
শ্রাবণের ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ বিশ্বচরাচর
নিরমম শিলাবৃষ্টি পুত্রে নিয়া কোলে
কংস ভয়ে বসুদেব চলেছে গোকুলে।
হইতে যমুনা পার পুত্রের পতন
কল্লোলিনী যমুনায়, পিতার ক্রন্দন
পুত্রশোকে, দৈববলে পুত্রের উদ্ধার,
উত্তরি' সঙ্কট হয়ে যমুনার পার,
নন্দগৃহে যশোদারে পুত্র সমর্পণ,
সে যশোদা শচীমাতা, পুত্র নারায়ণ,
বিশ্বম্ভর রূপ নিয়া সম্মুখে তাঁহার,
বিভ্রান্ত গোপালভক্ত জ্যোতিষী ইহার
তত্ত্ব না বুঝিয়া গৌরে করেছে বিদায়
অন্যদিন সমস্যার খুঁজিবে উপায়।
জ্যোতিষী মায়ায় ভ্রান্ত হইয়া তখন
বুঝেও বুঝিতে নারে গৌরাঙ্গ কে হন।
রস ও রহস্য বেত্তা গৌরাঙ্গ সুন্দর
হেসে হেসে মৃদুমন্দ না দিয়া উত্তর
এসেছে জ্যোতিষী ছাড়ি'। রঙ্গপ্রিয় মন
শ্রীধরেরে পরীক্ষিতে ইচ্ছিয়া তখন
কহিলেন, নাম নিয়া বলহ শ্রীধর
লভিয়াছ কিবা ফল ? ভাঙ্গা তব ঘর
অভাব তোমার সাথী, কেন লহ নাম
অপরের মত তুমি নহ তৃপ্তকাম।

লোকে অন্ত দেখে পূজি' পায় বহু ধন
কেন তুমি সেইভাবে না কর পূজন ?
সংসারের প্রয়োজন না মিটে তোমার
চণ্ডী বিষহরী পূজি' তার প্রতিকার
কেন নাহি কর তুমি ? খোর মোচা নিয়া
কাঙ্গালের মত কেন রয়েছ পড়িয়া ?
শুনিয়া প্রভুর কথা হাসিয়া শ্রীধর
কহিল, অভাব কোনো, নাহি মম ঘর।
দুই বেলা অন্ন পাই ঈশ্বর কৃপায়
বসনও দিতেছে দাসে—কিবা আর চাই ?
ধনীরও দরিদ্র সম আয়ু হয় ক্ষয়—
রহিয়াছে উভয়ের সম মৃত্যুভয়।
ভকতি রয়েছে যেথা নামের কৃপায়
সংসারের কোনো দুঃখে তার ভয় নাই।
শ্রীধরের বাক্যে প্রভু লভিলা সন্তোষ
কিন্তু তা' গোপন করি দেখাইয়া রোষ,
কহিলা তোমার আছে বহু গুপ্তধন
রাখ আবরিয়া তাহা স্বভাব কৃপণ
দুয়ারে তোমার আমি বসিয়া থাকিব
তা'র কিছু চাহি আমি, না দিলে না যাব।
মহানন্দ শ্রীধরের, যতক্ষণ রবে
শ্রীগৌরাঙ্গে ততক্ষণ দেখিতে পাইবে।
তৃপ্ত হবে সর্ব্বেন্দ্রিয়, তাই রঙ্গ রসে
শ্রীধর মাতিয়া উঠে, বলে অবশেষে
আমার যা আছে তাহা তোমা দিলে আমি
বল, বিনিময়ে তা'র কিবা দিবে তুমি ?
তখন শ্রীধর কহে, 'ওহে কৃপাময়
জীবের দুর্গতি আর সহ্য নাহি হয়।
দাসের ভকতি তুমি করহ গ্রহণ
পতিতে উদ্ধার কর প্রভো নারায়ণ।'
ভক্তকাছে ভগবান বদ্ধ চিরকাল
ভকতেরে প্রেম দান করেন দয়াল,

'গুপ্তধন নিব পরে' প্রভু বলে হাসি
দাও আগে থোর মোচা যাহা ভালো বাসি।
যাহা দিবে নিজহাতে তা'তে মোর প্রীতি
কলা মূলা দিয়া এবে রাখহ সম্প্রীতি।
প্রেমময় ভগবান ভক্তে না ছাড়িবে
আপনি যাচিয়া তার প্রেমধন নিবে।
ভকতেরে কত ভালো বাসে ভগবান
বিদুর শ্রীধর তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ।
এ বিশ্ব যাঁহার সৃষ্টি কি অভাব তাঁ'র
বাড়াতে ভকত মান এ লীলা তাঁহার।
ক্ষুদ চেয়ে খান তিনি বিদুরের ঘরে
থোর মোচা দিতে তিনি কন শ্রীধরেরে।
ভকতের কিছু নাহি বিনে ভগবান
কৃপানিধি নারায়ণ, ভক্ত ভাগ্যবান।
তারপর কিছুক্ষণ নীরব রহিয়া
অর্থপূর্ণ নেত্রে প্রভু কহিলা হাসিয়া
'শ্রীধর স্বরূপ মম করিয়া বিচার
কে আমি বলত দেখি? মনেতে তোমার
আমাকে লইয়া যদি কোনো দ্বন্দ্ব থাকে
অকপটে তাহা তুমি কহিবে আমাকে?'
গুপ্ত বৃন্দাবন লীলা নবদ্বীপ ধামে
জানিয়াও জানিতে না পারে নামী নামে,
ঈশ্বরেব মহিমার আদি অন্ত নাই
স্বল্পবুদ্ধি মানবের বুদ্ধির যাচাই
ঈশ্বরে লইয়া কভু হইতে না পারে
একমাত্র ভক্ত শুধু জানিতে তাহারে
পারে, আপনার শুদ্ধ প্রেমের প্রভাবে
অন্য কোন শক্তি হেথা স্থান নাহি পাবে।
প্রেমদাতা শ্রীগৌবাঙ্গে জানিছে শ্রীধর
সর্ব্ববিঘ্ন বিনাশক জগত ঈশ্বর
অনাথে কাঙ্গালে প্রেম দিবার লাগিয়া
আবির্ভূত নবদ্বীপে নরাকার নিয়া

কিন্তু এবে গৌরাঙ্গের প্রশ্নের উত্তর
দিতে গিয়া ভ্রান্ত আজি হইল শ্রীধর
এতদিন যেই সত্য জানে প্রাণ দিয়া
প্রভুর ইচ্ছায় এবে সে তত্ত্ব ভুলিয়া
গৌরাঙ্গের ঈশ্বরত্ব না জাগিল মনে
না উদিল ঐশ্বরিক লীলা সেই ক্ষণে,
মনে হলো পুরন্দর পুত্র বিশ্বম্ভর
চপল পণ্ডিত তিনি; কিবা তারপব!
বলিল শ্রীধর বিশ্বম্ভরে উদ্দেশিয়া
'জগন্নাথ মিশ্র পুত্ররূপেতে জানিয়া
আসিয়াছি এতকাল, চপল নিমাই
হয়েছে পণ্ডিত এবে পরিচয় পাই।'
শ্রীধরের ভ্রান্তি নেশে গৌবাঙ্গ তখন
হাসিয়া শ্রীধরে কহে, কে বলে ব্রাহ্মণ
'জানিবে আমারে তুমি গোপেব কুমার
গোপেরা স্বজাতি মম জেনে রেখো সাব।
দেবী জাহ্নবীরে যেই শ্রদ্ধা কর তুমি
মোর পদদ্বন্দ্ব তার উদ্ভবের ভূমি।
পাপী তরাইতে আছে যে-মহত্ত্ব তাঁ'র
আমিই তাহার মূলে'—বলিলাম সার!'
শুনে বিশ্বম্ভর বাক্য নির্ব্বাক বিস্ময়ে
বিভ্রান্ত শ্রীধর তবে রহিলা চাহিয়ে
বিশ্বম্ভর মুখপানে। পণ্ডিত নিমাই
জগন্নাথ মিশ্র পুত্র, কোনো ভয় নাই?
নিজেরে ঈশ্বর বলে? বলে কি আবার
তাহার মহত্ত্ব নিয়া মহত্ত্ব গঙ্গার!
শ্রীধর ক্ষণিক পরে কহিলা, 'নিমাই
পণ্ডিত হয়েছে বলে এতোই বড়াই,
জাহ্নবীরে নাহি মান! আপনি ঈশ্বর
সাজিতেছ? পরিণাম জেনো গুরুতর।
যাহা মুখে আসে তাহা বলিতেছ আজ,
ক্ষমা না করিবে তোমা পণ্ডিত সমাজ।'

শ্রীধরের বাক্য শুনে আকুল হাসিয়া
বিশ্বম্ভর। প্রিয়জনে এমন করিয়া
রুষ্টকরা, ক্ষুব্ধকরা স্বভাব তাঁহার—
তর্জ্জনে গর্জ্জনে লভে আনন্দ অপার।
রুষ্ট শ্রীধরেবে রেখে প্রভু অন্তর্দ্ধান;
স্তম্ভিত শ্রীধর যেন হারাইয়া জ্ঞান!
প্রভু দূরে গেলে সবে মায়া হলো দূর
গৌরাঙ্গ স্বরূপ তত্ত্ব, যাহা অতিগূঢ়
সমাহিত চিত্তে তাহা জানিল শ্রীধর
বৃন্দাবন অধিপতি গৌরাঙ্গ সুন্দর।
আসিয়াছে শচীগর্ভে গুপ্ত বৃন্দাবনে
উদ্ধারিতে কলিহত পাপীতাপী জনে।
নন্দের কানাই এবে পণ্ডিত নিমাই
কৃষ্ণ হইয়াছে গৌর,—কোনো ভেদ নাই।
উদ্ধারিতে কলিজীবে, বিলাইতে নাম—
শুভ আবির্ভাবে ধন্য নবদ্বীপ ধাম।
শ্রীধর উন্মত্ত সম লাগিলা নাচিতে
'জয় জয় গৌর হরি' পবিত্র ধ্বনিতে
মুখরিত দশদিক। মহানন্দ ধারা
ঝরিছে কপোল বাহি', প্রেমে আত্মহারা।
যারে দেখে পথে তারে ডেকে বলে ভাই
নিমাই পণ্ডিত মম ব্রজের কানাই।
ঝরিতেছে দুনয়নে প্রেমামৃত ধার
উচ্চারিছে 'গৌরহরি ধ্বনি বার বার।
গৌরাঙ্গেরে কটুবাক্য কহিছে বলিয়া
হইতেছে অনুতাপ, দহিতেছে হিয়া।
মরমে মরিয়া যেন যেতেছে শ্রীধর
বেদনায় বিমথিত হতেছে অন্তর।
তোমাকে দিয়াছি দুঃখ কটু বাক্য বলি'
দাও শাস্তি মোরে নাথ, চরণে বিদলি'।
এইভাবে আর্ত্তনাদ করিছে শ্রীধর
কোথায় দয়াল প্রভো, মোর বিশ্বম্ভর।
এলে কৃপা করে দেব মোরে ধরা দিতে
নারিনু অধম আমি তোমারে চিনিতে।
এমন দয়াল কোনো অবতারে নাই
প্রেমে গড়া হেমতনু গৌরাঙ্গ কানাই।
নিজে না পারিনু আমি চিনিতে তোমারে
কৃপানিধি, প্রেমে ধন্য করিয়া আমারে
আপনার গূঢ়তত্ত্ব করিলা প্রকাশ
যুগ যুগান্তের মম মিটিল তিয়াস।

গৌরাঙ্গ সুন্দর মম আর আপনারে
গুপ্ত বৃন্দাবনে গুপ্ত রাখিতে না পারে।
নগর ভ্রমণে প্রভু বাহির হইয়া
চলেছে ভকতবৃন্দে কৃতার্থ করিয়া
একে একে নানারূপ স্ব-ভাবে সকলে
দক্ষ-যাদুকর সম অপূর্ব্ব কৌশলে।
অন্তরঙ্গ সহচর ব্রজের লীলায়
ছিল যারা তারা এবে নানা ভূমিকায়
আসিয়াছে নবদ্বীপে, কৃষ্ণ সঙ্গ তরে
ধন্য করিতেছে গৌর আজি তাহাদেরে।
আপন স্বরূপ কথা জানায়ে শ্রীধরে
গৌরাঙ্গ কানাই আসে আপনার ঘরে।
আপন আপন গৃহে যায় ছাত্রগণ
প্রভু সঙ্গ লভি' মুগ্ধ সবাকার মন।
মায়ায় আচ্ছন্ন তারা পারে না বুঝিতে
গৌরাঙ্গের গূঢ়তত্ত্ব আপনার চিতে।
যারে প্রভু দিবে ধরা তত্ত্ব জানাইবে
সেজন স্বরূপ তাঁর বুঝিতে পারিবে।

শরতের শুভ্রতম পূর্ণিমা সন্ধ্যায়
ধবল কৌমদী রাশি ভাসিয়া বেড়ায়
মৃদু মন্দ আন্দোলিত জাহ্নবী-জীবনে
জাগে বৃন্দাবন স্মৃতি শ্রীগৌরাঙ্গ মনে।
মণ্ডপে বসিয়া আজি নয়ন লোভন—
অপরূপা জাহ্নবীরে করি নিরীক্ষণ—

শুনে তার কল কল ধ্বনি মনোহর
যমুনার স্মৃতি সুখে মুগ্ধ বিশ্বম্ভর,
ভুলে যায় নবদ্বীপে ; এই সে যমুনা
রাস-রস স্মৃতি ঘেরা অতি সুশোভনা ;
গৌর হয়ে যায় কৃষ্ণ ; শোভে পরিধানে
অভিনব পীত বাস ; ব্রজভাব প্রাণে
হয়ে উঠে উদ্বেলিত। বংশী নিয়া হাতে
ভুবন ভুলানো সুরে লাগিলা বাজাতে
যে-ধ্বনি শুনিয়া মুগ্ধা ব্রজবালাগণ
জাতি কুল মান ভয় দেয় বিসর্জ্জন —
আসে উন্মাদিনী হয়ে যমুনার তীরে
করিতে সর্ব্বস্ব দান বাল গোবিন্দেরে।
যে সুরে নাচিয়া উঠে পশু পক্ষীগণ
ক্ষুধা তৃষ্ণা দেহ-ধর্ম্মে দেয়' বিসর্জ্জন
গৌর কৃষ্ণ সেই সুরে পূর্ণিমা সন্ধ্যায়
ভরা জাহ্নবীর তীরে, সে সুরে বাজায়।
সুরে সুরে মায়াজাল হতেছে সৃজন
অজানা কোন সে লোকে করিয়া প্রেরণ,
মানবের সর্ব্বসত্তা ; প্রেমের বন্যায়
দেহ মন আদি সব টেনে নিয়া যায়
মহাপ্রেম সিন্ধু পানে। যশোদারূপিনী
ব্রজভাবে বিভাবিতা মাতা শচীরাণী
শুনিয়া সে বাঁশী স্থির রহিতে না পারে
চঞ্চলা ব্যাকুলা মাতা মণ্ডপের দ্বারে—
যে চিত্র হেরিলা নিজে আপন নয়নে
স্বপন বলিয়া তাহা ধরে নেন মনে।
দুয়ারে বসিয়া কৃষ্ণ পীতবাস পরা
বন ফুল মালা গলে শিরে শিখিচূড়া,
বীণা বিনিন্দিত বেণু নিজ করে নিয়া
চলিয়াছে মহাভাবে তাহা বাজাইয়া।
হইতেছে দেহ হতে জ্যোতিঃ বিকীরণ
হেরি' গৌর কৃষ্ণে মাতা হারান চেতন।
চলে যায় বহুক্ষণ ; সংজ্ঞালভি' পরে
অমঙ্গল ভয়ে মাতা আর্ত্তনাদ করে।
কোন অপদেব গৌরে করেছে আশ্রয়
না জানে কিসেতে শান্তি, চলে যাবে ভয়।
বিশুদ্ধ বাৎসল্য প্রেম জননীর প্রাণে
কোন ঐশ্বর্য্যের স্থান নাই সেইখানে।
ব্রজভাব, বিশ্বম্ভর করে সংবরণ
প্রবোধিতে জননীরে। জননী তখন
নিয়া আপনার কোলে গৌরাঙ্গ রতনে
বুকেতে চাপিয়া ধরে। অসংখ্য চুম্বনে
সন্তপ্ত হৃদয় মাতা করিলা শীতল—
গৌরাঙ্গে করিল স্নাত মার অশ্রুজল।

পঞ্চম সর্গ সমাপ্ত

ষষ্ঠ স্বর্গ

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিশ্বম্ভরের পূর্ব্ববঙ্গ যাত্রার আয়োজন ও পূর্ব্ববঙ্গে যাত্রা

লক্ষ্মীরে আনিয়া গৃহে গৌরাঙ্গ সুন্দর
হইলা নবীন গৃহী, সর্ব্ব মনোহর
সুখ শান্তি পূর্ণ গৃহ। আত্মীয় স্বজন
রহিবে আনন্দময়। কভু দরশন
ঘটিবেনা অভাবের, পূর্ণ উপচারে
হইবে সবার সেবা। আহারে বিহারে
হইবে সে পরিবার আদর্শ উজ্জ্বল
সর্ব্বকর্ম্ম সংসারের হইবে সফল।
তৃপ্তকাম, পরিপূর্ণ শান্তির আধার
অহেতুক কৃপাময় প্রেম পারাবার
আস্বাদিতে অপরূপ প্রেম মাধুরিমা
নরের বিগ্রহ রূপে লভিয়াছে সীমা।

ঈশ্বরের অভিনব লীলা চমৎকার
মহাদর্শ অনুশয়ী সুখী পরিবার
গড়িবারে চাহিতেছে আজি বিশ্বম্ভর—
অনন্ত এ লীলা কথা অপূর্ব্ব সুন্দর।
হায়, কে গড়িবে মহাদর্শ পরিজন নিয়া
দণ্ড কমণ্ডলু হাতে কাঁদিয়া কাঁদিয়া
ভ্রমিবে যে পথে পথে, দুইদিন পরে
দুর্গত কলির জীব উদ্ধারের তরে।
আদর্শ সংসারী হতে যে ইচ্ছা তাঁহার
আত্মীয় স্বজন নিয়া, নির্ব্বাণ তাহার
ঘটাইবে ভাগ্যহত পাষণ্ড সকল
দিবেনা হইতে এই বাসনা সফল।
সংসারীর কাছে অর্থ বড় প্রয়োজন
অর্থের অভাব হলে জীবন ধারণ
অসম্ভব হয়ে যায় জীবের জগতে—
অর্থহীন পায় দুঃখ রহি' সংসারেতে।
তাই, অর্থের সংগ্রহ আর জীবের উদ্ধার
হবে তার সাথে সাথে পাণ্ডিত্য প্রচার,—
এ সব ভাবিয়া মনে পণ্ডিত নিমাই
যাইতে পদ্মার পারে অনুমতি চায়
জননীরে প্রণমিয়া। জননী কাঁদিয়া
বিশ্বম্ভরে আপনার বক্ষ জড়াইয়া,
ক'ন অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে ; তোমা না হেরিলে
তব মুখে 'মা' 'মা' ডাক শুনিতে না পেলে
রবে না জীবন মোর। হলে ধনবান
অধিক কি হবে বল ? বাড়িবে কি মান !
শুনিয়া মায়ের কথা কহে বিশ্বম্ভর
দেখ মাতা, আমাদের আত্মীয় বিস্তর
রহিয়াছে নানা দিকে ; অর্থের অভাবে
হইতেছে দিবারাত্র নির্যাতীত সবে,
ভদ্রভাবে করিবারে জীবন যাপন
চাহিয়াছে বহুবার, উপযুক্ত ধন
না থাকাতে পারে নাই সে ভাবে বাঁচিতে
পারে নাই সন্তানেরে শিক্ষাদীক্ষা দিতে।
তোমার আশিসে আমি পাণ্ডিত্য অর্জন
করিয়াছি জান তুমি, যাতে এবে ধন—
সবার মঙ্গলতরে পারিগো অর্জ্জিতে
সবাকার দুঃখ একা পারি বিনাশিতে
যতন করিতে থাকি ; পেলে আশীর্ব্বাদ
তোমা হতে, জানি মাত, কোন পরমাদ
আসিবে না কভু মোর জীবনের মাঝে
সফল হইব আমি সর্ব্ববিধ কাজে।
নবীনা ঘরণী দেবী লক্ষ্মীপ্রিয়া সতী
অহর্নিশি শ্রীগৌরাঙ্গ পদে তাঁর মতি।
স্বামীও শ্বাশুড়ী সেবা-রত সর্ব্বক্ষণ
ভুলে নিজ দেহ ধর্ম্ম, নিজ প্রাণ মন।
শ্রীগৌরাঙ্গ ধ্যান তাঁর পরম সাধন
না জানেন ভিন্ন করে নিদ্রা জাগরণ।
পদ্মাপারে বিশ্বম্ভর ভ্রমণ করিতে
যাইবে বলিয়া দেবী পেলেন শুনিতে
যেই দিন মার মুখে, হইতে সেদিন
বদন হইতে হাসি হয়েছে বিলীন।
বরষার মেঘ সম নয়ন যুগল
হয়েছে বর্ষণ রত ; ধারা অবিরল
ঝরিছে ঝরণা সম, মুখে নাহি ভাষা—
গেছে মহাশূন্যে মিশে তাঁর সর্ব্ব আশা।
পদ্মাপারে যাইবার হইল সময়
হবে পূর্ব্বাচলে গৌরচন্দ্রের উদয়।
পূর্ব্ববঙ্গ বাসীদের মহাভাগ্য গুণে
ঘটে এই মহাযোগ। গৌরচন্দ্র জানে
অর্থের সন্ধানে যাত্রা শুধু মাত্র ছল—
পূর্ব্বদেশে ভক্তিবীজ রোপণ কেবল—
পদ্মাপারে যাত্রা-হেতু ; জীবের উদ্ধার
করিবারে কলিযুগে তাঁর অবতার।

বিশ্বাসী ভকতজন নিয়া দুই চারি
পূর্ব্ববঙ্গ যাত্রা স্থির করি আপনারি,—
শ্রীবাসে গৃহের ভার অর্পণ করিয়া
বিশ্বম্ভর ঘরণীরে কহে সম্বোধিয়া
'কিছুকাল তরে আমি যাব পদ্মাপারে
থাক সাবধানে আর দেখ জননীরে।
জানিবে জননী মম সাক্ষাৎ ঈশ্বরী
তাঁহার সেবায় যেন ত্রুটি নাহি হেরি।
আপনার সুখলাগি' কিছুনা করিবে
সর্ব্বদা সকল ভাবে মায়েবে সেবিবে।
আর যজ্ঞসূত্র মম দিলাম তোমায়
পূজিবে বিগ্রহরূপে। পায়ের ধুলায়
তিলক করিয়া দিবে ভালে আপনাব
কোনো দুঃখ মনে নাহি লইবে তোমাব।'
পূর্ব্ব হতে লক্ষ্মীপ্রিয়া ত্যজিছে আহাব
অশ্রুপূর্ণ সর্ব্বক্ষণ নেত্রদ্বয় তাঁ'র।
মুখে নাহি কোনো কথা, বিষাদের ছায়া
চন্দ্রমুখখানি সদা আছে আবরিয়া।
হয়ে পতিসঙ্গহীনা কেমনে বাঁচিবে ?
অসার এ দেহখানি কেমনে রহিবে ?
পতির বিরহ কথা ভাবিয়া ভাবিয়া
তপ্ত মানসের শান্তি গিয়াছে ঘুচিয়া।
নিদ্রা দেবী নেত্র হতে হয়েছে অন্তর
যেইদিন পূর্ব্ববঙ্গে যাবে বিশ্বম্ভর
শোনেন, সেদিন হতে। যাঁর সেবা ধ্যান,—
যাঁহার আশ্রয়ে আছে মন বুদ্ধি প্রাণ
জীবনের ব্রত যাহা—সে যদি না রয়
বৃথা দেহমন সব, হয়ে যাক ক্ষয়।
লক্ষ্মীপ্রিয়া মনোমাঝে শান্তিমাত্র নাই
হৃদয় হতেছে দগ্ধ বিরহ-জ্বালায়।
বিশ্বম্ভর বাক্য শুনে বহে নেত্রধার
বিলুপ্ত হয়েছে ভাষা মুখ হতে তাঁ'র।
অশ্রুজলে গৌরাঙ্গের ধোয়ায়ে চরণ
যুক্ত করে পদদ্বন্দ্ব করিয়া বন্দন
প্রভুর চরণ ধুলি কৌটা ভরে নিয়া
তাঁর দণ্ড যজ্ঞসূত্র নিলেন তুলিয়া।
হেরিছে দিবায় দেবী ঘোর অন্ধকার
হতেছে কম্পিত হিয়া সঘনে তাঁহার।
না পান দেখিতে কিছু ঝরে অশ্রুধার
সমান হইয়া আছে আলোক আঁধার।
অসার চরণদ্বয় চলে অনুমানে
কোনোরূপে ধীরে ধীরে ছাড়িয়া অঙ্গনে
যাইয়া গৃহের কোণে পড়েন ভূমিতে
নয়ন ঝরিতে থাকে শুষ্ক ধরণীতে।
জননীরে বিশ্বম্ভব প্রণাম কবিয়া
পরশি' চবণদ্বন্দ্ব, আশীর্ব্বাদ নিয়া
ছাত্রসহ বিশ্বম্ভর চলে পদ্মাপার
পূর্ব্ববঙ্গ বাসী ধন্য হইবে এবার।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পূর্ব্ববঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গ

পূর্ব্ববঙ্গ বাসীধন্য প্রভু দরশনে
এমন অপূর্ব্বরূপ তাদের জীবনে
হেরে নাই কেহ কভু। যেবা, একবার
দেখিয়াছে শ্রীগৌবাঙ্গে তা'কে পুনর্ব্বার
আসিতে হয়েছে ফিবে প্রভু দরশনে
আকৃষ্ট হৃদয় মহাগূঢ় আকর্ষণে।
পূর্ণ শশধর কান্তি ভাষা মধুময়
নিমেষে সবার চিত্ত করে নেয় জয়।
যে দেখে সেইত ভুলে, সে পড়ে চরণে—
ধন্য করে আপনারে আত্মনিবেদনে।
প্রভু-আগমন বার্ত্তা পড়ে ছড়াইয়া
পূর্ব্ববঙ্গে সর্ব্বস্থানে; আসিছে ছুটিয়া

জনগণ ছাত্রগণ অধ্যয়ন তরে—
এ মহা সৌভাগ্যে কেহ উপেক্ষা না করে।
ক্ষণ মাত্র প্রভুসঙ্গ করে যেই জন
স্বর্গ সুখ অনুভবি' তিনি ধন্য হন।
প্রভুর দর্শনে সর্ব্ব অমঙ্গল ক্ষয়
তাঁহার কৃপায় ঘটে সর্ব্বেন্দ্রিয় জয়।
প্রভুর পাণ্ডিত্য খ্যাতি, আগমন তাঁর
পূর্ব্ববঙ্গে সরবত্র হয়েছে প্রচার।
শাস্ত্রের দুরূহ তত্ত্ব মীমাংসা করিতে
ছুটে আসে পণ্ডিতেরা বহুদূর হতে।
নবদ্বীপ যেতে ইচ্ছা পাঠের লাগিয়া
যাহাদের,—তারা সবে এখানে পাইয়া
পণ্ডিতের অগ্রগণ্য প্রভু বিশ্বম্ভরে
কৃতার্থ হইয়া যায়। দর্শন ঈশ্বরে
কত জনমের মহা সৌভাগ্যের ফলে
পূর্ব্ববঙ্গবাসী সবে কে দিবে তা' বলে!
কেহ বলে মহাভাগ্য আজি ভগবান
কৃপা ক'রে দিতে এলো দরশন দান।
দূর দূর গ্রাম হতে আসে দলে দলে
বাল বৃদ্ধ নরনারী মিলিয়া সকলে
প্রভুর দর্শন তরে। কৃপা লভি' তাঁর
সার্থক করিয়া নেয় জীবন সবার।
মধুর আলাপে আর ক্ষণ-দরশনে
অগণিত নরনারী আপন জীবনে
সত্য ও সার্থক করে। পণ্ডিতের দল
শাস্ত্র পাঠ অধ্যাপনা যাদের সম্বল
কঠিন নিগূঢ় তত্ত্ব মীমাংসা লাগিয়া
রয়েছে বিনিদ্র শত রজনী যাপিয়া
ক্ষণিকে মীমাংসা তা'র প্রভুর কৃপায়
লাভ করে ধন্য সবে মানে আপনায়।
মানব কখনো নহে সর্ব্ব গুণবান
জীবনে তাদের দোষ ত্রুটি বিদ্যমান।
ঈশ্বর মানব রূপ ধারণ করিলে
সদ্গুণের রাশি এসে তাহাতেই মিলে।
রূপে হন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণে শেষ নাই
এই রূপ-গুণবান পণ্ডিত নিমাই।
অপরূপ রূপ আর গুণ আকর্ষণে
হয় স্বতঃ সমাকৃষ্ট পূর্ব্ব দেশিগণে।
গৌরাঙ্গ সুন্দর মম বিদ্যার সাগর
রূপে কামদেবে জিনি রসিক নাগর।
শক্তি তাঁর সীমাহীন, ভাবরসময়
বিগ্রহ দর্শনে ঘটে সর্ব্ব পাপক্ষয়।
অলৌকিক মহিমার করিয়া বিকাশ
পূরালেন ভগবান সবাকার আশ।
মাস দুই র'ন প্রভু পদ্মার এপারে—
জ্ঞান প্রেম দানে ধন্য করি' সবাকারে;
বৎসরের সাধনায় যে জ্ঞান অর্জ্জন—
নাহি ঘটে, পক্ষকালে সেই মহাধন—
দিব্য প্রভাবেতে সবে সমর্পণ করি
নবীনে প্রবীণে ধন্য করেন শ্রীহরি।
হয় সবে জ্ঞানবান মহা বিদ্যাধর—
সিদ্ধকাম মহাভক্ত পণ্ডিত প্রবর।
অপূর্ব্ব ঈশ্বর কৃপা,—এই সাধনায়
আপন আপন ইষ্টে লভিলা সবায়।
নিজ নিজ ভাবে সিদ্ধি লভিল সকলে
ঈশ্বর কৃপায় পেয়ে জ্ঞানবুদ্ধিবলে।
পদ্মার প্রাকৃত শোভা অপূর্ব্ব শোভন
শ্রীগৌরাঙ্গ মন প্রাণ করিলা হরণ।
স্বচ্ছতোয়া পদ্মাবতী তরঙ্গ-উচ্ছলা
প্রভুর দর্শনে আরো হইলা উতলা
সুশীত শীকরবাহী মৃদু সমীরণে
অনন্ত আকাশতলে বিহগ কূজনে
জাগে গৌরাঙ্গের মনে বৃন্দাবন স্মৃতি
আভীর কন্যার সেই পরমা পিরীতি।

প্রেমেতে বিহ্বল প্রভু পদ্মার সলিলে
ছাত্রসহ নানা রঙ্গ করে নানা ছলে।
পদ্মাতীর বাসী ধন্য প্রভুকে লভিয়া
দেবেরও আরাধ্য গৌরপদ পরশিয়া।
প্রভুর দর্শনে আর নামের কীর্ত্তনে
পূর্ব্ববঙ্গবাসী ধন্য হলো জনে জনে।
আপনি যাচিয়া প্রভু প্রেম করে দান
কে জানিবে ঈশ্বরের স্বরূপ মহান।
ঈশ্বর স্বতন্ত্র সদা, পূর্ণ তৃপ্তকাম
করে লীলা ইচ্ছাময় সত্য প্রেমধাম।
নানারূপে রসে হরি' সবাকার মন
তুইমাস অন্তে প্রভু করেন গমন
পদ্মার অপর পারে; লীলার প্রচারে
বিলাইতে কৃষ্ণনাম দুয়ারে দুয়ারে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পদ্মাগর্ভে নরোত্তমের জন্য প্রভুর প্রেম সংরক্ষণ

পদ্মার অপর পারে যেয়ে বিশ্বম্ভর
কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তনে মগ্ন নিরন্তর
রহেন স্বজনসহ। কীর্ত্তনের ফলে—
গ্রামবাসী নরনারী এসে দলে দলে
প্রভুমুখে মহানাম করিয়া শ্রবণ
সফল করিছে সবে আপন জীবন।
পূর্ব্বাঞ্চলে প্রভুনাম পড়ে ছড়াইয়া
ধন্য হয় নরনারী আশ্রয় লইয়া
প্রভুপদে, অযাচিত প্রেমের বন্যায়
পতিত দুর্গত সবে ধন্য হয়ে যায়।
কলিহত জীবে প্রভু করিতে উদ্ধার
আসিয়াছে কৃপাময় হয়ে পদ্মাপার।
এপারের জ্ঞানীগুণী সকলেই আসে
শুনিয়া প্রভুর নাম; তারা অনায়াসে
লাভ করে নিয়া যায় সুদুর্লভ ধন
জ্ঞানী নেয় জ্ঞান, আর ভকত সুজন
প্রেম শতদলে পূজা করি ভগবানে
হৃদয়ে ধরিয়া রাখে প্রেমের আসনে।
আপনারে গুপ্ত নাহি রাখে বিশ্বম্ভর
সুদর্লভ মহাধন প্রেম মহত্তর
নির্ব্বিচারে সবাকারে করে যান দান
নামে প্রেমে করে ধন্য সবে নিজপ্রাণ।
শ্রীগৌরাঙ্গ পদস্পর্শে পদ্মা ভাগ্যবতী
আপনারে ধন্য মনে করিছে সম্প্রতি।
গৌরাঙ্গের অলৌকিক প্রেমের বন্যায়
উছলিতা পদ্মাবতী অতিক্রমি' যায়—
বেলাভূমি আপনার। প্রভু ভাবাবেশে
পদ্মারে সংযত করে আনিয়া স্ব-বশে
কহেন 'আমার প্রেম করি সংহরণ
রাখিব তোমার পারে। হেন মহাজন
যাঁহার পরশে তুমি হইবা এমন
তাঁহারে করিবে এই প্রেম সমর্পণ।'
প্রভুর গচ্ছিত প্রেম পদ্মাবতী দেবী
যথা কালে নরোত্তম ঠাকুরের সেবি'
করেছিল প্রত্যর্পণ। প্রভাবে তাহার
তুলে দাস নরোত্তম প্রেমের জোয়ার
পূর্ব্ববঙ্গবাসী সবে নেন ভাসাইয়া
মহাসঙ্কীর্ত্তন রসে উন্মত্ত করিয়া।
এইভাবে কৃষ্ণ নাম করিয়া কীর্ত্তন—
নিয়া আপনার প্রিয় ছাত্র বন্ধুগণ
পূরব অঞ্চলে প্রভু ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া
পতিতে দুর্গতে প্রেম-পরশ দানিয়া
চলে যান শ্রীহট্টেতে পূরব আবাসে
পিতামহী মনোবাঞ্ছা পুরাবার আশে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শ্রীহট্টে প্রভুর আগমন ও তপন মিশ্রের সহিত সাক্ষাৎকার।

শ্রীহট্ট বাসীরা ধন্য, প্রভু পরিকর
শ্রীবাস অদ্বৈত আদি শ্রীচন্দ্রশেখর,
ধন্বন্তরী চিকিৎসক গুপ্ত শ্রীমুরারি
শ্রীহট্টেই জন্মস্থান হয় সবাকারি'
ইহাদের বংশে যাঁরা করিছেন বাস
কৃপাময়, সবাকার পূরালেন আশ ;
আপনার অযাচিত প্রেম করি দান
কৃষ্ণ নামে মাতাইয়া তুলে সর্ব্বপ্রাণ।
পূর্ণ ব্রহ্মরূপে সবে করিলা গ্রহণ—
শ্রীগৌরাঙ্গে, তারপর আপন জীবন
অকপটে পদতলে অর্পিল সবায়
হলো সবে কৃপাধন্য, প্রভু মহিমায়।
মিশ্র পদবীধারী নামেতে তপন
নির্ণয় করিতে গিয়া সাধ্য ও সাধন
হইয়াছে দিক্‌ভ্রান্ত ; সমাধান তার
করিতে না পারি দুঃখ অন্তরে অপার।
হেরিলেন একদিন স্বপনে ব্রাহ্মণ
বলিছে সন্ন্যাসী এক, 'করহ শ্রবণ—
আসিয়াছে পূর্ণব্রহ্ম নরনারায়ণ
শ্রীগৌরাঙ্গ নামধারী, অনন্য সাধন
কহিবেন তিনি তোমা। তাঁর মুখ হতে,
সাধনার গূঢ়তত্ত্ব পারিবে জানিতে।'
কাঁদিয়া আকুল বিপ্র ভাঙ্গিলে স্বপন
আনন্দ-আবেগে তিনি করেন গমন
উদ্দেশিয়া শ্রীগৌরাঙ্গে। দিব্য জ্যোতির্ম্ময়
হেরি শ্রীগৌরাঙ্গে মানে পরম বিস্ময়।
আলোকিত দশদিক রূপের বিভায়
কমলের গন্ধ—অঙ্গ হইতে ছড়ায়।
ঐশ্বর্য্য বিমুগ্ধ বিপ্র তিতি অশ্রুজলে
নমি' প্রভু পদদ্বন্দ্বে যুক্ত করে বলে
'মোর প্রতি কৃপাদৃষ্টি কর একবার
সংসার বন্ধন ভয় ঘুচাও আমার।
কিসেতে মঙ্গল মম কিছুই না জানি
কাহাকে আশ্রয় করি বলিবা আপনি।
বিষয়েতে লিপ্ত মন শান্তি নাহি পায়
নর-নারায়ণ তুমি, দাসেরে কৃপায়
জীবনের অনর্থেরে করিয়া খণ্ডন
দীন সেবকরূপে করহ গ্রহণ।'
হেরিয়া মিশ্রের আর্ত্তি তুষ্ট বিশ্বম্ভর
কহেন হাসিয়া শোন হে বিপ্র প্রবর
'কৃষ্ণ নামে সর্ব্বজীব পাইবে নিস্তার
উদ্ধারিতে কলি জীবে পথ নাহি আর।
সকল সময় তুমি কৃষ্ণনাম নিবে
পরম নিষ্ঠায় নামে সর্ব্ব সমর্পিবে।
সাধ্য ও সাধন তত্ত্ব প্রভাবে তাহার
হবে প্রকাশিত, শুদ্ধ অন্তরে তোমার।
বারানসীধামে ত্বরা করহ গমন
পত্নীসহ, সেথা কার্য্য রয়েছে ব্রাহ্মণ।
মোর সাথে সেইখানে পুনঃ দেখা হবে
সংশয়ের লেশ মাত্র মনে না রাখিবে।
সকল বাসনা তব হইবে পূরণ
যা বলিনু এবে তাহা করহ পালন।'
পূর্ব্ববঙ্গে ছয়মাস স্বতন্ত্র ঈশ্বর
নানাভাবে লীলারঙ্গ করিয়া বিস্তর
কাটাইল মহানন্দে। শিক্ষাদান ছলে
অপার্থিব প্রেমভক্তি বিলান সকলে।
কলিযুগে মহামন্ত্র মধু কৃষ্ণনাম—
যাহার প্রভাবে সবে হয় সিদ্ধকাম।

সে-নাম সবার প্রাণে কীর্ত্তনের রঙ্গে
দিলা ছড়াইয়া প্রভু সর্ব্ব-পূর্ব্ববঙ্গে।
অদ্যাপি তাহার ফল ফলিছে সুন্দর
পূর্ব্ববঙ্গ বাসীগৃহে ধ্বনি মনোহর
উষার অরুণরাগে গোধুলি সন্ধ্যায়
অমৃত মধুর নাম-ধ্বনি শোনা যায়।
এলো বিদায়ের দিন; স্বগণেরে নিয়া
নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গ আসিবে ফিরিয়া
আপনার কর্ম্ম অন্তে। ভকতের গণ
প্রভুকে বেষ্টন করি করিছে ক্রন্দন।
গৌরাঙ্গ-বিরহ বজ্রসম বাজে প্রাণে
অন্য ঈশ্বরেরে তারা আর নাহি জানে।
সবাকার প্রাণ গৌর করিয়াছে জয়
তাঁহার বিরহ সহ্য করিবার নয়।
স্বল্প সময়েতে বিদ্যা করিয়া অর্জ্জন
লভিছে পাণ্ডিত্য খ্যাতি যারা অগণন
প্রভুর চরণে তারা করি প্রণিপাত
যেচে নেয় প্রেমভক্তি, কৃপাদৃষ্টিপাত।
এতোদিন কীর্ত্তনের আনন্দে মজিয়া
ছিল যারা প্রভুসঙ্গে; আকুল কাঁদিয়া
প্রভুর বিরহে তারা; সঙ্গ নাহি ছাড়ে
বলে দাস করে' তুমি রাখ মোসবারে।
ধন জন মান মোরা কিছু নাহি চাই
দেবের দুর্লভ পদে স্থান যদি পাই।
উঠিয়াছে পদ্মাপারে ক্রন্দনের রোল
'হা গৌরাঙ্গ' ভিন্ন আর নাহি অন্য বোল।
অবগুণ্ঠনেতে ঢেকে আপন আনন
আসিয়াছে গ্রাম হতে জননীর গণ।
মৌন রহিয়াছে তারা সলজ্জ বদন,
ঝরিতেছে তাহাদের অঝোরে নয়ন।
পূর্ণ ব্রহ্মরূপে তারা নিছে বিশ্বম্ভরে
ঈশ্বরের অদর্শন সহিতে না পারে।

রুদ্ধকরি যাত্রা-পথ, নীরব রহিয়া
প্রভুর চরণতলে রয়েছে পড়িয়া।
চাহিছে প্রভুর কৃপা মৌন আবেদনে
বহে জাহ্নবীর ধারা সবার নয়নে।
হৃদয়েরে কতটুকু জানাইবে ভাষা
প্রকাশিবে কতখানি? অফুরন্ত আশা।
যথার্থ ভক্তের ভাষা নাহি থাকে তাই—
করে আত্ম সমর্পণ শুধু মৌনতায়।
মূক জননীরা তাই বহি' অশ্রুভারে
সমর্পিছে ইষ্টপদে সবে আপনারে।
ভক্তাধীন ভগবান; ভক্তের হৃদয়
তাঁহার আবাসভূমি প্রেমের নিলয়।
আশ্রিত জনের আর্ত্তি করুণ ক্রন্দনে
করি তোলে বিচলিত শ্রীশচীনন্দনে।
দুইটী নয়নে বহে করুণার ধারা
প্রেমের ঠাকুর হয় প্রেমে আত্মহারা।
অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে প্রভু আশ্বাসি' সবায়
বলেন করোনা দুঃখ, আমি সর্ব্বদাই
তোমাদের হৃদয়েতে করিতেছি বাস
কর কৃষ্ণ নাম সবে, হয়োনা নিরাশ।
অমৃতের আস্বাদনে কোন ভয় নাই
নামের সহিত আমি রয়েছি সদাই।'
প্রেমে পরিপূর্ণ হবে প্রাণ সবাকার
তোমরা সকলে নিবে আশিস আমার'।
এইভাবে শ্রীগৌরাঙ্গ সান্ত্বনা প্রদানি'—
সমাগত সবাকার শোক দুঃখ গ্লানি—
আপনার অলৌকিক শক্তি প্রকাশিয়া
সবার হৃদয় হতে দিলেন মুছিয়া।
উঠেন নৌকায় ধীরে ধীরে বিশ্বম্ভর
সবার নয়ন হতে হলেন অন্তর।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

শ্রীশ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়ার অন্তর্দ্ধান

গেলে গৌর পূর্ব্ববঙ্গে ভকতের গণ
হয়ে যায় প্রাণহীন ; বিষন্ন বদন.
তেমন কীর্ত্তন আর শোনা নাহি যায়
শ্রীবাস আদি ভক্তবৃন্দ গৌরাঙ্গ কথায়
কাটায় সারাটি দিন ; অশান্ত অন্তর
ভাবে সবে কবে আসে গৌবাঙ্গ সুন্দব।
প্রভুর গৃহের দশা অতি ভয়ঙ্কর
মুরছিতা লক্ষ্মীপ্রিয়া গৃহের ভিতর।
প্রাণহীনা শচীমাতা অঙ্গনে বসিয়া
তপ্ত অশ্রুজলে বক্ষ যেতেছে ভাসিয়া।
শোকশীর্ণা জননীরে দেখে মনে হয়
ক্ষীয়মান তনু যেন আর নাহি রয়।
অন্ন ও জলের কথা নাহি আসে মুখে
নিবৃত্তি লভেছে ক্ষুধা এই মহাদুঃখে।
সহসা বধুর কথা জাগে মার মনে
কি হলো তাহাব দশা, প্রাণ নাহি মানে।
লক্ষ্মীরূপা লক্ষ্মীপ্রিয়া না জানি কেমন
রহিয়াছে গৃহমাঝে এলো কি চেতন ?
বসেন নিকটে মাতা, ডাকেন মা বলি'
অন্তরে বেদনা ঘন উঠিছে উথলি।'
বলেন, মা, তোল শির, চাও মুখপানে
শান্তির সলিল বিন্দু দাও মোর প্রাণে
অচেতন তোরে মাতা না পারি হেরিতে
হেরিয়া বেদনা তব চাহি যে মরিতে।
বধু শিরে ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া
চাহেন জননী যাতে, চেতন লভিয়া
জেগে উঠে লক্ষ্মীপ্রিয়া ; ফিরে পায় প্রাণ
লক্ষ্মীসমা বধুমাতা—বিধাতার দান।

দুইদিন শ্রীগৌরাঙ্গ গেছে পদ্মাপার
সে হতে চেতনা নাহি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার।
আপনার দুঃখ মাতা গেছেন ভুলিয়া
বর্ণন অতীত বধু দুর্দ্দশা হেরিয়া।
পতির বিরহ বিষে সতীর দহন
বিরহ রূপেতে যেন এসেছে মরণ।
গ্রাসিয়াছে রাহু যেন পূর্ণ সুধাকরে
ঘনকৃষ্ণ মেঘমালা সুশুভ্র অম্বরে।
দিবা অবসানে হেরি আগতা যামিনী—
বিষাদে মুদিছে আঁখি ফুল্লকমলিনী।
করেন যতন মাতা বধু-জাগরণে
মূর্ছিত হৃদয় তাঁর করুণ ক্রন্দনে।
ক্ষণিক জাগিয়া লক্ষ্মী হন অচেতন
এভাবে জীবন দেহে রবে কতক্ষণ ?
বিরহ বিষেতে দেহ হইতেছে ক্ষয়—
ঘটিতেছে ধীরে ধীরে মহাবিপর্যয়।
অসার হইয়া আসে ইন্দ্রিয়েরগণ
শিথিল শরীর গ্রন্থি,—না ফিরে চেতন।
সকল প্রয়াস ব্যর্থ হইলে জননী
মুরারি বৈদ্যেরে ডেকে আনেন তখনি।
নির্ব্বাণ-উন্মুখ দীপ ; বিশুষ্ক কুসুম
ভূমিতে শয়ান লক্ষ্মী নীরব নিঝুম।
'নিরমম চিত্র' এই হেরিয়া মুরারি
নারেন করিতে রুদ্ধ স্রুতনেত্রবারি।
নাড়ী পরীক্ষিয়া বৈদ্য স্তব্ধ হয়ে রয়
পতির বিরহে মৃত্যু এমহা বিস্ময়!
অন্যরোগ চিহ্নমাত্র দেহে তাঁর নাই—
বিশুষ্ক নলিনী যেন আগত সন্ধ্যায়।
এচিত্র প্রথম বৈদ্য হেরিল জীবনে—
অ-দৃষ্ট অ-শ্রুতপূর্ব্ব এ উদাহরণে—
কি বলিবে জননীরে ভাবিয়া না পায়—
উদাস নয়নে মার মুখপানে চায়।

মুখে কারো নাহি ভাষা ; রয়েছে নয়ন
লক্ষ্মীপ্রিয়া মুখপানে। স্তিমিতস্পন্দন
উভয়ের হৃদয়ের। সতী লক্ষ্মীপ্রিয়া
পতির বিরহবিষে দগ্ধ এই হিয়া
ত্যজিয়া গেলেন পূর্ব্ব বৈকুণ্ঠ-নিবাসে
নির্ব্বাপিত হলো দীপ প্রচণ্ড বাতাসে।

বধূবক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়েন জননী—
দুই হাতে জড়াইয়া বধূমুখ খানি
বলেন কাঁদিয়া মাতা এই কি করিলে
বক্ষে মম নিরমম শেল বিঁধে দিলে !
নাহি বলে' বিশ্বম্ভর করি অভিমান
রয়েছ নীরবে তুমি ঢেকে মুখ খান ?
এলে ফিরে বিশ্বম্ভর কি বলিব তা'রে
কি বলে সান্ত্বনা আমি দানিব তাহারে ?
কিবা মম কর্ম্মফল, কি যে পরিণাম !
না পারি বুঝিতে কিছু। ব্যর্থ মনস্কাম—
জীবন মধ্যাহ্ন হতে ; এবে বেলা শেষে
পশ্চিম দিগন্তে সূর্য্য পড়িয়াছে এসে,
এই অপরাহ্নে মম, ঘোর অন্ধকারে.
ঢাকিলে চলার পথ,—কিছু না দেখিরে !
করিয়াছ সদা মোর প্রিয় আচরণ
পাষাণী হইয়া আজি কথাও ক্রন্দন ?
অভাগিনী মোরে মাতঃ ! ত্যজ অভিমান
দগ্ধ অন্তরেতে মম শান্তি কর দান।
লক্ষ্মীহীন গৃহে আমি নারিব রহিতে
তোমার বিরহ মাতঃ, না পারি সহিতে।
সাথে নিয়া যাও মোরে দুঃখ নাহি আর—
হইল শ্মশান মম সোনার সংসার'।
এ বলিয়া শিরে মাতা করেন আঘাত
শ্রাবনের ধারা সম ঘটে অশ্রুপাত।
নিদারুণ শোকে মাতা মূরছিতা হয়ে
মুরারি পাষাণ সম স্তব্ধ হয়ে রয়।

লক্ষ্মীহীন গৃহে আর দীপ নাহি জ্বলে
পূর্ণিমার শশধর গেছে অস্তাচলে !
ঘরে নাহি বিশ্বম্ভর নাহি লক্ষ্মীপ্রিয়া
শূন্যগৃহে শচীমাতা র'ন কাকে নিয়া !
দিবারাত্র ভেদ যার গিয়াছে ঘুচিয়া—
পুত্রবধূ শোকে মাতা কাঁদিয়া কাঁদিয়া।

সংসারে এসেছে মাতা ক্রন্দনের তরে
ভাসিছে জীবন-তরী শোকের সাগরে।
ক্ষুধা তৃষ্ণা বোধ আর জননীর নাই
লক্ষ্মীপ্রিয়া শোকে মাতা নিমগ্ন সদাই।
শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ সান্ত্বনা প্রদানি'—
কোনোরূপে বাঁচাইয়া মার দেহখানি,
রাখিয়াছে, প্রজ্জ্বলিত শোক-বহ্নি হতে—
যাতে বিশ্বম্ভর এসে পারেন হেরিতে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

শ্রীগৌরাঙ্গের নবদ্বীপে প্রত্যাগমন

ঈশ্বরের নরলীলা গূঢ় অতিশয়—
মানব বুদ্ধির ইহা গম্য কভু নয়।
ঈশ্বর অব্যক্তরূপে সর্ব্বশক্তিমান—
নিয়া তাঁর অলৌকিক শক্তি সুমহান
করেন সকল কর্ম্ম ; অচিন্ত্য প্রভায়—
সংসারের ক্ষুদ্রজীব তা'তে কিবা পায় !
নিয়া মানবের ধর্ম্ম জ্ঞান বুদ্ধি আর
সম সুখ দুঃখে গড়া লইয়া সংসার,
সংসারীর সর্ব্বকর্ম্ম আপনি করিয়া
আনন্দ-বেদনা সব নিজে আস্বাদিয়া
সর্ব্ববস্তু হতে রস করিয়া গ্রহণ—
সুখদুঃখ ভালমন্দ গ্রহণ বর্জ্জন—

একটী জীবনে সর্ব্ব ভাবেরে লইয়া
আস্বাদন করিবার সঙ্কল্প করিয়া
নিয়াছেন নরবপু প্রভু বিশ্বম্ভর—
স্থাপিতে জগতে মহা আদর্শ সুন্দর।
পালিয়া সংসার ধর্ম্ম সকল সহিয়া
সামান্য মানব সম হাসিয়া কাঁদিয়া—
ঘুচাইতে জগতের শোক দুঃখ ভয়
মুছিয়া অন্তর হতে সকল সংশয়—
যাহাতে মানবগণ শান্তি লভে চিতে—
পরম-ঈশ্বরে পারে সর্ব্ব সমর্পিতে,—
সেভাবে মানবধর্ম্ম করিয়া পালন
গৃহীর আদর্শ বিশ্বে করিতে স্থাপন
ধনরত্ন আহরণে রত বিশ্বম্ভর
সংসারীর সম তাহা লইয়া বিস্তর
উপনীত ছাত্র সহ আপন গৃহেতে
করিয়া ভ্রমণ শেষ পূর্ব্ববঙ্গ হতে।
পুত্রেরে হেরিয়া মাতা আনন্দ-বিহ্বল
ঝরে দুই নেত্র হতে আনন্দাশ্রু জল।
সর্ব্বাগ্রে জননী-পদে শির লুটাইয়া
'তোমার আশিসে মাতা এসেছি ফিরিয়া
দূর পূর্ব্ববঙ্গ হতে'; বলে বিশ্বম্ভর
ছাত্রসহ গঙ্গাস্নানে চলিলা সত্বর।
গঙ্গার বিরহ প্রভু সহিতে না পারে—
এতোদিন ছেড়ে তারে ছিলা বহুদূরে,
তাই আজি বেলাশেষে নিয়া ছাত্রগণ
যায় ত্বরা জাহ্নবীরে করিতে দর্শন।
পুত্রবধূ শোকে মাতা বিশীর্ণ হৃদয়
অসমর্থ গৃহকর্ম্মে, বলিবার নয়—
আসিয়াছে বেলাশেষে গৃহেতে নিমাই—
সারাদিন জলবিন্দু পেটে পড়ে নাই;
বধূশোক অন্তরেতে গোপন করিয়া
রন্ধন করিতে মাতা গেলেন ছুটিয়া।

গৌরাঙ্গের প্রিয় দ্রব্য করেন রন্ধন
থোর মোচা শাক আদি বিবিধ ব্যঞ্জন
যতন করিয়া দেবী। আজি বধূ মাতা
থাকিলে গৃহেতে নাহি ছিল অন্য কথা।
অকালে বিধাতা তারে নিলেন হরিয়া—
ভাবে কর্ম্মরত মাতা। নয়ন মুছিয়া
রন্ধনের কাজ মাতা করে যান ধীরে—
নীরবে হৃদয় তিতে তপ্তঅশ্রুনীরে।
গৌরাঙ্গ আনীত দ্রব্যে মালিনী আসিয়া
গৃহমধ্যে থরে থরে রাখে সাজাইয়া।
গঙ্গাস্নান অন্তে গৌর ফিরে আসে ঘরে
সমাপিয়া নিত্যকর্ম্ম—বসিলা আহারে।
পরম আনন্দে মাতা করান ভোজন—
প্রাণপ্রিয় শ্রীগৌরাঙ্গে,—নিরুদ্ধ ক্রন্দন।
পুত্রমুখ পানে মাতা চাহিতে না পারে
উদ্গত নয়ন-ধারা তাকে বারে বারে
তুলিছে পীড়িত করি'। ভোজনের শেষে
নীরবে যাইয়া মাতা অন্দরেতে বসে।
আহার করিয়া গৌর মণ্ডপেতে যায়
আত্মীয় স্বজন সব ঘিরিয়া তাঁহায়—
শোকেতে হৃদয় ছিন্নভিন্ন সবাকার
সুস্থির হৃদয় আজি নাহিক কাহার।
লক্ষ্মীপ্রিয়া তিরোধান কেমন করিয়া
জানাইবে শ্রীগৌরাঙ্গে না পায় ভাবিয়া।
করে হাস্য পরিহাস প্রভু বিশ্বম্ভর—
পূর্ব্ববঙ্গ ভাষা নিয়া বিচিত্র সুন্দর।
আপনি জানেন সব নরনারায়ণ
কোনো বার্ত্তা তা'র কাছে নাহিক গোপন!
চলেছে গৌরাঙ্গ তবু করে অভিনয়—
কিছুই না জানে যেন—কিসে কিবা হয়!
রাসের লীলায় লক্ষ্মী নাহি পায় স্থান
মিলেনা মাধুর্য্য সাথে ঐশ্বর্য্য মহান।

ঐশ্বর্য্যে মাধুর্য্যে নারে হইতে মিলন
রাসলীলা কলিযুগে নাম সঙ্কীর্ত্তন
না করেন লক্ষ্মী সেথা আসন গ্রহণ।
মাধুর্য্যেরে সদা লক্ষ্মী করেন বর্জ্জন
একারণে পূর্ব্ববঙ্গে গেলে বিশ্বম্ভর
গৌরাঙ্গ বিরহ বিষে লক্ষ্মীর অন্তর
জর্জ্জরিত, ভবিষ্যেও না হেরিয়া স্থান
বিরহের মহাবিষে ত্যজিলেন প্রাণ।

প্রভুর এ গূঢ়লীলা সর্ব্ব অগোচরে।
আত্মীয় বন্ধুরাও জানিতে নাপারে।
হইয়াও পূর্ণব্রহ্ম নবরূপ নিয়া
মানবের মত দুঃখ চলেন সহিয়া।
কলিহত জীবে প্রভু সান্ত্বনা দানিতে
সর্ব্বদুঃখ শোক-বহ্নি আপনার চিতে
সহেন সবার সম,—যেমন তেমন
সবাকার তুল্য তাঁর আনন্দ বেদন।

না হেরি সবার সাথে হেথা জননীরে
চকিতে চলিলা গৌব গৃহের ভিতরে।
অশ্রুস্নাতা জননীরে হেরে তথা গিযা
মলিন বদনে দেবী ভূমিতে বসিয়া।
বালকের মত প্রভু জননীর কোলে
বসিয়া, দু'হাত দিয়া জড়াইয়া গলে
মুখে মুখ বেখে পরে পবম আদবে
মুছায়ে আপন করে তপ্তঅশ্রুনীরে
কহিল, জননী তুমি করো না রোদন,
আপন ধামেতে তা'র করেছে গমন
প্রিয় বধূমাতা তব ; জানি আমি সব
রীতি ইহা সংসারের ; বৃথা কলরব।

ঈশ্বরের কৃপা ভিন্ন কিছু নাহি হয়
মানবের জীবনের সুখ দুঃখ ভয়
সকলি জানিবে মাতা, ঈশ্বর-ইচ্ছায়।
সামান্ত মানব সেথা অতি অসহায়।

কারো লাগি' শোক মাতা, সমুচিৎ নয়
জন্ম নিয়া সর্ব্ব জীব করে কর্ম্মক্ষয়।
সময় হইলে আসে সময়েতে যায়
ডাকিলে পিছন ফিরে কেহ নাহি চায়।
এসেছিল বধূ তব নিজ কর্ম্মগুণে
চলিয়া গিয়াছে তার কর্ম্ম সম্পূরণে।
আমিত রয়েছি সদা সম্মুখে তোমার
সকলি করিব আমি কিবা দুঃখ আব।
হরে গৌর মাতৃদুঃখ ঐশ্বর্য্য বিকাশি'
গৌরাঙ্গেরে বক্ষে নিয়া কহে মাতা হাসি,
আসিয়াছ বাপ্ তুমি হৃদয়ে আমার
গিয়াছে ভরিয়া মম সকল সংসার।
মোরে ছেড়ে তুমি আব কোথা নাহি যাবে
বিশ্বম্ভর, মোর কাছে সর্ব্বদা রহিবে।
মার কোলে বসে গৌব হাসিয়া তখন
কহে, আমি ছেড়ে তোমা যাব না কখন ?
জননীরে নিয়া প্রভু যে-আনন্দলোক
সৃজন কবিলা এবে, লক্ষ্মীপ্রিয়া শোক
ভুলিলা তাহাতে মাতা। নূতন করিয়া
পুনরায় শ্রীগৌরাঙ্গে গৃহী সাজাইয়া
দেখিবারে মার মনে জাগিল বাসনা
লক্ষ্মীরে নূতন করে লভিতে কামনা
করে মাতা একদিন কন বিশ্বম্ভরে
আছে মম গৃহলক্ষ্মী গৃহের ভিতরে।
কেবল নূতন রূপে পেতে হবে তা'রে
বিশ্বম্ভর ইহা মোর জাগিছে অন্তরে।
জননীর এ ধারণা মিথ্যা কভু নয়
লক্ষ্মীরূপা লক্ষ্মীপ্রিয়া করিয়া বিজয়
আছে বিষ্ণুপ্রিয়া অঙ্গে চিন্ময়ী হইয়া
সবাকার অগোচরে আছে লুকাইয়া।
আপন কান্তেরে ছেড়ে না পারে যাইতে
অথচ স্ব-রূপে তথা পারেনা থাকিতে।

তাই বিষ্ণুপ্রিয়া অঙ্গে সূক্ষ্মতম রূপে
আছে গুপ্ত, প্রাণকান্তে হেরিতে নিশ্চুপে।
অপূর্ব্ব গৌরাঙ্গলীলা সাধনার ধন
আস্বাদন করে তাহা গৌর ভক্তগণ।
মায়ের প্রাণের কথা শুনে বিশ্বম্ভর
বলে মাতঃ আশা তব পূরিবে সত্বর।
সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর প্রভু স্বতন্ত্র মহান—
সুখ দুঃখ ভালমন্দ সদা সমজ্ঞান।
অধ্যয়ন অধ্যাপনে রত বিশ্বম্ভর
ছাত্র নিয়া ধর্ম্মচর্চ্চা করে নিরন্তর।
শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্বে নিমগ্ন নিমাই।
লক্ষ্মীর বিরহ মনে স্থান নাহি পায়।
জননীও পুত্রমুখ দর্শন করিয়া
অতীতের সর্ব্বদুঃখ গেছেন ভুলিয়া।
সংসারের কর্ম্ম নিয়া রহেন মগন
গৌরাঙ্গের প্রিয় যাহা তাহা সর্ব্বক্ষণ
করেন আনন্দমনে। কর্ম্ম অবসরে
লক্ষ্মীপ্রিয়া মুখখানি জাগিয়া অন্তরে
করি' তোলে বিচলিত কভু শচীমায়
বক্ষভাসে জননীব নয়ন ধারায়;
'প্রফুল্ল কমল সম হাসি মুখখানি
সলজ্জ মধুব স্নিগ্ধ কোমল চাহনি
নতমুখে মৃদুঃ স্বরে মাতৃ সম্বোধন
কেমন জননী যেন করেন শ্রবণ
গৃহ কোণে, বধূ যেন তথা লুকাইয়া
অনিমেষ মার পানে রয়েছে চাহিয়া।
পূর্ব্বসম পদ্মগন্ধ নাকে যেন আসে',
বধূরে স্মরিয়া মাতা অশ্রুজলে ভাসে।
ভুলিতে নারেন মাতা সেই মুখখানি
হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যায় যে তখনি।
যে-অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ ছিল বধূরে ঘিরিয়া
কমলের যে সৌরভ যেতো ছড়াইয়া
লক্ষ্মীপ্রিয়া অঙ্গ হতে; তাহার স্মরণ
কর্ম্মক্লান্তা জননীরে করায় ক্রন্দন।
সাথে সাথে ইচ্ছা যেন মার মনে হয়
গৌরাঙ্গ গৃহেতে পূর্ব্ব মত নাহি রয়।
বধূর বিরহ হেতু বিচলিত মন
না রহি গৃহেতে—দূরে রহে সর্ব্বক্ষণ।
রহিত গৃহেতে গৌর, যবে লক্ষ্মীপ্রিয়া
ছিল মোর ক্ষুদ্র গৃহখানি আলোকিয়া।
বধূব বিরহে ব্যথা পেয়েছে নিমাই
ভাবেন জননী দুঃখ কেমনে ঘুচাই।

ষষ্ঠ সর্গ সমাপ্ত

সপ্তম সর্গ
প্রথম পরিচ্ছেদ
দিগ্বিজয়ীর নবজীবন প্রাপ্তি

যে অপূর্ব্ব কৃপা প্রভু এই অবতারে
করিলেন, কলিযুগে দুর্গত জনারে
কোনো দেশে কালে তার তুলনা না পাই
প্রেমের ঠাকুব প্রভু গৌরাঙ্গ কানাই।
বিজ্ঞ বৈদ্য কৃপা করে যেমন আতুরে
দানেন ভেষজ তাঁর, রোগ মুক্তি তরে,
তেমনি গৌরাঙ্গ মম মহৌষধি আনি'
যার যাহা প্রয়োজন যে ভাবে যখনি,
সে সময়ে সেই ভাবে করেন তা' দান,
ভবব্যাধি পীড়িতেরা পান পরিত্রাণ।
কর্ম্মের প্রধান স্থান মানব জীবনে
ভালমন্দ উচ্চ নীচ কর্ম্মের সাধনে
হয়ে থাকে নিরূপিত। কর্ম্মসাথে জ্ঞান
মানবে আনিয়া দেয় সত্যের সন্ধান।
রহিয়াছে অভিমান যে কর্ম্মের মূলে
সে-জ্ঞানে অমৃত ফল কভু নাহি ফলে।

জ্ঞান-অভিমানী এক পণ্ডিত মহান
কেশব কাশ্মিরী নামে, বেদশাস্ত্রে জ্ঞান
অসামান্য, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানে আপনারে
তাঁর সাথে পরাজিত সবাই বিচারে।
কাব্য-দর্শনেও তাঁর পূর্ণ অধিকার
কেশব পণ্ডিত মহাজ্ঞানের ভাণ্ডার।
জ্ঞান-অভিমানী তিনি ছাত্রবৃন্দনিয়া
চলেছেন সর্ব্বদেশ বিজয় করিয়া।
বাগেদবীর বরে তাঁর সীমাহীন জ্ঞান
বাণীবরপুত্র তিনি। তাহার প্রমাণ
শাস্ত্রের বিচারে শত পণ্ডিত সভায়
হইয়াছে প্রমাণিত। তাঁর বাগ্মীতায়
মহা মহা মনীষিরা দিক্‌ভ্রান্ত হয়
আচার্য্য হেলায় সবে করেন বিজয়।
ভারতের পুণ্যতীর্থ বারানসী ধামে
পীঠভূমি প্রয়াগের ত্রিবেণী সঙ্গমে
জনক রাজার প্রিয় পূতমিথিলায়
আরো সুপ্রসিদ্ধ যত পাণ্ডিত সভায়,
ইহা ভিন্ন পীঠস্থান যতো ভারতের
সর্ব্বত্র পণ্ডিতগণে বিভিন্ন প্রশ্নের
বেদ ও বেদান্ত নিয়া, যতরূপ হয়—
বিতর্ক তুলিয়া সবে করেছেন জয়
বাণীর অমোঘাশিসে। আসিয়া এদেশে
বাঙ্গালীর জ্ঞানতীর্থে বিজয় মানসে
নবদ্বীপে, মহা মহা পণ্ডিতেরগণে,
বিচারে করিয়া জয় শাস্ত্র সুনিপুণে,
নিবেন বিজয়পত্র'; এই অভিলাষ
পণ্ডিত সমাজে তাই জাগিয়াছে ত্রাস।
বাণীর বরেতে তাঁর নাহি পরাজয়
শুনেছেন পণ্ডিতেরা; তাই মহাভয়।
অজেয় সর্ব্বত্র তিনি শাস্ত্রের বিচারে
কে আছে এমন গুণী পরাজিতে তাঁরে।
বিচারের ভয়ে সবে হয়ে মৃত প্রায়
আছেন আবাসে নিজ, মুখে কথা নাই।
না পান ভাবিয়া তাঁরা মুক্তির সন্ধান,
বিচারেতে পরাজয় মৃত্যুর সমান।
আপনি ভারতী বসে রসনায় তাঁর
পণ্ডিতগণের সাথে করেন বিচার।
এমন পণ্ডিত কেহ নাহি এ জগতে
বিচারে নির্জ্জীত করি পারে শিক্ষা দিতে'।
তাই দম্ভ করে সেই পণ্ডিত মহান
তাঁর সাথে বিচারের জানায়ে আহ্বান
রাজৈশ্বর্য্য নিয়া হেথা করিছেন বাস
ভয়ে মৃতপ্রায় সবে;—পণ্ডিতের ত্রাস।
কাশ্মিরী পণ্ডিত কথা শুনে বিশ্বম্ভর
মৃদুমন্দ হেসে ছাত্রে করেন উত্তর
বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া পণ্ডিত
গেছেন ভুলিয়া কিসে হয় নিজ হিত!
শুধু শাস্ত্র পাঠ করে তত্ত্ব নাহি জানে
বস্তুর স্বরূপে অজ্ঞ। বৃথা অভিমানে
সকল জেনেছি বলে করে অহঙ্কার
অবশ্য বিধাতা দম্ভ করে চূরমার।
অপূর্ব্ব চৈতন্যলীলা কে বুঝিতে পাবে
কোন ছলে কি কৌশলে কোথা এনে কারে
করেন কৃতার্থ তিনি; মায়া-যাদুকর
সর্ব্ব অবতার সার গৌরাঙ্গ সুন্দর।
বিশ্বের সকল তত্ত্ব তাঁহার গোচর
তিনি সেই নটগুরু প্রভু বিশ্বম্ভর,
বিচূর্ণিয়া পণ্ডিতের সর্ব্ব অহঙ্কার
বাগেদবীর কৃপাশ্রিতে করিতে উদ্ধার
এনেছেন তাঁরে তিনি গুপ্ত বৃন্দাবনে
নিগূঢ় রহস্য ইহা অন্যে নাহি জানে।
সুরধুনী তীরে প্রভু পূর্ণিমা সন্ধ্যায়
নিয়া নিজ ছাত্রগণ শাস্ত্রের ব্যাখ্যায়

বসিয়া আছেন সৌম্য বদন সুন্দর,
অপরূপ রূপময় মনোমুগ্ধকর।
নির্ম্মল গগনে শোভে পূর্ণিমার শশী
অসংখ্য হীরক-শুভ্র তারকা প্রকাশি'
অকলঙ্ক পূর্ণচন্দ্র নদীয়া ঈশ্বর
শোভে গঙ্গা বেলাভূমে, প্রভু বিশ্বম্ভর।
আপনার অলৌকিক রূপ মহিমায়
অনন্য অভূতপূর্ব্ব—প্রদীপ্ত বিভায়।
কান্তের শ্রীপাদপদ্ম আনন্দে বন্দিয়া
চলিয়াছে ভাগীরথী নাচিয়া নাচিয়া
উদ্দেশিয়া মহাসিন্ধু। তরঙ্গ উচ্ছলা
প্রিয়-পরশন-মুগ্ধ আবেশ বিহ্বলা।
জাহ্নবী শীকরবাহী মন্দ সমীরণ
করিতেছে সবাকার চিত্ত বিনোদন।
অন্তরে দিতেছে এনে মধু সুষমায়
সুপবিত্র পরিবেশে মাধবী সন্ধ্যায়।
সংখ্যাহীন নবনারী জাহ্নবীর তীরে
ভ্রমিতেছে মহানন্দে মলয় সমীরে
প্রভুর চরণ দ্বন্দ্ব করিয়া দর্শন
সফল করিছে সবে আপন জীবন।
ঘটিছে শ্রবণসুখ বাক্য সুধাপানে,
কি যেন অচিন্ত্য শক্তি সবাকারে টেনে
আনে ওই সুদুর্লভ রাঙ্গাপদতলে
ভাসাইয়া অকৈতব আনন্দাশ্রু জলে।
অতর্কিতে দৈবযোগে এমন সময়
কেশব পণ্ডিত এসে হলেন উদয়,
জনাকীর্ণ বেলাভূমে, ভ্রমিতে ভ্রমিতে
গৌরাঙ্গের দিব্যরূপ হেরিয়া চকিতে
বিমুগ্ধ বিস্ময়ে মহা স্তব্ধ হয়ে রন,
ভাবেন, মানবে এমন রূপ হয় কি কখন ?
'তপ্তস্বর্ণ সম কান্তি, চম্পক অঙ্গুলি
শাস্ত্রের ব্যাখ্যানে ক্ষণে উঠিছে আন্দোলি'
সিংহগ্রীব ক্ষীণকটি সুচিক্কণ কেশ
পরিধানে পট্টবস্ত্র কি অপূর্ব্ব বেশ !
পুণ্ডরীক সম নেত্রে ভাবরসোজ্জ্বল
সুধাকর সম দৃষ্টি পবিত্র নির্ম্মল।
অমৃত নিস্যন্দী বাণী ব্যাপক গভীর
শ্রবণের সুখাবহ'। হইল অস্থির
কেশব পণ্ডিত চিত্ত, কি যে আকর্ষণে
আপন অজ্ঞাতে গৌরে প্রথম দর্শনে।
'আচার্য্য কেশব' জেনে গৌরাঙ্গ তখন
যুক্ত করে সসম্ভ্রমে দানিলা আসন।
রাখেন মানীর মান তিনি চিরদিন
আপনি বিনম্র হয়ে দীন হতে দীন।
আচার্য্য কেশব কন বসিয়া আসনে
'শুনেছি পাণ্ডিত্য তব আছে ব্যাকরণে ;
বালকের শাস্ত্র বলে কহে যে তাহায়
যদিও পণ্ডিতগণ,—কিবা আসে যায়।
শাস্ত্রান্তর অধ্যয়নে তাহাই সম্বল,
পঠন পাঠনে বৃদ্ধি জ্ঞান বুদ্ধি বল।
প্রবীণের সম এই নহে ব্যবহার
প্রতিটি উক্তিতে ব্যক্ত দম্ভ অহঙ্কার।
বিনয়ীর শিরোমণি গৌরাঙ্গ সুন্দর
অভিমান শূন্য বাক্যে দিলেন উত্তর ;
ক্ষুদ্রবুদ্ধি হই আমি নাহি তত্ত্ব জ্ঞান
কোথায় আসন তব, কোথা মোর স্থান ?
মহান পণ্ডিত তুমি বিদ্যার সাগর
তোমার পাণ্ডিত্য মম বুদ্ধি-অগোচর।
ভাগীরথী তীরে অদ্য তব আগমন
মোদের সৌভাগ্যবশে ; করাও শ্রবণ
গঙ্গার মহত্ত্বপূর্ণ শ্লোক বিরচিয়া,—
কবি তুমি কাব্যরস মণ্ডিত করিয়া।
দাম্ভিকের শিরোমণি স্তোকবাক্য শুনি'
উল্লসিত মহানন্দে রচেন তখনি

শত শ্লোকে পূর্ণ গঙ্গা মহত্ব সুন্দর
অপূর্ব্ব কবিত্বপূর্ণ স্তব মনোহর।
পাঠ করিলেন তাহা ঝটিকার প্রায়
রচনার সাথে সাথে,—যেন অবজ্ঞায়।
স্তম্ভিত হলেন যত শ্রোতা বিদ্যমান,
সরস্বতী কৃপাধন্য হইল প্রমাণ
কেশব পণ্ডিত এবে। ভাবিছে সবাই
শ্রেষ্ঠ ছন্দ অলঙ্কার যেই রচনায়
রহিয়াছে নানারূপ, অতি সুগভীর
কবিত্ব মণ্ডিতপদ,—অপূর্ব্ব রুচির,
বাণী পুত্র ভিন্ন ইহা অন্যে নাহি পারে—
সাধুবাদ দানে সবে রচনাকারীরে।
কিছুক্ষণ রহি মৌন করে আস্বাদন
শ্রোতৃবৃন্দ ভাগীরথী মহত্ব বর্ণন।
তারপর শ্রীগৌরাঙ্গ কহিলা পণ্ডিতে
তোমার তুলনা নাহি এ বিশ্ব জগতে।
যে মহা কবিত্ব স্তবে করিলে প্রচার—
অল্পকালে অপরূপ, ব্যাখ্যান তাহার
করিবার মত শক্তি হেথা কারো নাই
তব মুখে তার ব্যাখ্যা শুনিবারে চাই।
চতুব কেশব তবে বলে বিশ্বম্ভবে
বিরচিয়া শ্লোকাবলী আপন অন্তরে
করিলাম মুখে মুখে তাহার প্রচার
কোন শ্লোকে জটিলতা বুদ্ধিতে তোমাব
ধরা পড়িয়াছে তাহা বুঝিব কেমনে,
ব্যাখ্যা বা কেমনে ঘটে ভাবিতেছি মনে।
পঠিত সে শ্লোকাবলী করিলে শ্রবণ
অবশ্য করিতে পারি তা'র বিশ্লেষণ।
আচার্য্যের কথা শুনে প্রভু বিশ্বম্ভর
আবৃত্তি করেন হেসে মহাশ্রুতিধর,
শত শ্লোকাবলী হতে নিয়া শ্লোকদ্বয়—
শুনিয়া আচার্য্য মানে পরম বিস্ময়।

ঝঞ্ঝা সম উচ্চারিত শত শ্লোক হতে—
কেমনে এ শ্লোকদ্বয় রাখিলা মনেতে—
পণ্ডিত নিমাই, ইহা, বিশ্বাসের নয়
মানবে এমন শক্তি কভু নাহি হয়।
করেন শ্লোকের ব্যাখ্যা বিমূঢ় কেশব,
আপন অজ্ঞাতে যেন আসে পরাভব
আচার্য্যের মনোলোকে। শ্লোকের ব্যাখ্যানে
পাণ্ডিত্য প্রকাশ তাঁর ঘটে প্রতিক্ষণে।
ক্ষণগতে বিশ্বম্ভর কহে আচার্য্যেরে
'রস-আস্বাদন দোষগুণের বিচারে
ঘটে, তাই শ্লোকদ্বয় করিয়া গ্রহণ
আপনি করেন দোষগুণ-বিশ্লেষণ।
তাহলে আনন্দ মোরা লভিব সবাই
সার্থক করিব মনে মধুব সন্ধ্যায়।
আচার্য্যের মনোলোকে গুপ্ত এতক্ষণ
ছিল পবাভব গ্লানি; করিয়া শ্রবণ
আপন শ্লোকের দোষ, বোষরূপে তাই
হইল প্রকাশ শেষে পরুষ ভাষায়,
'আমাকে পণ্ডিত শ্রেষ্ঠ' বলে সবে মানে
মোর শ্লোকে কোনো দোষ নাহি কোনো
খানে।
দোষযুক্ত শ্লোক আমি না পাবি রচিতে
তব, রসবোধহীন চিত্ত পাবেনি বুঝিতে।
ব্যাকরণ মাত্র তব অধ্যাপনা তাই
কাবাশাস্ত্রে অলঙ্কারে বোধ তব নাই।
শুনে আচার্য্যের বাণী কহে বিশ্বম্ভর
সম্পূর্ণ বিক্ষোভ শূন্য সরল অন্তর,—
'অলঙ্কারে কাব্যে মম অধিকার নাই—
অন্যমুখে তবে যাহা শুনিবারে পাই—
তা'তে বুঝি শ্লোকদ্বয়ে আছে পঞ্চ দোষ
পঞ্চ অলঙ্কার মাঝে। না করিয়ো রোষ

বিশ্লেষিয়া আমি তাহা দেখাব তোমারে,
দোষের স্বরূপ যাহা পঞ্চ অলঙ্কারে।'
এই বলে বিশ্বম্ভর শাস্ত্র যুক্তি দিয়া
দেখাইল দোষ যাহা অলঙ্কার নিয়া।
বিশ্বম্ভর বাক্য শুনে আচার্য্য তখন
স্থির হয়ে নিজমনে করে বিচারণ,—
অলঙ্কার শাস্ত্র নিয়া সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে
যে-দোষ পড়িল ধরা রসের প্রমাণে,—
তাহাতে বিস্ময় আরো হইল গভীর
না পড়িয়া অলঙ্কার যে সূক্ষ্ম বুদ্ধির '
দিল এবে পরিচয় পণ্ডিত নিমাই
বিদগ্ধ জগতে তার তুলনা না পাই।
সাহিত্যে দর্শনে বেদে অজেয় বলিয়া—
দিলেন আমাকে বর করুনা করিয়া
ভারতী আপনি এসে তুষ্ট সাধনায়,—
রহিবেন তিনি সদা মম রসনায়'।
'একি আজি হলো মম জড়ীভূত জ্ঞান,
কোথায় ভাবতী নাহি তাহার সন্ধান।
কোন দোষে দেবী আজি তেয়াগিলা মোরে
বালকের সাথে আমি হারিনু বিচারে।
মরণ-অধিক মম এই পরাজয়—
বুঝিলাম দেবতারও বাক্য সত্য নয়।
এসব ভাবিয়া মুখ হইল পাণ্ডুর
হলো দেহ শক্তিহীন, বিশীর্ণ আতুর
স্থানুসম অবিচল আছেন বসিয়া
উদাস নয়ন শূন্যে আছে নিরখিয়া
কাশ্মীরের মহামান্য আচার্য্য কেশব
মহাজ্ঞান—অসম্ভব যাঁর পরাভব।
ভিক্ষুকের সম আজি দীন হতে দীন—
পূর্ব্ব কেশবের সাথে নাহি কোনো চিন্।
অন্তরে রহিলে বিন্দুমাত্র অভিমান
ঈশ্বরের কাছে তার নাহি হয় স্থান।

আপনি যাহারে কৃপা করেন ঈশ্বর—
সর্ব্ব অভিমান তাঁর নাশিয়া সত্বর—
জাগায়ে অন্তর মাঝে মহা অনুতাপ
ক্ষয় করে নেন তিনি সর্ব্ববিধ পাপ।
কেশব কাশ্মিরী হন মহাভাগ্যবান
করিবেন শ্রীচৈতন্য তাঁরে কৃপাদান।
এনেছেন এ উদ্দেশ্যে ভাগীরথী তীরে
মহাপাপ অহঙ্কারে জাহ্নবীর নীরে
দিবে ভাসাইয়া আজি কাশ্মিরী ব্রাহ্মণ—
হয়ে দগ্ধ অনুতাপে,—শুদ্ধ করি মন।
অদোষ-দরশী মম প্রভু বিশ্বম্ভর—
পেয়েছেন আচার্য্যের মনের খবর
বিপ্লবের যে তরঙ্গ ভাবলোকে তাঁর,
অবলম্বি বিচারেরে হয়েছে সঞ্চার
পড়েছে তাহার ছায়া মলিন বদনে।
নির্ব্বাক নির্ব্বীর্য্য দেহে করুণ নয়নে।
সান্ত্বনার ছলে তাই পণ্ডিত নিমাই
দোষদুষ্ট শ্লোকদ্বয়ে গুণ মহিমায়
আবার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রসের বিচারে
আনিয়া অধিক মূঢ় করি আচার্য্যেরে
কহে তবে বিশ্বম্ভর, শ্লোকদ্বয়ে তব
অলঙ্কারে সমুৎকর্ষ হয়ে অভিনব
গঙ্গার মহত্বপূর্ণ শ্লোক সমুচ্চয়ে—
রহিবে সবার অগ্রে শ্রেষ্ঠ স্থান লয়ে।
কবিত্বে মণ্ডিত হেন যুক্ত অলঙ্কারে
বিরচিতে এই স্তব অন্যে নাহি পারে।
আমিত বালক মাত্র না করিবে রোষ
ঘটে যদি অপরাধ না লইবে দোষ।
রাত্র হইয়াছে এবে যাও নিজ ঘরে
আমরা সকলে নতি জানাই তোমারে।
হইয়াছে নিদ্রাদেবী আজি অন্তর্দ্ধান
আচার্য্য নয়ন হতে। নিয়া অপমান

এসেছেন ফিরে তিনি আপন আবাসে
বিগলিত অশ্রুধারে যায় বক্ষ ভেসে।
কৃপণের ধন সম দাম্ভিকের মান
জগতে কিছুই নাহি তাহার সমান।
তিলমাত্র ধন তার হইলেই ক্ষয়
অন্তরেতে মৃত্যুসম দুঃখ উপজয়।
বিন্দুমাত্র হানি তার না পারে সহিতে
ভোগহীন অর্থবাজি রাখে গোপনেতে।
সেরূপ দাম্ভিক জন আপনার মানে
সংসারে সবার চেয়ে বড়ো করি জানে।
সবাবে করিয়া জয় স্ফীত অহঙ্কারে
বুদ্ধিতে সবার শ্রেষ্ঠ ভেবে আপনাবে
এসেছেন এতোদিন আচার্য্য কেশব
স্বপনেও পরাজয় ছিল অসম্ভব,—
অতর্কিতে এসে মোরে দেখা দিল আজ
করিবে করুণা মোবে বিদগ্ধ সমাজ।
বাল বিশ্বম্ভর কাছে সর্ব্ব অহঙ্কার
আজিকে প্রদোষে মোর হলো চুরমাব।
সর্ব্বহারা আচার্য্যেরে ভিক্ষুকেব প্রায়
করেছে নির্ম্মম বিধি—আর কিছু নাই।
অনুতাপানলে দগ্ধ হতেছে হৃদয়—
সমগ্র জীবন আজি ব্যর্থ,—শূন্যময়।'
জানাতে দুঃখের কথা হেথা কেহ নাই
ঝরে পণ্ডিতের অশ্রু ঘন তমসায়।
এতকাল যাঁর' বরে জয় সবাকারে
করিয়া এলেন তিনি পণ্ডিতগণেরে
সমগ্র ভারতবর্ষে, সেই ভারতীরে
জানান মরম ব্যথা—তপ্ত অশ্রুনীরে,
'কি দোষে ত্যজিলে মাতঃ অধম সন্তানে
করিলে বিফল আজি আপন ভাষণে।
বিজয় শিরোপা তুমি মোর শিরে দিলে,
সবারে করিব জয় আমি অবহেলে।
রহিবে সর্ব্বদা তুমি মোর রসনায়
তর্কযুক্তি জালে জয় করিয়া সবায়
হবো আমি সর্ব্বজয়ী শাস্ত্রের বিচারে
কেহ কভু পরাজিতে নারিবে আমারে।
কোন অপরাধে মাত, আজিকে সন্ধ্যায়
হইয়া নির্ম্মম, ত্যজি মোর রসনায়
অজ্ঞাত কোন সে লোকে তুমি লুকাইলে,
ভাসায়ে সন্তানে তব জাহ্নবী সলিলে।
সাধারণ ব্যাকরণ অধ্যাপনা যার
সামান্য কিশোর মাত্র কিছুমাত্র তা'র
নাহি জ্ঞান দর্শনেতে ; এহেন নিমাই
ত্রুটি দেখাইল মোব কাব্য সাধনায় ?
বিচাবে হইনু জড় ; বাক্য নাহি স্ফুরে
ছাড়িয়া সন্তানে তুমি গেছ বহু দূরে।
ধিক্ মম এ জীবনে নাহি প্রয়োজন
হইল বিফল মম সমগ্র সাধন।
ত্যজিব জীবন, গৃহে নাহি যাব ফিরে
দেখাব মায়ের কীর্ত্তি জগজ্জনারে।
বিনা দোষে দিলে শাস্তি আপন সন্তানে
মৃত্যুরও অধিক দুঃখ দিলে অপমানে।
মৃত্যু দুঃখ একবাব, এযে প্রতিক্ষণে
হইতেছি দগ্ধ আমি অসহ দহনে'।
শোক দগ্ধ অন্তরেব ব্যথা জানাইয়া
ভারতীরে, আচার্য্যের অশ্রুসিক্ত হিয়া
ক্রন্দর মুখর শ্রান্ত শিশুর মতন
জননী-নিদ্রার বুকে হন অচেতন।

যেই ভাগ্যবানে প্রভু করেন স্বীকার
প্রথমেই হরে নেন সর্ব্বস্ব তাহার।
আচার্য্যেব সরবস্ব বিদ্যা অভিমান
ভকতি দেবীব যেথা নাহি হয় স্থান।
সেই দম্ভ অহঙ্কারে চূর্ণ না করিলে
বিশুষ্ক হৃদয়ে তপ্ত অশ্রু না ঢালিলে

দেবের দুর্লভ প্রেম ভক্তি নাহি জাগে
অন্তর রঞ্জিত নাহি হয় অনুরাগে।
সন্তানে সান্ত্বনা দিতে আসেন জননী
আচার্য্য শিয়রে, যবে গভীর রজনী।
আচার্য্যের শিরে মাতা বুলাইয়া হাত
কহিলেন, না করিবে বৃথা অশ্রুপাত।
সকল সাধন ফল আজিকে লভিলে
পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণে আজিকে হেরিলে।
কোটী জন্ম সাধনায় যাহা নাহি পায়
সহজে লভিলে কৃপাময়ের কৃপায়।
আবির্ভূতা ভাগীরথী পদ হতে যাঁ'র
দাসীরে দিলেন যিনি সেবা অধিকার
কেমনে তাঁহার সাথে বিচাব করিব
যুক্তি তর্ক নিয়া বল প্রতিবাদী হব?
স্বামী সাথে যুক্তি তর্কে বিনষ্ট সম্ভ্রম
আমি কি করিতে পারি হেন মতিভ্রম!
অবতার সকলের যিনি অবতারী
নিখিলের অধিপতি ভবের কাণ্ডারী।
বৃন্দাবন প্রাণ যিনি রাসের ঈশ্বর
নররূপী তিনি এবে হন বিশ্বম্ভর।
সবার হৃদয়-পুরে তাঁহার নিবাস
নামে যাব হয় সর্ব্ব অশুভ বিনাশ।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁ'র রোমকূপে রয়
রূপে রসে গন্ধে বর্ণে যিনি সর্ব্বময়।
তাঁহাকে আজিকে তুমি করিলে দর্শন
সফল তোমার জন্ম শাস্ত্র অধ্যয়ন।
কর সর্ব্ব সমর্পণ তাঁহার চরণে
রজনী প্রভাত হলে। নাহি রাখি মনে
কোনো দ্বিধা সংশয়েরে। মহাভাগ্যবান
মানিবে আপনা তুমি, যদি পদে স্থান
দেন তোমা কৃপা করি ব্রহ্মাণ্ডের পতি
করি আশীর্ব্বাদ তাঁর পদে হোক মতি।

রজনী প্রভাত হলে আচার্য্য কেশব
সহসা উঠেন জেগে। স্মৃতি অনুভব
জাগায় আনন্দ মহা অন্তরে তাহার
বিদ্যা দায়িনীর বাক্যে লাগে চমৎকার।
প্রভুর অনন্য কান্তি লাবণ্য সম্ভার
আচার্য্যের মনে আনে বিস্ময় অপার
প্রথমেই, তারপর, শক্তি মহিমা
অলৌকিক, পার হয় মানবের সীমা।
ভারতীর বাক্যে এবে হইল প্রত্যয়
সত্যেব প্রতিষ্ঠাসহ, বিনষ্ট সংশয়।
না করি বিলম্ব আর উষার উদয়ে
আচার্য্য চলিয়া যান প্রভুর আলয়ে।
শিব নোয়াইয়া তাঁব চরণ কমলে
ভক্তি গদগদ কণ্ঠে তপ্ত অশ্রু জলে
কহিলেন,—প্রভো, মোরে করহ উদ্ধাব
পতিত পাবন তুমি করুণাবতার।
দেবের বাঞ্ছিত পদে নিবেদিনু মোরে
কৃপা প্রদর্শনে রক্ষ অধম পামরে।
বুকে নিয়া আচার্য্যেরে শ্রীশচীনন্দন
সরল মধুব কণ্ঠে কহেন তখন
মোর প্রতি কেন কর এই ব্যবহার
সামান্য পণ্ডিত মুই কিছু নহি আর।'
আচার্য্য কেশব তবে কন যুক্ত করে
নিখিলের অধিপতি প্রভু বিশ্বম্ভরে,
ঈশ্বর, তোমায় আগে পাবিনি চিনিতে
ক্ষীণ বুদ্ধিজীবী আমি। গত রজনীতে
বলেছেন মহারাধ্যা ভারতী আমারে
পূর্ণব্রহ্ম তুমি, দেব, কৃপা কর মোরে।
যুগে যুগে রক্ষিবারে ধর্ম্ম সনাতন
ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেহ করহ ধারণ।
কৃপা করে আসিয়াছ এবে উদ্ধারিতে
কলিহত জীবগণে; নাম বিলাইতে

গুপ্ত বৃন্দাবনে তুমি সত্য সনাতন
এবার গৌরাঙ্গ রূপে—হে শচীনন্দন।
তোমার ভজনে সর্ব্ব সিদ্ধিলাভ হয়,
সর্ব্ব অনর্থের লোপ ঘটে সুনিশ্চয়'।
এই বলে শ্রীগৌরাঙ্গ পদে পুনরায়
রাখেন আচার্য্য শির; নয়ন ধারায়
চরণ ধোয়ায়ে করে ধরিত্রী শীতল
কেটে যায় আচার্য্যের সর্ব্ব অমঙ্গল।
কৃপাময় ভক্তজনে উপেক্ষিতে নারে
আলিঙ্গনে চরিতার্থ করিয়া তাঁহারে
কহিলেন বিশ্বম্ভর, লভিলে এবার
সকল জ্ঞানের সার, সর্ব্ব সাধনার
'কৃষ্ণ প্রেম লাভ' হয় পূর্ণ পরিণাম
হইবে সার্থক বিদ্যা, হবে তৃপ্ত কাম।
কৃষ্ণ প্রেমে জেনো বিপ্র সর্ব্বসাধ্যসার,
আশীর্ব্বাদ করি লাভ হউক তোমার।
আচার্য্য কেশব লভি নূতন জীবন—
গৌর কৃষ্ণ আশীর্ব্বাদে; প্রেম আস্বাদন
হয় তাঁর জীবনের একমাত্র কাজ,
জ্ঞান বুদ্ধি অধ্যাপনা পণ্ডিত সমাজ
রহিল পশ্চাতে পড়ি।' সন্ধান তাঁহার
আত্মীয় স্বজন কেহ না লভিল আর।

সপ্তম সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টম সর্গ

প্রথম পরিচ্ছেদ

শ্রীগৌরাঙ্গের দ্বিতীয় বার দার পরিগ্রহ, শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর শুভ আগমন

দিগ্বিজয়ী-জয়বার্ত্তা প্রচারিত হয়ে
সবাকার মুখে মুখে, পড়িল ছড়ায়ে'
অতিক্রমি বঙ্গদেশ সমগ্র ভারতে,
সবে দেয় জয়মাল্য নিমাই পণ্ডিতে।
ভারতীর বরপুত্র অজেয় সবার—
হেন বিজয়ীরে জয় বিস্ময় অপার
মানিল ভারতবর্ষে—বিদগ্ধ-সমাজ,
করেছেন বিশ্বম্ভর অসম্ভব কাজ।
নবদ্বীপে পণ্ডিতেরা দিগ্বিজয়ী ভয়ে
আপনার গৃহে সবে ছিল মৌনী হয়ে।
সাহস পায়নি তা'রা করিতে বিচার,
নিমাই পণ্ডিত তা'রে মানায়েছে হার।
ভারতীর অধিষ্ঠান যাঁ'র রসনায়
সেইজন বিচারেতে ভাষা নাহি পায়
পরাজিতে বিশ্বম্ভরে? কি যাদুর বলে
অলৌকিক কি মহিমা, কিবা সে কৌশলে
দাম্ভিকের শিরোমণি মহান পণ্ডিতে
হেলায় করেন জয়; নারে সমাধিতে।
রক্ষিছেন বিশ্বম্ভর সবাকব মান
এ আনন্দে গৃহে এসে জানায় সম্মান
মহা মহা পণ্ডিতেরা সবায় মিলিয়া
গৌরাঙ্গে অশেষ গুণ উল্লেখ করিয়া।
গৌরাঙ্গ-প্রতিভা হেরি বিদ্বেষ হিংসায়
ছিল যারা পরিপূর্ণ; সম্মান রক্ষায়—
তাহারাও গৌরাঙ্গের স্তুতিবাদ করে
গৌরাঙ্গ প্রতিভা আজি রক্ষিছে সবারে।
সর্ব্ব নবদ্বীপে আজি মুখে সবাকার
গৌরাঙ্গ-চরিত কথা ভিন্ন নাহি আর।

পথে ঘাটে ঘরে ঘরে জাহ্নবীর তীরে
সোনার গৌরাঙ্গ সর্ব্ব আননে বিহরে।
সর্ব্বকর্ম্মে, বিদ্যাপীঠে, সর্ব্ব অবস্থায়
বিজয়ীর জয়বার্ত্তা ভিন্ন আর নাই।
গৃহের উৎসবে সবে ডাকে বিশ্বম্ভরে
সর্ব্ব অগ্রে ; শুভকর্ম্মে কৃপা ভিক্ষা করে।
বিশ্বম্ভর আমন্ত্রণ করিলে গ্রহণ
আপনারে ধন্য মনে, মানে সর্ব্বজন।
দূর দূরান্তর হতে আসে ছাত্রগণ
করিবারে শ্রীগৌরাঙ্গ-শিষ্যত্ব গ্রহণ।
পণ্ডিতের শিরোমণি বিদ্যার সাগর
সমগ্র ভারতে নাহি তাঁহার দোসর।
নবদ্বীপ বাসী সব মহা ভাগ্যবান
যাদের মানসে জাগে গৌর ভগবান।
মহানন্দ রসে মগ্ন সর্ব্ব প্রাণ-মন—
মহাভাগ্যে শ্রীগৌরাঙ্গে করি দরশন,
অপরূপ নরলীলা রসের সাগরে
গোপাঙ্গনা প্রাণকান্তে রাস-অধীশ্বরে।
শচীমার গৃহ এবে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার
দধিদুগ্ধ অন্নবস্ত্র বিবিধ সম্ভার
গৃহে তাঁর পরিপূর্ণ। যেজন যা' চায়
তাহাই মায়ের কাছে সহজেই পায়।
দরিদ্র-সেবায় সুখী সদা বিশ্বম্ভর
দানেতে উন্মুখ সদা তাঁহার অন্তর।
অন্ন পায় যার কাছে ক্ষুধার্ত্ত যে-জন
লজ্জা নিবারণ করে পাইয়া বসন।
বৃদ্ধা জননীর কোন অবসাদ নাই
গৃহকর্ম্মে রত তিনি আছেন সদাই।
মায়ের অন্তর পূর্ণ আনন্দে মহান—
পণ্ডিত-সমাজে গৌর যে-সম্মান পান,—
মায়ের হৃদয়ে তাহা শতগুণ হয়—
সংসারের কোন সুখ তার তুল্য নয়।

এমন সুখের দিনে বধূ নাহি ঘরে—
ছিল বধূ লক্ষ্মীপ্রিয়া গৃহ আলো করে
রূপে গুণে অতুলন। কর্ম্ম-অবসরে—
সে-স্মৃতি জাগিয়া দুঃখ দেয় জননীরে।
আলোকে হেরেন মাতা নিবিড় আঁধার—
জেগে বধূমুখ মনে আনে হাহাকার।
অভিলাষ মাব মনে বধূ আনিবারে
অন্ধকার গৃহখানি পুনঃ আলো করে,
চিরতরে তমসায় দিতে সরাইয়া
জ্যোতির্ম্ময়ী নব বধূ গৃহেতে আসিয়া।
এ নিয়া ভগিনী সাথে করি আলাপন
বিশ্বম্ভর-বিবাহের পুনরায়োজন
করিবারে চান তিনি বিলম্ব না করি,—
গুণময়ী পাত্রী এক পরমা সুন্দরী
যোগ্যপত্নী গৌরাঙ্গের, সংগ্রহের তরে,—
বলেন জননী সব আপন জনারে।
কত সুখস্বপ্ন মাতা প্রতি ক্ষণে ক্ষণে
হেরেন মানসে তাঁর কল্পনা নয়নে ;—
'আসিবে গৌরাঙ্গ-বধূ চম্পকবরণী
কৌমুদীর সম স্নিগ্ধা হরিণ-নয়নী,
মুখপদ্ম হাসিমাখা হইবে তাহার,
লক্ষ্মীর বিরহ-ব্যথা ভুলাবে আমার।
গৌরাঙ্গের মন পুনঃ বসিবে সংসারে
লক্ষ্মীর অভাব আর রবেনা অন্তরে।
দিবারাত্র ছাত্র নিয়া রহিবেনা আর
তাহারে ফিরিয়া পুনঃ পাইবে সংসার।'
সেদিন প্রভাতে মাতা ভাবি বধূটীরে
এভাবে মানসে তাঁর এঁকে ধীরে ধীরে
চলেছেন গঙ্গানীরে স্নানের লাগিয়া
আনন্দ-মধুর স্বপ্নে হৃদয় ভরিয়া।
সোনালী উষার আলো জাহ্নবীর জলে
আন্দোলিত মৃদুমন্দ হিল্লোলে হিল্লোলে

অভিনব মায়ালোক করেছে সৃজন
জননীর সুখস্বপ্ন হবে কি পূরণ ?
সুকল্প-আবেশে মাতা চলেছেন ভাসি'
সহসা চরণদ্বয় পরশিল আসি'
স্থির সৌদামিনী একি ? ঊষা মূর্ত্তিমতী
অপরূপা অসামান্যা ; বুঝি বা ভারতী !
মায়ের মানস লোকে জাগ্রত কল্পনা—
এলো কি বাস্তবে, মাকে করিতে' ছলনা !
পরিচয় নিয়া মাতা জানেন তখন
'রাজার পণ্ডিত পিতা মিশ্র সনাতন ;
নাম তার বিষ্ণুপ্রিয়া, গঙ্গাস্নানে যায়
মায়ের চরণদ্বন্দ্বে আশীর্ব্বাদ চায় ।'

বিস্ময়-আবেশে মাতা তবে কিছুক্ষণ
হেরি বিষ্ণুপ্রিয়া মুখ স্তব্ধ হয়ে রন ।
পরে, করিলেন আশীর্ব্বাদ চিবুক পরশি
জননী-হৃদয় যেন উঠিছে উচ্ছ্বসি'—
বিশ্বম্ভর যোগ্যপত্নী,—এই বিষ্ণুপ্রিয়া
মিটাব মনের সাধ এ'কে গৃহে নিয়া ।
নবদ্বীপে হেন রূপ লাবণ্যের খনি
ভাবেন নয়নে আর পড়েনি কখনি,
বিধাতা ইঙ্গিত হেথা রয়েছে নিশ্চয়
মোর কল্পনার সাথে সবি' মিল হয়'—
বলেন জননী মুখে হও তৃপ্ত কাম
সফল করুন ধাতা পিতৃদত্ত নাম ।
স্নান সন্ধ্যা বন্দনাদি জাহ্নবীর তীরে
করি সমাপন মাতা, আসিলেন ধীরে
আপনার গৃহে ফিরি ।' পূর্ব্বের মতন
গৃহের সকল কর্ম্ম করি সম্পাদন
একাকী বসিয়া মাতা আপনার মনে
ভাবেন, কেমন করে ধনীর সন্তানে
আনিবেন বধূ করে ? মিশ্র সনাতন
গণ্য মান্য নবদ্বীপে ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ ।

দরিদ্রের গৃহে তাঁর স্নেহের কন্যায়
অর্পিবেন কেন তিনি ? হেতু নাহি পায় ।
গৌরাঙ্গ একক মম—অনাথ সন্তান
বিত্তহীনে কেন কন্যা করিবেন দান ?
তথাপি মনের কথা ঘটকে ডাকিয়া
কাশীনাথ বিপ্রে মাতা কন বিবরিয়া ।
পূর্ব্বদিন কাশীনাথে, মিশ্র সনাতন
দুহিতা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গে অর্পণ
করিবারে ইচ্ছা তিনি করিয়া প্রকাশ
বলেন বিশেষ করে ; মোর অভিলাষ
পূরাবার সম্ভাবনা দেখিতে না পাই
নবদ্বীপ-শিরোমণি পণ্ডিত নিমাই,
আমার কন্যায় তিনি গ্রহণ করিতে
সম্মতি দিবেন কেন ? শঙ্কা জাগে চিতে ।
শুধু বঙ্গে নন তিনি সমগ্র ভারতে
বিদগ্ধ জনের পূজ্য ; মিলেছে তাহাতে
মানবের সর্ব্বগুণ, হেন গুণাধার
অপরূপ রূপবান,—তুলনা যাঁহার
মিলিবেনা এ জগতে । তবু, কেন নাহি জানি
অন্তরে বাসনা, কন্যা তাঁরে সম্প্রদানি' ।
বামন যেমন চাহে পেতে সুধাকরে
আমারো তেমনি সাধ,—গৌরাঙ্গ সুন্দরে
সমর্পিতে বিষ্ণুপ্রিয়া । এই আবেদন
গৌরাঙ্গ জননী কাছে করুন জ্ঞাপন ।'
পরে, গৃহে এসে পাইলেন শচীর আহ্বান
'মিশ্রকন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া যা'তে তিনি পান
গৌরাঙ্গের বধূরূপে ;—ব্যবস্থা তাহার
করিতে পারিলে হবে আনন্দ অপার ।'
'রাধাকৃষ্ণ' উপাসক ঘটক ব্রাহ্মণ
উভয় পক্ষের কথা করিয়া শ্রবণ
লভিলেন মহাসুখ আপন অন্তরে,
চলিলেন বার্ত্তা নিয়া, বিলম্ব না করে

মিশ্র সনাতন গৃহে। সংবাদ লভিয়া
পত্নীসহ সনাতন উঠেন মাতিয়া—
হেরি মহা সৌভাগ্যের এই নিদর্শন
ঈশ্বরের কৃপারূপে করেন গ্রহণ।
ঘটকের মহানন্দ এই পরিণয়ে
সাধন হইবে পূর্ণ উভয়ে মিলায়ে।
এ-যুগের রাধাকৃষ্ণ গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া
যুগল উপাস্য তা'র, এই চিত্র নিয়া
তাহার সাধন লোকে আসে শিহরণ
গৌরকৃষ্ণ সাথে বিষ্ণুপ্রিয়ার মিলন।
আপনার কর্ম্ম প্রভু করেন আপনি
বাহিরে সবাই মাত্র উপলক্ষ্য জানি।
অভিনব লীলারস প্রকাশ করিতে
কলির প্রভাবে হ'ত এই ধরণীতে।
প্রভুর বিবাহবার্ত্তা বিষ্ণুপ্রিয়া সাথে
মুহূর্ত্তেকে ছড়াইয়া যায় ঘাটে পথে
সবাকার মুখে এক কথা মনোহর
'বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী' পাশে গৌরাঙ্গ সুন্দর,
শ্রীরাধিকা পাশে কৃষ্ণ মদনমোহন
অপরূপ, ভক্তগণ-আনন্দবর্দ্ধন।
শশধর সমকান্তি দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া
সোনার গৌরাঙ্গ সহ আসনে বসিয়া
নব রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি অপূর্ব্বযুগলে,—
পাবে শোভা, ভক্তগণ চিত্ত শতদলে।'
জাহ্নবীর তীরে বসে সকাল সন্ধ্যায়,
নবদ্বীপ বাসি মুখে অন্য কথা নাই।
শ্রীগৌরাঙ্গ-বিষ্ণুপ্রিয়া প্রসঙ্গ লইয়া
মগ্ন সবে—আত্মকথা গিয়াছে ভুলিয়া।
সনাতন মিশ্রগৃহে আনন্দ-জোয়ার
নেয় সবে ভাসাইয়া করি একাকার।
নিজ নিত্যকর্ম্ম সবে গিয়াছে ভুলিয়া
বিষ্ণুপ্রিয়া বিবাহের প্রসঙ্গ লইয়া
চলে শুধু আলোচনা। গৌর বিষ্ণুপ্রিয়া
সবাকার মনে প্রাণে রয়েছে জাগিয়া।
শচীমার ভবনেতে আনন্দের ধুম
জননীর নেত্র হতে বিদূরিত ঘুম,
সারাদিন রাত্রি মাতা নিজকর্ম্ম নিয়া,
অচিরে আসিবে গৃহে বধূ বিষ্ণুপ্রিয়া,—
পূরাইবে জননীর অনন্ত আশায়
করি প্রাণদান তাঁ'র মুখের ভাষায়,—
দিবে জননীরে এনে নূতন জীবন
ফিরিয়া পাবেন মাতা হারানো রতন।
এলো ধীরে ধীরে শেষে বিবাহ সময়
বিবাহের ব্যয়ভার মুকুন্দ সঞ্জয়,
নবদ্বীপ অধিপতি বুদ্ধিমন্ত খান
ভাগ করে নেন দু'য়ে,—সমান সমান।
বলিলেন বুদ্ধিমন্ত মুকুন্দ সঞ্জয়ে
বিবাহের আয়োজন করিব উভয়ে
রাজ-কুমারের সম; আলোক সজ্জায়
আমন্ত্রণে, দানে, যা'র তুলনা না পায়।
নবদ্বীপবাসী সবে আমন্ত্রিত হবে
দরিদ্রজনেরা সব, অন্ন বস্ত্র পাবে।
বিবাহ-উৎসবে সবে হবে অংশীদার
অতৃপ্তির চিহ্ন মুখে রহিবেনা কা'র।
অধিবাস দিনে এক চন্দ্রাতপ আনি
আঙ্গিনায় হলো তাহা টাঙ্গানো তখনি।
দুয়ারে শোভিল ঘট রম্ভা তরুমূলে,
শোভিল সকল ঘর নানা ফলে ফুলে।
গৃহের সর্ব্বত্র দেয়া হলো আলপনা—
বিচিত্র চিত্রিত হলো সারা গৃহখানা।
হলো পরিপূর্ণ গৃহ আত্মীয় বান্ধবে
মুখরিত সর্ব্বদিক শিশু কলরবে।
অধিবাস বাদ্যসহ হুলুধ্বনি মিলি'—
আনন্দ উৎসব যেন উঠিছে উছলি।

ধামবাসী নরনারী শচীর অঙ্গনে
মিলিত হয়েছে এসে অধিবাস দিনে,
অপরাহ্নে লইবারে গুবাক চন্দন—
প্রসাদী মাল্যের সাথে গন্ধ সুশোভন।
নদীয়া সুন্দরীগণ দেয় হুলুধ্বনি
বাজিছে মঙ্গল বাদ্য শ্রুতি-সুখ-দানি।
মহানন্দে পরিপূর্ণ শচীর ভবন
দিব্যভাবে বিভাবিত সবাকার মন।
পণ্ডিতেরা মণ্ডপেতে বেদপাঠ করে
ভট্টগণ স্তুতিগান করে উচ্চৈঃস্বরে।
শোভা পায় মাঝখানে গৌরাঙ্গ সুন্দর
তারকারাজির মাঝে পূর্ণ শশধর।
চন্দনে ভূষিত অঙ্গ মাল্য দিয়া গলে
তাম্বুলের বাটা হাতে বিপ্রগণ চলে
একে একে শচীমার অঙ্গন হইতে
উচ্চারিয়া সাধুবাদ বিবিধ ভঙ্গীতে।
বিপ্রগণ দলে দলে যায় সারি সারি
নেয় একাধিক দান বিপ্র দুই চারি—
তাম্বুলে প্রলুব্ধ হয়ে; প্রভুর দৃষ্টিতে—
পড়ে ধরা, নাহি পারে আপনা লুকাতে।
রঙ্গ প্রিয় বিশ্বম্ভর মুকুন্দ সঞ্জয়ে
বলিলেন সবে তোষ তিন বাটা দিয়ে—
উত্তম মশলাযুক্ত সুগন্ধ তাম্বুল
গ্রহীতারা পাবে তবে আনন্দ অতুল।
তারপরে সবে পান করিয়া গ্রহণ
স্বগৃহে আনন্দে তাঁ'রা করেন গমন।
লুব্ধ হয়ে দুইবার কেহ নাহি আসে
তাম্বুল মাল্যাদি নেয় মহাপরিতোষে।
না হয় রাজারও গৃহে এমন ব্যাপার
কত বিপ্র দান নিল সংখ্যা নাহি তার।
দেবতারা বিপ্রসেজে আসে দান নিতে—
হয়ে লীলারস মুগ্ধ শচী-অঙ্গনেতে।

তারপর অধিবাস দ্রব্যাদি লইয়া—
আসেন আপনি মিশ্র ত্বরান্বিত হইয়া।
গৌরাঙ্গের অধিবাস হলে সমাপন—
বিষ্ণুপ্রিয়া—অধিবাস হবে আরম্ভন।
পুণ্য অধিবাস লাগি গৌরাঙ্গ সুন্দর
জাহ্নবীর নীরে স্নান করি অতঃপর,
প্রথমে শ্রীবিষ্ণু পূজা করি সমাপন
করে অধিবাস কার্য্য। দেব পিতৃগণ
তুষিবেন পরদিন নান্দীমুখ করি'
বিবাহের পূর্ব্ব কর্ম্ম শ্রীগৌরাঙ্গ হরি।
শচীমার হাতে দেওয়া তৈল শিরে করি
জল সাধিবারে চলে নদীয়া নাগরী।
মহোল্লাসে তাহাদের ভরেছে হৃদয়
আনন্দ সমুদ্র কিবা হয়েছে উদয়
না জানে সন্ধান তারা। শুধু গৌরাঙ্গেরে
ঘিরিয়া রয়েছে প্রাণ সারাক্ষণ ধরে।
জল সাধিবারে যেতে পেয়ে আমন্ত্রণ
কলসী লইয়া কাঁখে চলে নারীগণ,
বসনে ভূষণে কারো মন নাহি যায়
যে ভাবে যে আছে সেই ভাবে বাহিরায়।
'হেরিবে গৌরাঙ্গচাঁদে, স্পর্শ পাবে তাঁ'র
পুলক রোমাঞ্চ জাগে হৃদয়ে সবার।
জল সাধি আনে সব রমনী মিলিয়া
আনন্দ-পুলকে গান গাহিয়া গাহিয়া।
এবিবাহ মহোৎসবে রমনীর দল
কলসী পূরণ করি আনে গঙ্গাজল।
বিচিত্র আসনে বসা গৌরাঙ্গ সুন্দরে
অপরূপ রূপময় প্রদীপ্ত ভাস্বরে—
যাঁর, দিব্য অঙ্গ হতে জ্যোতিঃ হয় বিকীরণ
বিস্ময় বিমুগ্ধ নেত্রে করে নিরীক্ষণ
আগত রমনীবৃন্দ। তারপর ধীরে
পুলক শিহর মাখা আনন্দ অন্তরে

হরিদ্রার রস তৈলে করিয়া মিশ্রণ
তাহাতে গৌরাঙ্গ অঙ্গ করিয়া মার্জ্জন
অগণিত কলসীর উচ্ছল ধারায়
নাগরীরা শ্রীগৌরাঙ্গে সিনান করায।
গৌরাঙ্গের অঙ্গ হতে পদ্মগন্ধ আসে
তাহাতে হৃদয় মন মাতিছে উল্লাসে।

নাগরীর সৌভাগ্যের নাহি আর শেষ
লভে অঙ্গ স্পর্শ, নেত্রে হেরে পরমেশ।
সুন্দরের সাথে এসে মিলিছে হৃদয়
সত্য ও শিবের তথা ঘটে সমন্বয় ;—
বিমুক্ত জীবন গ্রন্থি, লব্ধ পরিত্রাণ
সমর্পিত, ঈশ্বরের পদে মন প্রাণ।
কতযুগ যুগান্তের এ মহাসাধন
করিল সফল তারা, - কে করে বর্ণন!

প্রভুর প্রসাদী তৈল হরিদ্রা লইয়া
মিশ্র সনাতন গৃহে দেন পাঠাইয়া
শচীমা আনন্দমনে। বিষ্ণুপ্রিয়া অঙ্গে
মাখায় সঙ্গিনীগণ সুখে মহারঙ্গে।
অপূর্ব্ব লাবণ্যময়ী দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া
গৌরাঙ্গ-প্রসাদী তৈল হরিদ্রা মাখিয়া
লভিলেন দিব্যরূপ বিদ্যুদ্বরণ—
শুভ অধিবাস কর্ম্ম হলো সমাপন।

আনন্দে করেন মিশ্র ধন বিতরণ
গৃহে নরনারী বৃন্দ আনন্দে মগন।
তিনি, অপার্থিব আনন্দের অধিকারী আজ
জামাতা হবেন তাঁর নবদ্বীপ রাজ।
পণ্ডিতগণের শ্রেষ্ঠ গৌরাঙ্গ সুন্দর
কিবা আছে ইহা হতে সুখ মহত্তর।
পরদিন গোরাচাঁদ নান্দীমুখ করে'—
পিণ্ড দিয়া আপনার পূর্ব্ব পুরুষেরে।

ধীরে ধীরে অপরাহ্ন হয় অবসান—
অস্তাচলে দিনমণি করিলা প্রয়াণ।

আজিকে গৌরাঙ্গ মম নিবে বরবেশ
ধরিয়া মানবদেহ ;—অনন্ত অশেষ।
পালিয়া মনুষ্য ধর্ম্ম সমাজ রক্ষিতে
চলিয়াছে সংসারীর ধর্ম্ম আচরিতে।

মহাশক্তি স্বরূপিনী দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া
আসিবেন গৌরাঙ্গের ঘরণী হইয়া।

বরবেশে সাজাইতে এসে বন্ধুগণ
হাতে নিল মাল্য আর সুগন্ধ চন্দন।

কামদেব পায় লাজ হেরিয়া যাঁহারে
কি শোভা বাড়াবে তাঁর ক্ষুদ্র অলঙ্কারে ?
তথাপি বান্ধবগণ পুষ্প আভরণে
সাজাইছে বরবেশে শ্রীশচীনন্দনে।
সোনার মুকুট শিরে দিলা পরাইয়া
বন্ধুগণ মহানন্দে, হুলুধ্বনি দিয়া
নদীয়া নাগরীবৃন্দ আনন্দ জানায়
পুণ্ডরীক সম নেত্রে কাজল পরায়।
ললাটে চন্দনবিন্দু করাল অঙ্কন
গলে দিলা গন্ধমাল্য অপূর্ব্ব শোভন।

কনক কেয়ুর সাথে বকুলের মালা
পরাইল বাহুমূলে,—রূপেতে উজালা।
সুবর্ণ কুণ্ডল কর্ণে দোলে অনুপম
গন্ধমাল্য সাথে হার শোভে মনোরম।
পরিধানে সুকোমল পট্টবস্ত্র শোভে,
বিমানে অমরগণ আজি মহালোভে—
হেরিয়া গৌরাঙ্গ চাঁদে অপরূপ বেশে
বরযাত্রী হইবার আনন্দ উল্লাসে—
লইলা মানববেশ, গৌরাঙ্গলীলার
অভিনব এ মাহাত্ম্য—অমৃত-আধার।

মানায়েছে শ্রীগৌরাঙ্গে অপূর্ব্ব সুন্দর
অপরূপ রূপময় বেশে মনোহর।
নদীয়ার নরনারী সতৃষ্ণ নয়নে
হেরিছে গৌরাঙ্গ চাঁদে তৃপ্তি নাহি প্রাণে।

যত হেরে তত যেন বাড়িছে পিয়াস
চাহেনা মিটিতে আর দরশন আশ।
এই মহা সৌভাগ্যের নাহি অবশেষ
হেরিছে বরের বেশে সবে ত্রিলোকেশ।
বুদ্ধিমন্ত খান আর মুকুন্দ সঞ্জয়
উভয়ে মিলিয়া বহু অর্থ করে ব্যয়
বরযাত্রী লাগি' নব আলোক সজ্জার,
চতুর্দ্দোলার বহুমূল্য উপচার
করিয়াছে সংগৃহীত পরম যতনে
কদাচিৎ দৃষ্ট যাহা রাজার ভবনে।
আনিয়াছে কত বাদ্য সীমা নাহি তা'র
গগন ভেদিয়া উঠে মহান ঝঙ্কার।
হুলুধ্বনি শঙ্খধ্বনি ঘন ঘন হয়
আনন্দে মাতিয়া উঠে' বালক নিচয়।
করিতেছে তালে তালে নর্ত্তন সবাই
পুতুলের সম সব, জ্ঞান কারো নাই।
মিলিত হয়েছে এসে বরযাত্রীদলে
নদীয়ার বর্ষীয়ান পণ্ডিত সকলে,
অদ্বৈত আচার্য্য সহ শ্রীবাস পণ্ডিত
হইয়াছে বরযাত্রী বেশে উপস্থিত।
যাত্রার সময় এবে সমাগত ধীরে—
প্রথমে গৌরাঙ্গচাঁদ নমি' জননীরে—
পিতা পুরন্দরে স্মরি' ত্যজে অশ্রুজল
বলে পিতৃহীন মোর জীবন বিফল।
কোথায় জনক মম এ আনন্দ দিনে
কে নিবে হৃদয়ে এই অনাথ সন্তানে!
মোর সম ভাগ্যহীন বিশ্বে কেবা আর—
কেবা আছে হিতকাম সমান পিতার।
স্বামীরে স্মরণে এনে কাঁদে শচীরাণী
মুছাইয়া দেয় অশ্রু গোরা গুণমণি।
আপনি পিতার লাগি' ত্যজিছে নয়ন
আদর্শ সন্তান হন গৌরাঙ্গ রতন।

মাতাপুত্র দুইজন সন্তপ্ত হৃদয়—
আনন্দ সময়ে নেত্র শোক-অশ্রু ময়।
তারপর গৃহদেবে প্রণাম করিয়া
মেশো শ্রীচন্দ্রশেখরে তবে প্রণমিয়া
প্রণমিয়া মালিনীরে,—অন্য বর্ষীয়ানে
উৎসবেতে সমাগত মণ্ডপ প্রাঙ্গণে,
চতুর্দ্দোলায় গৌর করে আরোহণ
আনন্দের কলরবে পূর্ণ ত্রিভুবন।
পণ্ডিতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নদীয়া ঈশ্বর
চলেছেন রাজবেশে গৌরাঙ্গ সুন্দর—
নগর ভ্রমণে এবে, দোলায় চড়িয়া
নদীয়ার নরনারী বিমুগ্ধ হইয়া
হেরিছে গৌরাঙ্গ চাঁদে। পূর্ণিমার শশী
উদয় হয়েছে যেন ধরাতলে আসি'।
রাজৈশ্বর্য্য সাথে তা'র হয়েছে মিলন
অনন্য অভূতপূর্ব্ব রূপ-সম্মেলন।
দ্বিতলে ত্রিতলে উঠে নদীয়া নাগরী
হেরি গৌরে কবে ধন্য জন্ম আপনারি।
নিমেষ ফেলিতে আর কেহ নাহি চায়
অতৃপ্ত নয়ন নীরে—অমৃত ধারায়।
প্রভুর আদেশে ধীরে আগত সন্ধ্যায়
গঙ্গাতীরে বাহকেরা দোলা নিয়া যায়।
আনন্দ মুখর সাথে চলে যাত্রী দল—
হিমস্নিগ্ধ সমীরণে হইয়া শীতল।

প্রদোষে আলোক মালা উঠিল জ্বলিয়া,
গগনের মহাঙ্গণ উঠে আলোকিয়া।
বিম্বিত সহস্র শিখা জাহ্নবী-জীবনে।
সেজে যেন দিগঙ্গনা রঙীন বসনে—
বরবেশে নারায়ণে করিতে বরণ
অপূর্ব্ব বরণ ডালি করেছে গ্রহণ।
সাথে সাথে অগণিত বাদ্যের ঝঙ্কার
করে তোলে মুখরিত অখিল সংসার।

আপন নাথেরে আজি হেরি' নববেশে
আনন্দে জাহ্নবী দেবী যাইতেছে ভেসে।
হাসিমুখে প্রভু তাকে পরশ করিয়া
চতুর্দ্দোলায় ধীরে উঠিলেন গিয়া।
সনাতন মিশ্র গৃহে রাজ পথ ধরি
বর ও যাত্রীর দল চলে অগ্রসরি'
ধীরে ধীরে দূর হতে কন্যাপক্ষগণ
বাদ্য সহ হাতে আলো নিয়া অগণন
বর সহ যাত্রীগণে আবাহন করে,—
বক্ষে নিয়া জামাতায় ত্রিলোক-ঈশ্বরে'
সনাতন, মহাযত্নে মণ্ডপে আনিয়া
সুসজ্জিত 'বরাসনে' বসালেন নিয়া।
রাজার সভার সম বরের সভায়—
ঐশ্বর্য্যে সৌন্দর্য্যে যা'র তুলনা না পায়।
শ্রীগৌরাঙ্গে ঘিরে বসে পণ্ডিতেরগণ
শিষ্য ও বয়স্য কত না যায় বর্ণন।
রাজার ভবন সম মিশ্রের ভবন
মুখরিত কলরোলে। তার্কিকের গণ—
তর্কশাস্ত্র নিয়া সবে করিছে বিচার
নির্ভয় রয়েছে আজি অন্তর সবার।
আসিবেনা এবিচারে পণ্ডিত নিমাই
বিদগ্ধ জনেরা সবে যাকে ভয় পায়।
বরের আসনে বসে শোনে বিশ্বম্ভর
ইচ্ছা জাগে মনে, দিতে প্রশ্নের উত্তর।
শোভিতেছে মৃদু হাস্য সুন্দর বদনে
জাগে লজ্জা যেতে ছেড়ে বরের আসনে।
অবশেষে পণ্ডিতেরা যুক্তিতর্ক জালে
একে অপরেরে নিয়া বিব্রত করিলে
যেই সূক্ষ্ম বুদ্ধি তাতে হয় প্রয়োজন
অন্য পক্ষ যুক্তি সব করিতে খণ্ডন,
তাহার অভাব ঘটে উত্তর দাতার,
বিচারের এ সঙ্কটে ধৈর্য্য রাখা ভার—
তর্কবিদ্যা নিপুণের ; নিমাই তখন
গুরুবৃন্দ-অনুমতি করিয়া গ্রহণ
বরের আসন খানি ত্যজি' ক্ষণকাল
এসে পণ্ডিতের মাঝে, তর্কযুক্তিজাল—
মুহূর্ত্তে করিল ছিন্ন ; যেমন ভাস্কর
ঘন তমসায় পূর্ণ অসীম অম্বর—
রঙীন করিয়া তুলে স্বর্ণ আলিম্পনে
প্রাণের স্পন্দন আনি' পূর্ব্ব দিগঙ্গনে,
তেমনি বিপক্ষযুক্তি করিয়া খণ্ডন
অপূর্ব্ব প্রতিভালোকে করিলা স্থাপন
আপনার মতবাদে। সভাসদ্গণ
সবিস্ময়ে হতবাক্ হইলা তখন।
'স্থাপিতে সিদ্ধান্ত নিজ এই অবসর'
ভেবেছিল যারা, তারা হতাস অন্তর।
গৌরাঙ্গ প্রতিভা হেরি কন্যাপক্ষগণ
লাভ করে মহানন্দ,—উল্লসিত মন।
ক্ষণপরে শ্রীগৌরাঙ্গ নিজস্থানে যায়
বিস্ময় নয়নে সবে তাঁর পানে চায়।
তারপর শুচিস্নাত, করেন বরণ
জামাতা শ্রীবিশ্বম্ভরে মিশ্র সনাতন—
পাদ্য অর্ঘ্য নববস্ত্র প্রদান করিয়া,
বররূপে বিশ্বম্ভর হাত বাড়াইয়া
গ্রহণ করেন সব। সম্প্রদান তরে
অপূর্ব্ব বসনে আর দিব্য অলঙ্কারে'
সুসজ্জিতা বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীরে তখন
করিলেন গৃহ হতে তবে আনয়ন।
তপ্তস্বর্ণ সম কান্তিমান বিশ্বম্ভর,
তড়িৎ প্রতিমা নব শোভিছে সুন্দর,
বিষ্ণুপ্রিয়া সম্মুখেতে। পুরনারীগণ
মহানন্দে হুলুধ্বনি করেন তখন।
মিশ্রের ভবনে আজি সমাগত যাঁরা
হেরি বর বধু মুখ বিমুগ্ধ তাঁহারা।

হেন অসামান্য রূপ কদাচিৎ হয়—
মর্ত্ত্যলোকে, দর্শকের পরম বিস্ময়।
তারপর 'শুভ-দৃষ্টি',—হইলে সময়
সামান্য নিয়মে ঘটে দৃষ্টি বিনিময়।
জগতের অধিপতি, জগজ্জননী
কলিরে করিতে ধন্য আসিয়া আপনি
মানব-বিগ্রহ নিয়া, আচারে ব্যভারে
সবাকার সম দৃষ্টি বিনিময় করে।
লজ্জায় আনতশির দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া
প্রাণেশের পানে চান ঈষৎ হাসিয়া।
দৃষ্টিদানে বিশ্বম্ভর দিলেন অভয়
শক্তির সঞ্চারে নব শক্তি অভ্যুদয়।
তারপর প্রদক্ষিণ করিয়া প্রাণেশে
ব্রীড়ানতা বিষ্ণুপ্রিয়া গভীর আশ্বাসে
নিজকণ্ঠ-মাল্য হাতে করিয়া গ্রহণ
বিশ্বম্ভর গলদেশে করেন অর্পণ।
অন্তরে কামনা গূঢ় রয়েছে তাঁহার
যুগে যুগে দাসী আমি হে নাথ তোমার
করিব চরণ সেবা সর্ব্বস্ব অর্পিয়া
দাসীরে গ্রহণ কর করুণা করিয়া।
বিশ্বম্ভর কণ্ঠ মাল্য অর্পিয়া দেবীরে
করেন কৃতার্থ তবে। আপন লক্ষ্মীরে
করিলেন নারায়ণ আজিকে স্বীকার,
নর-নারায়ণ লীলা চিত্ত—চমৎকার
করিলেন সনাতন কন্যা সম্প্রদান
বেদবিধি অনুসারে। যজ্ঞ অনুষ্ঠান
সমাপন হলে পর কন্যা-জামাতায়
নেন তুলে গৃহমাঝে। আনন্দ মেলায়
কাটাইয়া সেই রাত্রি দেব বিশ্বম্ভর
আসিলেন পরদিন আপনার ঘর
বধূ বিষ্ণুপ্রিয়া সহ। কন্যার বিরহে
মিশ্রের ভবন মাঝে অশ্রুবন্যা বহে।

পুরন্দর গৃহে আজি পূর্ণিমা রজনী
আসিলেন শুভক্ষণে বিশ্বের জননী
বিষ্ণুপ্রিয়া মহামায়া আনন্দ-আধার
যাঁহার কৃপায় ধন্য অখিল সংসার।
শচীমার দুঃখ-রাত্রি হলো অবসান
আজিকে প্রভাত সূর্য্য আলো করি দান।
ঘটাইল অবসান সর্ব্ব বেদনার
মহাঝঞ্ঝা অন্তে নব উদয় উষার।
সবাকার অজানায় লইলা সন্ন্যাস
বিশ্বরূপ জ্যেষ্ঠপুত্র। মনোঽভিলাষ,—
মায়ের মরমে যাহা সন্তানে ঘিরিয়া,
পাষাণ পরাণে পুত্র সবে বিদলিয়া।
গেল চলে গৃহ ছাড়ি।' গৌরমুখ চাহি'।
বার্দ্ধক্যে নির্ম্মম ব্যথা গেছে মাতা সহি'।
তারপর লোকান্তর মিশ্র পুরন্দর
নিরভ্র গগন হতে মায়ের উপর
অশনি পড়িল খসে। বিপদ বারণ
কোনো রূপে রক্ষা তাঁ'রে করিলা তখন
মহাশোক-বহ্নি হতে। ক্ষুদ্র আশা নিয়া
লক্ষ্মীপ্রিয়া পুত্রবধূ গৃহেতে আনিয়া
চাহিলেন শান্তিনীড় করিতে রচন
তাহাতে সাধিল বাদ দুরন্ত শমন
বধূরে লইলা হরি'। পুত্র দূর দেশে—
একা মাতা গৃহ কোণে অশ্রুজলে ভাসে।
নিরাশ্রয়া দগ্ধপ্রাণা, ব্যাকুল হৃদয়—
সুনিবিড় তমসায় কে দিবে অভয়;
আসিবে গৌরাঙ্গচাঁদ পূর্ব্ববঙ্গ হ'তে
এ-আশা-আলোকে প্রাণ রয়েছে দেহেতে।
কিছুদিন পরে গৌর আসিল ফিরিয়া
ভুলে মাতা সর্ব্বশোক পুত্রে বক্ষে নিয়া।
তারপর বিষ্ণুপ্রিয়া আসিলেন ঘরে
সংসারের সর্ব্বদুঃখ যায় দূরে সরে।

অন্নদাত্রী অন্নপূর্ণা কুবের ভাণ্ডারী
অন্নবস্ত্র দানে মাতা তৃপ্তি সবাকারি
করিলেন সম্পাদন হাতে আপনার
সকলের মুখে হাসি আনন্দ অপার।

অষ্টম সর্গ সমাপ্ত

নবম সর্গ

প্রথম পরিচ্ছেদ

শ্রীগৌরাঙ্গের গয়াধাম যাত্রা

ঘরণী হইয়া এসে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া
আপনাব অপরূপ রূপৈশ্বর্য্য নিয়া
বিনাশ করেন সর্ব্বদুঃখ শচীমার
জাগায়ে অন্তরে মহা আনন্দ অপার।
সংসারে অভাব শত হইল মোচন
ঐশ্বর্য্য রাশিতে গৃহ হইল পূরণ।
হইল আদর্শ গৃহী গৌরাঙ্গ সুন্দর
সর্ব্ব অভিলাষ পূর্ণ মায়ের অন্তব।
ঈশ্বরের সর্ব্ব কার্য্য লোক শিক্ষাতরে
বিশেষতঃ কলিযুগে,—এই অবতারে।

সবাকার শ্রেষ্ঠ রূপেগুণে বিশ্বম্ভর
অখিল শাস্ত্রের তত্ত্ব তাঁহার গোচর।
বিচাবে বিতর্কে কেহ তাঁর সম নাই
সুধিজন অগ্রগণ্য পণ্ডিত নিমাই।
আদর্শ পণ্ডিত তিনি সমগ্র ভারতে
প্রদীপ্ত আলোক স্তম্ভ অন্ধ সরণিতে।
হলেন আদর্শ গৃহী গৌর বিষ্ণুপ্রিয়া—
গৃহীর যা' ত্যাগ ধর্ম্ম সেবা নিষ্ঠা নিয়া।
নিরন্নেরে অন্নদান, আর্ত্তের সেবন
ঈশ্বর বুদ্ধিতে পিতামাতার পুজন।

আশ্রিত জনেরে সর্ব্বরূপেতে পালিয়া
যার যাহা প্রয়োজন সব মিটাইয়া
গৃহীধর্ম্ম পরিপূর্ণ করিয়া পালন
আদর্শ চরিত্র চিত্র করেন স্থাপন।
তারপর সাধকের যাহা নিত্য ধন
বিরাজিত ধ্যান নেত্রে নিত্য বৃন্দাবন
রাধাকৃষ্ণ যেইখানে নিয়ত বিহরে
কালাতীত নিত্যসিদ্ধ রসের সাগবে;
আনন্দ আলোকে তৃপ্ত হেবি ভক্তজনে
তেমন যুগল রূপ গুপ্ত বৃন্দাবনে
শ্রীগৌরাঙ্গ বিষ্ণুপ্রিয়া নিত্য অধিবাস
পূবণ করিয়া ভক্ত মনোঽভিলাষ
নবদ্বীপে যুগলের মহারাস হবে—
প্রেমনেত্রে ভক্তবৃন্দ আনন্দে হেরিবে।
বৃন্দাবন—নবদ্বীপে লীলাভেদ নাই—
শুধু দেশ কাল ভেদ রহিয়াছে তা'য়।
যেই রাধাকৃষ্ণ সেই গৌর বিষ্ণুপ্রিয়া
নামের ভিন্নতা শুধু,—অভিন্ন যে হিয়া।
বাসরসস্থলী ওই পুষ্পেব উদ্যান
নদীতট সখীগণে নহে ব্যবধান।
নিত্য রাস রসলীলা নব আস্বাদনে
ভিন্নতা কখনো নাহি হেরে ভক্তজনে।
শ্রীবাস ও নরহরি ভক্তের প্রধান,—
জীবন সর্ব্বস্ব গৌর, গৌরগত প্রাণ।
শ্রীগৌরাঙ্গ-বিষ্ণুপ্রিয়া যুগল সাধনে
সমর্পিত সববস্ব, সার্থক দু'জনে।

'গয়াধামে পিণ্ডদান জনকের তরে
সন্তানের মহাধর্ম্ম'—আপন অন্তরে—
লভিয়া প্রেরণা প্রভু কন জননীরে
'পিণ্ড দিতে গয়াধামে' যেয়ে জনকেরে
আমাকে আদেশ দাও। জনক আমার
অন্তরে প্রকট হয়ে অনুমতি তাঁ'র—

ভালবাসি সন্তানেরে করেছেন দান,
পাইলে অনুজ্ঞা তব, করিব প্রয়াণ'।
গৃহে না রহিলে প্রভু যে-অনর্থ হয়
তাই ভেবে মার মনে জাগে মহাভয়।
বিশেষত বিষ্ণুপ্রিয়া গৌর গত প্রাণ
সান্ত্বনা তাঁহারে তিনি করিবেন দান—
কেমনে না পান ভেবে ? শুভ কর্ম্ম তরে
কেমন করিয়া বাধা দিবেন বা তা'রে ?
এ মহা সঙ্কটে তিনি নীরব রহিয়া
কিছুক্ষণ—বিশ্বম্ভরে কহেন হাসিয়া
কি বলিব তোমা বাপ ভাবিয়া না পাই
পিতৃগণে পিণ্ড দিতে যাইবে গয়ায়,
মহা সৌভাগ্যের কথা। প্রাণের সন্তান
অভাগিণী জননীরে একপিণ্ড দান—
করিবে পিতার সাথে, আমি রক্ষা পাই
সহিতে বিরহ তব শক্তি মম নাই।
জননীর বেদনায় বুঝে বিশ্বম্ভর—
তারপর ক্ষণকাল রহি নিরুত্তর
জননীরে সম্ভাষিয়া কহিল নিমাই
জননি তোমার কাছে রহিব সদাই—
এখন যেমন আছি না হবে ব্যত্যয়
না হবে অন্তরে দুঃখ না হইবে ভয়।
অনন্ত উপায় মাতা দেন বিশ্বম্ভরে
অনুমতি গয়াধামে যাইবার তরে,
করিবারে পিতৃকর্ম্ম। কিন্তু দূরদেশে
যাবে একা বিশ্বম্ভর ভেবে অবশেষে
বলিলেন, মেসো তব সাথী হয়ে রবে—
তাহলে দুশ্চিন্তা মম কিছু লঘু হবে।
উদ্গত অশ্রুরে মাতা সবলে চাপিয়া—
করুণ হাসির সাথে রাখেন রুধিয়া।
অপূর্ব্ব গৌরাঙ্গ লীলা বড় চমৎকার—
কি কাজে কাহারে নেন,—করেন উদ্ধার
কেবা বুঝে তা'র মর্ম্ম, কারে কি কারণে
স্বীকার করিয়া নেন লীলার স্ফুরণে—
সে রহস্য আরো গূঢ়। ভবিষ্য সন্ন্যাসে
পিতৃসম আচার্য্যের নিয়া নিজ পাশে
সর্ব্ব কর্ম্মভার তাঁরে করিতে অর্পণ—
সন্ন্যাস গ্রহণকালে হবে প্রয়োজন।
মার মুখে তাই প্রভু আচার্য্যের নাম—
লওয়ালেন, সাথী হয়ে যেতে গয়াধাম।
গয়াধাম যাবে গৌর পিতৃ কর্ম্ম তরে
এসংবাদ বজ্রসম শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ারে
আঘাতিল নিরমম। ক্ষণ মাত্র যাঁর
অদর্শনে, গৃহ, মন হয় অন্ধকার,
দেহ মাঝে যিনি আত্মা সঙ্গহীনা তাঁ'র
নাহি রহে কোনো অর্থ বাঁচিয়া থাকার।
ভেবে ভেবে বিষ্ণুপ্রিয়া হয়ে মৃতপ্রায়—
কোনরূপে নিত্যকর্ম্ম মাত্র করে যায়।
নিদাঘের খরতাপে নব কিশলয়—
হইয়া বিশুষ্ক ধীরে হইতেছে ক্ষয়।
নিদ্রা ও আহার দেবী গেছেন ভুলিয়া
সুমধুর হাসি রেখা গিয়াছে মুছিয়া
মুখ হতে ; টলমল অশ্রু দুনয়নে—
ঝটিকা মানস লোকে বহিছে সঘনে।
অসহ্য যাতনা মনে,—তবু নিরুত্তর—
অন্তরযামীর সব প্রত্যক্ষ গোচর।
যাত্রা পূর্ব্বদিনে প্রভু কহেন ডাকিয়া
পিণ্ডদিতে গয়াধামে যাব বিষ্ণুপ্রিয়া।
অর্দ্ধাঙ্গিনী তুমি মম,—তব আজ্ঞা চাই—
সর্ব্ব ধর্ম্ম কর্ম্মে মম। আমি পুনরায়—
কিছুকাল পরে গৃহে আসিব ফিরিয়া—
বৃদ্ধা জননীরে তুমি গৃহেতে রহিয়া
সেবা কর সাধ্যমত। কি বলিব আর
দুর্গম বন্ধুর পথ অসাধ্য তোমার

পায়ে চলা, তাহা ভিন্ন কেমনে জননী
কাটাবেন শূন্যগৃহে দিবস রজনী!
তিনিও সক্ষম নন পদব্রজে যেতে—
তাই, তুমি মার সাথে রহিবে গৃহেতে।
শুনে শ্রীগৌরাঙ্গ বাণী দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া
'গুরু আজ্ঞা' রূপে সব নিলেন মানিয়া।
যায় বক্ষ ভেসে তাঁর তপ্ত অশ্রুজলে
নিবদ্ধ নয়ন গৌর-চরণ কমলে।
প্রভাতে জননী-পদ পরশ করিয়া
নতশিরে, জননীর আশীর্ব্বাদ নিয়া
শ্রীচন্দ্রশেখর আর ছাত্রগণ সাথে—
শ্রীগৌরাঙ্গ চলিলেন গয়াতীর্থ পথে।
চলেছেন পদব্রজে গৌরাঙ্গ সুন্দর—
অতিক্রমি' ছাত্রসহ দূর দূরান্তর
পরশে করিয়া ধন্য শত শত গ্রাম,—
যেইখানে শ্রীগৌরাঙ্গ নিতেন বিশ্রাম—
সেইখানে নরনারী লভি' সঙ্গ তাঁ'র—
সার্থক করিয়া নিত জীবন সবার।
এই ভাবে কিছুদিন চলিতে চলিতে
আসিলেন ছাত্রসহ মন্দার পর্ব্বতে
শ্রীগৌরাঙ্গ গুণমণি, তীর্থ পুরাতন
মন্দিরে বিগ্রহ হেথা শ্রীমধুসূদন।
সুশোভিত শৈলমালা সমুন্নত শিরে—
জাগ্রত বিগ্রহ হেথা মন্দিরে বিহরে।
প্রকৃতির লীলাভূমি নন্দন কানন
নিরখিয়া চারিদিকে হরষিত মন—
শ্রীগৌরাঙ্গ নৃত্যরত হলেন তথায়—
আনন্দে বিহ্বল তিনি বর্ণন নাযায়।
বিস্ময়ে আবিষ্ট যত পূজারীর গণ—
প্রভু দরশন করি সার্থক জীবন।
কিছুকাল সেথা প্রভু করি অবস্থান—
বিষ্ণুভক্ত পূজারীর বাড়াতে সম্মান
করিলেন অভিনব কৌশল বিস্তার
করি নিজ দেহে তীব্র তাপের সঞ্চার—
সাজিলেন জ্বর রোগী। বিপন্ন সবাই—
কোথা পাবে চিকিৎসক পথ্য বা কোথায়?
সমধিক চিন্তান্বিত আচার্য্য তখন,—
সঁপিয়া দিছেন শচী আপন নন্দন
তাঁর হস্তে, যাতে কোনো দুঃখ নাহি হয়
কি করি এ অসময়ে? জাগে মনে ভয়:
সুদূর পার্ব্বত্য দেশ বৈদ্য বা কোথায়—
কোথা বা ভেষজ তাঁ'র, কিছু জানা নাই।'
অন্তর্যামী শ্রীগৌরাঙ্গ কহেন তখন
আচার্য্যেরে, ভেষজের নাহি প্রয়োজন।
পাপ না থাকিলে দেহে রোগ নাহি আসে,
তীর্থযাত্রী পথে মোর দেহে কি সাহসে—
প্রবিষ্ট হইল ব্যাধি? বুঝিলাম সার—
সঙ্গী মম বিপ্রদ্বেষী, পাপ কর্ম্ম তা'র—
দেহে মোর রোগ হয়ে করেছে প্রবেশ
আছে তার একমাত্র ভেষজ বিশেষ
বিপ্র পাদোদকপান, তাহার বিধান
করহ সত্বর তাহা,—পাব পরিত্রান।
তাপমুক্ত হন প্রভু—প্রয়োগে তাহার
অবশেষে বুঝে ছাত্র ভ্রান্তি আপনার।
করযোড়ে প্রভু কাছে ক্ষমা ভিক্ষাচায়
'না বুঝে করেছি নিন্দা ক্ষমহ আমায়।
ক্ষমিয়া তাহাকে প্রভু বলেন তখন—
বিষ্ণুভক্ত বিপ্র শুদ্ধ রহে সর্ব্বক্ষণ
অবৈষ্ণব শুদ্ধাচার হলে কিবা হবে
আন্তর শুচিতা তার কেমনে আসিবে?
শ্রীমধুসূদন দেব যাঁদের আশ্রয়
কি অলভ্য আছে তার? বল কিসে ভয়?
ঘটে তার সর্ব্বশুদ্ধি বিষ্ণুর সেবনে
কি ফল হইবে বৃথা—নিয়ম পালনে!

বিষ্ণুভক্ত বৈষ্ণবের মহত্ব বিস্তার—
করে গৌর এইভাবে—কৃপা পারাবার।
স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু গৌরাঙ্গ সুন্দর
নিরখিয়া প্রকৃতির দৃশ্য মনোহর
চলেছেন ধামমুখে। সাথে শিষ্যগণ
প্রভুর চরণ দ্বন্দ্ব করেন সেবন।
তীর্থের মাহাত্ম্য চিন্তা অন্তর ভরিয়া
আলাপ করেন প্রভু সকলেরে নিয়া।
রাজগিরি, ব্রহ্মকুণ্ডে কতদিন পর
আসিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ, মনোমুগ্ধকর।
স্নান অন্তে তর্পণাদি করেন তাহাতে—
প্রেমানন্দে নৃত্যগীত চলে সাথে সাথে।
আসিলেন গয়াধামে কিছুকাল শেষে
আবিষ্ট হইয়া মহা ভাবের উন্মেষে।
পিণ্ড দিতে গয়াধামে পিতৃপক্ষ কালে
অগণিত নরনারী হেথা এসে মিলে;
বাজপথ পরিপূর্ণ স্থানমাত্র নাই
চলেছেন সেই পথে পণ্ডিত নিমাই।
অনিন্দ্য সুন্দর তনু সুবর্ণ-উজ্জ্বল—
ভাব-রসাবেশে সদা করে ঝলমল।
সুমধুর কৃষ্ণনাম শোভিছে বদনে,
সেই মুগ্ধ হয় যেবা হেরিছে নয়নে।
সবার মরমে জাগে পরম বিস্ময়—
হেন দিব্য তনু কভু মানবে কি হয়?
প্রভুর নিবদ্ধ দৃষ্টি মন্দির চূড়ায়
মন্দ মন্দ গতিপদে,—বাহ্যজ্ঞান নাই।
শিষ্যগণ সাথে সাথে, উর্দ্ধে বাহুদ্বয়
ভাবাবেশে দেহ মৃদু আন্দোলিত হয়
মুহুর্মুহু, শিষ্যগণ, পতনের ভয়
নিবারিতে সর্ব্বক্ষণ ঘিরে তাঁকে রয়।
আসিয়া মন্দিরদ্বারে শ্রীশচীনন্দন
বিষ্ণুপাদ-পদ্মে করি স্মরণ বন্দন
দীঘল হইয়া ভূমে গড়াগড়ি যায়—
জ্যোতির্ম্ময় হেমতনু ধূলাতে লুটায়।
সংজ্ঞাহীন দেহমাঝে ভাবের স্ফুরণ
অপরূপ মুহুর্মুহু জাগে শিহরণ।
চারিপাশে নরনারী পরম বিস্ময়ে
শ্রীগৌরাঙ্গ মুখপানে অপলক চেয়ে।
বহুক্ষণ পরে গৌর লভিয়া সংজ্ঞায়
জাগিয়া উঠেন পুনঃ; নয়ন ধারায়
যেতেছে ভাসিয়া বক্ষ। দরশনে তাঁর
শুনে ওই মধু-মাখা কৃষ্ণনাম আর
সার্থক করিছে সবে আপন জীবন—
বহুভাগ্যে করি লাভ ঈশ্বর-দর্শন।
তারপর প্রবেশিয়া মন্দির ভিতর
শুনিয়া মাহাত্ম্য কথা শ্রুতিসুখকর
অশ্রুকম্প পুলকাদি সাত্ত্বিক বিকার
শ্রীগৌরাঙ্গ সর্ব্ব অঙ্গে হইয়া সঞ্চার
নয়নের নীরে সর্ব্ব দেহেরে ভাসায়
পুনঃ, হারাণ আপনি গৌর আপন সংজ্ঞায়

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রীগৌরাঙ্গের ঈশ্বরপুরীর সাথে মিলন

হেরি এ অপূর্ব্ব দৃশ্য আপনার মনে
ভাবেন পূজারীগণ, ঈশ্বর আপনে
নররূপ নিয়া এসে হেথায় উদিলা
মোদের সবায় ধন্য আজিকে করিলা।
গৌরাঙ্গের সর্ব্বকর্ম্ম লোক শিক্ষাতরে—
কলিহত জীবগণে রক্ষা করিবারে
পালেন জীবের ধর্ম্ম, তাঁরি আকর্ষণ
ঘটায় ঈশ্বর পুরীর গয়া আগমন।

মধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়ে মাধবেন্দ্র পুরী
কৃষ্ণপ্রেম মহাধনে হন অধিকারী।
সে-প্রেম-সম্পদ্ মহা শিষ্যে করি দান
কিছুকাল আগে তিনি হন অন্তর্দ্ধান।
মাধবেন্দ্র পুরী দত্ত গুপ্ত মহাধন
জীবের মঙ্গল হেতু ঘটে প্রয়োজন।
বাড়াইয়া নিজধনে ভক্তি নিষ্ঠা বলে—
হবে তাহা বিতরিতে জীবে আচণ্ডালে।
গৌরকৃষ্ণ পুরীরাজে শক্তি সঞ্চারিয়া
বাড়াইয়া কোটীগুণ নিবেন টানিয়া—
শিষ্য হয়ে সাধনার রীতি অনুসারে।—
দেখায়ে আদর্শ চিত্র নিখিল সংসারে।
পুরীর দর্শনে গৌর মহানন্দ পান—
প্রথমেই যুক্ত করে প্রণতি জানান।
গয়াধামে পিণ্ড দিতে মোর পিতৃগণে
বলিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ এসে শিষ্য সনে
লভিলাম মহাসুখ দর্শনে তোমার
পরম জঙ্গমতীর্থ প্রেম-পারাবার!
জগৎ উদ্ধার হবে তোমার কৃপায়
পরম পুরুষ তুমি ইথে ভুল নাই।
রয়েছে তোমাতে কৃষ্ণ প্রেমের ভাণ্ডার।
কলিজীব তোমা হতে লভিবে উদ্ধার।
শুনে শ্রীগৌরাঙ্গ বাণী বলিলেন পুরী
কে তুমি জেনেছি আমি স্বরূপ তোমারি।
'উদ্ধারিতে কলিজীবে তব অবতার
গুপ্ত বৃন্দাবনে এবে, হেকৃষ্ণ আমার'।
ঈশ্বর পুরীর কথা শেষ হলে পর
তাঁহা হতে অনুমতি নিয়া বিশ্বম্ভর
ফল্গুতীর্থে বিশ্বম্ভর করি পিণ্ডদান
পিতৃপুরুষেরগণে করিলেন ত্রাণ।
রাম গয়া ভীম গয়া ব্রহ্ম গয়া যেয়ে
আরো অন্যতীর্থে সব পিণ্ড প্রদানিয়ে।
সর্ব্বভাবে পিতৃকর্ম্ম করে সম্পাদন,
তীর্থবিপ্রে, অর্থে বাক্যে করিয়া তোষণ
মধুভাষী বিশ্বম্ভর, এসে তার পরে
বিষ্ণুপাদ পদ্মাঙ্কিত তীর্থ গয়া শিরে
পিণ্ড দানি, পিতৃকর্ম্ম করি সমাধান—
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ করেন প্রদান।
বিষ্ণুপাদ দরশনে পরশনে আর
ভাবের আবেশে সংজ্ঞা লুপ্ত হয় তাঁর।
শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরী অঙ্কেতে লইয়া
শ্রীগৌরাঙ্গে, রহিলেন মন্দিরে বসিয়া।
গৌরাঙ্গের দিব্যভাবে না যায় বর্ণন
অঙ্গ হতে দিব্যজ্যোতিঃ হয়ে বিকীরণ
উদ্ভাসিত হয়ে উঠে সমগ্র মন্দির—
পুলক রোমাঞ্চে পূর্ণ সকল শরীর
সাত্ত্বিক বিকার রাশি হইল প্রকাশ
ভাগ্যবান জন হেরে মিটাইয়া আশ।
প্রেমেতে বিহ্বল তনু, বলি হরি হরি
উঠিছেন ক্ষণে ক্ষণে আনন্দে শিহরি'।
নয়নে জাহ্নবীধারা মহান বিস্ময়—
অসম্ভব এই দৃশ্য বিশ্বাসের নয়।
নয়নেতে লুকাইয়া রহে এত জল— !
দর্শকেরা সবে যেন ভয়েতে বিহ্বল!
'বিষ্ণু ইনি, গঙ্গাজন্ম নেন পদে যাঁ'র
মহাভাবে সম্মেলন সৌন্দর্য্য ছটার
নয়নে জাহ্নবী ধারা'—সবে এ ভাবিয়া
করিছে জীবন ধন্য,—পদ পরশিয়া।
জ্ঞান ফিরে পান প্রভু গেলে কিছুক্ষণ,
প্রেমানন্দে নৃত্য রত হলেন তখন
মন্দিরের অভ্যন্তরে; মানস রঞ্জন
হেরে নাই হেন নৃত্য নয়নে কখন—
ধামবাসী বিপ্রবৃন্দ। দুই বাহু তুলি'
উর্দ্ধলোকে, বদনেতে 'হরি হরি বুলি'।

নয়ন ধারার আর নাহিক বিরাম
ক্ষণেতে হুঙ্কার ছেড়ে কন 'কৃষ্ণ নাম'।
অপরূপ ভঙ্গীময় নয়ন উজ্জল—
বায়ু-আন্দোলিত যেন স্বর্ণ শতদল।
বিকীর্ণ করিয়া মধু অপূর্ব্ব সৌরভ—
হেরে ভাগ্যবান জন স্বর্গীয় বৈভব।
যাহার তুলনা বিশ্বে কোথা নাহি আর
দেখালেন জীবে যাহা করুণা পাথার
পুরীরাজ স্থির আর নারেন রহিতে
মহানন্দে প্রভু সাথে লাগেন নাচিতে।
আচার্য্যও শিষ্যবৃন্দ প্রভু-অনুসরি'—
চলিলেন মহানন্দে সবে নৃত্যকরি।
উল্লাসে আবেগে সবে হারালেন জ্ঞান
ছোট বড় দ্বন্দ্বহীন সবাই সমান।
চতুর্দ্দিকে দর্শকেরা বিস্ময় পুলকে
হেরিতেছে শ্রীগৌরাঙ্গে নেত্রে অপলকে।
ভাবিছে প্রত্যক্ষ হলো বিষ্ণু ভগবান
অনিন্দ্য সুন্দর বপু দিব্য জ্যোতিষ্মান।
দেবের দুর্লভ ওই চরণ যুগলে
সকলে নোয়াল শির প্রেম অশ্রুজলে।
দিব্য প্রেমে মত্ত প্রভু নাহি বাহ্যজ্ঞান
প্রণতঃ—সবারে প্রেম করিলেন দান।
প্রেমোন্মত্ত শ্রীগৌরাঙ্গে বহুক্ষণ পর
নৃত্যের বিরতি হলে, হইয়া তৎপর—
আচার্য্য ও শিষ্যবৃন্দ আবাসে আপন
নিয়া যায় বহু যত্নে করি প্রাণপণ।
পুরীও চলিয়া যান আপন আবাসে
সবাই হয়েছে মুগ্ধ প্রেম ভাবরসে।
আবাসে এসেও প্রভু রয়েছে তন্ময়
হইয়াছে মনোলোকে নব ভাবোদয়।
অন্তর্যামী নারায়ণ কে বুঝিবে তাঁরে
যায় না তাঁহাকে ধরা যুক্তি ও বিচারে।

আছে আচার্যের সাথে নিজ ছাত্রগণ
তথাপি বসেন প্রভু করিতে রন্ধন
না শুনিয়া কারো বাধা। আপন ইচ্ছায়
বসিলেন রন্ধনেতে গৌরাঙ্গ কানাই।
কিছুক্ষণ পরে শেষ হইলে রন্ধন
শ্রীবিষ্ণু উদ্দেশে সব করি নিবেদন
হবেন আহারে রত, এমন সময়
হলেন ঈশ্বর পুরী চকিতে উদয়।
আনন্দে গৌরাঙ্গ তাঁকে করেন আহ্বান
জানান প্রণতি দর্শি' অশেষ সম্মান
বসান আসন পেতে। কন পুরী হেসে
উত্তম সময়ে আমি উপস্থিত এসে।
যুক্ত করে শ্রীগৌরাঙ্গ বলেন তাঁহাকে
'বহুভাগ্যে আগমন, করিতে আমাকে
চরিতার্থ তীর্থধামে। কৃপা করি আজ
'বিষ্ণুর প্রসাদ ভিক্ষা নিন মহারাজ'।
আপনার সাথে আমি বসিব এখন
হবে স্বল্প সময়েতে আমার রন্ধন।
গ্রহণ করুণ ভিক্ষা বিলম্ব না করি
বড় শুভদিন দেব, আজিকে আমাবি'।
উপেক্ষিতে নারি তবে পুরী বিশ্বম্ভরে
অনন্য-উপায় হয়ে বসেন আহারে।
কৃষ্ণ কথা আলাপনে উন্মত্ত উভয়
সবার অজ্ঞাতে চলে যাইছে সময়।
অলক্ষ্যেতে লক্ষ্মীপ্রিয়া করি আগমন
করেন পতির লাগি' স্বহস্তে রন্ধন
অতি অল্প সময়েতে ; কেন নাহি জানে—
কেমনে হইল পক্ক অন্ন ও ব্যঞ্জনে।
পুরী সঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গ করেন আহার
সমাপ্তিও সাথে, অন্তে কি জানিবে তার!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রীগৌরাঙ্গের দীক্ষা গ্রহণ

পুরীরাজে গুরুপদে করিতে বরণ
করেছেন শ্রীগৌরাঙ্গ আপনি মনন।
এনেছেন তাই তাঁকে হেথা আকর্ষিয়া
তুষ্ট করিলেন,—বিষ্ণু প্রসাদ দানিয়া।
করিবারে দীক্ষাদান নর-নারায়ণে
মাধবেন্দ্র পুরী শিষ্য ধনী প্রেমধনে।
আপনি রন্ধন করি নিবেদি' বিষ্ণুরে
অসীম ক্ষমতা দানি ঈশ্বর পুরীরে
বরিবেন গুরুপদে। জীবশিক্ষা লাগি'
গুরুর স্বীকৃতি, হয়ে প্রেম অনুরাগী।
দিবারাত্র কৃষ্ণ কথা করি আলাপন
মরমের কথা শেষে করেন জ্ঞাপন,—
'হইলাম ধন্য আমি গয়াধামে এসে
লভিয়া তোমার সঙ্গ। আশ্রিত এ দাসে
সুদুর্লভ প্রেমধন কর তুমি দান
কর ধন্য এ দাসের দেহ মন প্রাণ।
সর্ব্বস্ব তোমার পদে অর্পণ করিব
তার বিনিময়ে 'কৃষ্ণ প্রেম' ভিক্ষা নিব।
তাই, দীক্ষা দাও মোরে তরিতে সংসার
হতে পারি যাতে আমি ভবসিন্ধু পার।
কৃষ্ণপ্রেম যাতে মম অন্তরেতে জাগে
রূপ রস গন্ধ স্পর্শ নবনব রাগে।
কৃষ্ণপ্রেমে একমাত্র তুমিই ভাণ্ডারী—
আজি হতে হও মম জীবন কাণ্ডারী।
না জাগিলে কৃষ্ণপ্রেম জীবনে কি কাজ,
দাও কৃষ্ণপ্রেমে দীক্ষা মোরে মহারাজ।'
আপনি শ্রীভগবান ভক্তরূপ ধরি
সরবস্ব গুরুপদে সমর্পণ করি—
দেখালেন জীবে প্রভু সাধন জীবনে
নাহি জাগে প্রেমভক্তি গুরুকৃপা বিনে।
গৌরাঙ্গের বাক্যে কন পুরী মহাশয়
'জেনেছি তোমার আমি স্বরূপ নিশ্চয়।
সামান্য পণ্ডিত তুমি নহ বিশ্বম্ভর—
নিখিলের অধিপতি স্বতন্ত্র ঈশ্বর,—
জীবের উদ্ধার হেতু এ লীলা তোমার,
শ্রীগুরু কৃপায় আমি জানি তত্ত্ব তা'র।
হবে তব অভিলাষ অবশ্য পূরণ
করিবে আমায় ধন্য, তব, শিষ্যত্ব-গ্রহণ।
দেখাবে অপূর্ব্ব লীলা দীক্ষা মন্ত্র নিয়া,
গুরুর কৃপায় আমি নিয়েছি বুঝিয়া।
অন্তিমে তোমার যেন দরশন পাই—
এই শেষ অভিলাষ গৌরাঙ্গ কানাই।
পরদিন শুভক্ষণে গৌরাঙ্গ সুন্দর
সুপবিত্র তীর্থ গয়া ক্ষেত্রে মনোহর—
জীবের পরম ভাগ্যে উত্তম লগনে
লইলেন দীক্ষামন্ত্র ঈশ্বর আপনে
পুরী মহারাজ হতে; জীবের উদ্ধারে
সর্ব্বভাবে সমর্পণ করি আপনারে।
শ্রীগুরুর পাদপদ্মে। সর্ব্ব অভিমান
গুরুপদে বিশ্বম্ভর করিলেন দান
দীক্ষা প্রাপ্তি পর প্রভু ভাব রসময়
মন্ত্রের প্রভাবে গূঢ় হইয়া তন্ময়—
লুপ্ত প্রায় বাহ্যজ্ঞান। মুখে কৃষ্ণ নাম—
নয়ন হইতে ধারা বহে অবিরাম।
মধু বৃন্দাবন স্মৃতি জেগে উঠে চিতে
জননী যশোদা রাণী পূরব লীলাতে
জাগে পিতা নন্দ-কথা। গোপ গোপীগণ
যাদের পরশে ধন্য সারা বৃন্দাবন
অপরূপ সে আনন্দ স্মৃতি মনোরম
প্রেমোন্মত্ত গৌরাঙ্গেরে ব্যথা নিরমম—

দেয় এনে বারে বার, তাই, জাগিয়া আবার
'আমি সেই কৃষ্ণ' বলে ছাড়েন হুঙ্কার।
বলেন না করো দুঃখ, আমি পুনরায়
লভিব সবার সঙ্গ ; সেই ত কানাই---
পাইবে নূতন করে। কেন দুঃখ আর—
জীবের উদ্ধারে দুঃখ তোমা সবাকার।
শোধিব সবার ঋণ, পাব তোমাদেরে
নূতন করিয়া মম আপন জনারে।

এমন বিবিধ আর্ত্তি প্রেমের বিকার
দীক্ষা অন্তে প্রভু মুখে শুনে বার বার
আচার্য্য ও শিষ্যগণ ভাবিয়া না পায়
সুস্থ করে' গৌরাঙ্গেরে নিবে পুনরায়
ফিরাইয়া নবদ্বীপে কেমন করিয়া—
কেমনে বা এ প্রলাপ যাইবে থামিয়া।
অশ্রু কম্প পুলকাদি সাত্ত্বিক বিকার
গ্রন্থে মাত্র ছিল জানা, দেহেতে সঞ্চার
কেমন করিয়া হয় ? সে-প্রেম কেমন
মুহূর্ত্তকে আনে দেহে মহা বিবর্ত্তন—
দীক্ষা অন্তে ;—প্রভু অঙ্গে হেরি' সে বিকার
আচার্য্য ও শিষ্যগণ মানে চমৎকার।
নাহি থাকে দেহবোধ, ইন্দ্রিয় নিচয়
কোন মহা অনুভবে হয়ে যায় লয়।
সর্ব্ব অঙ্গে অলৌকিক ভাব বিলক্ষণ
অপরূপ, মুহুর্মুহু জাগে শিহরণ।
পরম আশ্চর্য্য ইহা, না হেরি নয়নে
শুধু গ্রন্থ পাঠ মাত্রে জানিবে কেমনে।
আচার্য্য ও শিষ্যগণ প্রভুর কৃপায়
প্রেমের পরম তত্ত্ব জানিবারে পায়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

দক্ষিণ পাবকে এক সন্ন্যাসী ও তিলোত্তমার উদ্ধার

দক্ষিণ পাবকে এক সন্ন্যাসী প্রবর
রয়েছেন ধ্যানমগ্ন গুহার ভিতর,
গুরুর আদেশ লভি' ;—শতবর্ষ ধরি,
আসিবেন দেখা দিতে আপনি শ্রীহরি
জনমিয়া গঙ্গাতীরে, বিশ্বম্ভর নামে,
পিতৃগণ পিণ্ড দিতে যবে গয়াধামে,—
হয়ে কৃপা পরবশ, দরশনে তাঁর
ভাঙ্গিয়া যাইবে জেনো সমাধি তোমার।'
ষড়ভুজ মূর্ত্তি তাঁর করিবে দর্শন
সার্থক হইবে তবে তোমার সাধন।'
তাঁহারে করিতে কৃপা প্রভু বিশ্বম্ভর
'দক্ষিণ পাবকে' সেই গুহার ভিতর
সবার অজ্ঞাতে যেয়ে দেন দরশন
ধরি' ষড়ভুজ রূপ,—প্রভু জনার্দ্দন।'
পরদিন বসে প্রভু আপন আসনে
ছাত্রসহ কৃষ্ণ কথা রস আলাপনে
আসিলেন এ সময় বৃদ্ধা এক নারী
ধান্য দূর্ব্বা নিয়া হাতে, আশীর্ব্বাদ করি
বিশ্বম্ভরে কহিলেন, আচার্য্য শঙ্কর
আমার স্বামীর নাম, মোরে পাপজ্বর
উৎপীড়িছে অহরহ। ভেষজ তাহার
বিপ্র-পাদোদক পান। কৃপা পারাবার
জান তুমি তার মর্ম্ম, পাদোদক দানি'
কর মোরে রোগ মুক্ত দ্বিজ কুল মণি'।
এই বলে করিলেন পাদোদক পান
হইলেন নৃত্যপরা আনন্দে মহান।

পুলক শিহর জাগে সর্ব্বাঙ্গে তাঁহার
সবার সম্মুখে ঘটে রোগের উদ্ধার।
আনন্দে বলেন বৃদ্ধা প্রভু বিশ্বম্ভরে
পাদোদকে রোগমুক্ত করিলে আমারে।
মাধবেন্দ্র হলো ধন্য ষড়ভুজ হেরি—
পাদস্পর্শে হবে ধন্যা স্বর্গবিদ্যাধরী।
তিলোত্তমা পাষাণের মুরতি হইয়া
নারদের শাপে হেথা রয়েছে পড়িয়া।
শ্রীরামের পাদস্পর্শে অহল্যার সমা,—
হইবে উদ্ধার বিদ্যাধরী তিলোত্তমা।
এবলে' তখনি বৃদ্ধা হন অন্তর্দ্ধান
সবার অন্তরে জাগে বিস্ময় মহান।

দেবরাজ শচীসহ নন্দন কাননে
আছেন বিহারে রত আনন্দিত মনে।
এ সময় আসিলেন দেবর্ষি নারদ
বীণা হস্তে নিয়া, করি অপূর্ব্ব সঙ্গৎ।
গীতরসে মত্ত সবে এমন সময়
বীণা হস্তে তিলোত্তমা হইলা উদয়
দেবরাজ পার্শ্বে এসে নন্দন কাননে
অবজ্ঞা করিয়া যেন দেবর্ষি-রতনে।
নারদ কুপিত হয়ে বলিলেন তাই—
হবে রূপান্তর তুমি অশ্ম প্রতিমায়।
নারদের শাপে ভীতা স্বর্গবিদ্যাধরী
সবিনয়ে দেবর্ষিরে কহে করযুড়ি'
'করিয়াছি অপরাধ বুঝিতে নারিয়া
দাসীরে করহ ক্ষমা, কৃপা প্রকাশিয়া।
কিছু তুষ্ট হয়ে ঋষি বলেন তখন
শাপমম ব্যর্থ নাহি হবে কদাচন।
পাষাণ হইয়া রবে তীর্থে গয়াধামে
আপনি শ্রীহরি যবে বিশ্বম্ভর নামে
উদিবেন গঙ্গাতীরে জীবের উদ্ধারে
আসিবেন গয়া ক্ষেত্রে পিতৃকর্ম্ম তরে।
তাঁর পাদস্পর্শে তুমি পাইবে উদ্ধার
রেখো মনে বিদ্যাধরী কহিলাম সার।
তিলোত্তমা পাষাণীরে স্পর্শ করি দান
দেন প্রভু বন্ধ হতে মহা পরিত্রাণ।

প্রভুর স্বভাবে ঘটে মহা বিবর্ত্তন
দীক্ষাঅন্তে, গ্রন্থপাঠ শাস্ত্রার্থ চিন্তন
সব যায় দূরে সবে। তিনি সর্ব্বক্ষণ
শ্রীকৃষ্ণের নাম গানে রহেন মগন।
পুরী সাথে বিশ্বম্ভর র'ন যতক্ষণ—
ততক্ষণ কৃষ্ণ কথা কৃষ্ণের চিন্তন।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে প্রভু করেন ক্রন্দন
হানি' শিরে করাঘাত বলেন কখন
'কৃষ্ণ যে জীবন মম, কৃষ্ণ মোর গতি'—
কৃষ্ণভিন্ন তিলেকেরও নাহি মম স্থিতি।'
ক্ষণে ক্ষণে ভাবলোকে করেন বিহার
নাহি রহে বাহ্যজ্ঞান; কহি বারংবার
কৃষ্ণে মোর বিন্দুমাত্র প্রেমগন্ধ নাই
হলো মম এজীবন কেবলি বৃথাই।
নয়নের জল আর কৃষ্ণ কৃষ্ণ রব
লোকেরে দেখাতে শুধু ভকতি-বৈভব।
প্রেমবিন্দু যদি কৃষ্ণে রহিত আমার,
কৃষ্ণ স্পর্শহীন প্রাণ না রহিত আর।
এই বলি প্রভু ভূমে গড়াগড়ি যায়
সোনার বরণ তনু ধুলাতে লুটায়।
কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রভু আচার্য্যেরে ক'ন
সবে নবদ্বীপে এবে করুন গমন।
কৃষ্ণহীন এজীবন না রাখিব আর
যাব আমি বৃন্দাবনে, সন্ধানে তাঁহার।
না পাই যমুনানীরে ত্যজিব জীবন
না করিব কৃষ্ণহীন জীবন ধারণ।
গৌরাঙ্গের দশা হেরি' শুনি' আলাপন
শ্রীচন্দ্রশেখর আর প্রভু ছাত্রগণ

হইলেন চিন্তান্বিত কর্ত্তব্য স্মরিয়া
কেমনে গৌরাঙ্গ চাঁদে সাথে করে নিয়া
যাবেন জননী কাছে নবদ্বীপ ধামে ;—
বাহ্যজ্ঞানহীনে আর মত্ত কৃষ্ণ নামে।
অন্তর্যামী গৌরকৃষ্ণ স্বতন্ত্র মহান—
সবাব অন্তর কথা আছে তাঁর জ্ঞান।
কেন তিনি অবতীর্ণ নররূপ নিয়া
কিবা তা'র পবিণাম, এসব ভাবিয়া
আপনার ভাবরাশি করি সংবরণ
সহজ সরল ভাব করেন ধারণ।
সহজ সুন্দর গৌর নূতন প্রভাতে
প্রেমের অঞ্জন মেখে দুই নয়নেতে
ভাব প্রেম রসে পূর্ণ নবীন প্রেমিক
সবার সম্মুখে আলোকিয়া দশদিক।

নবম সর্গ সমাপ্ত

দশম সর্গ

প্রথম পরিচ্ছেদ

গয়াধাম হইতে প্রভুর প্রত্যাগমন ও দিব্যভাবাবেশ

জননীব পদদ্বন্দ্ব করেন বন্দন
সর্ব্বাগ্রে গৌরাঙ্গ চাঁদ, করি আগমন
গয়াতীর্থ হতে সর্ব্বকর্ম্ম সমাপিয়া
অন্য গুরুজনে পরে প্রণাম করিয়া
করেন আশিস ভিক্ষা গৌরাঙ্গ সুন্দর
সবে সুখী হেরি' তাঁরে দীর্ঘকাল পর।
'সাক্ষাৎ ঈশ্বরী মাতা' শ্রীগৌরাঙ্গ মানে
সমর্পিত মন প্রাণ জননী চরণে।
সর্ব্বতীর্থ ফল সুপ্ত পদদ্বন্দ্বে যাঁ'ব
অতুলিত সর্ব্ববিশ্বে করুণা তাঁহার।
তাই, মাতৃপদে রেখে শির বলেন নিমাই—
'এই তীর্থ সম মম অন্য তীর্থ নাই'।
গেনু গয়াধামে আমি পিতার আদেশে
পিণ্ডদিতে পিতৃগণে। এনু অবশেষে
তাঁহার আদেশ মাতঃ করিয়া পালন
তোমার চরণ দ্বন্দ্ব মোর আরাধন।
'সর্ব্বতীর্থ ফল প্রাপ্তি চরণে তোমার—
রহিয়াছে মোর লাগি,—সর্ব্বসাধ্যসার'।
তোমার কৃপায় দেবি, দুর্গম কান্তার
করিয়াছি অতিক্রম ভয়াল দুর্ব্বার
অমোঘ আশিসে তব ; তীর্থ পর্য্যটন—
ঘটিয়াছে, ঘটিয়াছে দুর্ল্লভ দর্শন।
বাড়াইয়া বাহুদ্বয় সন্তপ্তা জননী
শ্রীগৌরাঙ্গে বক্ষোমাঝে নিলেন অমনি,
করিলেন অভিষিক্ত আনন্দাশ্রু জলে—
করেন চুম্বন শত, বদন-কমলে।
মাতৃস্বসা সর্ব্বজয়া দেবী শ্রীমালিনী
অদ্বৈত ঘরণী সহ ধান্য দূর্ব্বা আনি'
করিলেন আশীর্ব্বাদ শ্রীগৌরাঙ্গ শিরে—
নয়নপল্লব সিক্ত আনন্দাশ্রু নীরে।
প্রতিবেশী বয়োজ্যেষ্ঠ আসিয়া সবাই
শ্রীগৌরাঙ্গে স্নেহাশিস জানাইয়া যায়।
উদ্দেশি' গৌরাঙ্গে তারা মহানন্দে বলে
যেইদিন নবদ্বীপ ছেড়ে তুমি গেলে—

পিণ্ডদিতে গয়াধামে পিতৃপিতামহে,
কি দুঃখ পেয়েছি মোরা তোমার বিরহে
প্রকাশের নাহি ভাষা। গাঢ় অন্ধকারে—
ছিনু যেন বন্দী হয়ে অন্ধ কারাগারে—
আত্মীয় বান্ধব শূন্য,—সাথে সবাকার
নিঃস্ব রিক্ত বেদনার্ত্ত,—হৃদয় সবার।
কে কারে সান্ত্বনা দিবে ? শোকমগ্ন সবে—
না ছিল আলোক বিন্দু কারো অনুভবে।
ঘন ঘোর নিশা অন্তে ভানুর উদয়—
জীবন-পরশ আনে,—নাশে সর্ব্ব ভয়,
তেমনি আজিকে তব শুভ আগমনে
ঘুচিয়াছে অন্ধকার সবাকার মনে।
ঘটিয়াছে আনন্দের আলোক বিস্তার
হইয়াছে অবসান মৃত্যু-বেদনার।
আমাদের প্রাণ তুমি গৌরাঙ্গ কানাই—
একথা তোমাকে বল কেমনে জানাই।
পথশ্রম ক্লান্ত, আজি করহ বিশ্রাম
পরে শুনিব তোমার মুখে, তীর্থ গয়াধাম
কতদূর, কি মাহাত্ম্য, কেমনে অসুর—
কোন কর্ম্মে বিষ্ণুপদে ভকতি প্রচুর
লাভ করি', এ সৌভাগ্য করিলা অর্জ্জন
নিল বক্ষে দেবারাধ্য শ্রীবিষ্ণু চরণ ;—
শুনিব কাহিনী সেই অমর অক্ষয়,
তবমুখে একদিন,—আজি আর নয়।'
একে একে গেল সবে আপনার ঘরে—
ছাত্রসহ যান প্রভু গঙ্গাস্নান তরে।
বহুকাল ভাগীরথী নাথে না হেরিয়া
রয়েছে আপন মনে আপনি মজিয়া।
মূরছিতা বেদনায় শীর্ণ স্রোতোধার
জানাবে কাহারে আর ব্যথা আপনার।
আভরণ হীনা তাই পতি বিরহিনী
নাথের চিন্তায় রতা দিবস যামিনী।
জানেন অন্তরযামী বেদনা তাহার
তাই, নাশিবারে সঙ্গদানে সর্ব্বদুঃখ ভার—
চলেছেন গঙ্গাস্নানে প্রভু বিশ্বম্ভর,
হেরি ভাগীরথী তাঁরে, প্রফুল্ল অন্তর।
বিলম্ব সহেনা যেন, মধু শিহরণে—
অসংখ্য তরঙ্গভঙ্গে পুলকস্পন্দনে—
নাথেরে টানিয়া নেয় বক্ষে আপনার
পরশিয়া পদদ্বন্দ্ব সর্ব্বাগ্রে তাঁহার।
বহুকাল পরে মাতা করেন রন্ধন
গৌরাঙ্গের প্রিয় যাহা অন্ন ও ব্যঞ্জন।
বধূরে বলেন মাতা রহ তুমি ঘরে—
'এসেছে গৌরাঙ্গ মম বহুদিন পরে।
অন্তর বুঝিয়া কর আনন্দ বিধান—
যাহাতে গৌরাঙ্গ নাহি করে অভিমান।
ফুল ভালবাসে গৌর, রাখ সাজাইয়া
তার তরে, গন্ধমাল্য রাখ ঘরে নিয়া।
সুগন্ধ তাম্বুল এনে রাখ বাটা ভরি—
আনন্দ লভিবে গৌর আস্বাদন করি।
বিবিধ গ্রন্থাদি তা'র রাখ যথাস্থানে
বিঘ্ন যাতে নাহি ঘটে তার অধ্যাপনে।
গৌরাঙ্গের কাছে হবে মধুর ভাষিণী
সেবা কর্ম্মে হবে রত দিবস যামিনী।
রমণীর ধর্ম্ম কর্ম্ম সকল সাধন
পতি দেবতার সদা প্রীতি-সম্পাদন।
ইহার অধিক ধর্ম্ম রমণীর নাই—
সতীশিরোমণিগণ বলেন ইহাই'।
এইসব উপদেশ দানিয়া বধূরে
চলিয়া গেলেন মাতা রন্ধনের তরে।
গর্ভথোর শাক দাল যতন করিয়া
রন্ধন করেন দেবী,—গৌরাঙ্গ লাগিয়া।
অন্নের সুগন্ধে গৃহ হয় ভরপুর
জননীর মনে আজি আনন্দ প্রচুর।

কতদিন গৌরশূন্য ছিল গৃহখানি
নীরব অশ্রুতে ঘেরা ; সান্ত্বনার বাণী—
পাননি খুঁজিয়া মাতা, আপনার তরে—
ছিলেন গৃহের মাঝে মূর্চ্ছিত অন্তরে।
বরষার মেঘে ঢাকা সুধাকর সম—
ছিল বধূ মুখহানি,—সুধা অনুপম।
গুরু বেদনায় নেত্র যাইত নামিয়া
অনিন্দ্য ওই মুখখানি চাহিতে ফিরিয়া।
হইয়াছে সে-আঁধার আজি অবসান
সবাই ফিরিয়া আজি লভিয়াছে প্রাণ।
এতদিন পরে মাতা প্রাণ মন দিয়া—
দেবতার ভোগ্য বস্তু রাধেন বসিয়া।
সমাপিয়া গঙ্গাস্নান, গৃহ দেবতায়—
অর্চ্চনা করিয়া গৌর তুলসী তলায়
করিলেন পূর্ব্বসম গঙ্গাজল দান—
কতদিনে দেবী যেন পেলো ফিরে প্রাণ।
মায়ের আহ্বানে গৌর বসেন আহারে
গৃহদেব পূজা অন্তে নমি' জননীরে।
গৌরপাশে বসে মাতা বুলালেন হাত
কপোলে বাহুতে পৃষ্ঠে, ঘটে অশ্রুপাত—
কঠোর নিয়মে তীর্থে ক্ষীণ অঙ্গ হেরি,
কহিলেন, বাপ আমি সহিতে না পারি।
স্বর্ণ অঙ্গ উপবাসে হইয়াছে ম্লান
করহ বিশ্রাম,—ক্লান্তি হোক অবসান।
মায়ের আদেশ পেয়ে অন্ন দেন আনি
বিবিধ ব্যঞ্জন সহ বধূ ঠাকুরাণী,—
আড়ালে বসিয়া দেবী,—করিছে আহার
গৃহে বহুকাল পরে প্রাণকান্ত তাঁর—
সম্মুখে আসনে বসে, বাসনা অন্তরে—
প্রাণভরে সারাক্ষণ পাইতে তাঁহারে।
কাঁদিছে হৃদয় মন, যেন কত যুগ—
পারে নাই হেরিবারে ওই চাঁদমুখ।

একান্তে শোনেন মাতাপুত্র আলাপণ
গৌরাঙ্গের গয়াধাম তীর্থ পর্য্যটন।
জানিতে চাহিলে মাতা তীর্থ বিবরণ—
সঙ্খেপে গৌরাঙ্গ তাহা করেন বর্ণন।
হিংস্র ব্যাঘ্র ভল্লুকাদি যেথা বাস করে,
এমন দুর্গম গিরি গহন কান্তারে
দুর্জ্জয় সাহস আর মনোবল নিয়া—
যান যাঁরা গয়াধামে তাঁদেরে স্মরিয়া
শ্রদ্ধায় আপ্লুত হয়ে কন বিশ্বম্ভর—
'গয়' নামে অসুরের নামেতে সহর,—
হলেও অসুর সে যে মহা ভাগ্যবান—
মহোদার বিষ্ণুভক্ত, বৈষ্ণব মহান।
দেবরাজ মহাভীত তা'র তপস্যায়—
যাবে বলে অধিকার মনে ভয় পায়।
ইন্দ্রের প্রভাবে বিষ্ণু, কঠিন পাষাণ
চাপাইয়া বক্ষে তা'র চরণ দুখান
স্থাপিয়া তাহার 'পরে কন কৃপা করি
যেজন আসিয়া হেথা পদচিহ্নোপরি
পিতৃপুরুষেরে পিণ্ড করিবেন দান—
জন্মমৃত্যু তাহাদের হবে অবসান।
অসুর হয়েছে ধন্য বিষ্ণুর কৃপায়—
মহাভাগ্য অসুরের তুলনা না পাই।
ভক্ত গয়াসুরে কৃপা বিষ্ণুর বিশেষ
স্মরণে গৌরাঙ্গে ঘটে ঈশ্বর আবেশ।
বচন ভঙ্গীতে ঘটে মহাবিবর্ত্তন
অঙ্গ হতে দিব্যতেজ হয় বিকীরণ।
'বলেন ভক্তেরে আমি রক্ষি' চিরকাল
সম্মুখে রয়েছে ব্যাপ্ত ধরণী বিশাল
সবার হইতে শ্রেষ্ঠ ভক্ত গুণধাম
ঘটে সর্ব্বসিদ্ধি যা'র মুখে কৃষ্ণ নাম।
শুনিয়া গৌরাঙ্গ বাণী, ভাব দেখি আর
অন্তর শুকায়ে যেন যায় শচীমার,

'এ কোন্ দেবতা গৌরে পাইল আবার
মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি আচার ব্যভার
নিমেষে নিয়াছে হরি,'--প্রদীপ্তচ্ছটায়
গৌরাঙ্গ সুন্দরে মাতা খুঁজিয়া না পায়।
বিষ্ণুপ্রিয়া রান্নাঘরে করেন ক্রন্দন,—
হেরিয়া করেন প্রভু ভাব-সংবরণ।
ধীরে ধীরে দিব্যভাবে নেন শান্ত করি
আপ্তকাম সর্ব্বাধীশ শ্রীগৌরাঙ্গ হরি।
মার অন্ন ব্যঞ্জনেরে তবে প্রশংসিয়া—
সুধা সম অন্নে প্রভু গ্রহণ করিয়া
ভোজনে আনন্দ পান দীর্ঘকাল পর
দরশনে হরষিত মায়ের অন্তর।
নবদ্বীপে পুনঃ গোরাচাঁদের উদয়—
মুখে মুখে সর্ব্বস্থানে প্রচারিত হয়।
গৌরাঙ্গে হেরিতে সবে আসিছে ছুটিয়া
যে যেখানে ছিল কাজে সব তেয়াগিয়া।
সবার অন্তর মাঝে গৌরাঙ্গ সুন্দর
মানস সন্তাপহারী স্নিগ্ধ সুধাকর।
সর্ব্বদুঃখ ভয়নাশী কে আছে এমন—
প্রাণের গৌরাঙ্গ সম আপনার জন।
সবাকার প্রিয় তিনি আশ্রিত বৎসল
ভকতের একমাত্র তিনিই সম্বল।
যে আসে তাহারে বুকে নেয় গৌরহরি,
ঈশ্বরের স্পর্শে ধন্য হৃদয় সবারি।
জ্ঞানী গুণী সুগভীর এ নিমাই নহে—
নয়ন যুগলে সদা ভাগীরথী বহে
সুনির্ম্মল অবিরাম বক্ষ ভাসাইয়া
উত্তপ্ত ধরণীতল শীতল করিয়া।
পরম বিস্ময়ে সবে হেরে বিশ্বম্ভরে,
স্তম্ভিত মানস, কিছু বুঝিতে না পারে।
ভারত বিজয়ী প্রাজ্ঞ কেশব যাঁহারে
দিয়াছেন জয়মাল্য, শাস্ত্রের বিচারে।
হয়েছিল বাক্যহীন যাঁর প্রতিভায়
গয়াধামে হারাইয়া গেছে সে-নিমাই।
শাস্ত্র ব্যবসায়ী ধীর পণ্ডিতেরগণ—
সূক্ষ্ম নব্যন্যায়ে যাঁরে পারেনি কখন
পরাজিতে সভামাঝে কেহ একবার
সে-পণ্ডিতে খুঁজে কেহ পাইবে না আর।
তর্কযুদ্ধে সমুদ্যত সদা যাঁর মন
যাঁহারে করিত ভয় পণ্ডিতেরগণ।
কোথা আজি সে গৌরাঙ্গ যোদ্ধা ধনুর্দ্ধর
অক্লান্ত সাহসী ধীর যুক্তিতে প্রখর।
জ্ঞানের প্রদীপ্ত শিখা ছিল দু'নয়নে
ভীতিময় অনির্ব্বাণ, প্রতিদ্বন্দ্বী জনে
প্রতিক্ষণে করি দগ্ধ, নির্ম্মম নিষ্ঠুর
বিদগ্ধের সভা হতে করে দিত দূর
কোথা সে সংগ্রামী সিংহ ? গেছে তলাইয়া
মহাপ্রেম সিন্ধু মাঝে,—পাবে না খুঁজিয়া।
আজি নিরপেক্ষ গৌর প্রেমিক সুজন·
সর্ব্বত্র করুণা তাঁ'র হতেছে বর্ষণ।
ভাবরস পরিপূর্ণ নয়ন যুগল
প্রেম সরোবরে সদা করে টলমল,
সবারে টানিয়া নেয় বক্ষে আপনার
খুলিয়া রেখেছে সদা হৃদয় দুয়ার
ছোট বড় সব লাগি' ; পরম বিস্ময়
মহাজ্ঞান,—মহাপ্রেমে নবজন্ম লয়।
শ্রীবাস পণ্ডিত ভাসে আনন্দ সাগরে
পাইয়াছে এতদিনে প্রভু বিশ্বম্ভরে
নিজ মনোমত করি। 'শচীর দুলাল—
শুষ্ক তর্কবিদ্যা ছাড়ি' হউক রসাল,
প্রেম মধুরসায়নে ; স্পর্শ পেয়ে তাঁ'র
হউক সকলে ধন্য,—তরুক সংসার'—
শ্রীবাসের এ কামনা। গয়া হতে ফিরে
ভাসিছে গৌরাঙ্গ কৃষ্ণ প্রেমের সাগরে।

হেরিল আপন নেত্রে আজিকে শ্রীবাস
এতদিনে কৃষ্ণ তার মিটাইল আশ।
প্রেমধন নিয়া গৌর আসিয়াছে ফিরে।
মুখে সদা কৃষ্ণ কথা। নয়ন দু'টারে
প্রেম রসাঞ্জনে পূর্ণ করি সর্ব্বক্ষণ
যেন কার সাথে সদা করে আলাপন
কোনো ভাষা নাহি তা'য়। সবি প্রেমময়
বাণীর বর্ণন সাধ্য এ নয়ন নয়।
আনন্দ পুলকে দেহ উঠে উল্লাসিয়া
ক্ষণে ক্ষণে, শিহরণ উঠিছে জাগিয়া
প্রতি রোম-কূপে তাঁ'র; উদ্দাম প্রবাহে
জাহ্নবী যুগল নেত্রে যাইতেছে বহে'।
শ্রীবাসের আঙ্গিনায় কুন্দ বৃক্ষ তলে
গদাধর গোপীনাথ মুরারি সকলে
মিলিত হয়েছে এসে। বলেন শ্রীবাস
উদ্দেশিয়া তাঁহাদেরে মহানন্দ ভাষ—
গৌরাঙ্গ দর্শনে যাহা লভেছে পরম
দেবেরও দুর্লভ বস্তু সিদ্ধির চরম।
'অসম্ভব ছিল যাহা সুধী বিশ্বম্ভরে,
না জানি সম্ভব তাহা হইল কি করে?
পণ্ডিতগণের যেবা ছিল মহা ভয়
আজি তার দর্শনেতে সবার অভয়।
তর্কবুদ্ধি সবে গৌর তীর্থে বিসর্জ্জিয়া
আনিয়াছে প্রেমধন হৃদয় ভরিয়া।
গুপ্তবৃন্দাবনে নবলীলার বিকাশে
প্রেমোন্মত্ত শ্রীগৌরাঙ্গ পরম উল্লাসে
নিমেষেতে করে নেয় সবে আপনার
সর্ব্বদা উন্মুক্ত তাঁর হৃদয় দুয়ার।
আত্মপর ভেদহীন নির্দ্বন্দ্ব অব্যয়;—
এই যেন সেইকৃষ্ণ নন্দের তনয়।'
দর্শনে হইতে ধন্য শুক্লাম্বর ঘরে
মিলিত হইবে সবে,—বাসনা অন্তরে।

প্রভু প্রিয়জন সবে শুনে এই বাণী
আনন্দে মাতিয়া সবে উঠিলা তখনি
হেরিবারে ভক্তজন সাধনার ধনে—
রসের বিগ্রহে নব গুপ্তবৃন্দাবনে।
শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী কৃষ্ণগত প্রাণ
দীক্ষা তাঁর প্রেম-ধর্ম্মে,—বৈষ্ণব মহান।
ব্রহ্মচর্য্য ব্রতধারী কৃষ্ণ-অনুরাগী
নিয়ম নিষ্ঠায় রত সংসার বিরাগী।
প্রভুর সহজ কৃপা তাঁহার উপর
ভাগ্যবান ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণ-নির্ভর।
তাঁর গৃহে ঈশ্বরেব প্রথম প্রকাশ
ভক্ত-ভগবানে নিত্য আনন্দ বিলাস।
ব্রহ্মচারী গৃহে এসে মিলিল সকলে
মুরারি শ্রীবাস আদি ভক্ত যথা কালে।
গদাধর গৃহ কোণে রহে লুকাইয়া
অভিমানে, আপনারে গোপন করিয়া।
ভাবেতে বিভোর প্রভু এমন সময়—
শুক্লাম্বর গৃহে এসে হলেন উদয়।
মহানন্দে ভক্তবৃন্দ করে হরিধ্বনি
আনন্দে উন্মত্ত গৌর হইয়া তখনি
'হা কৃষ্ণ আমারে ত্যজি' লুকালে কোথায়,
কেমনে ধরিব প্রাণ না হেরি তোমায়'।
এই বলে উচ্চৈঃস্বরে করিয়া ক্রন্দন
ভূতলে পতিত হন হয়ে অচেতন।
অভিনব এই আর্ত্তি, নয়নের ধার
হেরিয়া অন্তরে ভয় জাগে সবাকার।
'কৃষ্ণপ্রেম' এইভাবে নিমাই পণ্ডিতে
হইল প্রকাশ শুক্লাম্বরের গৃহেতে।
তীর্থের প্রভাব-বলে কেহ কেহ বলে
কেহ কহে পুরীমন্ত্র প্রভাবের ফলে
হয়েছে শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম; কেহ বলে নয়—
'নবরূপে এসে কৃষ্ণ হয়েছে উদয়।'

আপনি শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন এ প্রেম সহিতে
নারিবে দ্বিতীয় কেহ এই ধরণীতে।
এ-প্রেম স্বরূপ কারো অধিগত নয়—
প্রভুতে প্রথম হেরি পায় মনে ভয়।
কি করিতে হবে এবে প্রভুকে লইয়া
সমাগত ভক্তবৃন্দ না পান ভাবিয়া।
কিছুক্ষণ পরে প্রভু লভিয়া চেতন
'কোথা মোর কৃষ্ণ' বলে করেন ক্রন্দন।
এই সাথে ছিল মম লুকাল কোথায়,
বল সবে কোথা গেলে মোর কৃষ্ণ পাই'।
নয়ন ধারায় বক্ষ যেতেছে ভাসিয়া
স্বর্গ হতে সুরধনী এসেছে নামিয়া
প্রভুর নয়ন দ্বয়ে। নাবে বিশ্বসিতে
লুকাইয়া এত অশ্রু রহে নয়নেতে?
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' কহি প্রভু ছাড়েন হুঙ্কার
প্রেমেতে উচ্ছল প্রাণ হয় সবাকার।
ব্রহ্মচারী গৃহে প্রেম-বন্যা বহে যায়
ভাবিছে এলেন কৃষ্ণ নামিয়া ধরায়।
গৃহকোণে গদাধর এ আর্ত্তি শুনিয়া
সাথে সাথে নিজ সংজ্ঞা ফেলে হারাইয়া।
গদাধরে তবে প্রভু করেন আহ্বান
কাছে আসে গদাধর, পায় ফিরে প্রাণ।
আনন্দে করেন প্রভু তাঁকে আলিঙ্গন
বলেন পেয়েছ তুমি মহামূল্য ধন।
তোমা সম ভাগ্যবান কেবা আছে আর
অভাগা আমায়, কিছু অংশ দাও তা'র।
দেখ, কৃষ্ণ এইমাত্র আমায় ত্যজিয়া
কোথা অন্তর্দ্ধান হলো না পাই খুঁজিয়া'।
এই বলে ভূমে প্রভু গড়াগড়ি যান—
বেশবাসে আপনার না রহে সন্ধান।
স্বর্ণঅঙ্গ বিলুণ্ঠিত হতেছে ধূলায়
'বৃথা বিদ্যারসে মত্ত ত্যজিয়া আমায়
চলিয়া গেছেন কৃষ্ণ; বল কোথা গেলে,
পাইব ফিরিয়া পুনঃ শ্রীনন্দদুলালে'।
এই বলে পুনঃ প্রভু করেন ক্রন্দন
ভক্তগণ সাথে করে অশ্রু বিসর্জ্জন।
পরম বিস্ময়ে সবে হেরে বিশ্বম্ভরে,
হৃদয় ভাসিয়া যায় আনন্দাশ্রুনীরে।
সবার সম্বিৎ যেন বিলুপ্ত হইয়া—
পুতুলের সম সবে আছে নিরখিয়া—
কতক্ষণ, কে কহিবে? দিবা অবসান
হয়ে যায় ধীরে ধীরে না আসে সংজ্ঞান।
হেরি' নব কৃষ্ণচন্দ্রে প্রথম প্রকাশ—
হইল সবাই ধন্য—পূরাইল আশ।
ভক্তবৃন্দ হতে প্রভু বিদায় লইয়া
বেলা শেষে স্ব-আবাসে এলেন ফিরিয়া।
সীমাহীন দুঃখ আজি জননীর মনে
হইতেছে পুঞ্জীভূত প্রতি ক্ষণে ক্ষণে।
যে-ভাব-সমুদ্র মাঝে গৌরাঙ্গ সুন্দর
চলেছেন ভেসে ভেসে, তাঁহার অন্তর
যে-মধু-আনন্দ-সুধা করিতেছে পান
বাৎসল্যে বিমুগ্ধা মাতা তাহার সন্ধান
হইয়া মমতাময়ী পাবেন কোথায়—
মহা ভাবরসে গৌর ভাসিয়া বেড়ায়।
একমাত্র হারাধন সন্তান নিমাই—
হইবে আদর্শ গৃহী,- মার মন চায়।
হইয়া পণ্ডিত-শ্রেষ্ঠ, ঐশ্বর্য্য ভাণ্ডারে
করি পরিপূর্ণ গৃহ নানা উপচারে—
দিবে তাকে অধিকার তুষিতে সবায়
মার মনে এর চেয়ে শান্তি আর নাই।
কোথা সেই সুখস্বপ্ন? জননীর আশ
সকলি গৌরাঙ্গচাঁদ করিতে বিনাশ
আরম্ভ করিয়া দিল ফিরে গয়া হতে—
পূর্ব্ব গৌরাঙ্গের কিছু নাহিক তাঁহাতে।

সংসারের কোনো কথা নাহি মুখে আর
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বুলি মাত্র, আর হাহাকার।
আহারে নাহিক রুচি বিনিদ্র নয়ন
চিত্ত তাঁর চিন্তামগ্ন আছে সর্ব্বক্ষণ।
গৃহকোণে বধূমাতা অশ্রুজলে ভাসে—
অভাগিনী মুখে কোনো কথা নাহি আসে।
হইয়াছে রাহুগ্রস্ত পূর্ণ শশধর
ও মুখ দর্শনে দগ্ধ হতেছে অন্তর।
অধ্যাপনা এবে বন্ধ, ছাত্রগণ এলে—
গ্রন্থখুলে মুখে শুধু কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে।
গৌর মুখপানে সবে বিস্ময়ে তাকায়—
অসম্ভব এ রহস্যে সন্ধান না পায়।
চকিতে কখন উঠে করিয়া ক্রন্দন
মুখে সেই কৃষ্ণ নাম, মুগ্ধ ছাত্রগণ
রহে মৌন মূক হয়ে। অপদেবতায়
করেছে গৌরাঙ্গে 'ভর', অনুমানি তায়—
মুরারিরে ডেকে মাতা সুধান তখন
বল কেন গৌর মম করিছে এমন ?
এ কেমন রোগধর্ম্ম ? বাছারে আমার,
করিল উন্মত্ত, মম, গৃহ ছারখার'।
কাঁদিয়া জানান মাতা গৃহ দেবতারে
'হতে অপদেবতায় রক্ষ গৌরাঙ্গেরে।
সকলি গিয়াছে মম কিছু বাকী নাই
শূন্যবক্ষে একমাত্র রয়েছে নিমাই।
সংসার হইতে তারে লইলে ছিনিয়া
অভাগিনী মাতা রবে কেমনে বাঁচিয়া ?
ধ্রুবের মতন শেষে বসিতে সাধনে—
অরণ্যে যাইবে গৌর ? ইহা বা কেমনে—
সম্ভব হইবে বল এই কলিকালে,
ভাবিতে হৃদয় মম দহে পলে পলে।
হে দেব, এখনো আছি তোমার কৃপায়,
এবে রক্ষা কর মোরে রক্ষিয়া নিমাই।

প্রার্থনা শুনিয়া কন গৃহের দেবতা—
'বুঝিবেনা মাতা তুমি গৌরাঙ্গের ব্যথা।
এ ব্যথা স্বীকার নিজে গৌরাঙ্গ কানাই
করিয়াছে আগে দেবি, নাহিক উপায়—
কাঁদিয়া কাঁদিয়া ঋণ শোধিতে হইবে'
এই ত আরম্ভ মাতঃ, কত কি হেরিবে'।
মুরারি কহেন পরে, গৌরাঙ্গ রতনে
প্রমূর্ত্ত যে ভাব রাজি,—দুর্লভ সাধনে
নাহি পায় কোনো জন। ইহা রোগ নয়—
মহাভাবে উনমত্ত গৌরাঙ্গ হৃদয়।
সর্ব্ববিদ্যা অধিগত করিয়া প্রথমে—
তর্কযুক্তি সুনিষ্ণাত প্রজ্ঞায় চরমে
ভেঙ্গে ক্ষুদ্র বুদ্ধিজাত মোহ অহঙ্কার—
করিবেন প্রভু প্রেম ধর্ম্মের প্রচার।
সকল জ্ঞানের সার ভকতি দেবীরে
স্থাপিবেন যিনি সর্ব্ব মানস মন্দিরে ;—
কৈশোরে প্রথমে তাই প্রযুক্তি বিদ্যায়
ক্ষুরধার সুপ্রদীপ্ত বুদ্ধি মহিমায়—
পরাভবি' সবাকার পাণ্ডিত্য গৌরবে
সুপ্রতিষ্ঠ বিশ্বম্ভর, বিদ্যার বৈভবে।
পূর্ব্বাচলে সবিতার নব অভ্যুত্থানে
স্তিমিত তারকাসম গগন প্রাঙ্গনে,—
নবদ্বীপে পণ্ডিতের অগ্রগণ্য সব—
হতমান পরাজিত বিনষ্ট গৌরব।
বাণী পুত্র কেশবের শেষ পরাজয়
নিমাই পণ্ডিতে করে বিশ্বের বিস্ময়।
প্রতিভার দিব্য জ্যোতিঃ পড়ে ছড়াইয়া
সমগ্র ভারতবর্ষে ; আসিল ছুটিয়া
দূর দিগ্‌ দেশ হতে ছাত্র অগণন
করিবারে গৌরাঙ্গের শিষ্যত্ব গ্রহণ।
অসীম সৌভাগ্যবশে তাহারা সবাই
ঈশ্বরের পদমূলে লভিয়াছে ঠাঁই।

কতজন্ম তপস্যার একল কে জানে
লভিল আশ্রয় এসে গৌরাঙ্গ চরণে।
এঁবা নিত্য কৃষ্ণ-সঙ্গী, জন্ম জন্মান্তর
দাস্যভাবে পরিপুষ্ট সবার অন্তর।
গয়াধামে শ্রীগৌরাঙ্গ গেলে পিণ্ড দিতে
অধ্যাপনা রহে বন্ধ। তারা কোনো মতে
পারেনি করিতে অন্য-শিষ্যত্ব স্বীকার
তাদেব গৌরাঙ্গ ভিন্ন কিছু নাহি আর।
দীর্ঘকাল পাঠবন্ধ ; ক্ষতি সমধিক
গৌরাঙ্গ তাদের কিন্তু গুরুর অধিক।
পিতা তিনি বন্ধু তিনি তিনি জ্ঞান দাতা
শ্রীগৌরাঙ্গ তাহাদেব দ্বিতীয় বিধাতা,
গৌরাঙ্গেব প্রেম ডোরে বদ্ধ তাবা সব
পঠন পাঠন তাঁ'তে সর্ব্ব অনুভব।
তাই সর্ব্বক্ষতি তাবা স্বীকার করিয়া
শ্রীগৌরাঙ্গ-পথ পানে রয়েছে চাহিয়া।
আসেন গৌরাঙ্গ ফিরে তীর্থ-কর্ম্ম শেষে
মহাভাবাবিষ্ট এক প্রেমিকেব বেশে।
ভাবাবেশে ঢুলু ঢুলু সদা দুনয়ন
জ্ঞানবুদ্ধি রসাবিষ্ট রহে সর্ব্বক্ষণ ;—
কোনো কথা নাহি মুখে, শুধু কৃষ্ণ নাম
রসনায় মৃদুমন্দ শোভে অবিরাম।
কেহ বলে বায়ু রোগে আছন্ন নিমাই—
কে পড়াবে শাস্ত্রগ্রন্থ বুদ্ধি স্থির নাই,—
কারো মতে দীক্ষা দিয়া পুরী মহাশয়
গৌরাঙ্গেরে কৃষ্ণ-ভাবে করেছে তন্ময়।
সামান্য মনুষ্য নহে প্রভু বিশ্বম্ভর
কেহ কহে অপরূপ কলির ঈশ্বর।
এইরূপে নানাভাবে প্রভুকে লইয়া
জল্পনা কল্পনা চলে। স্তম্ভিত হইয়া
রহে বিদ্যার্থীরগণ। অধ্যয়ন আর
হইবেনা, হেরে সবে গাঢ় অন্ধকার।

যে শির গৌরাঙ্গ-পদে হয়েছে নিলয়
বিদগ্ধের শিরোমণি পণ্ডিতের ভয়
তাঁরে ছেড়ে কারো কাছে না পারে যাইতে
গৌর-নিবেদিত-মন না পারে ফিরাতে।
অথচ বাসনা গাঢ় আরো অধ্যয়নে
কেমনে পূরিবে তাহা ভাবে সবে মনে।
দরশনে গুরুমুখ দগ্ধ হয় হিয়া
কিসে বা সান্ত্বনা তাঁর, কোন দ্রব্য দিয়া
মহাদুঃখ উপশম ঘটিবে না জানে—
কোথা বা যাইবে পুনঃ শান্তির সন্ধানে ?
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলে যবে কাঁদে বিশ্বম্ভর
দরবিগলিত ধারা নেত্রে নিরন্তর
ভাসায়ে কপোল বক্ষ ঝরে ধরণীতে—
বিদরে সবার প্রাণ করুণ আর্ত্তিতে।
'হে কৃষ্ণ নিমেষে তুমি লুকালে কোথায়
এইত নয়নে ছিলে এই দেখি নাই
কোথা গেলে বল তোমা পাব এইবার
তব অদর্শনে প্রাণ রবে না আমার'।
এইভাবে হাহাকার করেন যখন
ভুলে আপনার দুঃখ বিদ্যার্থীরগণ।
অধ্যয়ন কথা যায় সকলে ভুলিয়া
নিবারিতে গুরু-দুঃখ সান্ত্বনা দানিয়া
সবাই সচেষ্ট হয়। কিহবে উপায়
ভাবে, কিরূপে হইবে স্থির পণ্ডিত নিমাই।
সবার অন্তরযামী প্রভুবিশ্বম্ভর
তাঁর লাগি বিদ্যার্থীরা হয়েছে কাতর।
জননী ও বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁহার লাগিয়া
কাটাইছে দিবারাত্র কাঁদিয়া কাঁদিয়া
করিলেন তাই প্রভু ভাব সংবরণ
হইল সবার মহা আনন্দিত মন,
হাসি ফুটে যার মুখে, তিনি ধীরে ধীরে
দু'একটী সংসার কথা কন বিশ্বম্ভরে।

পাঠ নিতে পুঁথি খুলে বসে ছাত্রগণ
হয় স্বল্প পাঠ ব্যাখ্যা,—কৃষ্ণগত মন
গৌরাঙ্গের মুখে অন্য কথা নাহি আসে
সঙ্গে সঙ্গে অশ্রু জলে যায় বক্ষ ভেসে।

সমাগত এবে আত্ম প্রকাশের ক্ষণ
বিদ্যার বিলাসে কত রহিবে মগন,
পতিত উদ্ধার তরে তাঁর অবতার
করিতে হইবে কলি জীবের উদ্ধার।
অন্তেবাসী যারা আজো করে অধ্যয়ন
তাদেরও লভিতে হবে ভক্তি মহাধন।
বাছিয়া লইতে হবে জীবনের পথ
পূর্ব্বগুরু গঙ্গাদাস, তারো কিবা মত
যুক্তি ও বিচারে তাহা করিতে উদ্ধার
ছাত্রগণ নিয়া গৌর যান টোলে তাঁর।
নন্দিত করেন গৌরে মধুর ভাষণে
প্রথমেই গঙ্গাদাস ; গুরুর চরণে
প্রণত হইয়া গৌর যাচে আশীর্ব্বাদ,
হৃষ্ট মনে অধ্যাপক দেন সাধুবাদ।
ধর্ম্ম ও ভকতি নিয়া আলোচনা হয়
গুরু শিষ্যে বহুক্ষণ,—না ঘুচে সংশয়।
'শাস্ত্রগ্রন্থ অধ্যয়নে যে-বিদ্যা অর্জ্জন
মিটে তা'তে সংসারের যাহা প্রয়োজন,
কিন্তু যাহা চিরন্তন প্রাণের পিয়াস
মিটাতে না পারে শাস্ত্র। প্রেমের প্রকাশ
ভক্তি দেবী কৃপা ভিন্ন কভু নাহি হয়,
প্রেমের বিকাশে ধর্ম্মশাস্ত্র শ্রেষ্ঠ নয়।

অধ্যাপক গঙ্গাদাস বলেন যখন
বিশ্বম্ভরে উদ্দেশিয়া, 'বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ—
তোমার স্বধর্ম্ম হবে শাস্ত্র অধ্যয়ন—
বৈষ্ণব পণ্ডিত রূপে হইবে গনন।
মগ্ন থেকে কৃষ্ণ নামে বিদ্যা না অর্জ্জিলে
হলেও বৈষ্ণব তাকে মূর্খ সবে বলে।
ছেড়ে অধ্যাপনা নিবে ভক্তির আশ্রয়,
ধর্ম্মশাস্ত্র মতে উহা যুক্তিসিদ্ধ নয়।
গুরুবাক্যে বিশ্বম্ভর মনে ব্যথা পান
তথাপি রক্ষেণ তিনি গুরুর সম্মান।
কন, গুরুমতে শাস্ত্র চর্চ্চা সকলের আগে
তাহার মাধ্যমে প্রেমভক্তি চিত্তে জাগে।
গঙ্গাদাস সাথে তর্ক না করিয়া আর
কহিলেন প্রণমিয়া,—'আদর্শ আমার
শাস্ত্র ব্যাখ্যা যুক্তি বলে করিব প্রমাণ
জ্ঞানের মূলেতে ভক্তি, শাস্ত্রেরই এ-দান'।
এ ব্যাখ্যা করিব আমি সাক্ষাতে সবার
দোষ প্রদর্শনে দেখি সাধ্য আছে কার।
ব্যাখ্যায় আমার কেহ দোষ দিতে পারে,
শ্রেষ্ঠত্ব-স্বীকৃতি আমি দানিব তাহারে।
এই বলে ছাত্র সহ যান বিশ্বম্ভর
জাহ্নবীর তীর প্রান্তে। দ্বিতীয় প্রহর
সন্ধ্যা হতে, যোগাসনে দীপ্ত প্রতিভায়
সর্ব্বশাস্ত্র মর্ম্ম অর্থ ভক্তি মহিমায়
লাভকরা জীবনেতে সাধন চরম,
নানা যুক্তি বলে ব্যাখ্যা করেন পরম।
দর্শনের সুনিপুণ তত্ত্ব সমন্বয়ে
স্তম্ভিত পণ্ডিতবর্গ সাধ্যের নির্ণয়ে।
প্রতিবাদ করিবার সাধ্য কারো নাই
অনন্য-প্রতিভ বীর পণ্ডিত নিমাই।
বেদ আদি শাস্ত্রসহ সমগ্র দর্শন
সবার সমক্ষে প্রভু করেন বর্ণন।
বেদ তন্ত্র পুরাণাদি ব্যাখ্যা অনুকূলে—
উদ্ধার করেন তিনি অতি অবহেলে।
হতবুদ্ধি হয়ে যান পণ্ডিতের গণ—
প্রতিবাদে কারো বুদ্ধি না হয় স্ফুরণ।
সর্ব্ববিদ্যা-অধিবাস নবদ্বীপধাম,—
পাইবেন অর্ঘ্য তিনি ভক্তি যাঁর নাম।

হেন যুক্তি-বুদ্ধি কভু মানবে না হয়—
ভাবে সব নর-নারী হইয়া তন্ময়।
শুনিছে বিদ্যার্থী সব অবাক্ বিস্ময়ে—
অপরূপ শাস্ত্র ব্যাখ্যা ভক্তির নির্ণয়ে।
'ভক্তিপ্রেম মহাভাব বুঝিল সবাই—
ভক্তির আশ্রয় ভিন্ন অন্যগতি নাই।
সর্ব্বশাস্ত্র অধ্যয়ন হইবে বিফল—
ভক্তিদেবী কৃপাভিন্ন, জ্ঞানবৃদ্ধিফল—
হয়ে যাবে অর্থহীন, ভকতি বিহনে—
শাস্ত্র-অর্থ সিদ্ধ নাহি হইবে জীবনে।
বিদ্যার্থীরা বুঝে ইহা গৌরাঙ্গ কৃপায়—
'ভক্তি-প্রেম তুল্য ধন ত্রিজগতে নাই'।
এইভাবে দিন কত গত হলে পর
একদিন ছাত্রগণে কন বিশ্বম্ভর—
সবার অন্তরযামী গৌর ভগবান—
পরম আনন্দময় পুরুষ প্রধান—
'মোর দোষে পাঠ বন্ধ আছে দীর্ঘদিন
কি করিব? নহি আমি আমার অধীন।
কে যেন চালায় মোরে অদৃশ্যে রহিয়া—
ক্ষণিক দর্শন দানে উতল করিয়া
হয়ে যায় অদর্শন; প্রাণ তার তরে—
উন্মাদের মত সদা কেঁদে কেঁদে মরে।
নাহি পারি তারে আমি সান্ত্বনা দানিতে—
বিচলিত মনবুদ্ধি নারি সমাধিতে।
জানি তোমাদের দুঃখ অতি নিরমম—
পাঠের অভাব হেতু নিয়তি নির্ম্মম—
তোমাদেরে নিয়া যেন করিছে বিহার—
দেখ খুঁজে এইভাবে সমাধান তার,
অন্য টোলে যেয়ে সব কর অধ্যয়ন—
যাহা যার অবশেষ, এবিনে এখন
না হেরি উপায় অন্য। দেখহ ভাবিয়া,
পাঠ ছেড়ে কতকাল রহিবে বসিয়া।

প্রভুবাক্যে বিদ্যার্থীরা উঠিল কাঁদিয়া—
বলে না পারিব যেতে তোমাকে ছাড়িয়া।
তুমি যাহা কর, ভাব, হয়ে মহাজ্ঞান—
তাহাই মোদের কাছে দৃষ্টান্ত মহান।
বলুক যেমন ইচ্ছা মনে হয় যা'র—
পরম আরাধ্য গুরু তুমি মো-সবার।
অশাস্ত্রীয় অমঙ্গল তোমার আননে—
আসিতে পারে না কভু, এই মন জানে।
গুরু তুমি বন্ধু তুমি জনক জননী—
তুমি ভিন্ন অন্যে মোরা কভু নাহি জানি।
গ্রন্থ খুলে পাঠ তুমি দাও এইবার—
যা' বলিবে তাতে সিদ্ধি আসিবে সবার।

প্রভুর পরশ-গুণে কৃপাগুণে আর—
হইবে সর্ব্বার্থ সিদ্ধি বাধা কোথা তা'র।
ভাবাবিষ্ট বিশ্বম্ভর,—পরমার্থজ্ঞান—
দিলেন সবায় করি' নামের ব্যাখ্যান।
শকতি সঞ্চার প্রভু করিয়া সবায়—
কহেন, নামের আশ্রয় ভিন্ন অন্য গতি নাই
কলিজীব নিচয়ের। নাম মাত্র সার—
ঘটিবে সর্ব্বার্থসিদ্ধি প্রভাবে তাহার।
সর্ব্বশাস্ত্র মূলীভূত এই কৃষ্ণ নাম—
পরম আনন্দময় পূর্ণ মনস্কাম।
নামের আশ্রয় সবে করহ গ্রহণ—
মহাকল্পতরু নাম,—বিঘ্ন বিনাশন।
রবে সবাকার শিরে মোর আশীর্ব্বাদ—
জীবন যাত্রায় কারো না রবে প্রমাদ।
সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞান স্বতঃ উঠিবে জাগিয়া—
প্রফুল্ল কমল সম গন্ধ বিতরিয়া।
আসিয়াছ মোর কাছে যে বাসনা নিয়া—
অচিরেই সেই সব যাইবে পূরিয়া।
কৃষ্ণমুখী হবে সব জ্ঞান বুদ্ধি মন,
সবার অন্তরে আমি রব সর্ব্বক্ষণ'।

কৃতার্থ সকলে বন্দি' প্রভুর চরণ
সমর্পিল পদদ্বন্দ্বে আপন জীবন।
আনন্দে আবেগে ঝরে নয়ন সবার,
মহাভাবরসে পূর্ণ মূর্ত্তি করুণার—
প্রভু, একে একে নেন বুকে সবে আলিঙ্গিয়া
সবাকার শিরে অশ্রু পড়িছে ঝরিয়া।
বিদ্যার্থী সকল ধন্য, কিছু কহিবার
আছে কিনা তাহাদের, কৃপা পারাবার
পুত্রসম ছাত্রগণে জিজ্ঞাসা করিলে—
বলিল তাহারা ভেসে আনন্দাশ্রু জলে,—
'কৃপানিধি ভগবান তোমার কৃপায়
পেয়েছি সে মহাধন, জীব যাহা চায়—
যুগেযুগে কালেকালে, অমূল্য সে নিধি—
সুদুর্ল্লভ কৃষ্ণপ্রেম,—না আছে অবধি'।
বৃথাশাস্ত্র অধ্যয়নে কাটাবনা কাল—
দিয়াছ শাস্ত্রের ফল আপনি দয়াল—
অধম আশ্রিত জনে। তোমার কৃপায়
পরিতৃপ্ত মোরা সবে ; আর কিবা চাই'।
অদ্য হতে হবে তব আদেশ পালন—
আমাদের একমাত্র পরম সাধন।
আদেশ করহ মোরা কি করিব এবে,—
কি কাজে তোমার, দেব, আনন্দ হইবে।
মহানন্দে নিজ কর করেন অর্পণ—
পুনঃ ছাত্রগণ শিরে প্রভু নারায়ণ,—
বলিলেন মহাভাবে আবিষ্ট হইয়া—
আপনার মর্ম্মকথা প্রকাশ করিয়া—
'প্রচারিতে কৃষ্ণনাম মোর অবতার—
আচণ্ডালে, জেনো সব বান্ধব আমার।
সবে কৃষ্ণ নাম নিবে আর বিলাইবে—
যাচিয়া যাচিয়া সবে নামামৃত দিবে।'
এই বলে কৃপাময়—মধুকৃষ্ণ নাম—
আপনি উচ্চারি' নৃত্য করেন উদ্দাম—
'হরি হরয়ে নম কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ
গোপাল গোবিন্দরাম শ্রীমধুসূদন'।
আপনি নাচিয়া প্রভু তাল মান দিয়া
চলিলেন ছাত্রসহ আবিষ্ট হইয়া।
এভাবে করেন প্রভু নামের প্রচার—
কলির পাবন নাম সর্ব্বসাধ্য সার।
চতুর্দিকে হুলুধ্বনি শঙ্খধ্বনি আর—
উঠে যুগপৎ বাজি' চিত্ত চমৎকার,
চলিছে সকলে নেচে নাম সঙ্কীর্ত্তনে—
নামীসহ শিষ্যগণ—মহানন্দ মনে।
নাহি কারো বাহ্যজ্ঞান আনন্দ উল্লাসে—
ছাত্রবৃন্দ আত্মহারা নব মহারাসে।
নামরসে মত্ত প্রভু হারালেন জ্ঞান—
দেহে বেশবাসে আর না রহে সন্ধান।
ভূমে গড়াগড়ি যান প্রভু বিশ্বম্ভর—
অচিন্ত্য আবেগে মগ্ন সবার অন্তর।
মহারাস সঙ্কীর্ত্তন সুধা করি পান—
বাহ্যজ্ঞান শূন্য সবে ধূলায় লুটান।
আরম্ভ হইল যুগধর্ম্ম—হরিনাম—
সঙ্কীর্ত্তন রাসরঙ্গে ; শ্রীকৃষ্ণের নাম
কীর্ত্তন করিয়া প্রভু দেখান সবায়—
যুগধর্ম্ম এই নাম, অন্য গতি নাই।

দশম সর্গ সমাপ্ত।

একাদশ সর্গ

প্রথম পরিচ্ছেদ

গয়াধাম প্রত্যাগত বিশ্বম্ভরের নবরূপ

প্রভুর চরিত কথা সমুদ্রের প্রায়—
গভীর অতলস্পর্শ সীমা নাহি তা'য়।
সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ পণ্ডিত মহান
ছিলেন গৌরাঙ্গ, যাঁরে, দেখাত সম্মান
মহা বিচক্ষণেরাও হয়ে যুক্ত কর—
কহিতেন পণ্ডিতের শ্রেষ্ঠ বিশ্বম্ভর।
তুলনা যাহার বিশ্বে নাহি মিলে আর
তাঁহাতেই একমাত্র তুলনা তাঁহার।
অধ্যয়ন অধ্যাপনা শাস্ত্রের বিচার
টীকা টিপ্পনীর কথা, দুর্গম যাহার
তত্ত্ব-অর্থ, পণ্ডিতেরও বোধগম্য নয়
সেখানেও বিশ্বম্ভর একান্ত নির্ভয়।
নিজে টীকা বিরচিয়া শিষ্যে অধ্যাপনা—
দিবারাত্র একমাত্র শাস্ত্রের ভাবনা।
সে বিষয়ে সিদ্ধিলাভ সাধনা যা' নিয়া,—
দেখালেন বিশ্বম্ভর আপনাকে দিয়া।

কীর্ত্তন প্রারম্ভে নিজরূপ বিশ্বম্ভর
করিয়া প্রকাশ কিছু,—দুইদিন পর—
চতুরের শিরোমণি ভক্তভাব নিয়া
চলিলেন আপনারে গোপন করিয়া।
যেন, অতীতের কোন কথা তাঁর জানা নাই
ভক্ত বিশ্বম্ভর শুধু কৃষ্ণ প্রেম চায়।
শ্রীবাসাদি ভক্তজন দরশন পেয়ে
সবার আশিস্ চান পদধূলি নিয়ে।
বিস্ময়ে আনন্দে সবে পুলকিত প্রাণে—
করেন গৌরাঙ্গে তুষ্ট আশীর্ব্বাদ দানে।
জাগুক শ্রীকৃষ্ণ প্রেম তোমার অন্তরে—
হোক সত্য সর্ব্বজ্ঞান, সকল বিচারে
জীবনে ভকতি ভাব হউক সঞ্চার,
সকল অনর্থনাশ ঘটুক তোমার।
নামে যাঁর পণ্ডিতেরা লভিতেন ভয়
নাহি ছিল কারো সাধ্য করিবারে জয়।
যখনি যে-ভাব গৌরে হয়েছে সঞ্চার
অন্তে পূর্ণপরিণাম ঘটেছে তাহার।
সঞ্চারিত ভক্তিভাব এবে বিশ্বম্ভরে—
গুপ্তবৃন্দাবন লীলা আস্বাদন তরে।
সেবেন আপন দাসে ভকত হইয়া
নহে বাক্যে শুধু তাহা, কর্ম্মে আচরিয়া।
এ অপূর্ব্ব লীলা খেলা ভাগীরথী তীরে
হইতেছে অভিনীত গৌরাঙ্গ সুন্দরে।
সেবাই ভক্তের ধর্ম্ম, আশ্রয়ে সেবার
লভিবে আপন ইষ্টে ভক্ত আপনার।
না হলে আদর্শ ভক্ত, কোথা কৃষ্ণ প্রেম—
দেবের দুর্ল্লভ যাহা,—জীবে মহাক্ষেম।
হয়ে অভিমান শূন্য এক মনপ্রাণে
না ভজিলে কৃষ্ণচন্দ্রে, ভক্তিমহাধনে
কেমনে লভিবে ভক্ত? ভক্ত বিশ্বম্ভর
আপনি আচরি' দেন যথার্থ উত্তর।
যে ভক্তের সাথে দেখা হয় গঙ্গাতীরে
প্রণমি' তাহাকে গৌর আলিঙ্গন করে।
তুলি পূজা পুষ্প কারো নিজহস্তে আনে
কারো বা বসন ধোয় জাহ্নবী জীবনে।
কারো দীপ ধূপ ধুনা দেয় আগাইয়া,
কারো বা কুশল বার্ত্তা প্রণত হইয়া
নেয় গৌর; সবে তোষে মধু ব্যবহারে
সবার সেবক রূপে অর্পি আপনারে।

পরম বিস্ময়ে সবে দেখিছে বিচারি,—
অমানী বিনয়ী ভক্ত শ্রীগৌরাঙ্গে হেরি'—
অসম্ভব বিবর্ত্তন আজি বিশ্বম্ভরে
চকিতে জীবনে তাঁ'র ঘটিল কি করে ?
তবে ইহা মহাশুভ লক্ষণ মানিয়া
বর্ষীয়ান সবে যান আশীর্ব্বাদ দিয়া ;
'নবদ্বীপে পণ্ডিতেরা ভক্তি নাহি মানে
মগ্ন তাঁরা দিবারাত্র শাস্ত্র বিচারণে।
হইয়া পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ ভকত উত্তম
হলে তুমি.—কিবা আব বার্ত্তা মনোরম !
নবদ্বীপে মহাজ্ঞান পণ্ডিত যাঁহারা
প্রেমভক্তি মহাধনে বঞ্চিত তাঁহারা।
যবে তুমি ছিলে রত বিদ্যা উপার্জ্জনে
তখনো তোমার স্থান বিজ্ঞেব আসনে।
ভক্তি-পথে রতি তব পরম বিস্ময়,
আদর্শ ভকত রূপে কৃষ্ণ কৃপাময়—
তোমাকে আনিয়া দিল। মাধ্যমে তোমার
অধম জনেরে কৃষ্ণ করুক উদ্ধার।
'জ্ঞানি গুণি-জন মুখে কৃষ্ণ কথা নাই
তোমা হেরি যদি তাঁরা কৃষ্ণপ্রেম পায়,
তাঁহাদেব সাথে তবে পাষণ্ডের গণ
হয়ত পাইতে পাবে কৃষ্ণপ্রেম ধন।
অবিচারে অত্যাচারে দেশ ডুবে যায়
ঈশ্বব বিহনে কেবা উদ্ধারিবে তা'য়।
ঈশ্বরের নাম গান কোথা না শুনিবে
প্রবল ভোগের তৃষ্ণা সর্ব্বত্র দেখিবে।
নাহি আছে আত্মধর্ম্ম, না সত্যসন্ধান
সবার অগ্রেতে আজি ইন্দ্রিয়ের স্থান।
লোভ দ্বন্দ্ব হিংসাপূর্ণ হেন পাপ ভার—
ঘিরিয়াছে ধরণীরে কে করে উদ্ধার ?
তোমাতে জাগ্রত হয়ে মহা শক্তিমান,
এনে দিক পতিতেরে অমৃত সন্ধান।

ভক্তজন আর্ত্তি ভালবাসে ভগবান
শুনে আর্ত্তবাণী মনে মহাসুখ পান।
মৃদু হেসে বিশ্বম্ভর কহেন সবারে
'ভক্তমনোদুঃখ কৃষ্ণ সহিতে না পারে।
সবাকার হৃদয়ের সপ্রেম আহ্বান
অবশ্যই কৃপাময় শুনিবারে পান।
সেবকের সর্ব্বকর্ম্ম করেন আপনি
ভগবান, নাহি তাঁর কোন দুঃখ গ্লানি।
তোমরা আশ্রিত তাঁর, যা' কিছু চাহিবে
কৃপাসিন্ধু কৃষ্ণ তাহা অবশ্য মিলাবে।
নাহিক বিলম্ব, কৃষ্ণ অবতীর্ণ হবে,
সবাকার মনোবাঞ্ছা পূরণ করিবে।'
গঙ্গাস্নান অন্তে সবে যায় নিজ ঘরে
গৌরাঙ্গের মধুবাণী লইয়া অন্তরে।
অন্য মনে বিশ্বম্ভর যান গৃহমুখে—
বিদীর্ণ হৃদয় মন ভক্তগণ দুঃখে।
যতবার আপনারে রাখিতে সংবরি'
চাহেন ভকতভাবে, সে ইচ্ছা তাঁহারি—
সেবকের মানসের কঠোর বেদন
করে দেয় সঙ্গে সঙ্গে তখনি ছেদন।
গৃহে যেয়ে বিশ্বম্ভর ঈশ্বব আবেশে
রুদ্ররূপে ভয়ঙ্কর, পাষণ্ড বিনাশে—
ছাড়িয়া হুঙ্কাব ঘোব, বলে, পাপাচার—
অত্যাচারী সবে আমি করিব সংহার,
ভক্ত দ্বেষ জনে নাহি রাখিব ধরায়,
সংহার করিতে সবে প্রভু যেন ধায়।
প্রভুর ভৈরব রূপ তখন হেরিয়া
ভয় পেয়ে অর্দ্ধমৃতা হন বিষ্ণুপ্রিয়া।
বিষাদিতা শচীমাতা ভাবেন তখন
বুঝি, বায়ুরোগে পুনঃ গৌব হলো আক্রমণ।
এই মহাব্যাধি হতে কেমনে গোরারে
রক্ষিতে পারেন মাতা চিন্তেন অন্তরে।

গৌরাঙ্গে এ দশা হেরি' প্রতিবেশী যা'রা
কতভাবে কত কথা বলিছে তাহারা,—
কেহ বলে, শচী আর ভেবে লাভ নাই
পাগল হইয়া গেছে তোমার নিমাই।
হাত পা বাঁধিয়া ঘরে রাখ আগুলিয়া
না হয় দেখিবে কোথা গেছে পলাইয়া।
কেহ বলে কবিরাজী তৈল শিরে দাও
কেহ কয় ডাবজল নিয়ত খাওয়াও।
চাহে মাতা উপদেশ সবারে ডাকিয়া,
রোগমুক্ত হবে গৌর কি ভেষজ দিয়া।
মার মনে এই চিন্তা চোখে নিদ্রা নাই
বায়ু রোগে সমাক্রান্ত আবার নিমাই।
কেমনে মঙ্গল তা'র হইবে সাধন
লভিবে ফিরিয়া পুনঃ সহজ জীবন—
হয় তা'র সুখ শান্তি, তা হেরি' জননী
আনন্দে ত্যজিয়া যেতে এমর-ধরনী।
একদা শ্রীবাস হেরে প্রভু বিশ্বম্ভরে
স্নান অন্তে প্রদক্ষিণ রত তুলসীরে
মহাভাবে সমাবিষ্ট বদন মণ্ডল
ভাসে প্রেম-সরোবরে নেত্র-শতদল।
নারদের অবতার শ্রীবাসে হেরিয়া
গৌরাঙ্গ ভূমিতে পড়ে মূর্চ্ছিত হইয়া
মহানন্দে ; সর্ব্ব অঙ্গে সাত্ত্বিক বিকার—
স্বেদ কম্প পুলকাদি হয়েছে সঞ্চার।
অপরূপ দিব্যভাবে গৌরাঙ্গ তখন—
শোভাপায় ধরাতলে। নির্ম্মল গগন
সুশোভিত পূর্ণিমার পূর্ণ শশধরে
শোভনা ধরণী বক্ষে নিয়া গৌরাঙ্গেরে।
শ্রীবাস গৌরাঙ্গে হেরি' নির্ব্বাক বিস্ময়ে
নির্নিমেষ তাঁর পানে রয়েছেন চেয়ে।
শ্রীবাসে সুধায় মাতা ভয় পেয়ে মনে
যাইবে এরোগ কোন ভেষজ-সেবনে।

কাঁদে মাতা নিজ দুঃখ শ্রীবাসে কহিয়া
একমাত্র পুত্র মম আতুর হইয়া
রহিবে কি চিরকাল ? অদৃষ্টে আমার
নাহি কোন সুখ শান্তি, শুধু হাহাকার ?
শ্রীবাস সান্ত্বনা দিয়া কহে জননীরে
'তব সম ভাগ্যবতী কে আছে সংসারে
তাহা নাহি জানি' আমি। মহাভক্তি ভাব
গৌরাঙ্গের শ্রীঅঙ্গেতে,— শ্রীকৃষ্ণ-প্রভাব।
কত জন্ম ভাগ্যগুণে এমন বিকার
অঙ্গেতে প্রকাশ ঘটে, কি বলিব আর ?
ইহা কোনো রোগ নহে, ব্রহ্মা আদি সবে,
ভিক্ষা মাগে এইভাবে,—জননি জানিবে।
শ্রীবাসের বাক্যে মাতা মহাহর্ষ ভরে
বলেন, লভিনু শান্তি আজিকে অন্তরে।
পাগল বলিয়া কেহ কহে বিশ্বম্ভরে—
বল, ইহা শুনে কোন মাতা বাঁচিবারে
পারে ?
একটী সন্তান মম, সে যদি উন্মাদ
তবে বল কোন মার বাঁচিবারে সাধ ?
শ্রীবাস তোমার বাক্যে লভিনু জীবন—
কে আছে তোমার সম আমার আপন।
কিছুক্ষণ পরে গৌর চৈতন্য লভিয়া
কহিলেন শ্রীবাসেরে, মৃদু সম্ভাষিয়া
বলহ পণ্ডিত একি রোগের বিকার
আশ্রয় করিয়া আছে দেহেরে আমার ?
শ্রীবাস বলিল এযে মহাভকতির
লক্ষণ অঙ্গেতে তব ; প্রেম-উদধির
অসংখ্য তরঙ্গ ভঙ্গ দেহে শোভাপায়
নাহিক বিলম্ব আর বুঝিতে তোমায়।
এসব লক্ষণ ঘটে শ্রীকৃষ্ণের বরে—
দিব্যলোক বাসীরাও যাহা ভিক্ষা করে।
শ্রীবাসের বাক্য শুনে সুখী বিশ্বম্ভর
কহে, বুঝেছ পণ্ডিত তুমি আমার অন্তর।

যার যাহা ইচ্ছা বলে, কিবা আসে যায়
জীবন রহিল মম তব করুণায়।
মরমী সাধক তুমি দৃষ্টি সুগভীর
কৃষ্ণাশ্রিত মন প্রাণ, মতি বুদ্ধি স্থির।
মোর সর্ব্ব কর্ম্ম আর যত আচরণ
কি রহস্য জালে ঢাকা, কি তার কারণ
অবশ্য জেনেছ তুমি, জিজ্ঞাসিনু তাই,—
অপগত ক্ষোভ মম, আর দুঃখ নাই।
এইভাবে কতক্ষণ ভক্ত ভগবানে
হয়ে যায় অতিক্রান্ত গূঢ় আলাপনে।
কহিল শ্রীবাস শেষে, শুনহ নিমাই
চলমোরা করি নাম বসে এক ঠাঁই।
কি করিবে অন্যজন, কি আর বলিবে,
নাম সঙ্কীর্ত্তনে মহা আনন্দ হইবে।
আপন অন্তর কথা শ্রীবাসে বলান
দেন মহা প্রীতিভরে আলিঙ্গন দান।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
মহানাম সঙ্কীর্ত্তন—আরম্ভ

পুণ্য ভাগীরথী তীরে নবদ্বীপ ধামে
অবতীর্ণ ভগবান শ্রীচৈতন্য নামে।
কলিহত জীবগণে করিতে উদ্ধার
অদোষদরশী প্রভু প্রেম-অবতার।
বাঙ্গালীর মহাভাগ্যে পদরজঃ তাঁ'র
দু'হাতে লইলা তুলি শিরে আপনার।
ক্ষীণবুদ্ধি হীনবল হৃদয় অসার
আত্মিক জগতে নাহি ছিল আপনার।
স্বার্থদ্বন্দ্ব ক্ষুদ্রতার সহস্র বন্ধনে
বাঁধিয়া রাখিয়াছিল সমাজ জীবনে।
জ্ঞানী গুণী ছিল যারা, ভিন্ন ভিন্ন মতে—
স্ব-তন্ত্র হইয়াছিল আপন জগতে
আপনি হইয়া বন্দী। সে গণ্ডী হইতে—
উদ্ধারের আশা নাহি ছিল কোনা মতে।
এক মাত্র ধর্ম্ম-বোধ, যাতে সর্ব্বজন
আসিয়া মিলিতে পারে, সে বোধ তখন
খণ্ড ক্ষুদ্র ভিন্ন তন্ত্রে বিচ্ছিন্ন হইয়া
আপনার অখণ্ডত্ব ফেলে হারাইয়া।
ফলে হয় শক্তিহীন অসার সমাজ—
ভুলিল সমগ্র জাতি, সত্যধর্ম্ম কাজ।
শিল্প ও সাহিত্যে সেই একাকীত্ব-দূর,
শিল্পীরও জীবনে করে উপলবন্ধুর।
সেখানেও চাই সেই একত্ব মহান
যাহাতে জাগিয়া উঠে সর্ব্বমনপ্রাণ।
যাতে হিত সবাকার সবার মঙ্গল
জাতির জীবনে আনে জ্ঞান বুদ্ধিবল,
সিংহদর্পে অন্যায়েরে করি প্রতিরোধ
প্রতিজনে জাগাইয়া অখণ্ডত্ব বোধ।
ভাবভক্তি প্রেমে আনে নব জাগরণ
সমগ্র জাতিতে আসে একত্ব বন্ধন।
জাগাইতে আত্মশক্তি দুঃসহ দুর্ব্বার—
বিনাশিতে যবনের ঘোর অত্যাচার
শৈলসম সমুন্নত মহামহিমায়
উদ্বোধিতে মহাপ্রভু পরম কৃপায়
কলিযুগ-মহামন্ত্র নাম সঙ্কীর্ত্তন
শ্রীবাসাদি ভক্তসহ করি প্রবর্ত্তন
বাঙ্গালীরে নবজন্ম দিলেন তখনি—
প্রাণের ঠাকুর মম গোরা গুণ-মণি।
কেহ কভু শোনে নাই, কেহ হেরে নাই
ঘটাল যা' নবদ্বীপে ঠাকুর নিমাই।
বিশুদ্ধা ভক্তিরে আগে হৃদয়ে ধরিয়া
অকৃত্রিম ভক্তভাবে আবিষ্ট হইয়া
নাম নামী উভয়েরে একত্ব বন্ধনে
করি প্রকটিত কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তনে

প্রেমের সাগর নব করিয়া সৃজন
অন্তরেতে মহাশক্তি করি জাগরণ
পরিজন সবাকার; মধুর নর্ত্তনে
চলেছেন রাজপথে। অরুণ নয়নে
প্রতিভাত দিব্য জ্যোতি, ধারা জাহ্নবীর
ঝরিছে ঝরণাসম; তপ্ত ধরণীর
সন্তাপ হরণ করি। ভকত সবারে
প্রেম সিন্ধুনীরে স্নাত করি বারেবারে।
নদীয়া নাগরীবৃন্দ, বিমুগ্ধ নয়নে
চেয়ে রহে হতবাক্—শ্রীশচী নন্দনে।
এমন শকতি প্রভু প্রকাশে কীর্ত্তনে
স্তম্ভিত বিস্ময়ে সবে ভাবে নিজমনে,
স্বয়ং ঈশ্বর ভিন্ন এ শকতি কা'র
বাহ্য চেতনায় হরে নিয়া সবাকার
অজ্ঞাত অনন্ত প্রেম মাধুর্য্য সাগরে
নরনারী বালবৃদ্ধ প্রতিটি জনারে
রাখে যেন ডুবাইয়া; বিলুপ্ত বিষয়—
প্রতি ধূলিকণা যেন নামামৃত ময়।
যেদিন হইতে হলো কীর্ত্তন প্রচার
নদীয়াব জনগণ—ভুলে আপনাব
স্বার্থ দ্বন্দ্ব কোলাহলে; আনন্দ আবেশে
রহে মগ্ন সারাদিন। আপনার বশে
কেহ না রহিতে পারে। গৌর-আকর্ষণ
করে রাখে বিমোহিত সবাকার মন।
মানবে এমন শক্তি সম্ভব যে নয়
অগণিত জনচিত্ত করিবারে জয়।
মহানন্দে সর্ব্বকর্ম্ম সবে যায় ভবে
মানস-গগনে গৌরচন্দ্র সুধাক্ষরে।
পান করে সে-অমৃত লভে মহাবল
বিশ্বম্ভর সবাকার জীবন-সম্বল।
শ্রীগৌরাঙ্গ পদে করে আত্ম সমর্পণ
সবারি গৌরাঙ্গ মুখী প্রাণ বুদ্ধি মন।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে প্রভু ভাবের আবেশে
মগ্ন হয়ে র'হে কভু, নেত্রনীরে ভাসে।
বলে এই ছিল কৃষ্ণ, লুকাল কোথায়—
কৃষ্ণ দরশন বিনা প্রাণ মোর যায়।
কে আছ আমার বন্ধু, কৃষ্ণে এনে দাও
তোমরা আমায় সবে দাস করে নাও।
দাস্যভাব নিয়া প্রভু সবারে শিখায়
যে হইবে কৃষ্ণদাস সেই কৃষ্ণে পায়।
কিঙ্করের সাথে প্রভু আপনি কিঙ্কর
সাজিয়া করিছে খেলা অপূর্ব্ব সুন্দর।
শ্রীকৃষ্ণেব ভাবাবেশে আচ্ছন্ন সবাই
কৃষ্ণ ভিন্ন সত্তা যেন কারো আর নাই।
এইভাবে অহোরাত্র চলে সঙ্কীর্ত্তন
অপরূর লীলা সবে করে সদর্শন।
'কেমন করিয়া ভক্ত চাহে ভগবানে
সর্ব্বরূপরস ভাবে আপন জীবনে
আপনি হইয়া ভক্ত দেখান সবায়
আদর্শ ভক্তের চিত্র শ্রীগৌবাঙ্গ রায়।
শ্রীকৃষ্ণ বিরহে আর্ত্ত প্রভু বিশ্বম্ভর
একদা আপন গৃহে। প্রিয় গদাধর
সমাগত, শ্রীগৌরাঙ্গ দরশন আসে,—
গদাধর প্রাণসম গৌরে ভালবাসে।
চেয়ে দেখে শ্রীকৃষ্ণের বিরহ জ্বালায়
জ্বলিতেছে বিশ্বম্ভর; নয়নধারায়
যেতেছে ভাসিয়া বক্ষ। হেরি গদাধরে
কাঁদিয়া কহেন কৃষ্ণে এনে দাও মোরে;
এই ছিল কোথা গেল না পাই খুঁজিয়া
গদাধর, প্রাণকৃষ্ণে দাও গো আনিয়া।
হেসে কহে গদাধর কৃষ্ণ যে হৃদয়ে
লুকায়ে রয়েছে তব, দেখ মন দিয়ে।
শুনে বাণী,—'আছে কৃষ্ণ হৃদে লুকাইয়া
আকুল উচ্ছ্বাসে প্রভু উঠিলা কাঁদিয়া।

'দেখা দাও মোরে কৃষ্ণ' বলে বার বার
করিছে আঘাত শত বক্ষে আপনার।
'হৃদয়ে লুকায়ে আছে আমাকে ছলিয়া
এসো এইক্ষণে তুমি বাহির হইয়া,
না হেরিয়া তোমা কৃষ্ণ যায় মোর প্রাণ
অখিলের অধিপতি কর মোকে ত্রাণ।
করুণার সিন্ধু তুমি বিরহ অনলে
দহিছে হৃদয় মন প্রতি পলে পলে'।
এই বলে আর্ত্তনাদ করি বার বার
নখাগ্রে চিড়িতে যায় বক্ষ আপনার।
চেষ্টা করে গদাধর সান্ত্বনা দানিতে
প্রমত্ত প্রভুকে স্থির না পারে রাখিতে।
শেষে, উন্মত্তের সম ভূমে গড়াগড়ি যায়—
কর্দ্দমাক্ত হয় ধূলি নয়ন ধারায়।
চিন্তা ক'রে অবশেষে কহে গদাধর
ক্ষণমাত্র স্থির তুমি হও অতঃপর,
'বলিয়া গেলেন মোকে কৃষ্ণ এইক্ষণ
আসিবে ত্বরায় তোমা দিতে দরশন।
পুরাবেন কৃষ্ণ সর্ব্ব বাসনা তোমার
তুমি কি জাননা কৃষ্ণ প্রেম পারাবার'।
গদাধর বাক্য শুনে গৌরাঙ্গ সুন্দর
ধরণীর ধূলি ছেড়ে উঠে অতঃপর।
বদন মণ্ডল উঠে আনন্দে ভাসিয়া
প্রিয়তম দরশন দিবেন আসিয়া
প্রাণকান্ত ক্ষণ পরে ; হবে কি আনন্দ
মুহূর্ত্তে ঘুচিয়া যায় সব দ্বিধা দ্বন্দ্ব'।
স্থির হয়ে বসে তবে কৃষ্ণের স্মরণে
বসিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ গদাধর সনে।
প্রভুর গৃহেতে ঘটে ভক্ত সমাগম
প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে, গীত অনুপম
গাহিয়া মুকুন্দ করে আরম্ভ সভার,
কৃষ্ণলীলাময়ী গীতে,—সুধার আধার।

সবাই আনন্দ লভে মুকুন্দ সঙ্গীতে
না পায় আনন্দ গৌর অন্য কারো গীতে ;
রয়েছে ভকতবৃন্দ প্রভুকে ঘিরিয়া
মধুলুব্ধ ভৃঙ্গ সম আনন্দে মজিয়া।
প্রভুসঙ্গ করা মহাভাগ্য বলে মানে
প্রেমময় যিনি সদা বিরাজিত প্রাণে।
পূরবলীলার শত মধুর কাহিনী
সুর তাল সমন্বিত সঙ্গীতের ধ্বনি—
অতীতের স্মৃতি সব স্মরণে আনিয়া
ক্ষণে তোলে বিশ্বম্ভরে আবিষ্ট করিয়া।
মধুমাখা কণ্ঠে প্রভু সহজ সুন্দর
ভাবের আবেশে মুগ্ধ হয় অতঃপর
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলে প্রভু করেন কীর্ত্তন—
সবার শ্রবণে হয় সুধা বরষণ।
আগে, কে জানিত কৃষ্ণনাম এত মধুময়—
করে সর্ব্ব অপরাধ নিমেষে বিলয়।
যদি না প্রভুর কণ্ঠে আকুল উচ্ছ্বাসে
না আসিত কৃষ্ণ নাম পরম আশ্বাসে,'—
নিত কেবা কৃষ্ণ নাম বুঝিত মহিমা ;—
দেবেরাও যে নামের নাহি পায় সীমা।
আপনার সর্ব্বশক্তি দিয়া নিজ নামে—
এলো কৃষ্ণ হয়ে গৌর নবদ্বীপ ধামে।
সেই শক্তিমান নামে অমৃত মাখিয়া
করেন কীর্ত্তন প্রভু পরিজন নিয়া।
এই নামকীর্ত্তনের হিল্লোলে হিল্লোলে
আনন্দ সমুদ্র সর্ব্ব হৃদয়ে উথলে ;—
সে-তরঙ্গ—অভিঘাতে কে আর রুধিবে,
তীব্র আকর্ষণে সবে ভাসিয়া যাইবে।
ক্ষুধা তৃষ্ণা বোধ তা'তে লুপ্ত হয়ে যায়
পরিতৃপ্ত সর্ব্বেন্দ্রিয় অমিয়া ধারায়।
সুদীর্ঘ রজনী যেন ফুরায় নিমেষে
অন্তরে জাগায়ে চির অতৃপ্ত তিয়াসে।
অনির্ব্বাণ এই তৃষা মহা ভয়ঙ্কর
না হয় নিবৃত্ত, রহে জন্ম জন্মান্তর।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রীবাসের ইষ্ট সাক্ষাৎকার ও অভয় প্রাপ্তি

যে নাম ভকতবৃন্দে আনন্দ বিতরে
তাহাতেই পাষণ্ডের হৃদয় বিদরে।
ভোগলুব্ধ তাহাদের ভোগ আকাঙ্ক্ষায়
মধুব শ্রীকৃষ্ণনাম আগুন জ্বালায়।
কিসে এই কীর্ত্তনেব ঘটিবে ব্যাঘাত—
পাপিষ্ঠের এই চিন্তা। বিবিধ উৎপাত
সৃজন করিতে চাহে নামের কীর্ত্তনে—
আব চাহে-সংহারিতে কৃষ্ণ-ভক্ত জনে।
শ্রীবাসের প্রতি তারা রোষ পরায়ণ—
অঙ্গনে তাঁহার সদা হতেছে কীর্ত্তন।
হইয়া ইন্দ্রিয়দাস যথেচ্ছ আচরে
নাহি সংযমের চিহ্ন আহারে বিহারে;
ছিল তারা মহাসুখে। নাম সঙ্কীর্ত্তন
করিতেছে সেই সুখে বিঘ্ন উৎপাদন
নিদ্রার ব্যাঘাত করি। পাপ মনে আর
শুনে কৃষ্ণনাম হয় ভয়ের সঞ্চার।
কোনোক্ষণে পাপকর্ম্মে ভয় উৎপাদন—
হয়ে করে কণ্টকিত ভবিষ্য জীবন।
এইরূপে বিঘ্ন ঘটে সুখবুদ্ধি নাশে—
সর্ব্বদুঃখ মূল তারা ভাবিছে শ্রীবাসে।
তাই তারা শ্রীবাসেরে দেখাইছে ভয়
গৃহ তাঁর দিবে ভেঙ্গে; জীবন সংশয়—
হইবে অবশ্য তাঁর রাজপথে এলে—
সর্ব্বস্ব ডুবায়ে তাঁ'র দিবে গঙ্গাজলে।
আর, কীর্ত্তনেতে শান্তিভঙ্গ হতেছে সবার,—
মিলিয়া চাহিতে যাবে কাজীর বিচার।
দুর্ব্বৃত্তের ষড়যন্ত্র জানেন শ্রীবাস,
'চাহিছে সকলে মিলি তাঁ'র সর্ব্বনাশ।
এ সুযোগে কাজী যদি করে অত্যাচার—
শাস্তি দেয় সবাকারে,—কিবা প্রতিকার।
দেশে বিচারক আজি বিধর্ম্মী যবন—
দুর্ব্বৃত্তেরা এ সুযোগ করিবে গ্রহণ।
কে শুনিবে সত্যবাক্য? কে করে বিচার?
কে বুঝিবে প্রেমময় প্রভুকে আমার!
কীর্ত্তনে ডাকিয়া এনে দুঃখ দিব তাঁকে—
হেরিব নয়নে তাহা, ধিক্‌শত মোকে।
আনন্দেব পরিবর্ত্তে মরম বেদন,
লভিবে ভকতবৃন্দ,—বিফল জীবন।
শ্রীবাসের মনে সুখ শান্তি নাহি আর
চিন্তায় বিনিদ্র নিশা যেতেছে তাঁহার।
অন্তর্যামী নারায়ণ জানেন সকল—
'সম্মিলিত পাষণ্ডেরা নিয়া দলবল—
অগ্রসর, শ্রীবাসের মনে মহাভয়—
ভাবিলেন প্রভু তারে দিবেন অভয়,—
ঘুচাবেন কীর্ত্তনের সর্ব্ব অন্তরায়,
বুঝিবে সকলে কীর্ত্তনেতে ভয় নাই।
কি করিবে কাজী আর পাপিষ্ঠেরগণ,
সবারে করিব স্তব্ধ—নিস্তব্ধ যবন'।
আপনার মর্ম্মব্যথা জানান শ্রীবাস,
'ইষ্টনাম সঙ্কীর্ত্তনে পুরাইতে আশ
অযাচিত ভাবে কেন এলো অন্তরায়;
যে-আনন্দ অনুভবে বিমুগ্ধ সবাই—
অমূল্য অতুল্য যাহা—প্রভু মুখ হতে—
জাহ্নবীর ধারাসম সর্ব্ব হৃদয়েতে—
কৃষ্ণ নামামৃত সুধা হইয়া সঞ্চার
নাশে শত জনমের সর্ব্বদুঃখ ভার,
অঙ্কুরে তাহাকে তুমি দিবে কি নাশিয়া।
দিবে কি তাহাকে বক্ষ শোণিতে রাঙ্গিয়া'?
প্রভাতে অরুণোদয়ে নিজ ইষ্টদেবে
শ্রীনৃসিংহে আপনার মর্ম্ম আর্ত্তরবে—

সবাকার অগোচরে,—ইষ্টমাত্র জানে,
তপ্ত অশ্রুধারা দুই বহিছে নয়নে।
মন্দিরেতে ধ্যানমগ্ন আছেন শ্রীবাস
সমাহৃত সর্ব্ববৃত্তি না বহে নিঃশ্বাস।
চিত্তবৃত্তি স্থির শান্ত। সম্মুখে তাঁহার—
ইষ্ট শ্রীনৃসিংহদেব করুণাবতার।
এসময় শ্রীবাসের শ্রবণেতে আসে
প্রভুর গম্ভীর বাণী,—কহিছেন রোষে,—
কোথায় রয়েছে নাড়া? এখনো শ্রীবাস,—
জানিতে পাওনি মম আসন্ন প্রকাশ?
প্রভাতে বসিয়া তুমি কর কার ধ্যান?
ইষ্ট যে সম্মুখে তব, কেন অভিমান'—
ভাঙ্গে শ্রীবাসের ধ্যান প্রভুর আহ্বানে
চাহেন নয়ন মেলি; রত্নসিংহাসনে
বীরাসনে উপবিষ্ট প্রভু বিশ্বম্ভর—
অরুণ নয়ন-দ্বন্দ্ব প্রদীপ্ত ভাস্বর।
বপুঃ দিব্যজ্যোতির্ম্ময়, চতুর্ভুজ ধারী
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শ্রীহস্তে তাঁহার।
কাঁপে শ্রীবাসের অঙ্গ অপূর্ব্ব দর্শনে—
রোমকূপে স্বেদবিন্দু অশ্রু দুনয়নে।
হুঙ্কারিয়া কন প্রভু কিবা চাস তুই,
'করেছিস যার ধ্যান সেই হই মুঁই'।
প্রভুর হুঙ্কারে ফিরে আসে বাহ্য জ্ঞান—
শ্রীবাস দুকর যুড়ি' আরম্ভেন ধ্যান,—
'নবজলধর কান্তি বিদ্যুদ্বসন
গুঞ্জাপুষ্প বিরচিত কর্ণের ভূষণ,
শিখিপুচ্ছ সমন্বিত চূড়া শিরে শোভে
প্রোজ্জ্বল বদন কান্তি অখণ্ড গৌরবে।
বনফুল মালা গলে দুলিছে সুন্দর
প্রণত সেবকে রক্ষা কর মাধব'।
ধ্যান অন্তে এলে ফিরে সহজ সংজ্ঞান
আবেগে শ্রীবাস পুনঃ করে প্রভু ধ্যান—

অসীম আনন্দে ইষ্টে প্রাণের উচ্ছ্বাসে
করেন প্রভুর ধ্যান গদগদ ভাষে,—
ঈশ্বর অব্যক্ত সূক্ষ্ম সর্ব্বভূতাশয়
হেরি চতুর্ভুজ তোমা, জাগিছে বিস্ময়।
বহুরূপী তুমি নাথ, স্বরূপেরে চিনে
পারে বল কেবা নিতে, তব কৃপা বিনে।
তোমার আশিসে মনে লভিয়াছি বল
অর্ঘ্য দানি' আগে প্রভো, দিয়া অশ্রুজল।
সর্ব্বশক্তিমান তুমি, যাহা ইচ্ছা হও
তুমি মোর বিশ্বম্ভর অন্যকিছু নও।
ঈশ্বর রূপেতে তোমা প্রত্যক্ষ গোচর
করিলাম, সন্দেহের নাহি অবসর।
মায়ার প্রভাবে তব, ভ্রান্তি বুদ্ধি জাগে
অজ্ঞাতে মনের কোণে নানারূপরাগে।
অসীম দয়াল তুমি, কৃপা-পরকাশে
দাও নাথ অধমের ভ্রান্তবুদ্ধি নেশে'।
ঈশ্বর অথচ তুমি শচীর তনয়
হেরি যুগপৎ, মনে কি মহাবিস্ময়!
সকল জ্ঞানের মূল চতুর্ব্বেদ সার—
সে-বেদ তোমার বাণী, পদে নমস্কার।
অসীম অনন্ত তুমি হে শচীনন্দন—
দীনের বান্ধব দেব, পতিত পাবন।
গুপ্ত বৃন্দাবনে সর্ব্বলীলা গুপ্ত রয়
হে কৃষ্ণ, হে বিষ্ণো, তুমি, তুমি সর্ব্বময়।
আজি মম মহাভাগ্য, কৃপায় তোমার
স্বরূপ হেরিনু তব, করি নমস্কার।
দশরথ পুত্র তুমি, তুমি জগন্নাথ,
তুমিই নৃসিংহ দেব, করি প্রণিপাত।
বলিরে ছলনা সম আমায় ছলিলে
মোর পুষ্প পাত্র আর আসন বহিলে।
মায়াধীশ, কে বুঝিবে তোমার মায়ায়
কতরূপে বিরাজিছ বিশাল ধরায়।

সে-জন স্বরূপে জানে, কৃপাধন্য যেবা।
দিলে যারে অধিকার পদদ্বন্দ্ব সেবা।
শত জনমের মম সৌভাগ্য সম্বল
আজিকে প্রভাতে নাথ হইল সফল।
ধন্য আজি গৃহ মম, মোর পরিবার,
পদরজঃ পরশনে,—হেকৃষ্ণ আমার'।
এই বলে বিষ্ণুপূজা দ্রব্য ছিল যত
সব দিয়া শ্রীগৌরাঙ্গে পূজে মনোমত।
ধোয়াইয়া পদদ্বন্দ্ব তপ্ত অশ্রুজলে
দুইহাতে বক্ষে তাহা ধরিলা সবলে।
শ্রীবাসের পূজা অন্তে, প্রভু বিশ্বম্ভর
হেসে হেসে মৃদুমন্দ ক'ন অতঃপর,—
বৃথা কেন ভয় তুমি পেয়েছ শ্রীবাস
জান তুমি মোকে সর্ব্বভূত অধিবাস।
কেবা সে যবন রাজ? বাঁধিবে তোমায়
অন্তরে যদি সে মম আজ্ঞা নাহি পায়।
দুষ্কৃতেরে ধ্বংস আমি অবশ্য করিব
বৈষ্ণব মহাস্তগণে আমি উদ্ধারিব।
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রতম হতে যতেক মহান
জানিবে সর্ব্বত্র তুমি মম অধিষ্ঠান।
আমি না করিলে কর্ম্ম করিতে না পারে
সবার প্রেরণা আমি যোগাই সংসারে।
তব, কেশস্পর্শ করিবার কারো সাধ্য নাই
অনন্ত জগৎ চলে আমারি ইচ্ছায়।
কত ভাল বাসে প্রভু ভকত জনারে
হেন শক্তিমান কেবা বর্ণিবারে পারে।
শ্রীবাসে অভয় দিতে প্রভু বিশ্বম্ভর
বলেন এ সব কথা হইয়া ঈশ্বর।
বিন্দুমাত্র সন্দেহের নাহি অবকাশ
তবুও শ্রীবাস মনে জাগাতে বিশ্বাস—
তাহার ভ্রাতার কন্যা নাম নারায়ণী
চারিবর্ষ বয়ঃক্রম, তাহারে তখনি
কহিলেন বিশ্বম্ভর, 'কহি কৃষ্ণনাম
অশ্রু বিসর্জ্জন অন্তে হও তৃপ্তকাম'।
তখন, নারায়ণী 'কৃষ্ণ' বলে উঠিলা কাঁদিয়া
প্রভুর চরণ তলে পড়ে লুটাইয়া,
প্রেমাশ্রু ধারায় সিক্ত হইল ধরণী
জীবন সার্থক হলো, ধন্যা নারায়ণী,
বৃন্দাবন দাস মাতা নব বেদব্যাস—
যাঁহা হতে শ্রীগৌরাঙ্গ লীলার প্রকাশ।
হেরিয়া প্রভুর লীলা লভেন অভয়
শ্রীবাস সকল ভয়ে করে নেয় জয়।
পরশিয়া পদদ্বন্দ্বে কহেন প্রভুরে
উদ্ধারিলে আজি নাথ দাসে কৃপা করে।
তোমাকেই ভয় পায় দুরন্ত শমন
কি করিতে পারে মোরে সামান্য যবন।
লভিনু অভয় প্রভো, কৃপায় তোমার—
সর্ব্বেশ্বর, পদদ্বন্দ্বে কোটি নমস্কার।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শ্রীঅদ্বৈত চরিত-কথা

শ্রীচৈতন্য প্রেম-রাজ্যে খ্যাত যত বীর—
তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কমলাক্ষ ধীর।
জ্ঞানেতে মহান তিনি প্রেমে অদ্বিতীয়
কর্ম্মবীর শক্তিমান সর্ব্বপূজনীয়।
অতুল ঐশ্বর্য্যরাশি, সীমা নাহি যা'র—
কৃষ্ণপদে সমর্পিত সর্ব্বস্ব তাঁহার।
ঘরণী শ্রীসীতাদেবী নবীনা মৈথিলী
যাঁর সাথে চৈতন্যের নবঠাকুরালি।
বিরাজিতা অন্নপূর্ণা সদা তাঁর গৃহে
দধি দুগ্ধ অন্ন বস্ত্র পরিপূর্ণ রহে।
দীন দুঃখী তাঁর গৃহে নিত্য অন্ন পায়
আশ্রিত বৎসল তিনি। সদা অমায়ায়

ঈশ্বরের সেবা বোধে সেবেন সকলে—
শ্রীচৈতন্য বন্দী, তাঁর প্রেমশক্তি বলে।
মহাবিষ্ণুরূপে খ্যাত বৈষ্ণব জগতে—
বীর্য্যবান সীতানাথ, শ্রীচৈতন্য মতে—
'অদ্বৈতের লাগি মোর এই অবতার
মোর কর্ণে বাজে আসি নাড়ার হুঙ্কার।
শয়নে আছিনু মুঁই ক্ষীরোদ সাগরে
জাগায়ে আনিল মোরে, নাড়ার হুঙ্কারে'।
এতে বুঝি কমলাক্ষ কত শক্তিধর—
যাঁর লাগি' অবতীর্ণ গোলোক ঈশ্বর
নবদ্বীপে, কলিহত জীবের উদ্ধারে—
অযাচিত প্রেমে ধন্য করিতে সবারে।
শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের তিনি উত্তম ভাণ্ডারী
ভবনদী উত্তরণে তিনিই কাণ্ডারী।
পাপাচার জীবে দিতে পরম কল্যাণ
মুমূর্ষু জনেরে দিতে অমৃত সন্ধান,
কমলাক্ষ সম কেহ নাহি ধরণীতে—
অদ্বিতীয় কৃপাবান জীবে উদ্ধারিতে।
ঘটে যবে নবদ্বীপে প্রভুর প্রকাশ—
স্বয়ং ঈশ্বররূপে, তাহাতে বিশ্বাস—
করিছে ভকতবৃন্দ। পড়িছে ছড়ায়ে—
শ্রীগৌরাঙ্গলীলা কথা ভক্ত মুখ দিয়ে।
শান্তিপুর ছেড়ে তিনি এসে নবদ্বীপে
সীতাদেবীসহ র'ন প্রভুর সমীপে।
সর্ব্বজ্ঞ তাঁহার কাছে অবিদিত নাই
বহু সাধনার ধন প্রাণের কানাই
ধরি' বিশ্বম্ভর রূপ গুপ্ত বৃন্দাবনে
আসিয়াছে কলিজীব উদ্ধার কারণে।
পরম গম্ভীর তিনি শুদ্ধ বুদ্ধি স্থির
শুনিয়া প্রকাশ তাঁ'র আনন্দ-অধীর!
কিন্তু, 'ঈশ্বরে রয়েছে তাঁর বড় অভিমান
ঈশ্বর করিবে মোরে অবশ্য আহ্বান।
এ বিশ্বাস নিয়া তিনি আবেগে আপন
রন প্রতীক্ষিয়া তাঁ'র স্বতঃ আগমন।
ভগবান ভকতের বাসনা পূরণ
করিবারে রহিয়াছে রত সর্ব্বক্ষণ।
ছেড়ে শান্তিপুর এবে নবদ্বীপে বাস—
করিছেন কমলাক্ষ পূবাইতে আশ।
হেরিতে গৌরাঙ্গলীলা নয়ন ভরিয়া
গুপ্ত বৃন্দাবনে নব প্রাণ মন দিয়া।
গৌরাঙ্গের লীলা যত নিয়া ভক্তগণ
অদ্বৈত আপন গৃহে করেন শ্রবণ।
ভাবেন সর্ব্বজ্ঞ সদা হন ভগবান
কৃপা করে মোর গৃহে দরশন দান
করিবেন নিজগুণে। যাইবনা আমি—
জানেন মনের কথা জগতের স্বামী।
মহাবিষ্ণু অবতার অদ্বৈত মহান
ঈশ্বরে কত যে প্রেম তার পরিমাণ
কে করিবে এ জগতে? হেন শক্তি কার
বহিতে কে পারে এই মহাপ্রেম-ভার।
আচার্য্যের অভিলাষ জেনে বিশ্বম্ভর
সঙ্গে নিয়া রাধাশক্তি সখা গদাধর
চলেছেন কমলাক্ষে দরশন দিতে—
গুপ্ত বাসনারে তাঁর সফল করিতে।
বামে নিয়া গদাধরে প্রভু বিশ্বম্ভর
চলেছেন মহানন্দে করুণা সাগর।
সুবর্ণের সমকান্তি অপরূপ শোভা
বহু ভাগ্যে দরশন মুনিমনো লোভা।
হেন সুবলিত অঙ্গ বিশাল নয়ন
কেবা আর কোথা বল করেছে দর্শন?
প্রতি অঙ্গ হতে জ্যোতিঃ হয় বিকীরণ
নদীয়া নাগরীবৃন্দ করে নিরীক্ষণ।
মানবে এমন রূপ কভু নাহি হয়
সুধাকর ধরণীতে হয়েছে উদয়।

অঙ্গে অঙ্গমিলে চলে গৌর গদাধর
সৌন্দর্য্যের খনি নব রসের আকর।
ধরাতলে জন্ম তার নাহি হবে আর—
হেরিয়াছে যুগলেরে যেবা একবার।
রহিবে বৈকুণ্ঠে চির সেবক হইয়া—
প্রাণগৌর নিত্যানন্দ পদ সেবা নিয়া।
অদ্বৈত ভবন দ্বারে ধীরে দুইজন
শ্রীগৌরাঙ্গ গদাধর দিলা দরশন।
তুলসী অর্চ্চনরত ছিলেন তখন—
রুদ্ররূপী সীতানাথ, অরুণ নয়ন,—
প্রেমেতে বিহ্বল হয়ে ছাড়িছে হুঙ্কার
'কোথা মোর প্রাণকৃষ্ণ এসো এইবার'।
লুপ্তপ্রায় বাহ্যজ্ঞান শিথিল বসন
মহানন্দে মগ্নচিত্ত আবিষ্ট নয়ন।
ঊর্দ্ধে বাহু তুলে কভু কহে হরি হরি
বিলম্ব সহেনা আর, পুনঃ ডাক ছাড়ি'
কহে নাথ ধরা দাও, পারিনা সহিতে,
তোমার বিরহ আর, লাগিলা কাঁদিতে,
মহাজ্ঞান কমলাক্ষ। হাসেন আবার
'ওই যে বাজান বাঁশী দয়াল আমার।
নববৃন্দাবন মাঝে নন্দের নন্দন'
পশিছে শ্রবণে মম'। করেন নর্ত্তন—
উন্মত্ত হইয়া ভাবে। এই মহাক্ষণে
উপস্থিত শ্রীগৌরাঙ্গ, গদাধর সনে।
প্রেমোদ্দাম কমলাক্ষে হেরি বিশ্বম্ভর
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে ভূমির উপর।
অনন্য উপায় কোলে নিয়া বিশ্বম্ভরে
বসে রহে গদাধর ভূমির উপরে।
ভাবিছে কর্ত্তব্য কিবা বসিয়া নীরবে—
কতক্ষণে প্রিয় সখা চৈতন্য লভিবে।
মহাদক্ষ শ্রীঅদ্বৈত হেরি বিশ্বম্ভরে
আনন্দে আপনা হারা, লভিয়া ইষ্টেরে।

দীর্ঘকাল অন্তে আজি ইষ্ট দরশন
আচার্য্য হৃদয় মনে নব শিহরণ।
দিব্য ভাব সুপ্রদীপ্ত প্রভুমুখহাস
অনন্য অভূতপূর্ব্ব আনন্দ উল্লাস,
বৃদ্ধ সীতানাথে করে বালকের প্রায়
এনে নানা উপচার, ইষ্টের পূজায়
বসিলেন কমলাক্ষ। চরণ যুগল
সিক্ত করিলেন দিয়া তপ্ত অশ্রুজল।
তুলসী চন্দন আর কুসুম সম্ভারে
পূজিলেন সীতানাথ প্রাণের ঠাকুরে।
ইষ্ট অদর্শনে দুঃখ যা' ছিল সঞ্চয়
প্রথম দর্শনে তাহা হইল বিলয়।
ভয়ে ও বিস্ময়ে স্তব্ধ রহে গদাধর
লভিবে সহজ ভাব কবে বিশ্বম্ভর—
ভাবিছে আপন মনে। অদ্বৈত চতুর—
বলিলেন গদাধরে; চিন্তা কর দূর
ভাবিওনা বিশ্বম্ভরে সামান্য ব্রাহ্মণ,
এযে মোর প্রাণকান্ত—নন্দের নন্দন।
অগৌণে হেরিবে সবে তাহার প্রকাশ
বসিয়া রয়েছি আমি ধরে তাঁর পাশ।
ইষ্টের চরণ তলে বসে সীতানাথ
করিছেন মহানন্দে তপ্ত অশ্রুপাত।
লভিল সহজ ভাব কিছুকাল পরে
বিশ্বম্ভর, কহিলেন তবে আচার্য্যেরে,
লভিলাম দরশন ভাগ্য গুণে মোর
বড় শুভক্ষণে রাত্রি হয়েছিল ভোর।
সীতানাথে বিশ্বম্ভর ধরা নাহি দিবে
তাঁকে নিয়া লুকোচুরি খেলাই খেলিবে।
চলিয়াছে এই খেলা ভক্ত ভগবানে
হইতে অনাদিকাল,—অন্যে নাহি জানে।
উভয়ের আলাপন শুনে গদাধর
বিমূঢ় বিস্ময়ে মহা,—রহে নিরুত্তর।

কহেন অদ্বৈত তবে প্রভুবাক্য শুনি',
তুমিই সর্ব্বস্ব মম জানিবে আপনি।
যাহা ইচ্ছা বল তুমি আপন সেবকে
তুমি ভিন্ন অন্য মোর নাহি কোনো লোকে।
সবাকার সাথে তোমা চাহি হেরিবারে
সঙ্কীর্ত্তন রসরঙ্গে নামের প্রচারে।
বৈষ্ণবগণের প্রাণে এই অভিলাষ
কৃপা করে কর পূর্ণ সবাকার আশ।
অদ্বৈতের অভিলাষ করিতে পূরণ
করিলেন বিশ্বম্ভর সম্মতি জ্ঞাপন।

বিস্ময়ের সীমা আজি নাহি গদাধরে
লভিল নূতন রূপে সখা বিশ্বম্ভরে,
অদ্বৈতের মহাবাণী করিয়া স্মরণ—
ভাবে কবে ঈশ্বরের প্রকাশের ক্ষণ।
চেয়ে রহে গদাধর অপার বিস্ময়ে
আপনার প্রিয়বন্ধু শচীর তনয়ে।
রাধাশক্তি গদাধর, প্রেমেতে মহান—
নিত্যসঙ্গী গৌরাঙ্গের, গৌরগত প্রাণ।
সন্ধ্যায় গৌরাঙ্গ তাই জাহ্নবীর তীরে
দেখান স্ব-রূপ তাঁর প্রিয় গদাধরে।

একাদশ সর্গ সমাপ্ত

দ্বাদশ সর্গ

হরিদাসের মাহাত্ম্য ও লক্ষহীরার উদ্ধার কাহিনী

প্রভু-আগমন তরে আছে অন্যজন
শান্তিপুরে ফুলিয়ায় ধ্যানেতে মগন।
ধন্য ত্রিভুবন যাঁর নাম মহিমায়
দেবগণও যত্নে যাঁ'র অন্ত নাহি পায়।
গৌরাঙ্গ লীলার শ্রেষ্ঠ ভক্ত হরিদাস
যাঁহার নামেতে সর্ব্ব বিঘ্নের বিনাশ।
লক্ষাধিক নাম জপ তাঁহার সাধন
'বূঢ়ন' গ্রামেতে জন্ম, জাতিতে ব্রাহ্মণ।
ষষ্ঠ মাস গতে পিতা হলে লোকান্তর—
মাতা হন সহমৃতা। ধার্ম্মিক প্রবর
জনৈক যবন তাঁকে করেন পালন
হয়ে কৃপা পরবশ, তাহাতে যবন।
আজন্ম বিবাগী সাধু ভক্ত হরিদাস
'হরেকৃষ্ণ' নামে তাঁ'র সহজ উল্লাস—
শৈশবে জীবনোদয়ে। নামার্থ না জানে—
তথাপি আনন্দ তাঁর নাম উচ্চারণে।

বয়োবৃদ্ধি সাথে সাথে নামে প্রেম বাড়ে -
শেষে, নামজপে সমর্পণ করে আপনারে।
কলিকালে হেন জন নাহি ত্রিভুবনে
নামজপে অসামান্য মহিমা বর্ণনে।
রসনা ক্ষণের লাগি' নাহি ছাড়ে নাম—
আসনে বসিয়া নাম জপে অবিরাম।
কঠোর কঠোরতম তাঁহার সাধন
যাহার প্রভাবে স্থির ইন্দ্রিয়ের গণ।
করিলেন প্রভু নাম মাহাত্ম্য প্রচার
কলিতে নিখিল বিশ্বে, মাধ্যমে তাঁহার।
নামের সাধক হন ব্রহ্মহরিদাস
তাঁর নাম নিলে হয় ঈশ্বরে বিশ্বাস।
হরিদাস কথা ক্রমে পড়ে ছড়াইয়া
মুখে মুখে সবাকার। 'যবন হইয়া
লয় মুখে কৃষ্ণনাম', বিধর্ম্মি-আচার
না পালি' আপন ধর্ম্ম, বিস্ময় অপার।

হিন্দু দেবতার নাম মুসলমান হয়ে—
জপ করে দিবারাত্র মনপ্রাণ দিয়ে।
দেয় যবনেরা বাধা তাঁহার সাধনে—
অবিচল হরিদাস আপন আসনে।
শেষে তাঁকে নিয়া যায় কাজীর দরবারে
বিধর্ম্মি-সাধন তাঁর বন্ধ করিবারে।
কাজীরে কহিল সবে মিলিত হইয়া
'হিন্দু-দেবতার নাম যবন হইয়া—
লয় নিতি হরিদাস, বাধা নাহি মানে—
করহ বিচার যা'হয় তোমার বিধানে।
রক্ত-চক্ষু কাজী হরিদাসে সম্বোধিয়া
কহে ইস্‌লামের ধর্ম্ম তুমি না মানিয়া—
কাফের হিন্দুর হীন দেবতার নাম—
কি কারণে কি সাহসে জপ অবিরাম?
একর্ম্মের শাস্তি জেনো মহাভয়ঙ্কর
না করি বিলম্ব আর করহ উত্তর।
শুনিয়া কাজীর কথা কহে হরিদাস,
দেশের শাসক তুমি—আমি তব দাস।
এবিশ্বের স্রষ্টা যিনি তিনি অদ্বিতীয়
জ্ঞান-প্রেম দাতা তিনি অনির্ব্বচনীয়,—
আছে তাঁর বহুনাম। যার অভিলাষ
যেই নামে, তার জপে পূরাবেন আশ।
নামে নাহি ভালমন্দ উত্তম অধম—
নাহি ছোট বড় দ্বন্দ্ব,—সবই মনোরম।
হোক সম্প্রদায় ভিন্ন কিবা আসে যায়
যে-নামে বিশ্বাস। যার তা'তে সিদ্ধি পায়।
তুমি বিচারক কাজী, মোর নিবেদন
তোমার সাক্ষাতে সব করিনু জ্ঞাপন'।
ক্রোধে কাজী নিজ সংজ্ঞা ফেলে হারাইয়া
চীৎকার করিয়া ক্রোধে আসন ছাড়িয়া
কহে ডেকে হরিদাসে,—এ মোর আদেশ
নিবে ইস্‌লামের দীক্ষা, আর সবিশেষ
ত্যজিবে বিধর্ম্মিনাম, প্রতিজ্ঞা করিয়া
যতোদিন এসংসারে রহিবে বাঁচিয়া'।
নাম-প্রেমী ভয়হীন বীর হরিদাস
কাজীর আদেশে তিনি নাহি পান ত্রাস
দৃঢ় চিত্তে নিজ ইষ্টে করিয়া স্মরণ
কাজীরে উদ্দেশ করি বলেন তখন,—
'খণ্ড খণ্ড হয়ে দেহ যায় যদি প্রাণ—
তথাপিহ ছাড়িতে না পারি হরিনাম'।
স্তম্ভিত হইল কাজী বাক্য শুনে তাঁর
বলে আজি প্রাণদণ্ড হইবে তোমার।
ফাঁসি যদি দিই তোমা অথবা কবরে
শাস্তি কথা জানিতে না পাইবে অপরে,
সবার গোচর লাগি তাই তোমা নিয়া
অনুচরবর্গ, বাইশ বাজারেতে গিয়া—
সবার সম্মুখে করি তীব্র বেত্রাঘাত
করিবে প্রহরীগণ তোমাকে নিপাত।
রোষে ক্ষোভে দগ্ধ কাজী করিলা আদেশ
বেত্রাঘাতে কাফেরের প্রাণ কর শেষ।
নিগূঢ় প্রভুর লীলা কেহ নাহি জানে—
কি কাজে আনেন তিনি কারে কোন খানে।
করেন কাহারে দিয়া কিলীলা প্রচার
জীবের মঙ্গল হেতু কৃপা পারাবার।
দ্বিতীয় যমের সম কিঙ্করেরগণ
নিয়া যায় হরিদাসে করিয়া বন্ধন।
নিত্য মুক্ত হরিদাস অপগত ভয়
নামের সাধন বলে তিনি মৃত্যুঞ্জয়।
কে তাঁরে বাঁধিবে আর করিবে প্রহার
চিন্ময় আনন্দ লোকে নিত্য স্থিতি তাঁর।
যে-সুধা-ধারায় তিনি প্রতিক্ষণে পান
করিছেন, তাহাতেই নিত্যতৃপ্ত প্রাণ।
নামের মাহাত্ম্য লোকে করিতে প্রচার
সহিছেন যবনের ঘোর অত্যাচার।

চলিছে আঘাতি' কাজী কিঙ্করের গণ
ব্রহ্মহরিদাস দেহে বেত্রে অনুক্ষণ।
মধুপানে মত্ত ভৃঙ্গ কুসুমে যেমন—
নামামৃত পানে মগ্ন দিয়া বুদ্ধি মন
সেইরূপ হরিদাস। শোনিতের ধার—
হতেছে ক্ষরণ অঙ্গ হতে অনিবার।
এরূপে নির্ম্মম ভাবে বাইশটী বাজারে
কিঙ্করেরা হরিদাসে কঠোর প্রহারে
'ছিন্ন ভিন্ন করি' দেহ' ভাবে মনে মনে—
অবশ্যই মরিয়াছে কাফের এক্ষণে'।
হরিদাস চরিত্রের মহিমা অপার
ভাষা দিয়া নাহি হয় বর্ণন তাহার।
শ্রীহরিচরণদ্বন্দ্ব ধ্যানেতে রহিয়া
করেন করুণা ভিক্ষা ব্যথিত হইয়া
'অবোধ অজ্ঞান এই অনুচরগণ—
কাজীর আদেশ মাত্র কবিছে পালন,
নাহি জানে পরিণাম, অতি অল্পমতি—
নাহি বুঝে ভালমন্দ, না আছে প্রতীতি।
ক্ষমিয়ো তাদেরে তুমি পতিত পাবন
অগতির গতি তুমি, অনাথ শবণ।
করমে পতিত তারা ; বুদ্ধিহীন নর,
কৃপা কর তাহাদেরে, হে ক্ষমাসুন্দব।
নাহি নিবে অপবাধ মোর দণ্ড তবে,—
যথার্থ কৃপার পাত্র মূঢ় অনুচব'।
নামরসে সমাহিত রন হরিদাস
জীবনের কোনো চিহ্ন না হয প্রকাশ
ছিন্ন ভিন্ন বাহ্য দেহে। কিঙ্করেব গণ—
ভাবিল অবশ্য তাঁর হয়েছে মরণ।
'কাফের বেহেস্তে যাবে কবরেতে গেলে'—
এইভেবে হরিদাসে ত্যজে গঙ্গাজলে।
স্পন্দন বিহীন দেহ ভাসিয়া ভাসিয়া
শান্তিপুরে গঙ্গাতীরে ভিড়িল আসিয়া।

কৃপাময় শ্রীচৈতন্য—করুণার বশে—
প্রাণের লক্ষণ পুনঃ দেহেতে প্রকাশে।
ছিন্ন ভিন্ন অঙ্গ সব যুক্ত হয়ে যায়
নাহি রহে ক্ষতচিহ্ন, চৈতন্য কৃপায়।
পেয়েছেন হরিদাস জীবন ফিরিয়া
শুনিয়া কহিল কাজী স্তম্ভিত হইয়া।
যম দণ্ড সম এই বেত্রের আঘাতে
না রহে প্রাণের চিহ্ন কাহারো দেহেতে।
বাইশটি বাজারে সহি' অসংখ্য আঘাত
হেন বীর কেবা ? যার, নহে প্রাণ পাত ?
পরম বিস্ময়ে তাই আপনি আসিয়া
হয হতবাক্ হরিদাসেরে হেরিয়া।
বুঝিয়া মহত্ত্ব তাঁ'র যুক্ত করে কয়—
করিয়াছি অপরাধ ক্ষম মহাশয়।
অধম, পারিনি আমি বুঝিতে তোমারে—
বুঝিবে কে ? তোমা সম মহাশক্তিধরে।
তোমাব সমান পীব আর দেখি নাই
চরণে তোমার, আমি ক্ষমা ভিক্ষা চাই।
কাজীরে হেরিয়া নত কিঙ্করেব গণ—
ব্রহ্মহরিদাস পদে লইলা শরণ।
সাধকেব জীবনেতে দুই মহাপাপ—
মরণেব ভয় আর কামনার তাপ।
নাম-মহামন্ত্র মাঝে হইয়া নিলয়—
করেছেন হরিদাস মরণেরে জয়।
ছিন্ন ভিন্ন হলো দেহ শোণিত স্রবণ
হইল অপরিমেয়,—না হলো মরণ।
না হলো বেদনবোধ, সাধকের দেহে—
ধ্যান সমাহিত চিত্ত মহানন্দে রহে।
হরিদাস মরনেরে না করেন ভয়
দুঃখের দহনে জয়ী,—তিনি মৃত্যুঞ্জয়।
মরণ অধিক হয় কামনা নির্ম্মম
দেহ বিনাশেও যার নাহি উপশম।

যুগে যুগে জন্মে জন্মে প্রভাব যাঁহার
তরঙ্গিত সিন্ধু বুকে কাটায় সাঁতার।
লইয়া সহস্ররূপ সাধক জীবনে,—
সৃজি' সীমাহীন বাধা প্রতি ক্ষণে ক্ষণে।
কামজয়ী হরিদাস, লোকশিক্ষা তরে
দেখালেন যে-আদর্শ গণিকা-উদ্ধার
ভয়ঙ্কর সেই চিত্র বিশ্বের বিস্ময়—
অভক্ত জনের ইহা বিশ্বাসের নয়।
বেনাপোলে জমিদার রামচন্দ্র খান,
সাধু সন্ত জনে সদা করা অপমান
সহজাত বৃত্তি তার, অতি নীচাশয়
বৈষ্ণবগণেরা তাঁকে সদা করে ভয়।
সদাচার গৃহিনীরাও তার অত্যাচারে
আপন আবাসে স্থির রহিতে না পারে।
অনেকেই অত্যাচারে বেনাপোল ছাড়ি
দুর দুরান্তরে যেয়ে করেছেন বাড়ী।
ভোগবিলাসেতে মত্ত মদ্যপায়ী হীন
ত্যাগী হরিদাসে হিংসা করে রাত্রিদিন।
হরিদাসে শ্রদ্ধাভক্তি করে সর্ব্বজন
ইহাতেও বাড়ে তার ঈর্ষ্যার দাহন।
ভিক্ষাজীবী সর্ব্বহারা দীন হরিদাসে
কি কারণে নরনারী এত ভালবাসে?
কেনবা আগ্রহ, তাঁ'র পদধূলি নিতে
কি আছে সম্পদ হেন, কিবা পারে দিতে?
হিংসা দ্বেষ জর্জরিত রামচন্দ্র খান—
দোষ দেখাইয়া শাস্তি করিতে প্রদান,—
অপরূপ রূপময়ী এক গণিকারে
হীরা নামে, যুবতী সে, কহে ডেকে তারে—
'হরিদাস কুটীরেতে যেয়ে রজনীতে
কর তার ধর্ম্মনাশ। রাজী আমি দিতে
যা' চাহিবে সেই অর্থে। সঙ্গেতে তোমার,
রহিবে প্রহরী মম;—ভয় নাহি আর।
প্রহরী কুটীর পাশে রবে লুকাইয়া
তোমার আহ্বান পেয়ে আসিবে ছুটিয়া।
প্রলুব্ধ করিয়া তারে করাইবে সঙ্গ
দেখ তাতে ঘটে কিবা অপরূপ রঙ্গ।
ভাঙ্গিব ভণ্ডামি তার, দেখাব সবায়,
করে প্রেম তোমা সহ গোপনে নিশায়।
গণিকা অর্থের লোভে রাজী হয় তা'তে,—
হরিদাস কুটীরেতে যেতে রজনীতে।
একাকী নদীর তীরে উদাস অন্তরে
রন ব্রহ্মহরিদাস নীরবে কুটীরে।
নামজপে মহানিষ্ঠা, পবিত্র আধার
দিবারাত্র নামজপ সাধন তাঁহার।
ধ্যান মগ্ন সদা তিনি আপন আবাসে
চলে নামজপ তাঁর প্রতিটি নিঃশ্বাসে।
নিস্তব্ধ ইন্দ্রিয়গণ, চিত্ত সমাহিত
চারিপাশে নীরবতা সদা বিরাজিত।
জ্বালিয়া কুটীর কোণে ক্ষীণ দীপশিখা
বিকীর্ণ করিয়া গৃহে তার ক্ষুদ্র রেখা।
স্মরণে আনিয়া দেয় সন্ধ্যা সমাগম
সাধনার পরিবেশ দিব্য অনুপম।
নীরবে কুটীর কোণে সুন্দর প্রান্তরে
নাহি লোকালয় চিহ্ন কুটীর-অদূরে।
নিপুণা গণিকা আগে প্রণাম করিয়া
তুলসীরে, তারপর ধীরে আগাইয়া—
হরিদাসে নতশিরে করিয়া প্রণাম
কহিল, তোমার কাছে আমি আসিলাম।
অপরূপ অলঙ্কারে বহু মূল্য বাসে
সাজাইয়া আপনারে, মধুর সুবাসে,
আমোদিত করি গৃহ; স্বভাবে যা' হয়
গণিকার ছলা কলা করিয়া আশ্রয়
মৃদু হাস্যে মধু লাস্যে অপাঙ্গ ঈক্ষণে—
বিষদিগ্ধ কামনার পূর্ণ রূপায়ণে—

গণিকার সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করিয়া
হরিদাস মনোবুদ্ধি নিতে আকর্ষিয়া,—
কহে তব সঙ্গলাভ করিবার তরে
আজি এ পূর্ণিমা রাতে তোমার কুটীরে
আসিলাম, শ্রেষ্ঠ তুমি মহা রূপবান,
লভিতে আশ্রয় তব কাঁদে মোর প্রাণ।
পার তুমি পূরিবারে মম অভিলাষে
রূপৈশ্বর্য্যময় তুমি কৃপা পরকাশে।
এই বলে পরিহিত বসনে ভূষণে—
ঘটায়ে ইঙ্গিতপূর্ণ স্খলনে পূরণে,
সাধকের ধ্যান দৃষ্টি করে আকর্ষণ—
ঘটে দৃষ্টি বিনিময়; হরিদাস কন,—
'সংখ্যা নামজপ মম হলে সমাপণ
করিব অবশ্য তব কামনা পূরণ।
তাবৎ অপেক্ষা তুমি কর এইখানে
কষ্ট করে, নাহি বিঘ্ন বাসনা পূরণে।
পূর্ণিমার শশধর মহাকাশে ভাসে
বসেছে গণিকা এসে দুয়ারের পাশে।
কুটীরেতে হরিদাস নাম জপ করে
ইষ্টের মুরতিখানি প্রদীপ্ত অন্তরে।
রূপের পশরা নিয়া বিকিকিনি যা'র
নীরবে বসিয়া থাকা অসাধ্য তাহার।
রূপলুব্ধ জন তবে ইন্দ্রিয়ের গণ
কামনা বহ্নিতে সদা যোগায় ইন্ধন,—
দিব্য পরিবেশে তারা অতি অসহায়
মুহ্যমান, পলাইতে পথ নাহি পায়।
ফিরে গেলে জমিদার না রাখিবে প্রাণ
বসতির তরে নাহি পাবে কোনো স্থান।
উপায় বিহীনা তাই মনে এনে বল—
ভাঙ্গিতে সাধুর ধ্যান করে নানা ছল।
অপরূপ ভ্রূ-ভঙ্গিমা অঙ্গের বিকার
করে পুরুষের মনে কামের সঞ্চার।
সে-ভাবে জাগ্রত করে রহে অপেক্ষিয়া—
ধ্যান ভেঙ্গে হরিদাসে লইবে টানিয়া।
অতীত হইল ধীরে প্রথম প্রহর
শুভ্র জ্যোৎস্নাময়ী নিশা, সাধক প্রবর—
অবিচল নাম জপে। সমাহিত মন
বিষয়ের লেশ স্পর্শ নাহিক তখন।
দ্বিতীয় প্রহর শেষ, তৃতীয় প্রহরে—
ছাড়িয়া জ্ঞানের রাজ্য আত্মায় বিহরে
সিদ্ধ ব্রহ্মহরিদাস। চতুর্থ যামেতে—
রহে মহারসে মগ্ন ইষ্টের সহিতে।
এ ভাবে পরমানন্দে ব্রহ্মহরিদাস
ধ্যানমগ্ন,—না মিটিল গণিকার আশ।
দুয়ারে গণিকা একা ভূমিতে শুইয়া
কাটাল রজনী হরিদাসে অপেক্ষিয়া।
উষার পরশ পেয়ে উঠিলা জাগিয়া—
যখন ভোরের পাখী চলিছে ছুটিয়া
ডেকে ডেকে দিকে দিকে। ভাবে নিজ মনে
ভূমিতে পড়িয়া কেন রয়েছে এখানে।
জাগে গত রজনীর চিত্র ভয়ঙ্কর
সাথে ভয়, জমিদারে কি দিবে উত্তর?
বুঝে গণিকার মন ক'ন হরিদাস—
গণিকারে সাম্বোধিয়া, না হও নিরাশ
জপ শেষ হতে রাত্রি নিয়াছে বিদায়
তাই তব সঙ্গ আমি নিতে পারি নাই।
অবশ্য আসিবে তুমি আজিকে সন্ধ্যায়
লভিবে আমার সঙ্গ কোনো বাধা নাই।
ব্যর্থমনে ফিরে গিয়ে গণিকা তখন
দেয় রামচন্দ্রখানে রাত্রি বিবরণ।
পরদিন সুসজ্জিত করি আপনারে
উত্তম বসন আর মণিমুক্তা হারে,—
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গন্ধ অঙ্গে লইলা মাখিয়া
ঘনকৃষ্ণ কেশদামে বেণী বিরচিয়া—

সৃজি' নব কল্পলোক রূপ রস নিয়া
নবীনা মোহিনী রূপে মায়া বিস্তারিয়া
মরাল গমনে ধীরে গণিকা সন্ধ্যায়
সাথে নিয়া পঞ্চবাণ কুটীরেতে যায়।

নামজপে হরিদাস আছেন মগন
সর্ব্বরূপে নির্বিষয় তাঁহার চেতন —
অবরুদ্ধ সর্বেন্দ্রিয়। শুদ্ধ মনোমাঝে
প্রাণকান্ত কৃষ্ণচন্দ্র একান্তে বিরাজে।
দুয়ারে গণিকা বসে' আপনা ধিক্কারে।
রূপলুব্ধ পুরুষেরা যতোদিক মোরে,
জয়মাল্য,—মনোময়ী, রূপময়ী বলি'—
হেরিনু আজিকে আমি বিফল সকলি।
একটী পুরুষে আমি নারিনু মোহিতে।
না পারিনু চিত্তে তার তরঙ্গ তুলিতে
রূপরসে গন্ধে বর্ণে? কি হলো আমার
এ কেমন দৈন্য মম, কিবা রূপ আর?
সুধাপূর্ণ শতদল রহিল অম্লান—
উদাস রহিল ভৃঙ্গ, না করিল পান?
সযত্ন রচিত মাল্য গেল শুকাইয়া—
না পারিনু গলে তাঁর দিতে পরাইয়া!
শত্রু মম হলো নিদ্রা, নারিনু জাগিতে
না পারিনু আপনারে তুলিয়া ধরিতে
সুর সুধাময়ী নিশা নন্দন আলোকে
পঞ্চবাণে করি বিদ্ধ অসহ্য পুলকে!

জনপদ বধূ যেবা, জনহীন স্থানে
নীরবে একাকী রাতে কাটাবে কেমনে?
বিশেষতঃ বিলাসের ভোগ্য পরিবেশে
জাগ্রত ইন্দ্রিয় গ্রাম, মোহিনীর বেশে
হাবে ভাবে ভ্রূভঙ্গীতে চলনে বলনে
বিমোহি' পুরুষবৃন্দে আপন ভবনে—
নিশা অবসান যেবা নিয়ত ঘটায়
কেমনে সে একা দ্বারে রজনী কাটায়?

নাহি চাহে লোকসঙ্গ সাধু মহাজন
একান্তে নীরবে তাঁর ভজন পূজন—
ব্রহ্মহরিদাস স্থির কুটীরের কোণে
রয়েছেন অবিচল ইষ্টের ধেয়ানে।
কাটিতেছে মহানন্দে রজনী গভীর
বহিছে নয়নে ভক্তি-মন্দাকিনী নীর।

এসেছে গণিকা হেথা কৃষ্ণের ইচ্ছায়
সময় হয়েছে তার, শ্রীকৃষ্ণ কৃপায়।
গণিকার আগমন পূর্ব্বজ্ঞাত তাঁর -
এই লীলা গণিকারে করিতে উদ্ধার।
ভুলাতে সাধুর মন ছলা কলা যত
গণিকা প্রয়োগ করে নিজ সাধ্য মত,—
যাতে হরিদাস তারে করে অঙ্গীকার
সুপ্রচুর অর্থলাভ মূলে আছে যার।
গণিকা মনের বলে রহে জাগরণে
নানাভাবে আপনারে প্রতি ক্ষণে ক্ষণে
আকারে ইঙ্গিতে চাহে ভাঙ্গিতে সাধন
বিমোহিতে হরিদাসে করে প্রাণ পণ।
ইন্দ্রিয় নিচয় হরিদাসে সেবা করে
নিক্ষেপিয়া পঞ্চবান তাঁরে কি প্রকারে
আনিবে আপন বশে, ক্ষুদ্র এক নারী
হোক শত রূপবতী, অপূর্ব্ব সুন্দরী।
আপন অজ্ঞাতে হীরা পড়ে ঘুমাইয়া,—
চলিয়াছে ভয়ঙ্কর স্বপনে হেরিয়া--
'ঘনঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন ভুবন
কোনো বস্তু দেখিবারে না পায় নয়ন।
কে কোথা আত্মীয়, তার না পায় সন্ধান
আর্ত্তরবে আতঙ্কিত হতেছে পরাণ।
দূর দিক্‌চক্রবালে খেলিছে তড়িৎ—
গম্ভীর নির্ঘোষে লুপ্ত হতেছে সংবিৎ।
ঘনধারা বরষণ সাথে ভূকম্পন
গরজন সাথে সাথে অশনি পতন।

সু-উচ্চ প্রাসাদ সব নিমেষে ধ্বসিয়া
পড়িতেছে ধরণীতে বিচূর্ণ হইয়া।
গৃহ আদি পতনের নাহিক বিরাম
কেমন হতেছে ভ্রান্তি নিজ নাম ধাম,—
অনুভূতি স্মৃতি সব যেতেছে মুছিয়া—
মৃত্যুর গহ্বরে যেন চলেছে ছুটিয়া
মহাবিশ্ব, নেয় কোন পরিণামে তারে ?
এই কি সমাধি মহা প্রলয় সাগরে !
রন্ধ্রহীন অন্ধকারে মরণ শঙ্কায়
অসহ্য অসহনীয় তীব্র বেদনায়—
গণিকা কাঁদিয়া উঠে করিয়া চীৎকার
লুপ্ত প্রায় ধরাতল ; আর্ত্ত-হাহাকার।

জেগে উঠে দেখে তার প্রকম্পিত হিয়া
অশ্রুজলে সারা বক্ষ গিয়াছে ভাসিয়া,
বিক্ষিপ্ত বসন, দূরে ক্ষিপ্ত অলঙ্কার
ইতস্ততঃ ছড়াইয়া আছে চারিধার।
উষার পরশে ধীরে শান্ত হয় মন
ভাসে চিত্তে দৃষ্ট চিত্র মহাদুঃস্বপন।
বাস্তবের সাথে তার কোনো যোগ নাই
সোনার কিরণ মালা ঝরিছে ধরায়।
পূর্ব্বরাত্র মত ভ্রমে হেরে আপনারে
ছন্ন মন ব্যর্থতার নিরুদ্ধ ধিক্কারে।
হীরার অন্তর কথা জেনে হরিদাস
কহেন আহ্বানি তারে দানিয়া আশ্বাস,—
'প্রয়াস পেয়েছি গূঢ় জপে সমাধিতে
করিবারে সংখ্যাপূর্ণ গত রজনীতে ;—
সক্ষম হইনি তা'তে। মহাক্ষোভ মনে
দিয়াছি তোমারে দুঃখ রাত্রি-জাগরণে।
আজিকে অবশ্য তুমি আসিবে সন্ধ্যায়
পূরণ করিবে কৃষ্ণ তব বাসনায়।

ক্ষণে ক্ষণে স্বপ্নকথা জাগিছে স্মরণে
নিরুদ্ধ নিঃশ্বাস যেন বহিছে সঘনে।
পর পর দুইদিন ব্যর্থতার গ্লানি
জড়ীভূত করে মন,—অবসাদে আনি।
গণিকা বিষণ্ন মনে গৃহপানে যায়—
স্তব্ধ রূপ গুণ দম্ভ, অতি অসহায়।
জেগেছে জিজ্ঞাসা এবে গণিকার মনে
শুধু আশাভঙ্গে নহে, কোন কি কারণে
অপরূপ শ্রীসম্পন্ন পুরুষ রতন—
সারা নিশা নামজপে রহিলা মগন ?
ক্ষণিকের লাগি মোরে না চাহিলা ফিরে
ঐশ্বর্য্য ভূষিতা এক তৃষিতা নারীরে ?
হেন রূপলাবণ্যের দেহ, অবিকার—
রমণীর সন্নিধানে ? একথা স্বীকার
কেমনে করিব আমি রমণীত্ব নিয়া—
মোর, অজ্ঞাতে নারীত্ব গেছে বিলুপ্ত হইয়া !
সাজিয়াছি দীনা, হীনা, কৃপার ভিখারী
নিরাশ্রয়া, এজীবনে কিবা আর করি ?
অসংখ্য পুরুষে আমি রূপের আলোকে
উন্মত্ত পতঙ্গ সম বিমুগ্ধ পুলকে—
করিয়াছি আকর্ষণ ;—সকল ভুলিয়া—
ধন মান আদি সব মোরে সঁপিয়া
মানিয়াছে ধন্য সবে তারা আপনারে -
সে-আমি ? কোথায় আজ পাই খুঁজে তারে ?
কত জ্ঞানী গুণিজন দুইদিন আগে—
দিয়া মোরে মনপ্রাণ নব অনুরাগে
দাঁড়াত সম্মুখে এসে স্তাবকের প্রায়,
হরণ করেছি চিত্ত মোহিনী মায়ায়।
সামান্য বৈষ্ণব আজি অতি অবজ্ঞায়
কুটীর দুয়ারে মোরে দেখাইয়া ঠাঁই—
রহে নিজে নির্ব্বিকার ? মো সম নারীরে
অনিচ্ছায়ও একবার না চাহিলা ফিরে ?
মগ্ন কিসে চিত্ত তাঁ'র ? সবার অধিক
আমি নারী, ধিক আজি মোরে শতধিক্।

নাহিক অন্তরে শান্তি অশনে বসনে
বিগত রজনী কথা প্রতিক্ষণে ক্ষণে—
উদিত হইয়া মনে আনে হাহাকার
সুখ স্বপ্ন মাঝে করে বৈরাগ্য সঞ্চার।
ফাগুনের কল্পলোকে আগুন ধরায়
রূপরসে গন্ধে চিত্ত শান্তি নাহি পায়।
ভোগের জীবন তার হইতেছে ক্ষয়
গণিকা বুঝিতে নারে; নবারুণোদয়
ঘন কৃষ্ণমসী লিপ্ত বিষণ্ণ আকাশে
হইতেছে ধীরে, তমোময়ী নিশা শেষে।
নিগূঢ় রহস্য এযে, কখনো জীবনে
ভাবেনি সে আত্মকথা, মানস নয়নে
আপনার পানে কভু চাহেনি ফিরিয়া।
অতর্কিত বিবর্ত্তনে বিস্মিত হইয়া—
আপন স্বরূপে হেরে বৈরাগ্য-আলোকে—
হেবে শুধু মহাশূন্য,—মুহ্যমান শোকে।
আহার বিহার কথা গিয়াছে ভুলিয়া
না জানে কেমনে দিবা গিয়াছে চলিয়া।
পশ্চিম দিগন্তে রবি স্বর্ণসিংহাসনে
সমাধি' আপন কর্ম্ম, শ্রান্ত ক্লান্ত মনে
বসিয়াছে অবশেষে। তামসী রজনী
আপনার কেশপাশে আবরি' ধরণী
হইতেছে অবতীর্ণ। পুতুলের প্রায়
চলিছে গণিকা ধীরে, ফিরে নাহি চায়—
গীতিমুগ্ধা হরিণীর সম সংজ্ঞা নাই—
মন বুদ্ধি চিত্ত তার না জানে কোথায়?
তাহার সর্ব্বস্ব যেন গিয়াছে হারায়ে
মহাশূন্যে; কি চাহিবে নয়ন ফিরায়ে!
হয়েছেন হরিদাস গণিকার ধ্যান
অজানা কি আকর্ষণে আকর্ষিছে প্রাণ।
উপেক্ষিছে যেইজন করি অনাদর
কেন যে তাঁহার লাগি আকুল অন্তর

কিছুই বুঝিতে নারে গণিকা তখন,
ভাবে, কি হইল তা'র,—একি অঘটন।
অজ্ঞাতে প্রদোষে তা'র চরণ দুখানি—
অদৃশ্য রজ্জুতে কেবা লইতেছে টানি'
সেই কুটীরের পানে; যে স্থান হইতে
হইয়াছে উপেক্ষায় চলিয়া আসিতে।
গৃহে তাব নাহি স্থান,—জীবন বিহ্বল
নবভাব জাগরণে। শুধু আসে জল
উছলিত দুনয়নে। শূন্য হৃদি মাঝে
উদাস করুণ স্বরে কার বাঁশী বাজে?

গণিকা আসিয়া ধীরে বসিলা আসনে
প্রণমিয়া হরিদাসে, চেয়ে তাঁর পানে।
হেসে হেসে ধীরে ধীরে হরিদাস কন
আজিকে হইবে তব বাসনা পূরণ।
নিব তব সঙ্গসুধা নামজপ শেষে
পেলে তুমি মহাদুঃখ মোর কাছে এসে।
গণিকা তাহার পানে রহে তাকাইয়া
কি করিবে কি বলিবে পায় না খুঁজিয়া।
মহাশূন্য মাঝে সুপ্ত সত্তা যেন তাঁর
বুদ্ধি আত্মা সবি যেন স্তব্ধ গণিকার।
চলেছেন হরিদাস জপি কৃষ্ণনাম
গণিকা শ্রবণে ধ্বনি বাজে অবিরাম।
আছে সে হইয়া স্থির আপন আসনে
বিষয়ী বিষয় কিছু নাহি তার মনে।
'নাম'-মধু শ্রবণেতে, নয়নেতে নামী—
যেন, বৈকুণ্ঠ হইতে এসে রহিয়াছে থামি'।
না পারে বুঝিতে নিদ্রা কিবা জাগরণ
মানস গগনে ভাসে অপূর্ব্ব চিত্রণ,—
'আসিয়াছে বৃন্দাবনে যমুনার তীরে
তরঙ্গিত লীলামৃত মলয়-সমীরে।
অপরূপা গোপবালা করে জলকেলি
দিব্য অঙ্গ দ্যুতিমালা উঠিছে উছলি—

দিকে দিকে ; গগনেতে পূর্ণ সুধাকর
কদম্বের ডালে বসে আছে পীতাম্বর।
বিমোহিতা গণিকারে কহিছে কানাই
তোমা সম ভাগ্যবতী ত্রিজগতে নাই।
বহুজন্ম সাধনায় না পায় যে-ধন
পেলে তাহা বিযামিনী করি জাগরণ।
সকল অনর্থ তব হইয়াছে শেষ—
লভিয়াছ বৈষ্ণবের কৃপায় অশেষ।
নবদ্বীপে লীলা মম দেখিতে পাইবে
নবরূপে, তুমি তা'তে আপনা বিলাবে।
নামামৃত লীলারস পূর্ণ প্রচারণে
করিবে নিজেরে ধন্য পবিত্র' ভুবনে।
মানবের মানবত্বে হইবে স্বীকার
এ লীলায়, জ্ঞানবুদ্ধি বিচিত্র বিকার
পাইবেনা শ্রেষ্ঠ স্থান। প্রেমভক্তিমূল
হবে লীলা পরকাশ,—জগতে অতুল।
রজনী প্রভাতে তোমা ভক্ত হরিদাস
'নামদান' করি তব পূর্ণাইবে আশ।
প্রভাতে পাখীরা ডাকে ঘুম ভেঙ্গে যায়
প্রাণ মন পরিপূর্ণ দরশ-সুধায়।
সবিতার মধুমাখা সোনার কিরণ
গণিকারে দিল এনে নবীন জীবন।
সাধুরা জঙ্গমতীর্থ, তাঁদের দরশে
অযাচিত করুণার প্রভাবের বশে
হীরার জীবনগ্লানি সব মুছে যায়
শুদ্ধ দেহ মন,—প্রেম-পবিত্র ধারায়।
হীরা আপনারে স্থির রাখিতে না পারে
হরিদাস পদদ্বন্দ্বে অর্পি' আপনারে
ভাসিয়া নয়ন জলে কহে যুক্ত করে—
'নরকের কীট আমি, তোমার দুয়ারে
বাস করে ত্রিযামিনী যে-দিব্য আলোক
লভিয়াছি, তার বলে আমি বীতশোক।
কৃপাময় শ্রীকৃষ্ণের করুণার গুণে—
অস্পৃশ্যা লভিবে স্থান তোমার চরণে।
কি অশুচি মন নিয়া তোমার দুয়ারে
আসিনু প্রথম তাহা বলি কি প্রকারে।
সর্ব্বজ্ঞ তোমার কিছু অবিদিত নাই
তবু তুমি পতিতারে অসীম কৃপায়
সীমাহীন অপরাধে ক্ষমা করিয়াছ
সুদুর্লভ করুণার পরশ দিয়াছ।
তাহাতে পেয়েছি শক্তি আত্ম-নিবেদনে,
দাসীরে করহ কৃপা স্নেহ বিতরণে।
যে-অমৃত তুমি দেব নিতি কর পান
তার ক্ষীণতম বিন্দু কর মোকে দান।
হীন বাসনার পঙ্কে পতিত আমারে—
তব কৃপা ভিন্ন বল কে আর উদ্ধারে।
স্বপনে বলেছে মোরে আহ্বানি কানাই
তুমি নামামৃত দান করিবে আমায়।
কুকর্ম্মে নিরতা এই হীনা গণিকারে
কৃপাময় কর কৃপা, তপ্ত অশ্রুধারে
গণিকা হীরার বক্ষ যেতেছে ভাসিয়া,—
আশ্রিতারে, হরিদাস ক'ন আশ্বাসিয়া
'তোমাকে উদ্ধার লাগি মোর আগমন
নিশ্চিন্ত হেথায় জেনো। নন্দের নন্দন
অবতীর্ণ নবরূপে গুপ্ত বৃন্দাবনে—
লভিতে তাঁহার সঙ্গ যাইব সেখানে।
ভোগ জীবনের তব, হয়েছে বিরাম
প্রাণভরে এবে তুমি লহ কৃষ্ণনাম।
জন্ম জন্মান্তের যত কর্ম্মের বন্ধন
ত্রিরাত্রের তপস্যায় হয়েছে খণ্ডন,—
হয়েছ পবিত্র তুমি। একমাত্র নাম
তোমার আশ্রয় ভূমি। হোক তীর্থধাম
ক্ষুদ্র বাসস্থান তব, ভকত জনের
চরিত কাহিনী তব হোক আনন্দের।

হীরারে কৃষ্ণের নাম করিলেন দান
তবে ব্রহ্মহরিদাস কৃপালু মহান।
গণিকা হইল ধন্যা নামের কৃপায়
বিত্ত সব সমর্পিল শ্রীকৃষ্ণ সেবায়।
লক্ষ পরিমাণ অর্থে লক্ষহীরা নাম
বাসের ভবন তার হলো পুণ্যধাম।
নামজপে আপনারে করিলা অর্পণ
শ্রীকৃষ্ণ সেবাই হলো জীবনের পণ।
হবিদাস কর্ম্ম সব জীবশিক্ষা তবে
নামের সাধনে যুক্ত কবি আপনাবে।
জাতি কূল কিছু নাহি নামের সাধনে
একমাত্র কলিহত জীবেব জীবনে।

নামের প্রভাবে ধীবে ভক্তি মন্দাকিনী
হন অনায়াসে তার পশ্চাৎ গামিনী।
নামের গ্রহণে কোনো নীতিশাস্ত্র নাই
মহাকৃপানিধি নাম—নিজ মহিমায়
ভক্তেরে আপন সাধ্যে মিলায় সহজে
হরিদাসে দেখি,' জীব নামে যেন ভজে।
ভালমন্দ উচ্চনীচ না আছে বিচার—
নামেব সাধনে সর্ব্বসিদ্ধি সবাকাব।
হরিদাস লক্ষহীবা উদ্ধারেব পরে,
আসিলেন অদ্বৈতেব কাছে শান্তিপুবে।
করেন জাহ্নবী তীবে নামেব সাধন
শ্রীকৃষ্ণ যাহাতে শীঘ্র আবির্ভূত হন।

দ্বাদশ সর্গ সমাপ্ত

ত্রয়োদশ সর্গ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দের মিলন

নিত্যানন্দ চরিত্রের মহিমা অপার
কৃপাসিন্ধু জনে জানে মাহাত্ম্য তাঁহাব।
নিগূঢ় রহস্যে ঘেরা চরিত্র মহান্
প্রভুর লীলায় তাঁ'র শ্রেষ্ঠতম স্থান।
মহাধনবান তিনি গৌর প্রেমধনে—
শ্রীগৌরাঙ্গ ধ্যান জ্ঞান তাঁহার জীবনে
একমাত্র, শ্রীগৌরাঙ্গ-অভিন্ন-ঈশ্বর
অসামান্য প্রেমশক্তি ভিন্ন কলেবর।
সঙ্কর্ষণ হলধর পূরব লীলায়—
সর্ব্বত্র বিজয়ী বীর তুল্য কেহ নাই।
দ্বাপর লীলার অন্তে জন্ম বিপ্রকুলে
কৈশোর হইতে মিল সন্ন্যাসীর দলে
ভারতের তীর্থে তীর্থে করিয়া ভ্রমণ
জ্ঞানীগুরু হতে করি জ্ঞান আহরণ,

লইয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম মাধবেন্দ্র হতে
রন মহামত্ত সদা শ্রীকৃষ্ণ প্রেমেতে।
হলধর আপনার অনুজ সন্ধানে
ভ্রমিয়া সকল তীর্থ এসে বৃন্দাবনে
ঘুরে ঘুরে শ্রীকৃষ্ণেব করেন সন্ধান,
দ্বাপর লীলায় সেথা ছিল যত স্থান
তন্মনা তন্নিষ্ঠ হয়ে প্রেমোন্মত্ত বেশে,—
এ সময় শ্রবণেতে আসে তাঁর ভেসে।
'কোথায় অগ্রজ মম মহাশক্তিধর—
লুকাইয়া আছ তুমি, বীর হলধর;
গুপ্ত নব বৃন্দাবনে লীলার সঞ্চার
হইবে অবশ্য, তোমা নবদ্বীপে চাই।
বুঝিলেন নিত্যানন্দ, প্রাণকৃষ্ণ তাঁ'র
কলিহত জীবগণে করিতে উদ্ধার—

অবতীর্ণ নবদ্বীপে সেজে গৌরহরি
চাহিছে তাহার সঙ্গ মুকুন্দ মুরারি।
শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ অভিন্ন হৃদয়
লীলারসে বিগ্রহের ব্যবধান রয়।
ছুটে যান নিত্যানন্দ নবদ্বীপ পানে—
অনুজ শ্রীকৃষ্ণ সেথা তাঁহার সন্ধানে।
ব্যাকুল হইয়া ডাকে সঙ্গ লভিবারে
গুপ্ত নব বৃন্দাবনে ভাগীরথী তীরে।
রাসে কৃষ্ণ প্রেমাবেশে গোপাঙ্গনাগণ
ভুলিয়া সংসারে নিজ, ভুলে দেহ মন
কেবল শ্রীকৃষ্ণ লাগি' ভ্রমিছিল বনে
কোথা প্রাণকৃষ্ণ বলে ব্যাকুল ক্রন্দনে।
তেমনি উন্মত্তপ্রায় প্রভু নিত্যানন্দ,
কৃষ্ণ-অনুভূতি যাঁ'র পরম আনন্দ,
দিবারাত্র পদযাত্রা কৃষ্ণে হেরিবারে
যার সাথে দেখা নাই বহুকাল ধরে।
প্রাণসম সে-অনুজে পাইতে আবার
জাগিয়া উঠিছে প্রাণে মহা হাহাকার।
সুদুর্গম গিরি নদী অতিক্রম করি
আসিলেন নবদ্বীপে। শ্রীগৌরাঙ্গ হরি
হয়েছেন অভিষিক্ত শ্রীবাস অঙ্গনে
কিছু আগে, প্রাণকৃষ্ণে গৌর ভগবানে
প্রেমভক্তি কুসুমের অঞ্জলি দানিয়া
হৃদয় মন্দিরে সবে নিয়াছে বরিয়া।
শুনিলেন নিত্যানন্দ শ্রীকৃষ্ণ প্রকাশ
আসিয়াই নবদ্বীপে। মনে অভিলাষ—
'রহিবেন লুকাইয়া গুপ্ত বৃন্দাবনে
অনুজ কানাই এসে নিবে তাঁকে চিনে'।
নন্দন আচার্য্য তাঁরে বহু সমাদরে
রাখেন ভবনে তাঁর আনন্দ অন্তরে।
নিত্যানন্দ প্রভু হন মহারূপবান
প্রথম দর্শনে তিনি হরে নেন প্রাণ।
নির্ব্বাক আচার্য্য তাঁকে দর্শন করিয়া—
এরূপের হেতু তিনি না পান খুঁজিয়া।
'প্রভুর অগ্রজ তিনি' শোনেন তখন
বিশ্বরূপে নবভাবে করেন গ্রহণ।
এলো ফিরে বিশ্বরূপ, কি আনন্দ তবে
একপ্রাণ দ্বি-বিগ্রহ মহান গৌরবে।
নিতাই গৌরাঙ্গ দুই রূপের সাগর—
অপরূপ শোভাময় প্রাণ মনোহর।
উভয়ের সঙ্গ লভি সবে ধন্য হবে
জগতের দুঃখ তাপ আর না রহিবে।
চতুরের শিরোমণি প্রভু বিশ্বম্ভর
সর্ব্বভাব তত্ত্ব তাঁর প্রত্যক্ষ গোচর।
আনিলেন নিত্যানন্দে তিনি নবদ্বীপে,
তিনি রেখেছেন তাঁকে আচার্য্য সমীপে।
পরদিন মহাপ্রভু ভক্তগণ সনে
বসিয়া পরমানন্দে শ্রীবাস অঙ্গনে
কহেন হেরিনু স্বপ্ন, এক মহাজন
আজানু লম্বিত বাহু প্রদীপ্ত নয়ন
শুভ্র সুবিশাল অঙ্গ, শ্রবণে কুণ্ডল
দিব্যজ্যোতিঃ সর্ব্ব অঙ্গে করে ঝলমল।
স্কন্ধে দণ্ড, নীলবস্ত্র আছে পরিধানে
মনে হয় 'সঙ্কর্ষণ' প্রথম দর্শনে।
রথ হতে অবতরি' সুধালেন মোরে
'নিমাই পণ্ডিত' গৃহে যাব কি প্রকারে।
কেবা তুমি? দেখে তাঁর মত মনে হয়
কল্য তাঁর সাথে মম হবে পরিচয়"
এই বলে ক্ষণমধ্যে হন অন্তর্দ্ধান,
পরম বিস্ময় নারি ফিরাতে নয়ন।
তোমরা বাহিরে তাঁকে দেখহ খুজিয়া,
রয়েছেন মহাজন কোথা লুকাইয়া।
হরিদাসে সঙ্গে নিয়া চলেন শ্রীবাস
মহাজন সন্ধানেতে,—অন্তরে উল্লাস।

চলেছেন দুইভক্ত প্রভুর আদেশে
প্রভুর চরণ ধ্যান-আনন্দ-আবেশে
প্রতি ঘরে ঘরে তাঁরা করেন সন্ধান
কিন্তু সেই মহাজনে দেখিতে না পান।
অবশেষে ব্যর্থ মনে হতাশ হইয়া
প্রভুর সমীপে তারা আসেন ফিরিয়া।
কহিলেন না লভিনু তাঁর দরশন
ধামের সর্ব্বত্র মোরা করেছি ভ্রমণ।
প্রভুর সকল কর্ম্ম লোক শিক্ষা তরে
দেখালেন শ্রীগৌরাঙ্গ নিজ সেবকেরে।
ঈশ্বরের কৃপাসিদ্ধ হবে যেই জন
ঘটিবে তাহারি মাত্র দুর্লভ দর্শন।
গূঢ় নিত্যানন্দ তত্ত্বে; যে-জন লভিবে
তাঁর কৃপা, একমাত্র সে জন জানিবে।
শ্রীবাসেরে তবে প্রভু কহেন হাসিয়া
না হেরি সে মহাজনে আসিলে ফিরিয়া?
চল দেখি মোর সাথে দেখা হয় কিনা,
রসিক সে মহাজনে যায় কিনা চেনা।
এই বলে সাথে নিয়া শ্রীবাসাদিগণে
চলিলেন প্রভু নিত্যানন্দের সন্ধানে।
কি অপূর্ব্ব ঈশ্বরের লীলা মধুময়
যুগ যুগান্তর স্থায়ী অব্যয় অক্ষয়।
গৌর নিত্যানন্দ তত্ত্ব অভিন্ন অদ্বয়
লীলারস আস্বাদনে দ্বৈত মনে হয়।
বলরাম খোঁজে কৃষ্ণে, কৃষ্ণ বলরামে,
অভিনব লীলা রঙ্গ নবদ্বীপ ধামে।
হেরিলেন ভাগ্যবান সাধু মহাজন,
তাঁদের চরণে আমি লইনু শরণ।
'গৌরকৃষ্ণ মনপ্রাণ উঠিছে মাতিয়া
হেরিবেন অগ্রজেরে একথা ভাবিয়া।
হয়ে গেছে কতকাল দেখা নাহি আর
অন্তরে পুঞ্জিত মহা বেদনার ভার।
তিরোহিত হবে সব অগ্রজ দর্শনে'
গৌর ভগবান এই ভাবিছেন মনে।
নিদাঘের খরতপ্ত মধ্যাহ্ন বেলায়
শ্রীবাসাদি ভক্তসহ ঠাকুর কানাই
নন্দন আচার্য্য গৃহ উদ্দেশ করিয়া
যেথায় শ্রীনিত্যানন্দ তাঁকে অপেক্ষিয়া;—
চলেছেন মহানন্দে। নন্দন-ভবন
গৌরাঙ্গ লীলার তীর্থ নববৃন্দাবন।
গৌরাঙ্গের ভগবত্তা পরীক্ষা করিতে
অদ্বৈত ছিলেন গুপ্ত আচার্য গৃহেতে।
করিবারে নিত্যানন্দ শ্রীকৃষ্ণ দর্শন
নিলেন আশ্রয় এই আচার্য্য-ভবন।
প্রভু নিত্য-পরিকর আচার্য্য প্রবর
মহাভাগ্যবান তাঁর নাহিক দোসর।
দুই পারে নরনারী বিমুগ্ধ নয়নে
হেরিছে পরমানন্দে শচীর নন্দনে।
প্রাণমনমুগ্ধকর এই রূপসুধা
দেয় শুধু বাড়াইয়া নয়নের ক্ষুধা।
অতৃপ্ত বাসনা নিয়া সবে তাঁরে চায়
বর্ণন অতীত সুখ সর্ব্বজন পায়।
আসে ধীরে ধীরে প্রভু আচার্য্য ভবনে
করেন প্রবেশ, নিত্যানন্দ যেইখানে।
প্রভুর পশ্চাতে সবে চলিছে বিস্ময়ে
নির্ব্বাক নিস্তব্ধ আত্মা চলে ভয়ে ভয়ে
কি বলিবে কি করিবে ভেবে নাহি পায়
আকুল নয়নে সবে প্রভুপানে চায়।
হেরিলেন গৌরকৃষ্ণ বীর সঙ্কর্ষণে
ধ্যানমৌন অবিচল আপন আসনে।
অগ্নিসম দীপ্তিমান বীর বলরাম
আনন মাধুর্য্যে পূর্ণ মহাপ্রেমধাম।
প্রণমেন বিশ্বম্ভর নিজগণ সহ
অগ্রজ শ্রীবলরামে; কি যে সুদুঃসহ

আনন্দ বেদন গূঢ় জাগিছে মরমে
প্রথম দর্শন মুগ্ধ মৌন সসম্ভ্রমে।
আপন অভীষ্টে চিনে নেন সঙ্কর্ষণ
সুদীর্ঘ বিরহ অন্তে। বসন ভূষণ
নহে শুধু অভিনব, সোনার বরণ
ঢাকিয়াছে শ্যামকান্তি, বক্ষে সুশোভন
নাহি সে মালতীমালা, সেথায় ধবল
শোভিতেছে যজ্ঞসূত্র পবিত্র উজ্জ্বল।
পুণ্ডরীক সমনেত্র ভাবরসময়
করুণার মহাসিন্ধু—ভক্তের অভয়।
শোভে শির ঘনকৃষ্ণ কুটীল কুন্তলে,
দিব্যজ্যোতিঃ পরিপূর্ণ বদন মণ্ডলে
বিরাজে প্রশান্তি নব, অনির্ব্বচনীয়
বিচ্ছুরিত, সর্ব্ব অঙ্গ হইতে অমিয়।
অপরূপ দরশনে নিত্যানন্দ রায়
আনন্দ বিস্ময়ে মহা,—মূরছিত প্রায়।
অবশ ইন্দ্রিয়গ্রাম, হৃদয় বিহ্বল
আবেগে কম্পিত অঙ্গ; নয়ন যুগল
সমাচ্ছন্ন হয় বাষ্পে। আলিঙ্গন তরে
আকুল হৃদয় মৌন কেঁদে কেঁদে মরে।
ভাষা নাহি আসে কণ্ঠে অবশ হৃদয়
চেয়ে গৌরকৃষ্ণ মুখ স্তব্ধ হয়ে রয়।
উভয় উভয়ে চাহে,—হৃদয়ে হৃদয়—
কে দিবে তাহারে ভাষা, কিবা সেথা রয়?
অসীমে অসীম মিশে সাগরে গগন
নীরব নিথর, মহাপ্রেম-আলিঙ্গন।
অসীমের কতটুকু প্রকাশ ভাষায়—
অব্যক্ত অনন্ত মহা সীমা যেথা নাই।
অনন্ত অভূতপূর্ব্ব-মহাপরিসর
নিখিল মঙ্গলালয় যা' চির সুন্দর
তাদের মিলন ঘটে শুধু প্রাণে প্রাণে
উভয় উভয়ে মিলে আকুল আহ্বানে।

গৌর নিত্যানন্দ দুই এক অদ্বিতীয়
দ্বিত্ব শুধু লীলারসে, অখণ্ড অমিয়।
মহা নীরবতা মাঝে উভয়-মিলন
পরিপূর্ণ, আপনার আত্ম দরশন।
কে কারে উত্তর দিবে কে কহিবে বাণী
দর্পণেতে দেখা শুধু নিজ মুখখানি।
মহাভাব সম্মেলনে নীরব উভয়
দর্শকের গণ শুধু স্তব্ধ হয়ে রয়।
নিত্যানন্দ-মহত্ত্বেরে করিতে প্রকাশ
প্রভুর ইঙ্গিত লভি' তখনি শ্রীবাস
ভাগবত শ্লোক এক লাগেন পড়িতে
শোনে ভক্তগণ তাহা মহানন্দ চিতে,
পরিধানে পীতবাস মুখে মৃদু মন্দ হাস
শোভে নব শিখি চূড়া শিরে,
কর্ণিকার পুষ্পে নব কুন্তল সে অভিনব
দোলে কর্ণে মলয় সমীরে।
নব নটবর শ্যাম বক্ষে মাল্য অভিরাম
সুরচিত প্রতিটি কুসুমে।
বেণু নিয়া ধীরে ধীরে অধরে পরশ করে
সুরে সুরে পরশি মরমে।
গোপাঙ্গনা গাহে গীতি যাতে ঘটে কৃষ্ণপ্রীতি
মহানন্দে সবে মাতোয়ারা।
সাথে নিয়া বলরামে প্রাণারাম শ্রীসুদামে
বৃন্দারণ্যে হয়ে আত্মহারা।
পড়েন শ্রীবাস শ্লোক ভাবের আবেশে
মূরছিত নিত্যানন্দ প্রেমের বিকাশে
পড়ে যান ভূমিতলে। তিরোহিত জ্ঞান
দেহে যেন নাহি আর প্রাণের সন্ধান।
প্রভুর ইঙ্গিতে তবে শ্রীবাস আবার
ভাগবত শ্লোক পুনঃ করিয়া উদ্ধার
আবৃত্তি করিয়া যান মেতে ভাবরসে
তবে, ভূমি ছেড়ে নিত্যানন্দ উদ্দাম হরষে

সিংহসম লম্ফ দিয়া ছাড়েন হুঙ্কার
করিবেন যেন আজি জগৎ সংহার।
লম্ফ দেন শূন্যে পুনঃ পড়েন ভূতলে
উন্মত্তের সম নৃত্য করি তালে তালে।
গড়াগড়ি যান ভূমে আছাড় খাইয়া
সুবর্ণের দেহখানি ধূলায় লুটিয়া।
নয়নের বারি যেন শ্রাবণের ধার
করিতেছে ধরণীরে সিক্ত বারে বার।
আর্ত্তনাদ করি উঠে ভকতের দল
পরম বিস্ময়ে ভয়ে সবাই বিহ্বল।
ধীরে ধীরে শ্রীগৌরাঙ্গ আপনার কোলে
তুলে নেন নিত্যানন্দে ধরিয়া সবলে।
প্রেম-মুগ্ধ বলরাম আত্মহারা হয়ে
মহানন্দে অনুজের অঙ্কোপরি শুয়ে।
প্রাণ মন দেহ সব অনুজেরে দিয়া
রহিলেন সঙ্কর্ষণ নীরব হইয়া।
শ্রীগৌরাঙ্গ অঙ্কে শোভে প্রভু নিত্যানন্দ
পতিতের পরিত্রাতা ভুবন-আনন্দ।
নররূপী দুই ভ্রাতা গুপ্ত বৃন্দাবনে
অবতীর্ণ পাপী তাপী উদ্ধার কারণে।
বহুদিনে সঙ্কর্ষণ পেলেন কানাই
অঙ্কে তাঁর ঘুমাইয়া, জ্ঞান যেন নাই।
আপনি শ্রীগৌরকৃষ্ণ ভ্রাতা বলরামে
আকর্ষি' আনিয়া গুপ্ত বৃন্দাবন ধামে
রয়েছেন মৌন হয়ে; 'কিছু জানা নাই
আসিয়াছে নিত্যানন্দ খুঁজিয়া নিমাই'
এই তাঁ'র মনোভাব; আনন্দ উল্লাসে
স্রুত নেত্রজলে দুইবক্ষ যায় ভেসে।
হইয়াও ভগবান মহা শক্তিধর
অনন্ত অচিন্ত্য শক্তি জগত-ঈশ্বর
মানবের সম সুখ দুঃখভাগী হয়ে
রয়েছেন অগ্রজেরে কোলেতে লইয়ে।

কারো মুখে নাহি কথা ভাষা অবান্তর
অনুভূতি মহানন্দে পূর্ণিত অন্তর।
এক তত্ত্ব দুইরূপ, লীলার বিকাশে
ভাবী লীলারঙ্গ নিয়া মহান আশ্বাসে
চলিয়াছে কথা বলে হৃদয়ে হৃদয়
যে লীলার প্রভাবেতে হবে বিশ্ব জয়।
চারিপাশে ভক্তবৃন্দ নির্ব্বাক বিস্ময়ে
উভয়ের মুখপানে রয়েছেন চেয়ে।
জাগিয়া উঠেন ধীরে নিত্যানন্দ রায়
হরিধ্বনি দিয়া সবে ভুবন মাতায়।
নিত্যানন্দ-মহিমায় জানাতে সবারে
অসীম শকতি আর নিগূঢ় তত্ত্বেরে
কহিলেন বিশ্বম্ভর, তব দরশনে
হইনু সকলে ধন্য; তোমার চরণে
জাগিলে ভকতি কৃষ্ণ-প্রেম লাভ হয়
মহা শক্তিধর তুমি হে করুণাময়।
কৃষ্ণপ্রেম মহাধনে তুমি অধিকারী
হইলে তোমার কৃপা, কৃপা তারে হরি
অবশ্য করেন জানি। তবসঙ্গ সুধা
হরে নেয় ভকতের ভব জন্মক্ষুধা।
বেদসার ভক্তি তত্ত্ব তোমাতে প্রকাশ
তুমি ভিন্ন ভকতের কে পূরাবে আশ।
আপন মহত্ত্ব কথা গৌর মুখে শুনি
নিত্যানন্দ লজ্জানত হলেন তখনি।
বিনয় যে বৈষ্ণবের সম্পৎ মহান
আপনি আচরি জীবে শিক্ষা দিয়ে যান।
সঙ্কর্ষণ নিত্যানন্দ মহাশক্তিধর
শ্রীকৃষ্ণ অভিন্ন যিনি জগত ঈশ্বর।
বাহিরেতে ভক্তভাব লোকশিক্ষা তরে
তৃণের অধম বলে মানে আপনারে।
কহিলেন নিত্যানন্দ তবে বিশ্বম্ভরে
খুঁজেছি তোমারে আমি কত কালধরে

ভারতের সর্ব্বতীর্থে,—কোথা নারায়ণ,
কৃষ্ণ মম নররূপ করিয়া ধারণ
রয়েছেন কোথা তিনি ? আমি অবশেষে
পূরব লীলার ক্ষেত্র বৃন্দাবনে এসে
করিনু সন্ধান তব ; বৃন্দাবন-প্রাণ
তুমিইত ছিলে কৃষ্ণ, তোমার সন্ধান
অবশ্য জানিবে তারা, এই আশা নিয়া
চলিলাম বৃন্দাবন ঘুরিয়া ঘুরিয়া ।
হেরিলাম প্রাণশূন্য সর্ব্ব বৃন্দাবন
শব সম ভূমিশায়ী ; ঝরিছে নয়ন ।
শুধু গোপগোপী নহে পশুপক্ষী সব
হয়ে আছে অশ্রুময়, রয়েছে নীরব ।
নতমুখ তরুলতা, প্রিয় ধেনুগণ
না তোলে মুখেতে তৃণ,—ঝরিছে নয়ন ।
ভাবে তারা আছ তুমি, খেলিছ লুকায়ে
পুনঃ দেখা দিবে তুমি পিপাসা বাড়ায়ে ;—
হোক যুগ যুগান্তর, তাহা কিছু নয়
পাইবে অবশ্য তোমা—মনেতে অভয় ।
দিবা বিভাবরী ভেদ নাহি আছে আর
প্রতিটি মুহূর্ত্তে কৃষ্ণ দর্শন করার
অনির্ব্বাণ আকুলতা নিয়া নিজপ্রাণে
আছে তব অপেক্ষায় ; জানাব কেমনে ?
কেমন সে বিহ্বলতা কিবা সে যাতনা—
স্মরণের কি আনন্দ, কিবা সে বেদনা
নহে তাহা বর্ণনীয় ; ভালমন্দ ঘুচে—
দেহ ও ইন্দ্রিয় বোধ গেছে সবি মুছে ।
আছে কিনা আছে তারা বৃন্দাবন ধামে
নাহি জানে ; অহর্নিশ মগ্ন রহি' নামে
গড়িছে মানস লোকে নব বৃন্দাবন
দিয়াছে অচিন্ত্য শক্তি তোমাব স্মরণ ।
করিয়াছে প্রেমে তারা এই বিশ্ব জয়
প্রেমের প্রভাব হেরি স্তম্ভিত হৃদয় ।
একতুমি বহু তুমি অসংখ্য সত্তায়
বিরাজিছ মহাবিশ্বে প্রাণের কানাই ।
আবার অরূপ তুমি সবার অন্তরে
অপরূপ, প্রাণারাম প্রণমি তোমারে ।
তোমারে যেরূপে আমি চেয়েছি কানাই
ভাবি সেইরূপে দেখা কোথা গেলে পাই,
তোমা লাগি হেবি হেথা অপূর্ব্ব সাধন
ব্রজাঙ্গনা, পশুপক্ষী তৃণ লতাগণ
করিছে অনন্যরূপে । সেই ভাবাবেশে
চকিতে আমিও যেন গেনু কোন দেশে,
যে-দেশে মুরজধ্বনি আর হরিনাম ;—
সেথা মোর প্রাণকৃষ্ণ মনোহভিরাম
'ডাকিছে উদ্দেশি' মোরে, এসোহে বলাই
গুপ্তবৃন্দাবনে তোমা নবরূপে চাই ।
দেখিনু আনন্দে আমি আপনা হারায়ে
আহ্বানিছ মোরে তুমি দুহাত বাড়ায়ে ;
বলিছ বহুক তারা মোরে অপেক্ষিয়া
অরূপে অলক্ষ্যে আমি হৃদয়ে রহিয়া
সান্ত্বনা দানিব সবে । কৃপায় এবার
পতিত কলির জীবে করহ উদ্ধার ।
অসংখ্য ভকত মাঝে জাহ্নবীর তীরে
হেরিনু কীর্ত্তন রত শচীর কুমারে
নররূপী নারায়ণে । বৃন্দাবন ধাম
পরিহরি পদপ্রান্তে ছুটে আসিলাম ;
তোমার আহ্বানে কৃষ্ণ, তোমার আদেশে
হতে তব সহযাত্রী । প্রেমেব আবেশে
কোল ছেড়ে নিত্যানন্দ প্রভুবিশ্বম্ভরে
দুই হাতে বক্ষে নেন আলিঙ্গন করে ।
বক্ষে বক্ষ মিলে দুই এক হয়ে যায়
সঙ্কর্ষণ নিত্যানন্দ, গৌরাঙ্গ কানাই ।
উভয়ের নেত্র হতে ঝরে মুক্তাবিন্দু
উঠিয়াছে উছলিয়া প্রেম-মহাসিন্ধু ।
কেহ নাহি ছাড়ে কারে অসীম বন্ধন
দূর চক্রবালে যেন সাগর গগন ।
আত্মায় মিলেছে আত্মা হৃদয়ে হৃদয়
অনন্ত স্বরূপ উভে—অখণ্ড অব্যয় ।

ত্রয়োদশ সর্গ সমাপ্ত

চতুর্দ্দশ সর্গ

শ্রীগৌরাঙ্গে অদ্বৈত আচার্য্যের প্রেম-পরীক্ষা

প্রেমের সম্বন্ধ যাহা ভক্ত ভগবানে
গভীর নিগূঢ় তাহা অন্যে নাহি জানে।
দিয়াছেন কৃপা করে এ প্রেমের ভার
যাঁহারে করুণা করে কৃপা পারাবার
সেই জানে তার তত্ত্ব। অভিনব গতি
অনন্য প্রেমের রূপ, রতি উপরতি।
রয়েছে অদ্বৈতে গৌর-প্রেমের ভাণ্ডার
গৌরাঙ্গের সর্ব্বতত্ত্ব অধিগত তাঁর।
গৌর-আনা-গোঁসাই রূপে অদ্বৈতেরে বলে
গৌর না আসিত মহা প্রেম না থাকিলে।
প্রভুর প্রকাশ-আগে করি অভিমান
করেন সঙ্কল্প মনে, – 'হলে ভগবান
বিশ্বম্ভর স্ব-ঐশ্বর্য্যে দরশন দান
করিবেন মম গৃহে,—তৃপ্ত হবে প্রাণ'
আপন আবাসে তিনি এ ধারণা নিয়া
ছিলেন আপন মনে, তাঁকে অপেক্ষিয়া।
অন্তর্যামী নারায়ণ প্রভু বিশ্বম্ভর
অদ্বৈত-অন্তর কথা তাঁহার গোচর।
গদাধরে সঙ্গে নিয়া দরশন দান
করিলেন সীতানাথে,—শান্ত হলো প্রাণ,
নিরখি আপন ইষ্টে। অর্ঘ্য সমর্পিয়া
লভেন পরমা তৃপ্তি। নেত্রবারি দিয়া
ধোয়ান চরণদ্বন্দ্ব অদ্বৈত মহান—
হয় অন্তর্হিত তাঁর সর্ব্ব অভিমান।
তারপর কিছুকাল গত হয়ে গেলে
সংশয় অদ্বৈত-মনে পুনঃ দেখা দিলে—
সুধীমনে এ জিজ্ঞাসা আপনি উদিবে
অদ্বৈত অন্তরে কেন সন্দেহ জাগিবে?

স্ব-রূপে আপন ইষ্টে করিয়া দর্শন
স্ব-গৃহে চরণে করি অর্ঘ্য সমর্পণ
তৃপ্ত যেবা,—তাঁর মনে সংশয়ের স্থান
এ যে অসম্ভব কথা। কিবা সমাধান?
প্রভুর সকল কর্ম্ম লোক-শিক্ষা তরে
যা' তিনি করেন কর্ম্ম, তাঁর পরিকরে
আপন জীবনাদর্শে, আচারে ইঙ্গিতে
সর্ব্বত্র নিহিত অর্থ জীবে শিক্ষা দিতে।
সংশয় জীবের ধর্ম্ম, সর্ব্ব মানবের
হয়ে প্রতিনিধি তিনি—সকল যুগের
জানিলাও সর্ব্বতত্ত্ব, ঘুচাতে সংশয়
কলিহত জীবগণে দানিতে অভয়
ঈশ্বরে সংশয় শত আরোপ করিয়া
মহাদুঃখ শ্রীঅদ্বৈত নিলেন বরিয়া।
প্রদীপ্ত বহ্নিতে স্বর্ণ করিয়া দাহন
নিকষ পাষাণে পুনঃ করিয়া ঘর্ষণ
দেখালেন সর্ব্বজীবে; নিজে পরীক্ষিয়া
গৌরাঙ্গের ঈশ্বরত্বে যুক্তি-তর্ক দিয়া
'শচীর নন্দন গৌর প্রভু বিশ্বম্ভর
নিখিলের অধিপতি অখণ্ড ঈশ্বর'
আপন প্রত্যক্ষ আর নিশ্চিত প্রমাণে
দিয়া যান মহাতত্ত্ব কলিজীবগণে,
'নররূপী নারায়ণ অবতার সার
অনন্ত ঐশ্বর্য্যময় শচীর কুমার
অদ্বৈত-জীবনে সব হইবে প্রমাণ
একে একে অবিশ্বাস নাহি পাবে স্থান।
সামান্য মনুষ্যসম শ্রীঅদ্বৈত তাই
প্রভুর দর্শন অন্তে মহাভাবনায়

পড়িয়া ভাবেন, আমি শচীর নন্দনে
বসায়ে দিলাম এনে ঈশ্বর আসনে ;
সামান্য পণ্ডিত মাত্র শচীর কুমার
কেমনে ঈশ্বর হবে, ভ্রান্তি যে আমার।
ঈশ্বর অনন্ত তত্ত্ব সীমা ছেদ্ নাই
পুরন্দর মিশ্র পুত্র পণ্ডিত নিমাই
কেন হবে ভগবান ? পিতা জগন্নাথ
হারাইয়া অষ্টকন্যা আমার প্রসাদ
লভি' বিশ্বরূপে পান, প্রথম সন্তান
দ্বিতীয় নিমাই, কেন হবে ভগবান ?
জ্ঞানে প্রেমে নাহি দ্বন্দ্ব পূর্ণ পরিণামে,—
সন্দেহের অবকাশ রয়েছে প্রথমে।
সামান্য মনুষ্যরূপে শ্রীঅদ্বৈত তাই
'গৌরাঙ্গ ঈশ্বর কিনা' এই ভাবনায়
কাটাইছে দিবারাত্র ; বিবিধ সংশয়
নিয়া মনে, মহাদুঃখে কাল করে ক্ষয়।
ইষ্টের সংশয় হয় মহাদুঃখ-কর
ঘটে সর্ব্ব কর্ম্মে বিঘ্ন অশান্তি বিস্তর।
তাই, গৌরাঙ্গেরে সীতানাথ পুনঃ পরীক্ষিতে
যুক্তি তর্ক অবিশ্বাসে সিদ্ধান্ত নির্ণীতে
নবদ্বীপ হতে তুলি নিজ বাসস্থান
পূর্ব্বাবাস শান্তিপুরে করিতে প্রস্থান
সঙ্কল্প নিলেন মনে ;—'শচীর কুমার
হয় যদি ভগবান অভীষ্ট আমার
শান্তিপুর হতে পুনঃ গূঢ় আকর্ষণে
আনিবে আকর্ষি মোরে গুপ্ত বৃন্দাবনে
দিবে শ্রীচরণে স্থান। কেহ না জানিবে—
এ সঙ্কল্প গুপ্ত হয়ে মনোলোকে রবে'।
সবার অজ্ঞাতে চলে যান সীতানাথ
মনে মনে ইষ্টপদে করি প্রণিপাত।

নিরানন্দে কোথা খুঁজে মিলিবেনা আর
এসেছেন নিত্যানন্দ প্রেমপারাবার।
গুপ্তবৃন্দাবন প্রেমে যেতেছে ভাসিয়া
আন্তর বেদনা সব বিনষ্ট হইয়া
যা'ছিল সঞ্চিত মনে। আনন্দ মূরতি
অবধূত নিত্যানন্দ, 'স্বতঃপ্রেমপ্রীতি—
নয়নে বদনে যাঁর আছে সর্ব্বক্ষণ
ব্যথিত হইতে নারে কভু কারো মন।
অনুজ কানাই এবে নব-অবতারে
আনিয়াছে ডেকে তাঁ'র বলাই দাদারে।
কোনো অবতারে যাহা কভু ঘটে নাই
করিবেন হেন লীলা গৌরাঙ্গ কানাই।
তাই আত্ম প্রকাশের পূর্ব্বে বলরামে
এনেছেন ডেকে গুপ্ত বৃন্দাবনধামে।
অবধূত নিত্যানন্দ মহাশক্তিমান
আনন্দে মাতায়ে তোলে সবাকার প্রাণ।
দুঃখদৈন্য হেথা আর আসিতে না পারে
প্রেমিক নিতাই আছে বসিয়া দুয়ারে।

ঘটিতেছে ধীরে ধীরে প্রভুর প্রকাশ
উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণ নাম করে হরিদাস।
নিত্যানন্দমুখে মধুমাখা হরিনাম
আচণ্ডালে মুহূর্ত্তেকে করে তৃপ্তকাম।
হইতেছে অন্তর্হিত সর্ব্ব অন্তরায়
ভক্তি প্রেমোন্মুখপ্রাণ নাম মহিমায়।
নবদ্বীপবাসী সব শ্রীবাস অঙ্গনে
মিলিত হতেছে এসে মধুর কীর্ত্তনে।
এ আনন্দ পরিবেশে অদ্বৈত মহান
সর্ব্ব বৈষ্ণবের অগ্রে আছে তাঁর স্থান।
ভাবেতে বিহ্বল, প্রভু একদিন বলে—
'রমাই পণ্ডিতে' ডাকি,—যাও তুমি চলে
শান্তিপুরে, সীতানাথে করিতে আহ্বান
না করে বিলম্ব আর। সর্ব্বতত্ত্ব জ্ঞান
ত্যজিয়া তাঁহারে বলো আসিতে হেথায়
পত্নীসহ, যথাবিধি পূজিতে আমায়।

তাঁহার আপন ইষ্টে ; যাহার লাগিয়া
চলেছেন এতোদিন সাধন করিয়া'।
মনে নিয়া সীতানাথ সংশয় মহান
নিজ ইষ্ট বিশ্বম্ভরে ; কিন্তু তাঁর প্রাণ
শ্রীগৌরাঙ্গ পদপ্রান্তে রয়েছে পড়িয়া
না পারেন মুহূর্ত্তেকো থাকিতে ভুলিয়া।
প্রতিক্ষণে প্রাণকান্ত সর্ব্বকর্ম্ম মাঝে
অনন্য মাধুর্য্য নিয়া সতত বিরাজে।
চঞ্চল হৃদয়মন প্রতিজ্ঞা কঠিন
নারেন করিতে ভঙ্গ। আসিলে সেদিন
কৃপা করে তিনি পুনঃ করিলে আহ্বান,
তাহলে যুগলপদে পেতে পারে স্থান।
সীতানাথ এইভাবে সন্তপ্ত হৃদয়ে
অহর্নিশি প্রাণকান্তে স্মরণ করিয়ে—
পতি বিরহিনী নব নাগরীর প্রায়
সোহাগিনী রসমুগ্ধা ; মর্ম্মবেদনায়
করিছেন স্মৃতিপূজা। এমন সময়
প্রভুর বারতা নিয়া রমাই উদয় ;
কহিলেন সীতানাথে, প্রভুর আদেশ
না করে বিলম্ব পূজাদ্রব্য সবিশেষ,
পত্নীসহ তিনি যেন করি আহরণ
ইষ্টে তাঁ'র করে যেন আসিয়া পূজন।
এসেছেন জ্যেষ্ঠ মম প্রভু নিত্যানন্দ,
অদ্বৈতের সাথে তাঁর আছে মহাদ্বন্দ্ব।
পূর্ণিমার শশধরে হেরিয়া গগনে
উন্মত্ত সিন্ধুর সম, শুনিয়া শ্রবণে
ইষ্টের আদেশ পুনঃ, মত্ত সীতানাথ
মহাহর্ষে নেত্র হতে ঘটে অশ্রুপাত।
মুখে নাহি আসে ভাষা রন মৌনী হয়ে
নয়নে জাহ্নবীধারা চলিছে বহিয়ে।
ইহাতেও পরীক্ষার নাহি অবসান
সুবৃদ্ধ বৈষ্ণব তিনি পণ্ডিত মহান

পুরন্দর দীক্ষাদাতা, দক্ষ মহাবীর
অবশেষে চিন্তা করে করিলেন স্থির।
'যদি ইষ্ট হন মম শচীর তনয়—
গৌরহরি রূপে তিনি দানিয়া অভয়
সবার সমক্ষে মম শিরেতে চরণ
স্বইচ্ছায় কৃপা করে করেন অর্পণ,—
দানরূপে সেবকেরে দানিয়া আশ্রয়
তবে বুঝি ভগবান,—অন্যথায় নয়,
তিনি রমাই পণ্ডিতে আরো বলেন তখন
কলি-অবতারে নাহি শাস্ত্রের বচন,
'অবতার কথা' সবে পাইলে কোথায় ?
জানাইও এই কথা শ্রীবাসের ঠাঁই।
মোর কথা কাহাকেও কিছু না কহিবে
জিজ্ঞাসিলে বিশ্বম্ভর নির্ব্বাক রহিবে।
নবদ্বীপে যাইবার ইচ্ছা নাহি আর
দেখিবে বলে কি প্রভু ভৃত্যকে তাঁহার।
রবেন আচার্য্য গৃহে তিনি লুকাইয়া
নিবেনা কি প্রাণকান্ত তাঁহাকে ডাকিয়া ?
বুঝিবেন তাহা হলে সর্ব্বজ্ঞ মহানে—
কলিজীব পরিত্রাতা গৌর ভগবানে।
সীতাসহ সীতানাথ পূজাদ্রব্য নিয়া
নবদ্বীপে আচার্য্যের গৃহেতে উঠিয়া
রহিলেন গুপ্তভাবে। কেহনা জানিবে
অন্তর দেবতা মাত্র দেখিতে পাইবে।
ঈশ্বর আবেশে প্রভু আবিষ্ট হইয়া
সেইদিন শ্রীবাসের অঙ্গনেতে গিয়া
বিষ্ণুর খট্টার 'পরে হয়ে অধিষ্ঠান
কহিলেন, তত্ত্বজ্ঞানী অদ্বৈত মহান
চাহে মোরে পরীক্ষিতে। আছে লুকাইয়া
নন্দন আচার্য্য গৃহে ; আনহ ডাকিয়া
নাড়ারে আমার কাছে। জ্ঞান চর্চ্চা তাঁর
জীবনের তরে আমি মিটাব এবার।

অন্তরে অনন্তপ্রেম,—জ্ঞান চর্চ্চা দিয়া
চাহে আপনারে সদা রাখিতে ঢাকিয়া।
হেথা আসিলাম আমি তাঁ'রি আকর্ষণে
সহসা সেকথা নাড়া ভুলিলা কেমনে?
প্রভুর আহ্বানে যুক্ত করে সীতাপতি
আসিয়া আপন ইষ্টে জানাতে প্রণতি
হেরিলেন দূর হতে স্তম্ভিত বিস্ময়ে
জ্যোতির্ম্মালা পরিপূর্ণ বৈকুণ্ঠ নিলয়ে।
রত্ন সিংহাসনে হাসিমুখে নারায়ণ
অপূর্ব্ব কনক কান্তি ভুবন মোহন
রয়েছেন উপবিষ্ট। বসে পাদ মূলে
সেবা-পরায়ণা রমা শ্রীকর যুগলে।
পঞ্চমুখ শতমুখ সহস্র বদন
রয়েছেন পদতলে পড়ে দেবগণ।
যোগী ঋষিগণ মিলে স্তব পাঠ করে
দিব্যরথে দেবাঙ্গনা শোভিছে অম্বরে।
সহস্র মার্ত্তণ্ড যিনি জ্যোতিঃ বিচ্ছুরণ
নারেন হেরিতে, অন্ধ হতেছে নয়ন।
বিচক্ষণ কমলাক্ষ পণ্ডিত ধীমান
গৌরাঙ্গের মহৈশ্বর্য্যে হারালেন জ্ঞান।
সর্ব্বঅঙ্গ কাঁপে ভয়ে, জাগে শিহরণ
দিক্‌ভ্রান্ত হত বুদ্ধি, স্তব্ধ প্রাণমন।
প্রভুর আহ্বানে তাঁর জ্ঞান ফিরে আসে
কহেন অদ্বৈতে তিনি স্মিত মধুভাষে
তোমার সাধন বলে মোর আগমন
পতিত উদ্ধার হেতু, যত পরিজন
চারিপাশে, সবে জীব উদ্ধার সহায়
কেমনে রহিলে দূরে ভুলিয়া আমায়?
প্রভুবাক্য শুনে মহানন্দে সীতানাথ
পত্নীসহ বিশ্বম্ভরে করি প্রণিপাত—
কহিলেন জন্ম মম হইল সফল
হেরিলাম সর্ব্বেশ্বর,—ঐশ্বর্য্য সকল।
প্রত্যক্ষ করিনু তোমা,—দেবেরও দুর্লভ;
প্রসাদ লভিয়া ধন্য জ্ঞানবুদ্ধি সব।
আগম-অতীত তুমি অনন্ত অব্যয়
কৃপাকরে ঘুচাইলে সকল সংশয়।
প্রেমের অধীন তুমি, হইলে প্রকাশ
অধমে করিতে ধন্য পূরাইতে আশ।
আনন্দে অদ্বৈত আর নারেন বলিতে
ধূপদীপ নিয়া তিনি ইষ্ট সম্পূজিতে,
বসিলেন পদতলে প্রবীণ ব্রাহ্মণ,
প্রথমেই অশ্রুজলে ধোয়ান চরণ—
গৌরাঙ্গের, তারপর নানা উপচারে
পূজিলেন প্রাণভরে ইষ্ট বিশ্বম্ভরে।
তারপর যুক্ত করে করিলেন স্তব
পত্নীসহ কমলাক্ষ মহাঅনুভব।
'ঋক্ যজুঃ সাম তোমা জানিতে না পারে
সর্ব্বদাই গুপ্ত তুমি রাখ আপনারে।
সর্ব্বভূতাশয় তুমি বিষ্ণু ভগবান
অনন্ত রহস্য তব কে জানে সন্ধান।
যুগে যুগে তুমি নব ভাবে অবতরি,
চলিয়াছ জীবকুলে নিয়ত উদ্ধারি।
অপার করুণা দাসে করিলে এবার
প্রত্যক্ষ করালে মোরে স্বরূপ তোমার।
সর্ব্বদেব দেব তুমি, তুমি নারায়ণ
তোমাতেই জগতের স্থিতি সংহরণ।
তুমিই সর্ব্বস্ব মম প্রভু বিশ্বম্ভর
একমাত্র তুমি আছ জুড়িয়া অন্তর।
মোর জ্ঞান ধর্ম্ম কর্ম্ম সকল আনিয়া,
দিলাম যুগল পদে অর্পণ করিয়া'।
এই বলে সীতাপতি গৌর পদতলে
নিঃশেষে রাখিল শির তপ্ত অশ্রু জলে।
ভকতের মনোবাঞ্ছা পুরে ভগবান
করেন অদ্বৈত শিরে শ্রীচরণ দান।

শ্রীগৌরাঙ্গে ভগবত্তা সন্দেহ যাঁদের
সকল সংশয় দূর হলো তাঁহাদের।
জ্যেষ্ঠতাত সম যিনি জ্ঞানে মহীয়ান
জগন্নাথ দীক্ষাগুরু, মহাতত্ত্ব জ্ঞান
পূর্ণ বিরাজিত যাঁ'তে, না হলে ঈশ্বর
হেন অপরাধে ধ্বংস হতো কলেবর।
উচ্চৈঃস্বরে হরিধ্বনি করে ভক্তগণ
সবার অন্তরলোক আনন্দে মগন।
ভক্তিভাব প্রেমাবেশে সবার হৃদয়
হইয়াছে পরিপূর্ণ আনন্দ আলয়।
শ্রীবাস অঙ্গনপূর্ণ আনন্দ কল্লোলে
সবারই হৃদয় সিক্ত প্রেম অশ্রুজলে।
রসরাজ শ্রীগৌরাঙ্গ অদ্বৈতে তখন
বলিলেন উঠ নাড়া, করহ নর্ত্তন।
মহাপণ্ডিতের নৃত্য দেখুক সবাই
বুঝুক প্রেমের বড় আর কিছু নাই।
শ্রীগৌরাঙ্গ পদরজঃ নিজ শিরে নিয়া
অশীতিবয়স্ক বৃদ্ধ আনন্দে মাতিয়া—
যিনি সর্ব্বজন পূজ্য মান্য সবাকার,
করিলেন নৃত্য সুরু,—নহে কল্পনার।
অপরূপ দেহভঙ্গী, উঠিছে আন্দোলি'
নর্ত্তনের সাথে সাথে প্রতি অঙ্গগুলি
প্রেমভাব রসে ভরা নব শিহরণে
জাগিয়া উঠিছে প্রাণ মহাজাগরণে।
প্রতিরক্ত বিন্দু যেন উচ্ছল উদ্দাম
মহোল্লাসে ভক্তবৃন্দ আরম্ভিছে নাম।
নৃত্যরত শ্রীঅদ্বৈত লুপ্ত বাহ্যজ্ঞান
ইষ্ট সঙ্গ সুখোন্মত্ত আজি তাঁর প্রাণ
উদ্দীপিত নবভাবে। ইষ্টের আদেশে
জরাজীর্ণ দেহখানি প্রেমের আবেশে
তাল মান সমন্বিত অপূর্ব্ব নর্ত্তনে
হইয়াছে সুসমর্থ; প্রতি ক্ষণে ক্ষণে

অপূর্ব্ব মাধুর্য্যরাশি হতেছে সঞ্চার
শ্রীগৌরাঙ্গ পদদ্বন্দ্ব সর্ব্বস্ব তাঁহার।
চলেছে অপূর্ব্ব নৃত্য নাহিক বিরাম
মহাশক্তি ধর মুখে শোভে কৃষ্ণনাম।
রোমকূপে স্বেদবিন্দু মুক্তাবিন্দু প্রায়
সমুজ্জ্বল সুশোভন, আনন্দ ধারায়—
দেহ যেন নিজ সুখ করিছে প্রকাশ
হেরি শ্রীঅদ্বৈতে প্রভুমুখে ফুটে হাস।
বৃদ্ধ তপস্বীর এই উদ্দাম নর্ত্তনে
লভে মহাসুখ সমাগত ভক্তজনে।
প্রভুর সেবায় রত সদা নিত্যানন্দ
হেরি শ্রীঅদ্বৈত নৃত্য লভেন আনন্দ।
বহুক্ষণ এইভাবে হয়ে গেল ক্ষয়
সংবিৎ সবার যেন হয়েছে বিলয়
মহানন্দ সিন্ধুবুকে ভাসিছে সবাই
রহিয়াছে সম্মুখেতে গৌরাঙ্গ নিতাই।
ভক্ত ইষ্ট উভয়ের নিকষ পাষাণে
হইল পরীক্ষা শেষ শ্রীবাস অঙ্গনে।
নৃত্য হতে বিনিবৃত্ত করিয়া অদ্বৈতে
কহেন গৌরাঙ্গ হেসে, পারি তোমা দিতে-
দেবের'ও দুর্লভ ধন; বল কি বাসনা
আছে মনে? পুরাইব সকল কামনা।
অশ্রুজলে অদ্বৈতের বক্ষ যায় ভাসি,
মহানন্দে মুখখানি উঠিছে উদ্ভাসি'।
কহিলেন যুক্ত করে গৌরাঙ্গে তখন
হয়েছে আমার প্রভো, বাসনা পূরণ।
আগম না জানে যাঁরে, জানিনু তাঁহারে
মোর ভক্তি ভালবাসা প্রেম যাঁ'র তরে,
প্রত্যক্ষ হেরিনু তাঁকে; ইষ্টে ভগবানে—
আর কি চাহিবে প্রাণ কিছু নাহি জানে।
দর্শন করেছি তোমা কৃপা পারাবার—
হৃদয় হয়েছে পূর্ণ কি চাহিব আর!

অপূর্ব্ব কি মহানন্দ দিব্য দরশনে
সমগ্র হৃদয় মনে,—বর্ণিব কেমনে।
চাহিবার নাহি কিছু যেবা কৃষ্ণ দাস
মিটান সকলি প্রভু সেবকের আশ।
সেবক আনন্দ লভে সর্ব্ব সমর্পিয়া
প্রভুর চরণে, কিছু ফিরে না চাহিয়া।
চাহিয়া কি পাবে আর? কতটুকু চাওয়া
তাঁহার কৃপার দান সর্ব্বাধিক পাওয়া।
প্রেমের স্বভাব এই দিতে শুধু জানা—
কিবা নিবে কি চাহিবে নাহিক নিশানা।
অন্য কিছু নাহি আর, আছে আত্মদান
কৃষ্ণ সেবকের কাছে এধর্ম্ম মহান।
অদ্বৈত বলেন তাই কিছু চাহিবার
নাহিক জীবনে মম,—পূর্ণ চারিধার।
অপূর্ণেরে পারে দিতে, পারে ভরাইতে
পরিপূর্ণ জনে আর পারে কিবা দিতে?

কহিলেন প্রভু হেসে অদ্বৈতে সম্বোধি'
এনু তব আকর্ষণে হেথা প্রেমনিধি।
তুমিই চেয়েছ কলি-জীবের উদ্ধার
চাহিয়াছ প্রতি গৃহে নাম পরচার।
দেবেরও দুর্ল্লভ সেই নাম মহাধনে
ভক্তিরসে বিলাইব প্রতি জনে জনে।
প্রভুর চরণ স্পর্শ করি এইবার
কহিলেন শ্রীঅদ্বৈত, প্রেমের আধার।
বহে নয়নেতে ধারা, গদগদ ভাষ
এই অবতারে প্রভো পুরাইবে আশ।
নীচ মূর্খ দীন হীন, পণ্ডিতের মতে
অস্পৃশ্য বলিয়া যারা খ্যাত এজগতে,
কৃপাময় তারা যেন তব কৃপা পায়।
পারে তব পদদ্বন্দ্ব, নয়ন ধারায়
ধোয়াইতে তিলে তিলে পলে পলে আর
লভে মহাভাগ্য সবে শ্রীপদ সেবার।

চতুর্দ্দশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চদশ সর্গ

নিত্যানন্দের নবজন্ম

অপূর্ব্ব গৌরাঙ্গলীলা মাধুর্য্যের সার
ভক্তি প্রেম মহাসিন্ধু নাহি তার পার।
সর্ব্ব অবতার শ্রেষ্ঠ গৌর অবতার,
যেই অবতারে মুক্তি ঘটিবে সবার।
সুদুর্ল্লভ মহাধন প্রেম মহিমায়
ত্রিজগতে যাহা হতে শ্রেষ্ঠ কিছু নাই।
ত্রিকালজ্ঞ ভগবান প্রভু বিশ্বম্ভর
জীবের উদ্ধার কর্ম্মে যোগ্য সহচর
অবধূত নিত্যানন্দ। যাঁহার সহায়ে—
আচণ্ডালে প্রেমভক্তি বিলায়ে বিলায়ে

সার্থক করিতে হবে কলিহত জীবে—
সবারে প্রেমের ধর্ম্মে দীক্ষা দিতে হবে।
মায়াবাদী সন্ন্যাসীর এ আদর্শ নয়
কি করিয়া প্রেমভক্তি হইবে উদয়?
সহস্র লাঞ্ছনা দুঃখ সহি প্রতিক্ষণে
করিতে হইবে জয় দুর্ব্বৃত্তের গণে।
নিত্যানন্দে নবজন্ম লাভ যাতে হয়
মহাপ্রেমে আপনাতে লভিয়া অভয়।
তাই, ব্যাসপূজা সন্ন্যাসীর করিয়া উদ্দেশ
বিশ্বম্ভর, নিত্যানন্দে কন সবিশেষ—

পূর্ণিমা তিথিতে ব্যাস পূজা প্রয়োজন
না করে' বিলম্ব, তা'র কর আয়োজন।
মায়া বাদী সন্ন্যাসীরা নাহি মানে ভেদ
জীব ও ঈশ্বর হয় তাঁদের অভেদ।
হইয়া অদ্বৈতবাদী জ্ঞান আহরণ
সন্ন্যাসীর মহাদর্শ। ভজন পূজন
না পায় সেখানে স্থান; আসে অহঙ্কার
অদ্বৈতবাদীর যাহা পরিণতি সার।
ক্ষুদ্র শক্তি জীব ভাবে আপনা ঈশ্বর
হইয়াও অল্প শক্তি, মহা শক্তিধর
ভাবে আপনাকে সদা; তাঁর কর্ম্মচয়
প্রেমভক্তি প্রচারের যোগ্য কভু নয়।
প্রভুর সন্ন্যাস কৃষ্ণ ভজনের লাগি'
জ্ঞানী জনও হয় যাতে ভক্তি অনুরাগী
বিষয়ে বৈরাগ্য এনে, বর্জ্জিয়া কামনা—
কৃষ্ণ প্রীতি সম্পাদন হইবে সাধনা।
কঠোর বৈরাগ্যে তা'র গলিবে পাষাণ
প্রেমে অভিষিক্ত হবে পাষণ্ডের প্রাণ।
অদ্বৈতের তত্ত্বজ্ঞানে সে-প্রেম কোথায়?
শুধু জ্ঞান দিয়া ভালবাসা নাহি যায়।
আপন জীবনে প্রেম ভক্তিরে সাধিয়া
শিক্ষা দিতে হবে জীবে—আনন্দে মজিয়া।
মায়াবাদী সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম পরিহার
প্রেমভক্তি মহিমার বিশেষ প্রকার।
নিত্যানন্দে দিয়া যাতে হয় সম্পাদন
করেন তাহার লাগি' পূজা আয়োজন।
নাম যা'র 'ব্যাসপূজা,'—শ্রীবাস অঙ্গনে
শ্রীবাসও সম্মতি দেন মহাহৃষ্ট মনে।
পূজা পূর্ব্বরাতে বসে কক্ষে আপনার—
ভাবিছেন অবধূত, কি হলো আমার
যাঁহার সন্ধানে মুই লভিনু সন্ন্যাস
তাঁর দরশনে মম পূর্ণ অভিলাষ।
প্রেম-সুধা পরিপূর্ণ মহানন্দময়
জুড়িয়া রয়েছে মোর সমগ্র হৃদয়।
মোর আশা ভাষা মম সমগ্র জীবন
সবিত গৌরাঙ্গময়, অন্য কোন জন—
সেইখানে প্রবেশিতে আর না পারিবে।
প্রতি রক্তবিন্দু মোর অঙ্গে না বরিবে।
যে-দেব সর্ব্বস্ব মম নিদ্রা জাগরণে
রহিয়া হৃদয়ে মম প্রতি ক্ষণে ক্ষণে
যোগান শকতি নব; কর্ম্মেতে উল্লাস
জনমে জনমে আমি রব তাঁর দাস।
বৃথা এ দণ্ডের ভার না বহিব আর
যে দণ্ড বাড়ায় শুধু মনে অহঙ্কার।
ক্ষুদ্রজীব ঈশ্বরত্বে করে অভিমান
'দণ্ডী গুরু সবাকার' শাস্ত্রের প্রমাণ।
দণ্ডী বলে প্রণমেন মোরে বিশ্বম্ভর
ইষ্ট হয়ে,—মনে মোর দুঃখ মহত্তর।
যে-দণ্ড রেখেছে মোরে ইষ্ট হতে দূরে
তারে আমি দিব দণ্ড খণ্ড খণ্ড করে।
আমি দণ্ডী নহি আর, সেবক তাঁহার,
গৌরপদদ্বন্দ্ব মম পরমার্থ সার।
এইভেবে দণ্ড তিনি ভঙ্গ করি রাতে
কমণ্ডলুসহ,—ঘুমান আপন শয্যাতে।
শ্রীগৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দ অভিন্ন হৃদয়
উভয়ের চিন্তাধারা ভিন্ন কভু নয়।
প্রভু না চাহেন যাহা তাহা নিত্যানন্দ
নারেন চাহিতে কভু, নাহি দ্বিধা দ্বন্দ্ব।
প্রেমভক্তি সেবকের ধর্ম্ম আপনার—
বৃথা দণ্ড বহিবেন,—কেন তিনি আর?
ভগ্ন দণ্ডে প্রাতে হেরি রমাই পণ্ডিত
ভয়ে হন আত্মহারা বিগত সংবিৎ।
সন্ন্যাসীর হস্তে দণ্ড পরম আশ্রয়
ভঙ্গে তার ধর্ম্ম নষ্ট ঘটিবে নিশ্চয়।

ত্বরিতে শ্রীবাসে দেন সংবাদ ইহার
অশুভ কর্ম্মের যাতে হয় প্রতিকার।
দেখেন শ্রীবাস এসে নিত্যানন্দ রায়
সর্ব্বগ্লানি মুক্ত মন কোনো ক্ষোভ নাই।
বালকের সম তিনি আছেন হাসিতে
প্রেমানন্দ রসধারা প্রতিটি বাণীতে।
এ সংবাদ লভি প্রভু আসেন তখন
হেরি নিত্যানন্দ তাঁরে আনন্দে মগন।
মুখে তাঁর নাহি কথা হাসিভরা মুখ
মহাসুখে পরিপূর্ণ, নাহি কোনো দুঃখ।
নিত্যানন্দ তত্ত্ব সব জ্ঞাত বিশ্বম্ভর
আলিঙ্গিয়া নিত্যানন্দে তিনি অতঃপর
ভগ্নদণ্ড নিয়া সাথে জাহ্নবীর নীরে
চলিলেন মহানন্দে স্নান করিবারে,
জাহ্নবী জীবনে ভগ্নদণ্ড বিসর্জিয়া
স্নান অন্তে অঙ্গনেতে আসেন ফিরিয়া।

নিতানন্দ প্রাণে আজি উল্লাসের বান
ডাকিয়াছে, আনন্দের উৎসের সন্ধান,
লভেছেন নবরূপে। মায়াবাদ ভুলি,
নিয়াছেন শ্রীগৌরাঙ্গ পদদ্বয় তুলি'
নিজশিরে মহানন্দে, ভক্তি প্রেমধন্
জীবনের একমাত্র হইবে সাধন।
শ্রীপাদ বলিয়া তাঁরে নমিবেনা আর—
প্রিয় ইষ্ট শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেম পারাবার।
'তিনি প্রভু আমি দাস' এ সাধন মোর
নিয়া ইষ্ট পদসেবা রহিব বিভোর।
হইবে গৌরাঙ্গচাঁদ সর্ব্বস্ব আমার
তাঁর সেবা ভিন্ন কিছু না রহিবে আর।
শ্রীগৌরাঙ্গ দাস আমি এই পরিচয়
হবে একমাত্র মম,—অন্য কিছু নয়।
মায়াবাদ কলিকালে নহে হিতকর—
ক্ষুদ্রজীব আপনারে ভাবিছে ঈশ্বর!

সামান্য জ্ঞানেতে তার জাগে অভিমান
আপনারে মনে মনে ভাবে ভগবান।
ত্রিকাল দরশী ঋষি কলিকালে তাই
কহিলেন সন্ন্যাসের কোন বিধি নাই।
সন্ন্যাস আশ্রম কলিকালে না রহিবে
একমাত্র 'নামযজ্ঞ' সাধন হইবে।

প্রভুর সন্ন্যাস এক অপূর্ব্ব সাধন
দাস্যভাব নিয়া সদা শ্রীকৃষ্ণ ভজন।
আপনার জাতি আর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি
অর্থহীন ধূলিসম হইবে প্রতীতি—
যথার্থ ভক্তের কাছে। কলিহত জীবে
একমাত্র প্রেমধর্ম্ম উদ্ধার করিবে।
মায়াবাদ ত্যজি তাই এতোই উল্লাস
নাহি চিত্তে ক্ষুদ্রতম দুঃখের আভাস।
করিবেন নিত্যানন্দ ব্যাসের পূজন
এ সংবাদে মুখরিত শ্রীবাস অঙ্গন
হয়েছে বৈকুণ্ঠপুরী। সাধু সন্ত সবে
মিলিত হয়েছে এসে মহামহোৎসবে।
আরম্ভিছে ভক্তবৃন্দ কীর্ত্তন মধুর
বর্ষিতেছে শ্রবণেতে সুধা সুমধুর।
আরম্ভ হয়েছে যজ্ঞ আচার্য্য শ্রীবাস
পদ্মাসনে, গৌরচন্দ্র মুখে মৃদু হাস
বেদির অদূরে বসে। প্রভু নিত্যানন্দ
ঘুরিছেন চারিপাশে মনে মহানন্দ।
ভাবিছেন নিত্যানন্দ আপনার মনে
অর্পিনু সর্ব্বস্ব আমি যাঁহার চরণে,
সে-প্রভু আনন্দময় সর্ব্ব অধিরাজ
বিরাজিছে এ উৎসবে আর কিবা কাজ।
তখন শ্রীবাস ডেকে কহিলেন ধীরে
শ্রীপাদ ধরুণ মাল্য, আপনার করে।
লইয়া ব্যাসের কণ্ঠে করুণ অর্পণ
নিজহস্তে দেয় মাল্য, শাস্ত্রের বচন।

নিত্যানন্দ বিশ্বম্ভর ধ্যানে নিমগন
শ্রীবাসের বাক্যে তাঁর না ফিরে চেতন।
হস্তে মাল্য নিত্যানন্দ চান চারিদিকে
উন্মাদের সম,—কেহ না পারে বুঝিতে।
'মন্ত্র পাঠ করে, মাল্য করিতে অর্পণ
ব্যাস মূর্ত্তি প'রে তবে, অভীষ্ট পূরণ'
শ্রীবাস বলেন যত ; জ্ঞান হারা হয়ে
মাল্য নিয়া নিত্যানন্দ প্রভুপানে চেয়ে।
অন্তর্যামী নারায়ণ গৌর ভগবান
অসীম দয়াল তিনি, ভক্ত মনপ্রাণ
জানেন সকল তিনি, নিত্যানন্দ চায়
কার কণ্ঠে দিতে মাল্য, কিবা অভিপ্রায়।
মায়াবাদী সন্ন্যাসীর যত আভরণ
তার সাথে সাথে আর যত আচরণ
সন্ন্যাসীর, সর্ব্বরূপে বর্জ্জন করিয়া
সন্ন্যাসের কিবা ফল লইবে যাচিয়া
মাল্যদানি মূর্ত্তিকণ্ঠে ? সর্ব্বস্ব তাঁহার
শ্রীগৌরাঙ্গ পদদ্বন্দ্ব,—প্রেমভক্তিসার
করেছেন নিত্যানন্দ নবীন সন্ন্যাসে,
রসরাজ শ্রীগৌরাঙ্গে পরম আশ্বাসে
নিছেন জীবনে বরি'। প্রভু বিশ্বম্ভর
নিত্যানন্দ সম্মুখেতে হয়ে অগ্রসর—
মাল্য হস্তে নিত্যানন্দে কহেন তখন
শ্রীপাদ এখন মাল্য করুণ অর্পণ
ব্যাসকণ্ঠে, কালক্ষয় না করিয়া আর
হইবে সর্ব্বার্থসিদ্ধি কৃপায় তাঁহার।
মহানন্দে নিত্যানন্দ হয়ে অগ্রসর
হেরেন আপন ইষ্টে,—জগত-ঈশ্বর
বিরাজে সম্মুখে তাঁর ; ধীরে আগাইয়া
শ্রীগৌরাঙ্গ গলে মাল্য দেন পরাইয়া।
হেরেন অপূর্ব্ব রূপ,—বিশ্বের বিস্ময়
ষড়ভুজ রূপ তাঁর দিব্য জ্যোতির্ম্ময়।

দর্শনের মহানন্দে লুপ্ত সংজ্ঞা তাঁর
পড়িয়া গৌরাঙ্গ পদে নিশ্চল অসার।
তাঁদেরে ঘিরিয়া সবে আরম্ভে কীর্ত্তন
আনন্দের মহাম্বুধি শ্রীবাস অঙ্গন।
দর্শন-আনন্দে মগ্ন নিত্যানন্দ রায়
মূর্চ্ছিত ইন্দ্রিয়গণ, পড়িয়া ধরায়।
অনন্য অভূতপূর্ব্ব ঈশ্বরের রূপ।
রামকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্য মিলিত স্বরূপ।
বিচ্ছুরিত জ্যোতির্ম্মালা সর্ব্ব অঙ্গ হতে
শোভিছে মৌক্তিক মাল্য বিশাল বক্ষেতে
মকর কুণ্ডলকর্ণে শোভিছে সুন্দর
বালার্ক কিরণসম অরুণ অম্বর,
রহিয়াছে পরিধানে ; মহৈশ্বর্য্যময়
স্মিতহাস্য মুখচন্দ্রে ভক্তের অভয়।
শোভিতেছে দক্ষিণের ভুজদণ্ডে তাঁর
সুপ্রদীপ্ত তীর সাথে স্থূলগদা আর।
মধ্য ভুজ দ্বয়ে শোভে মুরলী সুন্দর
বিশ্ব বিমোহনকারী সুধ-সুধাকর।
বামে কমণ্ডলু আর ধনু অনুপম
অপূর্ব্ব বীরত্ব শোভা পাষণ্ড-নির্ম্মম।
চতুর্ভুজে চতুর্ব্বর্গ ফল করে দান
অন্য ভুজদ্বয়ে প্রেম ভক্তি অনির্ব্বাণ।
বিমুগ্ধ নয়নে হেরি নিত্যানন্দ রায়
ষড়ভুজরূপে ধন্য করে আপনায়।
ধ্যানের আনন্দে সংজ্ঞা ফিরে নাহি আসে
তাই, বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দে গভীর আশ্বাসে
দেখালেন চতুর্ভুজ রূপ আপনার
উত্তরে দ্বিভুজরূপ, প্রেমের পাথার।
স্ব-ভাবে স্ব-রূপে হেরি ইষ্টে আপনার।
নিত্যানন্দে বাহ্যজ্ঞান আসিল আবার।
ধূলিশয্যা ছেড়ে তিনি হয়ে যুক্ত কর
প্রণমিয়া ইষ্টদেবে, বলেন ঈশ্বর—

যেরূপে আমায় তুমি দিলে দরশন
অনাদি পুরুষোত্তম, আমার জীবন
সফল হয়েছে তা'তে, 'লোক-পিতামহ
জীবন সর্ব্বস্ব মম, ক্ষুদ্র অর্ঘ্য লহ।
হ'তে যেন পারি তব যোগ্য সহচর
করি সে প্রার্থনা আজি প্রভো, বিশ্বম্ভর।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তুমি রেখেছ ধরিয়া
সে-তুমি কেমনে শচী গর্ভে জনমিয়া—
এই নব অবতারে প্রেমভক্তি ধনে
দুর্গত পতিত কলিজীবে জনে-জনে
আসিয়াছ বিলাইতে ভাবিতে বিস্ময়
তোমারি ইঙ্গিতে বিশ্বে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়।
অভক্তের মহাকাল ভক্ত প্রাণধন
সত্য হোক অভিনব নাম সঙ্কীর্ত্তন
কলিহত জীবকুলে, হে করুণাময়
কি আনন্দ প্রাণে মম হোক তব জয়।

পঞ্চদশ সর্গ সমাপ্ত

ষোড়শ সর্গ

শ্রীশ্রীপুণ্ডরীক মাহাত্ম্য

একদিন ভাবাবেশে প্রভু বিশ্বম্ভর
কোথা বাপ বিদ্যানিধি, বলি' অতঃপর
ক্রন্দন করিয়া উঠি' কহে বার বার
'এসো বাপ দেখা দাও' নাহি পারি আর
তোমার বিরহ-জ্বালা হৃদয়ে বহিতে
আকুল হৃদয় মন তোমাকে হেরিতে।
বুঝিতে নারিল কেহ, পুরুষ রতন
কেবা সেই ভাগ্যবান, গৌরাঙ্গের মন
যার লাগি' হয়েছে উতল। পরিচয় তাঁর
জানিতে চাহিলে শেষে, কহে জমিদার,
রাজপুত্র সম তাঁ'র বাহ্য আচরণ
না হেরিবে তাঁ'তে বিন্দু বৈষ্ণব লক্ষণ
বঙ্গের প্রত্যন্ত ভূমি চট্টগ্রামে ধাম
বৈষ্ণবের শিরোমণি পুণ্ডরীক নাম।
মাধবেন্দ্র পুরী শিষ্য,—মহা ধনবান
সর্ব্বত্র সুনাম তার, রাজার সম্মান।
প্রেমের স্বরূপ গূঢ়, নহে বর্ণিবার
শুধু অনুভূতিগম্য, অসাধ্য ভাষার।
ভাষাহীন ভাব সেথা শুধু প্রাণে প্রাণে
চলে বার্ত্তা বিনিময় দূরত্ব না মানে।
বিদ্যানিধি বুকে এসে জাগে এ আহ্বান
গৌরাঙ্গ দর্শন লাগি' কেঁদে উঠে প্রাণ,
ব্যাকুল ইন্দ্রিয় চয়। বিষয় সংসার
পশ্চাতে পড়িয়া রহে, তিনি জমিদার
একথা ভুলিয়া যান। দিবানিশি জাগে
অন্তরে গৌরাঙ্গ কথা প্রেম-অনুরাগে।
কেমনে হেরিবে তাঁকে পাবে সঙ্গ তাঁর
নব পরিণীতাসম ; তপ্তঅশ্রুধার
ঝরে তাঁর দুনয়নে। সব ভুলে যান
গৌরাঙ্গ আহ্বান মাত্র শুনিবারে পান ;—
'কোথা বাপ পুণ্ডরীক দাও দরশন
তব অদর্শনে মোর রবেনা জীবন।
না হেরি তোমায় বাপ বুক ফেটে যায়,
তোমা সম প্রিয় মোর ত্রিভুবনে নাই'।
ঈশ্বরের আকর্ষণ বড় ভয়ঙ্কর
রাজারও ঐশ্বর্য্য সেথা তুচ্ছ-তুচ্ছতর।

দেশকাল ব্যবধান কিছু নাহি রয়,
সমগ্র ভুবন হয় ইষ্ট মূর্ত্তিময়—
নাহি রহে অন্যরূপ। যে সৌভাগ্যবান
বহু তপস্যার ফলে লভে সে আহ্বান।
সুদুর্লঙ্ঘ্য গিরিমালা অলঙ্ঘ্য সাগর
হিংস্র শ্বাপদ পূর্ণ অরণ্য প্রান্তর—
তাঁহার চলার পথে বিঘ্ন নাহি আনে
উপেক্ষি' সবারে চলে ইষ্টের সন্ধানে।
প্রেমে পরিপূর্ণ প্রাণ, কোথা আর ভয়
সহস্র যোজনও সেথা কিছু দূর নয়।
বিদ্যানিধি ভেলাসম তরণী লইয়া
দুর্লঙ্ঘ্য সাগর একা উত্তীর্ণ হইয়া
আসিলেন নবদ্বীপে,—ইষ্ট সন্নিধানে,
সর্ব্ববাধা বন্ধহীন উল্লসিত প্রাণে।

নবদ্বীপে বিদ্যানিধি করি পদার্পণ
চলিলেন করিবারে ইষ্ট সন্দর্শন।
'না হেরি গৌরাঙ্গে স্থির রহিতে নারিয়া
বিরহ বহ্নিতে প্রাণ উঠিছে জ্বলিয়া,
পূর্ণব্রহ্ম সনাতনে কখন হেরিবে
কেমনে চরণ দ্বন্দ্বে আত্ম সমর্পিবে'।
এইরূপ নানা ভাবতরঙ্গে দুলিয়া
প্রভুর আবাস পানে যান আগাইয়া।
দীন দীনতম বেশে, আসন্ন সন্ধ্যায়
পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, সংজ্ঞা যেন নাই।
দ্বারদেশে উপনীত হলেন যখন
মনে হলো তাঁর 'এই বৈকুণ্ঠ ভবন।
যেথায় বিরাজ করে লক্ষ্মীজনার্দ্দন,
ইষ্ট মম, প্রাণাধিক সরবস্বধন।'

ভক্তবৃন্দ সহ উপবিষ্ট বিশ্বম্ভর
তারকা সহিত যথা পূর্ণ শশধর
বিকীর্ণ করিয়া জ্যোতিঃ। প্রথম দর্শন
করিয়াই শ্রীগৌরাঙ্গে, হয়ে অচেতন
পড়ে যান বিদ্যানিধি প্রভু পদতলে
সিক্ত করি পাদপদ্ম তপ্তঅশ্রুজলে।
অল্পক্ষণ পরে তিনি লভিয়া চেতন
বিষম ব্যাকুল ভাবে করিয়া ক্রন্দন—
চরণে রাখিয়া শির চলেন কহিয়া
'বল বাপ কিবা দোষে দাসেরে ভুলিয়া
রহিয়াছ এতকাল! সবে উদ্ধারিলে
পুণ্ডরীকে, কেন বাপ একেলা ত্যজিলে'!
প্রভুর নয়ন সিক্ত, পিতৃসম্বোধনে
সম্বোধিয়া পুণ্ডরীকে, সজল নয়নে,—
'হেরিয়া তোমাকে ধন্য করিনু জীবন,
বহু পূর্ব্ব অভিলাষ হইল পূরণ'।
এই বলে পুণ্ডরীকে বক্ষে নেন তাঁ'র
দুই হস্তে জড়াইয়া কৃপা পারাবার।

বিদ্যানিধি হন বৃষভানু অবতার
রাধাভাবে বিভাবিত শচীরকুমার।
'বিদ্যানিধি বাপ' বলে করিয়া ক্রন্দন
হতেন আকুল লাগি' তাঁ'র দরশন।

বিদ্যানিধি প্রভুবক্ষে লীন হয়ে রন
সার্থক করেন তিনি আপন জীবন।
উভয় উভয়বক্ষে সংজ্ঞা নাহি কার—
নয়নে বিরতি নাহি, নয়ন ধারার।
উভয়ে গেছেন প্রেম সমুদ্রে ডুবিয়া
নীরব উভয়, ভাষা গেছে হারাইয়া।
কেহ কারে নাহি ছাড়ে সুদুর্লভ ধনে
নিয়াছে হৃদয় মাঝে ছাড়িবে কেমনে?
এসেছেন বিদ্যানিধি কত আশা নিয়া
কতটুকু বলিবেন শুধু ভাষা দিয়া?
তাই তাঁর তপ্তহৃদি উছলিত প্রাণ
নিঃশেষে করিয়া আজি প্রভুকে প্রদান
করেন নিজেরে ধন্য; কিবা তাঁর চাই
সাগরে মিলেছে নদী বাকী কিছু নাই।

প্রহর হইলে গত সংজ্ঞা ফিরে আসে
কন তবে বিশ্বম্ভর আনন্দ উচ্ছাসে।
তোমাকে হেরিয়া বাপ এই শুভক্ষণে
কি আনন্দ মনে মম জানাব কেমনে ?
তোমার দর্শন তরে উতল হৃদয়
সর্ব্বকর্ম্ম হয়েছিল পুণ্ডরীকময়।
প্রেমের আধার তুমি, প্রেম বিতরণে
ধর তুমি মহাশক্তি, অন্যে নাহি জানে।
সবারে বিলাবে প্রেম আজি হতে তাই,
প্রেমনিধি' বলে তোমা ডাকিবে সবাই।
সংজ্ঞা লভি বিদ্যাবিধি পড়েন লুটিয়া
বিশ্বম্ভর পদ মূলে। পড়েছে খসিয়া
অঙ্গ হতে উত্তরীয় ধরণী ধূলায়—
প্রেমোন্মত্ত বিদ্যানিধি দৃষ্টিপাত নাই।
পরিধেয় বস্ত্র সব ধূসর পিঙ্গল
ভাষাহীন বিদ্যানিধি ; ধারা অবিরল
ঝরিছে নয়নদ্বয়ে। ঈশ্বরে হেরিয়া
নিজসত্তা বিদ্যানিধি গেছেন ভুলিয়া।
নিধিরে বুকেতে টেনে নেন বিশ্বম্ভর
মুছাইয়া অশ্রুরাশি। তিনি অতঃপর
করালেন পরিচয় অদ্বৈতাদি সনে,
সম্ভাষেণ বিদ্যানিধি গাঢ় আলিঙ্গনে
একে একে সর্ব্বজনে। সবে আপনারে
ধন্য মানে, বিদ্যানিধি সঙ্গলাভ করে।
বৃষভানু অবতার বিদ্যানিধি ধীর
না হেরিয়া শ্রীগৌরাঙ্গে ছিলেন অস্থির।
দরশনে পরশনে আত্মসমর্পণে
করিলেন ধন্য তিনি আপন জীবনে।
'বাপ' বলে শ্রীগৌরাঙ্গ সম্ভাষেণ যাঁ'রে
অসামান্য প্রেমভক্তি যাঁহার ভাণ্ডারে,
পেয়ে তাঁরে আনন্দিত গৌরাঙ্গের গণ
পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রেমী মহাজন।

মুকুন্দের প্রিয় বন্ধু বিপ্র গদাধর
উভয় উভয়-প্রেমে নন্দিত অন্তর।
পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রসঙ্গ লইয়া
ঘটে নানা আলোচনা ; বিমুগ্ধ হইয়া
বিদ্যানিধি ভক্তি প্রেমে। গদাধর চিতে
জাগে অভিলাষ তাঁকে দর্শন করিতে।
একদা মুকুন্দ সাথে নিয়া গদাধরে
যায় বিদ্যানিধি গৃহে আনন্দ অন্তরে
রূপে গুণে অতুলন ধনী মহাজন
সজ্জিত প্রকোষ্টে এক যত্নে সুশোভন
নানাবিধ, মাঝখানে বসিয়া আসনে
তাম্বুল চর্ব্বণ রত। বিলাস ব্যসনে
রত যেন সর্ব্বক্ষণ। দাসীদ্বয় পাশে
ব্যজনে করিছে তৃপ্ত শীতল বাতাসে।
মৃগমদ সুশোভিত প্রেকোষ্ঠে সুন্দর
উপবিষ্ঠ যেন রাজপুত্র মনোহর।
বিদ্যানিধি গৃহে দাসদাসী অগণন
সর্ব্বদা আদেশ তাঁর করিছে পালন।

জন্মহতে গদাধরে বিষয়ে বিরাগ
শ্রীগৌরাঙ্গে সহজেই জাত অনুরাগ ;
ত্যাগী বৈষ্ণবের সঙ্গ করিতে আসিয়া
বিলাস ব্যসনে রত নিধিরে হেরিয়া
বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয় ভক্ত গদাধর
'মুকুন্দের প্রশংসিত বৈষ্ণব প্রবর'—
আকণ্ঠ ভোগের মাঝে আছেন ডুবিয়া
যাঁকে, গৌরাঙ্গ বলেন মহাবৈষ্ণব বলিয়া!
এরূপ জিজ্ঞাসা জাগে গদাধর মনে
মুকুন্দ বুঝিয়া তাহা, পড়েন তখনে—
ভাগবত হতে একশ্লোক সুমহান।
'যে-পূতনা বালকৃষ্ণে স্তন্য করিদান
হলাহলসহ, লভে ধাত্রী যোগ্য স্থান।
অনাথ জনের বন্ধু সে-কৃষ্ণ মহান

কৃপাময় প্রেমময় সেই কৃষ্ণে ছাড়ি,
কাহার আশ্রয় আর নিতে আমি পারি' ?
মুকুন্দের মুখে শ্লোক করিয়া শ্রবণ
'হে কৃষ্ণ মুরারি তুমি কোথায় এখন
কৃপানাথ দাসে কৃপা কর এইবার,
বলে পুনঃ কৃষ্ণ কৃষ্ণ, করি হাহাকার
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে যান ভূমিতলে—
সর্ব্বাঙ্গ ভাসিয়া যায় নয়নের জলে।
স্বেদ কম্প পুলকাদি সাত্ত্বিক বিকার
প্রকটিত হয়ে উঠে সর্ব্বাঙ্গে তাঁহার।
ক্ষণ পরে কৃষ্ণ বলে ক্রন্দন করিয়া
আর্ত্তনাদে ভূমিতলে গড়াগড়ি দিয়া,
বহুমূল্য সাজসজ্জা রত্ন অলঙ্কার
পদাঘাতে ভেঙ্গে সব করি চুরমার
করিলেন ছিন্নভিন্ন আপন বসন
উদ্দাম উন্মত্ত সম। প্রেমমুগ্ধ মন
অসামান্য ভাবরসে রয়েছে ডুবিয়া
পবিত্র গোমুখী ধারা দুই নেত্র দিয়া
হইতেছে প্রবাহিত। বলেন আবার
কোথা বাপ লুকাইয়া রয়েছ আমার।
উদ্ধারিছ সবে তুমি এই অবতারে
শুধু কি ত্যজিলে বাপ পাষাণ আমারে ?
এইবলে পুনরায় মূর্চ্ছিত হইয়া
মৃতবৎ ভূমিতলে রহেন পড়িয়া।
বিন্দুমাত্র বাহ্যজ্ঞান নাহিক তাঁহার
কৃষ্ণপ্রেম সিন্ধু বুকে ঝাঁটিয়া সাঁতার,
চলেছেন বিদ্যানিধি মহাভাবলোকে
বাহির হইতে কেবা বুঝিবে তাঁহাকে।
হতবুদ্ধি গদাধর, কি ভাবিল মনে—
কোথায় বৈরাগ্য, মগ্ন বিলাস ব্যসনে
বিদ্যানিধি, সুপুরুষ রাজার তনয়
ভোগবিলাসেতে রত ইন্দ্রিয় নিচয়।
কিন্তু যে বৈরাগ্যবহ্নি ছিল লুকাইয়া
রাজার ঐশ্বর্য্য মাঝে, কেমনে খুঁজিয়া
পাইবে যে বহিরঙ্গ। পরম বিস্ময়,
শুনে কৃষ্ণনাম হেন প্রেমের উদয়
কখনো কাহারো হৃদে হয়েছে কে জানে
প্রত্যক্ষ করিয়া তাহা নিজে ধন্য মানে।
তিলমাত্র বিষয়েতে লিপ্ত নহে মন—
মত্ত ভৃঙ্গ-সম চিত্ত আছে সর্ব্বক্ষণ
নামামৃত পানে রত সর্ব্ব অগোচরে,
রাখিয়াছে রাজৈশ্বর্য্যে ঢেকে আপনারে।
অদ্ভুদ চরিত্র এসে বুদ্ধি-অগোচর
যুক্তি তর্ক হেথা নাহি পাইবে খবর।
কষিত কাঞ্চন সম সুবিশুদ্ধ প্রেম
সুদুর্লভ এ জগতে, এযে মহাক্ষেম
ভাবকল্প লোক মাঝে। তাই গদাধর,
দেয় নিজ ক্ষীণ ক্ষুদ্র বুদ্ধিরে ধিক্কার।
গদাধর চিত্ত অনুতাপে দগ্ধ হয় ;
'জাগে, মহাবৈষ্ণবেরে অবজ্ঞার ভয়।
ভুবন পবিত্র যাঁ'র চরণ পরশে
ধন্য জীবন যাঁ'র মধুর দরশে,
হেরি বাহ্য বেশভূষা, বিষয়ী ভাবিয়া
সে মহাপুরুষে আজ অবজ্ঞা করিয়া,
ঘটেছে যে অপরাধ—প্রায়শ্চিত্ত তা'র,
না করিলে, শান্তিলাভ নাহি হবে আর'।
অচৈতন্য বিদ্যানিধি, বসে পদতলে
করে পাদ সংবাহন তিতি অশ্রুজলে
ভাগ্যবান গদাধর। সঙ্কল্প মহান,
'যতক্ষণ বিদ্যানিধি না পান সংজ্ঞান
ততক্ষণ পাদমূলে স্থান হবে তাঁ'র—
হবে অপরাধ ক্ষয়, যাবে পাপ ভার।
যুক্ত করে ক্ষমাভিক্ষা করে অতঃপর,
বিদ্যানিধি হতে দীক্ষা নিবে গদাধর।

গদাধর সম্বন্ধেরে জানিয়া মুকুন্দ
আপন অন্তরে লভে মহান আনন্দ।
অচৈতন্ত বিদ্যানিধি ভূমিতে পড়িয়া
দুই বন্ধু পদতলে রয়েছে বসিয়া।
দুইটি প্রহর এইভাবে গত হলে
বিদ্যানিধি আপনার বাহ্যজ্ঞান পেলে
মুকুন্দ বলিল তাঁকে সকল সথার
শুনে পান বিদ্যানিধি আনন্দ অপার।
আলিঙ্গন দানে ধন্য করি গদাধরে
কহিলেন বিদ্যানিধি তবে মুকুন্দেরে।
গদাধর সম রত্নে আমাকে দানিয়া
কৃতার্থ করিলে তুমি, বহুভাগ্য দিয়া
হেন শিষ্য লাভ কদাচিৎ জানি হয়।
শক্তির আধার মহা, বিশুদ্ধহৃদয়।
তারপর শুক্লা একাদশী শুভদিনে
করিলেন গদাধরে ধন্য দীক্ষাদানে
বিদ্যানিধি, নবশক্তি হইল সঞ্চার
যার বলে কলিজীব পাইবে উদ্ধার।

ষোড়শ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তদশ সর্গ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অলৌকিক লীলারঙ্গ

নিত্যানন্দে সঙ্গে নিয়া প্রভু বিশ্বম্ভর
আরম্ভেন লীলারঙ্গ অতি মনোহর।
অপূর্ব্ব ঈশ্বররূপ ; তার আকর্ষণ
সর্ব্বদ্রব্য হতে শ্রেষ্ঠ না যায় বর্ণন।
পতিত কলির জীব, কামনা অনলে
হইতেছে নিরন্তর দগ্ধ পলে পলে।
রূপেতে রয়েছে তার গূঢ় আকর্ষণ
অরূপ অনন্ত তাই কষিত কাঞ্চন
রূপের পশরা নিযা আসিলা জগতে
রূপরস লুব্ধ কলি-জীবে উদ্ধারিতে।
সোনার গৌরাঙ্গ হেন রূপ অধিকারী
মিলিবেনা এই বিশ্বে তুলনা তাঁহারি।
নবদ্বীপে বালবৃদ্ধ নরনারী সবে
বিমুগ্ধ গৌরাঙ্গ রূপ ঐশ্বর্য্য প্রভাবে।
গৌরাঙ্গ সবার জ্ঞান ধ্যান সমুদয়
গৃহিনী গৃহের কর্ম্মে হেরে গৌরময়।
ধনী জ্ঞানী নর নারী সকলে মিলিয়া
গৌর-রূপ-সমুদ্রেতে চলেছে ভাসিয়া।
ঈশ্বর-স্বরূপ সদা অচিন্ত্য অব্যয়
ইঙ্গিতে নিমেষে বিশ্ব কবিবারে জয়
সর্ব্বদা সক্ষম তিনি। প্রভাব তাঁহার
হরিয়াছে নবদ্বীপে দুঃখ সবাকার।
কোনো অভাবের চিহ্ন কারো মুখে নাই
গৌরপ্রেম তরঙ্গেতে ভাসিছে সবাই।
সবার হইতে প্রিয় গৌবাঙ্গ সুন্দর
পত্নী পুত্র প্রিয় যত দ্রব্য মহত্তর
রয়েছে সংসার মাঝে, সকল ছাড়িয়া
রাখিয়াছে শ্রীগৌরাঙ্গে হৃদয় জুড়িয়া।
পত্নীপুত্র বিষয়াদি কত শক্তি ধরে
আকর্ষণে পরাজিত কাবতে ঈশ্বরে ?
নির্গুণ পরমব্রহ্ম সত্য নির্ব্বিকার
রূপাশ্রয়ে লীলারঙ্গ ক'রিতে তাঁহার

আপন ইচ্ছায় রূপ করেন গ্রহণ
সে রূপের হয় মহাতীব্র আকর্ষণ।
তখন তুলনা হীন রূপৈশ্বর্য্যময়—
হইয়া করেন তিনি নিখিলেরে জয়।
সবাকার সর্ব্বকর্ম্মে নিদ্রা জাগরণে
শ্রীগৌরাঙ্গ রূপগুণ তীব্র আকর্ষণে,
আকর্ষিছে নবদ্বীপে চিত্ত সবাকার
কোন আকর্ষণ নহে সমতুল্য তাঁ'র।
নবদ্বীপবাসী সবে মহাভাগ্যবান
জাগ্রত সবার চিত্তে গৌর ভগবান।
শ্রীবাস অঙ্গনে হয় প্রভুর কীর্ত্তন
সুধামাখা সে-সঙ্গীত করিতে শ্রবণ
সমাগত ভক্তবৃন্দ। ভক্তিরস গুণে
শ্রীগৌরাঙ্গ ভিন্ন তারা অন্যে নাহি জানে।
নামের প্রভাবে, কলিজীবের উদ্ধার
ঘটিবে অবশ্য তা'তে দ্বিধা নাহি আর।
ভক্তিভরে যেবা নাম করিবে গ্রহণ
হবে তার সিদ্ধিলাভ প্রভুর বচন।
ত্রিকালজ্ঞ ভগবান, সর্ব্বশক্তিমান
অচিন্ত্য প্রভাবে তিনি কখনো ঘটান
অসম্ভব নানা কর্ম্ম। ঐশ্বর্য্য প্রকাশ
ভকত জনের করে সন্দেহ বিনাশ।
একদিন এইভাবে কীর্ত্তন সময়
ঘটে গৌরহরি মনে নবভাবোদয়।
একটি আম্রের বীজ নিজ হস্তে নিয়া
তখনি মাটিতে তাহা রোপণ করিয়া
কহিলেন ভক্তবৃন্দে,—এখনি হেরিবে
বীজ হতে সুশোভন আম্রবৃক্ষ হবে।
প্রভুর মুখের কথা নাহি হতে শেষ
দেখিল সকলে আম্র বৃক্ষের উন্মেষ।
অপরূপ শোভাময় নব কিশলয়ে
হলো সুশোভিত। নবশাখার উদয়ে
হলো বৃক্ষ পরিপূর্ণ দেখিতে দেখিতে
মহাবিস্ময়ের সৃষ্টি হয় সর্ব্বচিতে।
ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যের নাহি কোনো পার
অচিন্ত্য শকতি পূর্ণ, নহে ধারণার।
অপূর্ব্ব সুরভিপূর্ণ মুকুল উদ্গম—
সাথে সাথে, সহকারে শোভে অনুপম
মুকুল হইতে ফল অপূর্ব্ব সুন্দর
খেলেন অপূর্ব্ব খেলা গৌর বাজীকর।
হেরি' এ ঐশ্বর্য্য নব চিত্ত চমৎকার
সকল ভকতজন আনন্দে অপার
জয় শ্রীগৌরাঙ্গ বলে দেয় সাধুবাদ,
ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যের অভিনব স্বাদ।
রঙ্গীন হইয়া উঠে সে অমৃত ফল—
অগণন দোলে শাখে, পুলক বিহ্বল।
ভক্তবৃন্দ পক্ব আম্র নিজ হস্তে নিয়া
গৌরহরি পদদ্বন্দ্বে অর্পণ করিয়া
প্রসাদ লভিলা সবে। বুঝাবার নয়
ঈশ্বর ইচ্ছার বলে কিসে কিবা হয়।
তারপর ভক্তবৃন্দে কহে গৌরহরি,
এ মম মায়ার খেলা দেখহ বিচারি',
বীজ হতে জন্মি বৃক্ষ ফল করি দান
চকিতে হইয়া গেল পুনঃ অন্তর্দ্ধান
যেমন, তেমনি জেনো এ বিশ্বসংসার
সত্যশুধু ভক্তি প্রেম, অন্য নহে আর।
নন্দের নন্দনে সেব প্রেম উপচারে
সফল করিয়া সবে নাও আপনারে।
কাহারে কি ভাবে কৃপা করেন ঈশ্বর
সর্ব্বক্ষণ নহে তাহা সবার গোচর।
সর্ব্বসিদ্ধিদাতা তিনি মহাশক্তিমান
অযাচিত ভাবে জীবে প্রেম করে দান।
অন্তরঙ্গ ভক্ত শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী
ভিক্ষাজীবী নিষ্ঠাবান। জীবন তাঁহারি

নামের সাধন যজ্ঞে অর্পিত সদাই
মুখে কৃষ্ণ নাম ভিন্ন অন্যকথা নাই।
তাঁহাকে করিতে কৃপা গৌরাঙ্গ সুন্দর
একদা বলেন তাঁকে, যেয়ে তব ঘর
মধ্যাহ্নে ভিক্ষান্ন আজি করিব গ্রহণ,
গিয়া গৃহে মোর লাগি' করহ রন্ধন।'

সরল ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী মহাশয়
শুনে গৌরহরি কথা মানিয়া বিস্ময়
কহিলেন ভগবন, মুই কোন ছার,
গ্রহিবে ভিক্ষান্ন তুমি সৌভাগ্য আমার।
কিন্তু তব সেবাযোগ্য কোনো দ্রব্য নাই
মোর গৃহে,—কিসে তব ভিক্ষান্ন জোগাই।
হাসিয়া কহেন প্রভু অমৃতের ধার
রয়েছে ভিক্ষান্নে তব,—কিবা চাহি আর!
উতল হৃদয় সেই সুধা আস্বাদনে
না করি বিলম্ব শীঘ্র যাও গৃহপানে।

ঈশ্বর ভিক্ষান্ন তাঁব করিবে গ্রহণ
বিশ্বাস করিতে যেন নারেন ব্রাহ্মণ,
আনন্দে বিস্ময়ে ভয়ে নেত্রবারি ঝরে—
কি ইচ্ছা জাগিল আজি গৌরাঙ্গ সুন্দরে।
ভাবিতে ভাবিতে গৃহে পৌছেন আসিয়া
ভিক্ষান্নের সাথে এক গর্ভথোর নিয়া।
তারপর শুচিস্নাত সুপবিত্র মনে
নয়নে আনন্দ বারি—বসেন রন্ধনে।
নবভাণ্ডে ব্রহ্মচারী অন্ন চড়াইয়া
নিরন্তর কৃষ্ণনাম জপিয়া জপিয়া
গর্ভথোর তার মধ্যে দেন সন্তর্পণে—
অপার্থিব আনন্দের জ্যোতিঃ দুনয়নে।

অমৃতে পূরিল ভাণ্ড কৃষ্ণের ইচ্ছায়
প্রেম-মহিমার অন্ত কেহ নাহি পায়।
গঙ্গাস্নান অন্তে মম প্রভু বিশ্বম্ভর
ব্রহ্মচারী গৃহে তবে কিছুক্ষণ পর,
আসিলেন ধীরে ধীরে। ভক্ত ব্রহ্মচারী
বসালেন ভগবানে আবাহন করি।
সুপক্ক হইলে অন্ন করে নিবেদন
ঈশ্বরের ভোগলাগি দরিদ্র ব্রাহ্মণ—
আপনার ক্ষুদ্রগৃহে পবিত্র আসনে
যুক্ত করে অশ্রুঅর্ঘ্যে রহি' সন্নিধানে।
ব্রহ্মচারী নিবেদিত ভোগ আস্বাদিয়া
বলিলেন বিশ্বম্ভর, অমৃত দানিয়া
করিলে আমাকে তৃপ্ত। মুগ্ধ শুক্লাম্বর
সাশ্রুনেত্রে নতশিরে রহে নিরুত্তর।
ঈশ্বর তাঁহার গৃহে সম্মুখে বসিয়া
সামান্য ভিক্ষান্ন তার গ্রহণ করিয়া
করেছেন ধন্য তাঁকে। আনন্দে ইহার
বহে দুনয়নে শুধু জাহ্নবীর ধার।
পতিতে এমন কৃপা কে আর করিবে
আপন করিয়া কেবা বক্ষে টেনে নিবে।
শ্রীগৌরাঙ্গ কৃপা রাশি করিয়া স্মরণ
পদে তাঁর আপনারে করেন অর্পণ।

সপ্তদশ সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টাদশ সর্গ

প্রথম পরিচ্ছেদ

নবদ্বীপে মহারাস

রসরাজ নারায়ণ লীলারঙ্গময়
সর্ব্বজ্ঞ স্বতন্ত্র তিনি অনন্ত অব্যয়।
নন্দের নন্দনরূপে বৃন্দাবন ধামে
লইয়া আভীর কন্যা রাসলীলা নামে—
যে-আনন্দ সমুদ্রের করিয়া সৃজন
করালেন সবাকারে তা'তে সন্তরণ।
নবদ্বীপে সে-লীলার নব রূপায়ণে
করি অভিলাষ প্রভু আপনার মনে
একে একে সবাকারে করি আকর্ষণ
আনিলেন নবদ্বীপে শ্রীশচীনন্দন।
গয়াধামে পিতৃগণে পিণ্ডদান করি
আসিলেন নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গ হরি।
অন্তরে জাগ্রত ব্রজভাব সুমহান—
নবদ্বীপে মহারাস,—এ ভাবের দান।
এই মহারাসলীলা শ্রীবাস অঙ্গনে
হয়েছে সবার আগে। ভক্তবৃন্দসনে
মিলিয়া রসিকরাজ রসের বিস্তার—
করেন অনন্য পূর্ব্ব ; দৃষ্টান্ত যাহার
কোনো অবতারে আর কভু মিলিবে না—
কোনোদেশে কোনোকালে নাহিক তুলনা।
সঙ্কীর্ত্তন মহারাসে যে আনন্দ সুধা—
সৃষ্ট হয়, তাতে সবে বিনিবৃত্ত ক্ষুধা।
ঘটে সর্ব্ব সিদ্ধি প্রাপ্তি বাসনার শেষ—
শ্রীগৌরাঙ্গ লীলারঙ্গ মহিমা অশেষ।
রাসে রসময়ী রাধা আনন্দ রূপিনী
ব্রীড়ানতা মধুচ্ছন্দা রাজার নন্দিনী
হয়েছেন গদাধরে পূর্ণ পরকাশ—
শোভিছে গৌরাঙ্গ বামে, জ্যোতির উল্লাস
নয়নে, সর্ব্বাঙ্গে তাঁর উঠিছে উচ্ছ্বসি'
করিয়া বিকীর্ণ শত মহিমার রাশি।
মধুমতী নরহরি সদা সঙ্গে রয়—
জ্ঞান বুদ্ধিবল যাঁ'র শ্রীগৌরাঙ্গ ময়।
অপর পার্ষদ্ যাঁরা গৌরাঙ্গের সনে
বিভাবিত ব্রজভাবে গৌরসঙ্গ গুণে।
ব্রজবাসী বলে' সবে ভাবে আপনায়
রয়েছে আনন্দ-সাথী কানাই বলাই।
যমুনায় রূপান্তর পবিত্র জাহ্নবী
দেবের অঙ্গনা যত সাজিয়া মানবী
হইয়াছে সমাগতা নবদ্বীপধামে—
দেবীরাও বিমোহিতা মহামন্ত্র নামে।
বিস্মৃত আপন সত্তা আজি গদাধর
শ্রীগৌরাঙ্গ পাদপদ্ম মত্ত মধুকর—
যমুনা পুলিনে নব, রাসরসাবেশে—
আকর্ষিয়া প্রাণকান্তে অপূর্ব্ব হরষে
আনন্দ নর্ত্তনে মত্ত। নাম সঙ্কীর্ত্তন—
ভক্তমুখে অপরূপ, ধ্বনি' ত্রিভুবন—
দিগঙ্গন ছেড়ে মহাব্যোমেরে ভেদিয়া
অসীমে অনন্তে মহা যেতেছে মিশিয়া।
দেহ গেহ বোধ সব হয়েছে বিলয়—
হইতেছে দশদিক নামধ্বনি ময়।
নবদ্বীপে 'মহারাস' নাম সঙ্কীর্ত্তন,—
হইয়াছে বৃন্দারণ্য গঙ্গা উপবন।

অপরূপ হেম কান্তি গৌরাঙ্গ কানাই
সার্থে নিয়া রসময়ী, গদাধর-রাই।
এই মহারাসলীলা ভাগীরথী তীরে—
জাহ্নবী শীকর যুক্ত শারদ সমীরে—
আকর্ষিতে ভক্তগণে লইয়া মুরলী
করেন গৌরাঙ্গ চাঁদ নব ঠাকুরালি।
মধু বংশীরবে সবে করেন আহ্বান
নিতে তাঁর সঙ্গ সুধা, ভরে মন প্রাণ।
একে একে ভক্তগণ মিলে হেথা এসে—
মহানন্দ-স্রোতে, সবে যাইতেছে ভেসে,
গৌরাঙ্গে না হেরি' তারা হেরিছে কানাই—
রাসরস আস্বাদনে ধন্য আপনায়—
করিতেছে ভক্তগণ—নববৃন্দাবনে—
প্রেম অশ্রুনীরে সিক্ত হয়ে প্রতিক্ষণে।
অনন্য অচিন্ত্যপূর্ব্ব নবদ্বীপে রাস—
ঈশ্বরের মহাশক্তি হয়েছে প্রকাশ
সঙ্কীর্ত্তন মহারাসে। গৌরাঙ্গের গণ
বুদ্ধিমান সুপণ্ডিত অতি বিচক্ষণ।
অধিগত সর্ব্বশাস্ত্র প্রতিভা আকর—
ধরায় অধিক নাহি তাঁদের দোসর।
হেন জ্ঞানীগুণী যাঁরা গৌরাঙ্গ আহ্বানে
হয়েছেন সম্মিলিত গঙ্গা উপবনে—
রাস-রস আস্বাদনে ভাগীরথী তীরে
গৌরহরি পদদ্বন্দ্ব নিয়া নিজ শিরে।
কি প্রবল আকর্ষণে, কি লাভের তরে,
গৌরপদে বিদগ্ধেরা,—কে বলিতে পারে?
বৃন্দাবনে রাসক্ষেত্রে অবলা রমণী
অল্পবুদ্ধি সহচরী গোপের ঘরণী
স্বভাব-দুর্ব্বল তাঁরা, না জানে বিচার
মিলেছিল এসে রাসে; কৃষ্ণ সাক্ষাৎকার
না ঘটিলে তাঁরা যেন না পারে বাঁচিতে
উনমত্তা গোপাঙ্গনা কৃষ্ণের বাঁশিতে।

পরীক্ষার ছলে কৃষ্ণ করে'ও ভর্ৎসন—
না পারেন গৃহ-মুখ করাইতে মন।
কিন্তু এই মহারাসে নাম-সঙ্কীর্ত্তনে
হেরিয়া বিস্ময় জাগে, বিশ্বম্ভর-গণে
শারীর মানস বলে বলীয়ান যাঁরা
মহারাসে শ্রীগৌরাঙ্গ গণ আজি তাঁরা।
তাঁহারি অপূর্ব্ব প্রেম-রস-মহিমায়
ভুলিয়া সংসার সুখ অপূর্ব্ব নিষ্ঠায়
উপেক্ষিয়া অপরের সর্ব্ব পরিহাস
আসিয়াছে মহানন্দে গৌরাঙ্গের পাশ
বিসর্জ্জিয়া গৃহসুখে, গৌরাঙ্গ সেবন—
কি লোভে বলিতে পারে কোন মহাজন?
ত্রিলোকের কোনো লোভ তাহাদেরে আর
বিভ্রান্ত করিতে নারে, একি চমৎকার।
কোথা তার সম দ্রব্য পাবে ত্রিভুবন?
সর্ব্বত্র ঈশ্বর-প্রেম সত্য অতুলন।
রাজপুত্র ছাড়ে রাজ্য,—জ্ঞানী তাঁর জ্ঞান
ধনী ধন, মানী মান, আশ্রয় মহান।
যেমন জাহ্নবী তীরে নব উপবনে
সঙ্কীর্ত্তন মহারাসে; শ্রীবাস অঙ্গনে
অনুরূপ রাসলীলা মহামহোৎসব
চলিতেছে সারারাত্র দিব্য অনুভব।
বদ্ধ বাহিরের দ্বার, পাষণ্ডের দল—
জুড়িয়া দিয়াছে সেথা মহা কোলাহল।
লীলারস আস্বাদন অন্তরঙ্গ সনে
চলিছে প্রভাত হতে শ্রীবাস অঙ্গনে।
আস্বাদনে ক্ষণমাত্র নাহিক বিরাম
হতেছে কীর্ত্তিত মহামন্ত্র হরিনাম।
ভুলিয়াছে ভক্তবৃন্দ আহার বিহার
আপন দেহের জ্ঞান নাহিক কাহার,
কোথা ক্ষুধা তৃষ্ণা বোধ? নামামৃত ধার
হরণ করিয়া নিছে ক্ষুধা সবাকার।

সবার রসনা তৃপ্ত ; ক্লান্তি কারো নাই
নামামৃত পানে মত্ত রয়েছে সবাই।
প্রহরেক রাত্রি মাত্র আছে অবশেষ
এ সময় বিশ্বম্ভরে ঈশ্বর আবেশ,
সেই মহাভাবাবেশে গৌরাঙ্গ সুন্দর
বসেন অঙ্গনে বিষ্ণু খট্টার উপর।
শালগ্রাম শিলা সব নিজ কোলে নিয়া
প্রেমোন্মত্ত বিশ্বম্ভর কহেন হাসিয়া।
'বৈকুণ্ঠ ছাড়িনু আমি তোমাদের তরে.
ভাঙ্গিয়াছে যোগ-নিদ্রা নাড়ার হুঙ্কারে।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড পতি আমি নারায়ণ
জান মম অবতার সবার কারণ।
আজি একাদশী দিনে করাও আহার
যাহার যেমন সাধ্য অনুরূপ তা'র।
মহানন্দে প্রপূরিত সবার অন্তর—
ষড়ৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ প্রভু বিশ্বম্ভর
নিবেন আহার্য্য তিনি সবাকার হাতে
মহারাস সঙ্কীর্ত্তনে সুগভীর রাতে
বিষ্ণু খট্টোপরি প্রভু হাসি হাসি মুখ
হেরিয়া ভকতবৃন্দ লভে মহাসুখ।
দধি দুগ্ধ নবনীত যেবা যাহা পায়
আনন্দে প্রভুকে এনে সকলে যোগায়।
ভক্তিভরে ফলমূল করিছে অর্পণ
ভক্তবৃন্দ, প্রভু তাহা করেন গ্রহণ।
কেহ বা কদলী আর ভর্জ্জিত তণ্ডুল,
প্রেম সুধা বিমণ্ডিত জগতে অতুল।
কেহ মুদগ নারিকেল প্রভু লাগি আনে
গ্রহণ করেন প্রভু আনন্দিত মনে।
ভক্তবৃন্দ যুক্ত করে চাহে ভগবানে
অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যময়ে বিভু নারায়ণে।
মহৈশ্বর্য্যময় আজি প্রভু বিশ্বম্ভর
ভক্ত হস্তে নিতে ভোজ্য হয়ে কৃপাপর
দিলেন অনুজ্ঞা আজি। সাধ্যমত সবে
নিয়া উপযুক্ত ভোজ্য মিলেছে উৎসবে।
অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্যময় আজি নারায়ণ
নাহি হয় মহাভোজে উদর পূরণ।
যাহা দেয় নিমেষেই হয় তাহা শেষ
বিন্দুমাত্র নাহি তার রহে অবশেষ।
দুশত জনের ভোজ্য-করেও আহার
না ঘটে উদর পূর্ত্তি ; বলে দাও আর।
ছুটাছুটী করে সবে যাহা পায় আনে
প্রভুকরে সমর্পিয়া চাহে মুখপানে।
পরম বিস্ময়ে সবে রহে তাকাইয়া
বিশ্বগ্রাসী এ উদরে দিবে ভরাইয়া
কি দিয়া ভকত বৃন্দ ? আর কিছু নাই
ভক্ষ্যদ্রব্য শেষ সব,—না হেরে উপায় !
ভক্তগণ ভীত হয়ে কহে যুক্ত করে—
'অনন্ত ব্রহ্মাস্ত প্রভু তোমার উদরে
কি দিয়া তোমায় তৃপ্ত করিবারে পারি
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডপতি, করুণার বারি
নিষেক করিয়া সবে ধন্য করে দাও
আজিকার মত তুমি আহার থামাও।
তাম্বূল গ্রহণ কর এবে কৃপাময়
অপূর্ব্ব তোমার লীলা অসীম অব্যয়।
তাম্বূল যোগান এনে প্রিয় গদাধর
আনন্দে গ্রহণ করে প্রভু বিশ্বম্ভর।
তাম্বূলের রক্তরাগে রঞ্জিত বদন
মুখে মৃদু হাসি শোভে শচীরনন্দন।
নিত্যানন্দ নরহরি চামর ঢুলায়
গদাধর নানাবিধ তাম্বূল যোগায়।
সম্মুখে ব্রহ্মাণ্ডপতি ঐশ্বর্য্য বিলাসে
যুক্ত করে ভক্তগণ মহানন্দে ভাসে।
হাস্য-রসে মগ্ন প্রভু সবার সহিত
আনন্দের কলরোলে বিগত-সংবিৎ

অদ্বৈতাদিভক্তগণ। আজি ভগবান
হয়েছেন খট্টোপরি পূর্ণ অধিষ্ঠান।
সমগ্র অঙ্গনে জ্যোতিঃ পড়ে ছড়াইয়া
বিস্ময় পুলকে সবে রহে তাকাইয়া।
এমন সময় প্রভু রক্তিম লোচন
মহারুদ্র মূর্ত্তি করি ঘোর গরজন
বলিলেন, 'শোন নাড়া আমার বচন
তোদের লাগিয়া মোর হেথা আগমন।
পাপাচার পাষণ্ডেরা হইবে সংহার
জগৎ লভিবে শান্তি, ভয় নাহি আর।
জপ নাম মহামন্ত্র পরম সাধন
না রহিবে কোনো বিঘ্ন।' হলে সমাপন
তাঁর বাণী, অচেতন হয়ে অতঃপর
পড়ে যান ভূমি তলে প্রভু বিশ্বম্ভর।
হাহাকার করে উঠে ভকতেরগণ
কবে উঠে উচ্চৈঃস্বরে সকলে ক্রন্দন।
কেহ করে কৃষ্ণনাম মূর্চ্ছা ভাঙ্গিবারে
পাদসংবাহন কেহ, তাঁকে জাগাবারে।
কিন্তু কোনরূপে সংজ্ঞা নাহি আসে ফিরে
অসহায় ভক্তগণ হাহাকার করে।
সকলে হয়েছে ভীত না হেরি উপায়
কেমনে জাগিবে প্রভু ভাবিয়া না পায়।
বিফল হইয়া গেছে সবার প্রয়াস
দেহে নাহি যেন আর প্রাণের আভাস।
সকলে মিলিয়া তবে করিল নিশ্চয়
মোরাও ত্যজিব দেহ আজি এ সময়।
প্রভুশূন্য এ জীবন বহিতে নারিব
যেয়ে পরলোকে তাঁর চরণ সেবিব।

ভকতের ভগবান না পারে রহিতে
হইয়া চেতনাহীন পড়িয়া ভূমিতে।
সবার অন্তরযামী প্রভু নারায়ণ
উঠিলেন জেগে ধীরে লভিয়া চেতন।
অঙ্গনে ভরিয়া উঠে আনন্দের রোল
ভুবন ভরিয়া যায় কলকল রোল।
রাত্রি হইয়াছে শেষ নবীন তপন
পূরব আকাশে ধীরে, সোনার কিরণ
ছড়াইয়া দিকে দিকে হলেন উদয়,
ভক্তবৃন্দ লভে বল, অপগত ভয়।
চারিবেদ নাহি পায় সন্ধান যাঁহার
সবে আজি ভাগ্যবান সঙ্গলভি' তাঁর।
মধুমাখা বাণী তাঁর, অমৃত পরশ
জাগাইয়া অন্তরেতে প্রেমভক্তিরস
অসুর দলনে আর অসাধ্য সাধনে
সবারে করান ব্রতী,—ঈশ্বর আপনে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নিত্যানন্দ-মহিমা

অবধূত নিত্যানন্দ জাহ্নবীর তীরে
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেমোন্মত্ত। নয়নের নীরে
যেতেছে ভাসিয়া বক্ষ। বপুঃ জ্যোতির্ম্ময়
পাপীতাপী সর্ব্বজীবে দানিয়া অভয়
কহিছেন আহ্বানিয়া ; - দয়াল আমার
নন্দের নন্দন, হয়ে, শচীর কুমার
অবতীর্ণ নবদ্বীপে। এসো সবে মিলি
সমর্পি' চরণে প্রেম-ভক্তির অঞ্জলি।
সঞ্চিত জীবনে যা'র যত পাপভার
বিনষ্ট হইবে সব কৃপায় তাঁহার।
কতযুগ যুগান্তের অন্ধকার ঘর
প্রেমের আলোকে দীপ্ত হবে অতঃপর।
প্রাণভরে বল তুমি গৌরাঙ্গ আমার
উত্তরিবে তাহাতেই ভবসিন্ধু পার।
জাতিকুল বিচারের নাহি হেথা স্থান
নাহিক বিচার তুমি মূর্খ কি বিদ্বান

শুচি কি অশুচি তুমি না করি বিচার
প্রেমের গৌরাঙ্গ সবে করে দিবে পার।
নাহিরে জিজ্ঞাসা হেথা ধনী কি নির্দ্ধন
মণিমুক্তা স্বর্ণের নাহি প্রয়োজন।
শুধু ভক্তিমাখা মনে ডাক একবার
'পতিত পাবন প্রভু গৌরাঙ্গ আমার'
কিছু আর না বলিবে কিছু না চাহিবে
কলিহত জীবে মোর গৌরাঙ্গ তারিবে।
যারে দেখে তারে বলে ভজ মোর গৌরে,
এমন দয়াল প্রভু কোথাও নাহিরে।
বলিছে কেবল আর ঝরিছে নয়ন
কাঁদিতে কাঁদিতে নেত্র রক্তিম বরণ।
পাগলের মত কভু ছুটিয়া বেড়ায়
'কে কোথা আছিস সব ছুটে চলে আয়'—
বলিয়া হুঙ্কার ছাড়ি' করিছে ভ্রমণ—
গতি তাঁর নহে স্থির উন্মাদ যেমন।
বক্ষ ভাসাইয়া অশ্রু পড়িছে ভূতলে
করি ভূমি সিক্ত মিশে জাহ্নবীর জলে।
দেহ হতে দিব্যজ্যোতিঃ হয় বিকীরণ
দিব্যগন্ধে প্রপূরিত গগন পবন।

নদীয়ার সর্ব্বলোক বিস্মিত নয়নে
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেমোন্মত্ত নিত্যানন্দ পানে
হেরিয়া বুঝিতে নারে দেব কি মানব—
মানবে এমন রূপ কভু কি সম্ভব ?
গৌরাঙ্গ অগ্রজ বিশ্বরূপ যদি হয়
তাহলে সম্ভব সব অন্যথায় নয়।

জাহ্নবীর ঘাটে ঘাটে নিত্যানন্দে নিয়া
করিতেছে আলোচনা সকলে মিলিয়া।
নিত্যানন্দ কৃপা যদি না আসে জীবনে
না মিলিবে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেম মহাধনে।
লভিবারে প্রেমভক্তি তাই গৌরহরি
নিত্যানন্দ কৌপীনেরে খণ্ড খণ্ড করি—
করেছেন অনুগত জনে বিতরণ,
বলেছেন, কৃষ্ণপ্রেম চাহিবে যে-জন
নিত্যানন্দ কৃপা তা'র অবশ্য লাগিবে
তাঁহারি প্রসাদে কৃষ্ণপ্রেম উপজিবে।
তিনি যে দ্বিতীয় কৃষ্ণ পূর্ণ প্রেমময়
প্রেমানন্দ মূর্ত্তি তিনি জেনো নিঃসংশয়।
চরিত্র মহিমা তাঁর নহে বর্ণনীয়
অভিন্ন-বিগ্রহ-কৃষ্ণ, অনির্ব্বচনীয়।
কৌপীনের খণ্ড নিয়া নিজ শিরে বাঁধে
প্রেমোন্মত্ত ভক্তবৃন্দ। মহানন্দে কাঁদে
পরস্পর আলিঙ্গিয়া। পাদোদক পান
করিতেছে সবে মিলে, পরিপূর্ণ প্রাণ
গৌরকৃষ্ণ প্রেমভারে। সর্ব্ব নদীয়ায়
আকুল প্রেমের বন্যা বহিয়া যে যায়।
বাল সারল্যের সাথে কৈশোর আনন্দ
মিলিয়াছে অবধূতে। তাই নিত্যানন্দ
সবাকার অন্তরের বেদন বিনাশ
করিয়া করেন সদা আনন্দ বিকাশ।
যেথা নিত্যানন্দ সেথা নিরানন্দ নাই
সবে ধন্য আনন্দের স্পর্শ মহিমায়।

শ্রীবাস ঘরণী ভাবে আপন সন্তান
নিয়া নিজ কোলে তাঁরে করে স্তন্য দান।
আপনি আহার তাঁরে করান আদরে
নিজ হস্তে,—পরিপূর্ণ বাৎসল্য অন্তরে।
প্রৌঢ়া মালিনীর স্তনে স্তন্য ফিরে আসে
পান করে অবধূত মহান উল্লাসে।
মালিনী জননী সমা মহাসুখ পান
ভাবেন মানসে ইহা শ্রীগৌরাঙ্গ দান।
'জ্যোতী'রূপে বিশ্বরূপ নিত্যানন্দে মিলে
স্বভাব স্বরূপও তাঁর শ্রীঅঙ্গে অখিলে
সতত প্রকাশমান। শচীমাতা তাই
গৌরাঙ্গ-অগ্রজরূপে হেরেন নিতাই।

জ্যেষ্ঠপুত্র রূপে মাতা যখন তখন
নিত্যানন্দে ডেকে এনে করান ভোজন।
বালকের সম সদা ব্যবহার তাঁর
নীতি নিয়মন ভিন্ন। করিতে আহার
কখনো খেলার ছলে অন্ন ছিটাইয়া
না শুনে মায়ের বাণী যান পলাইয়া।
কভু বা ছুটিয়া যান হয়ে দিগম্বর
নাহি বিন্দুমাত্র লজ্জা, তিনি অতঃপর
গৌরাঙ্গ আমার প্রাণ বলে' নৃত্যকরে
দুইনেত্র দিয়া তাঁর মন্দাকিনী ঝরে।
বিস্ময়েতে হতবাক সবে মিলে চায়
অচিন্ত্য স্বরূপ তাঁকে বুঝিতে না পায়।
আপনি গৌরাঙ্গ তাঁরে পরান বসন,
মত্ত নামামৃত পানে, বাহ্যে নাহি মন।
গৌরমন্ত্র প্রচারক নিত্যানন্দ রায়
গৌরনাম জপতপ গৌর ভিন্ন নাই।
গৌর কৃষ্ণ, কৃষ্ণ গৌর অভিন্ন অদ্বয়
গৌরাঙ্গ সর্ব্বস্ব তিনি, গৌর বিশ্বময়।
সারা বিশ্ব খুঁজে খুঁজে অন্তে লভিয়া
রাখিয়াছে আপনার বক্ষে জড়াইয়া।
আর না ছাড়িতে চাহে হৃদয়ের ধনে
আশ্রিতজনের বন্ধু অধম তারণে।
সবার হৃদয়ে গৌর হোক্ অধিষ্ঠান
চাহে সদা নিত্যানন্দ,—গৌর সর্ব্ব-প্রাণ।
রাজপথে ঘুরে ঘুরে, জাহ্নবীর তীরে
যারে পায় তারে বলে তিতি অশ্রুনীরে
'ভজরে গৌরাঙ্গে মোর, পতিত পাবন—
পাবে না এমন প্রভু ঘুরে ত্রিভুবন।
কানাই কিছু না চায়; শুধু একবার—
'কোথায় গৌরাঙ্গ মোরে করহ উদ্ধার'—
এই বলে ডাক তুমি, দয়াল নিমাই
উদ্ধার করিবে তোমা কোন ভয় নাই।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি মুরারির প্রেম

পতিত জীবেরে প্রভু প্রেম প্রদানিতে
হইলেন অবতীর্ণ আসিয়া কলিতে।
গৌরাঙ্গ পার্ষদগণে বৈদ্য শ্রীমুরারি
গৌরাঙ্গের মহাপ্রেমে হন অধিকারী।
কৃপানিধি শ্রীচৈতন্য বৈদ্যরাজে নিয়া
খেলিয়াছে যেই খেলা, ভাষায় বর্ণিয়া—
প্রকাশ করিতে নাহি পারে কোনোজন
একমাত্র কৃপালভ্য সেই মহাধন।
'রামনাম' মহামন্ত্রে উপাসনা যাঁর—
সেই বীর হনুমান, সেবকের ভার—
নিয়াছে এ অবতারে। প্রভু কৃপাময়
চতুর্ভুজমূর্ত্তি তাঁর হইয়া সদয়—
করিয়াছে প্রদর্শন মুরারি গুপ্তেরে—
দর্শনেতে ধন্য গুপ্ত মানে আপনারে।
বরাহ রূপের এক বিচিত্র মূরতি—
একদা প্রভাতকালে, করি প্রভু প্রীতি,
প্রদর্শিলে মুরারিরে, আকৃতি ভীষণ—
দর্শন করিয়া বৈদ্য হন অচেতন।
কৃপাময় প্রভু পরে সংজ্ঞা করি দান—
পরশ করিয়া বৈদ্যে। মুরারির প্রাণ—
সংজ্ঞা লভিয়াও ত্রস্ত পূর্বরূপ স্মরি'—
কৃপায় করেন শান্ত শ্রীগৌরাঙ্গ হরি।
প্রভুর প্রেমেতে মুগ্ধ মুরারি তখন
স্তব করে বিশম্ভরে বিসর্জ্জি নয়ন।
গুপ্তপত্নী বরাহের মুর্ত্তি হেরিয়া—
নিলেন জীবনে তাঁর সার্থক করিয়া।
বাল্যকাল হতে প্রভু বৈদ্যে নানারূপে—
আসিয়াছে কৃপাকরে প্রদর্শি 'স্ব-রূপে।

জপিতে জপিতে বৈদ্য ইষ্ট রামনাম—
ধ্যানেতে দেখিতে পায় শ্রীবৈকুণ্ঠধাম—
রত্ন সিংহাসনে বসে প্রভু বিশ্বম্ভর—
বিচিত্র রূপেতে তিনি, ব্যাপ্ত চরাচর।
শ্রীরাম-অভিন্নগৌর উপাস্য তাঁহার
শ্রীগৌরাঙ্গ কৃপাধন্য সর্ব্ব পরিবার।
একদিন রজনীতে হেবেন মুরারি—
হলধর নিত্যানন্দে শ্রীগৌরাঙ্গ হরি—
অগ্রজের শিরে ছত্র ধারণ করিয়া
চলেন অনুজ হয়ে পশ্চাতে রহিয়া।
মুরারি মনের দ্বন্দ্ব করিয়া বিনাশ—
দেখান এ স্বপ্ন বৈদ্যে জাগাতে বিশ্বাস।
সে অপূর্ব্ব রূপ বৈদ্য হেরিয়া নয়নে—
রহেন আনন্দে মুগ্ধ আপনার মনে।
প্রভাতেও সেইভাব অপগত নয়—
বৈদ্যরাজ শ্রীগৌরাঙ্গে হেরে বিশ্বময়।
ঈশ্বরের মধুময় রূপ অতুলন—
স্বপনে গুপ্তের যাহা হয়েছে দর্শন।
সেই রূপ-সুধা তাঁর নয়ন ভরিয়া—
জাগ্রত রয়েছে সদা। সকল ভুলিয়া
সে-রূপ-সাগরে বৈদ্য আত্মমন প্রাণ—
নিঃশেষ করিয়া সব করিয়াছে দান।
বিহ্বল ইন্দ্রিয় মন স্থির নাহি রয়—
রহে ভাবলোকে বৈদ্য এজগতে নয়।
ভক্তিমতী পতিব্রতা গৃহিনী তাঁহার
সম্মুখে আনিয়া দিলে ভোজ্য অন্ন তাঁর
ঘৃতসিক্ত সেই অন্ন করে নিবেদন—
ভাবের আবেশে ইষ্টে,—ঝরিছে নয়ন।
খাও খাও বলে অন্ন ব্যঞ্জনের সাথে—
দেন ইষ্ট মুখে তুলি —যাহা ছিল পাতে—
অন্ন ও ব্যঞ্জন সব, কিছু নাহি আর—
গুপ্তের গৃহিনী মানে বিস্ময় অপার।

প্রেমের স্বভাবে কোনো নীতি বিধি নাই
প্রেমে আচরয় যাহা তাহা শোভা পায়।
নবরূপ নেয় সব প্রেমের গৌরবে—
বিকশিত ভক্ত প্রাণ অপূর্ব্ব বৈভবে।
ঈশ্বরের সাথে যুক্ত ভকত হৃদয়—
উচ্চনীচ ভালমন্দ কিছু নাহি রয়।
অপরূপ প্রেমধর্ম্মে নাহি জাতি কুল—
জীবন সর্ব্বস্ব প্রেম,—জগতে অতুল।
প্রভাতে পরের দিন বসিয়াছে ধ্যানে—
স্থাপি' ইষ্ট শ্রীগৌরাঙ্গে হৃদয় আসনে—
আপন মণ্ডপে বৈদ্য। ইন্দ্রেয়ের গণ—
শ্রীগৌরাঙ্গ রূপরসে রয়েছে মগন।
ভকত বৎসল প্রভু এমন সময়—
চকিতে গুপ্তের গৃহে হলেন উদয়।
আপন পরম ইষ্টে করিয়া দর্শন—
মুরারি হইল মুগ্ধ—ঝরিছে নয়ন।
মহানন্দে আত্মহারা ভাষা নাহি আসে—
অশ্রু মন্দাকিনী ধারা যায় বক্ষ ভেসে।
পরশি প্রভুর পদ রাখে নিজ শির—
সৌভাগ্য-অবধি আজি নাহি মুরারির।
মৃদুমন্দ হেসে প্রভু কহিল মুরারি—
হেন অভিলাস কেন হইল তোমারি।
ঘৃতসিক্ত অন্ন আর সকল ব্যঞ্জন
বারে বারে সব মোরে করিলে অর্পণ,—
পত্নী তব যত ভোজ্য তোমা দিল আনি—
সকলি নিঃশেষে মোরে গেলে তুমি দানি'?
অভুক্ত রহিলে তুমি, অতি ভোজে মোরে—
ব্যাকুল, স্তম্ভিত করি দিয়াছ উদরে।
বৈদ্য তুমি কি ভেষজ দিবে অতঃপর—
স্তম্ভিত উদর মম,—ভিষক্ প্রবর।
অজীর্ণে করিতে হয় শীত বারি পান—
'অজীর্ণে ভেষজং বারি' শাস্ত্রের প্রমাণ।

এ বলিয়া পান করে ঘটী হতে জল—
শ্রীগৌরাঙ্গ, বৈদ্যনেত্রে ধারা অবিরল।
শ্রীবাস অঙ্গনে প্রভু বিষ্ণুর আবেশে—
স্মরিলে বাহনে তাঁর, যুক্তকরে হেসে—
বিনতানন্দন ভাবে মুরারি আসিয়া—
কহে গৌরাঙ্গেরে মোর পৃষ্ঠে আরোহিয়া
করহ আদেশ, কোথা করিব গমন
যুগে যুগে আমি দেব তোমার বাহন
ভুলিয়া গেলে কি দাসে ? আসিলাম এবে —
কর অনুমতি, কোথা যাইতে হইবে।
মুরারির পৃষ্ঠে প্রভু উঠে লম্ফ দিয়া—
ছুটে বায়ুবেগে বৈদ্য গরুড় হইয়া
পর্ব্বত প্রমান দেহে। প্রভু বিশ্বম্ভর—
ছুটেছে বাহন-পৃষ্ঠে অপূর্ব্ব সুন্দর।
প্রেমেতে বিহ্বল বৈদ্য প্রভুকে লইয়া—
শ্রীবাস অঙ্গনে ফিরে নাচিয়া নাচিয়া।
ভক্তবৃন্দ মহানন্দে বলে হরিহরি—
পতিতপাবন দেব মোদের সবারি।
অন্তঃপুরে রমনীরা হুলুধ্বনি করে
দানে প্রেমভক্তি অর্ঘ্য গৌরাঙ্গ সুন্দরে।
যুগে যুগে যেন তব দাস হয়ে রই
নাহি মানি অন্য আর কভু তোমা বই।
প্রভুর অত্যন্ত প্রিয় বৈদ্য শ্রীমুরারি—
প্রতি অবতারে বৈদ্য বাহন তাঁহারি।
অদ্বৈত-বেদান্ত নিয়া কিছুকাল আগে—
করিত অধ্যাত্মচর্চ্চা জ্ঞান-অনুরাগে।
মুরারির সেই ভুলে, গৃহে গিয়া তার
দিয়াছেন ভেঙ্গে প্রভু কৃপা পারাবার।
প্রভুর কৃপায় ধন্য হয়েছে মুরারি
ইচ্ছায় তাঁহার, চতুর্ভুজ মূর্ত্তি হেরি'।
ভক্তির চর্চ্চায় আর প্রেমের আশ্রয়ে
সর্ব্বরূপে আপনারে দেয় সমর্পিয়ে।
বিশ্বম্ভর পদদ্বন্দ্ব আশ্রয় এখন
নিত্যকর্ম্ম-ভক্তিপ্রেমে তাঁহার ভজন।
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেমে মুগ্ধ একদা মুরারি,
ভাবিছে আপন মনে গৃহে বসে তাঁ'রি।
ঈশ্বর অচিন্ত্যশক্তি নাহি তার পার—
কখন কিভাবে করে প্রকাশ লীলার
মানব-অবোধ্য তাহা, ত্রেতার লীলায়
কিশোর শ্রীরামচন্দ্র পূর্ণ মহিমায়
প্রতিষ্ঠিত অযোধ্যায়। প্রিয় সবাকার
যৌবরাজ্যে অভিষেক হইবে তাঁহার
দিবে দশরথ মুক্তি। কিন্তু কি বিস্ময়
বিমাতার মনে কিবা করান উদয় ;—
যৌবরাজ্যে অভিষেক কোথা গেল চলি'
রাজ্যের ঐশ্বর্য্যবীর্য্যে ধূলিসম দলি'—
জানকী লক্ষ্মণ সাথে গেল রাম বনে
সামান্য মানবে ইহা বুঝিবে কেমনে ?
অসম্ভব স্বর্ণমৃগ,—নিজে ভগবান
নাহি জানে ? জানকীরে অরণ্যে হারান।
অদূর ভবিষ্যবোধ বিহীন রাঘব
ইহাতে সন্ত্বনা কিম্বা দুঃখের লাঘব
কিছু নহে সমাধিত। ঘুরে বনে বনে
ভ্রাতাসহ, সকরুণ নয়নে নয়নে
মিত্রতা সুগ্রীব সাথে, বালীবধ করি—
লঙ্কা গিয়ে, লঙ্কেশ্বরে ডুবায়ে সংহারি
উদ্ধারি আনিলা সীতা। সংগ্রাম কঠোর
তুলনা নাহিক তার। অমানিশা ভোর
তাতেও হলোনা হায়, পরিত্যক্তা সীতা
কোথা রাজ্য ? না উদিল শান্তির সবিতা।
হাহাকারে পরিপূর্ণ রামের জীবন
বিবর্জ্জিত প্রাণাধিক অনুজ লক্ষ্মণ।
সর্ব্বশেষে সরযূর নীরে কৃপাময়
সুনির্ম্মম, আপনারে করিলা বিলয়।

তারপর দ্বাপরেতে এই যদুকুল
শৌর্য্যে বীর্য্যে সাহসেতে জগতে অতুল।
আপনি দাঁড়ায়ে কৃষ্ণ করান সংহার
কে বুঝিবে অপরূপ ইচ্ছা বিধাতার।
প্রাণের সমান প্রিয় আভীর কন্যারা
লুটাইয়া ধরণীতে কেঁদে হলো সারা।
তাহাদের একমাত্র—প্রাণের কানাই
সমর্পিত সরবস্ব যাঁ'র রাঙ্গাপায়—
সে-কৃষ্ণ পাষাণ সম তাঁদেরে ত্যজিয়া
বারেক করুণ নেত্রে ফিরে না চাহিয়া
যান বৃন্দাবন ছেড়ে; কি চিত্র কঠোর
কে বুঝিবে এই কৃষ্ণ সেই ননী চোর?
নাহি জানি বিশ্বম্ভর কোন যাদুবলে
হরেছে সবার মন, আজি তা'র ফলে—
গৌরভিন্ন নদেবাসী অন্যে নাহি জানে।
শ্রীগৌরাঙ্গ সবাকার কর্ম্মেধর্ম্মে জ্ঞানে,
এমন আনন্দমাখা মধু পরিবেশে
নদীয়া নগরী সব যাইতেছে ভেসে
মহা প্রেম সিন্ধু বুকে নাচিয়া নাচিয়া,
অকস্মাৎ সেইগতি যাইবে থামিয়া।
নামিয়া আসিবে অশ্রু বন্যা সর্ব্বলোকে
মৃত্যুরও অধিক দুঃখ পাবে মহাশোকে।
যদি প্রভু অতর্কিতে লীলা সংবরণ
করে', নিত্য ধামে নিজ, করেন গমন।
সেই মহা শোকচিত্র আমার নয়নে
নারিব হেরিতে আমি,—কি ফল জীবনে?
প্রভুশূন্য নিরানন্দ প্রেতপুরী মাঝে
তমোময় মৃত্যুদূত যেথায় বিরাজে।

মুরারি ভাবিতে নারে তাহার অধিক
আপন জীবনে বৈদ্য দেয় শতধিক্।
পতিপ্রাণা সোহাগিনী নারীর মতন
প্রভুর বিরহ ভয়ে ভীত বৈদ্যমন।
আহারে বিহারে শান্তি খুঁজে নাহি পায়
সদাই শঙ্কিত যদি গৌরাঙ্গে হারাই!
কেমনে ধরিব দেহ, অসহ্যবেদন
অন্তরে গুমরি উঠে করুণ ক্রন্দন;
না পারি সহিতে বৈদ্য শেষে করে স্থির
করি কণ্ঠচ্ছেদ প্রাণ করিব বাহির।
তবে না রহিবে প্রভু-বিরহের ভয়
দেখিতে দেখিতে যাব প্রভু লীলাময়।
মনে মনে গুপ্ত ইহা করি সমাধান
বিপণি হইতে এনে তীক্ষ্ণ ছুরিখান
গৃহে লুকাইয়া রাখে অলক্ষ্যে সবার
না জানিবে না বুঝিবে তবে কেহ আর।

অন্তর্যামী নারায়ণ প্রভু বিশ্বম্ভর
নিখিলের অধিপতি তাঁর অগোচর
নাহিক জগতে কিছু। মুরারির মন
করিয়াছে যে সঙ্কল্প, কিসের কারণ
সকলি জানেন তিনি। অবিলম্বে তাই
এসে মুরারির গৃহে গৌরাঙ্গ কানাই
কহিলেন ডাক দিয়া,—শোন বৈদ্যরাজ
যা'বলিব আমি তুমি করিবে সে কাজ?'
সত্য কি পালিবে তুমি আমার বচন—
সঙ্কোচ দ্বিধায় সব করি বিসর্জ্জন?

আপন ভবনে হেরি প্রভু বিশ্বম্ভরে,
লভিল মুরারি মহা আনন্দ অন্তরে।
প্রভুর চরণ দ্বন্দ্ব করি পরশন
আনন্দে পুলকে তাঁর ঝরে দুনয়ন।
বলে কি অদেয় তোমা জগতের স্বামি,
জন্ম জন্মান্তের দাস আছি তব আমি।
ধন মান অতি তুচ্ছ দাসের জীবন
চাহ যদি এ মুহূর্ত্তে করি সমর্পণ।
হাসিয়া কহেন প্রভু তুমি ধন্বন্তরী
রোগ হতে আর্ত্তজনে চলিছ উদ্ধারি—

করিয়া জীবন দান। রোগের বিনাশ
তব হস্তে, সবে তোমা করিছে বিশ্বাস
রোগদুঃখ ত্রাতারূপে। মহত্ব তোমার
জীবন দানের সাথে হতেছে প্রচার।
তুমি, রোগমুক্ত করি জীবে প্রাণ কর দান
কিন্তু, তব আচরণে বিস্ময় মহান্।
অন্যে প্রাণ দানে যেবা, নিজ প্রাণ হরে
কে বিশ্বাসে আত্মঘাতী এমন বৈদ্যেরে ?
হেন বৈদ্যে কে ডাকিবে চিকিৎসা করাতে
চলিয়াছে যেই বৈদ্য আত্মঘাতী হতে।
তাই বলি যে ছুরিকা রেখেছ গোপনে
গৃহমাঝে, অবিলম্বে দাও তাহা এনে।
স্তম্ভিত বিস্ময়ে বৈদ্য প্রভু মুখপানে
না পারে তাকাতে আর ভয় জাগে প্রাণে।
কেমনে জানিল প্রভু মনের খবর
অতি গূহ্য গুপ্ত যাহা, কাঁপিছে অন্তর।
তবে, নতশিরে ধীরে বৈদ্য প্রভুকে কহিল
সরল তোমায়, দুষ্ট অবশ্য ছলিল।
প্রভু কহে বৈদ্য আমি সব কথা জানি
কারে দিয়া গড়ায়েছে এছুরিকা খানি,
কোথায় রেখেছ তাহা গৃহেতে লুকায়ে
এখনি তোমারে তাহা দিতেছি আনিয়ে।
এইবলে কৃপাময় গৃহে প্রবেশিয়া
নিমেষে আসিলা ফিরে ছুরিকা লইয়া।
মুরারি পাষাণ প্রায় নিরুদ্ধ নিঃশ্বাস
দৃষ্ট সব, তবু নারে করিতে বিশ্বাস।
সবার অজানা শুধু জানে মোর মন
যে-রহস্য যে-চাতুরী অতি বিলক্ষণ
নিয়াছে জানিয়া সব প্রভু বিশ্বম্ভর
কৃপানিধি ইষ্ট মম সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর'।
ভাবিছে আপন মনে বিস্মিত মুরারি
স্পর্শ করি তাঁ'কে তবে কহে গৌরহরি
এ শিক্ষা কোথায় পেলে বল ধন্বন্তরি,
করি আত্মহত্যা তুমি যাবে মোরে ছাড়ি ?
বল তুমি কোন দোষে আমাকে ত্যজিবে
কোন পরমার্থ তুমি তাহাকে লভিবে ?
কোথা বা যাইবে তুমি আমাকে ছাড়িয়া
রহিনি কি আমি তব হৃদয় জুড়িয়া ?
মোর গন্ধ স্পর্শ তব ইন্দ্রিয়ের গণ
গৃহে রহি লাভ নাহি করে সর্ব্বক্ষণ ?
যুগে যুগে মোর যত লীলা খেলা আর
নিয়া পূত সঙ্গ সুধা তোমা সবাকার।
তোমরা আমার প্রাণ জ্ঞান বুদ্ধিবল
আমার লীলায় শুধু তোমরা সম্বল।
প্রতিজ্ঞা করহ বৈদ্য হেন কর্ম্ম আর
করিতে কখনো ইচ্ছা হবেনা তোমার'।

মহা যাদুকর প্রভু অসীম কৃপায়
করেন বৈদ্যেরে ধন্য আপন ইচ্ছায়।
আত্মহত্যা মহাপাপ হতে নারায়ণ
প্রিয়বন্ধু মুরারিরে করেন রক্ষণ ?
বিশ্বম্ভর পদতলে রয়েছে মুরারি
দুই হাতে পদদ্বন্দ্ব রাখিয়াছে ধরি
আপনার বক্ষোমাঝে। তপ্ত অশ্রু জলে
ধোয়ায়ে চরণ দ্বন্দ্ব, যুক্ত করে বলে।
'তুমি কথাদান মোরে কর একবার
তোমার বিরহ দুঃখ সহিতে আমার
যেন কভু নাহি হয়। সহিবারে পারি
সর্ব্বদুঃখ, সহ্য নহে বিরহ তোমারি।
ক্ষণিক বিরহ তব অসহ্য আমার
তব অদর্শনে দেহ না রাখিব আর'।
হেসে প্রভু মুরারিরে নেন বুকে করে
উভয়ে হয়েছে স্নাত নয়নের নীরে।

অষ্টাদশ সর্গ সমাপ্ত।

উনবিংশ সর্গ

মহা আবির্ভাব।

অপ্রমেয় ঈশ্বরত্ব অনন্ত অপার
অসীম ঐশ্বর্য্য বীর্য্য শকতি তাঁহার।
অণু হতে অণু তিনি সর্ব্বভূতময়
অজ্ঞেয় মহত্ব তাঁ'র অসীম অব্যয়।
প্রতিটি মুহূর্ত্তে সৃষ্টি স্থিতি আর লয়
হতেছে বিচিত্ররূপে মহান্ বিস্ময়।
ঈশ্বরের সীমাহীন ঐশ্বর্য্য প্রভাবে
ক্ষীণ বুদ্ধি নর তাহা কেমনে জানিবে।
দুর্ব্বাশীর্ষে শিশিরের ক্ষীণ বিন্দুপ্রায়
সীমিত মানব শক্তি শুকাইয়া যায়
দুঃখের উত্তাপ লাগি' অতি সাধারণ,
অসীমে চিন্তিতে নারে মানবের মন।
মায়ার প্রভাবে মুগ্ধ বিচ্যুত আশ্রয়
নাহিক অন্তরে ভক্তি, প্রেমের প্রত্যয়।
ঈশ্বরের অবতার জীব করুণায়,
বাসনায় বদ্ধজীব মহাদুঃখ পায়।
মানবের সেই দুঃখ করিতে বিনাশ
প্রবুদ্ধ করিতে মনে ঈশ্বর বিশ্বাস,
আপন ঐশ্বর্য্য তিনি করিয়া বিস্তার
সাধেন জীবের হিত কৃপা পারাবার।
সন্দেহ-স্বভাব জীব, সহজে না পারে
অবতীর্ণ-ভগবানে করুণা ময়েরে
বিশ্বাস করিয়া নিতে আপন জীবনে,
নাহি পারে ধন্য হতে সর্ব্ব সমর্পণে।
তাই মম সর্ব্বেশ্বর করুণা আধার
অখিল জগৎ গুরু সর্ব্বসারাৎসার
পরমাত্মা ভগবান প্রভু বিশ্বম্ভর
সন্দেহ মানব মনে যাহা নিরন্তর
অবিশ্বাস আনে ইষ্টে, তাহার বিনাশ
ঘটাইবে, আপনারে করিয়া প্রকাশ
নিয়া নিজ মহৈশ্বর্য্য অনন্ত অপার
শ্রীবাস অঙ্গনে আজি করুণা পাথার।
শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যবস্তু, লীলা নিত্য তাঁ'র—
নিত্য তাঁর পরিজন। হন অবতার
যুগে যুগে আর্ত্তগণ-আকুল আহ্বানে
নিগূঢ় রহস্য ইহা, অন্তরঙ্গে জানে।
একদিন মহা শুভক্ষণে দয়াময়
সাথে নিয়া নিত্যানন্দে হলেন উদয়
শ্রীবাস অঙ্গন-মাঝে। জ্যোতিঃ বিকীরণ
হইতেছে অঙ্গ হতে নয়ন লোভন।
পদ্মগন্ধে প্রপূরিত শ্রীবাস অঙ্গন।
ঐশ্বর্য্যের মাধুর্য্যের মহা সম্মেলন
হেরিতেছে ভক্তবৃন্দ অপার বিস্ময়ে,
আপনার প্রিয় ইষ্টে একান্তে নির্ভয়ে।
বিষ্ণুব খট্টায় বসে প্রভু বিশ্বম্ভর
কহিলেন ভক্তবৃন্দে, 'মোর, অভিষেক কর'।
মুক্ত অঙ্গনের দ্বার হেরে সর্ব্বজন
অঙ্গন আনন্দে পূর্ণ, বৈকুণ্ঠ ভবন।
প্রভুর বিশেষ লীলা অন্তরঙ্গ সনে
বিশিষ্ট ভকত সঙ্গে, - অন্যে নাহি জানে।
মহা অভিষেক আজি সবাকার তরে
প্রভু-অভিলাষ,—সবে দরশন করে।
তাই, সবাকার তরে আজি বিমুক্ত অঙ্গন
প্রভু-অভিষেক লীলা করিতে দর্শন।
ভক্তবৃন্দ মহানন্দে জয়ধ্বনি করে
গৌরহরি নিত্যানন্দ বলে সমস্বরে।

ঢাক ঢোল করতার মৃদঙ্গ মন্দিরা
সহসা উঠিল বেজে মহাকল স্বরা।
মহাহর্ষে নরনারী মিলিয়া সকলে
নূতন কলসী নিয়া জাহ্নবী সলিলে
চলিল স্বগণসহ। কেহ পুরাতন
পিতল কলসী নিয়া করিলা গমন।
সবাই গৌরাঙ্গময়, আজিকে ঈশ্বর
নিজে বলিয়াছে মোর অভিষেক কর।
চলিলা আনন্দে কেহ ফুল তুলিবারে
চন্দন ঘষিছে কেহ অভিষেক তরে।
কেহ মাল্য রচনায় বিচিত্র কুসুমে
সাজাইতে শ্রীগৌরাঙ্গে রূপে মনোরমে।
অঙ্গনের মাঝখানে শুভ্র মনোহর
সজ্জিত হয়েছে বেদী অপূর্ব্ব সুন্দর।
অগণিত কলসীতে ভরা গঙ্গাজল
কর্পূর সুরভিযুক্ত পবিত্র নির্ম্মল
শোভিছে বেদীর পাশে। সুগন্ধ চন্দন
ধূপ দীপ নানা পুষ্প বিচিত্র শোভন
বেদীপাশে ভক্তবৃন্দ রাখে সাজাইয়া,
প্রভু অভিষেক তরে আনন্দে মাতিয়া।
বিষ্ণুখট্টা হতে প্রভু আসে বেদিকায়
মহার্নভে সুধাকর সম শোভা পায়।
দেয় হুলুধ্বনি যত পুরনারীগণ,
মৃদঙ্গ মন্দিরা ধ্বনি ভেদিয়া গগন
মিশে যায় সীমাহীনে দিক চক্রবালে
ভকত বালকবৃন্দ নাচে তালে তালে।
অভিষেক মন্ত্রপাঠ করে ভক্তগণ
ঢালে জল প্রভু অঙ্গে আনন্দিত মন।
পাঠ করে' বেদমন্ত্র অদ্বৈত মহান—
প্রভুশিরে গঙ্গাজল করিলেন দান।
তারপর গদাধর পণ্ডিত শ্রীবাস
করে অভিষেক সবে মিটাইয়া আশ।

অষ্টোত্তর শতসংখ্য কলসীর জলে
প্রভু-অভিষেক কথা; তাহার বদলে
অসংখ্য কলসীপূর্ণ দিয়া গঙ্গাবারি
হন অভিষিক্ত আজ শ্রীগৌরাঙ্গ হরি।
প্রভুর শ্রীঅঙ্গ ধৌত জাহ্নবী সলিলে
হইল ধরণী সিক্ত। বহুভাগ্যে মিলে
ঈশ্বরের পদ ধৌত পূত গঙ্গাজল
তৃষা ধরনীর আজি হইল সফল।
অভিষেক কর্ম্ম এইভাবে সমাপন
হয়ে গেলে। অতঃপর শ্রীবাস তখন
নিত্যানন্দে সাথে নিয়া পট্টবস্ত্র আনি
সযতনে বিশ্বম্ভরে পরাল তখনি—
করিয়া মনের মত। সুগন্ধ চন্দন
লেপন করিল অঙ্গে, মাল্য সমর্পণ
করে যত্নে প্রভুকণ্ঠে। প্রভু অঙ্গ হতে
দিব্যবিভা ছড়াইয়া পড়ে চারিভিতে।
বিষ্ণুর আসন খানি কোমল বসনে
সুগন্ধ কুসুমে আর নব উপাধানে
অপূর্ব্ব বৈচিত্র্যময় পুষ্প মালিকায়
করে সুসজ্জিত সব ভক্ত পুনরায়।
অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি প্রভু বিশ্বম্ভর
হন উপবিষ্ট এসে তাহার উপর।
নরনারী মিলে সব জয়ধ্বনি করে
বিষ্ণুর আসনে হেরি গৌরাঙ্গ সুন্দরে।
প্রভু অঙ্গ কান্তি যেন শতগুণ বাড়ে
প্রদীপ্ত শ্রীবাসগৃহ নাশি' অন্ধকারে।
ছত্র এনে নিত্যানন্দ প্রভুশিরে ধরে
মহানন্দে নরহরি ঢুলায় চামরে।
মহানন্দে প্রাণনাথে আজি গদাধর
সাজাইছে মনোমত করিয়া সুন্দর।
বিনা-সূত্রে কুসুমের রচিয়া কঙ্কন
পরাইলা বাহুমূলে বিচিত্র শোভন।

কুসুম কুণ্ডল কর্ণে গলে পুষ্পহার
ফুলের মুকুটশিরে শোভে চমৎকার।
হেমদণ্ড বাহুদ্বয়ে পুষ্প আভরণ
দীপ্তিময় অপরূপ নয়ন লোভন।
কটিতে কুসুম কাঞ্চী শোভে চমৎকার
গদাধর বিরচিত, নহে তুলনার।
কুসুম অঙ্গুরী প্রতি অঙ্গুলিতে শোভে
চম্পকের কলিসম, মধুপান লোভে
ছুটে আসে মধুকব। কুসুম নূপুর
চরণ কমল দ্বন্দ্বে, অপূর্ব্ব মধুর।
অগুরু চন্দন এনে দেয় মাখাইয়া
মহাসুখে গদাধব, হয়ে গৌর-প্রিয়া।
শত কামদেব জিনি গৌরাঙ্গ সুন্দর
শোভিতেছে আজি বিষ্ণুখট্টার উপর।
তারপর শ্রীঅদ্বৈত শ্রীবাসের সাথে
বিশ্বম্ভর রূপধারী জগতের নাথে
চন্দন তুলসী পদদ্বন্দ্বে সমর্পিয়া
পরমাত্মরূপী গৌরে প্রণাম করিয়া
আরম্ভ করিল স্তব, সহভক্তগণ
হেসে মৃদুমন্দ প্রভু করেন গ্রহণ ;
'জয় জয় বিশ্বম্ভর অধম তারণ
নামমন্ত্র প্রচারিতে যাঁ'ব আগমন।
সর্ব্বভূত হিতকাম প্রভুবিশ্বম্ভর
অচিন্ত্য অব্যক্ত আজি প্রত্যক্ষগোচর।
আদি অন্তহীন তুমি অনন্ত অব্যয়
অমেয় মহিমা তব বুদ্ধিগম্য নয়।
দিলে ভক্তগণে ধরা তুমি কৃপা করি
গোপীনাথ, কি সৌভাগ্য বর্ণিতে না পারি।
জয় জয় শ্রীগোবিন্দ শচীর নন্দন
পতিতজনের নতি করহ গ্রহণ।'
ভকতবৃন্দের পূজা বাড়ায়ে চরণ
পাদ্য অর্ঘ্য আদি প্রভু করেন গ্রহণ।

পূর্ণ ঈশ্বরের ভাবে আজি বিশ্বম্ভর
সবারে করিছে কৃপা হইয়া গোচর।
অন্দরে রমণীবৃন্দ না পায় দর্শন
মনেতে বেদন গূঢ়, ঝরিছে নয়ন।
প্রভুর যতেক লীলা হয়েছে অঙ্গনে
নাম সঙ্কীর্ত্তন আদি রমণীর গণে
শুনেছে অন্দরে বসে। প্রভুর গোচরে
আসেনি কখনো তারা ; আজিকে অন্তরে
জেগেছে সবার সাধ হেরিতে ঈশ্বরে
অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি প্রভু বিশ্বম্ভরে।
অন্তর্যামী পূরাইতে তাদের কামনা
দিলেন আদেশ অন্তঃপুরের ললনা
সবারে আসিতে কাছে। আদেশ লভিয়া
মহানন্দে রমণীরা বাহির হইয়া—
অন্দর হইতে আসে প্রভুর দর্শনে
গৌরাঙ্গ তা'দের ধ্যান জাগ্রতে স্বপনে।
অপূর্ব্ব লাবণ্যময় গৌর ভগবানে
হেরিয়া ললনাবৃন্দ ব্যাকুল পরাণে
সর্ব্বরূপে সমর্পণ করে আপনারে
অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি পদে অশ্রুধারে।
সবাকার শিরে প্রভু প্রদানি চরণ
করে আশীর্ব্বাদ তোমা, সবাকার মন
আমাতে অর্পিত হোক, প্রেমভক্তি গুণে
ধন্য হও সবে আজি আত্ম-সমর্পণে।
নরনারী ভেদ কিছু নাহিক ঈশ্বরে
সর্ব্বত্র সমান দৃষ্টি—প্রেম সর্ব্বতরে।
জগতের অধিপতি যিনি ভগবান
করেন কৃপায় সর্ব্ব জীবে প্রেম দান।
সর্ব্বত্র সমান ভাব, সর্ব্ব মূলাধার
কিবা নর কিবা নারী নাহিক বিচার।
ঈশ্বরের, কৃপালাভে ধন্য সর্ব্ব নারী
সকল ইন্দ্রিয় গ্রাম ঈশ্বরে নেহারি।'

সেবা-ধর্ম্ম রমণীর পরম সাধন
করিয়া পতির সেবা, সত্য সনাতন
জগৎপতির কৃপা লভিলা এবার
সার্থক রমণী-জন্ম হইল সবার।
এইভাবে নবদ্বীপে যত নারী নরে
আসিল করিতে পূজা, প্রভু বিশ্বম্ভরে।
সুগন্ধ চন্দন কেহ আনিল বাটিয়া
চরণ যুগলে দিতে লেপন করিয়া।
কেহ ধান্য দুর্ব্বা আনি, কেহ পুষ্পদল
ঈশ্বরে পূজিয়া করে জীবন সফল।
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ নৈবেদ্য সম্ভারে
অঙ্গন হইল পূর্ণ। পঞ্চ উপচারে
কেহ বা ষড়ঙ্গ দিয়া করিলা সেবন
কৃপাময় সর্ব্বপূজা করেন গ্রহণ।
কুঙ্কুম কস্তুরী গন্ধে সুরভিত সব
শ্রীবাস ভবনে আজি মহামহোৎসব।
বিষ্ণুর খট্টায় বসে আপনি ঈশ্বর
পরম আশ্চর্য লীলা করে অতঃপর।
ভক্ত মুখপানে চাহি কহে ভগবান
এবার আহার্য্য মোরে করহ প্রদান।
ক্ষুধার্ত্ত এখন আমি তোমাদের কাছে
দাও প্রেম ভক্তিমাখা যার যাহা আছে।
আনন্দে ভকতগণ চলিল ছুটিয়া
উত্তম আহার্য্য যত, যা' পারে লইয়া
আসিলা প্রভুর কাছে; নিজহস্তে তাঁর
আনন্দে লইয়া প্রভু করেন আহার।
উত্তম সন্দেশ কেহ, কেহ ক্ষীর ছানা
সুপুষ্ট কদলী কেহ, কেহ মিশ্রীপানা
নিয়া আসে মহানন্দে; করিছে গ্রহণ
নিজহস্তে প্রভু সব,—আনন্দিত মন।
অগণিত ভকতের দত্ত উপহার
বিবিধ বিচিত্র যাহা, সংখ্যা নাহি তা'র।

ধরে বিশ্বম্ভর-মূর্ত্তি আজি ভগবান
করেন উদরসাৎ সবাকার দান।
কোন ভক্ত-দান প্রভু উপেক্ষিতে নারে
প্রাণের অধিক ভাল বাসে সবে তাঁ'রে।
প্রভু-শক্তি হেরি সবে মানিছে বিস্ময়
ঈশ্বর নহিলে ইহা সম্ভব যে নয়।
সহস্র জনের খাদ্য বসে একাসনে
গ্রহণ করিতে শুধু পারে ভগবানে।
ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু আজি নারায়ণ
সবার সকল ইচ্ছা করিছে পূরণ।
ভোজ্য দ্রব্যে করি ভোগ, নাসিকায় ঘ্রাণ—
স্পর্শযোগ্যে স্পর্শ প্রভু করিলেন দান।
সবার আনন্দ আজি ঈশ্বর সেবায়—
পূরিত-বাসনা সবে,—কারো খেদ নাই।
বিষ্ণুর খট্টায় বসি প্রভু বিশ্বম্ভর
জ্যোতির্ম্ময় হেম বপুঃ আনন্দ-নির্ঝর—
ষড়ৈশ্বর্য্যময় আজি পূর্ণ ভগবান—
সাধিছেন কৃপাময় সবার কল্যাণ।
বিভূষিত সর্ব্বঅঙ্গ কুসুমে চন্দনে—
সুচিক্কণ পট্টবস্ত্র শোভে পরিধানে।
কম্বুগ্রীবে দোলে মাল্য, ছড়ায় সুবাস—
বদন মণ্ডলে দৃষ্ট মৃদুমন্দ হাস।
ভকত জনেরে আজি আনন্দ বিলায়—
আনন্দ সমুদ্রে সবে ভাসিয়া বেড়ায়।
আপন ঐশ্বর্য্য প্রভু প্রকাশিবে আজ—
নিখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি নবদ্বীপ রাজ
অপরূপ মহাশিল্পী রূপে রূপময়
সৌন্দর্য্যে মাধুর্য্যে বিশ্ব করিবে বিজয়।
যুক্ত করে দাঁড়াইয়া আছে ভক্তগণ
প্রেমনেত্রে করিতেছে সবে নিরীক্ষণ।
এসময় মৃদু হেসে কহে ভগবান
শ্রীবাসেরে সম্বোধিয়া, করিয়া সম্মান—

দেখ তুমি, ষোল বর্ষ হইবার আগে—
চঞ্চল তোমার চিত্ত লুব্ধ রূপরাগে।
অহঙ্কারে মত্ত তুমি, না করে সম্মান—
গুরুজনে, করিয়াছ কত অপমান।
মানবিক ধর্ম্ম যত স্নেহ প্রীতি দয়া—
তোমার মানস লোকে ফেলে নাই ছায়া,
কুকর্ম্মে নিরত বুদ্ধি, নীরস হৃদয়
কুসঙ্গে কিশোর তব নাহিছিল ভয়।
পাপ কর্ম্মে আয়ুক্ষয় ;—কবিতে চেতন
বর্ষমাত্র পরমায়ু রয়েছে যখন
গভীর নিশীথে আমি স্বপ্নযোগে আসি
কহিলাম ডেকে তোমা, 'মৃত্যুস্রোতে ভাসি',—
যাইবে বরষ পরে অবোধ শ্রীবাস—
হয়েছে পূরণ তব মনোঽভিলাষ ?
কুকর্ম্মে কুসঙ্গে কাল করিয়াছ ক্ষয়—
সময় হয়েছে শেষ, আর দেরী নয়।
একটী বরষে আর কি ভোগ করিবে
কতরূপরসে আর বরিয়া লইবে ?
নিজজন তাই তোমা বলিতেছি আমি
'মহামন্ত্র হরিনাম জপ দিবাযামী'।
ভয়ে না আসিবে মৃত্যু সম্মুখে তোমার,—
লভি' দীর্ঘ আয়ুঃ সঙ্গ লভিবে আমার।
এ' বলিয়া আমি পরে হলে অন্তর্দ্ধান
জাগিয়া উঠিলে তুমি লভিয়া সংজ্ঞান—
'একবর্ষ মাত্র আয়ু, সাথে মৃত্যু ভয়,
কুচিন্তা কুসঙ্গ হতে দানিয়া অভয়
মধু হরিনামে মত্ত করিল তোমায়,
হলে তুমি অন্যজন,—সে-শ্রীবাস নাই।
নামজপে হলে মগ্ন মুখে হরিনাম
ইন্দ্রিয়ের চপলতা লভিল বিরাম।
কাম ক্রোধ চিত্ত হতে লইল বিদায়,—
'নাম-নামী'-চিন্তারত অন্যচিন্তা নাই।

তারপর ধীরে ধীরে মহামৃত্যুক্ষণ
কঠোর তমসাচ্ছন্ন আসিল যখন,
'দেবানন্দ-পাঠে' তুমি মগ্ন সে-সময়
প্রহ্লাদ চরিত্র সুধা পানেতে তন্ময়
মহাসৌভাগ্যের বশে, ইন্দ্রিয়ের গণ
পারে নাই করিবারে তোমা আকর্ষণ।
অজ্ঞান হইযা তুমি অলিন্দ হইতে—
চকিতে পড়িয়া গেলে নিম্ন ধরণীতে।
সে-সময় পুনঃ তোমা প্রাণ করে দান,—
দিলাম জীবন নব,—নবীন সংজ্ঞান।
সেই সংস্কার তব রহিয়াছে মনে
দেখ ভেবে, জাগিয়া তা' উঠিবে স্মরণে।
মম সহচর তুমি, আমার লীলায়
রহিয়াছে তব স্থান, তোমা আমি চাই'।
তব নব জন্ম সাথে শক্তি নারদের
প্রবেশ করেছে দেহে ; তাই কাঞ্চনের—
সমকান্তি লভিয়াছে শরীর তোমার,
শ্রীবাস নিজেকে জেনো, নারদাবতার'।
শ্রীবাসের পূর্ব্বভাব, কর্ম্মফল আর
বিনষ্ট হইয়া নব জীবন সঞ্চার
ঘটিয়াছে ঈশ্বরের মহতী কৃপায়,—
নারদের প্রেমভক্তি মিলিয়াছে তা'য়।

সেইকালে অবতীর্ণ নহে ভগবান
স্ব-রূপে। শ্রীবাসে নব জীবনের দান
পরম বিস্ময়াবহ। ভকতের গণ—
শ্রীবাসে ঈশ্বর কৃপা করিয়া দর্শন
স্তম্ভিত হইয়া প্রভু মুখপানে চায়
হয় সবে অভিভূত,—মহতী কৃপায়।
শ্রীবাসের দুনয়নে শ্রাবনের ধারা
বহিতেছে অবিরল ; হয়ে আত্মহারা
গৌরাঙ্গের অপার্থিব মহা করুণায়।
বিমুগ্ধ শ্রীবাস আজি পরম পিতায়

প্রেমভক্তি রসে করে আত্ম নিবেদন—
দু-হাতে ধরিয়া বক্ষে প্রভুর চরণ।
পরিপূর্ণরূপে আজি গৌরাঙ্গ ঈশ্বর
আপনার মহৈশ্বর্য্যে হইয়া নির্ভর
বিষ্ণু সিংহাসনে শোভা পায় অতুলন,—
অপলক নেত্রে চেয়ে আছে ভক্তগণ।
এমন রূপের বিভা কেহ দেখে নাই
যে মহা ঐশ্বর্য্যে শ্রেষ্ঠ গৌরাঙ্গ কানাই।
তারপর গঙ্গাদাসে সম্বোধন করি
কহিলেন ধীরে ধীরে শ্রীগৌরাঙ্গ হরি।
'মনে কি রয়েছে স্মৃতি সেই রজনীর—
নয়নের জলে সিক্ত ধূলি ধরণীর
ঘনঘোর তমসায় আছন্ন গগন
দিকে দিকে বহুশ্রুত করুণ ক্রন্দন
যবনের অত্যাচারে। সব তেয়াগিয়া
ভয়ে নরনারী সব গেছে পলাইয়া।
রাজভয়ে ভীত তুমি অতি অসহায়
আত্ম রক্ষিবারে আর না হেরি উপায়—
গৃহ ছেড়ে, সাথে নিয়া নিজ পরিবার
এসেছিলে লুকাইয়া জাহ্নবীর পার
গভীর নিশীথ কালে। নিতে পরপারে—
ডেকে ডেকে ক্লান্ত তুমি খেয়ার মাঝিরে।
তরণী নাহিক ঘাটে, কে করিবে পার
দুর্য্যোগের মহানিশা,—বহে অশ্রধার।
পুরুষ পৌরুষহীন, বৃথা অধ্যাপন—
নির্য্যাতীতা হবে পত্নী, রোধিতে যখন
দেহেতে শকতি নাই, তাই যুক্ত করে
আত্মমন প্রাণ সব সমর্পি ঈশ্বরে,
মুক্ত হতে সর্ব্বগ্লানি,—জাহ্নবী জীবনে—
প্রবেশ করিবে বলে ভাবিতেছ মনে।
এমহা সঙ্কট হতে তোমারে রক্ষিতে
আসি আমি নৌকা নিয়া পার করে দিতে।
নৌকা হেরি মহানন্দে বলিলে আমারে
সর্ব্বস্ব আমার, মাঝি, অর্পিব তোমারে,—
তার বিনিময়ে তুমি করে দাও পার—
জাতিকুল মান রক্ষা কর মো-সবার।
সবারে তখন আমি দিনু পার করি—
সে-চিত্র করুণ,—মনে দেখহ বিচারি'।
মিশ্র পুরন্দর সম বয়ঃক্রম যাঁ'র—
বিশ্বম্ভর-অধ্যাপক, সেই ঘটনার
মর্ম্মন্তুদ দৃশ্য অর্দ্ধ শতাব্দীর আগে
প্রভুবাক্যে গঙ্গাদাস-মনে স্মৃতি জাগে ;—
মৃত্যুরও অধিক যাহা, সেই চিত্র স্মরি'
আনন্দে বিস্ময়ে বৃদ্ধ সংজ্ঞা আপনারি,
হারাইয়া প্রভুপদে নিপতিত হন—
পুনঃ, প্রভুর পরশে পান নূতন জীবন।
শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী এমন সময়
এসে যুক্ত করে কহে, 'ওগো দয়াময়
কঠোর তপস্যা আর তীর্থ পর্য্যটন
বহু করিয়াছি আমি। তবু মোর মন
শান্তির বিন্দুও কোথা খুঁজে নাহি পায়—
অভিমান, অশান্তির করাল ছায়ায়
সতত ঘুরিয়া মরে। তারে প্রেমদান
করে আজি কৃপাময় দাও পদে স্থান।'
প্রভুরে উদ্দেশি' এই বলে' ব্রহ্মচারী
রাখেন প্রভুর পদে শির আপনারি।
অপূর্ব্ব প্রভুর কৃপা না যায় বর্ণন—
দেবের দুর্ল্লভ পদ করে পরশন
যেইক্ষণে ব্রহ্মচারী ;—অমৃতের ধারা
বহে দুনয়নে তাঁর, প্রেমে আত্মহারা।
স্বেদ কম্প পুলকাদি সাত্ত্বিক বিকার
প্রকাশিত হতে থাকে সর্ব্বাঙ্গে তাঁহার।
ব্রহ্মচারী—সৌভাগ্যের সীমা নাহি হয়
গাহে ভক্তবৃন্দ,—গৌর গোবিন্দের জয়।

শ্রীবাসের মহাভাগ্য তাঁর গৃহে আজ
অখিল ব্রহ্মাণ্ড-পতি করিছে বিরাজ
আপন ঐশ্বর্য্য নিয়া। শুভভাগ্য ফলে
ধামবাসী নরনারী এসে দলে দলে
লভিতেছে ঈশ্বরের সেবা অধিকার
কিবা আছে মানবের অধিক ইহার।
সমগ্র দিবস ব্যাপি মহামহোৎসব
চলেছে অঙ্গন মাঝে। নরনারী সব,—
শ্রীগৌরাঙ্গে যাহাদের বিন্দুমাত্র প্রেম ;
ঈশ্বর দর্শনে তারা লভে মহাক্ষেম।
সবারে করিতে কৃপা আজি কৃপাময়
দেন দরশন সবে হইয়া সদয়।
কোন ভক্তিমান আর বঞ্চিত না রবে
শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারে সবে ধন্য হবে।
শুধু কর্ম্ম-দোষে আজি পণ্ডিতেরগণ
শাস্ত্র ব্যবসায়ী তাঁরা সর্ব্বস্ব-বচন,
প্রেমেতে বঞ্চিত হয়ে রয়ে গেল দূরে
রহিল পতিত তারা,—মত্ত অহঙ্কারে।
ঘুমন্ত এ-আত্মা প্রেমে না উঠিল জাগি'
কল্পতরু কাছে প্রেম না লইলা মাগি'।
ক্ষুদ্র বুদ্ধি অহঙ্কারে সম্বল করিয়া
হইয়া পণ্ডিতম্মন্য, রহিলা পড়িয়া।
প্রভুমনে বড় দুঃখ তাহাদের লাগি'
না লইলা প্রেম ভক্তি, অপকর্ম্ম ভোগী।
সমগ্র দিবস ব্যাপী মহা অনুষ্ঠান
অপার ঐশ্বর্য্যময় প্রভু ভগবান
বিষ্ণুর আসনে বসে নানাভাবে রসে
ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য আদি লীলার বিলাসে
আনন্দের বন্যা আজি আসিয়াছে নিয়া
ধামবাসী সবে তা'তে চলেছে ভাসিয়া।
চলেছেন অস্তমিত হতে দিনরাজ
মহাশূন্যে অধিষ্ঠিত হয়ে তিনি আজ
মহা-আবির্ভাব লীলা হেরেন নয়নে
মহাভাগ্যে। অবশেষে অস্তাচল পানে
চলেছেন, যেতে কিন্তু ইচ্ছা নাহি তার।
অপূর্ব্ব মাধুর্য্য পূর্ণ বিশ্ব বিধাতার
অপার ঐশ্বর্য্যময় লীলার দরশে
রয়েছেন মহাশূন্যে আনন্দ-আবেশে।
এখনো হয়নি তাঁ'র বাসনা পূরণ
যদিও কর্ত্তব্য তার হলো সমাপণ।
আরাত্রিক হেরিবারে ব্রাহ্মণের বেশে
এলেন সবিতা ধীরে অঙ্গনের পাশে।
ঈশ্বরের সেবা নিয়া ভকতের গণ
সারাটি দিবস ধরি' রয়েছে মগন।
গন্ধপুষ্প নিয়া কেহ নিরত পূজায়
কেহ মাল্য বিরচনে, কেহবা সেবায়
নানাবিধ ভোজ্যদ্রব্য করি আহরণ
আনন্দে শ্রীভগবানে করে নিবেদন।
চামর ঢুলায় কেহ হরষে মজিয়া,
পাদসংবাহনে রত কোলে করে নিয়া।
রক্তোৎপল সম প্রভু চরণ যুগল
চাহে নিতে বুকে ধরে,—জীবন-সম্বল।
আসে ধীরে নেমে সন্ধ্যা. মহামহোৎসবে-
ঈশ্বর দরশ লাগি' একান্তে নীরবে।
ভক্তগণ আসে ধীরে আরাত্রিক তরে
দিনশেষে, প্রিয়তম প্রত্যক্ষ ঈশ্বরে।
চারিদিকে নানাবিধ বাদ্য উঠে বাজি
আসে কেহ নানাপুষ্পে ভরাইয়া সাজি,
সাজাইতে ভগবানে কুসুম ভূষণে
'গৌরহরি মন্ত্র' জপ করি মনে মনে।
ঘৃতের প্রদীপ জ্বলে, সন্ধ্যায় মলয়
ছড়ায়ে অগুরু গন্ধ মৃদুমন্দ বয়।
পুরনারীবৃন্দ মিলে' জয়ধ্বনি করে,
কম্পিত গগন আজি আরাত্রিক সুরে।

শঙ্খ ঘণ্টা মৃদঙ্গাদি আর করতার
করে ভক্তবৃন্দ মনে পুলক সঞ্চার।
ধরাতলে বৈকুণ্ঠের নব অভ্যুদয়
পতিত দুর্গত জনে পরম আশ্রয়।
ভকতের মধ্যমণি কমলাক্ষ ধীর
আনন্দে তন্ময় তিনি নেত্রে বহে নীর,
আবাত্রিক মন্ত্রপাঠ করেন তখন
সম্মুখেতে মহাবিষ্ণু, বৈকুণ্ঠ ভবন।
আসিয়াছে স্বর্গহতে দেব দেবীগণ
ঈশ্বরের আরাত্রিক করিতে দর্শন।
দেবতা-মানবে মিলি জয়ধ্বনি করে
নয়ন ভরিয়া হেরে বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বরে।
দেবে নরে মিলে করে বন্দনার গান
মহাসুখে মগ্ন সবে তন্ময় পরাণ,—
'জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গ অনাথ শরণ
মহা সৌভাগ্যেতে প্রভো দিলে দরশন
বৈকুণ্ঠ হইতে এসে। মাধুর্য্যের সার
অনন্ত ঐশ্বর্য্য তব নাহি তার পার।
অধমে তারিতে প্রভো, তব আগমন
দুর্গত জনের বন্ধু তুমি নারায়ণ।
দেব ঋষিগণ লুব্ধ যে-রূপ দর্শনে
দৃষ্ট কদাচিৎ যাহা প্রেমের সাধনে।
সে-তুমি পরম ব্রহ্ম, সর্ব্ব শক্তিমান
হইয়াছ নররূপী,—দয়ালু মহান ;
বৃন্দাবনে নন্দসুত,—শচীসুত আজ—
উদ্ধার, পতিত কলির মানব সমাজ।
আপন কান্তার কান্তি করিয়া হরণ
হয়েছ অভিন্ন দু'য়ে হে নাথ, রমণ।
আস্বাদ্য আর আস্বাদকে ভেদ আজি নাই
অচিন্ত্য এ লীলাতত্ত্ব পূর্ণ মহিমায়'।

অপূর্ব্ব বন্দনা গীতি গাহে ভক্তগণ
লোকে লোকারণ্য আজি শ্রীবাস ভবন।
নবীন বৈকুণ্ঠধাম শ্রীবাস অঙ্গন
শ্রীগৌরাঙ্গ অঙ্গ জ্যোতি হয় বিকীরণ
সমগ্র ভবনে তাঁর,—যেন দিনমান
গগনের পূর্ণচন্দ্র হইয়াছে ম্লান।

একে একে প্রভুপদ পরশ করিয়া
ভক্তবৃন্দ ভূমিতলে রয়েছে পড়িয়া।
অদ্বৈত আসিয়া ধীরে কোলে নেন তুলে
দেবের বন্দিত প্রভু-চরণ-যুগলে।
আনন্দে নয়ন বারি বাধা নাই মানে
সিক্ত করে প্রভুপদ। ছত্রের ধারণে
রত সদা অবধূত। চামর ঢুলায়
মহানন্দে নরহরি। আনন্দ সুধায়
সবে আজি তৃপ্ত প্রাণ,— দেহ গেহ ভুলে ;
সংসার বন্ধন সব গেছে আজি খুলে।

করুণায় বিগলিত আজিকে ঈশ্বর
কোকনদ সম নেত্র, আনন্দ নির্ঝর,
কহেন অদ্বৈতে ডেকে', 'ঘুচাও সংশয়
যাঁরে চাহিয়াছ তুমি সেই আমি হই,
'গীতার মর্ম্মার্থ তুমি করিতে উদ্ধার
অক্ষম একদা, দুঃখ লভিয়া অপার
যবে তুমি অনাহারে ছিলে ঘুমাইয়া
একাকী আপন ঘরে। কে তোমা ডাকিয়া
জানাইল গূঢ়তত্ত্ব, দানিলা সান্ত্বনা
মরমে কি জাগে তাহা, কে বা সেইজনা ?
ভাবিয়াছ স্বপ্ন বলে, কিন্তু তাহা নয়
ছিলে যাঁ'র ধ্যানে রত সেই আমি হই'।

বহু বর্ষ আগেকার সেই স্মৃতি মনে
উঠিল জাগিয়া এবে প্রভুবাক্য শুনে,
আনন্দে অদ্বৈত যান সংজ্ঞা হারাইয়া
প্রভুর চরণদ্বন্দ্ব হৃদয়ে লইয়া।
অদ্বৈতের সংজ্ঞা লাগি' মুকুন্দ মুরারি
নানাভাবে করে সেবা দণ্ড দুই চারি'!

শ্রীচৈতন্য মহিমায় জাগে সীতানাথ
নেত্র হতে অবিরাম ঘটে অশ্রুপাত!

হাসিয়া অদ্বৈতে প্রভু বলেন তখন
ছাড়িয়া জ্ঞানের চর্চ্চা রয়েছ কেমন?
মুরারি মুকুন্দ মম সেবা করে নিতি
কিন্তু, মোর বাক্যে তাহাদের নাহিক
প্রতীতি।

পবম আনন্দময় মাধুর্য্যের সার
ভগবানে, তাহাদের প্রীতি নাহি আর।
ভালবাসে জ্ঞান চর্চ্চা, বিতর্ক বিচার
শুষ্কতত্ত্বে,—নাহি জানি, কি সুখ তাহাব
পাইল সেখানে খুঁজে? মুকুন্দ আমার
চতুর্ভুজ নাবায়ণে বিশ্বাস তাহার।
এইমূর্ত্তি ধ্যান করে তাহাতে মুকুন্দ
পায় নাকি মনে তার পরম আনন্দ।
নরাকৃতি ভুজদ্বয় শাস্ত্র পরমাণ
সর্ব্বশক্তিমান বিভু স্বতন্ত্র মহান।
চতুর্ভুজ হতে তাঁর হলে অভিলাষ
নাহি কোন অন্তরায়, ইচ্ছা তাঁর দাস।
উভয়ের চিত্ত তাই না হলো নির্ম্মল
নাহি প্রেমভক্তি নাহি নয়নেতে জল।
উভয়ের লাগি মোর বড় দুঃখ হয়
করে মোর সঙ্গ—নাহি হলো প্রেমোদয়।

মুরারি মুকুন্দ স্তব্ধ বিস্মিত দু'জন
জানিয়াছে অন্তরের কথা নারায়ণ।
প্রভুর চরণ ধরে ক্ষমা চাহিবার
জাগিছে অন্তরে ইচ্ছা; শক্তি নাহি আর।
দেহ যেন প্রাণ শূন্য হয়েছে পাষাণ
কিবা করনীয় এবে না পায় সন্ধান।
হতাশ হইয়া দোঁহে কমলাক্ষে চায়
কৃপাকরে যদি তিনি করেন উপায়।

প্রেমের স্বভাব গূঢ়, অসাধ্য নির্ণয়,
ভক্ত আর ভগবানে যে সম্বন্ধ হয়—
বিশুদ্ধ প্রেমের তাহা,—অনির্ব্বচনীয়
শুদ্ধ সত্বে সে সম্বন্ধ শুধু স্মরণীয়।
চিত্তশুদ্ধি করিবারে তাই ভগবান
করিলেন উভয়ের স্বরূপ ব্যাখ্যান।
কুটিল প্রেমের পথ, ক্রোধ অকারণ
মুরারি মুকুন্দ তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন
অভিলাষ মুরারির বুঝে সীতানাথ
কহিলেন নারায়ণে করি প্রণিপাত,
আশ্রিতেরে কৃপা তুমি কর চিবকাল
পতিত জনের বন্ধু দীনের দয়াল।
মুরারি সংস্কার দোষে, বিতর্ক বিচার
অধ্যাত্ম তত্ত্বেরে নিয়া যাহা করিবার
করিয়াছে, ভবিষ্যতে আর না করিবে
সর্ব্বভাবে পদে তব আশ্রয় লইবে।
তব প্রেম কৃপা তব, না পেলে জীবনে
বল প্রভো, বৈদ্য, দেহ ধরিবে কেমনে?
গৌর গোবিন্দের পদে রয়েছে পড়িয়া
গুপ্ত শ্রীমুরারি বৈদ্য নিশ্চল হইয়া।
অদ্বৈত বচনে প্রভু হইয়া সদয়
তাহার মস্তকে দেন তুলে পদদ্বয়।
ঈশ্বরের পদস্পর্শে ভক্তি মন্দাকিনী
প্রবল উচ্ছ্বাসে বহে সুধা নির্ঝরিণী
গুপ্তের নয়নদ্বয়ে; মানসে আনন্দ
আত্মহারা বৈদ্য এবে গত সর্ব্বদ্বন্দ্ব।
তারপর কবিরাজ হয়ে যুক্ত কর
প্রভুপদে রেখে শির কহে অতঃপর
অন্তর্যামী নারায়ণ ওগো ভগবান
এ অধম পায় যেন তবপদে স্থান।
আমার ইন্দ্রিয় গ্রাম তবগুণ গানে
সদা যেন রহে রত; আমার পরাণে

তব প্রেম স্পর্শ যেন অনুভব করি
কর এই আশীর্ব্বাদ শ্রীগৌরাঙ্গ হরি।
তোমার দাসের দাস হয়ে যেন রই
অন্তে নাহি জানি আর কভু তোমা বই

প্রার্থনার অন্তে দেখে মেলিয়া নয়ন
মুরারি উপান্তে তাঁর, কমল লোচন
সীতানাথ, উপবিষ্ট লক্ষ্মণের সাথে
শোভিছে জানকী বামে। আছে যুক্ত হাতে
হনুমান, ভক্তি যার সর্ব্বস্ব জীবনে—
মুরারি নয়ন ভরে হেরে প্রাণধনে।

জলদ গম্ভীর নাদে তবে গৌরহরি
কহিলেন বৈদ্যরাজে সম্বোধন করি'
আপন স্বরূপে কেন ভুলিছ এখন
তুমিই সেবক মম পবন নন্দন।
দহিলে লঙ্কায় তুমি জানকী উদ্ধারে
মৃত সঞ্জীবনী আনি হত লক্ষ্মণেরে
করিলে জীবন দান। তুমি শ্রেষ্ঠ বীর
তুমিই সেবক মম শত শতাব্দীর।

বিশ্বম্ভরে ইষ্টমূর্ত্তি করি দরশন
আনন্দে আবেগে বৈদ্য হারায় চেতন।
প্রভুর কৃপায় পুনঃ সংজ্ঞালাভ করি
লুটায়ে গৌরাঙ্গ পদে পড়িল মুরারি।
কহে অশ্রু রুদ্ধকণ্ঠে মুই নীচাশয়
তোমা হেন ইষ্টে ভুলে আছি দয়াময়।
স্বরূপ দেখালে পুনঃ দাসে কৃপাকরি
জানকী-জীবন নাথ সর্ব্ব-অবতারী।

স্তবে তুষ্ট বিশ্বম্ভর কন, চাহ বর—
মুরারির আনন্দাশ্রু বহে দর দর,
কহে গদ গদ কণ্ঠে, জগতের স্বামি,
জন্মে জন্মে দাস যেন রহি তব আমি।
বিশ্বের ঐশ্চর্য্য বীর্য্য কিছু নাহি চাই
দেবের দুর্লভ পদে স্থান যেন পাই।
যে-লোকে যখন তুমি হবে অবতার
সেখানে অধম রবে সেবক তোমার।
কৃপানেত্রপাতে তবে প্রভু বিশ্বম্ভর
রহি মৌন মুরারিরে দিলেন উত্তর।

আজিকে প্রভুকে মোর চেনা নাহি যায়
সমগ্র ঐশ্বর্য্য বীর্য লভিয়াছে ঠাঁই।
শত কামদেব জিনি তনুর তনিমা
রূপ লাবণ্যের আর নাহি কোন সীমা,
নয়ন যুগল যেন ফুল্লনীলোৎপল
ভাবরস সিন্ধুবুকে করে ঝলমল।
বসন্ত সখার শত সুর এসে মিলে
কৃপা করে প্রভু মম ভক্তে আহ্বানিলে।
রঙ্গীন অধরে শোভে মৃদুমন্দ হাসি
পূর্ণিমার শশধর শত যেন আসি'
মিলিয়াছে ও বদনে; কি বলিব আর
হেন দ্রব্য এ জগতে নাহি তুলনার।

অগণিত ভক্ত আজ শ্রীবাস অঙ্গনে
চেয়ে আছে যুক্ত করে ও মুখের পানে।
কি আর হেরিবে হায় দুইটী নয়ন
অপরূপ ও বদনে; সহস্রলোচন
তাকায়ে মিটাতে তৃষা হয়নি সফল
অতৃপ্ত তিয়াস শুধু দরশন ফল।
নাহিক অবধি আজ মহা আনন্দের
নাহি পরিমিতি ভক্ত-সুখ সৌভাগ্যের।

জনতার একোণে ভক্ত হরিদাস
বিনয়ের অবতার জীর্ণশীর্ণ বাস
বসিয়াছে যুক্ত করে হইয়া তন্ময়
প্রভুপাদপদ্মে যেন করিয়াছে লয়
আপনার সর্ব্বসত্তা; করি নত শির
বদনে প্রশান্তি ভাসে মহা জলধির।

তারপর কৃপাদৃষ্টি করি হরিদাসে
কহিলেন ভগবান মৃদুমন্দ ভাষে

ভক্তরাজ, কেন তুমি সবার পশ্চাতে ?
তুমি যে সবার শ্রেষ্ঠ ; রয়েছে তোমাতে
প্রেমভক্তি মহাশক্তি, প্রভাবে যাহার
লঙ্ঘিয়া এসেছ তুমি মহাপারাবার।
এসো মোর কাছে আজি তুমি হরিদাস
তোমার হৃদয মাঝে করি আমি বাস।
নিত্যশুদ্ধ তব দেহ, অশুদ্ধি কোথায় ?
প্রকট তোমাতে নিত্য নাম মহিমাই।
অনাদি অনন্ত কাল সেবক আমার
অন্তরঙ্গ রূপে তুমি করিছ বিহার,
কে জানে স্বরূপ তব ? রসনা তোমার
মোর নাম ভিন্ন কিছু নাহি জানে আর।
নাম আস্বাদনে সর্ব্বরস আস্বাদন
ঘটে তব প্রতিক্ষণে নব রূপায়ণ।
আছে অন্য কোনো রস গ্রহণীয় আর
না জানে রসনা তব ; অমৃত আধার।
না বুঝিল দুষ্ট কাজী তোমার সাধনে
সত্যে প্রতিষ্ঠিত তব আন্তর জীবনে।
নিষ্ঠুর পাষণ্ড তাই মৃত্যুদণ্ড দিয়া
বেত্রদণ্ডাঘাতে বাইশ বাজারেতে নিয়া,
আদেশিল অনুচরে হত্যা করিবারে
আঘাতে আঘাতে দেহ ছিন্ন ভিন্ন করে।
কাজীর আদেশ তারা করিল পালন
আঘাতে বিচ্ছিন্ন দেহ, শোণিত ক্ষরণ
হইল অপরিমেয়, তোমার মরণ
নিশ্চিন্ত ধারণা করি, দিয়া বিসর্জ্জন
ছিন্নভিন্ন দেহ তব ভাগীরথী নীরে
কাজী অনুচরগণ, যায় গৃহে ফিরে।
পাষণ্ড যবনে ধ্বংস চাহিনু করিতে
কিন্তু, জেগে আছে চিত্ত তব তাহাদের হিতে,
তাহাতে আমার চক্র হইল অচল
হত্যাকারীর তুমি চাহিছ মঙ্গল।
তুমি দুঃখ পাও তাহাদেরে শাস্তি দিলে—
প্রেমের এমন চিত্র দুর্ল্লভ নিখিলে।
বারনারী লক্ষহীরা, তারে উদ্ধারিলে
ভক্তিমতী সাধিকায় রূপান্তর দিলে।
যে-সংযম নিষ্ঠা এতে হইল প্রচার,
এ জগতে কোথা বল তুলনা তাহার ?
প্রেম-যাদুকর তুমি বিশ্বের বিস্ময়
লভি' তব সঙ্গ সবে হইবে নির্ভয়।

হরিদাস চরিত্রের অপূর্ব্ব মহিমা
কোনো যুগে কোনো কালে না পাইবে সীমা।
সমবেত ভক্তবৃন্দ প্রভু মুখে শুনি'
আনন্দে করিয়া উঠে হরি হরি ধ্বনি।
মানব চরিত্রে রহে এমন সংযম
কল্পনা অতীত যাহা, অতি মনোরম।
শুনিয়া প্রশংসে সবে ভক্ত হরিদাসে,
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেমধন্যে আকুল উচ্ছ্বাসে

'কৃপাময় ভগবান উদ্ধার আমারে
অধম অজ্ঞান দুঃখ দিলাম তোমারে।
মোর লাগি বেত্রাঘাত সহিলে আপনি
দীনের দয়াল নাথ গৌর গুণমণি।'
এই বলে প্রভুপদে পড়ে হরিদাস
হয় তিরোহিত জ্ঞান, রুদ্ধ হয় শ্বাস।
হাহাকার করে উঠে ভকতের গণ
ঈশ্বরের কৃপাদৃষ্টি হইলে তখন
জেগে উঠে হরিদাস, রহে প্রভুপদে
নেত্র জলে করে সিক্ত রক্ত কোকনদে।

হয়েছেন কল্পতরু আজি ভগবান
রাতুল চরণে আজি লভে সবে স্থান।
হরিদাস স্তবে তুষ্ট হইয়া তখন
সম্ভাষিয়া তাঁকে তবে কন নারায়ণ
লহ পূর্ণ করে তব মনোঽভিলাষ
পূরাইব আজি আমি তব সর্ব্ব আশ।

কি বলিবে হরিদাস ভাষা নাহি আসে
আনন্দাশ্রু নীরে তাঁর সর্ব্ব অঙ্গ ভাসে ;
কহে গদগদ কণ্ঠে ও মোর ঈশ্বর
সবার অন্তরযামী বাপ, বিশ্বম্ভর
না চাহিতে পূরিয়াছ সর্ব্ব অভিলাষ,
চরণে দিয়াছ স্থান, তাতে ধন্য দাস।
কত ভালবাস তুমি আশ্রিত জনারে
প্রেমময়, কেবা তাহা বর্ণিবারে পারে !
অসাধনে রত দাসে যে-কৃপা করিলে
অস্পৃশ্য কুকুরে এনে পদে স্থান দিলে,
কি আর চাহিবে নাথ, জন্মজন্মান্তরে
হইয়া উচ্ছিষ্ট ভোজী তব ভক্ত ঘরে
লাভ যেন করে স্থান ; শ্রবণ তাহার
তব, মধুময়ী কীর্ত্তিগাথা মাধুর্য্যের সার
যেন সে সতত শোনে, তাহার নয়ন
নিরন্তর রূপে তব করে দরশন।
ধর্ম্মহীন অশুচিরে দাও এই বর
তোমাতেই রহে পূর্ণ তাহার অন্তর।
সকল ঐশ্বর্য্য আর মাধুর্য্যের সার
রহিয়াছে করে পূর্ণ যাঁহার ভাণ্ডার
তিনিই সক্ষম শুধু যেচে প্রেম দানে
পতিত চণ্ডাল আদি দীনহীন জনে।
ভোগসুখ স্বার্থে মগ্ন কলির মানব
নিতি ইন্দ্রিয়ের কাছে মানে পরাভব।
প্রতিক্ষণে, সুদুর্লভ সাধনার ধনে
কিরূপে লভিবে তারা আপন জীবনে।
পতিতে দুর্গতে তাই করুণা করিতে
পাশবদ্ধ জীবগণে আনন্দ দানিতে
সর্ব্বদুঃখ করে দূর করুণাবতার
অবতীর্ণ নবদ্বীপে, গৌরাঙ্গ আমার।
কত ভালবাসে প্রভু আপন জনারে
কোটী জননীর প্রেম তুলিতে তাঁহারে
কভু না সক্ষম হয়। হেন প্রেমদাতা
নিখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি চৈতন্য-বিধাতা।
বৈকুণ্ঠপতির এই মহামূল্য প্রেম
একমাত্র কৃপালভ্য নিকষিত হেম।
সেই মহারত্নে নিজে যাচিয়া যাচিয়া
ঘরে ঘরে প্রতিজীবে দিতে বিলাইয়া —
অবতীর্ণ নবদ্বীপে সর্ব্ব অবতারী
কলির পরম ভাগ্যে শ্রীগৌরাঙ্গ হরি।
নবদ্বীপে গৌরাঙ্গের যত পরিকর
সবার চাইতে অতি দরিদ্র শ্রীধর।
বাঁচিতে সংসারে লাগে যেই উপচার
অদৃষ্টের পরিহাসে কিছুমাত্র তাঁ'র
সঞ্চিত নাহিক গৃহে, থোর মোচা পাতা
নাহি যা'র মূল্যমান, তাহাই বিধাতা
দিয়াছেন শ্রীধরেরে উপজীবিকার
ক্ষীণ শিখা নিবু নিবু,—চলেছে সংসার।
সারাদিন কর্ম্মরত রহিয়া শ্রীধর
আপন অভীষ্ট দেবে সমগ্র অন্তর
করে দেয় সমর্পণ।—ঘরে ফিরে এসে
জপে 'মহামন্ত্র নাম' নিজগৃহে বসে।
তারপর উচ্চৈঃস্বরে নামের কীর্ত্তন
করে জীবহিত লাগি'। পাষণ্ডীরগণ
নিদ্রার ব্যাঘাত হেতু গালি দেয় তাঁরে,
বলে রাত্রে জাগে বেটা রহি অনাহারে।
আসিলে বাজারে প্রভু নিয়ত কোন্দল
হয় শ্রীধরের সাথে, প্রেম যা'র ফল।
তুষ্ট তা'তে ন'ন প্রভু যা' দিবে শ্রীধর—
দিয়া নিজহস্তে নিবে আপনি ঈশ্বর,
শ্রীধর চাহে না তাহা ; ভক্ত ভগবানে
এভাবে কলহ ঘটে। অথচ এখানে
কি অমৃত আছে গুপ্ত আপনি শ্রীধর
জানে তাহা। যেইদিন প্রভু বিশ্বম্ভর—

না আসে তাহার কাছে, না করে কোন্দল,
শ্রীধরের কাছে হয় সেদিন বিফল।
সারাদিন নিজমনে শান্তি নাহি পায়—
কাটে তাঁর নিরানন্দে—হৃদয় শুকায়।
শেষে, আপন গৃহেতে আর রহিতে না পারে
যেচে শচীগৃহে যায়,—গৌরে হেরিবারে।
প্রভু-প্রিয় খোর মোচা সাথে নিয়া যায়
কাঁদিয়া প্রভুকে কহে কি দোষে আমায়—
ত্যজিয়াছ বল বাপ? তোমাকে না হেরি'
স্থির হয়ে গৃহে আর রহিতে না পারি।
'আসিয়াছি মুখখানি করিতে দর্শন
আস বাপ কাছে মোর, শান্ত কর মন'।
বিশ্বম্ভরে বক্ষোমাঝে লইয়া শ্রীধর—
সর্ব্বদুঃখ যায় ভুলে; আনন্দে অন্তর
হয়ে উঠে পরিপূর্ণ। ভক্ত ভগবান
এভাবে করিয়া লীলা ভুবন ভুলান।

আজি মহা আবির্ভাবে আনন্দ উৎসবে
শ্রীধর প্রভুর প্রিয়,—অংশ নাহি নিবে!
নীরবে আপন গৃহে শুধু নিবে নাম—
রচিয়া মানসলোকে আনন্দের ধাম।
অন্তর্যামী ভগবান কন ভক্তগণে—
শ্রীধরে ডাকিয়া আন আমার এখানে,
না হেরিলে তাঁ'রে আমি আনন্দ না পাই
সরল ব্রাহ্মণে আমি দেখিবারে চাই'।

জীবিকার কর্ম্মে ব্যস্ত নাহি অবসর
রজনীতে নামে-রত; দ্বিতীয় প্রহর,
আনন্দে অতীত প্রায়, ডাকে ভক্তগণ—
শ্রীধর ত্বরায় এসো করিতে দর্শন—
পূর্ণৈশ্বর্য্য ভগবানে, মদন-মোহনে
না করে বিলম্ব আর শ্রীবাস অঙ্গনে'।

আনন্দাতিশয়ে সংজ্ঞা ফেলে হারাইয়া
শ্রীধর ধ্যানেতে যাঁরে দর্শন করিয়া
আসিতেছে এতকাল, 'আজিকে তাঁহার
হেরিবে অপূর্ব্ব রূপ সর্ব্বসাধ্য সার।
সমগ্র ঐশ্বর্য্য নিয়া আজি ভগবান—
দিতেছেন ভক্তবৃন্দে দরশন দান'।
মুহূর্ত্ত বিলম্ব যেন নাহি সহে আর
ব্যাকুল ইন্দ্রিয়চয়, করুণা পাথার—
দর্শন করিবে বলে। চলেছে শ্রীধর
টলিছে চরণদ্বয়—মূর্চ্ছিত অন্তর।
ভক্তগণ হাত ধরে নেয় শ্রীধরেরে
হেরিতে অঙ্গনে মধু-মাধুর্য্যময়েরে।

পূর্ণৈশ্বর্য্য ভগবানে দর্শন করিয়া—
শ্রীধর আনন্দে বাহ্য জ্ঞান হারাইয়া
পড়ে যান জড়বৎ প্রভুপদ-তলে।
দরবিগলিত ধারা নয়ন যুগলে।

শ্রীধর জাগিয়া উঠে ঈশ্বর আহ্বানে
কহিলেন ভগবান, মোকে স্তবগানে
করহ অর্চ্চনা তুমি; কি বলে শ্রীধর
মধুপানে মত্তভৃঙ্গ স্তব্ধ নিরুত্তর।
কহে কেঁদে অবশেষে,—ওগো ভগবান—
মূর্খ আমি নিরক্ষর, তব স্তব-গান
কি দিয়া করিব বল? কোথা পাব ভাষা
প্রকাশ করিতে পারি আন্তর পিপাসা?
প্রভু কন, 'যা' বলিবে তাই মনোরম
হইবে আমার স্তব,—অমৃত-উপম।
প্রভুপদে রেখে শির তখনি শ্রীধর—
কম্পিত সর্ব্বাঙ্গ তাঁ'র, অশ্রু দর দর—
কহে যুক্ত করে চাহি শ্রীমুখের পানে—
'অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি কে তোমাকে জানে,?
দ্বাপরেতে নন্দসুত তুমিইত ছিলে,
কলিতে আসিয়া শচীগর্ভে জনমিলে।
তোমারি বিভূতি শিব ব্রহ্মা আদি সব
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড প্রভু তোমারি বৈভব।

ইচ্ছাময় তুমি নাথ, মায়া তব দাসী—
মহাবিবর্ত্তন মাঝে তুমি অবিনাশী।
চন্দ্রসূর্য্য অনুচর তব আজ্ঞাবহ
অনাদি অনন্ত তুমি,—তুমি পিতামহ।
অগ্নি জল বায়ু আর অনন্ত আকাশ
তব মহা ঐশ্বর্য্যেরে কবিছে প্রকাশ।
সর্ব্বরোগ হন্তা তুমি, প্রভু ধন্বন্তরী
মহা কলিরোগে জীর্ণ জীবেরে উদ্ধারি'
লইবে আনন্দ লোকে তব অবতার
অসীম অনন্ত তুমি কি বলিব আর।
ধর্ম্মকর্ম্ম সর্ব্বজ্ঞান তোমাতেই ইতি
মিশ্রপুরন্দর সুত তোমারে প্রণতি।
চতুর্ব্বেদ মর্ম্ম তুমি বিশ্ব মূলাধার
বিদ্যা বুদ্ধি নাহি পায় সন্ধান তোমার।
যুগে যুগে প্রেম লভ্য তুমি কৃপাময়
প্রেমভক্তিলভ্য তুমি,—গাহি তব জয়।'

শ্রীধরের স্তবে তুষ্ট গোলোকের পতি,—
ভক্তগণ শ্রীধরেরে জানায় প্রণতি।
থোর মোচা পাতা বেচা দবিদ্র ব্রাহ্মণ
যে অপূর্ব্ব স্তবে করে ঈশ্বর-বন্দন
সকলে বিস্ময় মানে। বিদ্যার স্ফূরণ
প্রভুর আশিস বলে। এমন বর্ণন
শ্রীধরে সম্ভব নহে; কৃপাশক্তি বলে
সামান্য মানবে অসামান্যরূপে ফলে।

হেসে তবে কন প্রভু সম্ভাসি' শ্রীধবে
'অষ্টসিদ্ধি' নাও তুমি,—দিলাম তোমারে।
রাজার ঐশ্বর্য্য যদি চাহে তব মনে—
দিব তোমা রাজ্য করে আরেক ভুবনে।
হাসিয়া শ্রীধর তবে কহে নারায়ণে
নারিবে ভুলাতে আর দবিদ্র ব্রাহ্মণে,—
জাহ্নবীর জন্ম তব চরণ যুগলে—
যেদিন আমারে তুমি প্রথম বলিলে
সেইদিন মোহাচ্ছন্ন, পারিনি বুঝিতে
বুঝিনু এবার তোমা, তেমারি কৃপাতে।
অষ্ট সিদ্ধি মোরে প্রভো, কিবা আর দিবে?
পরব্রহ্ম শচীসুতে, কি দিয়া ভুলাবে?
পারিবে না ভুলাইতে শ্রীধরেরে আর
আমি নিত্য দাস তব, হে নাথ, আমার।
ভক্ত-ভগবানে নিত্য পরীক্ষার স্থান
উভয়ে চতুর হেথা কেহ নহে আন।
অষ্টসিদ্ধি তুচ্ছ সেথা, যেথা প্রেমধন
ভক্তি-প্রেমে মহাধনী,—দরিদ্র ব্রাহ্মণ।

পুনঃ হেসে কন প্রভু, মম দরশন
কভু ব্যর্থ নহে, চাহ, যাহা চাহে মন।
প্রেমে বিগলিত নেত্র দরিদ্র শ্রীধর
ঝরিছে কপোল বাহি' ধারা দরদর।
কেঁদে কেঁদে কহে বিপ্র থোর মোচা নিয়া
এতোদিন যার সাথে কলহ কবিয়া
আসিয়াছি, সেই মম অভীষ্ট মহান
তাঁহারি চরণ তলে চাহি মোর স্থান।
আর এক আশীর্ব্বাদ কর তুমি মোরে
যেন, করি তব নামগান যুগ যুগ ধরে।

গুপ্তবিত্ত প্রেমভক্তি সুদুর্লভ ধন
যাচাই করিয়া দিবে শ্রীশচীনন্দন।
কঠিন পবীক্ষা দিয়া বিজয়ী শ্রীধর,
'অষ্টসিদ্ধি তুচ্ছ,—প্রেমভক্তি মহত্তর'।
আপন জীবনে ইহা করিলা প্রমাণ
সুদুর্লভ ধনে প্রভু তাঁরে করে দান।

শ্রীধরেবে দিয়া প্রভু দেখান অপরে
তাঁর নিজজন, ধনে মানে তুচ্ছ করে।
ভক্তি মুক্তি দাসী সমা নাহি পায় স্থান—
সবার উপরে রহে প্রেম সুমহান।

প্রভু আজি কল্পতরু, ডেকে ডেকে কন
'যার যাহা অভিলাষ,—পূরাও এখন'।

যা'র মন, যা' চাহিবে পূরিবে তাহাই
খুজিয়া হৃদয় বর মাগহ সবাই।
প্রথমেই সীতানাথ হয়ে যুক্তপাণি
কহিলেন ভগবানে, সদয় আপনি,—
হইয়া করুন কৃপা নীচ মূর্খ নরে
অধম পতিত যারা রহিয়াছে দূরে
সমাজে নিন্দিত হয়ে,—অবোধ অজ্ঞান
দয়াল, তাদেরে আগে প্রেম কর দান।
ঈশ্বরে যে লভিয়াছে করিয়া আপন
বিশ্বের ঐশ্বর্য্যে তা'র কিবা প্রয়োজন ?
প্রেমধনে ধনী সেযে ;—সে চাহে মঙ্গল
সবাকার, মূর্খযারা, অনাথ দুর্ব্বল
অধম পতিত যারা অবজ্ঞাত নর—
হোক নারী সবে কৃপা করুন ঈশ্বর।'
কমলাক্ষ, ভিক্ষা তাই মাগে সর্ব্বতরে
প্রশংসিছে ভক্তবৃন্দ তাঁর মহত্বেরে।
গৌরাঙ্গ গণের কিছু নাহি চাহিবার
দেহ মন ধন মান যাহা আপনার
সর্ব্বস্ব প্রভুর পদে করেছে অর্পণ
শ্রীগৌরাঙ্গ তাহাদের পরমার্থ ধন।
সেইধনে হারাবার কোন ভয় নাই
অন্তরে প্রদীপ্ত যাহা রয়েছে সদাই।
এ বিশ্বের রূপ রস নয়ন লোভন
গন্ধ স্পর্শ যাহা হরে মানবের মন
গৌরাঙ্গ গণের তা'তে নাহি কোনো ভয়
রূপ রস গন্ধ স্পর্শে মহৈশ্বর্য্যময়
মাধুর্য্যের শিরোমণি প্রভু বিশ্বম্ভর
রাখিয়াছে পূর্ণ করে সবার অন্তর।
কেন ক্ষুদ্র রূপে রসে রহিবে মজিয়া,
রূপ রস সিন্ধুবুকে যেজন ভাসিয়া।
তাই তাঁরা ভিক্ষা চান প্রেমহীন তরে
আর, না বুঝে গৌরাঙ্গে যারা উপদ্রব করে
গৃহে মাতা, পিতা, পত্নী, আত্মীয় স্বজন
সবে যেন লাভ করে প্রেম মহাধন।'
তাহাদের মনবুদ্ধি ঈশ্বর প্রসাদে
হয় যেন শুদ্ধ স্থির রহে অপ্রমাদে
শ্রীচৈতন্য গণ চাহে মঙ্গল সবার
তারা, জগতের সর্ব্বজীবে ভাবে আপনার।
আজি মহাপ্রকাশের শুভলগ্নোদয়ে
জনে জনে প্রেমভক্তি বিলায়ে বিলায়ে
চলেছে গৌরাঙ্গ চাঁদ সর্ব্ব অবতারী
ভকতগণের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করি।
যার যাহা ইষ্ট মন্ত্র রূপের সাধন
এ মহাপ্রকাশে হেরে সে রূপে সে জন।
নাহি কারো মনে ক্ষোভ, গৌরাঙ্গ ভিতর
হেরিছে আপন ইষ্টে রূপ মহত্বর।
ইষ্টের দর্শনে সবে মহানন্দ পায়
আপনার সরবস্ব ওপদে বিলায়।
এই ভাবে একে একে ভকতের গণ
দেবের দুর্লভ পদ করি দরশন
করে আপনারে ধন্য সার্থক জীবন।
অঙ্গন হইতে দূরে শ্রীগৌরাঙ্গ গণ
ঝুরিছে একেলা বসে গায়ক মুকুন্দ
প্রভু না ডাকিছে তারে মনে নিরানন্দ।
মুকুন্দের মনোদুঃখ শ্রীবাস আপনি
অনুভব করে কহে ঈশ্বরে তখনি,
মুকুন্দ রয়েছে দূরে ভক্ত আপনার,
পদে স্থান চেয়ে নিতে শক্তি নাহি তা'র।
হইয়াছে তিরস্কৃত জ্ঞানমার্গী বলি,
আজিকার এ উৎসবে রহিবে কেবলি,
একক মুকুন্দ মাত্র হয়ে প্রেমহীন
সভার গায়ক সে যে, আপনা অধীন।
শ্রীবাসে ঈশ্বর তবে কহেন হাসিয়া
তোমার মুকুন্দ জ্ঞানী চলেছে ভাসিয়া

অদ্বৈতের তত্ত্বস্রোতে। আসিয়া কখন
ভিড়িবে কোন সে তীরে, করিবে গমন
কোন সে তরঙ্গে পুনঃ স্থির তার নাই
অস্থির চঞ্চল মনে ভকতি কোথায় ?
প্রেমভক্তিহীন জন না পায় ঈশ্বর
নিষ্ঠা ও বিশ্বাসে করি পরম নির্ভর
অগ্রসর হয় যেবা ভক্তির সাধনে
সে-জন আমারে পায়, নহে অন্যজনে।
মুকুন্দ যে দলে মিশে তার গুণ গায়
নিষ্ঠাহীন চিত্তে তার প্রেমভক্তি নাই।
তার কথা তুমি মোরে কভু না কহিবে
প্রেমভক্তি তার মনে নাহি উপজিবে।
শ্রীবাসের কোনো কথা প্রভু না শুনিল
মুকুন্দের তরে মনে দয়া না জন্মিল।
অঙ্গন বাহিরে থেকে সব আলাপন
শুনিয়া মুকুন্দ মনে ভাবিছে তখন
ভকতি বিহীন প্রাণ না রাখিব আর
কেন বহি' প্রেমশূন্য বৃথা দেহভার।
'না পেলে প্রভুর কৃপা ত্যজিব জীবন'
সঙ্কল্প করিয়া মনে, করিতে শ্রবণ
প্রভুর মুখের বাণী,—'কখনো জীবনে
হবে কি সৌভাগ্য মম ঈশ্বর দর্শনে,
শ্রীবাস, প্রভুর পদে করি নিবেদন
অধমে কি একবার করাবে শ্রবণ' ?
মুকুন্দে শোনায়ে প্রভু কহেন তখন
'কোটীজন্ম পরে মোর ঘটিবে দর্শন'।
প্রভুর মুখের বাণী শুনিতে পাইয়া
মুকুন্দ কহিতে থাকে নাচিয়া নাচিয়া
'কোটীজন্ম কতক্ষণ—এই হবে শেষ
অবশ্য করিবে কৃপা মোরে পরমেশ।
দেখিতে দেখিতে কোটী জন্ম হবে ক্ষয়
পাব তাঁর দরশন, পেয়েছি অভয়' ;
বলিয়া মুকুন্দ নাচে উন্মাদের প্রায়
আনন্দাশ্রু নীরে সর্ব্বঅঙ্গ ভেসে যায়।
ঈশ্বরে বিশ্বাস আর নিষ্ঠা পরিচয়ে
হেরিছে মুকুন্দে সবে পরম বিস্ময়ে।
বিশ্বাসে নিষ্ঠায়-কোটীজন্ম ক্ষণকাল
হইলে বিলয় দেখা দিবেন দয়াল ;
ঈশ্বরের বাণীকভু অন্যথা না হবে
আপনার জনে প্রভু কৃপা বিতরিবে'।
মুকুন্দের ভাব আর ভক্তির প্রকাশ
হেরিয়া প্রভুর মনে বাড়িছে উল্লাস ;
শ্রীবাসে কহেন ডেকে আন মুকুন্দেরে
অপগত কোটীজন্ম,—দেখা দিব তারে।
স্বতন্ত্র ঈশ্বর আমি আদেশ আমার
অপগত কোটীজন্ম হইয়াছে তা'র'।
শ্রীবাস প্রভুর বাণী দেয় মুকুন্দেরে
এসো তুমি ঈশ্বরের দরশন তরে।
মুকুন্দ উন্মাদসম বাহ্যজ্ঞান নাই
বলে মোর এই জন্ম হইল বৃথাই।
মহা অপরাধী আমি ক্ষমা নাহি তা'র
দাও দাসে দণ্ড তুমি হেনাথ, আমার'।
ভক্তগণ ধরে' তারে প্রভু পাশে আনে
মুকুন্দ পড়িয়া রহে প্রভুর চরণে।
মুকুন্দের শিরে হাত রেখে নারায়ণ
কহেন মুকুন্দে, আর করোনা ক্রন্দন।
মোর দাস প্রেমহীন এযে অসম্ভব
বিশ্বাসে নিষ্ঠায় তব মানি পরাভব।
নিমেষেতে কোটীজন্ম হয়ে গেল ক্ষয়
প্রেমভক্তি-লোকে কিছু নাহিক বিস্ময়।
আপনিই ভগবান ভকতের তরে
সর্ব্ব অসম্ভবে এনে সম্ভব যে ক'রে।
'ঈশ্বরে বিশ্বাস আর ভকতি নিষ্ঠায়
দেখাইতে সর্ব্বজনে, মহা পরীক্ষায়

এনেছি মুকুন্দ তোমা, তবদেহ মন
চিরশুদ্ধ মোতে সব হয়েছে অর্পণ।
মনবুদ্ধি দেহ যেবা দিয়াছে আমারে
কোনো দোষ তা'র কভু রহিতে না পারে'।
প্রভু কৃপাবাক্য শুনে আপনা ধিক্কারে
'ভক্তিশূন্য আমি' প্রভো বলে বারে বারে
মুকুন্দ সখেদে পুনঃ কহে দয়াময়
তোমার দর্শনে ঘটে যেই সুখোদয়
যথার্থ ভকতপ্রাণে,—ভক্তিশূন্য জনে
সে-মহা আনন্দ প্রাপ্তি ঘটিবে কেমনে ?
শিশুপাল বধে তব ঐশ্বর্য্য দর্শন
করিল রাজন্যবর্গ,—তাহাদের মন,
পিতামহ ভীষ্মসম,—স্বরূপে তোমাব
করেছিল অনুভব! ভক্তিহীনতার—
আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত, আর রাজা দুর্য্যোধন
পেলো তব সঙ্গ—কিন্তু নিল কি শরণ ?
ভক্তিহীন জন তোমা কভু না বুঝিবে
প্রেমশূন্যে কভু তুমি ধরা নাহি দিবে।
ভক্তিশূন্য কংস তোমা বুঝিতে নারিল
হিংসা ঈর্ষা দ্বেষে সদা জ্বলিয়া মরিল।
ভক্তিপ্রাণা গোপাঙ্গনা বুঝিলা যেমন—
ভক্তিহীন তোমা নাথ বুঝে কি তেমন ?
আমি যে অধম প্রভো, প্রেমভক্তি নাই
লভিয়াও তবসঙ্গ মনে শূন্য তাই।
শুষ্ককাষ্ঠ সম মম পাপিষ্ঠ হৃদয়
লভিয়া ঈশ্বর-সঙ্গ নহে প্রেমোদয়।
মুকুন্দের হৃদয়ের আকুল উচ্ছ্বাস
নিষ্ঠার সহিত প্রেম ভক্তির বিকাশ
দর্শন করিয়া প্রভু মহানন্দ পান
কহিলেন মুকুন্দেরে করিয়া আহ্বান।
'তোমার অন্তরে প্রেম ভকতি গোপনে
রাখিনু লুকায়ে আমি, তাই সবে জানে
জ্ঞানী, জ্ঞানচর্চ্চা হয় স্বভাব তোমার,
তাহা সত্য নহে কভু, তুমি যে আমার।'
চিত্তশুদ্ধ রহে জেনো সদা মোর গণ
দেহ সবাকাব ভিন্ন, আমিই জীবন।'
দেখাইনু ভক্তবৃন্দে তোমার মহিমা
বিশ্বাসের সীমাহীন মধু মাধুরিমা।
তাহার চেয়েও তত্ত্ব আরো মহত্তর
রয়েছে এখানে গুপ্ত। ভক্তির উপর
রহিয়াছে ঈশ্বরের দরশন ফল
যার যত প্রেম ভক্তি হৃদয় নির্ম্মল—
ঈশ্বর দর্শন সুখ তার তত হয়
জ্ঞানবুদ্ধি সেইখানে ব্যর্থ সমুদয়।
প্রেমভক্তি গুণে ভক্ত জয় করে মোবে
মোর দরশনে ধন্য করে আপনারে।
ভক্তির রহস্য গূঢ় জানিল সকলে
তোমা দিয়া; ধন্য তুমি প্রেম ভক্তি বলে।
স্বতন্ত্র ঈশ্বর আমি কোনো বিধি নাই—
আমাতে অবশ্য জেনো; দিলাম তোমায়
প্রেমভক্তি ভাণ্ডারের পূর্ণ অধিকার
দেখ মহানন্দে আজি স্বরূপ আমার।'
এই বলে মুকুন্দেরে আপন স্বরূপ
দেখালেন কৃপাময় অতি অপরূপ।
দর্শনে মুকুন্দ হয়ে পাগলের প্রায়
হেরিনু ঈশ্বরে বলে নাচিয়া বেড়ায়।
বলে মোর প্রভু তুমি, তুমিই ঈশ্বর
আমার জীবন তুমি, তুমি বিশ্বম্ভর।
তোমার চরিত গীতি আমার সাধন
মম সর্ব্ব ধর্ম্মকর্ম্ম ভজন পূজন।'
এইরূপে একে একে ভকতের গণ
আনন্দে পরশ করি প্রভুর চরণ
ধন্য করে আপনারে। অভীষ্টে সবাই
বিষ্ণুর খট্টার পরে দেখিবারে পায়।

যে মন্ত্রে যাঁহার ধ্যান ইষ্টে আপনার
সেই মন্ত্রে সেই ইষ্টে দশরন তাঁর।
এই মহা আবির্ভাবে সেই মহাক্ষণে
পরম ব্রহ্মের সাথে মহান মিলনে
বাঙ্গালীর মহাভাগ্যে, ভাগ্যে জগতের
যে মহাপ্রকাশ আজি হলো ঈশ্বরের
সভ্যতার ইতিহাসে তুলনা তাহার
পাবেনা মানব জাতি। করুণাবতার
লইয়া সেবকবৃন্দ করিলা যে লীলা
গুপ্তনব বৃন্দাবনে, দ্রবে যাতে শিলা।
সে লীলা আনন্দ ঘন রস প্রস্রবণ
ভক্তবৃন্দ প্রতিক্ষণে করে আস্বাদন,
অচিন্ত্য প্রভাবে তার সবে ধন্য হলো
অভিমানী জ্ঞানী যাঁরা দূরেতে রহিল।
একাদশ প্রহরের ঐশ্বর্য্য বিকাশে
সুখসিন্ধু বুকে আজি ভক্তবৃন্দ ভাসে।
তাহাদের সৌভাগ্যের নাহিক ঠিকানা
ঈশ্বর দর্শন-সুখে কি দিবে তুলনা ?

শচীমার আত্মকথা

যেইদিন বিশ্বম্ভর নিয়াছে সন্ন্যাস
সেইদিন হতে মাতা গৃহ সুখ আশ,
দিয়াছেন বিসর্জ্জন। কাল-ধর্ম্মে পরে
অন্ধযষ্ঠী সম এক পুত্র বিশ্বম্ভরে
আশ্রয় করিয়া তিনি জীবন ধারণ
করিয়া আছেন মাত্র। স্বরগে গমন
করেন যখন স্বামী, পুত্র বিশ্বম্ভরে
দিয়া যান তাঁর হস্তে সমর্পণ করে।
বাৎসল্য রসের পূর্ণ আধার জননী
আপনার ধর্ম্মকর্ম্ম সাধনে তখনি
গৌরাঙ্গ আশ্রয়ে শুধু রাখেন বাঁচায়ে
রহেন আপনি গৌর গত প্রাণ হয়ে।
গৌর কল্পতরু ছায়া একমাত্র তাঁর
জীবন ধারণ মূলে রহিল মাতার।
ধীরে ধীরে বাড়ে তরু,—পল্লব বিস্তার
হইতেছে দিকে দিকে ; উল্লাস তাঁহার
জাগে নিরানন্দ চিতে। বিমুগ্ধা জননী
গৃহ ধর্ম্মে গৌরাঙ্গেরে ফিরাতে তখনি
আনিলেন ঘরে বধূ নামে লক্ষ্মীপ্রিয়া
রূপেগুণে মহালক্ষ্মী অনির্ব্বচনীয়া।
হরিলেন তাঁরে বিধি অতি অল্প দিনে
নিতে নারিলেন বধূ জননীরে চিনে
হইলেন লোকান্তর। মাতার হৃদয়
শোকাগ্নিতে জ্বলে পুড়ে হয়ে গেল ক্ষয়।
সে-সময় গৃহে নাহি ছিল বিশ্বম্ভর
একক সে মহাশোকে বিদীর্ণ অন্তর।
আসিলেন বিষ্ণুপ্রিয়া কিছু কাল গতে
বধূরূপে শান্তিদীপ নিয়া নিজ হাতে।
অশ্রুময়ী রজনীর হলো অবসান—
শোকতপ্ত জননীরে শান্তি করি দান।
ভাবিলেন মনে মাতা, বিধাতা এবার
কৃপাদৃষ্টিপাতে দুঃখ ঘুচাবে তাঁহার,—
গৌরাঙ্গ হইবে গৃহী, অভাব না রবে
আশা-কল্পতরু শাখা প্রশাখা মেলিবে।
দুর্গত জনেরে সুখ শান্তি প্রদানিয়া
গৃহের অশান্তি শত যাইবে থামিয়া।
এই আশা-তরু হবে সবার আশ্রয়
জননীর ইচ্ছা পূর্ণ হবে সমুদয়।
তারপর ধীরে ধীরে অভীষ্টে স্মরণ ;—
পতির চরণদ্বন্দ্বে আশ্রয় গ্রহণ
হবে সে অন্তিম ক্ষণে। পরিপূর্ণ হবে
নারীধর্ম্ম, ক্ষোভ দুঃখ মনে না রহিবে'।
ভাবেন জননী মনে সন্তপ্ত হৃদয়ে
বিধি মোর প্রতিবাম, গৌর গয়া গিয়ে

পিতৃপিতামহগণে করি পিণ্ডদান
কিছুকাল সেইখানে করি অবস্থান
আসিল গৃহেতে ফিরে অন্য সে নিমাই
উদগত নয়ন-ধারা কথায় কথায়।
রহে যেন অন্য লোকে, কিসের আবেশে
মুখে নাহি সরে বাণী,—যায় বক্ষভেসে।
উন্মাদ বলিছে কেহ, কেহবা পাগল
কিছুই বুঝিনা আমি, বুঝি কর্ম্মফল।
গৃহে মৌন বধুমাতা, রাহুগ্রস্ত শশী
বিষাদের অন্ধকারে রহিয়াছে মিশি।
মোর জীবনের ধন আশার আলোক
ও চাঁদ বদন হেরি ভুলি সর্ব্বশোক ;
যার মাতৃ সম্বোধনে ফিরে পাই প্রাণ
বেদন-মণ্ডিত সদা সেই মুখ খান।
হেরি ওনয়নে জল, জ্বলিছে হৃদয়
স্থির না রহিতে পারি মনে জাগে ভয়।
বিশ্বরূপ সম গৌর লইলে সন্ন্যাস
বজ্রের পতনে হবে সর্ব্বস্ব বিনাশ।
কখনো বা রহে স্থির স্বভাব-সুন্দর
মুখে ফুটে উঠে হাসি, প্রাণ মনোহর।
বাঁচিবারে জাগে আশা, প্রাণ ফিরে পাই
বুকে জড়াইয়া ধরি প্রাণের নিমাই।
সেই হাসিমুখ নাহি রহে বহুক্ষণ
কিসের আবেশে পুনঃ ঝরিছে নয়ন।
শ্রীবাস অদ্বৈত আদি তা'র সঙ্গীগণ
এ আবেশে করে নিত্য আহুতি অর্পণ।
গৃহমাঝে তা'রে আর রহিতে না দেয়
কীর্ত্তনের মাঝে তাকে ডেকে ডেকে নেয়।
গৌরাঙ্গের গৃহসুখ তারা নাহি চায়
পাগল সন্তানে মম, নিয়ত নাচায়
কীর্ত্তনের ছলে নিয়া শ্রীবাস অঙ্গনে,
জানাব কাহারে মোর মরম বেদনে!

কে যেন বলিল মোরে আজিকে সন্ধ্যায়
বিষ্ণুর আসনে বসে তোমার নিমাই
কি যে অসম্ভব সব করে আচরণ
শুনিলে নিস্তব্ধ হবে হৃদয় স্পন্দন।
'বলে আমি ভগবান মোর পূজা কর
মোরে তুষ্ট করে শেষে মেগে নিবি বর।'
না করিলে পূজা মম ধ্বংস হয়ে যাবে
যে-পূজিবে মোরে শুধু সেই রক্ষা পাবে।'
হেন অসম্ভব কথা শুনিয়া জননী
বিশুদ্ধ বাৎসল্য রস-আশ্রয় রূপিণী
সন্ধ্যা হতে গৃহে একা, হয়ে মৃত প্রায়,
ডেকে ডেকে বিষ্ণুপ্রিয়া সাড়া নাহি পায়।
বধূ ও নীরব গৃহে মুখে নাহি ভাষা
সমর্পিয়া গঙ্গাজলে ভবিষ্যের আশা।
বধূ ও শাশুড়ী স্তব্ধ মর্ম্ম বেদনায়
আশা ও আনন্দ হরি নিয়াছে নিমাই।
প্রদীপ জ্বলিছে ঘরে একাকী জননী
ভাবেন পুত্রের কথা, একি আজ শুনি
ঈশ্বর হয়েছে মোর অবোধ সন্তান
জননী চাহিছে ক্ষমা, ওগো ভগবান,
অবোধের অপরাধ করহ মার্জ্জনা
বুঝাব তাহারে, আর কভু বলিবেনা
নিজেরে ঈশ্বর বলে'। একি অমঙ্গল
নয়ন যুগলে মার ঝরে অশ্রুজল।
গৃহ বিগ্রহের কাছে শির নোয়াইয়া
চাহেন জননী ক্ষমা পুত্রের হইয়া।
বিষাদের অন্ধকারে মিশ্রের আবাস
রাখিয়াছে আবরিয়া ; আলোর আভাস
বিন্দুমাত্র নাহি তার, দুঃখের সাগরে
শচীমা দিছেন ঝাঁপ, কে তারে নিবারে?
এসময় শ্রীবাসের আসিল আহ্বান
জননি কোথায় তুমি? দরশন দান

কর মোরে একবার। সাড়া নাহি পেয়ে
শ্রীবাস অন্দর পানে ধীর পদে যেয়ে
দেখে মাতা স্তব্ধ হয়ে মৃত্তিকা আসনে
প্রস্তর মূরতি সম, ধারা দুনয়নে।
শ্রীবাস, ভাঙ্গিতে ধ্যান সাহস না পায়
কেমনে গৌরাঙ্গ কথা মায়েরে জানায়।
'মা' 'মা' বলে ডাকে শেষে, লভে মাতা জ্ঞান
মনে করে বিশ্বম্ভর; মুখ তুলে চান।
শ্রীবাস তখন তাঁরে কহে প্রণমিয়া
আসিয়াছি গৌরাঙ্গের সংবাদ লইয়া,
কীর্ত্তনেতে বিশ্বম্ভরে মোরা নিয়া যাই
আমাদের সাথে মিশে পাগল নিমাই
হয়েছে সংসার ছাড়া, আপনার মনে
জাগিয়াছে এ ধারণা; গৌরাঙ্গের গণে
ভাবেন অহিত-কাম। নাচিয়া কাঁদিয়া
সঙ্কীর্ত্তনে বিশ্বম্ভর পাগল হইয়া
রহিয়াছে, অপরাধ হেথা মো-সবার
এখন দেখুন এসে পুত্রে আপনার,
বুঝিবেন তবে মাতা কে কারে নাচায়
পরম ঐশ্বর্য্যে কেবা ভুবন ভুলায়।
আপন পুত্রেবে দেবি, করুন দর্শন
বিষ্ণুর আসনোপরি, নর-নাবায়ণ
বিবাজ করিছে সর্ব্ব ঐশ্বর্য্য লইয়া
নিজ নেত্রে তাঁরে মাতা দর্শন করিয়া
আসুন আমার সাথে। পুত্তলী মতন
শ্রীবাসের সাথে মাতা করেন গমন।
আত্মবুদ্ধি চেষ্টা সব গেছে তলাইয়া
গৌরাঙ্গে হেরিতে মাতা গেলেন চলিয়া।
বিষ্ণুপ্রিয়া একা গৃহে রহিলেন পড়ে
উষ্ণ নেত্রজলে সিক্ত করি ধরণীরে।
আসিলেন কমলাক্ষ জননীরে নিয়া
আসনের পাশে ধীরে; যাইচে ভাসিয়া
অপূর্ব্ব কিরণাবলী প্রভুঅঙ্গ হতে
বিগলিত স্বর্ণ সম সর্ব্ব অঙ্গনেতে।
বিশ্বম্ভরে প্রণমিয়া কন সীতানাথ
এসেছেন মাতা প্রভো, কর দৃষ্টিপাত।
স্তম্ভিতা জননী হেরে বিষ্ণুর আসনে
বৈকুণ্ঠের অধিপতি নর-নারায়ণে
অফুরন্ত ঐশ্বর্য্যের মাধুর্য্যের আর
ঘটিয়াছে সমন্বয় রূপেতে তাঁহার।
পূর্ণব্রহ্ম পরমাত্মা অখিল ঈশ্বর
ওরূপের অধিপতি কভু নহে নর।
চকিতে বাৎসল্যভাব গেল হারাইয়া
দাস্য ভাবে যুক্ত করে শির নোয়াইয়া
পরব্রহ্মে শচীমাতা করেন স্তবন
অগণিত নরনারী করে তা শ্রবণ।
'হে দেব ভুবন বন্দ্যে, সর্ব্বভূতাশয়
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডপতি কৃপার আলয়
এ বিশ্ব তোমারি সৃষ্ট, তুমি সর্ব্বমূল
তোমাতেই স্থিত সব,—মহিমা অতুল।
সৃষ্টি অন্তে প্রলয়েতে তোমাতে আশ্রয়—
লয় এই মহাবিশ্ব নাহিক সংশয়।
সে-তুমি গর্ভেতে মম কবিয়াছ বাস—
বলিলে করিবে মোরে সবে উপহাস।
জন্ম মৃত্যুহীন তুমি অনাদি অব্যয়—
একমাত্র তুমি সত্য অন্য কিছু নয়।'
দ্বাপরে দেবকী মাতা—কংস-কারাগারে
করেছেন দরশন পবম আত্মারে—
সে দেবকী শচীমাতা; সেই অনুভব;
পরব্রহ্ম নারায়ণে করিলেন স্তব।
নাহি পুত্র, নাহি মাতা ভক্ত ভগবান
আজি মহা আবির্ভাবে একমাত্র স্থান,—
অন্যভাব নাহি আর। সকল বন্ধন—
অন্য সর্ব্ব রস আজ হয়েছে খণ্ডন।

আবেশ-প্রভাবে আর ঈশ্বর-কৃপায়
মহাভক্তিভাব আজি জাগে শচীমায়
পূর্ণব্রহ্মনারায়ণে ;—পদদ্বয় ধরি—
র'ন মাতা, সর্ব্ব ধর্ম্ম গেছেন পাশরি।
বৈকুণ্ঠের অধিপতি করুণা করিয়া
শচীর মস্তকে রাঙা পদদ্বন্দ্ব দিয়া
করিলেন আশীর্ব্বাদ ; করেন খণ্ডন
বৈষ্ণবের অপরাধ,—ভকতি-বন্ধন।
প্রেম-ভক্তিদানে ধন্য করিলেন শেষে—
আপ্লুত হৃদয় প্রেম-ভক্তির আবেশে'।
তখন জননী-দেহে সাত্ত্বিক বিকার—
অশ্রু কম্প স্বেদ আদি হইয়া সঞ্চার
প্রেমভক্তিভাব-বন্যা প্রবাহিত হয়—
হেরেন পরম ব্রহ্মে মাতা বিশ্বময়।
হেন অসম্ভব কর্ম্ম কেবল ঈশ্বর—
করিতে সক্ষম হন, নহে কোনো নর।
হোক যত শক্তিমান জ্ঞানবান ধীর
জগতে ঐশ্বর্য্য যার নাহি অবধির,—
জননীরে আশীর্ব্বাদ,—পদদান শিরে—
জীবন রহিতে কেহ করিতে না পারে।
বলিতেও নাহি পারে মুখে ভাষা দিয়া
হেন মহা অসম্ভবে বর্ণন করিয়া।
একমাত্র ভগবান জীবহিত তরে—
কল্পনা অতীত কর্ম্ম আপনি আচরে।
ভাগ্যবান ভক্তগণ ; মনুষ্য স্বভাবে
না পারে সহিতে আর ঐশ্বর্য্য প্রভাবে—
ঈশ্বরের দিবারাত্র। তাই, সবাকার হয়ে—
কমলাক্ষ ভগবানে ক'ন প্রণমিয়ে।
'আপনার মহৈশ্বর্য্য করি সংবরণ—
ক্ষুদ্রশক্তি ভক্তবৃন্দে করুণ রক্ষণ।'
আপনার বিশ্বরূপ মূরতি হেরিয়া
মহামতি পার্থ হন বিকম্পিত হিয়া—
অভিলাষী নরমূর্তি করিতে দর্শন,—
মোরা ক্ষুদ্রবুদ্ধি দাস, ক্ষীণ জ্ঞানমন,
কৃপাকরে নররূপে যেভাবে মিশিতে
আগে আমাদের সাথে সেভাবে আশ্রিতে
দাও পুনঃ ধরা নাথ, তব দাসগণে,—
জানাই প্রণতি ওই যুগল চরণে।
শুনে অদ্বৈতের বাক্য ধীরে নারায়ণ—
আপনার মহৈশ্বর্য্য করি সংবরণ—
বিষ্ণুর আসন হতে আসেন নামিয়া
সখারূপে সকলেরে তবে আলিঙ্গিয়া
করেন আনন্দদান। চর্ব্বিত তাম্বূল—
দেন সবে বিতরিয়া। আনন্দ অতুল
লভিতে লাগিল সবে,—যথা বৃন্দাবনে
রাসের উৎসবে কৃষ্ণ গোপাঙ্গনাগণে।
কারো সাথে নৃত্য করে, পরশিয়া কারে
করালেন আনন্দেতে উন্মত্ত সবারে।
এবে সে আভীর কন্যা গুপ্ত-বৃন্দাবনে
আসিয়াছে নবরূপে ; গৌরাঙ্গের গণে—
আজি মহা প্রকাশের রাস রসোৎসবে—
করিছেন পরিতৃপ্ত ঐশ্বর্য্য প্রভাবে।
শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা দেবী নারায়ণী
তাম্বূল প্রসাদ শেষ লভিয়া তখনি—
মহানন্দে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' ব'লে আত্মহারা
বালিকা নাচিতে থাকে,—নেত্রে বহে ধারা
হেন অপরূপ কার্য করে গৌর রায়—
এই মহাপ্রকাশের তুলনা কোথায় ?
চৈতন্যলীলার ব্যাস বৃন্দাবন দাস—
পুত্র যার ; নাম শুনে সর্ব্ববিঘ্ন নাশ।
এইভাবে একে একে সকল ভকতে
প্রেমনিধি মহাপ্রেম বিলাতে বিলাতে
কহিলেন তোমা সবে আমার প্রভায়,
না পার সহিতে যদি তবে আমি যাই'।

এবলি' হুঙ্কার ছেড়ে পড়েন ভূমিতে
নিশ্চল নিথর দেহ—প্রাণ নাহি তাতে।
প্রাণকৃষ্ণে না হেরিয়া গোপাঙ্গনাগণ—
হইয়া উন্মত্তসম করিয়া ক্রন্দন
ঘুরে সারা বনে বনে। ভক্তেরা সকলে
হইয়া বিদগ্ধ প্রভু—বিরহ অনলে—
'কোথা গেলে লুকাইয়া গোরা-গুণমণি--
বাঁচাও দর্শনদানে, না হলে এখনি—
আমরা ত্যজিব প্রাণ, না রাখিব আর
তুমি না রহিলে শূন্য জীবন আঁধার।
অখিল সৌন্দর্য্যসার কষিত কাঞ্চন—
নিশ্চেষ্ট হইয়া ভূমে আছে অচেতন
আজানুলম্বিত বাহু প্রভু বিশ্বম্ভর—
অবশেষ নাহি রাত্রি—শেষের প্রহর।
উদিছে সবিতৃদেব উদয়-অচলে—
ভকত সৌভাগ্যরবি, নিদ্রিত ভূতলে।
মহাপ্রকাশের এই আনন্দ মেলায়
কাটিয়াছে দিবারাত্র সুধার ধারায়।
এখন বিরহক্লিষ্ট সুকঠিন ক্ষণ—
স্থির হিমাচল সম নাহি সংক্রমন।
কত যুগ যুগান্তর কত দীর্ঘকাল—
সবারে ত্যজিয়া যেন গিয়াছে দয়াল।
বৃন্দাবনে রাসোৎসবে কৃষ্ণ অন্বেষণে—
যে-বিরহ জ্বালা ভোগে গোপাঙ্গনা গণে।
আজিকে প্রভুর এই মূর্চ্ছা অসংজ্ঞান
হরণ করিয়া নিছে সবাকার প্রাণ।
মরণ অধিক দুঃখ পাইতেছে সবে
বিসর্জ্জিছে শোকঅশ্রু বসিয়া নীরবে।
সকল প্রয়াস ব্যর্থ না আসে চেতন
করিতেছে পাশে সবে নাম সংকীর্ত্তন—
কেহ অঙ্গ বিমর্দ্দন, পাদ সংবাহন
করেও ফিরাতে নারে প্রভুর চেতন।

কমলাক্ষ প্রভুনাম করে' উচ্চারণ—
ডেকেছেন উচ্চৈঃস্বরে করিয়া ক্রন্দন।
শোকে নিত্যানন্দ প্রভু উন্মত্তের প্রায়
কোথা মম গৌর বলে কাঁদিয়া বেড়ায়।
সঙ্গে সঙ্গে অগণিত ভকতের গণ—
কোথা প্রাণ প্রভু বলে করিছে ক্রন্দন।
রজনীতে আনন্দের সে উৎস কোথায়
তপ্ত অশ্রুজলে সবে অঙ্গন ভাসায়।
আনন্দের কোন চিহ্ন নাহিক অঙ্গনে,
ধ্বনি প্রতিধ্বনি শুধু ক্রন্দনে ক্রন্দনে
রাখিয়াছে পূর্ণ করে সর্ব্ব দিগঙ্গন—
পূর্ব্বাচলে অশ্রুসিক্ত তরুণ তপন
চাহিয়া রয়েছে নিম্নে স্বর্ণগিরি পানে
ছিল গত রজনীতে যাহার ধেয়ানে।
জীবনের কোন চিহ্ন নাহি আসে ফিরে
প্রভুদেহে, রহিয়াছে ভক্তবৃন্দ ঘিরে।
অশ্রুময় সর্ব্বক্ষণ নাহি কারো ভাষা
নীরবে ক্রন্দন, আর মনে নাহি আশা।
দিক্‌চিহ্নহীন মহা শোকের সাগরে
চলিয়াছে ভেসে, দুঃখ জানাইবে কারে।
হতাশ হইয়া শেষে করিলা মনন—
অদ্বৈত শ্রীবাসে নিয়া, 'জাহ্নবী জীবন—
মোদের আশ্রয়-শেষ। প্রভু হারাইয়া—
বৃথা এই দেহ নাহি বেড়াব বহিয়া!
প্রাণহীন দেহসম আমরা সকলে—
দগ্ধ হইতেছি মাত্র শোকের অনলে
করিব গঙ্গার নীরে দেহ বিসর্জ্জন
অসহ্য এ শোকবহ্নি হবে নির্ব্বাপণ।'
করে এ সঙ্কল্প সবে, শেষ একবার—
প্রয়াসী হইয়া সবে সংজ্ঞা ফিরাবার—
বিগলিত স্বর্ণসম প্রভু দেহখানি—
মিলে সবে ভূমি হতে গৃহে তুলে আনি

গঙ্গাজল নেত্রে পুনঃ করিলা সিঞ্চন,
উষ্ণঘৃত সর্ব্বঅঙ্গে করিয়া মার্জ্জন,
আরম্ভ করেন মহানাম সঙ্কীর্ত্তন
প্রভুর শ্রবণ পাশে। অশ্রুবিসর্জ্জন
করিতেছে কেহ বসে, না হেরি সংজ্ঞান—
আর মুকুন্দ মধুর কণ্ঠে আরম্ভিল গান।
প্রহর অতীত হলো প্রাণের কানাই
উঠ, উঠ, সখাগণ—তব সঙ্গ চায়।
অসময়ে এত ঘুম কভু ভাল নয়,
এত বেলা, বল কেবা ঘুমাইয়া রয় ?'
একীর্ত্তন ধীরে ধীরে চলে বহুক্ষণ
চলে সাথে সাথে ভক্তবৃন্দের ক্রন্দন।
সকলে সঙ্কল্পে স্থির, দেহ বিসর্জ্জন
প্রভু না লভিলে সংজ্ঞা; তবে নারায়ণ—
আর কি রহিতে পারে নিশ্চল হইয়া
প্রাণের স্পন্দন ধীরে আসিছে ফিরিয়া।
কীর্ত্তনের সাথে জাগে পুলক স্পন্দন
সর্ব্বঅঙ্গে, ভক্তবৃন্দ আনন্দিত মন।
নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে পেয়ে প্রাণের আভাস
সবার অন্তরে জাগে মহান উল্লাস।
আরম্ভিল উচ্চৈঃস্বরে মহাসংকীর্ত্তন
কম্পিত হইয়া উঠে গগন পবন।
শয্যা হতে ধীরে প্রভু উঠেন জাগিয়া
চারিপাশে ভক্তগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া;
পাখা নিয়া করে কেহ শ্রী-অঙ্গে ব্যজন
নিয়া গন্ধতৈল কেহ করিছে মার্জ্জন।
নূতন বসন কেহ দিল পরাইয়া—
সারা অঙ্গ হতে সব ধূলি মুছাইয়া।
শ্রীঅঙ্গের দিব্যতেজে প্রদীপ্ত অঙ্গন—
জেগেছে আনন্দময় তিমির হরণ।
নতমুখ হয়ে প্রভু আছেন লজ্জায়—
তৃতীয় প্রহর বেলা এখনো শয্যায়!
কন শ্রীবাসেরে ডেকে, আমি এতক্ষণ
কেমন করিয়া ঘুমে ছিনু অচেতন!
মধ্যাহ্ন অতীত প্রায় এখনো বসিয়া—
পাঠঅন্তে ছাত্রগণ গিয়াছে চলিয়া—
অবশ্য আপন ঘরে। তোমাদেরে হেরি
চপল অস্থির যেন,—বুঝিতে না পারি।
তবে, শ্রীবাস কহিল ধীরে প্রভুকে হাসিয়া
কীর্ত্তনেতে এতকাল মূর্চ্ছিত হইয়া
ছিলে তুমি। মোরা সবে ছিনু মৃতপ্রায়
তব জাগরণে প্রাণ পেয়েছে সবায়
লজ্জিত হলেন প্রভু নিজ আচরণে
পেয়েছে সকলে দুঃখ নিযা সংজ্ঞাহীনে।
সবাকারে তাই প্রভু কহেন ডাকিয়া—
লভিয়াছ মহা দুঃখ আমাকে লইয়া—
ভাগীরথী নীরে সবে চল স্নানে যাই—
বেলা হলো, কর ত্বরা,—ক্ষুধার্ত্ত সবাই।
গুপ্ত বৃন্দাবনলীলা হয়েছে প্রকাশ—
অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ মনের উল্লাস—
মহা আবির্ভাবলীলা,—না দেন জানিতে,
বিপদ আশঙ্কা পুনঃ সবাকার চিতে,
সবাকার প্রিয়বন্ধু সখা বিশ্বম্ভর—
তার স্নেহে প্রেমে সবে মগ্ন নিরন্তর।
ক্ষুধাতৃষ্ণা অনুভবে ছিলনা কাহার—
এই মহা আবির্ভাবে, আনন্দে সাঁতার
কাটিয়াছে শিশুসম দেহ গেহ ভুলি'—
ঈশ্বর-মাধুর্য্যে ডুবে গিয়াছে সকলি।
বালক বালিকা যত রমণীরা আর—
দেহবোধ সেইকালে ছিলনা কাহার।
কোথা ক্ষুধা তৃষ্ণা কোথা ঈশ্বর দর্শনে
নন্দন আনন্দ সুধা ক্ষরিতেছে প্রাণে।
লীলা শেষে প্রভু যবে হন অচেতন—
সুখ-স্বর্গ হতে হল সবার পতন—

দুঃখের তিমিরে ঘন ; ভয় সবাকার
জাগ্রত অন্তর লোকে রহস্য লীলার—
জানে যদি বিশ্বম্ভর কি জানি ঘটায়—
তাই, ঐশ্বর্য্যের কথা তাঁরে কেহ না জানায়।
বুঝিয়াছে ভক্তবৃন্দ প্রভু বিশ্বম্ভরে—
সর্ব্ব অবতার সার প্রত্যক্ষ ঈশ্বরে।
সর্ব্বজ্ঞ, ঈশ্বর ভিন্ন হেন অসম্ভবে
ক্ষুদ্র শক্তি মানবেতে কভু না সম্ভবে।

উনবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

বিংশ সর্গ

অদ্বৈত আচার্য্যের সহিত প্রভুর প্রেমরঙ্গ

ত্রয়োবিংশ বরষেতে গৌরাঙ্গ সুন্দর
শ্রীবাস অঙ্গনে মহা প্রকাশের পর—
হইলেন সম্পূজিত ঈশ্বর বলিয়া
সর্ব্বশক্তিমান তিনি স্বতন্ত্র হইয়া।
অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ মহাবীর্য্য-বান—
নানা শাস্ত্র পারঙ্গম ; তাকে ভগবান—
সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়রূপে প্রত্যক্ষ করিয়া—
বেদবিধি মতে পূজে প্রণত হইয়া।
নবদ্বীপে সুবিখ্যাত নিমাই পণ্ডিত
কেশব কাশ্মিরী-জয়ী বহু শাস্ত্রবিদ
জানিত সকলে আগে। এবে বিশ্বম্ভর
ভক্তের হৃদয়রাজ্যে সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর।
বিষ্ণুর আসনে তাঁকে পূজে ভক্তগণ—
বিশ্বসিতে নারে তাহা যোগী জ্ঞানিগণ।
ঈশ্বরের উপলব্ধি করিবে হৃদয়—
হেরিবে মানস-লোকে নিত্য মধুময়—
ভগবানে, প্রেমভক্তি সহায় করিয়া
করিবে জীবন ধন্য আত্ম-সমর্পিয়া।
যোগীগণ সদারত যোগ কর্ম্মনিয়া—
কিসে কি ঘটায় সেই ঐশ্বর্য্য লইয়া।
জ্ঞানী রহে সদা যুক্তি তর্কের বিচারে—
সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতম পন্থা নিত্য আবিষ্কারে।
কোথায় হৃদয় হেথা ? কোথা সমর্পণ
হেরিবে ঈশ্বরে ? কোথা পাইবে নয়ন ?
বুদ্ধিগম্য নাহি হন কভু ভগবান
তিনি যে অচিন্ত্যশক্তি প্রেমিক মহান্।
মানবে সীমিত জ্ঞান,—হোক না গভীর
অসীম অনন্ত তিনি, কোথা তার তীর ?
তাইত মানব বুদ্ধি অনন্ত সন্ধানে—
আসে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আপনার পানে।
নবদ্বীপ বাসিগণ—যবে বিশ্বম্ভরে
প্রত্যক্ষ ঈশ্বররূপে পূজিছে অন্তরে
যোগী জ্ঞানীগণ সেথা স্তম্ভিত হইয়া
রহেন নীরবে, তত্ত্ব না পায় খুঁজিয়া।
অজ্ঞান উন্মত্ত হয়ে তারা নিরন্তর
করিছে প্রচার, কোথা পাইলে ঈশ্বর ?
জগন্নাথ সুত এবে পণ্ডিত নিমাই—
তার্কিকের শিরোমণি ঈশ্বর কোথায় ?
ঈর্ষ্যাদগ্ধ পণ্ডিতেরা ঐশ্বর্য্যে তাঁহার
সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর রূপে মনে সবাকার—
লভিবে আসন পুনঃ ! অসহ কল্পনা—
হইবে বাস্তব শেষে ! তাঁরা সহিবেনা।
ঈশ্বর করুণাময় সর্ব্বহিত কাম
সবার আশ্রয় তিনি মহানন্দধাম।

প্রাণহীন পাণ্ডিত্যের রূপ পরিচয়ে—
রয়ে যায় প্রভুচিত্ত ব্যথিত হইয়ে।
জ্ঞানের সহিত দ্বন্দ্ব ভকতি প্রেমের
অগ্নি আর জলসম নিত্য-সে-কালের
আপনা প্রকাশ প্রভু করেন যখন,
নবদ্বীপবাসি যত নরনারীগণ—
লভিলা প্রভুর পদে পরম আশ্রয়
হইল উদ্ধার, প্রাণে লভিল অভয়।
প্রভুর চরিত কথা ঈশ্বরত্ব আর
নবদ্বীপে সর্ব্বত্রই হয়েছে প্রচার।
রাজপথে জনে জনে ভাগীরথী তীরে—
সবার মুখেতে প্রভু সতত বিহরে।
ঈশ্বর রূপেতে সবে কেহ বন্ধু রূপে
পণ্ডিতেরা সুতার্কিক পণ্ডিত স্বরূপে
আলোচনা করে সবে বিশ্বম্ভরে নিয়া
আপনার ইচ্ছামত স্বরূপ বর্ণিয়া।
অদ্বৈত আপন ইষ্টে যান ধ্যান করে
যথা শাস্ত্র বিধিমতে আচারে বিচারে।
ঈশ্বর ভাবেতে প্রভু রন যতক্ষণ
অদ্বৈতের সর্ব্বপূজা করেন গ্রহণ
আশিস প্রভুব আর সঙ্গ মধুময়
করে রাখে পরিপূর্ণ অদ্বৈত-হৃদয়।
ঈশ্বব ঐশ্বর্য্যে সবে না পারে সহিতে,
ক্ষুদ্রশক্তি ভক্তবৃন্দ, আপনার চিতে।
তাই প্রভু, ভক্তরূপে অধিক সময়
রহে সবাকার সাথে। আচার্য্যের ভয়—
সেইকালে প্রভু তারে ভকতি করিয়া
জানান মনের শ্রদ্ধা পদধূলি নিয়া।
আপন অভীষ্টরূপে গ্রহণ যাঁহারে
করেছেন মনে প্রাণে হৃদয় মাঝারে—
তিনি যদি বিপরীত ভাবের আশ্রয়
নেন, তবে আচার্য্যের মনে জাগে ভয়।

বাধা দেন মনে প্রাণে, প্রতিবাদ করি।
নাহি মানে কোন বাধা আপনি শ্রীহরি।
তাই, অভীষ্টের পদতলে বাস করিবার
বাসনা করিয়া ত্যাগ, ফিরিতে আবার—
পুরাতন বাসভূমি ধাম শান্তিপুর—
হরিদাসে সাথে নিয়া আচার্য্য প্রভুর
জাগিয়াছে অভিলাষ। কেহ নাহি জানে
অতর্কিতে একদিন গোপনে গোপনে
উষার উদয় সাথে গম্ভীর হইয়া—
গৌরাঙ্গ পরশ নিজ বক্ষেতে লইয়া—
চলিলেন, ভাষাহীন নীরব উভয়—
নয়ন হইয়া রহে শুধু বাক্যময়।
শান্তিপুরে সীতানাথ, প্রভু নদীয়ার
কিছুকাল কারো সাথে দেখাশুনা নাই
ছুটিয়া চলিছে কাল নদীর মতন
উভয় জানিছে শুধু উভয়ের মন।
আচার্য্য প্রভুর মনে বিষম বেদনা
অভীষ্ট চরণে তাঁর স্থান হইল না।
বড় আশা ছিল মনে মিলিবেক স্থান
তৃপ্ত হবে সর্ব্বেন্দ্রিয়, পূর্ণ হবে প্রাণ।
যাঁর আবির্ভাব মনে সঙ্কল্প করিয়া
গঙ্গাজলে তিলকুশ তুলসীরে নিয়া
করিনু মানসযজ্ঞ; প্রভু জনার্দ্দন
বৈকুণ্ঠের অধিপতি নর নারায়ণ
হয়েছেন আবির্ভূত। আর নাহি ভয়
কলিহত জীবকুল লভিবে আশ্রয়।
শ্রীবাস অঙ্গনে যাহা হেরিনু নয়নে।
ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যময় নর-নারায়ণে—
আশ্চর্য্য বিস্ময়াবহ। অবতার সার
সর্ব্বসিদ্ধিদাতা কৃষ্ণ ভিন্ন নহে আর।
সংশয় নাহিক মম বিন্দুমাত্র মনে
অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি শচীর নন্দনে।'

কিন্তু, এবে এ জিজ্ঞাসা মনে হতেছে উদয়
ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি সেই যদি হয়
কেন তবে পদে মোরে স্থান নাহি দিলে
কেন বা দাসেরে তিনি প্রণাম করিলে ?
বলেন আপন মুখে আমিইত সেই—
কি বিস্ময় ক্ষণপরে কিছু আর নেই।
সেই দীপ্তি সেই ভাষা প্রফুল্ল লোচন
ক্ষণে অন্তর্হিত হয়ে হন অন্য জন।
ঐশ্বর্য্য ও ভগবত্তা কিছু নাহি রয়—
সামান্য মনুষ্যসম বিধি আচরয়।
যাদুকর মোরে নিয়া খেলিছে কি খেলা
হতবুদ্ধি আমি এই অপরাহ্ন বেলা।
আপন স্বরূপে ধরা দিতে নাহি চায়
অধম সেবকে নিয়া কি খেলা খেলায়।
চিত্ত মম নাহি বুঝে, প্রভুর ইচ্ছায়
অশান্ত অস্থির মন শান্তি নাহি পায়।'
'মোর কাছে ভগবান না জানি কি চাহে
দগ্ধ হই নিরন্তর নিরমম দাহে'।

মহাজ্ঞান আচার্য্যেরে নিয়া ভগবান
খেলেন অপূর্ব্ব খেলা। যার মহাদান
কলিহত-জীবত্রাতা শ্রীগৌরাঙ্গহরি—
সংসার সমুদ্রে তিনি নিয়া প্রেমতরী।
আজি, ভক্ত আর ভগবান মহা পরীক্ষায়—
আনন্দে বেদনে গূঢ় অন্ত যার নাই।
পরম বিক্রমশীল আচার্য্য সুধীর—
অনেক চিন্তার পর করিলেন স্থির।
অবতীর্ণ ভগবান প্রেমভক্তি দিতে—
দুর্গতে পতিতে নীচে করুণা বিলাতে।
হেথায় করিব আমি জ্ঞানের প্রচার
নিয়া যোগ-বাশিষ্ঠেরে। তার সমাচার
কিছুদিনে প্রভুকর্ণে নিশ্চয়ই যাইবে
ভক্তিহীনে অবশ্যই অশ্রদ্ধা করিবে।

প্রেমভক্তি দান করা স্বভাব যাঁহার
শুষ্ক জ্ঞানি-জনে হেলা হইবে তাঁহার।
আর যদি পদদ্বন্দ্বে রহে মম স্থান—
অবশ্য এ অপরাধে দিবে শিক্ষাদান।
করিবে শাসন মোরে আপনি আসিয়া,
আনিবে হৃদয়ে শান্তি, সংশয় নাশিয়া।
আচার্য্য ইহাই মনে নিশ্চয় করিয়া—
আরম্ভ করেন যোগ-বাশিষ্ঠেরে নিয়া—
বিচার বিতর্কপাঠ সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ—
সমাগত শ্রোতৃবৃন্দ করেন শ্রবণ।
'প্রেমভক্তি দুর্ব্বলের, সবলেরা জ্ঞানে—
আপন জীবনে সদা সত্য করি মানে।
মণ্ডপের কোণে বসে হাসে হরিদাস
শুনে, আচার্য্য মুখের ভাষা,—ভক্তি-পরিহাস।
ভক্ত আর ভগবানে মান-অভিমান—
চলিয়াছে, হরিদাস করে অনুমান।
এইভাবে চলে পাঠ কিছুকাল ধরি'
নবদ্বীপে বসে জানে শ্রীগৌরাঙ্গহরি—
অদ্বৈতের মনোভাব ভাষা আদি তাঁর,
অন্তর্যামী নারায়ণ করুণাবতার।
একদিন নবদ্বীপে করিতে ভ্রমণ—
অবধূত নিত্যানন্দে ডেকে প্রভু কন
বহুকাল আচর্য্যের সাথে দেখা নাই,
চল একবার মোরা শান্তিরে যাই'
দেখে আসি আচার্য্যেরে। শুনে নিত্যানন্দ
অদ্বৈতে হেরিবে বলে মনে পরমানন্দ।
ক'ন শুভ অভিলাষ জাগিয়াছে মনে
না করে বিলম্ব আর চলহ এক্ষণে।
বহুকাল তাঁর সাথে দেখাশোনা নাই
পূত সাহচর্য্যে তাঁ'র মহাসুখ পাই।

শান্তিপুর নবদ্বীপ হ'তে ব্যবধান—
সামান্য কয়েক ক্রোশমাত্র তার মান—
ভাগীরথীতীর পথে। বিটপী সুন্দর—
পথের উভয় পার্শ্বে শোভে মনোহর।
জাহ্নবী-শীকর-স্নাত মন্দ মন্দ বায়
মধুর আনন্দপ্রদ তরুর ছায়ায়
সমাচ্ছন্ন সরণির স্নিগ্ধ মধুরতা
পথিকের পথশ্রমে আনে লাঘবতা।
সবিতা উদয়াচলে স্বর্ণরশ্মিজালে
রঙীন করিয়া দিলে দিকচক্রবালে।
প্রভাতে অরুণোদয়ে চলে দুই ভাই—
আচার্য্যেরে উদ্দেশিয়া গৌরাঙ্গ নিতাই।
নামেতে ললিতপুর গ্রাম মধ্যপথে—
বামাচারী সন্ন্যাসীর এক আশ্রমেতে
নিয়া যান অবধূত গৌরাঙ্গ সুন্দরে—
অন্তরে বাসনা প্রভু, উদ্ধারে তাঁহারে।
দ্বিতীয় প্রহর বেলা মধ্যাহ্নে ভাস্কর—
পথশ্রান্ত নিত্যানন্দ গৌরাঙ্গ সুন্দর।
সন্ন্যাসীর আশ্রমেতে করিলে গমন,
সন্ন্যাসী হইল মুগ্ধ করি দরশন
অপরূপ হেমকান্তি প্রভু বিশ্বম্ভরে—
পরম আনন্দ জাগে তাঁহার অন্তরে।
তারপর নানা কথা হলো আলাপন
বামাচারী সন্ন্যাসীর হীন আচরণ
রূপে রসে ভোগতৃষা,—প্রভুর কৃপায়—
বিবর্তিত হলো সব প্রেম মহিমায়।
সন্ন্যাসীর আমন্ত্রণ করিয়া গ্রহণ
দুই ভাই আশ্রমেতে করেন ভোজন।
আম্র পনসআদি নানা ফলমূল—
বামাচারী সন্ন্যাসীর সৌভাগ্য অতুল।
সবারে করেন কৃপা গৌরাঙ্গ সুন্দর—
বৈষ্ণবনিন্দক আর ভক্তিহীন নর—
না লভে তাঁহার কৃপা ; অন্য আর সবে
এই অবতারে প্রভু-কৃপায় লভিবে।
আশ্রম হইতে তবে বাহির হইয়া—
কিছুপথ অতিক্রমি, কি মনে ভাবিয়া
অবধূতে কনপ্রভু, করি সন্তরণ—
গঙ্গাবক্ষে চল যাই অদ্বৈত-ভবন।
উভয়ে তখন লম্ফ দিয়া গঙ্গাজলে
শান্তিপুর পানে সন্তরণ, আরম্ভিলে।
তরঙ্গিণী ভাগীরথী নাথে বক্ষেনিয়া
চলিয়াছে নৃত্যপরা উন্মত্তা হইয়া।
গঙ্গার পরশে পূর্বস্মৃতি জাগরণ—
ঈশ্বর আবেশে পুনঃ নরনারায়ণ।
মহাভাবাবেশে করি সুতীব্র হুঙ্কার
সমুচিত শিক্ষা আজি হইবে নাড়ার।
প্রেমভক্তি বিলাইতে আনিয়া আমারে—
আপনি গৃহেতে বসে বাশিষ্ঠ প্রচারে !
মোর হস্তে উপযুক্ত শিক্ষা আজি পাবে,—
শির হতে জ্ঞানভূত অবশ্য পালাবে।"
শুনিছেন নিত্যানন্দ প্রভুর হুঙ্কাব—
অদ্বৈত পাইবে শিক্ষা আনন্দ তাহার।
এদিকে আচার্য্য বসে আপন ভবনে,
আনন্দে উন্মত্ত যোগবাশিষ্ঠ ব্যাখ্যানে।
'জ্ঞানহীন মনুষ্যের বৃথাই জীবন
জ্ঞানে পুরুষার্থ লাভ, জ্ঞান মহাধন।'
এ সময় আর্দ্রবস্ত্রে ঈশ্বর আবেশে—
উঠে গঙ্গাবক্ষ হ'তে গৌরাঙ্গ সরোষে।
মহামল্ল সম লম্ফদিয়া সভাস্থলে
চকিতে উঠিয়া, ধরি আচার্য্যে সবলে।
পক্কশীর্ষ কেশগুচ্ছে ;—কংসারি আপনি
অলৌকিক বাহুবলে কংসেরে যেমনি
নিপাতিত করি ভূমে নৃশংসেরে প্রায়
দিয়াছিল মহাশিক্ষা, অদ্বৈতে হেথায়—

ভূমিতলে সভামাঝে করিয়া নিপাত
কিলঘুষি যথা ইচ্ছা কঠোর আঘাত
করিয়া হুঙ্কার ছেড়ে, অরুণ নয়ন—
সম্বোধি' আচার্য্যে করে পরুষ ভাষণ,—
'মহাভণ্ড হে পাষণ্ড, প্রেমনিয়া ছল,
করেছিস এতকাল, এই তার ফল'।
মোরে দিয়া প্রেমভক্তি প্রচার ছলনা,
দেখুক সকলে বৃদ্ধে কিবা গুণপনা।
আমারে আনিলি তুই যুগান্ত-সাধনে
উদ্ধার করিতে কলিহত জীবগণে—
বিলাইয়া প্রেমধর্ম্ম দীনে আচণ্ডালে
আর, এখন বলিস তুই জ্ঞান নাহি হলে—
মনুষ্য জনম বৃথা! ভক্তি কিছু নয়—
পুরুষার্থ মাত্র জ্ঞান, অক্ষয় অব্যয়।
ভাঙ্গিব ভণ্ডামি তোর, জ্ঞানভূতে আর
রহিতে দিবনা শিরে পাষণ্ড তোমার'।
গৌরাঙ্গের রুক্ষ তীব্র কঠোর ভাষণে—
স্তম্ভিত বিস্মিত মুগ্ধ ভকতের গণে
না পারে ভাবিতে তারা এই কি নিমাই—
পণ্ডিতের শিরোমণি ; রূপমহিমায়
কামদেব নতশির; মধু যাঁর ভাষ—
পূত সাহচর্য্যে যাঁর অমৃত আভাস—
এই মহাবীর সেকি? নেত্র অগ্নিময়
দেহ হতে জ্যোতিকণা বিনির্গত হয়।
প্রভুহস্তে আজ বুঝি যান সীতানাথ
পরপারে, মহামল্ল যে তীব্র আঘাত
হানিতেছে বারে বারে ; কি মহা বিস্ময়,
ক্ষণিকে ঘটিয়া গেল, কি মহা প্রলয়'।
পতিপ্রাণা সীতাদেবী, হেন অবস্থায়
স্বামীরে শয়ান দেখি, অসহ ব্যথায়
হয়েছেন জীবন্মৃত। হারাইয়া জ্ঞান—
ভয়েতে স্তম্ভিত, পাশে অদ্বৈত-সন্তান।

কিন্তু কি আশ্চর্য্য যাহা বুঝাবার নয়
যে বৃদ্ধেরে এত শাস্তি, দেহ ছিন্ন হয়—
প্রচণ্ড আঘাতে রূঢ়, একাধিক বার,
যাতে দেহ-মধ্য-অস্থি হয় চূরমার।
শুভ্রশ্মশ্রু সেই বৃদ্ধ আনন্দাতিশয়ে
প্রেমদাতা নারায়ণ পদোপরি শুয়ে।
যুক্তকর, নেত্রদ্বয়ে জাহ্নবীর ধার
ভক্তিগদকণ্ঠে কন, করুণাবতার
অধম পাষণ্ডে তুমি যে কৃপা করিলে
যাচিয়া গৃহেতে এসে যে প্রসাদ দিলে
কোথায় তুলনা তার। বুঝিনু এবার
তুমিই আরাধ্য প্রিয় দেবতা আমার।
পরম অভীষ্ট তুমি সত্য সনাতন
কলিজীব প্রাণবন্ধু, একান্ত আপন।
তুমি ভিন্ন কেহ আর নাহি ধরাতলে,
দাসেরে করিয়া কৃপা, জগতে দেখালে
অবতার সার তুমি সর্ব্বশক্তিমান
ধরেছ মনুষ্য দেহ। কাঁদে তব প্রাণ
অভাগা জীবের লাগি'। হে করুণাময়
এ ক্ষুদ্র রসনা কত দিবে পরিচয়!
মহাআবির্ভাবে তোমা করিনু দর্শন
পরিপূর্ণ মহৈশ্বর্য্যে, বিমুগ্ধ নয়ন।
স্তম্ভিত মানস, বুদ্ধি, পরম বিস্ময়ে
হেরিলাম অপরূপে, একান্তে নির্ভয়ে।
দুর্ব্বল আমার মন স্বভাবের দোষে
পুনঃ, ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য ভুলি সংশয় প্রকাশে।
অমূলক সে সংশয়ে আজি কৃপা করি
ভ্রান্ত সেই পন্থা হতে দাসেরে উদ্ধারি'
নিলে নিজ মহিমায়। কি বলিব আর
হে প্রভো, করুণাসিন্ধু, তোমা বার বার
দিতেছি পরম দুঃখ দুর্ব্বলতা দোষে
ক্ষম সর্ব্ব অপরাধ করুণা প্রকাশে'।

আমি শুধু দাস তব আর কিছু নই
যুগে যুগে পদদ্বন্দ্বে পড়ে যেন রই।
ক্ষমার অযোগ্যে হীনে করিলে করুণা,
দাও পদতলে স্থান,—করোনা বঞ্চনা'।
এই বলে গৌরাঙ্গের পদদ্বয় ধরি'
রাখেন অদ্বৈত নিজ মস্তক-উপরি।
ঈশ্বর আবেশে প্রভু দিব্য জ্যোতির্ম্ময়
অদ্বৈতের শিরে হাত দানিয়া অভয়
দিলেন করুণা করি। গাঢ় আলিঙ্গনে
নিলেন আপন বক্ষে, সুবৃদ্ধ ব্রাহ্মণে।
নিত্যানন্দ-হরিদাস দাঁড়িয়ে অদূরে
হেরিয়া অদ্বৈতভাগ্য আনন্দে শিহরে।
অশেষ সৌভাগ্যবলে নিজে ভগবান
আসিয়া গৃহেতে দাসে করে শিক্ষাদান।
সত্য ত্রেতা যুগে জ্ঞান হয় হোক বড়,
কলিযুগে প্রেমভক্তি সর্ব্ব উচ্চতর।
অন্যযুগ জ্ঞান নিয়া করুক বড়াই
প্রেমভক্তি ভিন্ন কলিজীবে গতি নাই।
জ্ঞানে যত হোক বড় ধনে ধনবান
হলে প্রেমভক্তিহীন, নাহি কোন মান।
পতিপ্রাণ সীতাদেবী প্রভুর কৃপায়
পান ফিরে আত্মজ্ঞান। বলিলেন হায়
অখিলের অধিপতি গৃহেতে আমার
এই সুখ সৌভাগ্যের সীমা নাহি আর।
প্রেমানন্দে আচার্য্যের নাহি বাহ্যজ্ঞান
ঈশ্বরের বুকে আজি লভিছেন স্থান।
ভগবান, আচার্য্যেরে নিজকোলে নিয়া
চলেছেন অশ্রুগঙ্গা তরঙ্গে ভাসিয়া—
কোথা মনে-অভিমান, ভক্ত-ভগবান
মিলিয়াছে, লভিয়াছে নিজ নিজ স্থান।
আনন্দের বন্যা বহে অদ্বৈতভবনে
পূত মন্দাকিনীধারা সবার নয়নে।

শ্রীগৌরাঙ্গে অদ্বৈতের প্রেম-পরিচয়
পাইয়া মানিছে সবে পরম বিস্ময়।
আনন্দের সীমা নাহি ভক্ত হরিদাসে
মেতেছেন নিত্যানন্দ মধুর উচ্ছ্বাসে।
রসময় শ্রীবিগ্রহ পূর্ণ ভগবান
করিছেন সবাকার পরম কল্যাণ।
সবার আনন্দ মনে, দাসদাসিগণ
হলো ধন্য—ঈশ্বরের করি দরশন
ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যপূর্ণে। গত সর্ব্বদ্বন্দ্ব
সবার অন্তরে জাগে অপূর্ব্ব আনন্দ।
অদ্বৈতের শিষ্য মধ্যে ছিল কতজন
জ্ঞান-অভিমানী, আর তর্কনিষ্ঠ মন।
কমলাক্ষে তারা সবে মানিত ঈশ্বর
সম্পূর্ণ নির্ভরহীন তাদের অন্তর
পরম করুণাময় প্রভু বিশ্বম্ভরে,
ঈশ্বর বলিয়া তারা বিশ্বাস না করে।
তাহাদের শিক্ষা দিতে আজি সীতানাথ
প্রভুর চরণদ্বন্দ্বে করি অশ্রুপাত—
কন গদগদকণ্ঠে, 'না মানি তোমারে
পূজে অন্যদেবে, আমি ধিক্কারি তাদেরে।
হোক মম পুত্র, শিষ্য, তোমারে না জানে
সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বররূপে আপন ধেয়ানে,
অপরাধী তারে আমি করি পরিত্যাগ
হোক পুত্র, তার প্রতি নাহি অনুরাগ।
তোমা সম প্রেমময় পরম পুরুষে
যে না মানে, নাহি পূজে আনন্দে হরষে
নাহি করি তার সঙ্গ, ত্যজি তারে আমি
অবশ্যই জেনো প্রভো, ত্রিজগত স্বামি।
তুমি পিতা মাতা মম, আত্মীয় মহান—
এ জীবন জানি প্রভো, তোমারইত দান।
যে তোমারে নাহি মানে সেই ধ্বংস হয়
তুমিই সর্ব্বস্ব মম, হে করুণাময়।

কোনো দেব কভু তারে রক্ষিতে না পারে,
তুমি যদি কৃপাময় নাহি রক্ষ তারে।
এ বলে অদ্বৈত কাঁদে, প্রভুপদে শির
প্রভুর নয়নে সিক্ত অদ্বৈত শরীর।
ভক্ত আর ভগবান প্রেমানন্দে ভাসে—
নিমজ্জিত দর্শকেরা আনন্দ-উল্লাসে।
আপন ঐশ্বর্য্যে প্রভু রহি এতক্ষণ
ভক্তিরস তত্ত্বকথা করেন শ্রবণ।
ভক্তির সমান বস্তু ত্রিজগতে নাই
কলির পরম অর্থ নিহিত হেথায়।
ভকতি সেবায় যেবা আত্মসমর্পন
করিয়াছে, সেই হয় বুদ্ধিমান জন।
ভক্তির সেবায় জাগে ঈশ্বর-বিশ্বাস
শ্রীকৃষ্ণ শরণ অন্তে, সর্ব্ব বিঘ্ন নাশ।
ভক্তের গৌরব আব ভকতি মহিমা
প্রচার করিতে প্রভু নাহি পান সীমা।
অদ্বৈত-মহত্ত্ব তিনি শোনান সবাবে,
যাঁহার প্রেমেতে তিনি নরের আকাবে।
শত অপরাধ প্রভু, ক্ষমেন সবার
অদ্বৈতনিন্দকে নাহি কোনো প্রতিকার।
সহস্র গুণেরও যেবা হয় অধিকারী
অদ্বৈত-অমান্যে, সব দোষ হয় তাবি।
নর-নারায়ণ আর অদ্বৈত মহান
মহাপ্রেমসিন্ধু বুকে আজি ভাসমান
নয়ন কাহাবো আর অশ্রুহীন নাই—
মুগ্ধ আত্মা ভক্তিপ্রেম-বসমহিমায়।
ঘটে, ক্ষণপরে ঈশ্বরের ভাব সংবরণ—
পদদ্বন্দ্বে নিপতিত অদ্বৈতে তখন
সবলে আপন বক্ষে নেন জড়াইয়া।—
অদ্বৈত অনন্তে যেন গেল মিলাইয়া।
ক্ষণপরে শ্রীগৌরাঙ্গ অবধূতে কন—
শ্রীপাদ এইত বুঝি অদ্বৈত ভবন!

কোথায় জননী মম সীতা ঠাকুরানী
সন্তানেব পানে দৃষ্টি দেয়না জননী
ক্ষুধার জ্বালায় মম চিত্ত নহে স্থির—
নাহি পাই এবে যদি কৃপা জননীর,
তাহা হলে এই দেহ দগ্ধ হয়ে যাবে—
মা বলে দ্বিতীয় কেবা, তোমাবে ডাকিবে?
ভোগ দিয়া কৃষ্ণে ত্বরা কর অন্নদান
বিলম্বে নির্গত হয়ে যাইবে পরাণ।'
মহানন্দে সীতাদেবী যান রান্নাঘরে
চর্ব্ব্যচোষ্য সর্ব্বদ্রব্য রন্ধনের তরে।
সংগ্রহ করিয়া আনে ভক্তশিষ্যগণ
আনন্দে বসেন মাতা করিতে রন্ধন।
অদ্বৈত আর হরিদাসে সঙ্গে করে নিয়া
গৌর নিত্যানন্দ তবে গেলেন চলিয়া
গঙ্গাস্নানে, মহানন্দে, পরে কতক্ষণ—
জলকেলি কবি শেষ গৃহে আগমন।
ভোজনে বসেন সবে মহা কোলাহল
অদ্বৈতভবন আজি আনন্দে বিহ্বল।
ঈশ্বর যেথায় সেথা আনন্দ লহরী—
সহজেই প্রবাহিত হয় প্রেমতরী।
ভোজনে বসিয়া সবে নানা রঙ্গ করে,
নিত্যানন্দ অদ্বৈতের কলহ ঝঙ্কারে
মুখরিত হয়ে উঠে—অদ্বৈত ভবন,
উভয় উভয় প্রেমে মুগ্ধ অনুক্ষণ।
প্রেমেব কলহ হয় বড় মধুময়
নাহি হেথা হারজিৎ; নাহি কোন ভয়।
অপূর্ব্ব আনন্দ মেলা সবাকারে নিয়া
অকারণ কলহেবে ডাকিয়া আনিয়া।
মহাভক্ত হবিদাস বসে দ্বারদেশে—
প্রেমের কলহরঙ্গে মহানন্দে ভাসে।
প্রসাদ গ্রহণ সাথে নানা রসালাপ
করেন স্বগণ সহ। অমিত প্রতাপ

বিশ্বম্ভর, অবধূত নিত্যানন্দে নিয়া,
চলিয়াছে শ্রোতৃবৃন্দ আনন্দে ভাসিয়া।
অপরাহ্নে বসে পাঠ অতি মনোরম
করেন অদ্বৈত ধীর অমৃতের সম,
প্রেমভক্তি তত্ত্ব নিয়া শ্রদ্ধানত চিতে—
শুনিয়া সকলে মুগ্ধ প্রেমের আলোতে।
যে উদ্দেশ্য নিয়া আগে পাঠ হতো তাঁর
সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ আজি, কিবা চাহি আর।
মনের সংশয় যত হইয়াছে ক্ষয়,
কৃপা করে বুঝাইয়া দিল কৃপাময়
আজিকে গৃহেতে এসে, করিয়া শাসন—
অন্তরে দিলেন পূরি' প্রেম মহাধন।
সেইদিন পাঠগৃহে শ্রোতৃ সমাগম—
সমধিক, পাঠে মহা প্রেমের উদগম।
পাঠশেষে হয় সবে ভাবে মাতোয়ারা—
প্রভু পদধূলি মেখে হয় আত্মহারা।
প্রভুপদ-স্পর্শ' পূত ধূলির উপর
দেয় গড়াগড়ি সবে, আনন্দ মুখর।
কিছুকাল এইভাবে প্রেমভক্তি নিয়া
শ্রীগৌরাঙ্গ অদ্বৈতের ভবনে রহিয়া
ভক্তি আর প্রেমবন্যা তুলি প্রতিদিন
করান সবারে স্নান; জ্ঞানের কঠিন
অর্গল ভাঙ্গিয়া যায় প্রেমের বন্যায়—
স্নিগ্ধ করে শান্তিপুরে; জগৎ ভাষায়।
বিশুষ্ক তার্কিক জ্ঞানী যারা শান্তিপুরে
না মানিত ভক্তি আর গৌরাঙ্গ সুন্দরে,
অদ্বৈত বেদান্ত নিয়া কাটাইত কাল
তাঁদেরে করেন কৃপা আপনি দয়াল।
প্রভুর কৃপায় প্রেম ভক্তি লভে সবে
অদ্বৈত ভবনে আজি প্রেম-মহোৎসবে।
প্রেমভক্তিধনে তারা হয় মহাজন
প্রভুর কৃপায় সবে সার্থক জীবন।

কিছুকাল রহি প্রভু অদ্বৈত ভবনে
অযাচিত করুণার অপার বর্ষণে
নরনারী সবাকারে প্রেমভক্তি দিয়া
আনন্দ সমুদ্রবুকে দেন ভাসাইয়া।
প্রভুকে ছাড়িতে আর কেহ নাহি চায়
শান্তিপুরবাসী, প্রভু চরণ ছায়ায়
লভিয়াছে যেই শান্তি' অমৃত আধার
এ জগতে নাহি আর তুলনা তাহার।
কাঁদিয়া আকুল সবে না পারে ছাড়িতে
প্রভু যে আনন্দখনি বুঝিয়াছে চিতে।
ভক্তপ্রাণ প্রভু মম সজল নয়ন
একে একে সবাকারে করি আলিঙ্গন
অনিন্দ্যমধুর ভাবে কন অবশেষে,
'প্রেমভক্তি সহকারে ইষ্টের উদ্দেশে
সাধনার সহ কর আত্ম-সমর্পণ,
পাবে সকলেই কৃষ্ণ-প্রেম মহাধন।
তোমাদের সাথে দেখা হইবে আবার
যুগে যুগে কালে কালে তোমরা আমার।
এই বলি হরিদাস অদ্বৈতেরে নিয়া
ধামে, নিত্যানন্দসহ প্রভু আসেন ফিরিয়া।
বিষাদ কালিমা মাখা অন্তর মেদিনী,
নীরবে গৃহেতে বসে একাকী জননী,
অন্তঃপুরে বধূমাতা বেদন বিধুরা
গত পঞ্চদশ দিন ঘরে নাহি গোরা।
ভাগ্যবান শান্তিপুরবাসী সহৃদয়
সোনার গৌরাঙ্গ চাঁদ হয়েছে উদয়।
নবদ্বীপে কৃষ্ণপক্ষ ঘোর অন্ধকার
ধামবাসী নরনারী মনে সবাকার।
গৌরাঙ্গের অদর্শন সম মরণের;
মনে হয় চিহ্ন কারো নাহি জীবনের।
আহারে বিহারে হেথা সুখ কারো নাই—
নাহিক আনন্দ হাসি কথায় কথায়।

সবাকার চিন্তা গৌর কখন আসিবে
নবদ্বীপচন্দ্র পুনঃ আলো বিতরিবে।
ফিরিয়া পাইবে সবে নূতন জীবন
নবীন আলোকে দীপ্ত হইবে ভুবন।
জাগিয়াছে অভিমান জননীর মনে
একাকিনী গৃহে মাতা ভাবেন আপনে—
শ্রীবাস অঙ্গনে যেতে আমাকে ছাড়িয়া
আদেশ নেয় যে গৌর প্রণাম করিয়া,
সে গৌরাঙ্গ চলে যায় অদ্বৈত ভবনে
শান্তিপুরে অবধূত নিত্যানন্দ সনে!
আমি কিছু নাহি জানি,—পরম বিস্ময়!
হইল গৌরাঙ্গ মম পাষাণ হৃদয়!
বিশ্বরূপ যেইভাবে ত্যজিল আমায়,
সেই পথ ধরে' বুঝি চলেছে নিমাই।
একপক্ষ কালধরি' অসহ্য বেদনে
আমাকে করিছে দগ্ধ প্রতি ক্ষণে ক্ষণে।
'মা' ডাক না শুনে মম বধির শ্রবণ
গৌরচন্দ্র অদর্শনে বিশুষ্ক জীবন।
আসিয়া এবার গৌর মা বলে ডাকিলে
সাড়া নাহি দিব আমি দূরে যাব চলে।
বুঝিলাম ইহা মম পূর্ব্ব কর্ম্মফল
বিধিলিপি নিরমম—নয়ন-সম্বল।
পড়িছে প্রদোষ-ছায়া জাহ্নবীর নীরে
হইতেছে সঞ্চারিত তাহা ধীরে ধীরে
নবদ্বীপে গৃহে গৃহে; চলে অস্তাচলে
ক্লান্ত দিনমণি উঠে রক্তপুষ্পদলে।
অশ্রুময়ী বিষাদিনী দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া
তুলসীর বেদীমূলে প্রদীপ জ্বালিয়া
চলেছেন নতনেত্রে গৃহপানে ধীরে
শচীমা ভাসেন যেথা তপ্ত অশ্রুনীরে।

বিষন্ন নীরব সন্ধ্যা, এমন সময়
আপন ভবনে গোরাচাঁদের উদয়।
বাহির অঙ্গণ হতে মাতৃ সম্বোধন
মধ্যপথে বিষ্ণুপ্রিয়া চকিত শ্রবণ।
গৃহ হতে শচীমাতা আসেন বাহিরে
ভিতর অঙ্গণে গৌর আসিতেছে ধীরে।
নারেন রহিতে স্থির মাতা অভিমানে
সলাজ-ভূষণা বধূ পথ মধ্যখানে,
বামপাশে প্রাণনাথ দক্ষিণে জননী—
সোনার প্রতিমাসম স্থির মূর্ত্তিখানি।
গৌরাঙ্গ জননীবক্ষে পড়ে ঝাঁপাইয়া
বৃদ্ধামাতা নেন পুত্রে বক্ষে জড়াইয়া।
আনন্দাশ্রুময়ী বধূ চলে যান ঘরে
মুহূর্ত্তেক হেরি শুধু প্রাণের ঈশ্বরে।
মাতাপুত্র কারো মুখে কোন কথা নাই
কোথায় গিয়াছে ভাষা সন্ধান না পায়।
নীরবে নীরবে কথা হৃদয়ে হৃদয়ে—
কোন সে অনন্তে যেন গিয়াছে মিলায়ে।
সিক্ত জননীর অঙ্গ গৌর অশ্রুনীরে
অচল বিগত সংজ্ঞ, কম্পিত সমীরে।
পতনের ভয়ে গৌর মাতৃদেহখানি
সবলে অঙ্গণে তুলে রাখেন তখনি।
তারপর পদদ্বয়ে শির নোয়াইয়া
অশ্রুগঙ্গানীরে তাহা বিধৌত করিয়া
কহেন করগো ক্ষমা অবোধ সন্তানে—
হে জননী কৃপাময়ী, দুঃখ দিনু মনে।
নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গ এসেছে ফিরিয়া
এই বার্ত্তা মুখে মুখে প্রচার হইয়া
গেল ক্ষণিকের মাঝে। সমগ্র নগরে
উঠিল আনন্দরোল প্রতি ঘরে ঘরে।

বিংশ সর্গ সমাপ্ত।

একবিংশ সর্গ

প্রথম পরিচ্ছেদ

সংসারী ভগবান

ধন্য ধন্য কলিযুগ, প্রণমি তোমারে
পরব্রহ্ম নারায়ণ জীবের উদ্ধারে
সংসারী সেজেছে এসে নবদ্বীপধামে
বৈকুণ্ঠের অধিপতি শ্রীচৈতন্য নামে।
পূর্ণ পূর্ণতম যিনি অখিল সংসারে—
অরূপ অনন্তরূপ বেদে বলে যাঁরে।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডপতি নিত্য তৃপ্তকাম
রসামৃত মহাসিন্ধু সর্ব্বগুণধাম।
এই মহাসৃষ্টি যাঁর অনন্ত সংসার
ধারণ পোষণ আদি অচিন্ত্য ব্যভার
মানব বুদ্ধির যাহা নহেক বিষয়,
মহান হইতে অনু যিনি সর্ব্বময়
সংসারী মানবরূপে তাঁর দরশন
মানবেব ধর্ম্ম কর্ম্ম সর্ব্ব আচরণ
স্বীকার করিয়া নিয়া নিজে কৃপাময়,
মানবের কাছে ইহা পরম বিস্ময়।
কি ভালবাসেন নিজ সৃজিত জনারে
সবাকাব সুখদুঃখ আচারে বিচাবে
হয়ে সকলের সম করেন গ্রহণ
দরদী মানব বন্ধু —নর-নাবায়ণ।
জনকের জননীর আদর্শ সন্তান
পরম সুহৃদ বন্ধু—মহা প্রেমবান।
সবার আপন তিনি, তিনি সবাকার
সুখে দুঃখে বেদনায়, নাহি কেহ আর।
এমন আশ্চর্য্য চিত্র কোনো যুগে নাই
অবতীর্ণ ভগবান কলি-মহিমায়—

মহারসে পরিপূর্ণ আদর্শ স্বরূপ
ইন্দ্রিয় অতীত যিনি, অতি অপরূপ।
কামনা-বর্জ্জিত শুদ্ধ পূর্ণ অভিলাষ
সংসারী হইতে তাঁর মনে জাগে আশ
অভিনব এ-রহস্য। মঙ্গল আধার
রূপরসময়পূর্ণ প্রেমের পাথার।
সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-সার অখিলের পতি
সংসার করিতে তাঁর হইয়াছে মতি।
বিবিধ বিচিত্র সৃষ্ট মানবের কুল
সুখদুঃখ বেদনায় নিয়ত আকুল।
অল্পে যার মহোল্লাস, ক্ষীণ বুদ্ধিমন
'হারাবে হারাবে' ভয়ে ভীত অনুক্ষণ,
নাহি বুঝে ভালমন্দ, অতি অসহায়
নিলেন তাদেরই সঙ্গ, মহতী কৃপায়।
আছে জননীর মন কত আশা নিয়া
পণ্ডিত নিমাই তাঁর সংসারী হইয়া
বধূ নিয়া রবে ঘরে। আশ্রয়ে তাহার
আত্মীয় 'স্বজন সুখ লভিবে অপার।
কিন্তু গয়া হতে ফিরে কৃষ্ণ প্রেমাবেশে
রয়েছে আবিষ্ট গৌর, তার কাছে এসে
কহিতে সংসার কথা কোথা অবসর—
অন্যথা কীর্ত্তনে রত গৌরাঙ্গ সুন্দর,
অতিক্রান্ত দিবারাত্র। বধূ বিষ্ণুপ্রিয়া
গৌরাঙ্গের পদসেবা করিতে আসিয়া
লজ্জায় ভয়েতে দূরে গিয়াছেন সরে
নরহরি গদাধর পদসেবা করে।

প্রাণের অধিক তারা জানে বিশ্বম্ভরে
ছায়ার সমান গৌরে রাখিয়াছে ঘিরে।
জননীর প্রাণে ইহা ভাল নাহি লাগে
বধূমাতা বিষ্ণুপ্রিয়া নব অনুরাগে—
সেবিতে না পারে গৌরে। ভকতের গণ
বিশ্বম্ভর সাথে সাথে রহে সর্ব্বক্ষণ।
সর্ব্বতত্ত্ব পরিজ্ঞাতা প্রভু নারায়ণ
জননীর বাসনায় করিতে পূরণ,
পান যাতে বিষ্ণুপ্রিয়া সেবা-অধিকার,
যেই ব্যবহারে পূর্ণ তৃপ্তি ঘটে মা'র
চলিছেন সেইভাবে প্রভু বিশ্বম্ভর,
আনন্দেতে পরিপূর্ণ মাযের অন্তর।
গৃহদেবতারে নমি' বলেন জননী—
'মোর বিশ্বম্ভরে দেব রাখহ এমনি'।
অন্ধ-যষ্ঠীসম গৌর আমার আশ্রয়
রহে যেন মোর কাছে,—অপগত ভয়
হন যেন বধূমাতা। গৌরাঙ্গে সেবিয়া
পতির সেবার ফল জীবনে লভিয়া
পায় পূর্ণ সার্থকতা, ধন্য হয় তাঁ'র
নারীজন্ম, হয় পূর্ণ আপন সংসার।
অধিষ্ঠিতা পূর্ণলক্ষ্মী গৃহে শচীমার
সংসারে যা' প্রয়োজন সবি আছে তাঁ'র।
ভগ্নী সর্ব্বজয়া দেবী শচীমার সাথে
সমসুখদুঃখভোগী রন' দিবারাতে।
আচার্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর ভগ্নীপতি তাঁ'র
নিয়াছেন নিজহস্তে সর্ব্ব কর্ম্মভার,—
আছে যাহাকিছু কর্ম সংসার রক্ষণে,
প্রভু-পিতৃসম তিনি নিজ বুদ্ধিগুণে
করে যান সমাধান। বিপ্র দামোদর
আরাধ্য যাহার শুধু দেব বিশ্বম্ভর।
সর্ব্বরূপ সেবাভার ন্যস্ত তা'র হাতে
প্রভুসম প্রিয় অন্য নাহিক জগতে।

প্রভুর আত্মীয় যত নিকটে ও দূরে
রেখেছেন আপনার সাথে সবাকারে।
আপনার জন আর ভক্তগণ মিলে
পূর্ণ শচীমার গৃহ। কলকোলাহলে
মুখরিত সর্ব্বক্ষণ—ভবনে তাঁহার
দুঃখ নিরানন্দ মনে নাহিক কাহার।
জননীর মনোবাঞ্ছা করিতে পূরণ
গুপ্তভাবে নিজৈশ্বর্য্য করি নিয়োজন
সর্ব্বদ্রব্যে পরিপূর্ণ আপন ভবনে
রেখেছেন বিশ্বম্ভর, একথা কে জানে?
দধিদুগ্ধ তণ্ডুলাদি দ্রব্য সমুদয়
শচীমার গৃহে সদা অব্যয় অক্ষয়।
প্রভু-গৃহে অন্নসত্র; আনন্দ উল্লাস
রয়েছে উৎসব যেন লেগে বারোমাস।
মার মনে কি আনন্দ অন্নবস্ত্র দানে
ভাষার শকতি নাহি তাহার ব্যাখ্যানে।
ক্লান্তিহীনা বৃদ্ধামাতা সাথে বিষ্ণুপ্রিয়া
পরম আনন্দে যান সবারে সেবিয়া।
যদিও রন্ধন কর্ম্মে বধূ বিষ্ণুপ্রিয়া
সুনিপুণা, ব্যঞ্জনাদি রন্ধন করিয়া
ভোগ দেন গৃহদেবে, মার শিক্ষাগুণে
সকল রন্ধন বধূ জানেন আপনে।
তথাপি রন্ধন-গৃহে যাইয়া জননী
ভোগদ্রব্য সমুদয় দেখেন আপনি।
শুধু, অন্নবস্ত্র দান নহে, আর্ত্তের সেবন
শোকতাপদগ্ধ মনে শান্তি বরষণ
করেন জননী নিতি। প্রভাবে তাহার
হয় অপগত সর্ব্ব দুঃখদৈন্য ভার।
মহাবটবৃক্ষসম প্রভুর সংসার
ছায়াদান করে সবে, যখন যাহার
যে বস্তুর প্রয়োজন, জননী তা' দিয়া
চলেছেন সকলের কল্যাণ সাধিয়া।

মার মনে মহানন্দ, এতকাল পর
সংসারের পানে দৃষ্টি দিল বিশ্বম্ভর।
মায়ের সংবাদ নিতি রাখিছে নিমাই
সংসারের প্রয়োজনে কিবা তাঁ'র চাই।
অভাব হইলে কিছু, কবে প্রয়োজন
এসব সংবাদ মা'র নিতেছে এখন।
বরষার মেঘে ঢাকা চাঁদের মতন
বিষাদ মলিন ছিল বধুর আনন,
লভিয়াছে বধূমাতা সেবা-অধিকার
বদনে আনন্দদীপ্তি,—দুঃখ নাহি আর।
জননীর মনোদুঃখ হইয়াছে লয়—
হয়েছে সংসার তাঁ'র আনন্দ-আলয়।
গৃহে বসে বিশ্বম্ভর নিয়া ভক্তগণ
করিছে আনন্দে মেতে নামসংকীর্ত্তন।
বাজার হইতে প্রভু মনের মতন
উত্তম উত্তম সব নূতন বসন
জননীও বধূলাগি' সংগ্রহ করিয়া
দেন জননীর হস্তে। আনন্দে ভরিয়া
উঠিছে মায়ের মন;—প্রিয়ার হৃদয়
প্রভুর কৃপায় হয় আরো মধুময়।
দেখাতে সংসারী জীবে আদর্শ সংসার
গৃহস্থের করণীয় বরণীয় আর—
ধর্ম্মকর্ম্ম সর্ব্ববিধ, পূর্ণাঙ্গ করিয়া
সংসারী জীবন প্রভু যান আচরিয়া।
পালিয়া গৃহীর ধর্ম্ম ভক্তির আশ্রয়ে—
অনাসক্তভাবে সর্ব্ব কর্ম্ম আচারয়ে,
শ্রীকৃষ্ণ ভজনে যদি করে অভিলাষ,
দেখান হইবে তা'র সর্ব্বানর্থ নাশ।
কত দাসদাসী আছে প্রভুর সংসারে
চরণ সেবিয়া ধন্য করিবে নিজেরে।
মহাভাগ্যবান জন, সেবক ঈশান
প্রভুর পরম প্রিয় সেবক-প্রধান।
শৈশবে প্রভুর সেবা কোলেপিঠে নিয়া
কৈশোরে দিয়াছে সঙ্গ হৃদয় ভরিয়া।
গৌর বিষ্ণুপ্রিয়া পদ সেবিছে এখন
পরম অভীষ্ট দেবদুর্লভ সেধন।
ঈশ্বর সংসারী এবে সেবক ঈশান
আগে সাজাইয়া রাখে প্রভু যাহা চান
সময়ের অনুকূলে। চরণ সেবায়
অবসরক্ষণে রত রাখে আপনায়।
সর্ব্বস্ব অর্পণ করে' সেবা অধিকার
ঈশান লভেছে শুধু নহে অন্যে আর।
যে জন যে-ভাবে তাঁকে পাইবারে চায়
নারায়ণ সেইভাবে বাসনা পূরায়।
চেয়েছেন শচীমাতা পুত্রের সংসার
সংসারী নিমাই ইচ্ছা পূরেণ তাঁহার।
ভক্তিপ্রেমময়ী পত্নী পতিসেবা চান
করিলেন তাহা প্রভু প্রিয়াজীরে দান।
হইয়া ঈশ্বর-দাস, সেবা অধিকার
চেয়েছিল সেবা-ইচ্ছা, পূরণ তাহার।
প্রেমিক ঈশ্বর গৃহী প্রভু বিশ্বম্ভর
হইয়া সংসারী, বুঝে সবার অন্তর।
অভীষ্ট পূরণ করি তৃপ্ত সবাকারে
করিছেন প্রভু নিজে, অন্তরে বাহিরে
ক্ষীণ বাসনাও যদি রহে বর্ত্তমান
আপনি পূরণ তাহা করে ভগবান।
পরম সাধনলভ্য দুর্লভ সে-ধনে
সত্য ও সার্থক করে সবার জীবনে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নবদ্বীপে ব্রজলীলা

নিরঙ্কুশ ভগবান অতীত সবার
কোন ধর্ম্ম কর্ম্ম কিছু নাহিক তাহার।
তথাপি ভকতবাঞ্ছা পূরণ করিতে
হয় যুগে যুগে তাঁকে নববপু নিতে।

পুত্র হয়ে পতি হয়ে বন্ধু হয়ে কার—
নারায়ণ করে পূর্ণ বাসনা সবার।
গুপ্ত বৃন্দাবনলীলা ব্রজলীলা আর
অভিন্ন অনন্য, সর্ব্ব মাধুর্য্যের সার।
অপূর্ব্ব এ লীলা কেহ না পারে বর্ণিতে
সুগভীর অনুভবে বিশুদ্ধ বোধিতে
এতত্ব রহস্য গূঢ় মহানন্দময়
বিস্মিত হইবে, নিত্য সুধার আলয়।
বিন্দুমাত্র যদি তার পাবি বর্ণিবারে
তা'হলে অবশ্য ধন্য মানি আপনারে।

প্রভুর, গার্হস্থ্যজীবন ধন্য সার্থক সুন্দর
সত্য মহাদর্শে পূর্ণ,—মধু মহত্ত্বর।
নবদ্বীপবাসী সবে ধন্য ধন্য করে
আদর্শ গৃহস্থ বলে গৌরাঙ্গ সুন্দরে।
মাঝে মাঝে পূর্ব্বস্মৃতি জাগরিত হয়
যে লীলা অনন্যপূর্ব্ব নিত্য মধুময়,
প্রেমরস স্বরূপিনী ব্রজাঙ্গনা নিয়া,
কৃষ্ণে চেয়েছিল যারা সর্ব্বস্ব অর্পিয়া,
স্বার্থবুদ্ধিশূন্য শুধু কৃষ্ণসুখ লাগি—
অপার্থিব সেই প্রেম, উঠে মনে জাগি।
সৌন্দর্য্যে অমরাবতী নবদ্বীপধামে
পবিত্রা জাহ্নবী যেথা গৌরকৃষ্ণ নামে—
হইয়া প্রমত্তা, বহে মহাসিন্ধুপানে;
ঋতুরাজ বসন্তের আকুল আহ্বানে
প্রকৃতি আনন্দময়ী কুসুমের সাজে—
বিশ্ববিমোহিনী হয়ে যেথায় বিরাজে,
আপন নাথেরে পূজা করিবে বলিয়া
বিচিত্র রূপেতে অর্ঘ্য নিজে সাজাইয়া।
এই নবদ্বীপে পূর্ণব্রহ্ম রসময়—
ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য নিয়া বিরাজে অব্যয়।
অগণিত ব্রজাঙ্গনা প্রেমে মত্ত যার
অপরূপা মধুময়ী মাধুর্য্যের সার;—
পূজিবারে গৌরকৃষ্ণে নরবেশ নিয়া
আসিয়াছে ধামে তারা জনম লইয়া,
নানাভাবে রসে সঙ্গসুধা করে পান,
ফাল্গুনের পূর্ণিমায় উল্লসিত প্রাণ,—
আসিয়াছে ভাগীরথী তীরে উপবনে
প্রস্ফুটিত কুসুমের সুরভি যেখানে,
করিয়াছে সুরভিত মলয় সমীরে
যেথায় বসন্তসখা মধুর কুহরে।
পরব্রহ্ম নারায়ণ পুরুষ প্রধান
এক অদ্বিতীয় নিত্য পূর্ণ প্রজ্ঞাবান।
আপনার এক অংশে প্রকৃতি করিয়া
আপন স্বরূপে তিনি যান আস্বাদিয়া;
অখণ্ড অমিয়ে গড়া নদীয়া নাগর—
অপার সৌন্দর্য্যখনি প্রাণ মনোহর।
বৃন্দারণ্য-রাসলীলা আস্বাদন তরে
ফাল্গুনের পূর্ণিমায় নদীয়া নগরে
সাথে নিয়া অদ্বৈতাদি নিজ পরিজন
খেলিতে সে প্রেমখেলা করিলে মনন,
আসিল শ্রীবাস খোল করতাল নিয়া,
মুরারী মুকুন্দসহ কীর্ত্তন করিয়া
প্রভুসহ রাজপথে হইলা বাহির
অরুণ সবার অঙ্গ, মাখিয়া আবির।

স্বর্ণকান্তিমান প্রভু আবিরে রঙীন
ঘন কৃষ্ণ কেশশিরে নাহি আর চিন।
অদ্বৈত আর নিত্যানন্দে চেনা নাহি যায়
উন্মত্ত হয়েছে সবে রঙের খেলায়।
নরহরি গৌরীদাস গদাধর আর
আবিরে আবিরে সব হয়ে একাকার
জগদানন্দের সাথে করিয়া কীর্ত্তন
চলে বাসুঘোষ সহ যেথা উপবন—
রয়েছে গঙ্গার তীরে। কুসুমে কুসুমে
সাজাইতে গৌরকৃষ্ণে বাসনা মরমে।

সকলি আবিরে লাল গগন পবন
অরুণিম তরুলতা বিটপীবগণ
আনন্দে উন্মত্ত সবে। নাহি বাহ্যজ্ঞান
মৃদঙ্গের ধ্বনিসহ চলে নামগান।
মহানন্দে হরিদাস উন্মত্ত হইয়া
চলেন কীর্ত্তন সাথে নাচিয়া নাচিয়া।
উঠিযাছে নবদ্বীপে আনন্দের রোল
রঙের খেলায় সবে আজি উতরোল।
নাগরীরা বাতায়নে আছে দাঁড়াইয়া,
হেরিবারে গৌরকৃষ্ণে আকুল হইয়া।
জেগেছে সবার মনে বৃন্দাবনস্মৃতি
এই যে নাগর কৃষ্ণ সত্যের প্রতীতি
অপরূপ রূপময় গৌরাঙ্গ সুন্দরে
অপলক নেত্রে সবে হেরে প্রাণভরে।
হতে বাতায়ন কেহ দেয় ফুল দল
কেহ বা মালিকা ছুঁড়ে হইয়া চঞ্চল।
পিচ্‌কারী দিয়া কেহ রঙ ছুড়ে মারে
উদ্দেশ করিয়া প্রভু গৌরাঙ্গ সুন্দরে।
আনন্দ তরঙ্গ ভঙ্গে চলেছে দুলিয়া
নদীয়া নাগরীবৃন্দ। উঠেছে জাগিয়া
পূর্ব্ববৃন্দাবণস্মৃতি আপনার মনে
কৃষ্ণপদ চিহ্নযুত যমুনা পুলিনে।
বসাবে সকলে প্রিয় গৌরাঙ্গ রতনে
নিনাদিত পিককণ্ঠে মধুপ গুঞ্জনে
মুখরিত বেদিকায় ফুল্ল চতুর্দ্দোলে,
অপরূপ শোভাময় নীপতরুতলে।
বিবিধ কুসুমরাশি আগে ভক্তগণ
রেখেছিল বেদিকায় করিয়া চয়ন
অগুরু চন্দন সাথে পুষ্প মালিকায়
প্রেমরসে বিরচিত মধু সুষমায়,—
দিল পরাইয়া সুখে গৌরকৃষ্ণ গলে,—
ভক্তবৃন্দ প্রাণ মহা আনন্দে উছলে।

অপরূপ বেশে হেরি নাথে আপনার
আসে ভাগীরথী বুকে আনন্দ জোয়ার।
ব্রজভাবে বিভাবিত সবাকার মন
ব্রজের জীবন কৃষ্ণ সম্মুখে এখন।
বহুকাল পরে আজি নাথের পাইয়া
আকুল অঙ্গনা যত; কুসুমে লইয়া
আপনার হাতে, সবে লাগে সাজাইতে—
প্রেমময় প্রাণকৃষ্ণে, মহানন্দ চিতে।
হেমদণ্ড বাহুদ্বয়ে কুসুম-কঙ্কন
কুসুম কুণ্ডল কর্ণে অপূর্ব্ব শোভন।
মনিবন্ধে পুষ্পমাল,—সুরভি সুধার
কটিতে কিঙ্কিনী পুষ্পে, নব কর্ণিকার।
চম্পক কলিকাসম অঙ্গুলি সকলে
রচিল অঙ্গুরী নব শুভ্র ফুলদলে।
সাজাইছে প্রাণকৃষ্ণে, সবে চতুর্দ্দোলে
প্রেমের অমৃতরসে আনন্দ কল্লোলে।
আপনার দেহজ্ঞান কারো যেন নাই
আত্মহারা সবে যেন প্রেম মহিমায়।
মহানন্দ সিন্ধুবুকে তরঙ্গিত নীরে—
চলিছে ভাসিয়া সবে মলয় সমীরে।
সকলে ছুটিয়া আসে হেরিবার তরে
প্রিয় প্রাণ গৌরকৃষ্ণে, নদীয়া নাগরে।
শত কামদেবে জিনি গৌরকৃষ্ণ শোভে
মধুপ যেমন মত্ত রহে মধুলোভে—
প্রস্ফুটিত শতদলে,—আকুল অন্তরে
নদীয়া নাগরীবৃন্দ গৌরাঙ্গ সুন্দরে
তেমনি আনন্দে মেতে রয়েছে ঘিরিয়া—
নয়ন পায়না তৃপ্তি হেরিয়া হেরিয়া।
প্রেমময় প্রাণগৌরে নাগরের সাজে
যতোই ধরিয়া রাখে হৃদয়ের মাঝে
দরশন আশা আরো শতগুণ হয়—
বুঝেনা কি যাদু জানে গোরা গুণময়।

এইভাবে গৌরকৃষ্ণ লীলা সমুদয়
পূর্ব্ব আচরিত যাহা ভাবরসময়—
গুপ্ত বৃন্দাবনে তাহা আপনি আচরে'
নিয়া প্রেমমুগ্ধ সব নিজ পরিকরে।

নৌকাবিলাসরঙ্গ শ্রীগৌরাঙ্গরায়
করিতে স্বগণসহ মনে অভিপ্রায়
ব্রজভাবরসে মন বিভাবিত করি
যান ভাগীরথী তীরে, মুকুন্দ মুরারি।
নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত আর গদাধর
বৃন্দারণ্য রসেপূর্ণ সবার অন্তর।
অনন্ত ঐশ্বর্য্যময় শ্রীগৌরাঙ্গ হরি
নৌকায় উঠিয়া নিজে হলেন কাণ্ডারী।
প্রেমের উদয়ে মহাভাব সমাবেশ—
অরুণ নয়নে জাগে মধুর আবেশ।

সবার হৃদয় পূর্ণ ব্রজরসভারে
কাণ্ডারী শ্রীগৌরকৃষ্ণ নেন সবাকারে।
ভাগীরথী বুকে নৌকা করে টলমল
ঝলকে ঝলকে তাতে উঠে গঙ্গাজল।
কেহ সেই জল তুলে, কেহ রহে স্থির
রাধা ভাবে গদাধর প্রেমেতে অধীর।
গৌরাঙ্গ কানাই চাহে আধেক নয়নে
যমুনার পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়াছে মনে।
অদ্বৈত নিতাই মিলি দেয় হরিবোল
নৌকার বিলাস রঙ্গে আনন্দ বিভোল।
তীরে দাঁড়াইয়া হেরে নদীয়া নাগরী
আনন্দে বিমুগ্ধ গৌর লীলারঙ্গ হেরি।
হেরিছে কাণ্ডারী তারা গৌরাঙ্গ কানাই
ভাগীরথী রূপান্তর হলো যমুনায়।
ভুবন ভুলানোরূপে শ্রীগৌরাঙ্গ হরি
নৌকায় বিলাস করে সাজিয়া কাণ্ডারী

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অভিনেতা ভগবান

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা স্রষ্টা মহাশয়
হইতে অনাদিযুগ; করি অভিনয়
নিরত সৃষ্টির কাজে। কভু তিনি পিতা
কভু বা আনন্দময়ী প্রেমিকা দয়িতা।
জননী অমৃতদাত্রী কভু হন তিনি
অনন্য অভূতপূর্ব্ব প্রেম প্রস্রবিনী।
শিক্ষাদাতা গুরু কভু দণ্ড নিয়া হাতে,
শিক্ষাদানরত তিনি জীবের জগতে।
মহাযাদুকর তিনি মহৈশ্বর্যময়
লইয়া আপন সৃষ্টি হইয়া তন্ময়
কতভাবে রূপেরসে ভিন্ন ভিন্ন করি
চলেছেন আপনারে আপনি বিস্তারি।'
মহা নটগুরু প্রভু বৈকুণ্ঠের পতি,
নিজ পূর্ব্বলীলারস আস্বাদনে মতি
জাগে সহপরিকরে; ভাবরসময়
কহেন শ্রীবাসে তবে, যদি মনে হয়—
বৃন্দাবন লীলা মম করহ বর্ণন
অভিলাস তব মুখে করি তা' শ্রবণ।
ভাবস্থ শ্রীবাস তবে বৃন্দাবন স্মৃতি
আভীর কন্যার মধু প্রেমের আরতি,
স্মরণ মনন প্রিয় রস আস্বাদন
সবকর্ম্ম গূহ্যরূপ, আত্মবিস্মরণ
ভাবের আবেশে গূঢ়, নন্দিত হৃদয়,
ভক্তমুখে আত্ম কথা আত্ম পরিচয়
অমর্ত্ত্যের সুধাসম। কথা আরম্ভিলে
পুলক শিহর কম্প নয়ন সলিলে
অভিষিক্ত হয়ে প্রভু করেন শ্রবণ—
শ্রীবাসের মুখে লীলাকথা চিরন্তন।
যশোদা-জননী অঙ্কে শৈশবের খেলা
কৈশোরে স্বগণসহ যে আনন্দ মেলা

গোচারণে বনে বনে। যমুনার তীর
প্রেম প্রদায়িনী শত গোপ রমণীর
মাধুর্য্য-অমৃত-ময় আত্ম নিবেদন
অনাঘ্রাত পুষ্পসম পবিত্র জীবন
স্মরণেতে সুধাবহ ; কত না মধুর
শ্রীবাস বর্ণন করে ভাষায় চতুর
আনন্দে পুলকে প্রভু ছাড়িয়া হুঙ্কার
কহেন শ্রীবাসে তুমি, বল আর বার।
তব মুখে সে কাহিনী কত মধুময়,—
এই যেন সেই লীলা হেরি মনে হয়।
শ্রীবাস অমৃত মোরে করাইলে পান
রহিবে স্মরণে জেগে তব মহাদান
আনন্দে শ্রীবাস পুনঃ যমুনা বিহার
অপূর্ব্ব মধুর রাস রসের বিস্তার,—
প্রভুর কৃপায় ভাবরস-সমন্বয়ে
দিয়া সুললিত ভাষা যান শোনাইয়ে।
আপনার লীলাকথা অতীত যুগের
বিবিধ বিচিত্র যাহা মহা আনন্দের
শুনিয়া শ্রীবাস মুখে শচীর নন্দন,
মননের মহাসুখে মৌন হয়ে রন।

সে লীলার কিছু অংশ করিতে দর্শন
শ্রীবাস আপন মনে করিলে মনন
অন্তর্যামী নারায়ণ বুঝিতে পারিয়া
ক্ষণপরে শ্রীবাসেরে কন আহ্বানিয়া,
মম বৃন্দাবনলীলা অভিনীত হবে
আচার্য্য প্রাঙ্গণে আজি, সবারে জানাবে।
প্রভুর গৃহের পাশে আচার্য্যের ঘর
প্রাঙ্গণ সম্মুখে তার আছে বৃহত্তর।
জননী ও বিষ্ণুপ্রিয়া লীলায় দর্শনে
হইবে সমর্থ, যদি হয় সে প্রাঙ্গণে।
শ্রীবাস প্রভুর বাক্যে আনন্দে মাতিয়া
অদ্বৈত আর নিত্যানন্দে সে খবর দিয়া
মুরারি মুকুন্দসহ ভক্ত হরিদাসে
জানান প্রভুর কথা আনন্দ উল্লাসে।
সদাশিব কবিরাজ বুদ্ধিমন্তখান
জমিদার, প্রভুভক্ত উভে ভাগ্যবান।
অভিনয় উপযোগী দ্রব্যের সম্ভার
যোগাইতে দেন প্রভু উভয়েরে ভার।

'কৃষ্ণলীলা' অভিনয় আচার্য্য-প্রাঙ্গণে
হবে রাত্রে অভিনীত, ভক্তজন মনে
জেগেছে আনন্দ-আশ। বুদ্ধিমন্তখান
অভিনয় দ্রব্যসব করিয়া সন্ধান,—
গোপ দাঁড়ি' চুল নানা বস্ত্র অলঙ্কার
কঙ্কন মঞ্জীর আদি বিবিধ সম্ভার,
সংগ্রহ করিয়া, পরে সাজান প্রাঙ্গণ
নানাবিধ পত্রপুষ্প করি আহরণ।
চন্দ্রাতপে আচ্ছাদিত করি অবশেষে
জ্বালান আলোক মালা স্থান নির্বিশেষে।
বিচ্ছুরিত তীব্র রশ্মি আর আভরণে
না পারে চিনিতে কেহ আচার্য্য প্রাঙ্গণে।
'কোন ভক্ত কোন ভাবে লীলার আশ্রয়
নিয়া করিবেন কৃষ্ণলীলা অভিনয়
প্রতিভক্তে সেইভাবে শক্তি সঞ্চারিয়া
কাহাকেও পূর্ব্বকথা জানিতে না দিয়া
রেখেছেন প্রভু আগে। ভক্ত হরিদাস
সাজিবেন সূত্রধর, নারদ শ্রীবাস।
ভগবতী যোগমায়া নিত্যানন্দ রায়—
যিনি, রাধাকৃষ্ণ মিলনের প্রধান সহায়।
অদ্বৈত হবেন কৃষ্ণ, সর্ব্ব মূলাধার
বৈকুণ্ঠ পতির ভাব। ভাবনিয়া আর
ললিতার অভিনয়ে গদাধর রবে,
মুকুন্দ সময় বুঝে সঙ্গত করিবে।
বেশ বিন্যাসের ভার বাসুদেব নিবে
আমার ইচ্ছায় সবে জিতেন্দ্রিয় রবে।

কৃষ্ণলীলা দর্শনের অনুরাগী দল
আচার্য্য প্রাঙ্গণে এসে মিলিছে সকল।
সতবঙ্গে আবরিত সমস্ত প্রাঙ্গণ
নানাচিত্রে সুশোভিত বিচিত্র আসন,
জমিদার বুদ্ধিমন্ত দিয়াছেন আনি'
প্রাঙ্গণে অপূর্ব্ব শোভা হয়েছে তখনি।
ভক্ত সমাগমে এই আনন্দ উৎসবে
মুখরিত দিগঙ্গণ মধু কলরবে।
এসেছেন শচীমাতা সাথে বিষ্ণুপ্রিয়া,
কৃষ্ণলীলা অভিনয় দর্শন লাগিয়া।

সমগ্র প্রাঙ্গণ পূর্ণ ভক্ত সমাগমে
হেরিতে শ্রীকৃষ্ণলীলা আনন্দ মরমে।
ঈশ্বরের মহৈশ্বর্য্য ব্যক্ত এ লীলায়
অভিনয়ে কারো কোনো পূর্ব্ব শিক্ষা নাই।
কেবল ঈশ্বর ইচ্ছা, অনন্ত মহিমা—
এই লীলা-অভিনয়ে একমাত্র সীমা।
যেইভাব প্রকাশিতে প্রভুর আদেশ
সেইভাবে তাহাতেই হয়েছে আবেশ,
সেইক্ষণে ; ভাষাভঙ্গী আচার ব্যভার—
দেশকাল পাত্র নিয়া লীলার প্রচার
হয়েছে অনন্য-পূর্ব্ব। বুদ্ধির অতীত
শুধু প্রেমভক্তিগম্য, – চৈতন্য-চরিত।

মৃদঙ্গ মন্দিরা নিয়া মুকুন্দের দল
উচ্চস্বরে তানেলয়ে আচরে মঙ্গল।
'গোপাল গোবিন্দকৃষ্ণ শ্রীমধুসূদন
পবিত্র নামেতে সর্ব্ব বিঘ্নবিনাশন'।
এভাবে কীর্ত্তন শেষে মধুধ্বনি তার
করিল সবার চিত্তে আনন্দ সঞ্চার।
অতি অপরূপ এই লীলা অভিনয়
নিজ নিজ ব্যক্তিসত্তা হইযা বিলয়
যাঁর কথা ভাবভাষা অভিনীত হবে
তাঁ'তে, তাঁহা'রি পবিত্র সত্তা বিরাজ
করিবে।

অভিনেতা হৃদয়েতে অভিনয় ক্ষণে
সত্যের সম্বন্ধ হবে দর্শকের মনে।
যাঁহার চরিত্র মঞ্চে হবে অভিনয়,
সাক্ষাৎ স্ব-রূপে তাঁ'র হবে পরিচয়।
জাগিবে দর্শক চিত্তে আনন্দ উল্লাস
ঘটিবে অভূতপূর্ব্ব রসের বিকাশ।

সূত্রধররূপে মঞ্চে লীলার আভাস
অভিনীত হবে যাহা, ভক্ত হরিদাস
দর্শকে জানান আগে ;— 'বৈকুণ্ঠ হইতে
ফিরিয়া আসিনু আজি, গেনু দর্শনেতে
লক্ষ্মীনারায়ণে তথা। গিয়া শুনিলাম
এসেছেন নারায়ণ নবদ্বীপ ধাম।
বিলাইতে প্রেমধনে গুপ্ত বৃন্দাবনে,
শূন্য সে-বৈকুণ্ঠপুরী, ফিরিনু এখানে।
আজি বৈকুণ্ঠের পতি নর্ত্তন করিয়া
দেখাবেন সবাকারে,—লক্ষ্মীবেশ নিয়া
স্বতন্ত্র ঈশ্বর তিনি, তাঁর অভিলাষ
পূরাইতে ভক্তজনগণ মন আশ।
সবার নয়ন হতে আচার্য্য ভবন—
নিয়া রূপান্তর হলো মধু বৃন্দাবন।
ব্রজভাবরসে পূর্ণ সবার হৃদয়
রস আস্বাদন লাগি' হয়েছে তন্ময়।
শ্রীবাস নারদ সেজে ;— শুভ্র শ্মশ্রুরাশি,
আসিলেন মঞ্চে ধীরে, আনন্দে উল্লাসি'
উঠেছে লোচনদ্বয়, মুখে কৃষ্ণ নাম—
নয়নে চলেছে বহি' ধারা অবিরাম।
কন, কৃষ্ণের সেবক আমি,—ঘুরি ত্রিভুবনে
হেরিতে শ্রীকৃষ্ণলীলা তৃষা জাগে মনে।
লক্ষ্মীবেশে নৃত্যলীলা করে নারায়ণ
শুনিলাম করিবেন আনন্দ বর্দ্ধন
সবাকার,—তাই এনু, সে লীলা দর্শনে
সবার মঙ্গল হোক কৃষ্ণকৃপা গুণে।

সূত্রধর-নারদের কথোপকথনে
কৃষ্ণলীলা মাহাত্ম্যের স্মরণে মননে—
প্রথম প্রহর রাত্রি হলো অবসান,
কারো মনে নাহি রয় সময়ের জ্ঞান।
পরে, ললিতার বেশে আসে ভক্ত গদাধর
অসীম সৌন্দর্য্যময় রূপের সাগর।
বিমুগ্ধ দর্শকবৃন্দ রূপের বিভায়,
এমন লাবণ্যরাশি কেহ দেখে নাই।
তারপর নিত্যানন্দ যোগমায়ারূপে
বক্রমধ্যা সুপ্রাচীনা ধীরে চুপেচুপে
আসিলেন রঙ্গভূমে হাতে যষ্ঠী নিয়া,
স্তম্ভিত দর্শকবৃন্দ তাঁহাকে হেরিয়া।
জিজ্ঞাসেন হরিদাস কেন আগমন—
ক'ন, চলিযাছি গোপেশ্বরে পূজিতে এখন।
নেপথ্যে কৃষ্ণের বাঁশী উঠিল বাজিয়া
উঠে দর্শকের গণ আনন্দে নাচিয়া।
যে-সুরে মোহিত হয়ে গোপাঙ্গনা গণ,
নারীধর্ম্ম গৃহকর্ম্ম দিয়া বিসর্জ্জন—
সর্ব্বস্ব অর্পণ করে গোবিন্দ চরণে
বাজিল সে সুর সর্ব্ব চিত্তের হরণে।
ক্ষণপরে কৃষ্ণ এসে করেন প্রবেশ
সপ্তবিবয়স্কবৃদ্ধ, অপরূপ বেশ
শ্রীঅদ্বৈত, হাতে বেণু, শিখি পাখা শিরে
অঙ্গহতে তেজোরাশি আসিছে বাহিরে।
পরিধানে পীতবাস শোভিছে সুন্দর
শোভিতেছে বক্ষোদেশে মাল্য মনোহর।
কুণ্ডল দুলিছে কর্ণে মহাদ্যুতিমান—
শতদল সমনেত্র,—কিশোর মহান্।
স্তম্ভিত বিস্ময়ে সবে তাকাইয়া রয়
নবীন কিশোর কৃষ্ণে,—পরম বিস্ময়।
বৃন্দাবন অধিপতি যশোদা জীবন
অদ্বৈত বলিয়া কেবা বুঝিবে এখন?

শ্রীকৃষ্ণ অদ্বৈত দেহে করেছে প্রবেশ
তাই, হইয়াছে কৃষ্ণসম হাবভাব বেশ।
প্রতি পদক্ষেপে আর মধুর ভাষণে
স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলে সবে ভাবে মনে।
সুবল শ্রীদাম আদি কৃষ্ণ সখাগণ
আসিয়াছে কৃষ্ণ সাথে সহাস্য বদন।
গোপেশ্বর শিবে পূজা করিবার তরে
চলেছেন যোগমায়া, নিয়া সাথে করে
পূজার্থিনী গোপাঙ্গনা। দেবর্ষি নারদ
কহিলেন, গোপকন্যা নৃত্যবিশারদ
শুনিয়াছি, নৃত্য এবে করাও দর্শন
অপেক্ষায় আছি মোরা তাহার কারণ।
তখন ললিতাবেশে ভক্ত গদাধর
আরম্ভ করিল নৃত্য অপূর্ব্ব সুন্দর।
শোভিতেছে মুক্তাবিন্দু সুদর্শন ভালে
হতেছে মঞ্জীরধ্বনি নৃত্য তালে তালে।
ছন্দেছন্দে উঠে দুলি দেহ সুকোমল
অপরূপ রূপ তা'তে করে ঝলমল।
কুঞ্চিত অলকদাম দুলিছে সঘনে
উঠে মধুময় ধ্বনি, কঙ্কনে কঙ্কনে।
রাধা শক্তি পরিপূর্ণ ভক্তগদাধর
নৃত্যসাথে তালে তালে গাহিছে সুন্দর।
প্রেমাবেশে পরিপূর্ণ নয়নযুগল
আবেগ মাধুর্য্যপূর্ণ স্ফুট শতদল।
সুছন্দিত প্রতিঅঙ্গ হয়ে নৃত্যপর—
আনন্দে করিছে পূর্ণ সবার অন্তর।
মহানন্দ কলরবে পূরিছে ভুবন,
গৌরকৃষ্ণ জয়ধ্বনি হয় ঘন ঘন।
গৌরসম রূপবান ভক্ত গদাধর
নারীবেশে সেইরূপ আরো মনোহর,—
নানা অলঙ্কারে আর মহার্ঘ বসনে
দীপ্তিময় হয়ে রূপ ঝলিছে নয়নে।

মধুপান মত্ত ভৃঙ্গসম ভক্তগণ
হইয়া আপনাহারা করিছে দর্শন।
গদাধর নৃত্যরঙ্গ হলে সমাপন
ভুবনমোহন বেশে করে আগমন
ত্রিলোকের অধিপতি গৌরাঙ্গ সুন্দর
অনন্য অচিন্তপূর্ব্ব রূপে মনোহর।
যে মোহিনীরূপে হয়, জয় ত্রিভুবন
অপাঙ্গ ঈক্ষণে মুগ্ধ মদন-দহন।
আদ্যাশক্তি বিশ্বরূপা, সে মাধুর্য্য নিয়া
ধীর পদক্ষেপে মঞ্চে উঠেন আসিয়া।
গগনে উদিত হলে পূর্ণ শশধর
সহজে নিষ্প্রভ হয় তারকা নিকর।
অপূর্ব্ব মোহিনীবেশে প্রভুর উদয়ে
প্রদীপ্ত আলোকমালা গেল ম্লান হয়ে।
সর্ব্বশক্তিমান যিনি রূপযাদুকর
ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য নিয়া যদি সে ঈশ্বর
হন মঞ্চে অবতীর্ণ, সে আলোবিভায়
সকল দর্শক জ্ঞানবুদ্ধিরে হারায়।
সংযম রক্ষিত হয় শ্রীকৃষ্ণ কৃপায়
অন্যথা কি পরিণিতি ভাবা নাহি যায়।
তালে মানে লয়ে ধীরে নৃত্য শুরু হয়
সাথে সাথে সঙ্গীতের ধ্বনি মধুময়।
অপূর্ব্ব নন্দনলোক হইল সৃজন
রাস-রস-মহোৎসবে যথা বৃন্দাবন।
ভাবমুদ্রা আঙ্গিকাদি নৃত্যের সহায়
সকলি সুপরিস্ফুট নৃত্য মহিমায়।
বসন ভূষণ সব প্রভু অঙ্গে আজ
আপন ঐশ্বর্য্য নিয়া পায় যেন লাজ।
হেন অপরূপ দীপ্তি মাধুর্য্য ভাণ্ডার
জগতে কোথাও খুঁজে মিলিবে না আর।
কোন কবি কোথা তার পাইবে তুলনা
ঐশ্বর্য্যের মাধুর্য্যের কোথায় সীমানা?

অসীম অনন্ত যেথা সীমার বন্ধনে
ধরা দেয়, কোথা শক্তি তাহার বর্ণনে।
কতভাবে কতছন্দে চরণযুগল
হইতেছে আবর্ত্তিত স্বর্ণশতদল।
শ্রমজাত স্বেদবিন্দু সুচন্দ্র বদনে
শোভিতেছে অপরূপ। কর সঞ্চালনে
শ্রুতিসুখকর মধু কঙ্কন ঝঙ্কার
নৃত্যবিলাস রঙ্গে অতি চমৎকার।
কুটীল কুন্তল চারু শোভিতেছে ভালে
দুলিতেছে মৃদুমন্দ নৃত্য তালে তালে।
নর্ত্তন উল্লাসে কভু মুহুঃ বিঘূর্ণনে
কণ্ঠমাল্য হতে পুষ্প ঝরিছে সঘনে।
মনপ্রাণ মুগ্ধকর নৃত্য ভঙ্গিমায়
নিখিল জগৎ মুগ্ধ—মোহিনী মায়ায়।
জননী সন্তানে তাঁর নারেন চিনিতে
বিমোহিত ভক্তবৃন্দ মোহিনী মায়াতে।
প্রেমোন্মাদ নিত্যানন্দ সহিতে না পারি
ভুলি অভিনয়, ভূমে দেন গড়াগড়ি।
প্রেমেতে অদ্বৈত নিজ সংজ্ঞা হারাইয়া
প্রাণ গৌর কৃষ্ণে স্মরি উঠেন কাঁদিয়া
প্রভু পদদ্বন্দ্ব ধরি'। নয়নের জলে
বিধৌত চরণ, সিক্ত করে ধরাতলে।
সাজসজ্জা ছিন্নভিন্ন ধূলিতে লুটায়
আপন স্বভাবে তবে সবে ফিরে পায়।
নিত্যানন্দে যোগমায়া অন্তর্হিত হন
শ্রীঅদ্বৈত সে সময় আর কৃষ্ণ নন।
এই লীলারঙ্গ কর্ত্তা স্বতন্ত্র ঈশ্বর
তাঁহার আদেশ ইচ্ছা সবার নির্ভর,
পূর্ব্বশিক্ষা নাহি কারো; কিভাবে কখন
কার সাথে আগে পরে কি বা সে ভাষণ
যাঁরা অভিনেতা তারা কিছু নাহি জানে
সকলে পুতুল সম মঞ্চ মাঝখানে।

প্রভুর ইচ্ছায় যাতে যাহার আবেশ
ঘটিয়াছে লীলারঙ্গে ভাব ভাষাবেশ,
সমাধিয়া কার্য্য তার অন্তর্হিত হয়
অপরূপ প্রভুলীলা রঙ্গ সমুদয়।
আপন স্বভাবে সবে আসিলে ফিরিয়া
মহানন্দ কলরবে প্রভুকে ঘিরিয়া।
মহাভাব স্বরূপিনী পদে জননীর
আদ্যাশক্তি মহামায়ারূপে যিনি স্থির,
ভুবন মোহিনী সেই প্রকৃতির পানে
যুক্ত করে ভক্তবৃন্দ নিরত ধেয়ানে।

জগতের পাতা ধাতা আর মাতা যিনি
পঞ্চভূতময়ী—মহাবিশ্ব-প্রসবিনী
স্থির হিমাচল সমা। চন্দ্র সূর্য্য তারা
অনন্ত স্বরূপে তাঁর হয়ে গেছে হারা।
জননী সন্তান পানে রয়েছে চাহিয়া
গঙ্গা যমুনার ধারা চলিছে বহিয়া
দুইনেত্রে, বক্ষোমাঝে অমৃত-ভাণ্ডার
রক্ষিছে সন্তান লাগি জননী আমার।
তারপর মহামায়া ধীরে সন্তর্পণে
গৃহদেব গোপীনাথ ঠাকুর আসনে
উপবিষ্ট মহাভাবে জগত-জননী
করে ভক্তবৃন্দ স্তব,—'করুণারূপিণী
পরমা প্রকৃতি তুমি, তোমাতে সংসার
জননী আনন্দময়ী বিশ্ব-মূলাধার।
অদ্বিতীয়া তুমি মাতঃ, সত্যস্বরূপিনী
অনন্ত অচিন্ত্য শক্তি বিশ্ব-প্রসবিনী।
ব্রহ্মা আদি দেবগণ তোমার বিভূতি
সর্ব্বেশ্বরি সর্ব্বময়ি তোমাকে প্রণতি।
অসীম মুরতি তব অনন্ত মহিমা
রূপৈশ্বর্য্য আদি হীন। নির্ণিবারে সীমা
ক্ষুদ্র নর বুদ্ধি দিয়া কভু নাহি পারে
মহাপ্রলয়েতে তুমি রক্ষ সন্তানেরে।
তুমি ভিন্ন এ জগতে আর কিছু নাই
পঞ্চভূতাত্মক বিশ্বে যেদিকে তাকাই
হেরিনু সর্ব্বত্র তোমা ; কি বলিব আর
প্রেমভক্তিহীনে কৃপা করহ এবার।
তব, অক্ষয় ভাণ্ডার হতে প্রেম করি দান
হে জননি, কর তুমি সবার কল্যাণ।

জগজ্জননী-মূর্ত্তি ভুবন মোহিনী
মহাপ্রেমময়ী-দেবী কল্যাণরূপিনী।
মাতৃভাবে সবাকার হৃদয়ে আসন
পরম আশ্চর্য্যভাবে করেন গ্রহণ।
জননীর স্নেহধন্য হইবার তরে
জেগেছে বাসনা সব সন্তান অন্তরে।
মহাভক্ত হরিদাস শৈশব হইতে
মাতৃহীন, প্রাণ তাঁর মাতৃকোলে যেতে
হইলে আকুল বড় ; সহাস্যে জননী
হরিদাসে দুইহাতে নেন কোলে টানি।
শিশুসম হরিদাস মাতৃঅঙ্কে যেয়ে
বক্ষ হতে জননীর বসন সরায়ে
মহানন্দে মাতৃস্তন্য করে নেন পান
করেন জননী প্রেমে, তাঁকে স্তন্যদান।
যুক্তিতর্ক বিচারের এ নহে বিষয়
অলৌকিক শ্রীচৈতন্য লীলা সমুদয়।
ভক্তবৃন্দ নিজ চক্ষে নিজ অনুভবে
গ্রহণ করেন এই লীলা মহোৎসবে।
কলিহত বুদ্ধিজীব, লীলা লোকোত্তর
না হইলে, অঘটন ঘটায়ে বিস্তর
পরম আশ্চর্য্যরূপে লীলা না হইলে
যাদুমন্ত্রে অসম্ভবে বাস্তবে না নিলে
না জাগে ঈশ্বরে শ্রদ্ধা, নহে আকর্ষণ,
তাই অলৌকিক লীলা শচীর নন্দন,
হয়ে সর্ব্ব-অবতারী পূর্ণ ভগবান
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডপতি পুরুষ মহান

আকর্ষিতে কলিহত দুর্ব্বল জীবেরে
করে অলৌকিক লীলা।
ঈশ্বর আপনি যদি সাজেন জননী
মাতৃপ্রেমে মত্ত পুত্র হইবে তখনি
ইহা কি আশ্চর্য্য আর, সে-প্রেম লভিতে
উন্মত্ত হয়েছে সবে। মাতৃ অঙ্কে যেতে
অধীর আগ্রহে কেহ মায়ের আঁচল
ধরিয়া আপন করে। মার পদতল
সেবে কেহ কোলে নিয়া, বসিয়া ভূতলে
নয়নে করিয়া সিক্ত চরণ কমলে।
আনন্দে উতল কেহ. করে আলিঙ্গন
প্রেমময়ী জননীরে। কেহ বা চুম্বন
করিছে অধর যুগ্মে। স্তন্যপান শেষে
কেহ বা রয়েছে সুখে মার কোলে বসে।
কি বিস্ময় ভক্তবৃন্দ শৈশবে সবার
ফিরিয়া পেয়েছে পুনঃ একি চমৎকার।
কোটী জননীর প্রেম হেথা হার মানে,
পরমা প্রকৃতিদেবী স্থির মহাধ্যানে।
একটী মাতার প্রেম কতটুকু আর
সে যে ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী, এযে পারাবার
অসীম অনন্ত মহা, সীমা যার নাই—
সে-প্রেম-সমুদ্রে সবে ভাসিয়া বেড়ায়।
কি মহাসৌভাগ্য এযে, ঈশ্বরী জননী
ক্ষেমঙ্করী অবিচিন্ত্যা প্রেমস্বরূপিণী
মহামাতা আপনার ঐশ্বর্য্যেরে নিয়া
সকল সন্তানে প্রেম দিতেছে যাচিয়া।
লোকচক্ষু গ্রাহ্য বিশ্বে কত টুকু আর
স্থূলভূতরূপে দৃষ্টি নিবদ্ধ সবার।
প্রাণ আত্মা পরমাত্মা পদবাচ্য যাহা
কেমন প্রকৃতি তার কেবা জানে তাহা!
শুধু সংজ্ঞা মাত্র দিয়া বুঝে ও বুঝায়
মূলবস্তু অসংদৃষ্ট সদা থেকে যায়।

আপন স্ব-রূপে নর জানে কয়জন
সুখদুঃখ ভালমন্দ আনন্দ ক্রন্দন
কেবা করে দেহে বসে? কিবা রূপ তাঁ'র
লৌকিক কি অলৌকিক কে করে বিচার?
মায়ার প্রভাবে বিশ্বে চলেছে সকলে
মূলীভূত ঈশ্বরের অবিচিন্ত্য বলে।
মায়াময় এ সৃষ্টিতে পূর্ণ ভগবানে
মানব কেমনে লভে ক্ষুদ্র বুদ্ধিজ্ঞানে।
অনন্ত অসীম যিনি সর্ব্বমূলাধার
কোটী কোটী বিশ্ব সৃষ্টি ইচ্ছায় যাঁহার
তিনি যদি দেন ধরা সসীম হইয়া
আপন সৃষ্টির মাঝে; জ্ঞান বুদ্ধি দিয়া
মানব তখন তাঁ'রে বুঝিবারে পারে—
সেবি' পদদ্বন্দ্ব ধন্য করে আপনারে।
মানবের মহাভাগ্যে চৈতন্য-উদয়
কৃপার পরশে তাঁর প্রেম উপজয়।
আপনার প্রিয় সব পরিজন নিয়া
চলেন অনন্তকাল এ লীলা করিয়া।
সীমাহীন শক্তিমান অনির্ব্বচনীয়
নিত্য তিনি, সত্য তিনি, সদা বন্দনীয়।
প্রেমেতে ভক্তিতে আর শুদ্ধ অনুভবে
ধরা দেন ভক্তজনে অনন্ত গৌরবে।
যে, অসীম আকাশে আর মহাকালবুকে
করিতেছি বাস মোরা সুখে আর দুঃখে,
সে-কালে গগনে আর কতটুকু জানি?
মহাপ্রকৃতির বুকে সবায় তেমনি
রয়েছি বিধৃত মোরা, মোদের মতন
হইয়া ধরা না দিলে আমরা কখন
বুঝিতে পারি কি তাঁরে? আজি ভগবান
প্রেমময়ী মাতারূপে; জগতের প্রাণ
করুণা করিয়া যদি আপন সন্তানে
বক্ষে জড়াইয়া নেন নিজ অঙ্কে টেনে

কি তাতে বিস্ময় আর ? কৃপাসিন্ধু হরি
গৌররূপে নবদ্বীপে আজি অবতরি
সেজে বিশ্বমাতা তিনি সন্তানে তাঁহার
করেন অমৃতদান, কি আশ্চর্য্য আর।
জগজ্জননী ভাবে হইয়া বিভোর
গোপীনাথ আসনেতে শ্রীগৌরাঙ্গ মোর।
আচার্য্য ভবনে বসে যে ঐশ্বর্য্যলীলা
নিজ পরিজনে আজি প্রকাশ করিলা
স্বয়ং ঈশ্বর ভিন্ন এ ঐশ্বর্য্য আর
প্রকাশ করিতে সাধ্য নাহিক কাহার।
নবদ্বীপ জ্ঞানী গুণী পণ্ডিতের স্থান
তথায় প্রকাশ করি ঐশ্বর্য্য মহান—
জগজ্জননীরূপে প্রেমের প্রকাশে,
শক্ত শৈব আদি যত সবার বিদ্বেষে
বিচূর্ণ করিয়া, নব ধর্ম্ম সমন্বয়
করিলেন সগৌরবে প্রভু কৃপাময়।
ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যের অসীম বিভায়
পাণ্ডিত্য প্রভাব কিছু স্থান নাহি পায়।
আপনি ঈশ্বর যেথা সর্ব্বশক্তিমান
ব্যক্তি বুদ্ধি বিচারের সেথা নাহি স্থান।
তার সাথে এই সত্য হইল প্রচার—
করিতে জীবেরে কৃপা, পূর্ণ অবতার
হইয়াছে নবদ্বীপে গৌরাঙ্গ কানাই
যাঁহার প্রেমের সীমা কেহ নাহি পায়
ভগবান প্রেমময় আর কৃপাময়—
ভক্তিপ্রেমে মানবের সর্ব্বসিদ্ধি হয়।
যে-লীলা প্রকাশ হলো আচার্য্যভবনে
ঐশ্বর্য্যের মাধুর্য্যের নিজ পরিজনে,
ঈশ্বরে বিশ্বাসশূন্য জ্ঞানেতে প্রবীণ
বহিরঙ্গ জন যাঁরা শ্রদ্ধাভক্তিহীন
তাঁদেরও প্রত্যক্ষ ইহা। আচার্য্যভবন,
যেখানে করেন লীলা শ্রীশচীনন্দন,
দিব্যালোকে পূর্ণ তাহা, অপূর্ব্ব ভাস্বর
দিবারাত্র সমদীপ্ত—বিস্মিত অন্তর,
তাঁহাদের, কোথা হতে এ আলো না জানে-
ব্যর্থবুদ্ধি এ আলোর উৎসের সন্ধানে।
সপ্তদিবা নিশা এই আলো সমুজ্জল
আচার্য্যভবনে ছিল অচল অটল।
স্তম্ভিত হইয়া সবে তাকাইয়া রয়
হতবাক্ কে করিবে কারণ নির্ণয় !
এ আলো সামান্য নহে, যদিবা ভূতলে
স্থির সৌদামিনী, নভ হতে নেমে এলে
কিছু বা সম্ভব হতো। যাহাতে নয়ন
চকিতে ফিরিয়া আসে করিতে দর্শন।
নাস্তিক তার্কিক যারা, এ ঐশ্বর্য্য হেরে
ঈশ্বরে বিশ্বাস যদি পায় পুনঃ ফিরে,
সেই হেতু অলৌকিক লীলা প্রকটন
করিলেন জীবত্রাতা শ্রীশচীনন্দন।

একবিংশ সর্গ সমাপ্ত

দ্বাবিংশ সর্গ

পতিতোদ্ধারের প্রথম পর্ব্ব জগাই মাধাই উদ্ধার

গভীর বেদনে ক্ষিন্ন প্রভুর অন্তর
জীবের দুর্গতি হেরি'। ভুলিয়া ঈশ্বর
একদিকে পণ্ডিতেরা শাস্ত্রচর্চ্চা নিয়া
রহিয়াছে মগ্ন হয়ে; কোনো দিক্ দিয়া
তাদের অন্তরে প্রেমভক্তি নাহি জাগে,
সাড়া নাহি দেয় কভু প্রেম-অনুরাগে।
প্রত্যক্ষ বস্তুকে তারা নানা তর্কজালে
কুয়াসা-আচ্ছন্ন করে রাখিছে আড়ালে
বস্তুর স্বরূপ তত্ত্ব। সাধারণ নর
বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে না পায় উত্তর।
রহি ক্ষুদ্র পরিবেশে ছোট মন নিয়া
ভোগরসে রহে লুব্ধ আকণ্ঠ মজিয়া
ভগবানে তাহাদের নাহিক বিশ্বাস—
রত দেহ সুখভোগে; নাহিক প্রকাশ
সত্য শিব সুন্দরের তাদের জীবনে—
জ্ঞান-অভিমানী এরা নিজেকে না জানে।
আর, শাস্ত্রজ্ঞান তর্কবুদ্ধি যাহাদের নাই
তারাও ভোগেতে মগ্ন রয়েছে সদাই।
স্বার্থসুখ মোহবদ্ধ নানা দেবে পূজে
নিজের মঙ্গল কিসে কিছু নাহি বুঝে।
আপনার আত্মধর্ম্মে নাহিক বিশ্বাস,
পরিমিত ভোগে কারো নাই মিটে আশ।
লোভে মোহে সমাচ্ছন্ন অন্তর সবার
ভক্তি প্রেম চিহ্নমাত্র কোথা নাহি আর।
হয়ে জমিদারপুত্র মহা ধনবান
নবদ্বীপে যাঁহাদের রাজার সম্মান।
হেন জমিদারপুত্র জগাই মাধাই,
হীন আচরণে রত রয়েছে সদাই

বিসর্জ্জিয়া আত্মধর্ম্ম; দেহধর্ম্ম নিয়া
দুই ভাই পশুসম রয়েছে মজিয়া।
দুর্ব্বৃত্ত পাষণ্ড তারা অতি ভয়ঙ্কর
কাঁপে তাহাদের নামে সবার অন্তর
নবদ্বীপে প্রতিগৃহে। এমন পাপীরে
উদ্ধার করিতে হবে, নামের প্রচারে।
তা' না হলে কু-আদর্শ হইয়া প্রচার
জাতি ধর্ম্ম ধীবে আরো হবে ছারখার।

কলির প্রভাবে কারো ধর্ম্মে মতি নাই
তাহাদের প্রতিনিধি জগাই মাধাই।
ঘৃণিত নিন্দিত শত পাপকর্ম্ম-ভারে
অধর্ম্মে পতিত করি লইবে সবারে।
না রহিবে ধর্ম্মবোধ প্রভাবে তাহার
পঙ্কিল হইবে সব' হবে একাকার।
সনাতন ধর্ম্মে আর সমাজ জীবনে
অবশ্য রক্ষিতে হবে; ভেবে প্রভু মনে,
ঈশ্বর আবেশে তিনি আবিষ্ট হইয়া
হরিদাস নিত্যানন্দে কহেন ডাকিয়া,
'এবে হইয়াছে মোর প্রকাশ সময়
বিনাশ করিব আমি সবাকার ভয়।
ঘরে ঘরে মোর নাম করহ প্রচার
মোর নামে হবে সব জীবের উদ্ধার।
পতিত পাষণ্ড যত নগরে হেরিবে
সবারে যাচিয়া নাম মহামন্ত্র দিবে।
লইবে যে এইযুগে নামের আশ্রয়
সেই রক্ষা পাবে তার লুপ্ত হবে ভয়।
আর যেবা মোর-নামে অবজ্ঞা করিবে,
হইয়াও মহাজ্ঞান রক্ষা নাহি পাবে।

রহিয়াছে দিব্য জ্যোতিঃ প্রভুকে ঘিরিয়া
পুণ্ডরিক সমনেত্র প্রদীপ্ত হইয়া।
যুক্তকরে প্রভু পাশে ভকতের গণ,
ভয়ে ও বিস্ময়ে মুগ্ধ সবাকার মন।
নিত্যানন্দ হরিদাস প্রভুর আদেশে
বিলাইয়া হরিনাম মহান উল্লাসে—
নবদ্বীপে ঘরে ঘরে প্রতি জনে জনে
দিতেছে সাধিয়া কৃষ্ণপ্রেম মহাধনে।
স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু সর্ব্বশক্তিমান
অকাতরে নামামৃত করিছেন দান।
নিত্যানন্দ হরিদাস উভয়ের দিয়া,
হয় নবদ্বীপ ধন্য—নামামৃত নিয়া।
শুদ্ধ যার হৃদয়ের বৃত্তি সুনির্ম্মল
নামামৃতপানে তার জীবন সফল।
মহাভাগবত হরিদাস নিত্যানন্দে
করিছে বন্দনা তারা পরম আনন্দে।
আর যারা নামদ্বেষী পাষণ্ড দুর্জ্জন
সদম্ভে করিছে তারা নামেরে বর্জ্জন।
ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপে বিদ্ধ করি উভয়েরে
হতেছে চেষ্টিত অন্যে সরাইতে দূরে।
কেহবা মাতাল বলে করে উপহাস
নিত্যানন্দে, দুঃখ পান মনে হরিদাস।
দুর্ব্বৃত্তেরা একে একে সবায় মিলিয়া
চলিয়াছে উভয়েরে মহা দুঃখ দিয়া।
সহিয়াও এত ক্লেশ ধৈর্য্য সহকারে
নিত্যানন্দ হরিদাস প্রতি দ্বারে দ্বারে
চলিয়াছে কৃষ্ণনাম করি বিতরণ—
আনন্দে প্রভুকে মনে করিয়া স্মরণ।
দুর্ব্বৃত্ত-দলের শ্রেষ্ঠ জগাই মাধাই
মহা ভাগ্যবান তারা, তুলনা না পাই।
শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করে পণ্ডিতের দল
লভিতে জীবনে নাহি পায় যেই ফল—
তাহারো অধিক ফল মানব জীবনে—
পরম সৌভাগ্যে তারা পায় ভগবানে।
এমন সৌভাগ্যরাশি নহে কল্পনার
তাঁদের চরণে মম কোটী নমস্কার।
প্রভু করিলেন যাঁরে আপনার জন
দু'হাত বাড়ায়ে করি প্রেম-আলিঙ্গন।
হেন মহাভাগ্যধর দ্বিতীয় কে আর,
শ্রীবাসাদি ভক্ত যারে করে নমস্কার।
প্রভুকে এমন করে কে লভিল আর
প্রেমের আলোকে ধ্বংস নিবিড় আঁধার।
কাহার অন্তরলোকে এমন করিয়া
কৃপাময় প্রভু প্রেমদীপ জ্বালাইয়া
সঞ্চিত দুষ্কৃতরাশি ভস্মসাৎ করি,
নেন কোলে; দুই ভাই আদর্শ তাহারি।
কাহার সে পাপকর্ম্ম আপন জীবনে
নিয়াছেন আকর্ষিয়া কোথা ভগবানে?
প্রভাবে তাহার দেহ কৃষ্ণবর্ণ হয়
এযে, প্রেমের ঠাকুর মম অন্য কেহ নয়।
কর্ম্মদোষে দিল কংস প্রাণ বিসর্জ্জন,
সংগ্রাম করিয়া হত হইলা রাবণ।
হিরণ্যকশিপু প্রাণ দিলা অভিমানে
লভি' নিজ কর্ম্মফল আপন জীবনে।
প্রেমের ঠাকুর মম এই অবতারে
দেহ-মনে দুঃখভোগ না করাল কা'রে।
মনুষ্য, পশুর ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া
হোক যত অপকর্ম্ম,—যাক আচরিয়া,
নরহত্যা ব্রহ্মহত্যা, অগম্যা গমন
অখাদ্য অভক্ষ্য দ্রব্য করিয়া ভক্ষণ,
যে-পাপে চিন্তিতে নর মনে ভয় পায়,
কঠিন সে মহাপাপে যাহারা হেলায়,
শৈশব হইতে প্রৌঢ় বয়স অবধি,
ব্রাহ্মণ-তনয়, নাহি-মানি কোনো বিধি,—

করিয়াছে পাপাচার ; হেন বৃত্তহীনে
কৃপাময় শ্রীচৈতন্য প্রেম-আলিঙ্গনে
করিলেন ধন্য তাঁরে। মহাপতিতেরে
শাস্তির না দিয়া বিধি, মধুর ব্যভারে
করিলেন অভিষিক্ত, ক্ষমি' সর্ব্বদোষ
পাপ লাগি' বিন্দুমাত্র না করিয়া রোষ।
কোনো যুগে কোনো দেশে হেন অবতার
অদোষদরশী বন্ধু—প্রাণে সুধাধার,
মিলিবেনা, একমাত্র কলিতে প্রকাশ
নিয়া নিজ পরিজন, করি মহারাস
কৃপাময় করিলেন দুভায়ে উদ্ধার
বুদ্ধির অগম্য যাহা,—নহে কল্পনার।

ধনী জমিদার পুত্র জগাই মাধাই
নবদ্বীপে দুভায়েরে সবে ভয় পায়।
কৈশোর হইতে মদ্য মাংসের ভক্ষণ
গ্রন্থ অধ্যয়ন আদি করিয়া বর্জ্জন
সাথে সাথে সর্ব্ববিধি অকর্ম্মের ভার
নিয়াছে যাচিয়া তারা স্কন্ধে আপনার।
লঘুগুরু নাহি ভেদ, কে করে শাসন,
পান ভোজনের সাথে চলেছে ব্যসন।
বিন্দুমাত্র শুভকর্ম্ম জীবনেতে নাই
এমন চরিত্র বিশ্বে দেখিতে না পাই।
প্রভুর লীলায় এরা পরম সহায়,
যাদের অধিক পাপী ত্রিজগতে নাই।
হেন পাপীজনে তিনি করেন উদ্ধার
নিমেষে সকল পাপ ধ্বংস করি তার।
সবাকার ঘৃণ্য জনে পাষণ্ড নাস্তিকে—
আপন করিয়া বুকে নিতে পারে কে ?
একমাত্র শ্রীগৌরাঙ্গ, মহাকরুণার—
ঘনীভূত প্রেমমূর্ত্তি, অবতার সার।

অগ্রে অগ্রে নিত্যানন্দ গৌরাঙ্গ পশ্চাতে
চলে হরিদাস সহ মহাকীর্ত্তনেতে ;
আবিষ্ট হইয়া প্রভু পতিত উদ্ধারে
চলেছেন মহারাসে ; তপ্ত অশ্রুধারে
অভিষিক্ত সর্ব্বঅঙ্গ, উর্দ্ধে বাহুদ্বয়
কলিহত জীবে প্রভু দানিয়া অভয়।
চলেছেন 'মহানাম' বদনে উচ্চারি
পতিত পাবন প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ হরি।
অপরূপ বেশ তাঁর সর্ব্ব অঙ্গে শোভে,
কুসুম ভূষণ নব, অপূর্ব্ব গৌরবে।
চলেছেন নৃত্যরত বদনেতে নাম
প্রেম-ঘনীভূত মূর্ত্তি মনোহভিরাম।
দুলিতেছে কণ্ঠমাল্য নর্ত্তনের তালে
শোভিছে আনন তাঁর দিব্যরশ্মিজালে।
ভাবের আবেশে পদ্ম পলাশ লোচন
রয়েছে আবিষ্ট, অশ্রুপূর্ণ সর্ব্বক্ষণ।
করুণার দিব্যরূপ প্রেম মূর্ত্তিমান
বর্ণন অতীত সর্ব্ব মানব-কল্যাণ।

সাথে সাথে ভক্তবৃন্দ মৃদঙ্গাদি নিয়া
চলিয়াছে মহানন্দে কীর্ত্তন করিয়া।
সর্ব্ব নবদ্বীপে নব প্রেম জাগরণ
অপূর্ব্ব সংহতি, মহারাস সম্মেলন।
ভুলে সবে নিজসুখ, নিয়া ভগবানে
অপূর্ব্ব একত্ববুদ্ধি জাগিয়াছে প্রাণে।
চলিয়াছে ঈশ্বরের আদেশ লভিয়া
কোথায় যাইতে হবে, কেমন করিয়া'
নাহি জানে ; অবশেষে প্রভু কৃপাময়
নানা পথ অতিক্রমি' হলেন উদয়
মাধাই গৃহের দ্বারে। আনন্দে নিতাই
চলেছেন নৃত্য করে, সংজ্ঞা যেন নাই।

মহাপাপী উদ্ধারের পরম লগন
হইয়াছে সমাগত। পরে কিছুক্ষণ
করুণার অবতার গৌরাঙ্গ-কানাই
করিবেন সমুদ্ধার জগাই মাধাই।

নৃত্যপর নিত্যানন্দে বেষ্টন করিয়া
রহিয়াছে ভক্তবৃন্দ আনন্দে মাতিয়া ;
দেহবুদ্ধি নাহি কারো পরম উল্লাসে
রয়েছে সকলে মগ্ন নাম-মহাবাসে।
অপরাহ্ন বেলা এবে বিদায়ী ভাস্কর
অস্তদিগন্তের পানে নিতে অবসর
চলিয়াছে ধীরে ধীরে, স্বর্ণরশ্মিজাল
সমুদ্যত সংহরণে ; নিতাই দয়াল
মাধাই দ্বারের পাশে সবাকারে নিয়া,
করিছেন সঙ্কীর্ত্তন জয়ধ্বনি দিয়া।
ভাগ্যবান মহাপাপী জগাই মাধাই
এ সময়ে অচেতন রয়েছে নিদ্রায়
নিশাচর দস্যুসম, দুভাই মিলিয়া
করে যত অপকর্ম্ম রজনী জাগিয়া।
অপহরি' পরনারী, মদ্যমাংস ভোগে—
উন্মত্ত হইয়া তারা রহে রাত্রি জেগে।
নেশায় বিভোর হয়ে সারা দিনমান
রহে ঘুমে দুই ভাই হারাইয়া জ্ঞান।
দ্বারী রহে দ্বারে জাগি',—যাহাতে নিদ্রার
না হয় ব্যাঘাত কভু,—করে প্রতিকার।
মহাভাগ্য তাহাদের সমাগত আজ
দাঁড়াইয়া দুয়ারেতে নবদ্বীপরাজ
নিখিলের অধিপতি ; সহ নিত্যানন্দ
সৌভাগ্য তুলনাহীন নাহি দ্বিধাদ্বন্দ্ব।
মহাপাপী অপরাহ্নে ঘুমে অচেতন
আসিয়াছে জীবনের পরম সে-ক্ষণ।
অতীতের শুভ শত কর্ম্ম পরিণাম
হবে সর্ব্ব পাপক্ষয় মহানন্দধাম।
তাদের অমৃত আজি দিবে ভগবান
কেন বা শয্যায় আর রহিবে শয়ান ?
কীর্ত্তন-ধ্বনিতে তা'র ঘুম ভেঙ্গে যায়
তখনো আচ্ছন্ন বুদ্ধি রয়েছে মাধাই।

রক্তিম নয়নদ্বয় পদ নাহি চলে—
পাঠায় দ্বারীকে শুধু এইমাত্র বলে,
'বাঁচিতে চাহিলে নিজ দলবল নিয়া
মুহূর্ত্তেকে যায় যেন এস্থান ত্যজিয়া।
অন্যথা, হইবে ধ্বংস নিযা নিজজন,
নিত্যানন্দ,—রক্ষা নাহি পাইবে জীবন।
শুনিয়া দ্বারীর বাক্য আনন্দে নিতাই
দ্বিগুণ উৎসাহে মাতি গৌর মহিমায়
গেয়ে গেয়ে করে নৃত্য প্রবল উদ্দাম
মুখরিত দশদিক, শুনে কৃষ্ণ নাম।
ধ্বনি প্রবেশিছে গৃহে অতিক্রমি' দ্বার
নিত্যানন্দ মুখশ্রুতি,—প্রচণ্ড দুর্ব্বার।
শয্যায় রহিতে আর না পারে মাধাই-
অথচ উঠিতে যেন বল নাহি পায়।
সকল শকতি আর মহিমাগৌরব
কীর্ত্তন প্রভাবে যেন অপহৃত সব।
নয়নে তাহার আর ঘুম নাহি রয়
অজানা আতঙ্কে গূঢ় কান্দিছে হৃদয়।
লৌহের কপাটবক্ষ বজ্রদণ্ড সহে
মহাঝটিকায় স্থির অবিচল রহে,
কীর্ত্তন-ধ্বনিতে আজি মূঢ় সে-হৃদয়
হইতেছে বিকম্পিত, জাগিতেছে ভয়!
একি অসম্ভব কথা ভাবিছে মাধাই,
কোথা মম সেই শক্তি কিছু যেন নাই।
ভাবে মনে, ব্রহ্মহত্যা হস্তে অগণন,
সীমাহীন নারীহত্যা,—হৃদয়স্পন্দন
জাগেনি একটিবার। অগ্নি-দগ্ধ-নর
করেছে করুণ আর্ত্তি, কাঁপেনি অন্তর।
আজিকে চঞ্চল চিত্ত—কম্পিত হৃদয় ?
হলো মম অপমৃত্যু—মাধাই এ নয়' ?
আলো-আঁধারিরখেলা মাধাই-অন্তরে
কি যে করণীয় তাঁর বুঝিতে না পারে।

চলেছে অন্তর-লোকে কঠোর সংগ্রাম
পশিছে শ্রবণে মধু গৌর কৃষ্ণ নাম।
মাধাই দেখিছে স্বপ্ন বসিয়া বসিয়া
বৈকুণ্ঠ হইতে তারে হাতছানি দিয়া
ডাকিছেন নারায়ণ,—'এবার বিজয়
হবে কর্ম্মভোগ শেষ, আর দেরী নয়।
আস পুনঃ মোর কাছে আপনার কাজে
কে তুমি ভাবিয়া দেখ নিজ মনোমাঝে'।
মায়ায় বিমূঢ় বুদ্ধি মাধাই বোঝে না—
না আসে পূরব স্মৃতি, না জাগে চেতনা।
মহাপাপকর্ম্মভারে পীড়িত হৃদয়
সত্য-সুধাকরস্পর্শ চকিতে বিলয়।

চলিতেছে দ্বারে সেই মহাকোলাহল
গৌর কৃষ্ণ নামময় কীর্ত্তনের দল।
জাগিয়াছে মহানন্দ নিত্যানন্দচিতে
করেন উদ্দণ্ড নৃত্য ভক্তবৃন্দ সাথে।
উদ্ধার হইবে আজি জগাই মাধাই
এ-আনন্দে বুকে চেপে রাখা মহাদায়!
চলেছে বিকাশ—তা'র নর্ত্তনে কীর্ত্তনে—
আনন্দ-তরঙ্গ নব জাগে প্রতিক্ষণে।

নেশায় চরণ টলে ঘূর্ণিত লোচন
ক্রোধে অবরুদ্ধবাক্ স্খলিত বসন।
মাধাই দুয়ার খুলে রহে তাকাইয়া
জনমহাসমুদ্রেরে। স্তম্ভিত হইয়া
হেরে অপরূপ দৃশ্যে! এমন সুন্দর
হয় কি মানব কভু? দেবতা কিন্নর
নয়ন-লোভন এতো? কি অপূর্ব্ব ধ্বনি
নাম কীর্ত্তনের সাথে উঠে রণিরণি।
ঈশ্বরের দরশন কভু মিথ্যা নয়
অবশ্য হইবে তার ফলের উদয়—
পাত্রভেদে হয় তাহা স্থির কি অস্থির।
মাধাই-জীবনে পাপ কর্ম্মের গভীর
সংস্কার রয়েছে জাত; তাই এই আলো
হয়ে ক্ষণমাত্র স্থায়ী চকিতে লুকালো।
আঁধারে করিয়া আরো ঘন তমোময়
করে পশুশকতির নব অভ্যুদয়।

মাধাই ভুলিল সব, ভালমন্দ জ্ঞান—
বিলুপ্ত হইয়া গেল। শুধু অভিমান,
'আমা হেন শক্তিমান্ ধনী জমিদারে
সামান্য সন্ন্যাসী এসে দুয়ারে ধিক্কারে?
আদেশ অমান্য করে না ডরি শাসনে,
এখনো রয়েছে রত নিষ্ফল কীর্ত্তনে।
সর্ব্বথা অসহ্য মম, না পারি সহিতে,
অবশ্য হইবে আজি সন্ন্যাসী বধিতে।

প্রভুকে পশ্চাতে রেখে নিত্যানন্দ রায়
সম্মুখে আগায়ে এসে, নয়ন ধারায়
সিক্ত হইতেছে অঙ্গ; উর্দ্ধে বাহু তুলি'
নর্ত্তনে উন্মত্ত, মুখে গৌর কৃষ্ণ বুলি।
দুর্গতে পতিতে হেরি কাঁদিছে হৃদয়
কহিছেন মনে মনে হে করুণাময়
এ মহা অধম এবে করহ উদ্ধার
তোমার করুণা ভিন্ন গতি নাহি আর।
এ মহাপতিতে বল কে আর রক্ষিবে?
অবহেলি দুষ্কৃতিরে কোলে তুলে নিবে।'

এইভাবে নিত্যানন্দ মাধাই উদ্ধারে
জানান মনের আর্ত্তি প্রভু বিশ্বম্ভরে।
সেইক্ষণে আচম্বিতে উন্মত্ত মাধাই—
লইয়া ইষ্টকখণ্ড, লক্ষিয়া নিতাই
সজোরে নিক্ষেপ করে সন্ধানিয়া শির—
বিদীর্ণ মস্তক হতে উত্তপ্ত রুধির
প্রবাহিত হতে থাকে কপোলে উরসে,
ঘটে মহা অঘটন চক্ষের নিমেষে।
সদা হাস্যময় মোর দয়াল নিতাই
পতিত উদ্ধার হেতু অর্পি' আপনায়

রেখেছেন প্রভুপদে ; দেহদুঃখ তাঁরে
ক্ষণলাগি বিচলিত করিতে না পারে।
উত্তপ্ত রুধিরে মিশে দ্রুত অশ্রুরাশি
দয়াল আসেন ধীরে মুখে মৃদুহাসি,
কহেন আদরে ডাকি' ওমোর মাধাই—
যত ইচ্ছা হয় মার, কোনো দুঃখ নাই।
মোর মহাদুঃখ তোমা পতিত হেরিয়া
তোমা উদ্ধারিব আমি প্রভু-কৃপা দিয়া।
'গৌরহরি' নাম মুখে লহ একবার;
পতিতের বন্ধু ভবে কেহ নাহি আর।
নেশায় উন্মত্ত হয়ে রয়েছে মাধাই
কি বলেন নিত্যানন্দ তাতে চিত্ত নাই,
আড়ষ্ট রসনা তা'র স্খলিত বসন
বদনে দুর্গন্ধ ঘোর অরুণ নয়ন
হিংস্রপশু, হিতকথা কেমনে শুনিবে।
সহজে চেতনা তার কেমনে আসিবে ?
হিতবাণী সেইখানে বিপরীত হয়
কুকর্মে শ্রোতার চিত্ত যেথা বিষময়।
নিত্যানন্দ আগাইয়া আসিতে দেখিয়া
ক্রোধান্ধ মাধাই পুনঃ উন্মত্ত হইয়া,
আবার আচার্য্য শিরে ইষ্টক ক্ষেপন
করিতে উদ্যত হলে, জগাই তখন
ধরে তা'র দুই হস্ত করে নিবারণ,
স্তম্ভিত মাধাই ক্রোধে উদ্দীপ্ত নয়ন
নিত্যানন্দ প্রভুপানে রহে তাকাইয়া
অবরুদ্ধ ক্রোধবহ্নি উঠে গুমরিয়া।
অসীম আনন্দ আজি নিত্যানন্দ মনে
মাধাই উদ্ধারলাভ করিবে এক্ষণে।
শত্রু হয়ে ঈশ্বরের কৃপায় লভিবে
মাধাই, জীবনে তার ধন্য করে নিবে।
তাই বাহু তুলে তিনি চলেন নাচিয়া
মুখে গৌর কৃষ্ণনাম গাহিয়া গাহিয়া।

স্মরি কৃষ্ণে নিত্যানন্দ প্রভু কন বার বার
অধম পতিতে নাথ করহ উদ্ধার
এমন পতিত আর ত্রিজগতে নাই
সার্থক করিতে তব মহামহিমায়।
নিত্যানন্দ শিরে হেরি শোনিতের ধার
মুরারি মুকুন্দ সবে করি হাহাকার,
ত্বরায় প্রভুকে গিয়া সংবাদ জানায়
পেয়েছেন মহাদুঃখ নিত্যানন্দ রায়।
হইতেছে শির হতে শোনিত ক্ষরণ
রক্ষিতে তাঁহারে ত্বরা করুন গমন।
রেখেছি বসায়ে তাঁরে তৃণের আসনে
হয়েছেন অবসন্ন শোনিত ক্ষরণে।
সহসা আসিয়া প্রভু আপন অগ্রজে
নিলেন আপন কোলে তুলিয়া সহজে।
দেন বেঁধে ক্ষতস্থান আপন বসনে,
মুছান শোনিত ধারা ; করুণ নয়নে
নিত্যানন্দ পানে শুধু রন তাকাইয়া
নয়ন হইতে অশ্রু পড়ে গড়াইয়া।
অতীত হইলে এইভাবে কিছুক্ষণ
আবিষ্ট ঈশ্বর ভাবে শচীর নন্দন,
উদ্দেশিয়া দুইভা'য়ে কন রুষ্ট হয়ে
আঘাতিলে নিত্যানন্দে নির্ম্মম হইয়ে।
যে জন আর্ত্তের বন্ধু, তোমা দুভায়েরে
এসেছেন প্রেমদানে ধন্য করিবারে।
এমন আপনজনে চাহ বধিবার ?
কেমন হৃদয়হীন ধূর্ত্ত দুরাচার।
কত অপকর্ম্ম নিতি হস্তে আপনার
করিতেছ এইভাবে সীমা নাহি তার।
পতিত উদ্ধারব্রতে যাঁহার জীবন
সমর্পিত, আজি তাঁর দুর্দ্দশা এমন !
তোমরা আনিলে ডেকে মহা অমঙ্গল,
জেনো এর পরিণাম বিষময় ফল।

রক্ষাকর্ত্তা তোমাদের ত্রিজগতে নাই
কৃপা করে রক্ষা যদি করেন নিতাই।
কৃষ্টপ্রভু সুদর্শনে করিলে স্মরণ
পবন-নন্দন ভাবে মুরারি তখন
কহিলেন বিশ্বম্ভরে, 'কেন সুদর্শনে
আহ্বান করিছ তুমি, পাষণ্ড দুর্জ্জনে
এখনি আসিব আমি নিমেষে সংহারি,
দাও অনুমতি যদি দাসেরে তোমারি'।
দীনের দয়াল নাথ প্রভু নিত্যানন্দ—
হরণে দীনের দুঃখ যাঁর মহানন্দ
কহিলেন নারায়ণে,—এলীলার মূলে
রহিয়াছে যে আদর্শ, তাহা কি ভুলিলে ?
শাস্তিদাতা নহ তুমি পাষণ্ড দুর্জ্জনে
জীবে উদ্ধারিবে তুমি আপনার গুণে।
করিয়াছ এলীলায় শস্ত্র পরিহার,
নিয়াছ যে মহাঅস্ত্র, কোনো অবতার
কোনো যুগে পারে নাই যে অস্ত্র লইতে,
তার কথা কেন নাথ উঠিলনা চিতে ?
ভক্তিপ্রেম সেই অস্ত্র, পরম সেধন—
করিবেনা দুর্গতেরে তুমি বিতরণ ?
যে-মানব পশুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া
সমাজ ও বেদবিধি যায় উল্লঙ্ঘিয়া
মগ্ন মহাপাপপঙ্কে, সে নাবকীজনে
দিবেনা কি মুক্তি তুমি প্রেমসুধা দানে!
যে যত অধিক পাপী, সে পাবে করুণা
ততোহধিক, দয়াময় করোনা বঞ্চনা,
নরাধম দুশ্চরিত্রে তব প্রেম হতে ;
এরাই লভিবে প্রেম প্রথমে জগতে।
তব দরশন মহাভাগ্য বলে হয়
ঈশ্বর-দর্শন নাথ কভু মিথ্যা নয়।
অবশেষে প্রভুমনে জাগাতে করুণ,
কহিলেন নিত্যানন্দ, নাদিলে সান্ত্বনা

জগাই অগ্রজে তার, আমাকে মাধাই
অবশ্য করিত হত্যা, সন্দেহ যে নাই।
যদি, অপরাধী জনে তুমি করহ সংহার
কার মুখে হবে বল নামের প্রচার ?
তাই আমি ভিক্ষা চাই দুভায়ের প্রাণ,
কৃপাময় তাহা তুমি কর মোকে দান।
জগাই-মহত্ত্ব কথা নর-নারায়ণ—
শুনে নিত্যানন্দ মুখে হরষিত হন।
আচার্য্যের প্রাণরক্ষা করিছে জগাই,
এই মহাপুণ্যে তার, আর পাপ নাই,
এ-বলিয়া কৃপাময় আনন্দে তখন
প্রাণদাতা বলে' তারে দেন আলিঙ্গন।
ঈশ্বর-পরশধন্য মহা ভাগ্যবান—
জগাই হারায়ে ফেলে আপন সংজ্ঞান।
অচেতন হয়ে রহে প্রভুপদ তলে—
হয়ে সর্ব্ব পাপমুক্ত প্রেম মহাবলে।
চতুর্ভুজ নারায়ণে করে সে দর্শন,
আপন মানসলোকে পরম শোভন।
আজন্ম দুষ্কৃতকারী স্বভাব-দুর্জ্জন
লভে মহা ভাগ্যগুণে, প্রেম মহাধন।
বহুক্ষণ পরে লভে' চেতন জগাই
প্রেমাশ্রু ধারায় সর্ব্ব অঙ্গ ভেসে যায়।
প্রভুর চরণে শির করিয়া অর্পণ
জগাই আনন্দে কেঁদে কহিল তখন।
'মোহেন দুর্জ্জনে কৃপা করে' নারায়ণ
দানিলা দুর্ল্লভ প্রেম-ভক্তি-মহাধন।
দেখালে তাপিত জনে, কলিহত জীবে—
অপরাধী বলে আর ভয় নাহি পাবে।
প্রেমভক্তি দাতা তুমি নর নারায়ণ
দুর্গত পতিতে যেচে দিলে প্রেমধন।
করিলে উদ্ধার দাসে কৃপা-পারাবার
হে মহা প্রেমিক, প্রেমে সীমা নাহি আর।

মাধাই অদূরে বসে হেরিছে সকল,
বিলুপ্ত হয়েছে তার জ্ঞান বুদ্ধি বল।
আজন্ম নাস্তিক ঘোর পাষণ্ড দুর্জ্জন
জগাই নিয়ত সঙ্গী,—করে সে ক্রন্দন
বুকে নিয়া প্রভুপদে! এ কেমনে হয়
নিতান্ত নির্ভীক শেষে, মনে জাগে ভয়।
নোয়ায়নি শির যেবা আপন জীবনে,
সে-জন চরণ ধরে নিরত ক্রন্দনে?
সেই বাহুবল আর দৃপ্ত অহঙ্কার
কার যাদুদণ্ডবলে হলো চুরমার!
কেমন বিস্ময় এই পুরুষ প্রধান
গলিত হিরণ দ্যুতি মহা জ্যোতিষ্মান,
তাহারি প্রভাবে বুঝি আজিকে জগাই
আপনার সর্ব্বসত্তা, সর্ব্ব মহিমায়
ওপদে অর্পণ করে,—নিয়াছে আশ্রয়,
হইয়াছে মহাসুখে আনন্দাশ্রুময়।
ঈশ্বরের দরশনে কৃপাগুণে আর
পাপিষ্ট মাধাই মনে আলোক সঞ্চার
হইতেছে ধীরে ধীরে, দেখিবারে পায়।
জীবন আচ্ছন্ন করে' পাপকর্ম্ম ছায়
রাখিয়াছে কত কাল। আর তারপর
কিবা ঘোর পরিণাম কাঁপিছে অন্তর।
ঈশ্বর দর্শন ফল পেতেছে মাধাই
আকৃষ্ট হৃদয়মন রূপ-সুষমায়,
জগাই-চরিত্র আর আপন জীবন
উভয়ের কর্ম্মধারা করি।বশ্লেষণ
আপনার হীনকর্ম্মে জাগিছে ধিক্কার,
জাগে শঙ্কা, পরিণাম চিন্তা করে তা'র।
যে-মাধাই ছিল আগে সে-মাধাই নয়—
এখন সে অন্যজন। তাহার হৃদয়
আছিল প্রস্তর সম নীরস কঠিন
অহঙ্কার-মদেমত্ত। এবে তাহা দীন—

আপন অতীত পাপকর্ম্ম সমুদয়
স্মৃতিতে উঠিছে ভেসে,—কি মহা বিস্ময়?
অত্যাচারী জমিদার, আপন জীবনে
ভয় দুঃখ কারে বলে কভু নাহি জানে।
ভোগ-বিলাসেতে যার লালিত শরীর
আপন অতীত কর্ম্মে আজি সে অধীর।
কে যেন বলিতেছে তা'রে রহি' অন্তরালে,
'মত্তহয়ে অহঙ্কারে যা' তুমি দেখালে,
সে-মত্ততা, বাহুবল কতকাল রবে,
অনাথে দরিদ্রে পীড়া কতদিন দিবে?
মদ্যমাংস ভোগে মত্ত রবে কতকাল?
মরণের মহাসিন্ধু তরঙ্গ ভয়াল—
সম্মুখে দেখনা চেয়ে। এখনো সময়
রহিয়াছে কিছু বাকী, না করিয়া ক্ষয়
অশনে ব্যসনে মজি; কৃপা-পারাবারে
সর্ব্বরূপে সমর্পণ কর আপনারে।
সুদুর্ল্লভ প্রেমভক্তি যাচ যুক্ত করে,
আজন্ম সঞ্চিত পাপে দাও মুক্ত করে।
এভাবে আপন কথা আত্মপরিচয়
লভেনি মাধাই আর। গিয়াছে সময়
ভোগের সমুদ্রে ডুবে বিবিধ ব্যসনে
হৃদয় বলিয়া কিছু না ছিল সন্ধানে।
আজ প্রভু দরশন-মহাপুণ্য বলে,
অপরূপ যে-বর্ত্তিকা উঠিয়াছে জ্বলে
আপন মানসলোকে,—স্বরূপ তাহায়
ধরা পড়িয়াছে আজি, মহা ভাবনায়
হৃদয় গিয়াছে ভরে,— খুঁজিছে উপায়
লুপ্ত পথচিহ্ন-তা'র মহাতমসায়।
আপন বলিয়া বিশ্বে কেহ নাহি আর,
গ্রাস করে মহাকাল সর্ব্বস্ব তাহার'।
মহা অনুতাপে দগ্ধ হতেছে মাধাই,
নিঃশেষ হতেছে সব,—কিছু যেন নাই।

মত্ত অভিমানী সেই ধনী জমিদার
নিমেষে সর্ব্বস্বহীন,—মহা হাহাকার
কোথা সে ঐশ্বর্য্যরাশি ভোগের আকর
মুহূর্ত্তে মিলায় শূন্যে। কোথা তা'র ঘর,
কিবা তার পরিচয়, সবি যেন ভুল
অপূর্ব্ব ঈশ্বর-কৃপা বিস্ময় অতুল!
অজ্ঞাতে কে যেন টেনে নেয় স্বপ্নলোকে
অমেয় আনন্দ যেথা, কোন দুঃখ শোকে
নহে তাহা বিড়ম্বিত, অপূর্ব্ব উল্লাসে,
অভিনব মাধুর্য্যের প্রবল উচ্ছ্বাসে
হৃদয় ভরিয়া উঠে। নিত্য মধুময়,
অপরূপ সে আনন্দ নাহি যা'র ক্ষয়।
ইহার ইঙ্গিত যেন পেতেছে মাধাই
হতেছে প্রভুর কৃপা পূর্ণ মহিমায়।
আনন্দের কল্পনায় মাধাই পাগল
নয়ন হইতে শুধু ঝরে অশ্রুজল।
আপনারে স্থির আর পারেনা রাখিতে
ছুটেছে মাধাই প্রভু-চরণে পড়িতে।
নরনারায়ণ ওই বসিয়া অদূরে
অঙ্কেতে অগ্রজ শুয়ে,—দুই নেত্র ঝরে।
অগ্রজের শির বাঁধা হয়েছে বসনে
সেবারত করপদ্ম গাত্র সম্মার্জ্জনে।
নীরব নিস্তব্ধ দোঁহে, মুখে নাহি ভাষ
নয়নে দেখায় মহাসমুদ্র আভাস।
দেবের দুর্ল্লভ ওই চরণ যুগলে
পড়িয়া মাধাই কহে তিতি অশ্রুজলে,
ওগো, পতিতের বন্ধো, দীনের আশ্রয়
দুর্ব্বৃত্তেরে রাখ পদে দানিয়া অভয়
পাপ যার সীমাহীন,—ঘৃণ্য আচরণ
সর্ব্বজন সুদুঃসহ ; অনাথ শরণ
তুমি ভিন্ন নারকীর অন্য গতি নাই,
উদ্ধার পতিতে নাথ,—প্রেম-মহিমায়।

মাধাই প্রভুর পদে পড়িয়া যখন
স্মরি' নিজ ঘৃণ্য কর্ম্ম করিছে রোদন
নরনারায়ণ তবে তা'কে সম্বোধিয়া
কহেন পরুষকণ্ঠে, দেখ বিচারিয়া
আপনার অপকর্ম্মে ; করি রক্তপাত
আচার্য্যের শির হতে, যে-অভিসম্পাৎ
লভেছ মাধাই তুমি, বিনাশ তাহার
না হইলে পাইবেনা কখনো নিস্তার।
হইবে অনন্তকাল নরকেতে বাস
ঘটায়েছে দুষ্টবুদ্ধি তব সর্ব্বনাশ।
আচার্য্যের কৃপাদৃষ্টি যখনি লভিবে
তখনি সে মহাপাপ হতে মুক্ত হবে।
বাড়াইতে নিত্যানন্দ প্রেম-মহিমায়
নর-নারায়ণ-কৃপা পেলোনা মাধাই।
তাতেও মাধাই কিন্তু নাহি ছাড়ে পাশ
কহে যুক্ত করে, প্রভো, তুমি শ্রীনিবাস
মো-হেন পতিতজনে উদ্ধারের তরে
ঈশ্বর এসেছ তুমি নর-রূপ ধরে।
তোমার কৃপার প্রভো অবধি যে নাই
বঞ্চিত রহিবে শুধু পতিত মাধাই।
শস্ত্রবিদ্ধ করে তোমা অসুরের গণ
সাধনার দিব্যলোকে করেছে গমন,
তাদেরে করেছ কৃপা। হতভাগ্য দাসে
আশ্রিত কুক্কুরে তুমি রেখে দেবে পাশে?
তুমি যে দয়াল প্রভু অনাথ শরণ
কৃপাবিন্দু দিয়া, দাসে নবীন জীবন
কর দান দয়াময়, প্রেম-পারাবার
তুমি ভিন্ন এদাসের গতি নাহি আর।
অবতীর্ণ তুমি উদ্ধারিতে পতিতেরে
সবার অধিক পাপী দুর্ব্বৃত্ত পামরে
এবার করিয়া কৃপা জীবেরে দেখাও,
অকৈতব প্রেমরাশি জগতে বিলাও।

জেনেছি স্বরূপ তব তোমারি কৃপায়
কলিজীবে উদ্ধারিতে তুমি ভিন্ন নাই।
এ'বলি' মাধাই, প্রভু-চরণ ধরিয়া
'কৃপা কর প্রভো' বলে রহিল পড়িয়া।
লভিয়াছে তত্ত্বজ্ঞান প্রভুর কৃপায়
আপন অন্তরলোকে আজিকে মাধাই।
অপূর্ব্ব ভাষণ তাঁর কি মহা বিস্ময়
ঈশ্বর কৃপায় বিশ্বে কিবা নাহি হয়!
সুরাপায়ী পশুসম আহার বিহার
সর্ব্ব অপকর্ম্মকারী মহাদুরাচার,
তার মুখে হেন ভাষা শুনিয়া নিতাই
বুঝিলেন সুদুর্লভ ঈশ্বর-কৃপায়
লভেছে মাধাই সত্য। দেরী নাহি আর
দানিবেন প্রেমভক্তি কৃপা পারাবার
ভাগ্যবান মাধাইরে। আনন্দে মাতিয়া
চলেছেন নিত্যানন্দ মানসে জল্পিয়া,
'স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি সর্ব্বশক্তিমান
যা' ইচ্ছা করিবে তুমি নাহি তাহে আন।
মোরে উপলক্ষ্য করি দুভায়ে তারিবে
মদ্য মাংস ভোজী জনে প্রেম বিতরিবে।
হেরিবে সমগ্র বিশ্ব অপার বিস্ময়ে,
পরম পুরুষ তুমি প্রেম বিলাইয়ে
নারকী পতিতে কর ভকত প্রধান,
নিমেষে করিয়া তারে রূপান্তর দান।
আপন পুত্রেরে পিতা নারেন শোধিতে
না পারেন হীন পুত্রে মহান করিতে,
কিন্তু, জগতের পিতা তুমি শক্তি সীমাহীন,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড প্রভো, তোমার অধীন।
কলির পতিত জীব দেখুক নয়নে
অসীম শকতিবলে করিছ কেমনে,
অমাবস্যা অন্ধকারে আলোর বিকাশ,
জাগাও মরুর বুকে রসের উল্লাস।
ক'ন শেষে নারায়ণে, ওগো কৃপানিধি
রাখ দূরে সরাইয়া তব বেদ-বিধি,
দু'ভায়ে আজিকে তুমি করহ স্বীকার,
তাদের মঙ্গল তরে সর্ব্বস্ব আমার—
করিলাম সমর্পণ। অপরাধ ভুলি
দু'ভায়েরে নাও প্রভো এবে কোলে তুলি'।
সন্তানের অপরাধ পিতা নাহি ধরে
প্রেমনিধি দয়াময় কি বলি' তোমারে।
অদোষদরশী তুমি, তুমি প্রেমময়,
ধ্বনিয়া উঠুক বিশ্বে সে প্রেমেরি জয়।
শুনে নিত্যানন্দ বাণী নর-নারায়ণ
কহেন শ্রীপাদ, তুমি করি আলিঙ্গন
সর্ব্ব অপরাধ আগে ক্ষমা কর তা'র
যাক্ মুছে আত্মাহতে সর্ব্বগ্লানিভার।
সীমাহীন দুষ্কৃতির সংস্কার হইতে,
মুক্ত তারে কর তুমি শক্তি দানি চিতে।
মহানন্দে নিত্যানন্দ উঠিয়া তখন
করেন দু'ভায়ে তিনি প্রেম-আলিঙ্গন।
আলিঙ্গনে সর্ব্বপাপ মুক্ত গ্লানি ভার
লভিলা নূতন জন্ম মাধাই এবার।
আনন্দের আতিশয্যে জ্ঞান হারাইয়া
মাধাই ভূমিতে পরে মূর্চ্ছিত হইয়া।
স্বেদ কম্প আদি যত সাত্ত্বিক বিকার
সর্ব্ব অঙ্গে পরিস্ফুট হইল তাহার।
প্রেমে অচেতন তাকে ভূমিতে হেরিয়া
চলে ভক্তবৃন্দ নাম কীর্ত্তন করিয়া।
নবদ্বীপ অধিপতি আজি দুইভাই
ধূলিধূসরিত অঙ্গ; প্রভুর কৃপায়
প্রেমভক্তি লাভে ধন্য হয়েছে এবার—
ধরণীতে বিদলিত সর্ব্ব অহঙ্কার।
কোনো বিলাসের চিহ্ন দেহে আর নাই
ঝরিছে নয়ন জল পথের ধূলায়।

লভিয়াছে নবজন্ম আজিকে মাধাই
হেন ভাগ্যবান আর ত্রিজগতে নাই।
মহানন্দে ভক্তবৃন্দ হরিধ্বনি করে
প্রেমেতে মূর্চ্ছিত হেরি উভয় ভ্রাতারে।
সঞ্চিত মানসলোকে ঘোর অন্ধকার
নিমেষে গিয়াছে সরি; আলো পারাবার
মানসগগনে তা'র উঠিছে উছলি—
বন্ধ হৃদয়ের দ্বার গেছে আজি খুলি'।
মহারোগ হতে মুক্তি প্রভুর কৃপায়
ঘটিয়াছে, আজি আর কোনো দুঃখ নাই।
ধীরে ধীরে আসে সংজ্ঞা, স্বর্গমন্দাকিনী
উভয়ের নেত্রে আজি মধু প্রবাহিনী।
জীবনে প্রথম এই আনন্দ জোয়ার
এসেছে মাধুর্য্য নিযা, অনন্ত অপার।
স্তম্ভিত বিস্ময়ে উভে রহে যুক্ত করে
চেয়ে প্রভুপদদ্বন্দ্ব ব্যাকুল অন্তরে।
করুণার সিন্ধু প্রভু অনাথ শরণ
উভয়েরে আশ্বাসিয়া বলেন তখন
আজি হ'তে নবজন্ম হলো তোমাদের
হলে মম নিজজন। গত জনমের
সর্ব্ব অপরাধ আমি নিলাম যাচিয়া
অনাঘ্রাত পুষ্পসম বিশুদ্ধ হইয়া
জীবন যাপন কর; কর কৃষ্ণনাম
হইবে তোমরা, মহা আনন্দের ধাম।
তোমাদেরে স্পর্শি' নর পবিত্র হইবে
সঙ্গ গুণে তোমাদের প্রেম উপজিবে।
আনন্দে দু'ভায়ে তবে উন্মত্ত হইয়া
পড়িলা প্রভুর পদে সংজ্ঞা হারাইয়া।
নিত্যানন্দে আনন্দের সীমা আজি নাই
স্বীকার করিয়া নিছে জগাই মাধাই।
দুভায়েরে কৃপা করে নর-নারায়ণ,
নবদ্বীপে ছিল যারা ভয়ের কারণ।
এমন পতিত জনে উদ্ধারের তরে
নিত্যানন্দ সঙ্গোপনে আপন অন্তরে,
প্রিয়-ইষ্টে নিবেদেন করেছে বারতা,
শুনেছে অন্তরযামী অন্তরের কথা।
আপন ভবনে প্রভু—নিয়া নিজজন
বসেছেন মহানন্দে, বৈকুণ্ঠ ভবন—
শচীমার বাসভূমি। নর-নারায়ণ
লইয়া আপন যত নিজ পরিজন
শোভিছেন মাঝখানে। বামে গদাধর
রয়েছেন দক্ষিণেতে নিতাই সুন্দর।
সম্মুখে অদ্বৈত, প্রভু পাশে হরিদাস,
বসেছেন বিদ্যানিধি, পণ্ডিত শ্রীবাস
রমাই পণ্ডিত আর বৈদ্য শ্রীমুরারি
সবাই গৌরাঙ্গ চাঁদে রাখিয়াছে ঘিরি'।
শারদ গগনে তারা সহ সুধাকর
দিব্য মহিমায় পূর্ণ অপূর্ব্ব সুন্দর।
কৃপাময় শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর আজ্ঞায়
এসেছে ভবনে তাঁর জগাই মাধাই।
বলেছেন দয়াময় দুভায়ে উদ্ধারি'—
'আজি হতে দুই ভাই হইলে আমারি'।
তোমাদের মুখে আমি করিব আহার
হৃদয়েতে তোমাদের আবাস আমার।'
তোমাদের স্পর্শে সবে পবিত্র হইবে,
স্বর্গমন্দাকিনীসম শুচিতা লভিবে।
দেবের দুর্ল্লভ ধন দিব তোমাদেরে
দর্শনে মানিবে ধন্য সবে আপনারে।
চাহিয়া প্রভুর পানে আছে দুই ভাই
যুক্ত করে নতশিরে। নয়ন ধারায়
ধরণী হতেছে সিক্ত। দহিছে হৃদয়
তীব্র অনুতাপবহ্নি সর্ব্ব দেহময়।
আপন তাদের কেহ ছিলনা ধরায়
হইলে ভোগের শেষ সম্বন্ধ ফুরায়।

গুরু-ব্রহ্ম-হত্যা আদি কুকর্ম্ম সাধন
মহা পাপকর্ম্মে লিপ্ত হয়ে সর্ব্বক্ষণ।
হেন পাপকর্ম্ম বিশ্বে আর কিছু নাই
সুরাপানে মত্ত হয়ে করেনি দু'ভাই।
প্রভুর কৃপায় আজি লভি' তত্ত্বজ্ঞান
গোপন অন্তরলোকে করি দৃষ্টিদান,
হেরি' আপনারে মবে ঘৃণা অপমানে
জন্মি' জমিদার বংশে ব্রাহ্মণ সন্তানে
স্বধর্ম্ম বর্জ্জন করি' হেন পাপাচার
অকথ্য অবর্ণনীয়, মদমত্ততার
কুদৃষ্টান্ত, নাহি যাহা নিখিল ভুবনে
ভাষা অসমর্থ, তার সম্যক্ বর্ণনে।
'সে-কর্ম্ম-স্মরণে আজি পীড়িত হৃদয়
অর্পিব প্রভুকে পাপকর্ম্ম সমুদয়'—
এই দুঃখে অশ্রুজলে ভাসে দুই ভাই
কোনোরূপে মনে আর সান্ত্বনা না পায়।
অন্তর্যামী পিতা যিনি সর্ব্ব মানবের
সর্ব্বজ্ঞাতা দ্রষ্টা তিনি জন্মজন্মান্তের
পীড়িত করিছে দোঁহে, যে মর্ম্ম বেদনা
অতীত কর্ম্মেরে স্মরি',—না পেয়ে সান্ত্বনা
ঝরিতেছে উভয়ের নয়নের ধার
জানেন সকলি প্রভু,—কৃপা পারাবার।
তাই, দুবাহু বাড়ায়ে তিনি আলিঙ্গন দিয়া
উভয়ে নিলেন বুকে। বিলীন হইয়া
পরম পিতার পূত হৃদয় মাঝারে।
এমন অমৃত দাতা ভব-পারাবারে
কেবা আর নাহি জানি? অনাথ আশ্রয়
ধন্য প্রেমদান তব হে করুণাময়।
ভক্তবৃন্দ মহানন্দে করে হরিধ্বনি
দেন হুলুধ্বনি যত বৈষ্ণব-গৃহিণী।
হেরিলেন শচীমাতা আপন নয়নে
নিমাই উদ্ধারে যত পাষণ্ড দুর্জ্জনে।
হেন অসম্ভব কর্ম্ম হেরি বিষ্ণুপ্রিয়া
পান মনে মহানন্দ,—দ্রবীভূত হিয়া।
প্রভুর কৃপায় তবে উভয়-অন্তরে
স্ফূর্ত্ত হয় তত্ত্বকথা,—দুয়ে যুক্ত-করে—
প্রেমাশ্রু নয়নে ঝরে—প্রভুর স্তবন,
অতি অপরূপ যাহা,—মধু সুশোভন।
'পরম দয়াল নাথ প্রভু বিশ্বম্ভর
যাঁর নিত্য সঙ্গী হন নিতাই সুন্দর।
অন্য অবতারে তুমি পাপীর তারণ
দিয়া সমুচিৎ দণ্ড করেছ শাসন।
মহাপাতকীরে তুমি এই অবতারে
যেভাবে করিলে কৃপা, ভুলিতে তাহারে
কোনো যুগে কোনো কালে কারো সাধ্য নাই।
হে মোর দয়াল দেব গৌরাঙ্গ কানাই,
যে-করুণা প্রকাশিলে মোদের উদ্ধারে
কৃপানিধি,—কিভাষায় বর্ণিব তাহারে।
তব নামে অজামিল লভিল উদ্ধার
নামেব মহিমা বিশ্বে হইল প্রচার।
ধর্ম্মভ্রষ্ট নরাধম মোরা পাপাচার
কোনোকালে তব নাম করিনি উচ্চার,
বরং তোমার নাম নিয়াছে যে-জন
বহু দুঃখ দিয়া তারে করেছি নিধন।
যাদের জীবনে কোনো শুভকর্ম্ম নাই
উদ্ধারিলে তাহাদের ত্রিদশের রায়।
যে-নামের গুণে ব্রহ্মহত্যা পাপ যায়
সে-নাম কখনো যার পাপ রসনায়
আসেনি ক্ষণিক লাগি। সে মহাপাপীরে
নিস্তারিলে কৃপাময় পাপমুক্ত করে।
দানবে অসুরে কৃপা, হেতু আছে তা'র
অহেতুক কৃপাদান তুমি এইবার—
করিয়া দেখালে নাথ প্রেমের মহিমা,
ত্রিজগতে নাহি মিলে কভু যার সীমা'।

স্তব শেষে দুই ভাই প্রভুর চরণে,
আপনারে নিঃশেষিয়া সর্ব্বসমর্পণে
ধন্য করে, নেত্রনীরে চরণ ধোয়ায়
ওই পদদ্বন্দ্ব ভিন্ন অন্য কিছু নাই।
সবশেষে কৃপাময় কহেন মাধাই,
'আজি হতে হলে মম, কোন ভয় নাই'।
দেব আমি তোমাদেরে সুদুর্ল্লভ ধন
দেবেরও বাঞ্ছিত যাহা অমৃত জীবন।
দেখাব জগতে আমি প্রেমের বৈভব
সর্ব্ব অসম্ভবে প্রেম করে যে সম্ভব।
তোমাদের সর্ব্ব পাপকর্ম্মের সংস্কার,
জানিবে, সকলি আজি হইল আমার।
হয়ে সর্ব্ব পাপমুক্ত পবিত্র জীবনে,
লভিবে পরম গুহ্য প্রেমভক্তিধনে'
হলে প্রভুবাক্য শেষ, সোনার বরণ
নিমেষেতে কালরূপ করিল ধারণ।
স্তম্ভিত ভকতবৃন্দ, গৃহেতে জননী
বিস্ময়েতে হতবাক্ মুখে নাহি বাণী।
প্রভুর মহিমা হেরি দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া
আনন্দে বিস্ময়ে নব, স্তম্ভিত হইয়া।
জগাই মাধাই পাশে স্থাণুর সমান
অচল হইয়া যেন,—নাহি কোনো জ্ঞান।
কিছুক্ষণ পরে তারা লভিয়া চেতন
কৃপাময় প্রভো, বলে করিছে রোদন।
অনুতাপ-বহ্নিশিখা অন্তরে দুর্ব্বার,
কহিছে কাতর কণ্ঠে, নেত্রে অশ্রুধার,
দুষ্কর্ম্মে অর্জ্জিত ঘৃণ্য যত মহাপাপ
ব্রহ্মহত্যা নারীহত্যা জাত অভিশাপ
দিলাম তোমারে মোরা করিয়া অর্পণ,
যাঁরে ভক্তবৃন্দ দেয় প্রেমভক্তি ধন।
সে-পাপ কালিমা এবে সোনার বরণে
নিমেষে করিল কালো। এপাপ জীবনে
কেন আর বহি' নাথ ত্যজিব তাহারে।
এই মহা অপরাধ জন্ম জন্মান্তরে
বহিতে হইবে জানি। ঘোষিবে সংসার,
অর্পিলাম ভগবানে পাপকর্ম্ম ভার।
এইবলে কেঁদে কেঁদে জগাই মাধাই
পড়ি' প্রভুপদে নিজ চেতনা হারায়।
প্রভুর আজ্ঞায় তবে ভক্ত জনগণ
আরম্ভ করেন মহা নামসংকীর্ত্তন।
নৃত্যকরে নিত্যানন্দ আনন্দে মাতিয়া
সাথে তাঁর শ্রীঅদ্বৈত চলেন নাচিয়া।
শচীমার গৃহ আজি বৈকণ্ঠ-ভবন
বিরাজ করিছে হেথা লক্ষ্মীজনার্দ্দন।
জগাই মাধাই পরে চেতনা লভিয়া
চলে নিত্যানন্দ সাথে নাচিয়া নাচিয়া।
মহানন্দে পরিপূর্ণ গুপ্ত বৃন্দাবন
মহাপতিতেরে আজি করি উদ্ধারণ
আপন স্বরূপ প্রভু করিলা প্রকাশ
কলির পতিত জীব মিটাইবে আশ।
অবাক বিস্ময়ে সবে করিছে দর্শন
প্রভুসাথে দুইভাই করিছে নর্ত্তন।
দেবগণ যাঁ'র সঙ্গ সদা ইচ্ছা করে
পতিতের বন্ধু সেই গৌরাঙ্গ সুন্দরে
মদ্যপায়ী নরঘাতী মহাপাপাচারী
আপন অভীষ্টরূপে লইয়াছে বরি'।
তাহাদের নেত্রে তাই জাহ্নবীর ধারা
কীর্ত্তন আনন্দে আজি উভে আত্মহারা।
হলো মহাভাগবত জগাই মাধাই
সবার নয়নানন্দ,—মহা করুণায়।
অলৌকিক শ্রীচৈতন্য লীলা সমুদয়
বুদ্ধি যুক্তি তর্কে তাহা বুঝিবার নয়।
এহেন দুর্ব্বৃত্ত মহাপাপের আধার
চৈতন্য কৃপায় এবে ভক্ত সংজ্ঞা তার।

আপনি ঈশ্বর তারে করে আলিঙ্গন
পাপের কালিমা নিজে করেন গ্রহণ।
সবার সন্দেহ, প্রভু, নিরসন তরে
কীর্ত্তন সমাপ্ত হলে কন সবাকারে,
মহাভক্তিমান আজি জগাই মাধাই
তাদের চরিত্রে আর কোনো দোষ নাই।
সর্ব্ব অপকর্ম্মজাত পাপের সঞ্চয়
আমার ইচ্ছায় আজি হইয়াছে ক্ষয়।
জানিবে সবার হৃদে আমি করি বাস
সাধু বা অসাধু হোক প্রভু কিম্বা দাস
বিশ্বের সর্ব্বত্র এম স্থিতি অনুক্ষণ
আমার ইচ্ছায় ঘটে বিমুক্ত-বন্ধন।
সবার ইচ্ছার মূলে মোর ইচ্ছা জেনো
আমারে লঙ্ঘিবে বিশ্বে নাহি কেহ হেন।
এতোদিন ডুবে ছিল আমার ইচ্ছায়
যতোসব ঘৃণ্যকর্ম্মে জগাই মাধাই।
আমার ইচ্ছায় পাপকর্ম্ম সমাপন,
আমার কৃপায় নবজীবন গ্রহণ।
এইসব বাক্য মোর, বৈষ্ণব চিন্তিবে
ইহাদেরে অবহেলা কভু না করিবে।
ইহাদেরে দিলে অন্ন মোরে অন্নদান
হইবে, আমার সেবা, আমার সম্মান।
জগাই মাধাই দেহে মোর অধিবাস,
যেবা না মানিবে তার হবে সর্ব্বনাশ।
আনন্দে বিহ্বল হয়ে তখন দু'ভাই
পড়িয়া প্রভুর পদে গড়াগড়ি যায়।
মিলিয়া ভকতবৃন্দ দেয় হরিধ্বনি
কম্পিত হইয়া উঠে সমগ্র মেদিনী।
মহাভাগবতে সবে দণ্ডবৎ করে,
কেবা হেন ভাগ্যবান অবনী ভিতরে
কেহ নাহি জানে আর, করে পরণাম
মহাভক্তে—দিবারাত্র লয় যেবা নাম।

জগাই মাধাই সম দ্বিতীয় কে আর
এই বিশ্বে মহাভক্ত, কৃপা পারাবার
করালেন দরশন আপন স্বরূপ
লক্ষ্মীসহ নারায়ণ, চতুর্ভুজ রূপ।
শোভিছে বৈকুণ্ঠ নব, শচীর ভবন
অনাদি অনন্ত প্রভু নর-নারায়ণ।
কৃপাময় ঈশ্বরের মহতী কৃপায়
সকলি সম্ভব হয়,—অসম্ভব নাই।
জানিয়াছে নবদ্বীপে সর্ব্ব নরনারী
মহাকৃপা প্রদানিয়া শ্রীচৈতন্য হরি,
জগাই মাধাই সম অত্যাচারী জনে
করেছেন মহাভক্ত প্রেমভক্তি দানে।
ঈশ্বর কৃপার কাছে অসম্ভব নাই
শ্রেষ্ঠ নিদর্শন তা'র জগাই মাধাই।
ভুলে নাম নিলে যার প্রভাতে জাগিয়া
শুচিতা আনিতে হতো গঙ্গাজল দিয়া
স্পর্শত দূরের কথা; আজি তার নাম
ঈশ্বর কৃপায় মহা প্রেমানন্দ ধাম।
পরশে তাহার মনে কৃষ্ণ প্রেম জাগে
সুমধুর অনুভবে প্রেমভক্তিরাগে।
হেন অসম্ভব কর্ম্ম আপনি ঈশ্বর
করেন জীবের হিতে,—গোরাঙ্গ সুন্দর
অচিন্ত্য শকতি প্রভু অব্যয় অক্ষয়
আর্ত্তজনে উদ্ধারিতে তিনি প্রেমময়।
দেশকাল সীমাহীন সত্তা নির্ব্বিশেষ
প্রেমভক্তিরসে লভে বিগ্রহ বিশেষ।
দিব্যরূপ অলৌকিক কর্ম্ম সমুদয়
শক্তিমান ঈশ্বরের ঘটে পরিচয়।
মাধাই উদ্ধার কর্ম্ম আশ্চর্য্য ব্যাপার
ঈশ্বরের বিভূতির, কৃপা মহিমার
অপরূপ প্রকাশন। সমান্য মানবে
হেন অসম্ভব কর্ম্ম কভুনা সম্ভবে।

কীর্ত্তনেতে যাহাদের ছিলনা বিশ্বাস
ভোগমুগ্ধ মন, আর ইন্দ্রিয়ের দাস
না মানিত ভগবানে ; তাদেরও হৃদয়
মাধাই উদ্ধার কর্ম্মে হইল বিজয়।
ষড়ৈশ্বর্য্যময় প্রভু, তাঁহার কৃপায়
জগাই মাধাই নব জীবনেরে পায়।
আজন্ম সঞ্চিত মহা দুষ্কর্ম্ম-সংস্কার
ঘুচাইয়া, নেত্রে আনে প্রেমামৃতধার।
আনে মুখে কৃষ্ণনাম, নিত্য গঙ্গাস্নান
দিবারাতে দুইলক্ষ জপ—সমাধান।
কোথা সেই ভোগতৃষ্ণা ঐশ্বর্য্য বিলাস
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেমে সব মিটায়েছে আশ।
একর্ম্ম সাধিতে মাত্র পারে ভগবান
সবার অন্তরযামী, সৃষ্টি যার দান।
মহাভক্ত দুইভাই বৈরাগ্য অন্তরে
বসিয়া গঙ্গার ঘাটে, কৃষ্ণ নাম করে।
শ্রীচৈতন্য পদে করে আত্ম সমর্পণ
গৃহ ছেড়ে দুইভাই করিলা গমন।
অন্তরে বৈরাগ্য নিয়া ভাগীরথী তীরে
রসনায় কৃষ্ণনাম সদা নৃত্য করে।
ভিক্ষান্নে জীবন চলে, কভু ভিক্ষাহীন
জপিতে জপিতে নাম কাটে রাত্র দিন।
মদ্য মাংস নারী নিয়া নিয়ত বিহার
ছিল যাহাদের কর্ম্ম, বৈরাগ্য সঞ্চার
প্রভুর কৃপার বলে তাদের জীবনে,
হয়েছে নিরত তারা নামের সাধনে।
সংসারের মহাভোগী কদর্য্য আচার
কোনো অপকর্ম্মে বাধা নাহি ছিল যা'র
সাধু সন্ত-অত্যাচারী সমাজের ভয়
তাদের বৈরাগ্য নিষ্ঠা পরম বিস্ময়।
নবদ্বীপ বাসী সবে দেখে তাকাইয়া
দীন হতে দীন ভাবে রয়েছে বসিয়া
দুভাই জাহ্নবী তীরে ; নেত্রে অশ্রুধার
হয় দর্শকের চিত্তে করুণা সঞ্চার।
সংসার বন্ধন মুক্ত হয়েছে মাধাই
এসেছে বৈরাগ্য মনে, কোনো খেদ নাই।
চলিয়াছে দিবারাত্র নাম জপ করি
দেহ হতে ক্ষুধা তৃষ্ণা কে নিয়াছে হরি।
নাম জপ ধ্যানে তার কাটে রাত্র দিন
ধীরে ধীরে দেহ যেন হইতেছে ক্ষীণ।
যে পায় ঈশ্বর কৃপা কিবা চাহি তার
দুভায়ে করেছে ধন্য কৃপাপারাবার'।
শারদ আকাশে শুভ্র মেঘের সঞ্চার
হইয়া চকিতে যথা ঘনায় আঁধার
তেমনি অতীত কর্ম্ম স্মৃতি সমুদয়
মাধাই মানস লোকে হইয়া উদয়,
অনুতাপ বহ্নি জ্বালা করিয়া সৃজন
নিরমম ভাবে তাঁ'বে করিছে দহন।
সে-তাপ ক্রমশ তীব্র নহে সহনীয়
এমনি বেদনঘন—নহে বর্ণনীয়।
সাথে তার শেষ পাপকর্ম্ম নিরমম
এসে যোগ দেয় ধীরে। শোনিত নির্গম
আচার্য্যের শির হতে ; ইষ্টক ক্ষেপণে
কিযে মহাঅপরাধ পাপিষ্ট জীবনে,—
ঈশ্বর যাঁহার হৃদে সদা করে বাস
আনন্দ-মূরতি নব প্রেমের বিকাশ
রয়েছে যাহারে ঘিরে, সে-প্রেম-আধার
পেলেন আমার হস্তে নিষ্ঠুর প্রহার!
অপরাধী মোরে কোনো শাস্তি নাহি দিল
বিনিময়ে পাপীজনে প্রেমে আলিঙ্গিল!
এই মহা অপরাধ হইতে এখন—
করেছে কি ক্ষমা মোরে নর-নারায়ণ?
নিতি আপনার গত কর্ম্মের স্মরণ
তার সাথে সাথে তপ্ত অশ্রু বিসর্জ্জন,

ক্ষোভে পরিতাপে কভু করিছে আঘাত
মাধাই আপন বক্ষে; সারা দিনরাত
কাটায় উন্মাদসম, অধীর চঞ্চল
অনুতাপে দগ্ধ চিত্ত হৃদয় বিকল।
জগাই ভাবিছে মনে কেমন করিয়া
মাধাই হইবে স্থির,- শান্ত হবে হিয়া।
সেবক-অন্তরে এই অসহ্ বেদন
জানেন অন্তরযামী নরনারায়ণ।
একদা আদেশে তাঁর নিত্যানন্দ রায়
মাধাই উদ্দেশে গঙ্গা তীরে চলে যায়।
সেদিন আসন্ন সন্ধ্যা, দেবী সুরধুনী
চলিয়াছে কুলুনাদে বাজায়ে কিঙ্কিনী,
আপনার প্রিয় কান্তে মিলন আশায়
আকুল অন্তর প্রিয় স্মরণ-সুধায়।
চলিয়াছে অস্তাচলে ধীরে দিনমণি
সকল ঐশ্বর্য্য যেন হরেছে ধরণী।
বিহঙ্গ বিহঙ্গী সাথে ফিরিছে কুলায়
হতেছে আচ্ছন্ন ধরা ঘন তমসায়।
মাধাই জাহ্নবীতটে নীরবে বসিয়া
আপন অতীত কথা চলেন ভাবিয়া,
করমের ভালমন্দ না ছিল সন্ধান
ছিল শুধু ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তির বিধান,
অবিচারে অপরাধহীন শত জনে,
পেয়েছি আনন্দ কত,—নির্ম্মম পীড়নে।
সকরুণ আর্ত্তনাদে জীবন ভিক্ষায়,
অন্তর কখনো বিন্দুমাত্র টলে নাই।
সে-অতীত মূর্ত্ত আজি মানস গগনে
করিতেছে দগ্ধ মোরে প্রতি ক্ষণে ক্ষণে।
আতঙ্কিত হৃদয়ের কণ্টক শিহরে
ক্ষণে ক্ষণে নেত্র হতে তপ্ত অশ্রু ঝরে।
ভোগজীবনের মহাশূন্যতার মাঝে
হেরিতেছি নাথ, তব চরন সরোজে।
যোগিগণ যুগে যুগে করে যার ধ্যান
অযাচিতভাবে দাসে করেছ তা দান।
প্রাণহীন অতীতের বিশুষ্ক কঙ্কালে
কৃপা করে দাসে নাথ এবার দেখালে;
ভয়ঙ্কর চিত্রতার উজ্জ্বল হইয়া
প্রতিক্ষণে কৃপাময় চলেছে দহিয়া।
এ দারুণ বহ্নিজ্বালা না পারি সহিতে
কিবা করণীয় মম না পারি বুঝিতে।
আরো যে রয়েছে নাথ পাপ গুরুতর
তাহারো হইবে দণ্ড আরো ভয়ঙ্কর
কে যেন বলিছে মোকে অন্তরে বসিয়া
যেই মহা অপরাধ আচার্য্যে মারিয়া
করেছ হে নরাধম নাহিক নিস্তার
অবশ্যই ফলভোগ হইবে তোমার।
মহাপাপ কর্ম্মফল ভুগিবি মাধাই
কর্ম্মফল হতে কারো অব্যাহতি নাই।
মাধাই পায় না খুঁজে মুক্তির উপায়
অস্থির চঞ্চল চিত্ত, গূঢ় বেদনায়।
কেমন আচ্ছন্ন বুদ্ধি বিষণ্ণ হৃদয়
জাহ্নবী জীবনে শেষে হইতে বিলয়
ভাবিতেছে মনে মনে; এমন সময়
অবধূত নিত্যানন্দ হলেন উদয়।
মাধাই বিস্মিত স্তব্ধ আচার্য্যে হেরিয়া
তীব্র অনুতাপ-বহ্নি উঠিছে জ্বলিয়া—
যে বহ্নি-শিখায় দগ্ধ হয় কর্ম্মফল,
প্রমাণ তাহার নেত্রে ধারা অবিরল।
আবেগে বেদনে তপ্ত ব্যাকুল হৃদয়
মাধাই আচার্য্য পদে নিবেদিয়া কয়,
'অমিত করুণা তব পতিত পাবন
অদোষ-দরশী তুমি অনাথ শরণ
নবনীত কম অঙ্গে যে-করে প্রহার
এহেন পাষণ্ডে দেব, না ক'রে সংহার

তীব্র রোষবহ্নি দিয়া, কেন বা বাঁচালে
নারকী দুর্জ্জনে গঙ্গানীরে না ডুবালে ?
দুর্ব্বৃত্তেরে বুকে নিয়া দিলে আলিঙ্গন
অমিয় করুণা তব নর-নারায়ণ।
কি লাভ জগতে নাথ, পাপ দেহ দিয়া
অভিশাপে এপাষণ্ডে দাও বিনাশিয়া।
ব্রাহ্মণ বংশের আমি হীন কুলাঙ্গার
মোর কৃত অপরাধে সীমা নাহি আর।
কঠোর কঠোরতম দণ্ড মোরে দাও
পতিত নারকী পানে ফিরে নাহি চাও।
অনুতাপে দগ্ধ হিয়া মোর সর্ব্বক্ষণ
দিনু ঈশ্বরের অঙ্গে ব্যথা বিলক্ষণ।
আছে কি এ-পাপ-মুক্তি কহ দয়াময়
অন্যথা বিনাশ মোরে ; তা' যদি না হয়
দাও শান্তি মনে মোর, করহ প্রসাদ
বিনষ্ট হউক মম সকল প্রমাদ।
হেরিয়া মাধাই আর্ত্তি কহেন নিতাই
তব সর্ব্ব পাপ ক্ষমা হয়েছে মাধাই।
পিতার প্রসাদ পুত্র লভে সর্ব্বক্ষণ
হোক সে অবোধ দুষ্ট পতিত দুর্জ্জন।
অবতীর্ণ নারায়ণ পতিত উদ্ধারে
বিমুখ হবেন তিনি পুত্রের প্রহারে ?
পতিত পাবন যিনি জগতের পিতা
অনাথ-শরণ বিভু বিশ্বের বিধাতা,
লভিয়াছ তুমি তাঁর প্রেম-আলিঙ্গন
লভিয়াছ আশীর্ব্বাদে। তবে কি কারণ
নাহি পাও পূর্ণ শান্তি তোমার অন্তরে,
আমি আসিয়াছি তাহা দূর করিবারে।
এ'বলি' নিতাই তারে দীক্ষিত করিয়া
যুগধর্ম্ম 'গৌরমন্ত্রে' কহেন হাসিয়া,
তোমার মাধ্যমে বিশ্বে হইবে প্রচার
মহামন্ত্র গৌর নাম',—ইচ্ছা বিধাতার।
কৃষ্ণমন্ত্র জপে তাই শান্তি না লভিলে
নির্ব্বাণ হলো না দুঃখ করুণা সলিলে।
গৌর নাম মহামন্ত্র জপ এইবার
উঠিবে অন্তরে জেগে শান্তি পারাবার।
কোন দুঃখ না রহিবে, অন্তর বেদন,
বিরাজ করিবে পূর্ণ শান্তি অনুক্ষণ।
এই নাম মহামন্ত্র জীবের আশ্রয়
সকল অধর্ম্ম এতে হইবে বিলয়।
যে করিবে তব সঙ্গ সেই শান্তি পাবে
'গৌর'নাম মহামন্ত্র সেও উচ্চারিবে।
কোনো কৃচ্ছ্রসাধনের নাহি প্রয়োজন,
অচিরে লভিবে গৌর প্রেম মহাধন।
আর এক রহস্য তোমা বলিব এবার
আহারে বিহারে করে বহু অত্যাচার
ঘোর অপকর্ম্ম যাহা, তা'র অনুষ্ঠানে
বিপন্ন পীড়িত করে বহু সুধীজনে,
হইয়াছ পাপভাক্ ; দিয়াছ বেদনা
বহুজনে, তাই তব নাহিক সান্ত্বনা।
নির্ম্মম নিয়তি জেনো মানব জীবনে
হবে কর্ম্মফল ভোগ,—রোধিবে কেমনে !
মহাভাগ্যফলে হলো ঈশ্বর দর্শন
সদসদ্ কর্ম্ম -আর ফল নিরূপণ
নিন্দিত ঘৃণিতকর্ম্ম—অতীত জীবনে
অনুষ্ঠিত হলো যাহা, আন্তব বেদনে
পাপকর্ম্মফল ভোগ হয়ে যাবে ক্ষয়
অন্তরে আনন্দ বোধ হবে সুনিশ্চয়।
জীবন হইতে পুনঃ ঘুচাতে সংস্কার
হইবে সজাগ সদা, আনন্দ দিবার
হবে সর্ব্বজনসেবা প্রধান উপায়
ফিরিয়া পাইবে শান্তি গৌরাঙ্গ কৃপায়।
পূর্ব্বে যাহাদেরে হেরি হিংসা হতো মনে
হবে ইষ্টস্ফূর্ত্তি এবে তাদের দর্শনে।

কাম ক্রোধ চিরতরে হবে নিরবাণ
মানস-গগনে ইষ্ট হবে দীপ্যমান।
প্রেমসুধা শান্তিময় আনন্দ আলোক
বিনাশ করিয়া তব দিবে সর্ব্বশোক।
'মাধাই রবেনা, হবে শ্রীগৌরাঙ্গ দাস
সাধুজন সেবাধন্য.—আনন্দ আবাস।
দাসের হৃদয়ে প্রভু করিবে বিহার
তাঁর নাম ধ্যান সেবা ; প্রধান আহার
হবে তব, অভিনব হইবে জীবন,
মহানন্দতীর্থে ডুবে রবে সর্ব্বক্ষণ।
নূতন জীবন লাভ করিল মাধাই
ঈশ্বরের অপরূপ কৃপা মহিমায়।
'গৌর নাম' মহামন্ত্র জীবন সাধন,
বাহিরে জীবের সেবা করে সর্ব্বক্ষণ
যে-নারে চলিতে তারে নেয় হাত ধরি
মুখে সদা গৌর-নাম চলেছে উচ্চারি।
সবার স্নানের ঘাট করে বিরচন
সুখে গঙ্গানীরে যাতে হয়ে নিমজ্জন
সবে শান্তি পায় মনে। রয়েছে এখন
'মাধাই এর ঘাট' নামে অতি সুশোভন।
মহাদুরাচার এবে ভক্ত মহাজন
সবার নিন্দিত ঘৃণ্য, সেবক সুজন।
সবাকার ভয় দুঃখ দাতা অভাজন
গৌরাঙ্গ কৃপায় সাধু—পবিত্র জীবন।
শ্রীগৌবাঙ্গ চরিত্রের মহা আকর্ষণ
অসম্ভবে সম্ভবের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।
পতিতের ত্রাণকর্ত্তা দীনের আশ্রয়
কলিহত-জীব-বন্ধু প্রেমানন্দময়।

দ্বাবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রয়োবিংশ সর্গ

প্রথম পরিচ্ছেদ

ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যের অভিনব বিকাশ-বৈচিত্র্য

ঈশ্ববের ঐশ্বর্য্যের প্রকাশ সময়
হইয়াছে সমাগত। ভাবরসময়
আনন্দ বিগ্রহ প্রভু গৌরাঙ্গরায়
দিতেছেন দোলা নব ভাবের দোলায়
নদীয়া ভকতবৃন্দে। হয়েছে অন্তব
নদীয়াবাসীর ভয়, মহাভয়ঙ্কর
অত্যাচারী জমিদার জগাই মাধাই,
যাদের ভয়েতে ভীত আছিল সবাই।
নবদ্বীপে ঘরে ঘরে হতেছে কীর্ত্তন
এসেছে সবার মনে নব জাগরণ,
সবার আননে হাসি আনন্দ উচ্ছ্বাস,
নাহি কারো মুখে আর দুঃখের আভাস।
পরিত্যাগ করে লক্ষ্মী বৈকুণ্ঠ-আলয়
যেন, গুপ্তবৃন্দাবনে এসে নিয়াছে আশ্রয়।
অবতীর্ণ প্রভু কলিজীব শিক্ষাতরে
লইয়া ভক্তের ভাব ; আচারে বিচারে
প্রেমভক্তি শিক্ষা প্রভু দেন সর্ব্বজনে
দেখায়ে আদর্শ নিষ্ঠা সদা আচরণে
প্রভুর লীলার ক্ষেত্র শ্রীবাস অঙ্গণ
অভিনব ভাবরস নিতি আস্বাদন

নিয়া নিজ পরিজনে করেন ঈশ্বর
ধন্য সবে, করি লীলা প্রত্যক্ষ গোচর।
'কভু ঈশ্বরের ভাব, ভক্ত ভাব আর—
ক্ষণে ক্ষণে প্রভুঅঙ্গে করিছে বিহার,
অঙ্গণের মাঝে প্রভু নিয়া নিজগণ
করেন অমৃত মধু নাম সঙ্কীর্ত্তন।
ঈশ্বর বর্জ্জিয়া নিজ ঐশ্বর্য্য সত্তার
অনুগত ভক্তভাবে কর্ম্ম আপনার।
প্রিয় ভক্তগণে সদা করি প্রদর্শন
জীব-প্রেম, সেবা-ধর্ম্ম করেন স্থাপন।
কৃষ্ণ কথা রসরঙ্গে একদা অঙ্গণে
আছেন নিরত প্রভু নিয়া নিজগণে,
বহিছে নয়ন দ্বয়ে জাহ্নবীর ধার
অভিষিক্ত করি নিজ বক্ষ আপনার,
শীতল করিছে নিম্নে তপ্ত ধরনীরে।
বাহ্যজ্ঞানশূন্য সবে, ভাবের গভীরে
রয়েছে সবাই মগ্ন। সমাহিত সব
অপরূপ পরিবেশ, স্বর্গীয় বৈভব।
পূর্ব্ববঙ্গ হতে আসে এমন সময়
বনমালী নামে বিপ্র, লইয়া তনয়।
ঈশ্বরে সহজ নিষ্ঠা অন্তরে তাহার
বিশুদ্ধ নির্ম্মল চিত্ত ভক্তির আধার।
সরল বিশ্বাস তা'র জেগেছে অন্তরে
'অবতীর্ণ নারায়ণ জাহ্নবীর তীরে।
চতুর্ব্বর্গ ফলপ্রাপ্তি দরশনে তাঁ'র,
সফল মানব-জন্ম ; প্রেম পারাবার
যদি প্রেমবিন্দু দাসে দেন কৃপাকরি'
এ' আশা লইয়া বিপ্র দিছে দীর্ঘ পাড়ি'
পদ্মা-পূর্ব্বপার হতে। দিবারাত্র মনে
স্মরণ করিয়া শুধু নর-নারায়ণে।
বিপ্রবর শ্রীগৌরাঙ্গে করিয়া দর্শন
বুঝিলেন এই ইষ্ট নর-নারায়ণ।
আনন্দে হৃদয় মন উঠিল ভরিয়া
প্রেমময়ে নিল বিপ্র মুহূর্ত্তে চিনিয়া।
ভক্তিগদগদকণ্ঠে নাহি আসে ভাষা
সার্থক স্বপন তার পরিপূর্ণ আশা।
প্রেমময় নিজদাসে কৃপাদৃষ্টি দানে
কৃতার্থ করিয়া তবে, সকল বন্ধনে
নিমেষে করিয়া ক্ষয়, করিলেন দান
দেবের দুর্ল্লভ প্রেম,—সম্পদ্ মহান।
চলেছে কীর্ত্তন-ধ্বনি কাঁপিছে অঙ্গণ
মুখরিত দশদিক্ গগন পবন—
ভেদ করে মহাশূন্যে চলে উর্দ্ধলোকে
উচ্ছল করিয়া বিশ্ব আনন্দ-আলোকে।
ভাবমুগ্ধ বিপ্রবর হেরিলা তখন
চারিপাশে মধুময় রস-বৃন্দাবন।
যমুনা বহিছে ধীরে, নীপতরু মালা
শোভিছে কলসীকক্ষে শত গোপবালা,
অপেক্ষিছে কেহতীরে, স্নানে রত আর
শ্রবণে বংশীর ধ্বনি ঢালে সুধাধার।
জাম্বুনদহেম কান্তি গৌর হেথা নাই।
শোভিছে কদম্ব শাখে শ্যামল কানাই।
হাতে হিয়া সেইবংশী ভুবন মোহন,
পীত বসনধারী নয়ন-লোভন।
আনন্দে বিস্ময়ে বিপ্র জ্ঞান হারাইয়া
শ্রীগৌরাঙ্গ পদদ্বন্দ্বে রহিল পড়িয়া।
ঈশ্বরে বিশ্বাস আর আত্ম-সমর্পণ
ভাব নিয়া করে বিপ্র প্রভুর দর্শন,
তাহাতেই হলো তাঁর ভববন্ধ ক্ষয়
সাধন ভজন শূন্য আনন্দ-নিলয়।
ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যের মাধুর্য্যের আর
ঘটিতেছে এইভাবে ক্রমশঃ বিস্তার
নদীয়ার ঘরে ঘরে। প্রেমভক্তিভরে
প্রত্যক্ষ ঈশ্বররূপে পূজে বিশ্বম্ভরে।

এমন ঐশ্বর্য্য বীর্য্য কখনো মানবে
সাধারণ শক্তিমানে কভু না সম্ভবে।
নৃসিংহ-রূপেতে প্রভু গদা হস্তে নিয়া
নবদ্বীপে যেইদিন বাহির হইয়া
প্রজ্জলিত হোমঅগ্নিসম দীপ্তিমান
সর্ব্বলোকে ভয়ঙ্কর,—অঙ্গণেতে যান,
বিষ্ণুস্তব পাঠরত স্তম্ভিত শ্রীবাস
নৃসিংহে দর্শন ক'রে মিটাইল আশ।
সেদিন হইতে সর্ব্ব নদীয়া নগরে
অসীম ঐশ্বর্য্যময় প্রভু বিশ্বম্ভরে
ঈশ্বর বলিয়া মানে সর্ব্ব নরনারী
ঈশ্বর-দর্শন-ধন্য হৃদয় সবারি।
অলৌকিক শকতির না হলে বিকাশ
ভগবানে মানবের না হয় বিশ্বাস।
প্রকাশ সময়ে তাই সর্ব্বশক্তিমান
করিবারে আকর্ষণ সবাকার প্রাণ,
আপন ঐশ্বর্য্য আর মাধুর্য্যেরে নিয়া
চলেন আনন্দলোক সৃজন করিয়া।
এইরূপে লীলারঙ্গ শ্রীবাস অঙ্গণে
করিছেন নিত্য নব নরনারায়ণে।
অপরূপ সেইলীলা হেরে ভক্তগণ
আনন্দ সমুদ্র বুকে হয় নিমগন।
জনৈক শিবের ভক্ত একদা আসিয়া
মহাহর্ষে প্রভুপদে প্রণাম করিয়া
আরম্ভিলে শিবগীতি পরম সুন্দর,
লভিল সন্তোষ মনে প্রভু বিশ্বম্ভর।
সঙ্গীতের তালে মানে আনন্দ উল্লাসে
হইয়া একাত্ম প্রভু শিবভাবা-বেশে
নর্ত্তন করেন সুরু। হুঙ্কার গর্জ্জনে
অঙ্গণ কম্পিত হয় প্রতি ক্ষণে ক্ষণে।
অবশেষে গায়কের স্কন্ধে আরোহিয়া
আরক্ত লোচনে, হাতে শিঙ্গা ফুকারিয়া
করিলেন মুখরিত সমগ্র প্রাঙ্গণ
সর্ব্বঅঙ্গে প্রকটিত শিবের লক্ষণ।
শিবস্তব পাঠ তবে প্রভু উদ্দেশিয়া
করেন শ্রীবাস, প্রভু আসেন নামিয়া
স্কন্ধ হতে। তারপর মূর্চ্ছিত ব্রাহ্মণ
শ্রীগৌরাঙ্গ পদদ্বন্দ্বে রহে বহুক্ষণ।
ধ্যানে দেখে বিপ্র শিব মঙ্গল-আলয়
নিমেষে শ্রীবিশ্বম্ভরে হইল বিলয়।
শিবে বিশ্বম্ভরে আর নাহি রহে ভেদ
সাগর-সঙ্গমে নদী হইল অভেদ।
শৈব বৈষ্ণবেতে দ্বন্দ্ব হলো অবসান
সাধনায় হিংসা ঈর্ষা নাহি পায় স্থান।
পরম বৈষ্ণব বিপ্র হলো অবশেষে
ভক্তিধর্ম্মে আপনারে বিলায় নিঃশেষে।
বুঝে সর্ব্ব সাধনার এই পরিণাম
সর্ব্ব সমন্বয় প্রেমে, মহানন্দ ধাম।
আপন ইষ্টের মূর্ত্তি ব্যাপ্ত বিশ্বময়
সর্ব্বধর্ম্ম মূল প্রেম অব্যয় অক্ষয়।
অপূর্ব্ব গৌরাঙ্গলীলা সমুদ্রের প্রায়
সর্ব্বধর্ম্ম সত্য হেথা মিলাইয়া যায়।
গৌর নিত্যানন্দ তত্ত্ব অভিন্ন অদ্বয়
ভেদমাত্র নাম-রূপে স্বরূপত নয়।
দেহ আর তার ছায়া যে প্রকার ভেদ
তেমনি উভয় সত্য, মূলত অভেদ।
ভক্তবৃন্দে এইতত্ত্ব প্রকাশ করিতে
ইচ্ছা করে গৌরহরি একদা প্রভাতে
বলরাম ভাবাবেশে করিয়া নর্ত্তন
আপনার মহৈশ্বর্য্য করি প্রদর্শন
সবারে করেন ধন্য। বিপ্র বনমালী
হেরিলা প্রভুর এই নব ঠাকুরালি
শৈল সমুন্নত দেহ স্বর্ণ হল হাতে,
অচৈতন্য হয়ে র'ন পড়ে ধরণীতে।

উদ্দণ্ড নর্ত্তন পরে, বিচিত্র বিস্ময়
হেরিয়া অঙ্গণে সবে মনে পায় ভয়।
কারণের পাত্র হস্তে ঘূর্ণিত নয়ন
অভিনব ভঙ্গীময়—অতি সুশোভন।
নৃত্যরত শ্রীগৌরাঙ্গ হয়ে বলরাম।
হস্তে স্বর্ণ হল সহ নয়নাভিরাম।
হৃতশক্তি নিত্যানন্দ হয়ে জড় প্রায়
অনুভবে মহানন্দ ; গৌরাঙ্গে তাকায়,
ভাবিছেন, ইচ্ছাময় প্রভু নারায়ণ
কি লীলা কখন তুমি কর প্রকটন—
সামান্য মানব তাহা কেমনে বুঝিবে,
ক্ষীণবুদ্ধি, অসীমের বিচার করিবে।
বলরাম-বিভাবিত গৌরাঙ্গ সুন্দরে
প্রণমিয়া ভক্তবৃন্দ স্তব পাঠকরে।
অপরূপ নৃত্যরঙ্গ ভাবের প্রচার
করেন সমগ্রদিন, নাহি যার পার।
সন্ধ্যায় জাহ্নবীনীরে করিয়া প্রবেশ
অপগত বলরাম ভাবের আবেশ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রীবাস অঙ্গণে গৌর ভগবানের অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য-প্রকাশ

সঙ্কীর্ত্তন রসরঙ্গ শ্রীবাস অঙ্গণে
নিয়া অনুগত ভক্ত শ্রীশচীনন্দনে,
করিছেন আস্বাদন রস-সুনিবিড়
জ্ঞানীগুণী ভক্তবৃন্দ যাঁরা অতিধীর
এইরস আস্বাদনে তাঁরা তৃপ্তকাম
প্রভুর কৃপায় লভে আনন্দ আরাম।

আর যারা বহিরঙ্গ রস বুদ্ধিহীন
ভাবে সদা আপনারে জ্ঞানেতে প্রবীণ,
জাগাইতে প্রেমভক্তি তাদের অন্তরে
করিবে কীর্ত্তন তারা রহিয়া বাহিরে।
বহিরঙ্গ জন নারে যাইতে অঙ্গণে
নাহি অধিকার সেই লীলা দরশনে।
বদ্ধ অঙ্গণের দ্বার প্রভুর আদেশে,
নাহি তাঁর অনুমতি অঙ্গণ প্রবেশে।

ফলমূলাহারী এক বিপ্র নিষ্ঠাবান
মানে বাহ্য নিয়মাদি, সমাজেতে স্থান
আছে শুদ্ধাচার বলে। একদা শ্রীবাসে
অঙ্গণে প্রভুর লীলা দর্শন মানসে
কহিলেন, প্রভু-লীলা-নৃত্য দরশনে
বহুকাল হতে সাধ পুষিতেছি মনে।
তুমি কৃপা কর যদি তবে দেখা হয়
অঙ্গণে কীর্ত্তনলীলা নৃত্য সমুদয়।
কহেন শ্রীবাস তাঁরে, পবিত্র জীবন
ব্রহ্মচারী সত্ত্বভাব সদা উদ্দীপন
আপনাতে, প্রভুলীলা করিতে দর্শন
অবশ্য আপনি যোগ্য। প্রভুর বচন
বহিরঙ্গ কেহ যেন না আসে অঙ্গণে
নীরবে হইবে স্থান তাই এক কোণে।
ব্রহ্মচারী বিপ্র তাই গোপনে যাইয়া
সবার পশ্চাৎভাগে রহে লুকাইয়া।
ভাবে মনে ঈশ্বরের লীলা সঙ্কীর্ত্তন
হেরিয়া মনের আশা করিবে পূরণ।
এদিকে আরম্ভ হয় নাম সঙ্কীর্ত্তন
ভুবন মঙ্গলকর আনন্দ-বর্দ্ধন।
বক্রেশ্বর গদাধর প্রভু নিত্যানন্দ
আরম্ভ করেন নৃত্য, অপরূপ ছন্দ,
সুর তাল মান লয়, কীর্ত্তনের ধ্বনি
কম্পিত করিয়া তোলে সমগ্র মেদিনী।

পুরনারীবৃন্দ সুখে হুলুধ্বনি করে
আনন্দের বন্যা বহে অঙ্গণ ভিতরে।
চকিতে থামিয়া যায় কীর্ত্তন বিলাস
করুণ কণ্ঠেতে প্রভু, কহেন, শ্রীবাস
নৃত্যগীতে কেন আজি আনন্দ না পাই
প্রাণ যেন প্রেমশূন্য, আজিকে হেথায়
নিশ্চয় এসেছে কোনো বহিরঙ্গজন
যে-কারণে নাহি চিত্তে প্রেম জাগরণ,
সন্ধান করিয়া তুমি দেখ একবার
আনন্দ-উল্লাস প্রাণে নাহি জাগে আর।
নমিয়া প্রভুর পদে কহেন শ্রীবাস
ভয়েতে কম্পিত দেহ পড়ে দীর্ঘশ্বাস।
কহেন, দুগ্ধভোজী ব্রহ্মচারী বহুকাল হতে
অভিলাষী, একদিন এসে অঙ্গণেতে
হেরিবে তোমার লীলা, তাই আমি তাঁরে
অঙ্গণে আসিতে দিনু, ক্ষম এইবারে।
ক্রুদ্ধ প্রভু শ্রীবাসেরে করিয়া ভৎর্সন
কহেন কেমন তুমি বহিরঙ্গ জন—
রস-আস্বাদন-শক্তি নাহিক যাঁহার
আসিতে অঙ্গণে তারে দিলে অধিকার?
ঈশ্বর কি লাভ হয় দুগ্ধ করে পান
অন্তরে নাহিক যা'র, ভকতির স্থান?
কহিতে কহিতে প্রভু ঈশ্বর আবেশে
কহিলেন ভক্তবৃন্দে কঠোর আদেশে,
দিব্যজ্যোতিঃ চতুর্দ্দিকে বিচ্ছুরিত হয়
মানে ভক্তবৃন্দ মনে পরম বিস্ময়।
বজ্রকণ্ঠে কন প্রভু, জানিবে সকলে,
'লভিবে আমাকে শুধু প্রেম-ভক্তিবলে।
জাতি কুল গৌরবের নাহি হেথা স্থান
ভক্তিপ্রেম পূতচিত্তে করি অবস্থান।
দুগ্ধপায়ী ব্রহ্মচারী দাঁড়ায়ে অদূরে
শঙ্কা বিজড়িত মনে হেরিছে ঈশ্বরে।

ভয়েতে কম্পিত তাঁর হতেছে অন্তর
সম্মুখে ঐশ্বর্য্যময় জগত ঈশ্বর।
এবে কি কর্ত্তব্য তাঁর বুঝিতে না পারে
ঈশ্বর দর্শনে ধন্য মানে আপনারে।
গৌরাঙ্গ উদ্দেশি তাঁরে বলেন তখন
দুগ্ধপান করে' হয় ঈশ্বর দর্শন?
অথবা নিয়ত ফল মূলের আহার
সৃজন করে কি মনে নব যোগ্যতার।
ঈশ্বর দর্শন লাগি, নিয়ম নিষ্ঠায়
পালন করে' কি শুধু ঈশ্বরেরে পায়!
নিষ্ঠাবান বলে শুধু আপনা প্রচারে
তাহাতেই অহঙ্কার অভিমান বাড়ে।
সম্মুখে রয়েছে তব অনন্ত প্রকৃতি
যথার্থ স্বরূপ তার হয়েছে প্রতীতি!
করেছ কি দরশন আপন আত্মারে,
তা না হলে কেন মত্ত বল অহঙ্কারে।
ভাগ্যবান ব্রহ্মচারী ঈশ্বর কৃপায়
পূর্ব্বজন্ম শুভাদৃষ্ট মিলিয়া তাহায়
ঈশ্বরের পদে করে আত্ম সমর্পণ
শুভকর্ম্ম ফলে লাভ প্রেম-মহাধন।
আরাধ্য সেদিন হতে চৈতন্য চরণ
বিচ্যুত-আদর্শ আর হয়নি কখন।
সেইরূপ একদিন লুকায়ে অঙ্গণে
শ্রীবাসের শ্বশ্রূমাতা রণ এক কোণে
সেদিনও, নর্ত্তনে কীর্ত্তনে প্রভু আনন্দ না পান
কি কারণে, অবশেষে করিয়া সন্ধান
অঙ্গণের কোণ হতে খুঁজিয়া লইয়া
শ্রীবাস আপনি তারে দেন তাড়াইয়া।
শ্বাশুরী বলিয়া ক্ষমা কভু নাহি পায়
হবে কর্ম্মফল ভোগ অবশ্য হেথায়।
এরূপে ঐশ্বর্য্য প্রভু করেন বিস্তার
সামান্য মানব মোরা কি বুঝিব তা'র!

শ্রীবাসের পুত্র এক পঞ্চম বর্ষীয়
করে যায় দেহত্যাগ, মহানাটকীয়,
অতর্কিতে চিকিৎসার সময় না দিয়া
শোকেতে সবায় পড়ে বিহ্বল হইয়া।
সেদিন সন্ধ্যায় হবে প্রভুর কীর্ত্তন
অখিল ভুবন বন্ধু করিবে নর্ত্তন,—
মহাআনন্দের দিনে মহাবিঘ্নপাত
শ্রীবাসের শিরে যেন পড়ে বজ্রাঘাত।
কহেন সবারে ডেকে শ্রীবাস তখন
ঈশ্বর আসিবে গৃহে দুঃখ কি কারণ!
সর্ব্বশোক মোহহারী প্রভু কৃপাময়
আমার অঙ্গনে আজি হবেন উদয়।
তাই, শোকে করিবে না কেহ অশ্রু বিসর্জ্জন
আর, প্রভু যেন এ সংবাদ না করে শ্রবণ।
না করে' কীর্ত্তন যদি প্রভু চলে যান
জাহ্নবী জীবনে আমি ত্যজিব পরাণ।
শ্রীবাসের ভয়ে সবে স্তব্ধ হয়ে রয়
অন্তরে শোকের বহ্নি ধূমায়িত হয়।
শোক-অশ্রুময় হয়, গগন পবন
নমিত বেদন ভারে সমগ্র ভুবন।
প্রাণহীন পুত্রদেহ রাখিল ঢাকিয়া
শ্রীবাস গৃহের কোণে নয়ন মুছিয়া।
জানাইল, এখবর কাকেও না দিবে
প্রভাতে, হবার যাহা তাহাই হইবে।
সবাকারে এইভাবে করিয়া শাসন
শ্রীবাস চলিয়া যান বাহির অঙ্গণ।
অঙ্গণেতে যথাকালে আসে ভক্তগণ
সুরতাল সহযোগে হবে সঙ্কীর্ত্তন
মৃদঙ্গ মন্দিরা ধ্বনি উঠিল বাজিয়া
সর্ব্বমধ্যস্থানে প্রভু নিস্তব্ধ বসিয়া।
এইভাবে গত হয়ে গেলে কিছুক্ষণ
যন্ত্রী যন্ত্র হয় স্তব্ধ,—নিস্তব্ধ প্রাঙ্গণ।
কারো মুখে কথা নাই মহান বিস্ময়
পাইতেছে ভক্তগণ মনে মহাভয়।
না জানি কি বিঘ্ন আজো নবরূপে আসি
কীর্ত্তনের আনন্দেরে লইবে গরাসি;
নিখিলের অধিপতি অনাথ শরণ
ভঙ্গ করি স্তব্ধতায় বলেন তখন—
'কীর্ত্তন করিতে আজি আনন্দ না পাই
বিশুষ্ক হৃদয় মন প্রাণ যেন নাই।
চারিদিকে কালো ছায়া, বেদনার ভার
আনন্দ আলোকহীন ঘন অন্ধকার।
তাহাতে পীড়িত মম হতেছে অন্তর
কি ঘটেছে অঘটন বলহ সত্বর।
ভক্তেরা কিছু না জানে কি বলিবে আর
কেন মনে দুঃখ পান করুণা-পাথার।
সবাকার মুখপানে চান দয়াময়
জাগে ভক্তবৃন্দ মনে পরম বিস্ময়।
অবশেষে ডেকে প্রভু কন শ্রীবাসেরে
কি ঘটেছে গৃহে তব বলহ আমারে।
মহাঅপরাধী সম শ্রীবাস নীরব
আপনি অন্তরযামী জেনেছেন সব।
কহেন শ্রীবাসে প্রভু, নাও সেইখানে
প্রভাতে অনর্থ আজি ঘটেছে যেখানে।
যান শ্রীবাসের সাথে জগত ঈশ্বর
নীরবে গৃহের কোণে, যেথায় নশ্বর
দেহখানি বালকের রয়েছে পড়িয়া
আচ্ছাদিত আছে যাহা শুভ্র বস্ত্র দিয়া।
সর্ব্বজ্ঞ শ্রীভগবান নাম ধরে তা'র
আহ্বান করিয়া কন,—বালক তোমার
অকালে সংসার ত্যাগ বল কি কারণ
শোকের অনলে দহি' আত্মীয় স্বজন।
মৃতপুত্র প্রভু ডাকে প্রদানে উত্তর
পরম সৌভাগ্য মম ত্রিলোক ঈশ্বর

লভিনু আহ্বান তব মহাসন্ধিক্ষণে
লভে যাহা ঋষিগণ পরম সাধনে।
সৌভাগ্যবিহীন দাসে করুণা করিলে
অহৈতুক কৃপা তব জগতে দেখালে।
কাহার সময় কবে জান তুমি নাথ
হে দয়াল, পদযুগ্মে করি প্রণিপাত।
এখানে আমার ভোগ ছিল যতকাল
বিগত হয়েছে তাহা, হে দীন-দয়াল
সেই ভোগ-জীবনের আজি অবসানে
চলেছি কৃপায় তব নবীন জীবনে।
কেবা পুত্র, পিতা কেবা, কেহ কারো নয়
বিশ্রাম আগারে স্থিতি ক্ষণিক সময়।
এখানে শোকের কথা নাহি আসে আর
সর্ব্বশোক নিবারণ করুণা পাথার
যেখানে কীর্ত্তন রত। আজ্ঞা দাও মোরে
যাই নব দেহে কর্ম্ম শেষ করিবারে।'
শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দে বিস্ময়ে মগন
মৃতপুত্রমুখে শুনে আশ্চর্য্য কথন।
মৃতদেহে আসে প্রাণ, শাস্ত্রের বচন
সহজে উচ্চারে এযে, অসাধ্য সাধন।
অবশ্যই ঈশ্বরের কৃপা বরষণে,
হেরি এই অসম্ভবে,—সবে ধন্য মানে।
মিলিয়া ভকতবৃন্দ জয়ধ্বনি করে
'জয় গৌর-কৃষ্ণ' বলে সহর্ষ অন্তরে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সন্ন্যাসের সূচনা

লীলার আরম্ভ ক্ষেত্র গুপ্তবৃন্দাবন
নবদ্বীপে গঙ্গাতীরে শ্রীবাস অঙ্গন।
এঅঙ্গনে অন্তরঙ্গ ভক্তবৃন্দ নিয়া
চলে নর-নারায়ণ রস আস্বাদিয়া
অপরূপ অভিনব অমর্ত্ত্য বিলাস
দরশনে ভক্তগণ পূরে মন আশ।
অবিশ্বাসী বহিরঙ্গ ভক্তিহীনজনে
যাইতে অনুজ্ঞা নাহি ভিতর অঙ্গণে।
অবিচল প্রভু-আজ্ঞা, ইহারে লঙ্ঘিতে
কাহারো শকতি নাহি। এই কীর্ত্তনেতে—
অন্তরঙ্গজন রস আস্বাদন করে
ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যময় গৌরাঙ্গ সুন্দরে।
'আত্মপ্রকাশের এবে হয়েছে সময়
কলিহত জীবগণে দানিতে অভয়
সংসার ত্যজিতে হবে। কাঁদিবে জননী
মৃত্যুরও অধিক ব্যথা লভিবে ঘরণী।
নিষ্ঠুর পশুর সম পাষণ্ডের দলে
পারিবনা উদ্ধারিতে মোর অশ্রুজলে;
জননী ও ঘরণীর শোক-আর্ত্তনাদ
যদিবা তাদের প্রাণে আনিতে বিষাদ
সমর্থ হইতে পারে;—ভেবে বিশ্বম্ভর
গৃহ ছাড়িবার আগে সন্ন্যাস খবর
রটাইতে নবদ্বীপে প্রতি ঘরে ঘরে
ব্রহ্মশাপ প্রাপ্তি লীলা বিচিত্র প্রকারে
করিলেন প্রকটন, নর-নারায়ণ
অপরূপ সেই লীলা। জাহ্নবী জীবন
হইতে উঠিয়া প্রভু যান গৃহপানে
একদা মধ্যাহ্নকালে, এসে সেই ক্ষণে
সম্মুখেতে বিপ্র, এক রোষকণ্ঠে কয়,
'শচীর নন্দন' বলে সবে গাহে জয়'।
বহু আশা নিয়া আমি গেলাম দেখিতে
তব নৃত্যগীতলীলা,—শ্রীবাস-গৃহেতে।
কিন্তু অন্দরে যাইতে নাহি দিল ভক্তগণে
তোমার আদেশ নাই যাইতে সেখানে।
আসি আশাহত ফিরে, গভীর বেদন
অন্তরেতে, জেনো ইহা অশুভ লক্ষণ।

সে বেদন-বহ্নি বিপ্র বাহিরে প্রকাশে
অরুণ নয়নে আর তপ্ত দীর্ঘশ্বাসে,
করে শাপদান বিপ্র—প্রভু বিশ্বম্ভরে
'কোনো সুখভোগ তব হবেনা সংসারে
হবে তুমি গৃহত্যাগী পরে সংবৎসর'
অব্যর্থ বচন মম জেনো বিশ্বম্ভর।
ছিল গঙ্গাস্নানরত যত নরনারী
শুনে 'শাপদান', উঠে, হাহাকার কবি'।
বলে, 'নিষ্ঠুর হইয়া বিপ্র কি কর্ম্ম করিলে
কুসুম কাননে তুমি আগুন ধরালে ?
বিনা দোষে বিশ্বম্ভরে করে শাপদান
লভিলে কি ফল তা'র,—অথবা সম্মান ?
বিনা মেঘে বজ্রাঘাত,—একি অসম্ভব
বিক্ষুব্ধ হইয়া তুমি—করিলে সম্ভব।
এই অপরাধ ক্ষমা কভু নাহি হবে
দুষ্কর্ম্মের ফল তুমি অবশ্য লভিবে'।

মহানন্দে বিশ্বম্ভর বিপ্রে আলিঙ্গিয়া
বলিলেন তব বাক্য, হাসিয়া হাসিয়া
হউক সফল মোর গৃহস্থ-জীবনে,
হোক গৃহসুখ ধ্বংস ব্রাহ্মণ-বচনে।
প্রেমভক্তি তোমা আমি করিলাম দান,
দিই আমি চিরকাল ব্রাহ্মণে সম্মান।

বিশ্বম্ভর আচরণে বিস্মিত ব্রাহ্মণ
বুঝিতে পারেনা,—হেথা গূঢ় কি কারণ !
সংসারের সুখ ধ্বংস করিলাম যাঁ'র
প্রেম-আলিঙ্গনে ধন্য হইনু তাঁহার !
অক্রোধ পরমানন্দ ঈশ্বর না হলে
অভিশাপ বিনিময়ে প্রেমভক্তি দিলে ?
প্রভুর চরণে বিপ্র, আজি আপনারে
অবশেষে,—প্রেম আর ভক্তি-সাধনারে
করে নেয় জীবনের প্রধান সম্বল
লাভ করে ঈশ্বরের প্রেম মহাফল।

তড়িৎ গতিতে বার্ত্তা সর্ব্বত্র ছড়ায়
গৃহেতে শচীমা কর্ণে এ খবর যায়।
ভয়ে তাঁর কাঁপে অঙ্গ লুপ্ত হয় জ্ঞান
নয়ন বাধা না মানে, যেতে চাহে প্রাণ,
দেহ হতে। গৃহত্যাগী হবে বিশ্বম্ভর'
ব্রহ্মশাপে,—ইহা হতে মৃত্যু মহত্তর।
আসে গৃহে বিশ্বম্ভর কিছুক্ষণ পর
বিষ্ণুপ্রিয়া কোলে শচী নিস্পন্দ নিথর।
বুঝিলেন প্রভু, সব শুনেছে জননী
তাই জ্ঞানহারা মাতা, নির্জ্জীব ঘরণী।

জ্ঞানশূন্যা জননীরে শুশ্রূষা করিয়া
সংজ্ঞা তাঁর বিশ্বম্ভর আনে ফিরাইয়া।
জাগ্রত হইয়া মাতা হেরে পুত্র মুখ
বুকে নিয়া বিশ্বম্ভরে—ভুলে সর্ব্বদুঃখ।
অশ্রুজলে বক্ষ তাঁ'র পুনঃ ভেসে যায়,
কি বলেন বিশ্বম্ভরে খুঁজিয়া না পায়।
গদগদকণ্ঠে কন কিছুক্ষণ পর
একি শুনি লোকমুখে বাপ্ বিশ্বম্ভর
বিপ্র শাপ দিল তোরে 'গৃহত্যাগী' হতে
ত্যজিবে সংসার, বল, কিবা কারণেতে ?
কেন ব্রহ্মশাপ বাছা বিপ্র দেন তোরে
শুনিয়া এ কথা মম হৃদয় বিদরে।
দেবেরও অলঙ্ঘ্য এই ব্রাহ্মণের শাপ
দহে অগ্নিসম যাহা, দিয়া তীক্ষ্ণ তাপ।
হলে তব অমঙ্গল ত্যজিব পরাণ
বল, বিপ্র কি কারণে করে শাপদান ?

সান্ত্বনা দানিতে প্রভু কন জননীরে
নির্দোষ আমাকে শাপ কি করিতে পারে ?
হইবে নিস্ফল তাহা করোনা ক্রন্দন
দিল ব্রহ্মশাপ মোরে শুধু অকারণ।
এ বলি' জননীক্রোড়ে বসে বিশ্বম্ভর
সর্ব্ব দুঃখ ভুলে মাতা—অশ্রু ঝরঝর।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
কাজীর শাসন ও উদ্ধার প্রসঙ্গ

ঈশ্বর দর্শন ভাগ্য সবে নাহি লভে
পূর্ব্বজীবনের মহা সৌভাগ্য-গৌরবে
আর, চিহ্নিত পার্ষদ যারা একান্ত আপন
প্রথমে ঈশ্বরে তারা করে দরশন।
নবদ্বীপে শ্রীবাসেব পবিত্র অঙ্গণে
অপরূপ অনুভূতি প্রতি ক্ষণেক্ষণে
নব নব আস্বাদন সহ আপনারে
করেছে সার্থক সত্য প্রতি পরিকরে।
তাদের জীবনে কর্ম্মে চৈতন্য-চরণ
এক পমার্থসত্য ধর্ম্ম সনাতন।
সুখেদুঃখে বেদনায় আনন্দ উল্লাসে
ধ্রুবনক্ষত্রের সম মানস আকাশে,
চৈতন্য চরণ দ্বন্দ্ব পরম আশ্রয়
মধুর মধুবতম আনন্দ নিলয়।
ধনমান মদৈশ্বর্য্য-কুল-আকর্ষণ
বিচলিত নাহি করে তাঁহাদের মন।
সংসারীর পুত্রশোক বজ্রেরও অধিক।
অপর সহস্র দুঃখ তাব কাছে ধিক্।
হেন পুত্রশোকও তুচ্ছ কৃপাবলে যাঁ'র
শ্রীগৌরাঙ্গ মহাধন সম্পদ তাঁহার।
সংসারের কোনো ক্ষতি তাঁর কাছে নাই
সকলি সার্থক পূর্ণ চৈতন্য কৃপায়।
হয়েও সংসারী তাঁরা সংসারের নয়
প্রেমের ঠাকুর নিয়া পরম অভয়
লভেছে জীবনে মনে। তাঁহাদের নিয়া
শ্রীবাস অঙ্গণে নবরস আস্বাদিয়া,
চলেছেন কৃপাময় প্রভু বিশ্বম্ভর
সেলীলা সবার নহে প্রত্যক্ষ গোচর।

ঈশ্বরে বিশ্বাস আর ভক্তি যাহাদের
রয়েছে অন্তরমাঝে, মনে তাহাদের
প্রভুর ঐশ্বর্য্যবীর্য্য—বিচিত্র প্রকারে
বিস্ময় মিশ্রিত শ্রদ্ধা জাগায় অন্তরে।
অঙ্গণ বাহিরে তারা শ্রীগৌরাঙ্গে চায়
প্রভুমুখে কীর্ত্তনের অমৃত ধারায়—
পরিতৃপ্ত হইবারে করে অভিলাষ,
সবাকার মাঝে প্রভু হউন প্রকাশ।
মাঝে মাঝে যায় তাঁরা প্রভু দরশনে
অন্তরে লইয়া শ্রদ্ধা শচীর ভবনে।
অভিলাষ পরিপূর্ণ করেন সবার
অমৃত-মূরতি প্রভু শচীর কুমার।
বলেন সবারে তিনি,—'যুগধর্ম্ম নাম
প্রভাবে তাহার সবে হবে তৃপ্ত কাম।
জপিবে এনাম আর করিবে প্রচার
হইবে সর্ব্বার্থ সিদ্ধি তোমা-সবাকার।
জীবন হইতে সর্ব্ব অনর্থের ক্ষয়
হবে নাম মহিমায়,—সর্ব্বত্র বিজয়।
নাম সাথে আছে নামী সর্ব্বদা জানিবে,
অমৃতের আস্বাদন লভি' ধন্য হবে'।

আপন ভবনে প্রভু প্রভাতে সন্ধ্যায়
ভক্ত ভাবে কৃষ্ণনাম সবারে বিলায়।
অপূর্ব্ব মাধুর্য্যময় প্রভুমুখে নাম
অপরূপ সুধামাখা মন প্রাণারাম।
আনন্দ সমুদ্রে সবে করায় মগন
ধন্য ও সার্থক হয় সবার জীবন।
এইভাবে ধীরে ধীরে নামের প্রচার
হইতেছে দিকে দিকে সমগ্র বাংলার।
ঘরে ঘরে সঙ্কীর্ত্তন নামজপ ধ্যান
সর্ব্বত্র প্রভুর বাণী,—একত্ব মহান
ভাব আনে সবাকার অন্তরের মাঝে,
পরিহরি ক্ষুদ্রে—মহা-আদর্শ বিরাজে।

নামের মহিমা আর নাম সঙ্কীর্ত্তন
নদীয়া নগরে আনে নব জাগরণ।
শুধু নদীয়ায় নহে—সর্ব্ব বঙ্গদেশে
অবশেষে পরিব্যাপ্ত ভারতবরষে।
হিন্দু জনগণ মনে নব জাতীয়তা
হয় উদ্বোধিত, ত্যজি' সর্ব্ব দুর্ব্বলতা।
ভিন্ন ভিন্ন দেব দেবী পূজারত যাঁরা
প্রভুর প্রভাবে এসে দেয় তারা ধরা,
মহানাম সঙ্কীর্ত্তনে। প্রেমভক্তি ধনে
সত্য বলে তাহারও বরে নেয় মনে।
একক বিচ্ছিন্ন যাঁরা ছিলেন পড়িয়া
কীর্ত্তন প্রভাবে তাঁরা মিলেন আসিয়া
এক মহা প্রেম-ধর্ম্মে। যা'রা একক দুর্ব্বল
তারা, প্রেমভক্তি প্রভাবেতে লভে মহাবল।
মিলনের মহোৎসব এভাবে সদাই
চলিয়াছে দিবারাত্র সর্ব্ব নদীয়ায়।
দুজন মিলিলে পথে করে নামগান
তৃতীয়ে চতুর্থে হয় কীর্ত্তন প্রধান।
প্রভুর পরম প্রিয় একদা শ্রীবাস
নামের কীর্ত্তনে লভি পরম উল্লাস
ভাবের আবেগে ভূমে গড়াগড়ি দিলে
হাসে যত পাষণ্ডেরা পথপাশে মিলে।
অট্টহাস্য করি বলে ঘরে অন্ন নাই
পরনে বসন ; তবু কীর্ত্তনেতে পায়।
লোকেরে দেখায় তার ভাব আছে মনে
গড়ায়ে ধূলিরপর,—হাসে সর্ব্বজনে।
এভাবে দুর্ব্বৃত্ত যত অধম পামর
দেশের অহিত কাম উন্মত্ত বর্ব্বর,
পশুসম ভোগে মজি রহে সর্ব্বক্ষণ
তমোগুণে সমাচ্ছন্ন যাহাদের মন
তাহারা কাজীর কাছে মিলিত হইয়া
কীর্ত্তনের অপব্যাখ্যা আসিল করিয়া,
'খোল করতাল নিয়া করিয়া কীর্ত্তন
নিমাই পণ্ডিত আর তা'র যত গণ
নবদ্বীপে আমাদেরে রাখিবেনা আর
দেব দেবী পূজাধর্ম্ম করি ছারখার।
রাজার বিচার প্রার্থী আমরা এখন
অধিক তোমাকে বলা নাহি প্রয়োজন।
স্বয়ং আপনি পথে বাহির হইয়া
আমাদের অভিযোগ দেখুন যাচিয়া।
নাচিয়া গাহিয়া ধর্ম্ম শিখাবে নিমাই
আপনার রাজ্যে বসে? কেমন বড়াই।
এই অনাচার দেশে যতদিন রবে,
ততদিন সুখশান্তি কারো না হইবে।
রয়েছে প্রভুব ইচ্ছা এ কর্ম্মের মূলে
হয় দিক্ দরশন অন্তরে ভাবিলে।
অসত্যের মধ্যদিয়া সত্যেব প্রচার
রহে পূর্ণিমার পাশে ঘোর অন্ধকার।
জগতের দুইরূপ আলোক আঁধার
মূলত উভয়ে এক নয়নে স্রষ্টার।
যখন যাহারে তাঁর হয় প্রয়োজন
সৃষ্টিকর্ম্মে, তাবে তিনি করেন গ্রহণ।
ভালমন্দ বিচারের নাহি অবকাশ
এ নিখিল বিশ্ব তার লীলার বিলাস।
দেশের শাসক কাজী, স্বীকৃতি তাঁহার
পায় যদি নামধর্ম্মে, নিখিল সংসার
তাঁহাকে করিয়া কেন্দ্র, করিবে গ্রহণ
'একমাত্র কলিধর্ম্ম নাম সঙ্কীর্ত্তন'।
বন্ধুরূপে শত্রুরূপে যে ভাবে যখন
মহালীলা অংশ নিতে হয় প্রয়োজন
তখনি তাহাই প্রভু হয়ে ইচ্ছাময়
চলেছেন ঘটাইয়া নাহিক বিস্ময়।
বাদশাহ-আত্মীয় কাজী শাসক এখন
হিন্দুধর্ম্ম-দ্বেষী ঘোর দুরন্ত যবন।

পাষণ্ডগণের মুখে কীর্ত্তন প্রচার
শুনে জেগে উঠে মনে মত্ত অহঙ্কার।
নিমাই পণ্ডিত হেন কর্ম্ম সব করে
আমারি শাসিত এই নদীয়া নগরে?
রাখিবনা এই দম্ভ,—করি ধূলিসাৎ
পাপাচারে, ভণ্ডামিরে করিব নিপাত।
এই মনে ভেবে কাজী বাহিব হইয়া
নগবীর রাজপথে রহে তাকাইয়া,
অতি সাধারণ বেশে, কীর্ত্তনের ধ্বনি
শ্রবণ যুগলে তাঁর পশিল অমনি।
মহাক্রুদ্ধ হয়ে কাজী আপনার জনে
করেন আদেশ, তোরা মিলে এইক্ষণে
মৃদঙ্গ ভাঙ্গিযা সব কর চুরমার
সম্মুখে যাহাকে পাবি কবিবি প্রহার।
না করিবে ক্ষমা, যারা করিবে কীর্ত্তন
আনিবে আমার কাছে করিয়া বন্ধন।
বিনষ্ট করিবে দেশ কীর্ত্তন করিয়া,
বিধর্ম্মিগণেবে আমি দিব শিখাইয়া।
কাজীর আদেশ পেয়ে দুর্ব্বৃত্ত যবন
করে অত্যাচার স্বরু, দুরন্ত শমন
যেমন করিয়া ধরে আয়ুহীন জনে,
তেমন বীভৎসরূপে পড়িল কীর্ত্তনে।
খোল করতাল ভেঙ্গে করি চুরমার
বালবৃদ্ধ সবে ধরে' করিল প্রহার।
ভয়ে ত্রাসে যথা তথা যায় পলাইয়া
অশ্রু মুছে, আপনার সঙ্গী হারাইয়া।
মূর্চ্ছিত হইয়া কেহ পড়ে ভূমিতলে
ক্ষোভে দুঃখে অপমানে, নয়নের জলে
কেহবা ভাষায় বক্ষ; আত্মরক্ষা করি,
যারা না পারিল যেতে রহে পথে পড়ি।
পাপিষ্ঠেরা তাহাদেরে করিয়া বন্ধন
কাজীর সকাশে নেয় করিতে শাসন।
তাদেরে, বেত্রাঘাত করে কাজী কহে এইবার
ক্ষমিলাম সবাকারে, জেনো নহে আর।
পথে যদি চল পুনঃ কীর্ত্তন করিয়া
অবশ্য করিব হত্যা, জাতি ধর্ম্ম নিয়া।
মহা আনন্দের মাঝে বিঘ্ন সংঘটন,
সবার অন্তরে দুঃখ করে আনয়ন,
মরণের শতগুণ। মন্দিরেতে আর
নহে শুধু রাজপথে, মৃদঙ্গ ঝঙ্কাব
কভু নাহি হয় শ্রুত। সকলি নীরব
নবদ্বীপ ধাম যেন প্রাণহীন সব।
নীরবে গৃহেতে সবে রহে দিনরাত
অসহ্য বেদনে দগ্ধ, করে অশ্রুপাত।
বহু দুঃখে সবে মিলে প্রভুপাশে যায়
কহে মোরা রহিবনা আর নদীয়ায়।
বন্ধ করিয়াছে কাজী নগর কীর্ত্তন
ভেঙ্গে খোল করতাল, করেছে শাসন।
না ক'রে কীর্ত্তন আর নাম না লইয়া,
কিরূপে আমরা প্রভো রহিব বাঁচিয়া।
ভক্তবৃন্দ মুখে শুনে কাজীর বিচার
রুদ্র মূর্ত্তি ধরে প্রভু, ছাড়িয়া হুঙ্কার
কহেন ভকতবৃন্দে,—দুর্ব্বৃত্ত যবনে
সংহারিয়া পাঠাইব শমন-ভবনে।
সকলে আরম্ভ কর নাম সঙ্কীর্ত্তন
নখাগ্রও স্পর্শিবারে নারিবে যবন।
ডেকে নিত্যানন্দে প্রভু কহেন তখন
প্রতি বৈষ্ণবের গৃহে করিয়া গমন,
জানাবে আদেশ মম,—মশাল লইয়া
আসিবে সন্ধ্যায় হেথা দ্বিধা না করিয়া।
নগর ভ্রমিব আজি করিয়া কীর্ত্তন।
বিচূর্ণ করিব পরে কাজীর ভবন।
দেখাব কাজীরে কৃষ্ণ কত শক্তিধর।
তার হীন শক্তি হবে প্রত্যক্ষ গোচর।

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড চলে আমার ইঙ্গিতে
কি করিবে কাজী, ভয় না রাখিব চিতে।

আর্ত্তজন পরিত্রাতা অনাথের বন্ধু
পরম দয়াল প্রভু করুণার সিন্ধু
প্রকাশে স্বরূপ নিজ ভক্তের রক্ষণে
করিয়া অভয় দান সবাকার মনে।
হেরি মহারুদ্ররূপ শঙ্কিত সবাই
চাহিতে প্রভুর পানে শক্তি কারো নাই।
পাইল সাহস ফিরে ভকতের গণ
চলে সবে আরম্ভিতে নগর কীর্ত্তন।
প্রভুবাক্যে আত্মশক্তি সবে ফিরে পায়
নহে বিচলিত তারা কাজীর স্পর্দ্ধায়।
প্রভুর আদেশ পেয়ে ভকতের গণ
নদীয়ার দিকে দিকে করিয়া ভ্রমণ
জানাইল সর্ব্বজনে ঢাক পিটাইয়া,
'অপরাহ্নে প্রভুগৃহে মিলিবে আসিয়া
মশাল লইয়া হাতে। করিয়া কীর্ত্তন
বাহির হইবে পথে শ্রীশচীনন্দন।
দুরাত্মা কাজীরে আজি ভাল শিক্ষা দিবে,
সবারে লইয়া প্রভু কাজী গৃহে যাবে।
এ সংবাদ সর্ব্বদিকে পড়ে ছড়াইয়া
কাজী-অপমানে চিত্ত ব্যথিত হইয়া
ছিল যাহাদের, তারা প্রভুর আদেশে
'হবে কাজী শিক্ষা' শুনে আনন্দ উল্লাসে
উঠিল মাতিয়া তারা, সবাকার আগে
চলে প্রভু গৃহপানে, রহি পুরোভাগে।

অপরাহ্নে এইভাবে সর্ব্বদিক হতে
আসেন বৈষ্ণবগণ প্রভুর গৃহেতে।
অঙ্গণে বাহিরে লোকারণ্য দৃষ্ট হয়
এ-জনসমুদ্রে আর কে করে নির্ণয়।
সকলেই গৌরকৃষ্ণ জয়ধ্বনি ক'রে
গগন বিদীর্ণ করি দূরে দূরান্তরে
গৃহ হতে গৃহান্তরে সেই ধ্বনি যায়
বিধর্ম্মী পাষণ্ডগণ ভয়েতে লুকায়।
চলেছেন দিনমণি ধীরে অস্তাচলে
আসিছে রজনী ঢাকি' কৃষ্ণকেশজালে
শ্রান্তক্লান্ত ধরণীরে,—পরম যতনে
মধুর পরশজাত স্নেহ বিকীরণে।
অগণিত ভক্তবৃন্দ আছে প্রতীক্ষায়
নব গৌর সুধাকর সুধার ধারায়।
প্রতীক্ষিত সবাকার সন্তোষ বিধানে
কখন দিবেন দেখা ভাবিতেছে মনে।
গৃহ হতে এ সময় আসেন নিমাই
জগৎ ভাসিয়া যায় রূপের বিভায়।
বিকীর্ণ হতেছে জ্যোতিঃ সর্ব্ব অঙ্গ হতে
পুণ্ডরীক সম নেত্র প্রদীপ্ত আলোতে।
ললাটে চন্দন বিন্দু শোভে মনোহর
আজানুলম্বিত বাহু শোভিছে সুন্দর,
অপূর্ব্ব কুসুম দামে বিরচিত মালা
শোভিছে প্রভুর কণ্ঠে ভুবন বিভোলা।
পরণেতে পীতবাস মুখে মৃদু হাসি
শোভে পৃষ্ঠে অপরূপ কৃষ্ণ কেশ রাশি।
সোনার নূপুর পদে মৃদু মন্দ বাজে
ধীরে আসিলেন প্রভু অঙ্গণের মাঝে।
লভে মহানন্দ সবে প্রভুর দর্শনে
যাইবেন প্রভু আজি নগর কীর্ত্তনে,
মিলিয়া সবার সাথে। পাপিষ্ঠ যবন
সমুচিৎ শিক্ষা আজি করিবে গ্রহণ।
আনন্দে সকলে মিলি জয়ধ্বনি করে
হুলুধ্বনি রমণীরা,—আনন্দ অন্তরে।

গদাধর বক্রেশ্বর আদি ভক্তগণ
গোপীনাথ জগদীশ পণ্ডিত রতন
শ্রীমুকুন্দ বাসুঘোষ শ্রীগর্ভ শ্রীধর
গোবিন্দ জগদানন্দ আর শুক্লাম্বর

অদ্বৈত আচার্য্য সহ পণ্ডিত শ্রীবাস
পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি ভক্ত হরিদাস,
সকলেই সমাগত নগর কীর্ত্তনে
আনন্দে বিহ্বল সবে প্রভুর দর্শনে।
নিমেষে মশাল সব উঠিল জ্বলিয়া
দিকে দিকে, ঈশ্বরের ইঙ্গিত লভিয়া।
জ্যোতিমালা গলে শোভে নদীয়া নগরী
অপরূপা অসামান্যা মহাযাদুকরী
বহ্নির তরঙ্গমালা নিজ গলে নিয়া
মহাসিন্ধুপানে যেন চলেছে দুলিয়া

অপূর্ব্ব আলোক-বন্যা সম্মুখে পশ্চাতে
জনমহাসিন্ধু মত্ত আছে কীর্ত্তনেতে।
জয় গৌরকৃষ্ণধ্বনি—গগন বিদারি'
মূহূর্ত্তে উঠিল ঊর্দ্ধে জগৎ উদ্ধারি।
সর্ব্বদিক হতে আসে কীর্ত্তনীয়া দল
আনন্দে উন্মত্ত,—নাম করিয়া সম্বল।

সবার পশ্চাতে প্রভু র'ন নৃত্যরত
নিত্যানন্দ ঘিরে তাঁরে আছেন সতত।
আজিকে প্রভুর সজ্জা রণবীর বেশে
শাসক কাজীরে আজি শাসন উদ্দেশে।
অস্ত্র তাঁ'র 'মহানাম', সেনা সীমাহীন
নামামৃত পানে মত্ত ভকত প্রবীণ।
এ সংগ্রামে করিবেনা কেহ প্রাণদান
না হইবে কোনো ক্ষতি না কমিবে মান
মানস-কলুষ রাশি হইয়া বিনাশ
অযাচিত ভাবে পূর্ণ হবে সর্ব্ব আশ।

দেশের শাসক কাজী অস্ত্রে-শস্ত্রে বীর
সৈন্যবল সুবিস্তর, তাঁর শকতির'
কে করিবে পরিমাপ? দুর্দ্ধর্ষ যবন
মহানাম-অস্ত্রে তাঁরে করিতে শাসন
চলেন কীর্ত্তন করি পাবনাবতার
গৌরাঙ্গ সুন্দর সর্ব্ব অবতার সার।

দেখিবে জগৎ, নাম মাহাত্ম্য এবার
শাসক যবন পড়ে পদপ্রান্তে তাঁর
আপনারে নিঃশেষিয়া করি সমর্পণ
লইবে যাচিয়া দেব-দুর্লভ সে-ধন
মহামন্ত্র 'গৌরনাম' পতিত উদ্ধারে
হেরিবে স্তম্ভিত বিশ্ব, নয়ন-আসারে।

কাজীর ভবন পানে চলেছে সকলে
কীর্ত্তন আনন্দে মগ্ন ভক্ত দলেদলে।
মৃদঙ্গ মন্দিরা সহ খোল করতাল
বাজিছে কীর্ত্তনমাঝে, জ্বলিছে মশাল
তাহাদের চতুর্দিকে। লক্ষ লক্ষ লোক
প্রদীপ্ত মশাল হস্তে বিকীর্ণ আলোক।
কাজীর ভবনমুখে চলিয়াছে সবে
নগরী কম্পিত করি মহাকলরবে।

প্রভুর কীর্ত্তন কথা ঘোষিবার তরে
শোভিছে মঙ্গল ঘট প্রতিগৃহদ্বারে।
জ্বালায়ে মঙ্গলদীপ পুরনারীগণ
অপেক্ষিছে মহানন্দে প্রভু-আগমন।

আলোক মালায় আজি নদীয়া নগরী
হইয়াছে সুশোভনা। হরিধ্বনি করি
প্রভুসাথে দলে দলে চলে ভক্তগণ,
চলেছে আনন্দমধু নগর কীর্ত্তন।
রাজপথে প্রভু আজি মহান আনন্দে
চলেন করিয়া নৃত্য অভিনব ছন্দে।
সাথে সাথে অগণিত কীর্ত্তনীয়া দল
করে গৌরকৃষ্ণ ধ্বনি আনন্দে বিহ্বল।
ধ্বনিছে সবার মুখে গৌরকৃষ্ণ নাম
সকল অনর্থ নাশী প্রাণের আরাম।
নদীয়ার নরনারী মহান বিস্ময়ে
শোনে নামগান-ধ্বনি দুপাশে দাঁড়ায়ে।
সংখ্যাহীন নরনারী গৌরাঙ্গ আহ্বানে
কেমনে মিলিল এসে, ভাবিতেছে মনে।

ভুলিয়াছে অন্যচিন্তা কীর্ত্তনীয়া দল
শ্রীগৌরাঙ্গ একমাত্র ধ্যান বুদ্ধিবল।
অর্পিছে জীবন তারা প্রভুর সেবায়
আদেশ পালিতে তাঁর প্রাণ যদি যায়
তাহাতেও দুঃখবোধ নাহি তাহাদের
সমাহিত মন প্রাণ প্রভুর গণের।
প্রভুছায়া সমতারা, প্রভুব আজ্ঞায়
পালন জীবনধর্ম্ম,—অন্যকিছু নাই।
ঐশ্বর্য্য দেখান প্রভু নাম সঙ্কীর্ত্তনে
ঈশ্বরে সম্ভব যাহা—নহে অন্যজনে।
মশাল লইয়া হস্তে চলেছে যাহারা
কীর্ত্তন আনন্দে মত্ত রহিয়াছে তা'রা।
একহাতে তৈলভাণ্ড মশাল অপরে
কীর্ত্তনেব তালে তাদে তাল দিতে নারে।
তা'য়, কীর্ত্তন আনন্দ আর রস আস্বাদন
করিতে না পারি তারা, দুঃখতপ্ত মন।
সর্ব্বজ্ঞ শ্রীভগবান প্রভুবিশ্বম্ভব
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁ'র প্রত্যক্ষ গোচর,
ঐশ্বর্য্য প্রভাবে সবে করে চাবহাত
অপূরিত বাসনায় পূবে জগন্নাথ।
এভাবে কীর্ত্তনোন্মত্ত অগণিত জন
প্রোজ্জ্বল মশালসহ করিছে গমন
কাজীরে উদ্দেশ করি। দেব দেবিগণ
একীর্ত্তনে নরদেহ কবিয়া ধারণ
দিব্যলোক হতে নামি আসে ধরাতলে
মিশে ভক্তবৃন্দ সার্থে কীর্ত্তনের দলে।
পূর্ণব্রহ্ম নরদেহ করিয়া ধারণ
ভক্ত সাথে যেইরস করে আস্বাদন,
অভিনব সেই রসে চাহে আস্বাদিতে
ধরি নরদেহ এই মহা কীর্ত্তনেতে।
নদীয়া নগরে কিছু শোনা নাহি যায়
শুধু নামধ্বনি ভিন্ন। বিধর্ম্মীরা হায়
উঠেছে কীর্ত্তনে মেতে আপন অজ্ঞাতে
চলিয়াছে করে নাম নিজ রসনাতে।
নৃত্য করি চলে প্রভু আনন্দে উতল
প্রেমে ভরা নেত্রে ঝরে জাহ্নবীর জল।
অপরূপ হেমদণ্ড সম ভুজদ্বয়
অগণিত ভক্তগণে দানিছে অভয়।
অপরূপ ভাবরাজি শ্রীঅঙ্গে প্রকাশে
দুলিছে মালিকা বক্ষে প্রতিটি নিঃশ্বাসে।
মুখে শোভে কৃষ্ণনাম অপরূপ ছন্দে
নদীয়া নাগরী ভাসে পবম আনন্দে।
অসীম শকতিমান প্রভুকে হেরিয়া
ঈশ্বব বলিয়া সবে নিয়াছে মানিয়া।
কেহ কেহ ডেকে অন্যে কহে বার বার
'ভজ শ্রীগৌবাঙ্গে সবে পাইবে নিস্তার।
কলিকালে মহাশক্তি প্রভু নারায়ণ
হইয়াছে অবতীর্ণ শচীব ভবন।
কলিব উদ্ধার কর্ত্তা দয়াল কানাই
পাপীতাপী পতিতেব আর ভয় নাই।
লভিয়া মনুষ্যদেহ গৌব নাহি ভজে,
বিষয় বিষেতে বদ্ধ হইয়া যে মজে।
প্রভুর ঐশ্বর্য্যবীর্য্যে অনন্ত মহিমা
অসীম বহ্মাণ্ড মাঝে নাহি যার সীমা।
নদীয়া বাসীরা তাঁকে মানিছে ঈশ্বব
অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি প্রভু বিশ্বম্ভর।
এভাবে কীর্ত্তন-দল ঈশ্বরেরে নিয়া
কাজীগৃহ-অদূরেতে থামিল আসিয়া।
ত্রিতল প্রাসাদে কাজী করেন বসতি
দেশের শাসক তিনি বাদশাহ নাতি।
রাজ্য শাসনের তরে যাহা প্রয়োজন
সৈন্য সামন্ত আদি অস্ত্রশস্ত্র ধন
সকলি ভাণ্ডারে তার আছে বিদ্যমান,
সমগ্র বাংলায় তিনি সবার প্রধান।

কর্ম্ম অবসরে কাজী প্রায়শঃ সন্ধ্যায়
ত্রিতল প্রাসাদোপরি শান্ত স্নিগ্ধ বায়
সেবন করেন সুখে। অন্যদিন মত
আজো কর্ম্ম অবসরে বিশ্রাম নিরত,
ছিলেন একাকী তিনি ; চিত্ত বৃত্তি তাঁ'র
কল্পনার সিন্ধুমাঝে দিয়াছে সাঁতার।
চকিতে কল্পনাজাল ছিন্নভিন্ন হয়
শোনেন চারিটি দিক্ হরিধ্বনিময়।
দেখেন আলোকবন্যা মহাভয়ঙ্কর
লক্ষ্য করি প্রাসাদেরে ক্রমে অগ্রসর।
অসংখ্য অনন্ত লোকে মহাকোলাহল
ঝটিকা বিক্ষুব্ধ যেন নীলসিন্ধু জল
আসিতেছে তীব্রবেগে ভবনের পানে
নিমেষে ডুবাবে সব, হয় অনুমানে।
ভয়ে দ্বৌবারিকে তিনি করিয়া আহ্বান
কি কারণে লোকসংঘ জানিবারে চান।
কহিলেন সেনাধ্যক্ষে তাঁহার আদেশ
নিয়া অস্ত্রশস্ত্র আদি যা আছে বিশেষ
সকলি লইয়া শত্রু নিধনের তরে,
হয় যেন সমবেত প্রাসাদ দুয়ারে।
ফিরে এসে দ্বৌবারিক কাজীরে জানায়
সংগ্রাম করিতে আজি পণ্ডিত নিমাই
লক্ষ লক্ষ সেনা আর মশাল লইয়া
রাজধানী চারিদিকে রেখেছে ঘিরিয়া।
আমাদের সেনানীরা মহাভয় পেয়ে
যেদিকে পেয়েছে পথ গেছে লুকাইয়ে।
দেখিতেছি আমাদের রক্ষা নাহি আর
নিমাই-সেনানী সবে করিবে সংহার।

স্তম্ভিত বিস্মিত কাজী, না পান খুঁজিয়া
পত্নীপুত্রসহ প্রাণে কেমনে বাঁচিয়া
রহিবেন এ দুর্য্যোগে! কেহ কাছে নাই
একক অসঙ্গ কাজী মহা ভয় পায়।
ভাবে, পত্নীপুত্র সবাকার লইবে জীবন
কি কুক্ষণে বন্ধ আমি করিনু কীর্ত্তন।
সেই মহা অপরাধে ফলিতেছে ফল,
মৃত্যুর সমান এই মহা অমঙ্গল।

প্রাসাদে কেহই নাই, কর্ম্মচারিগণ
প্রাণভয়ে করিয়াছে সবে পলায়ন।
জাগিয়াছে মৃত্যুভয়, প্রাণে হাহাকার
ভাবে অপমৃত্যু আজি হইবে আমার।

প্রাসাদের অভ্যন্তরে জাগে কোলাহল
একা অসহায় কাজী হৃতবুদ্ধিবল,
প্রাণের মায়ায় শেষে অন্তঃপুরে যায়
বাঁচিবার পথ যেন খুঁজে নাহি পায়।

করেতে মশাল নিয়া শ্রীচৈতন্য গণ
বেষ্টন করিয়া আছে কাজীর ভবন।
মহারোষে ভক্তবৃন্দ উন্মত্ত হইয়া
বাহিরের গৃহসব ফেলিল ভাঙ্গিয়া।
করিল উদ্যান ধ্বংস, লণ্ডভণ্ড করি
মূলসহ পুষ্পবৃক্ষ ফেলিল উপাড়ি।
শাখাপত্র ছিন্নভিন্ন করিল সবার
উদ্যানে অক্ষতবৃক্ষ না রহিল আর।
মহারুদ্রভাবে প্রভু ছাড়েন হুঙ্কার
বলেন যবন ধ্বংস করিব এবার।
কেন বাধা দিল কাজী মোর কীর্ত্তনেরে,
করিল মৃদঙ্গভঙ্গ,—শিক্ষা দিব তাঁরে।
কীর্ত্তনের বিঘ্নকারী দুরন্ত যবনে
এখনি পাঠাব আমি শমন ভবনে।
কোথায় লুকালো কাজী ? শিরশ্ছেদ তাঁ'র
এখনি করিব আমি দেরী নাহি আর।
কংসেরে যেমন আমি করেছি সংহার
তেমনি পাইবে ফল কাজী দুরাচার।
'যুগধর্ম্ম' কীর্ত্তনেরে না মানে যে জন
তাহারে অবশ্য আমি করিব নিধন।

আসমুদ্র হিমাচলে কীর্ত্তন প্রচারে
ব্রতমম, মহানাম দিব ঘরে ঘরে।
এনাম প্রচারে বাধা যে জন আনিবে
সেজন আমার হস্তে প্রাণ হারাইবে।
যেই জাতি হোক তা'র' হিন্দু কি যবন
নামেব প্রচারে করি বিঘ্ন সংঘটন—
নারিবে বাঁচিতে কেহ, হইবে বিনাশ,
নামের সহিত নামী হইবে প্রকাশ।
প্রভুর নয়নে হয় অগ্নি বিচ্ছুরণ
উন্মত্ত ভৈরব যেন প্রলয় দহন।
অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ প্রমাদ গনিয়া
আরম্ভিল প্রভুস্তব আনত হইয়া ;
'কৃপাময় রুদ্রতেজ কর সংহরণ
প্রেমানন্দময়ে উহা না হয় শোভন।
তোমার রোষের বহ্নি হইল প্রকাশ
অখিল ধরণী প্রভো, হইবে বিনাশ।
কলিজীবে নামামৃত বিলাবার তরে
অবতীর্ণ তুমি নাথ, শচীমাব ঘরে।
এই অবতারে কারো প্রাণ না হরিবে
সবাব কলুষ নাশি' প্রেম বিতরিবে
কলিহত জীবগণে ; সঙ্কল্প তোমার,
কেমনে পালিবে, হলে রুদ্র-অবতার ?
যে-কর্ম্ম করেছে কাজী তাহার বিচার
করেছে তোমার গণ, করি ছারখার
সুসজ্জিত উপবনে। দেখ তুমি নাথ
কাজীর উপর কব কৃপাদৃষ্টিপাত।
হলেও যবন কাজী, মহাভাগ্যবান
ঈশ্বর যাঁহার গৃহে আজি অধিষ্ঠান।
হয়ে তার প্রতিদ্বন্দ্বী দেখ ভেবে তাঁ'রে
কি বলেন তোমা তিনি, কিভাবে বিচারে।
ঈশ্বর অনন্তশক্তি রয়েছে তোমাব.
ইচ্ছা হয় নিমেষেতে করিবে সংহার।

সবাকার স্তবে তুষ্ট হয়ে নারায়ণ
বাহিরের ঘরে এসে আসন গ্রহণ
করিলেন ভক্তসহ। আনিতে কাজীরে
পাঠান অন্দরে এক ভক্ত বিশেষেরে।
সিংহ ভয়ে ভীত ধূর্ত্ত শৃগালের প্রায়
গৃহকোণে যেয়ে কাজী ভযেতে লুকায়।
দেশের শাসক হয়ে হেন অপমান
জীবনে পাননি কাজী। এই অসম্মান
মৃত্যুবও অধিক তাঁর। রয়েছে সকল
দেশের রক্ষাব লাগি সেনানীর দল,
প্রদীপ্ত আলোক-বন্যা, জনারণ্যে আর
মিলাইয়া হারাইয়া সবে একাকার।
অসময়ে একা কাজী সহায় বিহীন
হয়েও শাসক এবে দীন হতে দীন।
এমন করুণ ক্ষণ কভু আসে নাই,
পড়ে নাই চিত্ত কভু মৃত্যু ভাবনায়।
সর্ব্ববস্তু হতে প্রিয় প্রাণ আপনার
কাহারে দিবেন তিনি আজি তার ভার ?
হেন বন্ধু নাহি কেহ বিনে ভগবান
প্রকৃত ঈশ্বরে তিনি প্রাণভিক্ষা চান।
এতকাল ভোগসুখে উন্মত্ত উল্লাসে
জাগেনি ঈশ্বর চিন্তা মানস আকাশে।
সর্ব্বরূপে অসহায় হইয়া এবার
নিলেন শরণ কাজী পবম পিতার
নির্ভয় ভাবনাশূন্য মগ্ন ভোগবসে
অসহায় চিত্ত এবে কাঁপিছে সন্ত্রাসে।
নিমাই-সেনানী সব প্রাচীর ভাঙ্গিয়া
উদ্যান ও বহির্ব্বাটী বিধ্বস্ত করিয়া—
করে মহাকোলাহল, ঢুকিছে অন্দবে।
হবে ছিন্নভিন্ন সব ক্রুর অত্যাচারে।
সর্ব্বরূপে সর্ব্বভাবে হয়ে অসহায়
একমাত্র ঈশ্বরের শরণ—আশায়

আপনারে পদে তাঁর নিবেদিতে গিয়া
তক্ষন গেলেন কাজী জ্ঞান হারাইয়া।
অন্তর্যামী ভগবান কাজীরে তখন
অভীষ্ট রূপেতে এসে দেন দরশন।
স্বপনে লভেন ইষ্টে কাজী ভাগ্যগুণে
পরম শত্রুর ভাবে আপন ভবনে।
ক্ষণপরে প্রভু তাঁকে করেন আহ্বান
পাঠাইয়া নিজজন দেখায়ে সম্মান।
চেতনা লভিয়া কাজী পরম আনন্দে
করি আগমন ধীরে প্রভুপদ বন্দে।
আপনার পার্শ্বে প্রভু বসায়ে কাজীরে
কন মৃদুমন্দ হেসে, 'বল আজি মোরে
তোমার অতিথি আমি মোরে না সম্ভাসি'
একাকী রয়েছ তুমি অন্দরেতে বসি ?
কাজীর অন্তরে আগে ছিল মহাভয়
কীর্ত্তনেরে বাধা দিয়া যে-পাপ সঞ্চয়
হয়েছে আত্মায় তাঁ'র, নিমাই পণ্ডিত
নিয়া অগণিত ভক্ত শিক্ষা সমুচিৎ
দিতে বুঝি করিয়াছে হেথা আগমন,
সকলি করিবে ধ্বংস তাঁর সৈন্যগণ।
এখন হেরিল কাজী সে-নিমাই নয়
হেরিছে স্বপনে তিনি যে আনন্দময়
অভিন্ন সে বিশ্বম্ভরে। কোন ভয় নাই
এ সাহসে কন তিনি আপন ভাষায়।
'অন্যায় করেছি আমি বুঝিতে নারিয়া
নগর কীর্ত্তনে তব, বাধা ঘটাইয়া—
দিয়াছিনু ভুলে দণ্ড সম্পূর্ণ নির্দ্দোষে
তার শাস্তি দিতে তুমি মোরে অবশেষে
আসিয়াছ রুষ্ট হয়ে লোকজন নিয়া,
ছিনু এই ভয়ে আমি গৃহে লুকাইয়া।
গ্রামের সম্বন্ধে আমি তোমার মাতুল
মহান পণ্ডিত তুমি, ভুলি' মোর ভুল
হয়ে ভাগিনেয় তুমি ক্ষমিয়াছ মোরে
তাই ডাকিয়াছ বুঝি আজিকে আমারে।
এইভেবে মনে শক্তি সঞ্চয় করিয়া
এসেছি তোমার কাছে আপনা ভাবিয়া।
যে-আনন্দময় রূপ হেরিনু স্বপনে
মধুময় সেইরূপ তোমাতে দর্শনে
অনন্য অভূতপূর্ব্ব আনন্দ ধারায়
তৃপ্ত আমি ভাগিনেয়, আর ভয় নাই।
হাসিয়া কহেন প্রভু কাজীরে তখন
হইতেছে দিবারাত্র নাম সঙ্কীর্ত্তন
অথচ শাসক তুমি বাধা নাহি দাও
শ্রবণে এনাম তুমি আনন্দ কি পাও ?
নাহি জানি একদিন কেন বাধা দিলে
কীর্ত্তনের মৃদঙ্গাদি সকলি ভাঙ্গিলে ?
এখন নীরবে গৃহে রয়েছ বসিয়া
কি উদ্দেশ্য মনে তব বলহ খুলিয়া।
প্রভুর কথায় কাজী সহর্ষ অন্তর
চাহি প্রভু মুখপানে, কন, বিশ্বম্ভর
অন্তরের কথা সব জানাই তোমারে
কি কারণে বাধা নাহি দিই কীর্ত্তনেরে।
'তব গৌরহরি নাম আমার শ্রবণে
ঢালে কি অমৃতধারা জানাব কেমনে' ?
আমি যে যবন সেই কথা ভুলে যাই
কি সুধা রয়েছে নামে কাহারে জানাই।
উত্তেজিত করি মোরে দুষ্ট জ্ঞাতিগণ
অনিচ্ছাতে পাঠাইলা ভাঙ্গিতে কীর্ত্তন।
আমার অন্তর কিন্তু কভু চাহে নাই—
করে অপযশ সদা মোর জ্ঞাতি ভাই।
সহিতে না পারি শেষে হিন্দু ঘরে গিয়া
ভাঙ্গিয়া মৃদঙ্গে, বাধা কীর্ত্তনেরে দিয়া
যেদিন আসিনু গৃহে, সেই রাত্রি যোগে
ঘুম ঘোরে মহাসিংহ রোষ-রক্ত-রাগে

তাকাইয়া মোর পানে করিয়া গর্জ্জন
ভয়ঙ্কর, স্তব্ধ মম যুগল শ্রবণ,
কহিল, পাষণ্ড, মম নামের প্রচারে
বাধা দাও' ? এই বলি বক্ষের উপরে
পড়ে লম্ফ দিয়া, নখ বাহির করিয়া
বলে, তব বক্ষ দিব বিদীর্ণ করিয়া'।
ভয়েতে কম্পিত দেহ স্তব্ধ প্রাণ মন
ঈশ্বরের নাম আমি করিনু স্মরণ।
ইস্লাম-স্বভাব বশে নির্গুণ ঈশ্বরে
আশ্রয় লইনু ভয়ে আপন অন্তরে।
ভয়ে দেহ গেহ সবে যাই আমি ভুলে
রাজ্য, রাজ আভরণ কোথা গেল চলে।
কেবল ঈশ্বর নিয়া ভাবনা আমার
মন প্রাণ নিল রূপ এক রূপ তার
আশ্রিতের কৃপা সদা করেন ঈশ্বর
দয়া করে হন বুঝি প্রত্যক্ষ গোচর।
দেখি ক্ষণ পরে আর সেই সিংহ নাই
কোথায় মিলায়ে গেছে, হেরিনু তোমায়।
আর্ত্ত-মোরে শান্ত করে তখনি কহিলে
ব্যাকুল হইয়া তুমি যাঁহারে স্মরিলে
সেই আমি, শচীসুত তব ভগবান
সবার আরাধ্য আমি। হরি নামগান
প্রচার করিতে বিশ্বে মোর অবতার
গঙ্গাতীরে নবদ্বীপে, কহিলাম সার'।
তারপর সবিস্ময়ে কহিলাম আমি
সর্ব্ব অপরাধ মম ক্ষম অন্তর্যামি।
হেন কর্ম্ম কভু আমি না করিব আর,
হরিনাম মহামন্ত্র করিতে প্রচার
না আনিব বাধা কভু। হইয়া সদয়
দিয়া ধরা ইষ্টরূপে তুমি দয়াময়
আমাকে অভয় দানি' কহিলে তখন,
জেনো যুগধর্ম্ম এই নাম সংকীর্ত্তন।
একাজে দিবেনা বাধা কোন ভয় নাই
বলে' অন্তর্হিত তুমি। আজিকে তোমায়
প্রত্যক্ষ ঈশ্বর রূপে করি অনুভব
রূপময় মহাবিশ্ব তোমার বৈভব।
উদ্দেশি' প্রভুরে কাজী পুনরায় ক'ন
'কীর্ত্তন করিতে বন্ধ গেল যেই জন,
চকিতে বিদ্যুদ্বহ্নি তার মুখে লাগে
ভস্ম করে শ্মশ্রুগোপ গাঢ় ক্ষত রাগে
বিকৃত করিয়া তার বদন মণ্ডল
নিবারিতে কীর্ত্তনের মহা অমঙ্গল।
এতোকাল তোমা আমি নারিনু বুঝিতে
হয়েও নির্গুণ তুমি জীব উদ্ধারিতে
এসেছ সগুণ হয়ে,—রূপে মধুময়
অপরূপ রূপসুধা মানবে কি হয় !
আমার যা' কিছু সব চরণে তোমার
করিনু অর্পণ, মোরে উদ্ধার' এবার।
আমার ভাগিনা তুমি নর-নারায়ণ
এ মহা সৌভাগ্য বিশ্বে লভে কয় জন ?
অধম পতিতে বাপ রক্ষ এইবার
'গৌরহরি' বিনে মম গতি নাহি আর'।
এ'বলে পড়েন কাজী প্রভুর চরণে
হয়ে নতজানু, বহে ধারা দুনয়নে,
কহিলেন অপরাধ ক্ষমহ এবার,
তুমি পতিতের পিতা, প্রেম পারাবার।
অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ বিস্মিত হইয়া
হেরেন ঈশ্বর লীলা, রাজশক্তি নিয়া
বিশ্বম্ভর পদে আজি নোয়াইল শির,
উদ্ধত যবন কাজী, বিস্ময় গভীর।

আরো বিস্ময়ের কথা আছে পরিণামে
কাজীর রসনা মগ্ন গৌরহরি নামে।
কীর্ত্তন বিরোধী হিন্দু নবদ্বীপে যারা
নিবারিতে কীর্ত্তনেরে কাজীকে যাহারা

করেছিল নিবেদন, স্তম্ভিত বিস্ময়ে
কোনো কথা তারা আর কহিল না ভয়ে।
হেরিল যখন কাজী করি গঙ্গাস্নান
উষার অরুণোদয়ে—গৌর নামগান।
করিয়া চলেন নিজ প্রাসাদের পানে
জাহ্নবীর ধারা শত বহে দুনয়নে।
নামে বাধা নাহি দিয়া নিজে নাম করে
যবন হইয়া কাজী, আচারে বিচারে
সুপবিত্র, বংশে তাঁর পুত্র কন্যা যারা
প্রভুর কৃপার বলে ধন্য হয় তা'রা।
ঈশ্বরের কৃপাগুণে কিবা নাহি হয়
কাজীরে করিয়া কৃপা গৌর গুণময়
জন্ম জন্মান্তের পাপ বিনাশ করিয়া
ক্ষণিকেতে নব জন্ম তাঁহাকে দানিয়া
আপনার দাসরূপে করেন স্বীকার
কে বুঝে গৌরাঙ্গ লীলা অতি চমৎকার।
ঈশ্বর কৃপায় কাজী নিলেন বরিয়া
এক দেহে দুই জন্ম যবন হইয়া।
না হলে নিন্দক ধর্ম্ম হয়না প্রচার
ভাগ্যবান নিন্দকেরা এও ইচ্ছা তাঁ'র।
ঈশ্বরে করিতে নিন্দা ঈশ্বরে স্মরণ
ইচ্ছা-অনিচ্ছায় সদা হতেছে মনন,
ইহাও সাধনা এক, শত্রু মিত্র হয়ে
রয়েছেন ভগবান আপনি মিলিয়ে।
শাসক হইয়া কাজী গৌর ভক্ত হয়
পতিত বলিয়া আর কেহ নাহি রয়।
প্রেমদাতা শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেমভক্তি দিয়া
কাজীরে করেন ধন্য করুণা করিয়া।
কাজীসম ভাগ্যবান কলিযুগে নাই—
যাহারে করেন কৃপা গৌরাঙ্গ কানাই।
প্রভু আলিঙ্গন ধন্য—উন্মত্ত হইয়া—
নাচিতে লাগিল কাজী মুখে নাম নিয়া
সাথে সাথে শ্রীঅদ্বৈত শ্রীবাসাদিগণ
আরম্ভিল সকলেই নাম সঙ্কীর্ত্তন।
আনন্দে বিহ্বল সবে অন্য চিন্তা নাই
সকলি ভুলিছে তারা নাম মহিমায়।
প্রভু সাথে চলে কাজী করিয়া কীর্ত্তন
আলিঙ্গিয়া প্রভু তাঁ'রে করি নিবারণ
পাঠান অন্দর পানে, কহি, মধ্য রাত্র এবে
তোমারে অপেক্ষি গৃহে বসে আছে সবে।
তব সঙ্গে মহাসুখ আমি লভিলাম
হও ভক্তিধন্য তুমি, আমি চলিলাম'।
প্রভুকে প্রণামে কাজী গৃহে যান চলে
কীর্ত্তন আনন্দে প্রভু লইয়া স্ব-দলে
চলেন ধামের পানে,—মহানন্দে সবে
চলেছে কীর্ত্তনে মেতে বিজয় গৌরবে।
প্রভুর বিজয় কথা ত্বরিতে ছড়ায়
নবদ্বীপে ঘরে ঘরে। এই বার্ত্তা যায়,
'বাদশাহ দ্রৌহিত্র কাজী প্রভুর চরণে
আপনারে সর্ব্বরূপে আত্ম সমর্পণে
বশ্যতা স্বীকার করে নিয়া যুক্ত করে
বলেছে দিব না বাধা কভু কীর্ত্তনেরে।
করিয়াছি অপরাধ তত্ত্ব না জানিয়া
যা' করেন প্রভু তাহা লইবে মানিয়া।
শুধু কাজী নহে, তাঁ'র বংশধরগণ,
কভু না করিবে বন্ধ নাম সঙ্কীর্ত্তন'।
কাজীর উৎসাহদাতা পামর দুর্জ্জন
কীর্ত্তন বন্ধের লাগি' তর্জ্জন গর্জ্জন
করিয়া দেখাত যারা কাজী হতে ভয়
তাহাদের দুরবস্থা বলিবার নয়।
তস্করের সম তারা রহিয়া নির্জ্জনে
হেরিছে গৌরাঙ্গ লীলা বিস্মিত নয়নে।
বাজিছে মঙ্গল শঙ্খ প্রভুর বিজয়ে
মেতেছে কীর্ত্তনে সবে সম্পূর্ণ নির্ভয়ে।

লইয়া মঙ্গলদীপ আপনার করে
আসে সব পুরনারী গৃহের বাহিরে
প্রভুকে বাড়ায়ে নিতে। মুখে হুলুধ্বনি
কম্পিত করিয়া তোলে সমগ্র মেদিনী।
কীর্ত্তনের দল নিয়া নর-নারায়ণ
আসেন নগবে ফিরে; বিজয় তোড়ন
রাজপথে সাবি সারি হয়েছে নির্ম্মাণ,
দিতেছে প্রভুকে সবে রাজার সম্মান।
মধ্যপথে শ্রীধরের গৃহে প্রবেশিয়া,
করিলেন জলপান জীর্ণপাত্র নিয়া।
ব্যবহার যোগ্য যেই পাত্র কভু নয়
সে-পাত্র আপন হস্তে নেন কৃপাময়।
ভক্তের সকল দ্রব্য পবিত্র উত্তম—
বিচার্য্য বিষয় নহে,—নহেবা অধম।
যারে ভালবাসে প্রভু তা'র দ্রব্যচয়
নিয়তই রহে প্রিয় পবিত্রতাময়।
শুচি ও অশুচি আর কুৎসিৎ সুন্দর
কেবল মানবে তাহা,—আপনি ঈশ্বর
অধিষ্টিত সর্ব্বভূতে,— সর্ব্বত্র সমান
দৃষ্টি তাঁর সম, আর এক তা'র মান।
বিজয়ের মহানন্দে মাতিয়া সবাই
রজনীর শেষযামে গৃহে চলে যায়।
এবার চলেন প্রভু আপন ভবনে
নরহরি গদাধর শ্রীপাদ সেবনে
রহিলেন প্রভু সাথে; আনন্দ মধুর
সর্ব্ব নবদ্বীপে শুধু বিজয়ের সুর।

ত্রয়োবিংশসর্গ সমাপ্ত।

চতুর্ব্বিংশ সর্গ

শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের বিশ্বরূপ দর্শন

স্তম্ভিত বিস্মিত মুগ্ধ নবদ্বীপ ধাম
শুনে যবনেব মুখে গৌরহরি নাম।
কোথায় যবনরাজ কবিবে বন্ধন
নিমাই পণ্ডিতে, করি কীর্ত্তনে বাবণ;
তাহা না কবিয়া আজি শাসক যবন
দিল নাকি বিশ্বম্ভরে কবিতে কীর্ত্তন
অবাবিত অধিকার, নিজে, গৌরনাম করে,
এই অসম্ভবে সবে বিশ্বসিতে নারে।
নিমাই পণ্ডিতে হেরি কাজী পেলো ভয়
টোলের পণ্ডিতগণ মানিছে বিস্ময়।
কীর্ত্তন বিরোধী অন্তে রয়েছে নীরব
কাজী আত্মসমর্পণে বিহত গৌরব।
মহানন্দে ভেসে যায় নদীয়া নগরী
যেন, শরতের সুনির্ম্মল পূর্ণিমা শর্ব্বরী।
সর্ব্ব গ্লানিমুক্ত ভক্ত-মানসগগন
কবে গৌর-সুধাকর সুধাবিতরণ।
সমগ্র নদীয়া বাসী ভক্ত অগণন
মহাসুখে প্রেমসুধা কবে আস্বাদন।
শ্রীবাস অঙ্গণ কথা কি বর্ণিব আর
বহে আনন্দের বন্যা হয়ে শতধার।
হইতেছে দিবারাত্র ভক্ত সমাগম,—
ভাবরাশি নব নব হতেছে উদ্গম।
আনন্দ মুরতি প্রভু, ভক্ত প্রাণধন
সবাকার অভিলাষ করেন পূরণ।

ইষ্ট দরশনে যায় যথা অভিপ্রায়
পূর্ণ করিছেন প্রভু দর্শায়ে তাহায়।
যে মুরতি যা'র ইষ্ট, যেইরূপে ধ্যান,
দিতেছেন সেইরূপে দরশন দান।
কারো আর চাহিবার বিন্দুমাত্র নাই—
করেছেন সবে তৃপ্ত চৈতন্য গোঁসাই।
মহাবিষ্ণু অবতার, জ্যেষ্ঠ সবাকার—
মহাপ্রাজ্ঞ শ্রীঅদ্বৈত, আনন্দ তাঁহার
ধরিতে পারে না দেহ, তাই গড়াগড়ি
দিতেছেন, শ্রীবাসের অঙ্গণ উপরি।'
বহিছে জাহ্নবীধারা দুইটি নয়নে
পুলক শিহর অঙ্গে প্রতি ক্ষণে ক্ষণে।
মাঝে মাঝে সীতানাথ ছাড়েন হুঙ্কার
'কলির একক ত্রাতা গৌরাঙ্গ আমার।
অখিলের অধিপতি সর্ব্বশক্তিমান
কাজীর উদ্ধারে হলো প্রত্যক্ষ প্রমাণ।
কোথায় রয়েছ নাথ, দাও দরশন
বলিয়া আচার্য প্রভু করেন ক্রন্দন,
সর্ব্ব অভিলাষ তুমি করেছ পূরণ
এমন প্রেমিক প্রভু মিলেনা কখন।
মোর শেষ অভিলাষ পূরাও এবার,
ভক্তের জীবনধন গৌরাঙ্গ আমার।
সেইক্ষণে অঙ্গণেতে কেহ আর নাই,
অশ্রুজলে সীতানাথ ধরণী ভাসায়।
সেক্ষণে ছিলেন প্রভু আপন ভবনে
ভক্ত সঙ্গে কৃষ্ণকথা রস-আলাপনে।
আচার্য্যের এ আর্ত্তিতে উতল অন্তর
গৃহে কি রহিতে পারে গৌরাঙ্গ সুন্দর,
চলিয়া আসেন তিনি শ্রীবাস অঙ্গণে
শোভে মৃদুমন্দ হাসি শ্রীচন্দ্রবদনে।
আচার্য্যের হস্ত ধরে ক'ন নারায়ণ
নীরবে হেথায় কেন করিছ ক্রন্দন?
বল কিবা অভিলাষ বাকী আছে মনে
পূরণ করিব আমি সে-আশা এক্ষণে।
অদ্বৈত আচার্য্য প্রভু আনন্দে তন্ময়
ক'ন প্রভুপদেপড়ে ওগো কৃপাময়
জান তুমি অন্তর্যামী আমি কিবা চাই
কে পূরিবে তুমি ভিন্ন ভক্ত বাসনায়?
সে আশা পূরাতে বুঝি তব আগমন
অসময়ে, শূন্য হেরি শ্রীবাস অঙ্গণ।
হইলে তোমার কৃপা করুণাবতার
অবশ্য বাসনা পূর্ণ হইবে আমার।
হেরেন আচার্য্য তবে সে মহাসমর
অসংখ্য সেনানীসহ রথের ঘর্ঘর—
ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে। যুদ্ধ অভিলাষী
দুইপক্ষ সমবেত হইয়াছে আসি।
কৌরব পাণ্ডবগণ, শুভ্র অশ্ব রথে
উপবিষ্ট নারায়ণ অর্জ্জুনের সাথে।
কমল-কোমল অঙ্গ, নব জলধর
শ্যামকান্তি অপরূপ মনোমুগ্ধকর
বিশ্বরূপধারী কৃষ্ণ, পরম বিস্ময়ে
যুক্ত করে স্থির পার্থ। মুখপানে চেয়ে
অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড হেরে শ্রীমুখ গহ্বরে
সীতানাথ, মহানন্দে দুই নেত্র ঝরে।
সীমাহীন মহাকাশে চন্দ্র সূর্য্য তারা
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তাতে হয়ে গেছে হারা।
কত নদ উপনদী মহাসিন্ধু আর
সেমুখ গহ্বরে শোভে সীমা নাহি তা'র।
বিরাট পুরুষ কৃষ্ণ অনন্ত নয়ন
হইয়া অনন্তবাহু ভীষণ দর্শন।
প্রোজ্জ্বল দাবাগ্নি মহাপ্রলয় হুঙ্কারে
অগণিত অপরাধীজনে ভস্ম করে।
অনন্ত সমুদ্রসহ গিরি উপবন
উদ্ভব হতেছে শূন্যে প্রতিক্ষণে ক্ষণ;

ক্ষণমাত্রস্থিতি অন্তে পাইতেছে লয়
পরম পুরুষ স্থির অসীম অব্যয়।
আচার্য্য আপনি হন মহাশক্তিধর
হেরি বিশ্বরূপে তাই, নির্ভয় অন্তর।
মহানন্দে যুক্তকরে মহাশক্তি ধরে
করিয়া চরণ স্পর্শ নমে বিশ্বম্ভরে;
'কোটি সূর্য্যসমদীপ্ত তুমি নারায়ণ
অনন্ত স্বরূপে স্থিত আছ সর্ব্বক্ষণ।
তোমাতেই মহাসৃষ্টি প্রতি পলে হয়
ঘটিতেছে অন্তে পুনঃ তোমাতে বিলয়।
করুণার সিন্ধু তুমি পুরুষ প্রধান
কৃপা করে দিলে দাসে দরশন দান।
অপরূপ তব লীলা দেখালে আমায়
ধন্য আমি পদে কোটি প্রণতি জানাই'।
পাণ্ডিত্যের ধর্ম্ম সদা জাগ্রত সংশয়
অদ্বৈত আচার্য্যে যাহা, নাহি হলে ক্ষয়
সে-সংশয় চিত্ত হতে,—ভবিষ্য মানব
গৌরতত্ত্ব রহস্যের মহা-অনুভব
হইতে বঞ্চিত হতো। সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরে;
হইত বিশ্বাসহীন প্রভু বিশ্বম্ভরে।
কলির মানব সদা সংশয় আকুল
দৃষ্ট সত্যে চাহে সদা খুঁজিবারে ভুল।
অবতারে তাহাদের না জাগে বিশ্বাস
ঈশ্বরে সন্দেহ? সদা সর্ব্বশুভ নাশ।
আচার্য্য সবার হয়ে ঘুচান সংশয়
শ্রীচৈতন্য ভগবান সর্ব্বশক্তিময়।
স্বয়ং ঈশ্বর ভিন্ন বিশ্বরূপ আর
দেখাতে পারে না কেহ এইতত্ত্ব সার।
স্বয়ং অদ্বৈত ভিন্ন এরূপ দর্শনে
নাহি আর কারো শক্তি শ্রীচৈতন্য গণে।
তাই তাঁরে বিশ্বরূপ করায়ে দর্শন,
জীবের সংশয় প্রভু করে নিরসন।

পূর্ণৈশ্বর্য্যময় রূপে পূর্ণ ভগবানে
যতক্ষণ অন্তরেতে আপনি না জানে
ততকাল ভগবানে বিশ্বাস স্থাপিতে
না পারিবে কভু জীব; পতিত কলিতে।
মহা কৃপাময় প্রভু নিজৈশ্বর্য্য নিয়া
অসংখ্য ভকত মাঝে প্রকট হইয়া
যেই অপরূপ লীলা করেন প্রচার।
কোনো যুগে করে নাই কোনো অবতার।
অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্যময় লীলা প্রকটন
না হইলে নহে কভু বিশ্বাস স্থাপন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রভুর সংসার-বৈরাগ্য ও সন্ন্যাসগ্রহণোদ্যোগ

নবদ্বীপে করণীয় সমাপিত প্রায়,
বয়েছে নামের বন্যা সর্ব্ব নদীয়ায়।
প্রেমভক্তি প্রচারিত প্রতি ঘরে ঘরে
পূজিছে ঈশ্বররূপে গৌরাঙ্গ সুন্দরে।
অশান্তির ছায়া আর নগরীতে নাই—
সর্ব্বত্র বিরাজে শান্তি, ভক্তি মহিমায়।
জননীর সুখ লাগি প্রভুর সংসার
ঈশ্বর স্বয়ংপূর্ণ; কিবা চাহি তাঁর?
সমগ্র ভারতবর্ষ প্রভু কর্ম্মস্থল
নবদ্বীপে বদ্ধ তাহা রবে না কেবল।
আসে মহাভাব বন্যা প্রভুর অন্তরে,
নেয় ভাসাইয়া সবে কালিন্দীর তীরে।
জাগে বৃন্দাবন স্মৃতি, কানাই বলাই
পিতা নন্দ, মা যশোদা, ধবলী সে গাই;
শ্রীদাম সুদাম সখা, সবার লাগিয়া
প্রভুর হৃদয় আজি উঠিছে কাঁদিয়া,

আবেগে উচ্ছ্বাসে গূঢ় আকুল হৃদয়
দুনয়নে জাহ্নবীর ধারা শুধু বয়।
নগর কীর্ত্তনে প্রভু নাহি যান আর
অন্তরে ভাবের বন্যা বহে দুর্নিবার।
রাধা-কৃষ্ণ দুই ভাব প্রভুতে মিলন,
রাধাভাবে আবেশিত রহেন যখন
তখনি শ্রীকৃষ্ণনাম পশিলে শ্রবণে
আনন্দে উন্মত্ত প্রভু, সিক্ত দুনয়নে
না রহেন ক্ষণ-স্থির; চপল হৃদয়
ভূমে দিয়া গড়াগড়ি, সেথা পড়ে রয়।
আর যবে কৃষ্ণভাবে গৌরাঙ্গ সুন্দর
রহেন নিমগ্ন হয়ে,—অশ্রু দর দর
কপোল হইতে বক্ষে, বহে দীর্ঘশ্বাস
উঠে রাধা-স্মৃতি ভেসে; ত্যজি' সর্ব্ব আশ
হয় দেহ মূরছিত, সংজ্ঞা নাহি থাকে
গদাধর শ্রীগৌরাঙ্গে বুকে ধরে রাখে।
শিক্ষা লভে ভক্তবৃন্দ; ভক্ত-আচরণ,
কেমনে করিতে হয় ইষ্টের ভজন।
আদর্শ ভক্তের ভাবে সর্ব্বেন্দ্রিয় দিয়া
ভজন পূজন হয় কেমন করিয়া।
ঘটে সর্ব্বসিদ্ধি ভাব ভক্তের জীবনে,
আপনি আচরি প্রভু দেখান স্ব-গণে।
কলির পতিত জীবে করিতে উদ্ধার
করুণার অধীশ্বর গৌর অবতার।
প্রভুর সকল কর্ম্ম জীব শিক্ষা তরে
কঠোর বৈরাগ্য যাহা আচারে ব্যভারে
সবি জীব-শিক্ষাহেতু, জীবের মঙ্গল
একমাত্র কাম্য তাঁর,—অবতার-ফল।
'নামের প্রভাবে যারা না পায় উদ্ধার
অমৃত মধুর নাম যার রসনার
নাহি হয় জপমন্ত্র; ভোগ সুখে যা'র,
কেটে যায় রাত্রদিন কি হইবে তা'র?
এ পাষণ্ড পতিতেরে কেবা উদ্ধারিবে?
সংসার বন্ধন হতে কে মুক্তি দানিবে?
কঠিন পাষাণসম তাদের হৃদয়—
কে করিবে বিগলিত? হবে প্রেমোদয়!
আর, শাস্ত্র চর্চ্চা করে যারা সর্ব্বস্ব-সংশয়
এমন পণ্ডিতম্মন্যে কে করিবে জয়?
নিয়া মুখে হরিনাম ঘুরে দ্বারে দ্বারে
দীন সন্ন্যাসীর বেশে, সর্ব্ব রসনারে
নামামৃত রসে সিক্ত করাতে না পারি
না পারি দ্রবিতে হৃদে, তবে অবতরি
কি ফল সাধিত হলো? এ ভাবিয়া মনে
সঙ্কল্প করেন প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণে।
প্রভুর বৈরাগ্য ভাবে শান্তি কারো নাই
দুঃখের অনলে দগ্ধ হতেছে সবাই।
স্বতন্ত্র ঈশ্বরে কিছু কহিতে না পারে
স্বয়ং ঈশ্বর কেন বৈরাগ্য আচরে?
অখিলের অধিপতি সর্ব্বশক্তিমান
করিবেন সবাকার আনন্দ বিধান—
নিয়ম সাধনে তাঁর কিবা প্রয়োজন
কেন বা তাঁহার মন বিষাদে মগন?
সুধান আচার্য্য প্রভু একদা ঈশ্বরে
বলিবে কি আজি নাথ মোরে কৃপা করে
কেন তব মনে দুঃখ! বৈরাগ্য প্রবল—
সতত নয়নে কেন ঝরে অশ্রু জল?
যদি স্ব-গণের দোষে? বল কৃপা করি
হবে সবে সংশোধিত আপনা সংবরি।
শুনে আচার্য্যের বাক্য কন নারায়ণ
আমার স্বভাব সদা বৈরাগ্য-বরণ
সংসারের সুখ ভোগ নহে মোর তরে
যত্তপি লোকের চক্ষে রয়েছি সংসারে
তথাপি সংসার মম এই বিশ্বখানি
প্রতি জীবে উদ্ধারিতে হবে মোর জানি।

বৈরাগ্য-সাধন জীবে আমি না শেখালে
কেমনে জানিবে তারা আমি না দেখালে ?
বিশেষতঃ সমাজের নিম্নস্তরে যা'রা
না পায় খুঁজিয়া পথ, ভোগে মত্ত তারা
অশিক্ষিত দুরবল ; উপবের চাপে
নিস্পিষ্ট হইয়া সদা ভয়ে বক্ষ কাঁপে ;
সংসাবের পিতা আমি, অনাথ দুর্ব্বলে
বক্ষে যদি নাহি আনি ধরিয়া সবলে
কে আর দেখিবে বল ? যুগে যুগে তা'রা
ব্যসনে বিলাসে মগ্ন হয়ে আত্মহারা
রবে কি পশুর সম ? তাহাদেরে টেনে
দানিবে নবীন প্রাণ আলোকে কে এনে ?
আমার জীবন-দীপে তাদের জীবন
নব ভাব রসে পুন হেব উজ্জীবন।
যেচে আমি নাহি দিলে পাইবে কোথায়
প্রেম-বৈবাগ্যেরে তারা—মহা সাধনায়
তাই ভাবিযাছি আমি ত্যজিয়া সংসাব
দেখাব বৈবাগ্যপথ—ত্যাগ সাধনাব'।
সেদিন রজনী যোগে ডেকে ঘরনীবে
কন প্রভু হেসে হেসে, নদীয়া নগবে—
অসংখ্য সন্তান তব, তাদেরে হেরিবে
ত্যজি নবদ্বীপে তুমি কোথা নাহি যাবে।
সংসার অবশ্য মোকে ছাড়িতে হইবে
অন্যথা পতিত জীবে কেবা উদ্ধারিবে ?
নহে নিজ সুখ লাগি তব আবির্ভাব
অবশ্য তা' জান তুমি। তোমাব প্রভাব
বৃদ্ধা জননীরে মম রাখিবে সুস্থির।
অবোধ সন্তানগণে হেরে নেত্রনীর
ত্যজি হীন ক্ষুদ্র স্বার্থে, আদর্শে মহান
সর্ব্বরূপে আপনারে করিবে প্রদান।
এখানের কর্ম্ম মম সমাপিত প্রায়
অনন্ত কর্ত্তব্য মম নিখিল ধরায়,—
সমগ্র ভারতবর্ষে পরিব্যাপ্ত হলে
সহজেই তার গতি যাবে বিশ্বে চলে।
সংসার ত্যাগের কথা শুনে বিষ্ণু প্রিয়া
নির্ম্মম ব্যথায় যান সংজ্ঞা হারাইয়া
শ্রীগৌরাঙ্গ পদদ্বন্দ্বে। নয়নের ধার
জাহ্নবী ধারার সম বহে অনিবার।
হাত ধরে তুলে তাঁরে সান্ত্বনা দানিয়া
কন প্রভু ঘবনীরে, শোন বিষ্ণুপ্রিয়া,
তোমাকে ছাড়িয়া যেতে কঠোর বেদন
অবশ্য লভিব আমি : নিয়তি এমন—
নিরুপায় হয়ে মোরে মানিতে হইবে,
কলিহত জীবে বল কেবা উদ্ধারিবে ?
হবে তীর্থক্ষেত্র তব নবদ্বীপ ধাম
এক মন প্রাণে তুমি করে যাবে নাম।
নামেব প্রভাবে তব সর্ব্ব সিদ্ধি হবে
যথা অভিলাষ মোবে দেখিতে পাইবে।
মোর সন্ন্যাসেব সাথে তোমাব সাধন
হইবে কলিব জীব-উদ্ধার কারণ।
শুধু মম অশ্রুজলে হবে না উদ্ধাব
দুর্গত কলির জীব ;—তব সাধনাব
অবশ্যই প্রয়োজন রয়েছে সেথায়
দুর্ব্বৃত্তের মুক্তি তব নয়ন ধারায়।
প্রভুব আশ্বাসে প্রেমে তবে বিষ্ণুপ্রিয়া
পরশি প্রভুর পদ সুস্থির হইযা
কহেন, দাসীর তুমি আশ্রয় কেবল
তব আশীর্ব্বাদ মম পথের সম্বল।
যা' বলিবে তুমি, মম, বেদবাক্য তাই
আমাব জীবন সত্য তব মহিমায়
ধন্য হোক পূর্ণ হোক, ওগো দয়াময়
হলে তব কৃপা কিছু অপূর্ণ কি রয় ?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কেশব ভারতীর সহিত প্রভুর প্রথম সন্দর্শন ও সন্ন্যাসের সূচনা

খোঁজেন ভারতী নিজ পথের সন্ধান
ইষ্ট অদর্শনে তাঁর ক্ষুব্ধ মন প্রাণ,
কোথাও নাহিক শান্তি সাধনে সংযমে
না পেয়ে অভীষ্ট নিজ কিব্যথা মরমে,
ধ্যানেতে লভিয়া পুনঃ হারাণ তাঁহারে
প্লাবিত ভারতী বক্ষ নয়ন-আসারে।

এদিকে প্রভুর মন সদা উচাটন
বৈরাগ্যের তীব্র বহ্নি হয়ে প্রকটন,
রাধার আবেশে প্রভু,—কোথা প্রাণনাথ
বলিয়া করেন আর্ত্তি, আর অশ্রুপাত।
কভু কৃষ্ণাবেশে কোথা মোর বৃন্দাবন
কোথায় যশোদা মাতা, কোথা বা গোধন।
কভু ভক্তভাবে পুনঃ, প্রাণ কৃষ্ণ মোর,
দাও দরশন বলে—ঝরে নেত্রলোর।

গৃহে শচীমাতা ভাসে নয়নের নীরে
বিষ্ণুপ্রিয়া স্তব্ধ হয়ে আছেন অন্দরে।
কারো মুখে নাহি ভাষা চিত্রের মতন,
আপন কর্ত্তব্য শুধু করে সম্পাদন
জননী ও বিষ্ণুপ্রিয়া; গৃহ দেবতায়
পূজিবার মত শক্তি বিশ্বম্ভরে নাই।
ভাবের আবেশে গৌর মগ্ন হয়ে রয়
আহার নিদ্রায় ত্যজি,—সবি' বিষময়।
মহাজীবনের আর মহাসাধনার
হয়েছে সময়, গৃহে স্থির রহিবার
আছে কোথা অবকাশ? সন্ন্যাসের তরে
উদ্যোগ করেন প্রভু আপন অন্তরে।

ভারতীরে স্বপ্নযোগে বলেন তখন
'বৃথা কেন দেশ তুমি করিছ ভ্রমণ?
কেনবা ক্রন্দন কর না পেয়ে আমায়
আমি বসে আছি হেথা তোমার আশায়
তুমি না আসিলে মম গৃহের বন্ধন
জানি আমি সহজে না হইবে খণ্ডন।
এসো শীঘ্র হেথা তুমি জাহ্নবীর তীরে
নবদ্বীপে, বিপ্রশ্রেষ্ঠ পুরন্দর ঘরে।
শচীমার গৃহে আমি হয়েছি উদয়
তোমার অভীষ্টরূপে; আর দেরী নয়।
অন্য আলোচনা পরে তোমাসনে হবে
যত শীঘ্র পাব মোরে দরশন দিবে'।

জাগিয়া ভারতী মহা আনন্দিত মনে
কাটোয়া হইতে যান নদীয়ার পানে।
জিজ্ঞাসা অন্তরে তাঁর, পারিব চিনিতে
প্রিয় প্রাণকৃষ্ণে মম শচীঅঙ্গনেতে?
স্বপনে যে-রূপে দেখা দিল এইবার
সে-রূপে দিবে কি ধরা কৃপা পারাবার?
বহুরূপী তুমি নাথ, এবে কোনরূপে
উদিলে ধামেতে তুমি এসে চুপেচুপে।
কেমনে জানিব তাহা? চিনি বা কেমনে?
আমার জীবন-কৃষ্ণে পরম সে-ধনে।'
এরূপে ভারতী মনে ভাবিয়া ভাবিয়া
চলেছেন নবদ্বীপে পথ না চিনিয়া।
সবারে চিনান পথ অন্তর্যামী যিনি,
ভারতীরে পথ দেখাইয়া নেন তিনি
মিশ্র পুরন্দরগৃহে, যেথায় ঈশ্বর
ভারতীর প্রাণকৃষ্ণ প্রভু বিশ্বম্ভর।

শচীমার প্রাণ কাঁপে সন্ন্যাসী হেরিয়া
প্রভাতে তপনোদয়ে। স্তম্ভিত হইয়া
চেয়ে র'ন সন্ন্যাসীর দৃপ্ত মুখপানে
করুণারূপিনী মাতা। অন্তর ধেয়ানে
হেরিলেন,—বিশ্বম্ভর বিশ্বরূপ সম
যাইবে সংসার ছেড়ে, হেনে শেল মম

বক্ষোমাঝে নিরমম ; তাইত প্রভাতে,
এলেন সন্ন্যাসী আজি আমাকে বধিতে।
আকুল ভারতী, স্তব্ধ হেরি জননীরে
কহিলেন, দেখাবেকি গৌরাঙ্গ সুন্দরে ?
এনু দূর হতে তাঁর দর্শন লাগিয়া
দীর্ঘ অদর্শনে প্রাণ মরিছে কাঁদিয়া
ইষ্টমম গৌরহরি, তাঁহার সন্ধান
লভিতে নারিলে দেহে রহিবেনা প্রাণ।'
ভয়েতে জননী সব গেলেন ভুলিয়া
নিদ্রিত গৌরাঙ্গে ত্যজি' দেন দেখাইয়া
গৌরাঙ্গের সম অন্য সুন্দর যুবকে—
কহি', এ'কে গৌর বলে ডাকে সর্ব্বলোকে।
ধ্যানে দৃষ্ট সেইরূপে সেইত লক্ষণে
না হেরি যুবক অঙ্গে ভারতী নয়নে,
ক্রুদ্ধ হয়ে শাপদানে হতে অগ্রসর,
ভয়ে, কম্পিতা জননী কন, সন্ন্যাসীপ্রবর
এখনি গৌরাঙ্গে এনে দেখাব তোমায়
নাহি দিবে অভিশাপ—আমি অসহায়।
নিদ্রিত গৌরাঙ্গে আমি চাহিনি জাগাতে।
জাগিয়া আছিল পুত্র গত রজনীতে।
সকল বুঝিয়া ক্ষমা করিবে আমাকে
সন্ন্যাসী অদোষদর্শী বলে সর্ব্বলোকে।
ইহা বলে সন্ন্যাসীর চরণ ধোয়ায়ে
নূতন আসন পেতে তাহাকে বসায়ে
কহিলেন আজি হেথা হইবে পারণ
একাদশী অন্তে, গৌর আসিবে এখন।
বসেন ভারতী মুখে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি
আবেগে হৃদয় তাঁর উঠিছে উছলি'—
হেরিবে আপন ইষ্টে দীর্ঘকাল পরে
পরম আনন্দময় গৌরাঙ্গ সুন্দরে।
তরুণ তপনে কেবা দিবে পরিচয় !
যাহার প্রকাশে গাঢ় তমসার লয়।

সন্ন্যাসী প্রথমে গৌর-কৃষ্ণ-দরশনে
চিনিয়া আপন ইষ্টে আনন্দিত মনে—
গললগ্নীকৃতবাসে চরণে পড়িয়া,
কৃপা কর দাসে, বলি' উঠেন কাঁদিয়া।
চিনিয়া নিলেন প্রভু সেবকে আপন
দিলেন দুবাহু মেলি গাঢ় আলিঙ্গন,
ভারতী ইষ্টের বক্ষে হন অচেতন,
মধুপান মত্ত মুগ্ধ মধুপ যেমন।
ঈশ্বর সেবকে লভি' দীর্ঘকাল পর
শান্ত করে নেন তাঁ'র আকুল অন্তর।
ভারতীর সঙ্গে কৃষ্ণকথা আলাপনে
কাটান সারাটিদিন রস আস্বাদনে
শ্রীগৌরাঙ্গ মহানন্দে, অধীর চঞ্চল
স্মরিয়া পূরব লীলা অশ্রু ছলছল।
ঘটে বৈরাগ্যের বৃদ্ধি ভারতীর সঙ্গে
গোপগোপী কথারস তরঙ্গে তরঙ্গে
চলেছেন ভেসে ভেসে। শচীমার মন
হতেছে বিষাদঘনকালিমা মগন।
'এইভাবে বিশ্বরূপ ছেড়েছে সংসার
হইয়াছে নির্ব্বাপিত আশা আকাঙ্ক্ষার
দীপশিখা, আছে যাহা ক্ষীণ বিন্দুপ্রায়
আলোকিয়া ক্ষুদ্রগৃহ,—নিয়তি তাহায়
কাড়িয়া লইবে বুঝি সন্ন্যাসীরে দিয়া ;—
জননী আপন মনে চলেন ভাবিয়া।
সর্ব্বজয়া ভগিনীরে জানান বেদনা
গৌরাঙ্গ ত্যজিবে গৃহ,—আর বাঁচিবনা।
ভগ্নদেহ ক্ষীণ প্রাণ, কি বলিব আর
বল বোন, মোর দুঃখ নহে ঘুচিবার।'
ভগিনী সান্ত্বনা দেন নানা কথা বলে
কখনো গৌরাঙ্গ তব নাহি যাবে চলে
তোমাকে একাকী রেখে মনোদুঃখ দিয়ে,
ব্যথা পাইয়োনা বোন একথা ভাবিয়ে।

ঈশ্বর করুণাময় দয়ার আধার
তোমাকে অধিক দুঃখ নাহি দিবে আর।
না পান সান্ত্বনা মাতা আপনার মনে
ভবিষ্যের ছায়াপাত হয় ক্ষণে ক্ষণে,
সাথে সাথে অতীতের সকরুণ স্মৃতি
ভেসে উঠে যার মনে, জাগে মহাভীতি,
ভাবের আবেগে গৌর মগ্ন সর্ব্বক্ষণ
কেমন উদাস দৃষ্টি ব্যাকুলিত মন।
কেহ বলে বায়ুরোগ কেহবা উন্মাদ
কভু করি নাই আমি কোনো প্রতিবাদ।
'ভাবের উচ্ছ্বাস মাত্র নহেক এবার
হয়েছে গৌরাঙ্গ মনে বৈরাগ্য সঞ্চার।
গৃহে বধু,—দৃষ্টি নাই, সংসারের পানে
বুদ্ধিচিন্তা তাকে যেন আব নাহি টানে।
হেসে বধূমাতা সনে কথা নাহি কয়
কেমন সারাটিক্ষণ ভাবেতে তন্ময়।
কিযেন অতীত স্মৃতি জাগ্রত সদাই
সংসার বন্ধনে ক্ষীণ করে দিয়ে যায়।
মমতা কাহারো লাগি' নাহিক অন্তরে,
দেহখানি কোনোমতে রাখিযাছে ঘরে'
নারেন ভাবিতে মাতা ইহা নিয়া আব
জাগে শোকদগ্ধ চিত্তে মহা হাহাকাব।
সংসার ত্যাগের কথা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ারে
বলেছেন শ্রীগৌরাঙ্গ। কেনবা তাঁহারে
ছাড়িয়া, সংসার-সুখে দিয়া বিসর্জ্জন
নিবেন বরণ করি সন্ন্যাস-জীবন।
প্রভুর দ্বিতীয় তনু নিত্যানন্দরায়
সর্ব্বতত্ত্ব অর্থবেত্তা, জানাতে তাঁহায়
আপন মরমকথা অন্তরে ভাবিয়া
কন প্রভু নিত্যানন্দে নিভৃতে ডাকিয়া,
আমার ঐশ্বর্য্যবীর্য্য পণ্ডিতের গণে
ঈর্ষার অনলে দগ্ধ করে রাত্র দিনে।
অথচ সবারে আমি ভাবি আপনার!
কেন তাঁরা দুঃখ পান ঐশ্বর্য্যে আমার।
ঈর্ষাবুদ্ধি নিয়া তারা ভাবিছেন মনে
'আমাদের সহপাঠী শচীরনন্দনে
ঈশ্বর বলিয়া কেন করিবে স্বীকার
কেন নতশির সবে চরণে তাহার?
তাহার ঐশ্বর্য্যবীর্য্যে মোরা হতমান
অথচ সবায় তারে দেখায় সম্মান।
এই অপমান মোরা নারিব সহিতে
অবশ্যই প্রতিকার হইবে করিতে।
শক্তি বীর্য্য আমাদের কারো অল্প নাই
দেখিবে কাদের শক্তি অধিক, নিমাই।
মোর প্রতিবাদে এবা অগ্রসর হবে,
এখন আচার্য্য বল কোন পথ নিবে?
আসিনু সংসারে আমি কিসের কারণ
উদ্ধারিতে কাহাদেরে জান বিবরণ।
আমাকে হেরিয়া কোথা আনন্দ লভিবে
তা'নাহয়ে বিপরীত, হিংসা উপজিবে!
অন্তরেতে ত্যাগ বোধ না হল বিকাশ
হিংসা-অগ্নি করে দগ্ধ—হবে সর্ব্বনাশ।
সাধন কবিতে বিশ্বে সবাব মঙ্গল
আসিলাম, বল আজি তার এইফল?
সংসার হেরিয়া মোর সহ্য না হইল
অন্তরে ঈর্ষারবহ্নি জ্বলিয়া উঠিল!
আগম বাগীশ তাঁর দলবল নিয়া
যুঝিবে আমার সাথে প্রতিবাদী হইয়া?
বল তুমি এই মম সংসার তারণ
এইলোক শিক্ষা, এই জীব-উদ্ধারণ?
সংসার আমার 'কাল' বুঝিলাম এবে
মম,পাণ্ডিত্য ঐশ্বর্য্য সবে বিভ্রান্ত করিবে।
আচার্য্য এইকি মম সংসারের ফল
অমৃতের পরিবর্ত্তে উঠে হলাহল।

আমার শরীর মন স্থির নাহি আর
সংসার-বিষয় আমি ত্যজিব এবার।
সময় হয়েছে, তুমি করহ আদেশ
ত্যজিয়া সংসার নিই সন্ন্যাসীর বেশ।
সকল বর্জ্জন করি লইলে সন্ন্যাস
করঙ্গ কৌপীন হলে মোর বেশবাস,
মম প্রতিবাদী যত পণ্ডিতেরগণ,
'জ্ঞান বুদ্ধি সব আমি করেছি বর্জ্জন
তবেই বুঝিবে তারা। প্রতি দ্বারে দ্বারে
ভিক্ষান্ন যাচিয়া আমি ভ্রমিব সংসারে,
তাহলে আমাকে কেহ হিংসা না করিবে
রিক্ত সন্ন্যাসীরে বল কে আর বধিবে ?
অহিংস করিব সবে ত্যজিয়া সংসার
ঈর্ষা জর্জ্জরিত কেহ হইবেনা আর।
ভিক্ষান্ন জীবীরে বল, কেআর হিংসিবে
জ্ঞানীগুণী সব তারে করুণা করিবে।
এ'হলে উদ্দেশ্য মম হইবে সফল
দেখাব সংসারে 'নাম মহামন্ত্র'—বল !
নাহলে দুর্ব্বৃত্তগণ হবেনা উদ্ধার
দুঃখ নিবারণ আর হবেনা সবার।
বৈকুণ্ঠের সুখৈশ্বর্য্য আসিনু ছাড়িয়া
জীবের উদ্ধার লাগি'। আমাকে হেরিয়া
হিংসা ঈর্ষা দগ্ধ হয়ে আসিবে মারিতে
হেরিব নয়নে তাহা রহি সংসারেতে !
তা'হলে সংসারে বল কিবা প্রয়োজন
যদি তা' যোগায় কারো হিংসার ইন্ধন ?
সঙ্কল্প করেছি আমি লইব সন্ন্যাস
পূরণ করিতে বিশ্বে সবাকার আশ।
ভালবাসিয়াছে মোরে প্রাণসম যাঁরা
সন্ন্যাস গ্রহণে জানি কাঁদিবে তাঁহারা।
পাবে মহাদুঃখ মনে আত্মীয়স্বজন
মোর লাগি অহর্নিশ করিবে ক্রন্দন।
অনেকেই আত্মঘাতী হইতে চাহিবে
সংসারের সুখৈশ্বর্য্যে অনেকে বর্জ্জিবে।
প্রয়াস পাইনু সবে তৃপ্ত করিবারে
বহায়ে আনন্দধারা এমর সংসারে,
কিন্তু তাহা হইল না,—হইবার নয়,
মানুষের সহজাত হীনবৃত্তিচয়—
এপথে কণ্টক মহা; আমার সংসার
পণ্ডিতগণের মনে ঈর্ষার সঞ্চার
করিয়াছে, জাগায়েছে হিংসার অনল
পরিণাম নিত্যদুঃখ,—কলহ কেবল'
পরম বান্ধব তুমি, জান মোর সব
বল কি কর্ত্তব্য মম,—রবেনা নীরব।
কহিলেন নিত্যানন্দ, 'তুমি অন্তর্যামী
তোমাকে কর্ত্তব্য কিবা শিখাইব আমি ?
জীব উদ্ধারের তরে তব অবতার
তাহার সাধনে যাহা কর্ত্তব্য তোমার
অবশ্য করিবে তাহা, স্বতন্ত্র ঈশ্বর—
তোমার ইচ্ছার চেয়ে কিবা মহত্তর
আছে এই ত্রিজগতে নাহি জানি আমি,
সত্যতুমি পূর্ণতুমি, নিখিলের স্বামি'।
আচার্য্যের বাক্য শুনে আনন্দিত মন
দিলেন তাঁহারে প্রভু প্রেম-আলিঙ্গন।
প্রভু-নিত্যানন্দ কথা অন্যে নাহি জানে
উভয় অন্তরে তাহা রহে সাবধানে।
অনুগতজন-চিত্ত বুঝিবার তরে
সেদিন সন্ধায় প্রভু জাহ্নবীর তীরে
ভক্তজনগণ মধ্যে আসন গ্রহণ
করিয়া কহেন সবে করহ শ্রবণ।
'গভীর নিশীথে এক সন্ন্যাসী আসিয়া
অতর্কিতে কর্ণে মম ষান মন্ত্র দিয়া—
এখনো শ্রবণে সেই মন্ত্র-ধ্বনি বাজে,
যখনি যেভাবে থাকি কাজে বা অকাজে।

তার গূঢ় অর্থ আমি করিতে গ্রহণ
পারিনি সক্ষম হতে। মোর প্রাণ মন
যাহার পরশ লাগি' উৎকণ্ঠিত রয়
'সেই আমি' এ মন্ত্রার্থ কেমনে বা হয়?
'তত্ত্বমসি' এই বাক্য আমার জীবনে
বল সবে ফলবান হইবে কেমনে।
আমার জীবন-কৃষ্ণে কেমনে ত্যজিব?
পরাণ বল্লভে মম বিসর্জ্জন দিব?
আমি হয়ে যাব তিনি,—হব ভগবান,
এ কেমন বেদ অর্থ, কিবা তার মান?
মুরারি প্রভুকে তবে কহেন হাসিয়া
বেদের মরম কথা বুঝিতে নারিয়া
হইয়াছ ভ্রান্ত তুমি। অর্থ হবে তা'র
তস্য ত্বম্ অসি' সদা, তুমি যে তাঁহার।
এই বেদবাক্য অর্থ, কি দুঃখ মরমে
তুমি যে তাঁহার প্রিয়,—সকল করমে।
এই সত্য রবে স্থির বেদবাক্য সার
কর বিপরীত অর্থ,—কি দোষ তাহার?
বেদবাক্য গূঢ় অর্থ বুঝিল সবাই
কারো কোনো সন্দেহের অবকাশ নাই
মহান পুরুষ তুমি,—বেদগোপ্যধন
ভক্তবৃন্দ ভাবে তোমা আপনার জন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

প্রভুর সহিত অন্তরঙ্গ জনের ভাববিনিময়

যেদিন 'ভারতী' এসে শচীর ভবনে
করিলেন ইষ্টসঙ্গ রহি সঙ্গোপনে,
কেহ না জানিল কিবা ফলাফল তার
কেন বা ভারতী সঙ্গ লভিল গোরার।
পরদিন যান তিনি চলে কাটোয়ায়
কেহ, উভয়ের আলাপন শুনিতে না পায়।
কিন্তু পরদিন হতে গৌরাঙ্গ সুন্দরে
ভাবেতে বিহ্বল তাঁরে সবে লক্ষ্য করে।
ভয়পান শচীমাতা, যত পরিজন
আকুল হইয়া সবে উঠিল তখন।
কোনো কাজে চিত্ত তাঁর স্থির নাহি রয়
ভাব-রসে দিবারাত্র হয়ে কৃষ্ণময়
রহেন আপনি প্রভু। অন্য কথা নাই
তপ্তমন বৈরাগ্যের উত্তপ্ত শিখায়।
প্রভু-অন্তরঙ্গ যাঁরা বিশেষ মুকুন্দ
জেনেছেন প্রভুমনে নাহিক আনন্দ
সংসারেতে বিন্দুমাত্র নাহি আকর্ষণ
সঙ্কল্প হয়েছে এবে সন্ন্যাস গ্রহণ।
সেদিন, স্নানের শেষে মুকুন্দ উদ্দেশে
যেয়ে গৃহে তার, কহে মৃদুমন্দ হেসে,
আসিলাম আমি আজ তোমার ভবনে
শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গলগীত শ্রবণ কারণে।
মুকুন্দ আসিয়া ত্বরা প্রণমি' প্রভুরে
আসন আনিয়া দেন বসিবার তরে।
আসনে বসিলে প্রভু—'কহে ধন্য আমি'—
মুকুন্দের ক্ষুদ্র ঘরে অখিলের স্বামী।
অসীম করুণা তব মোর প্রতি নাথ
করিলে অধমে আজি কৃপাদৃষ্টিপাত।
আনন্দে মুকুন্দ বসে প্রভু পদতলে
আকুল আবেগে আর স্রুতনেত্রজলে
শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গলগীত করেন কীর্ত্তন
ভক্তচিত্তদ্রবকরী পবিত্রি' শ্রবণ।
সুরে তালে ছন্দে গীত অপূর্ব্ব মধুর
শুনিয়া প্রভুর চিত্তে আনন্দ প্রচুর।
ভাবের আবেশে প্রভু ছাড়েন হুঙ্কার
শ্রীকৃষ্ণ প্রেমেতে মুগ্ধ কৃপা পারাবার।

ভাবের আবেশ গত হলে কিছুক্ষণ
গম্ভীর হইয়া প্রভু মুকুন্দে তখন
কহেন, তোমাকে এক গুপ্তকথা বলি
'সংসার ছাড়িয়া আমি যাব শীঘ্র চলি'
বৃন্দাবনে, গৃহে মোরে শোভিছেনা আর.
রহিলে সংসারে বল জীবের উদ্ধার
কে করিবে ? কে নাশিবে বিদ্বেষে হিংসায়
কেন অবতীর্ণ বল হইনু ধরায় ?
বেড়াব সর্ব্বত্র আমি ভিক্ষুকের বেশে,
না হইবে কারো ক্ষতি হিংসা ঈর্ষা দ্বেষে'।
প্রভু যে সংসার ছেড়ে সন্ন্যাস গ্রহণ
করিবেন একদিন, মুকুন্দেব মন
জানিত এ'গুপ্ত কথা। তবু প্রভু মুখে
শুনে সন্ন্যাসেব কথা তীব্র মহাদুঃখে
হৃদয় বিদীর্ণ যেন হয়ে যায় তাঁর' —
দেহেতে জীবন বদ্ধ নাহি থাকে আর।
তীব্র শোকাগ্নিতে শুষ্ক নয়নের জল
প্রভু তাঁর সরবস্ব জ্ঞানবুদ্ধি বল।
মুকুন্দ নিস্তব্ধ হয়ে কিছুকাল রন
অবশেষে মৃদুভাষে শ্রীগৌরাঙ্গে ক'ন ;
স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি যা' ইচ্ছা কবিবে
তোমার সঙ্কল্পে বল কেবা বাধা দিবে ?
ইচ্ছাময়, ইচ্ছা তব হইবে পুরণ
কিন্তু এক কথা মম করহ শ্রবণ,
'বার্দ্ধক্যপীড়িতা মাতা, পুত্র-শোকাতুরা
জীবন-সম্বল তুমি ; হয়ে তোমা হারা
কি দশা ঘটিবে তাঁর কল্পনা করিয়া
সন্ন্যাসের দিন কিছু দাও পিছাইয়া।
অশীতিবর্ষীয়া মাতা কতকাল আর
রহিবেন ধরাধামে ? যা' ইচ্ছা তোমার
তার পরে কর তুমি। কে আর বারণ
করিবে তোমারে প্রভো, এই নিবেদন'।

মুকুন্দ ঘরণী কথা না কহিল আর
শুনে জননীর কথা মুখ অন্ধকার
হইল প্রভুর, আর নয়ন সজল,
মুকুন্দ নির্ব্বাক হয়ে রহেন কেবল।
এভাবে অতীত হয়ে গেলে কিছুক্ষণ
আসন ছাড়িয়া প্রভু করেন গমন।
মুকুন্দের গৃহ হতে বাহির হইয়া
ধীরে ধীরে গদাধর ভবনেতে গিয়া
গদাধর দত্ত দিব্য আসনে বসিলে,
প্রভুর চরণদ্বয় বন্দনা করিলে,
প্রথমেই গদাধরে যেচে প্রভু কন—
শীঘ্রই সন্ন্যাস আমি করিব গ্রহণ।
না রাখিব শিখাসূত্র, কেশ মুড়াইয়া
দীন সন্ন্যাসীর বেশে বেড়ার ঘুরিয়া
দেশে দেশে, তবে শান্তি আসিবে হেথায়
মোর সুখে অনেকেই শান্তি নাহি পায়।
জন্ম হতে গদাধর সংসার বিরাগী
শৈশব হইতে তিনি প্রভু-অনুরাগী।
প্রভু তাঁর ভ্রাতা বন্ধু,—সর্ব্বস্ব তাঁহার
শ্রীগৌরাঙ্গ ভিন্ন বিশ্বে কিছু নাহি তাঁর।
প্রভু-সঙ্গ করা আর প্রভুর সেবন
করিছেন গদাধর জীবন-সাধন।
প্রাণশূন্য দেহে যথা রাখা নাহি যায়
গৌরশূন্য গদাধরে কে আর বাঁচায় ?
হলে আপনার শিরে বজ্রের পতন
অবিচল রয়ে যেতো গদাধর মন।
মনে হতো প্রভু-ইচ্ছা আছে এর মূলে
হেন কর্ম্ম নাহি হয় কভু কারো ভুলে।
মৃত্যুরও অধিক দুঃখ প্রভুর বিরহ,
কঠোর কঠোরতম অতি সুদুঃসহ।
শিশুসম সরলতা সদা গদাধরে
শুনে সন্ন্যাসীর কথা কেঁদে উচ্চৈঃস্বরে

অভিমানে কিছুক্ষণ নীরব রহিয়া
তপ্ত অশ্রুজলে প্রভু পদ ধোয়াইয়া
ক'ন গদগদকণ্ঠে, বিচিত্র তোমার
মাতা ও ঘরণী প্রতি এই ব্যবহার!
শ্রীকৃষ্ণ ভজন বুঝি গৃহে নাহি হয়
গৃহীরা ঈশ্বর লাভ কভু না করয় ?
একমাত্র তোমা পানে চাহিয়া জননী
এখনো আছেন বেঁচে এই মোরা জানি।
মাতৃবধভাগী তুমি প্রথমে হইবে
লইলে সন্ন্যাস, দেখ মরমেতে ভেবে।
কিশোরী ভার্য্যারও বল কিবা অপরাধ
রবেন যোগিনী সেজে সারা দিনরাত ?
না নিলে সন্ন্যাস বুঝি মাথা মুড়াইয়া
মিটিবেনা মনোবাঞ্ছা গৃহেতে রহিয়া ?
কি আর বলিব তোমা, বলিবার নাই
সবার স্বতন্ত্র, কব, যা ইচ্ছা তাহাই।
মুখ তুলে গদাধর প্রভু মুখপানে
দৃষ্টি কভু নাহি দেন রন অভিমানে
নতশির, আজি দুঃখে কঠোর ভাষণ
করিয়া প্রভুকে তিনি করেন রোদন।
অবশেষে সংজ্ঞাহীন প্রভু পদতলে।
হতেছে ধরণী সিক্ত তপ্ত অশ্রুজলে।
শ্রীবাসের গৃহে প্রভু যান তারপর
ডাকিয়া তাহারে দেন সন্ন্যাস খবর,
কহেন 'শ্রীবাস আমি মাথা মুড়াইয়া
কৌপীন পরিয়া হাতে করঙ্গ লইয়া
যাব দূর দেশে প্রেমধন আহরণে
তোমরা সকলে হেথা রবে সাবধানে।
এনে প্রেমধন আমি বিলাব সবায়,
কেহ দুঃখ নাহি পাবে,—বল আমি যাই।
শুনে সন্ন্যাসের কথা কম্পিত শ্রীবাস,
বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বুকে জাগিল তরাস।
ভয়ে রুদ্ধবাক্ বিপ্র, মুখে নাহি ভাষা
বিলুপ্ত হয়েছে যেন জীবনের আশা।
সংবিৎ ফিরিয়া পেলে কিছুকাল পর
রুদ্ধকণ্ঠে শ্রীগৌরাঙ্গে দিলেন উত্তর।
'অন্যদেশ হতে তুমি এনে প্রেমধন
নাহি জানি কোন জনে করিবে অর্পণ।
লইলে সন্ন্যাস তুমি শির মুড়াইয়া
রহিবেনা হেথা কেহ জীবনে বাঁচিয়া।
তাই তব সেই প্রেমে নাহি প্রয়োজন
তব সাথে যাবে চলে সবার জীবন।
শ্রীবাসের বাক্য শুনি নীরব রহিয়া
কিছুকাল, তারপর আসেন চলিয়া
মুরারির গৃহে প্রভু। সবাকার মন
চাহেন জানিতে তিনি। সন্ন্যাস গ্রহণ
করিলে কি ভাব হয় ভক্তগণ প্রাণে,
সুধান তাইত প্রভু প্রতি জনে জনে।
সন্ন্যাসের কথা শুনে মুরারি তখন
দুহাতে জড়ায়ে ধরি প্রভুর চরণ
কহেন সজল কণ্ঠে, নিঠুর পাষাণ,—
রোপিয়া যে ভক্তিতরু দিলে প্রাণদান
তিলে তিলে তুমি যাবে প্রেম রসায়নে
নব মুকুলের শুভ আগমন ক্ষণে—
নিজ হস্তে তারে তুমি করিবে ছেদন,
জাগিবেনা প্রাণে তব কোনোই বেদন ?
এমন নিষ্ঠুর তুমি কেমনে হইবে
আপনার জনে তুমি পরাণে বধিবে ?
জাগরণে হেরি তোমা, শুনি তব বাণী
স্বপনেও দেখি ওই চাঁদমুখখানি,
আমার অভীষ্ট তুমি,—জীবন সবার
তুমি চলে গেলে প্রাণ রবেনা কাহার।
আশ্রয় লভিনু তব সর্ব্বস্ব ত্যজিয়া
সে তুমি যাইবে চলি মোদের ছাড়িয়া,

অসম্ভব এ সঙ্কল্পে কর পরিহার।
আমরা সকলে প্রাণ ত্যজিব এবার।
জানিয়া নিয়াছে প্রভু অন্তরঙ্গ সবে
প্রাণগৌর বেশীদিন গৃহে না রহিবে।
প্রভুর বিচ্ছেদ-ভয়ে অন্তরঙ্গগণ
ছাড়িতে চাহে না তাই সঙ্গ কোনোক্ষণ।
প্রভু ভিন্ন অন্যে যারা আর নাহি জানে
দিনের আহার আর রাত্রির স্বপনে
বর্জ্জন করেছে তারা। মনে শান্তি নাই
সারাক্ষণ মনে ভয় হারাই হারাই।
প্রভুপাশ ছাড়া নাহি হয় কোনোক্ষণ
প্রভুকে হারাবে ভয়ে করিছে ক্রন্দন।
মুখে কথা নাহি কারো করে আর্ত্তনাদ,
নীরবে বসিয়া কেহ,—'না মিটিতে সাধ,
কুসুম কাননে প্রভো আনিলে দহন'
এ বলিয়া কেহ কেহ করিছে রোদন।
'আশ্রিত জনেরে বধি' ত্যজিবে সংসার
হেন অকরুণ প্রভু' বলে বার বার।
ক্রন্দন করিছে কেহ, নেত্রে অশ্রুজল
সবাকার মনপ্রাণ হয়েছে বিকল।
গদাধর শ্রীমুকুন্দ মুরারি শ্রীবাস
ক্ষণিকেরও লাগি নাহি ছাড়ে প্রভুপাশ।
অন্তরঙ্গ জন দুঃখ গভীর কঠিন
প্রভুর বদন চন্দ্র করেছে মলিন।
যে-বদনে হাস্য সুধা-ধারা অনিবার
সে-মুখ বিষাদ-ক্লিন্ন ঘোর অন্ধকার।
মাঝে মাঝে নব জলধর—বরষার
সম ঘটে বরষণ অশ্রান্ত ধারার।
মরমে ভকতবৃন্দ যেতেছে মরিয়া
কি বলে প্রভুকে কেহ না পায় খুঁজিয়া।
মুকুন্দ প্রভুর অতি প্রিয় নিজজন
তাঁর কিছু প্রভু কাছে নহে সঙ্গোপন।
প্রভুর বিচ্ছেদ-কথা ভাবিয়া ভাবিয়া
স্থির বুদ্ধি যায় তাঁর বিকল হইয়া।
ক্রোধান্ধ মুকুন্দ তাই স্ব-ভাবে ভুলিয়া
প্রভুকে পরুষকণ্ঠে যায় শোনাইয়া
'মিষ্টভাষী শঠ তুমি, মোদেরে ভুলায়ে
রাখিয়াছ এতদিন; অন্তরে লুকায়ে
প্রাণঘাতী মহাবিষে। আজি বুঝি তাই
সুযোগে সে বিষ ঢেলে দিলেগো সবায়।
ধর্ম্ম কর্ম্ম সব মোরা দিয়া বিসর্জ্জন
তোমার চরণদ্বন্দ্বে নিয়াছি শরণ।
জানিতাম পতিতের বন্ধু দয়াময়
আশ্রয় পরম তুমি; তাই সর্ব্বভয়
পরিহরি, লইয়াছি শরণ তোমার,
সেই তুমি কর আজি এই ব্যবহার?
অবলা নারীর সম হয়ে অচেতন
অর্পণ করেছি মোরা তনু প্রাণ মন
নাহি কিছু অবশেষ। পাষাণ পরাণে
সবি বিদলিবে তুমি,—একথা কেজানে?
করিয়াছ আমাদের সর্ব্বস্ব হরণ
সন্ন্যাস-সঙ্কল্প এবে করহ বর্জ্জন'।
এ বলে মুকুন্দ কাঁদে প্রভু পদতলে
'মোদেরে ছাড়িয়া প্রভু যাইওনা চলে'।
প্রভু, মুকুন্দের মুখপানে চেয়ে একবার
বেদনায় চিত্তস্থির নহেক তাঁহার
নয়নের জলে বক্ষ চলেছে ভাসিয়া
আবেগে নিরুদ্ধবাক্, ভাষায় বাঁধিয়া
নাহি আসে কোনো ভা'ব রূপের আলোকে
বিদগ্ধ হতেছে চিত্ত নিদারুণ শোকে।
প্রভুকে বেষ্টন করে ভকতের গণ
মুকুন্দের সাথে সবে করিছে রোদন।
কেহ দন্তেতৃণ নিয়া যোড় করি হাত
সবিনয়ে প্রভুপদে করে প্রণিপাত।

জানাইছে আর্ত্তি কেহ অস্থির হইয়া
হয়ে অচেতন আছে ভূমিতে পড়িয়া।
নির্ব্বাক নয়নে প্রভু চাহি ঊর্দ্ধপানে
দরবিগলিতধারা বহে দুনয়নে।
নীরব রহিতে প্রভু না পারেন আর
জাগ্রত স্বগণ চিত্তে মহা হাহাকার
করুণ উচ্ছ্বাসে তপ্ত করিছে হৃদয়
ভক্তবৃন্দ চিত্ত প্রভু করিবারে জয়
কহিলেন কমকণ্ঠে, করুণাবতার
'তোমরা সকলে প্রাণসম যে আমার।
তোমাদের সম প্রিয় কেহ মোর নাই
আমার জীবন মূলে আছ তোমরাই।
প্রভুতে ভকত-ভাব জাগ্রত এখন
শ্রাবণের ধারা সম হয় বরষণ
নয়নে অমৃতধার; গদগদ ভাষে
কহিলেন ভক্তজনগণের উদ্দেশে;
'আমার হৃদয় কৃষ্ণ দরশন তরে
সারাদিন সারারাত্রি কেঁদে কেঁদে মরে।
সংসারের কোনো সুখে চিত্ত মম নাই
যেমন করিয়া হোক কৃষ্ণে মোর চাই।
মোর প্রতি তোমাদের প্রেম সীমাহীন
আমি যে সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণের অধীন।
শ্রীকৃষ্ণ বিরহ তাপে জলিছে হৃদয়
তার কাছে দাবাগ্নিও জেনো কিছু নয়।
সে-অগ্নির তাপে মম ইন্দ্রিয়ের গণ
দেহমাঝে দগ্ধীভূত হয় সর্ব্বক্ষণ।
কৃষ্ণ ধর্ম্মকর্ম্ম মম শ্রীকৃষ্ণ জীবন
তাঁর সঙ্গ-সুধা বিনে কোনো এক ক্ষণ
জীবিত রহিতে নারি। সদা তাঁর তরে
আকুল হৃদয় মন গুমরিয়া মরে।
তোমাদের যত কথা নিজ সুখ তরে,
প্রিয় যদি হই আমি, রহিবা কি করে
এ-বিরহতাপে দগ্ধ হয়ে সর্ব্বক্ষণ
আমার হয়ে কি কেহ করেছ চিন্তন।
প্রেম ত আপন সুখ কভু নাহি চায়
প্রিয়তমে সারাক্ষণ অমৃত ধাবায়
নিষেক করিয়া তৃপ্ত। দুঃখভোগ তা'র
হয় হোক মনে প্রাণে,—কিবা তাতে আর?
মোরে ভালবাস যদি, আমি কিবা চাই
সর্ব্বাগ্রে ভাবিয়া দেখ ভুলে আপনায়।
কৃষ্ণের বিরহে মম জর্জ্জরিত প্রাণ
তাঁর মধুময় স্মৃতি, প্রিয় নাম গান
উতল করিয়া রাখে প্রতিক্ষণে মোরে
কোথা গেলে পাব কৃষ্ণে সন্ধান আমারে
দাও সবে, বুঝি তবে মোর প্রতি প্রেম,
মোরে ভালবাস সবে, চাহ মোর ক্ষেম।
নিজ সুখ লাগি সবে হয়েছ অধীর
কোথা প্রেম মোর লাগি'? ঝরে আঁখিনীর
নিজেরে করিতে তৃপ্ত, প্রেম হেথা নাই
মোরে দিয়া নিজ সুখ চাহিছ সবাই।
নাহি পাবে সুখ আমি লইলে সন্ন্যাস
সবাকার মনে তাই জাগিয়াছে ত্রাস!
মোতে বিন্দুমাত্র প্রেম নাহি তোমাদের
করে মোরে উপলক্ষ্য আপন সুখের
করিছ সন্ধান সবে, বাধা পেলে তা'র
হের এ নিখিল বিশ্বে ঘোর অন্ধকার।
পাওনি তোমরা আজো প্রেমের সন্ধান,
ভজ কৃষ্ণে,—প্রেম তিনি করিবেন দান'।
শুনে প্রভুবাক্য সবে হতাস-বিস্ময়
বাক্য মর্ম্ম কারো যেন বুদ্ধিগম্য নয়।
প্রভুকে চাহিছে তারা কেন নাহি জানে
কেনইবা ভালবাসে, কিসের সন্ধানে?
এজিজ্ঞাসা কারো মনে জাগে নাই আর
প্রভুর প্রেমেতে অন্ধ নয়ন সবার।

আপন ইন্দ্রিয় সুখে প্রমত্ত হইয়া
প্রভুকে চাহে কি তারা? কিসের লাগিয়া
তাঁর অনুগত হয়ে রহে সর্ব্বক্ষণ
কিছুই না জানে তারা,—নাহি জানে মন।
'ঈশ্বরের আকর্ষণ মহা ভয়ঙ্কর
তর্ক যুক্তি বিদ্যা কিছু না হয় গোচব
সর্ব্বস্ব দিয়াছে যারা তাঁর আকর্ষণে
তাঁহার বিচ্ছেদ সহ্য করিবে কেমনে?
সন্ন্যাসের কথা শুনে হেরে অন্ধকার,
আপন অস্তিত্ব ভুলে,—ভুলিছে সংসার।
শ্রীকৃষ্ণবিরহে প্রভু দুঃখ নিদারুণ
সহিছেন দিবারাত্র। বেদন করুণ
শ্রীমুখ হেরিয়া সবে হয়েছে কাতর
কেমনে সান্ত্বনা প্রভু পাবেন সত্বর।
তার লাগি ভক্তবৃন্দ হয় সচেতন
করিতে আনন্দপূর্ণ প্রভুর জীবন।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে প্রভু পড়ে ধরণীতে
দিতেছেন গড়াগড়ি। নয়ন দুটিতে
ঝরিছে জাহ্নবীধারা। কখনো হুঙ্কার
ছাড়িয়া বলেন, কোথা শ্রীকৃষ্ণ আমার'।
এইভাবে ভক্তবৃন্দ প্রভুকে ঘিরিয়া
মহা বেদনায় রহে নিস্তব্ধ হইয়া।
নিজ করণীয়ে তারা না পায় সন্ধান
ভাবিছে কেমনে রক্ষা পাবে প্রভু প্রাণ।
কিছুকাল পরে প্রভু ভাব সংবরণ
করিলে আনন্দ লভে ভকতের গণ।
তারপর সবাকারে জাহ্নবীর তীরে
লইয়া চলেন প্রভু, সন্ধ্যার সমীরে।
সবার মানস ক্লান্তি হরে নিয়ে যায়,
নব জীবনের স্পর্শ সবে ফিরে পায়।
সবারে সম্ভাষি প্রভু বলেন তখন
তোমরা আমার প্রিয় একান্ত আপন।
দুর্লভ মনুষ্য জন্ম করিয়া গ্রহণ
না করিলে শ্রীকৃষ্ণের ভজন-পূজন
জীবন যৌবন সব ব্যর্থ হয়ে যায়
মানব জীবন পূর্ণ শ্রীকৃষ্ণ সেবায়।
নির্দ্দয় সংসার বড়, ইন্দ্রিয় নিচয়
সর্ব্বদা বিষয় নিয়া মত্ত হয়ে রয়।
সকল ইন্দ্রিয় নিয়া কৃষ্ণ সেবা কবে'
সাধিবে সকল কর্ম্ম রহিয়া সংসারে।
কিন্তু কি কবিব আমি, আমার হৃদয়
এমনি উতল, মম বশীভূত নয়।
সংসারের কোনো সুখে নাহি অভিলাষ
কৃষ্ণ সঙ্গ সুখ প্রাপ্তি একমাত্র আশ।
কোন বাসনার স্থান নাহি মোর চিত্তে
উন্মুখ হৃদয় মন তাঁর স্পর্শ পেতে।
হৃদয়ে বাঁধিতে আমি সর্ব্বদাই চাই
কিন্তু কি করিব তার নাহি যে উপায়।
অবশ হৃদয় মন কৃষ্ণনাম গানে
উন্মত্ত ইন্দ্রিয় গ্রাম বাধা নাহি মানে।
শ্রীকৃষ্ণের প্রেম লাগি করিব সন্ন্যাস
বিতরিব প্রেমধন,—মিটাইব আশ।
একথা বলিয়া প্রভু কাঁদিতে কাঁদিতে
'হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ' বলি পড়ে ধরণীতে।
ধুলি ধুসরিত অঙ্গ হইল তখন
বহুকষ্টে ধুলি হতে তোলে ভক্তগণ।
প্রভুকে উদ্দেশি' তবে কহিল মুরারি
কে তুমি জেনেছি সবে স্বরূপ তোমারি।
'পরম পুরুষ তুমি অনাদি অব্যয়
পরিপূর্ণ সত্যকাম,—তুমি প্রেমময়।
আদর্শ ভক্তের ভাব জীবে শিক্ষা দিতে
কলিহত জীব-কুলে উদ্ধার করিতে
ধরিয়াছ নরবপুঃ। তুমি নারায়ণ
মহাবিশ্বে নাহি কিছু তব প্রয়োজন।

নিখিলের অধিপতি স্বতন্ত্র ঈশ্বর
মহান হইতে অনু প্রত্যক্ষ গোচর।
অনন্ত প্রকৃতি চলে তোমারি ইঙ্গিতে
হয়ে সদা কর্ম্মরত এই ধরণীতে।
দুর্গতের বন্ধু তুমি পরম আশ্রয়
যাহাতে মঙ্গল প্রভো, আমাদের হয়
অবশ্য করিবে তুমি, কেবা বাধা দিবে,
চরণে আশ্রিত মোরা এটুকু জানিবে'।

মুকুন্দের বাক্যে প্রভু আনন্দিত হইয়া
একে একে সবাকারে আলিঙ্গন দিয়া
কহিলেন, যেথা যাই যাহাই বা করি
জানিবে সর্ব্বদা জীবে মঙ্গলেরে স্মরি'।
সর্ব্বরূপে সর্ব্বভাবে তোমাদেরে নিয়া
সর্ব্ব অবস্থায় আমি যাইব রহিয়া।
আমার বিরহ দুঃখ তোমরানা পাবে
যথা অভিলাষ মোরে দর্শন করিবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

প্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার অভিলাষ জানিয়া শচীমাতার ক্ষোভ

গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস নিবে রহিবে না ঘরে
তড়িতের মত বার্তা নদীয়া নগরে
প্রতিগৃহে ক্ষণমধ্যে পড়ে ছড়াইয়া
স্তম্ভিত নদীয়াবাসী না পায় ভাবিয়া,
যাঁর পদে কাজী শির নত করে রয়
মহামহা পণ্ডিতেরা যাঁরে পায় ভয়,
কেশব কাশ্মিরী সম বিদগ্ধ পণ্ডিত
বিচারে যাঁহার কাছে হারায় সংবিৎ,
রাজার ঐশ্বর্য্য যাঁ'র দুয়ারেতে পড়ি'
কেন তিনি যাইবেন এ সংসার ছাড়ি?
লক্ষ্মীসমা পত্নী যাঁ'র রয়েছেন ভবনে,
অশীতিবর্ষীয়া মাতা যাঁ'র মুখপানে
চাহিয়া জীবিত আছো; শ্রেষ্ঠ রূপে গুণে
কেন তাঁর অভিলাষ সংসার বর্জ্জনে?
এসংবাদ সত্য বলে করেনা স্বীকার
অনেকেই, তাই তারা রহে নির্ব্বিকার।
রাজারও অধিক যাঁ'র রয়েছে সম্মান
নদীয়া নগবে যিনিসবাকার প্রাণ,
কেন তিনি এসংসার যাবেন ছাড়িতে
করঙ্গ কৌপীন নিয়া রাজ পথেপথে।

পণ্ডিতেরা মনেভাবে, সন্ন্যাস খবর
অভিনব, কি উদ্দেশে গৌর যাদুকর
রটায়েছে কেবা জানে? সব সাজে তাঁ'রে
শাসক যবন কাজী আপনি যাহারে
লইয়াছে ইষ্টরূপে করিয়া স্বীকার
তাঁব কাছে অসম্ভব কিছু নাহি আর।
যে সম্মান লভেছেন গৌরাঙ্গ হেথায়
কোনো সুধীজন তাহা কভু পায় নাই।
শাস্ত্রজ্ঞানে তাঁর সম কেবা আছে আর
রূপৈশ্বর্য্যে বীর্য্যে নাহি দ্বিতীয় তাঁহার।
হেন বীর্য্য ঐশ্বর্য্যের মালিক হইয়া
স্বেচ্ছায় গৌরাঙ্গ যাবে সংসার ছাড়িয়া।
পণ্ডিতেরা যুক্তি-তর্কে বিশ্বসিতে নারে
মানব এমন সুখ ছাড়ে কি প্রকারে।
ঈশ্বরের অপরূপ লীলা সমুদয়
যুক্তি তর্ক বিচারের বিষয় যে নয়।
ভাগ্যহীন পণ্ডিতেরা প্রত্যক্ষ ঈশ্বরে
অহং ভাবেতে অন্ধ, হেরিতে না পারে।
পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যের অপব্যবহার
অন্যতম হেতু প্রভু-সন্ন্যাস নিবার।

গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস নিবে শুনিতে পাইয়া
আপন ভবনে মাতা অচৈতন্য হইয়া
পড়েযান ভূমিতলে। এসে বিষ্ণুপ্রিয়া
বহু যত্নে শ্বাশুরীকে কোলে তুলে নিয়া
চোখে মুখে দিলে জল ; বহুক্ষণ পর
জাগিয়া জননী কন, বাপ বিশ্বম্ভব
কোথা তুই, মোরে ত্যজি' সন্ন্যাস লইবি,
নিজহস্তে বক্ষে মম শেল বিঁধে দিবি ?
উঠিয়া চলেন মাতা চিত্ত স্থির নাই
যাহারে হেরেন তারে সেই জিজ্ঞাসাই,
কবেন, জান, কি গৌর সন্ন্যাস লইবে
আমাকে উন্মাদ করি সংসার ত্যজিবে !

যান মাতা ভগ্নীগৃহে, ডেকে বিশ্বম্ভরে
কহিলেন, পেয়েছ কি দেখিতে তাহারে।
জননী বিকৃত সংজ্ঞা, যাঁরে দেখা পান
তাঁহাকেই গৌরাঙ্গের সংবাদ সুধান।
বৃদ্ধা জননীর চোখে বরষার ধার
ঝরিছে অঝোরে, বুকে শোক পাবাবার।
ছুটিয়া চলেন মাতা পুত্রের সন্ধানে
হেরি জননী দশা প্রাণে নাহি মানে।
পাষাণও বিদীর্ণ হয় মায়ের রোদনে
'কোথা বাপ বিশ্বম্ভর' বুলি ক্ষণে ক্ষণে।

আচার্য্য ভগিনী পতি মাতাকে ধরিয়া
পথহতে রাখিলেন গৃহেতে আনিয়া।
কহিলেন, বিশ্বম্ভর গৃহে এলে পর
জানিতে পারিবে তুমি সন্ন্যাস খবর।
জাহ্নবীর তীর হতে কিছুকাল পর
আসেন গৃহেতে ফিরে প্রভু বিশ্বম্ভর।
পাগলিনী প্রায় মাতা, পুত্রকে হেরিয়া
'কোথা ছিলি বাপ' বলে পড়ে ঝাঁপাইয়া
গৌরাঙ্গের বক্ষোমাঝে। অতি সযতনে
বিশ্বম্ভর জননীরে বসান আসনে।

ক্রন্দন মুখরা মাতা,—কহেন তখন
কিশুনি সবার মুখে বল বাপধন ?
মোকে ছেড়ে তুই নাকি সন্ন্যাস লইবি ?
অভাগিনী জননীরে পরাণে বধিবি ?
বুঝিলেন প্রভু, মাতা পেয়েছে খবর
মায়ের নয়নে অশ্রু ঝর ঝর ঝর
সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস সহ। গৌরাঙ্গ নীরব—
বুঝেন জননী সত্য সন্ন্যাসের রব।
জননীর দুঃখ উঠে দ্বিগুণ বাড়িয়া—
বিশ্বম্ভর স্ব-আসনে, নীরবে বসিয়া।

জ্ঞান বুদ্ধি ধৈর্য্য মাতা হারাণ তখন
শিরের উপর ঘটে বজ্রের পতন।
করাঘাত করি শিরে আকুল ক্রন্দনে
কহিলেন শ্রীগৌরাঙ্গে,—এই ছিল মনে
মৃত্যু পথযাত্রী মোকে শেলবিদ্ধ করি
জীবন্তে মারিবি তুই সন্ন্যাস আচরি'।
ছেড়ে গেলে বিশ্বরূপ, চাহি তোর মুখ
ভুলিয়া রয়েছি সব সংসারের দুঃখ।
কোনো কষ্টে এ জীবনে আমি নাহি গণি,
হেরি যদি সুধাসম তোর মুখখানি।
সেই মুখচন্দ্র সম আন্তর আকাশে
এনে দেয় নব প্রাণ আনন্দ উল্লাসে।
সে-চন্দ্র বিলুপ্ত হলে, বিষণ্ণ আঁধার,
ডুবিব জাহ্নবী নীরে জেনে রেখো সার।
এজগতে ধন জন কিছু নাহি চাই
হৃদয়ে রয়েছে মম প্রাণের নিমাই।
জগতে এমন ধন কিবা আছে আর
মোর পুত্র বিশ্বম্ভরে পারে তুলি বার।
সে গৌর সন্ন্যাস নিলে, প্রবেশি অনলে
পুড়িয়া মরিব আমি, তাহা না হইলে
অবশ্যই হলাহল করিব ভক্ষণ,
হব আত্মঘাতী আমি, ত্যজিব জীবন।

গৌরাঙ্গ-সন্ন্যাস আগে বরিব মরণে
নারিব দেখিতে গৌর-শূন্য-এ-ভবনে।
আবেগে উচ্ছ্বাসে মাতা উন্মাদিনী প্রায়
কি করিবে কোথা যাবে ভাবিয়া না পায়।
মার আর্তনাদে প্রভু বিদীর্ণ হৃদয়
রহেন নির্ব্বাক স্তব্ধ হয়ে অশ্রুময়।
পিতৃশোক, ভ্রাতৃশোক জাগ্রত হইয়া
প্রভুর হৃদয় মন মন্থন করিয়া
চলিয়াছে নীরবেতে। সান্ত্বনা দানিতে
চাহিয়াও জননীরে, শোকদগ্ধচিতে
বিসংজ্ঞ হইয়া রন, নাহি আসে ভাষা
জেগে শুধু বিষাদের অশ্রুর পিপাসা।
কিছুক্ষণ পরে মাতা সুস্থির হইলে
সুগভীর তত্ত্বকথা মাকে যান বলে—
বিশ্বম্ভর, যুগে যুগে জননী আমার
ছিলে তুমি, হবে পুনঃ শোক কেন আর!
যখন বামন আমি, অদিতি নামেতে
ছিলে তুমি মাতা মম। তাহার পরেতে
কপিল নামেতে আমি তোমার নন্দন
তুমি দেবহুতি মাতা আছে কি স্মরণ?
যুগে যুগে লীলা সূত্রে জননী আমার
কর নানা সংজ্ঞালাভ এই ত সংসার।
কৌশল্যা জননী মম তুমিই ত ছিলে
মোর লাগি কত দুঃখ আপনি সহিলে।
দেবকী জননী মম কংস কারাগারে
লভিয়াছ মহাদুঃখ গর্ভে নিয়া মোরে।
জননি, তাহাই এবে করহ স্মরণ
যুগে যুগে তুমি আমি মাতা ও নন্দন।
ঘটিছে সম্বন্ধ নব; ঘটিবে আবার,
কেন দুঃখ পাও মাতঃ অন্তরে তোমার।
আপন ঐশ্বর্য্য প্রভু দেখান মাতারে
ঘুচায়ে মনের ব্যথা স্থির করিবারে।
বিশুদ্ধ বাৎসল্য রসের জননী আশ্রয়
ঐশ্বর্য্য প্রভাবে তাহা ভুলিবার নয়।
অতীত-স্মরণে তাঁর কিবা প্রয়োজন
আজিকে অতীত তাঁরে দিবে কিবা ধন?
অতীতের মহৈশ্বর্য্য-স্মৃতি বর্ত্তমানে
দুঃখময়, ঘটে যাহা নিবারে কেমনে?
জননী বুঝেন মাত্র গৌরাঙ্গ নন্দন
আছে বক্ষোমাঝে তাঁর জড়িয়া জীবন।
প্রতিটি নিঃশ্বাসে গৌর, নয়নের তারা
রবে কি জীবন, তাকে হয়ে গেলে হারা?
জীবন-সর্ব্বস্ব গৌর, ছাড়িবে সংসার
মৃত্যুরও অধিক দুঃখ নহে ভুলিবার।
'গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস নিবে' এই বার্ত্তা শুনে
যেই মহাশল্য বিদ্ধ হইয়াছে প্রাণে
কোনো তত্ত্ববাক্যে তাহা হবেনা উদ্ধার
বিশুদ্ধ বাৎসল্যরসে নাহি কোনো পার।
অন্তর্যামী প্রভু তবে মাকে ভুলাইতে
কহিলেন, কহ মাতঃ, স্থির কে জগতে?
ক্ষণিক জীবন মাতা, তারপর লয়
জেনো মাতা এ জগতে কেহ কারো নয়।
পিতামাতা পুত্র আদি সম্বন্ধ অসার
ক্ষণিক সংসারে জেনো কেহ নহে কার।
আসিলে জগতে তাকে যেতে হবে ফিরে
হইলে সময়,—কর্ম্মফল ভোগকরে।
একমাত্র কৃষ্ণ হন সবার আশ্রয়
এ সত্য সম্বন্ধ কভু ঘুচিবার নয়।
জগতের অন্য সব সম্বন্ধে ভুলিয়া
যে-কৃষ্ণ সবার মূলে,—তাঁ'র সেবা নিয়া
রহিলে কোনই দুঃখ রবেনা জীবনে
জীবের পরম গতি সেই কৃষ্ণ-ধনে
লাভ করিবারে মম জ্বলিছে অন্তর
সন্ন্যাস লইতে আজ্ঞা করহ সত্বর।

তুমিত জননী মম, চাহ মোর সুখ
কৃষ্ণের বিরহে মম বিদরিছে বুক।
সন্ন্যাস লইতে মোরে আদেশ না দিলে
কৃষ্ণের বিরহে মোরে সতত দহিলে
তুমি কি আনন্দ পাবে? বল মাতা মোরে,
দিবে কি সান্ত্বনা কৃষ্ণ-বিরহ কাতরে?
পুত্ররূপে মোকে চিন্তা না করিও আর,
কৃষ্ণ-চিন্তা হোক্ মাতা সর্ব্বস্ব তোমার।
বাৎসল্যরসের মাতা হন যে আধার
সে রসের বিন্দুমাত্র নহে মুছিবার।
শ্রীবাস অঙ্গণে মহাভাব প্রকটন
করেছেন মাতা নিজ নয়নে দর্শন।
এমনি বাৎসল্যরস হৃদয়ে মাতার
কোনোক্রমে নহে তাহা অন্যথা হবার।
প্রভুত পরীক্ষা সবে উত্তীর্ণা জননী
অন্তর্যামী প্রভু সব বুঝিয়া তখনি
দেখান স্বরূপ নিজ তবে জননীরে;—
ছিলেন চাহিয়া মাতা পুত্র বিশ্বস্তরে
নির্ব্বাক বিস্ময়ে শুনি তাঁর মুখবাণী
চকিতে হেরেন মাতা পুত্রেরে তখনি
শ্যামল কিশোররূপে মধুবৃন্দাবনে
শ্যামলী ধবলী আর গোপগোপী সনে।
মোহন মুরলীধর হরীতে বসন
পরিধানে শোভে নব, জলদবরণ
শোভে শিরে শিখি পাখা বনফুলমালা
দুলিছে বক্ষের মাঝে ভুবন উজ্জ্বালা।
পুত্র-কৃষ্ণে কৃষ্ণ-পুত্রে জননী হেরিয়া
পড়িলেন ভূমিতলে সংজ্ঞা হারাইয়া।
প্রভুর ইচ্ছায়, পুত্রে কৃষ্ণবুদ্ধি হয়
হেরেন নিখিল বিশ্ব গৌরকৃষ্ণময়।
কিছুক্ষণ পরে মাতা চেতনা লভিয়া
অপূর্ব্ব আনন্দে প্রেমে বিহ্বল হইয়া

হেরিলেন গৌর-কৃষ্ণে স্বতন্ত্র ঈশ্বর
অপগত সর্ব্বমোহ,—প্রসন্ন অন্তর।
কহেন, স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি, তুমি ইচ্ছাময়,
সর্ব্বশক্তিমান, তব সর্ব্বত্র বিজয়।
সন্ন্যাসে বাসনা তব, তাহাই করিবে—
তোমারে জগতে বল কেবা বাধা দিবে?
ঐশ্বর্য্য সংবরি প্রভু আনন্দিত মনে
কহিলেন জননীরে, রাখিয়ো স্মরণে
যখনি যেভাবে মোরে করিবে চিন্তন
যেথায় রহি তথা হতে করি আগমন
হইব জননী আমি তোমার গোচর
তুমিই ঈশ্বরী মম সর্ব্ব বিঘ্নহর।
জননীর বাৎসল্যের না হয় বিচাব
বাৎসল্যবসেব মাতা মহা পারাবার।
নিজপুত্রে কৃষ্ণরূপে করি দরশন
সর্ব্বরূপে আপনার ঘটে বিস্মরণ,—
হয় নব ভাবোন্মেষ মাতার তখন
হেরিলেন স্বপ্নসম নব বৃন্দাবন।
গৌরাঙ্গ হইল কৃষ্ণ আপন সন্তান
না রহিল গৌবকৃষ্ণে ভেদ পরমাণ।
কি অপূর্ব্ব অভিনব,—নহে কল্পনার
ঈশ্বব-জননী তিনি, কিবা চাহি আর?
ভাবাবেশ যেইক্ষণে হইল বিলয়
দেখেন জননী তিনি শচীভিন্ন নয়।
গৌরাঙ্গ তাঁহার পুত্র চাহিছে সন্ন্যাস
অমনি মস্তকে ভেঙ্গে পড়িল আকাশ।
স্বপ্নে যে আনন্দরূপ, তার নিরসনে
কঠোর বাস্তব সত্য পড়ে গেল মনে,
আকুল হইয়া মাতা করিয়া ক্রন্দন
কহিলেন পুত্রমম নন্দের নন্দন
মহা সৌভাগ্যের কথা; সে-পুত্র লইয়া
লভিব সংসারসুখ, পুত্রবধূ নিয়া

মোর সে সুখের কাছে কিবা সুখ আর
ইহার অধিক মম নাহি চাহিবার।
মোর সে মনের আশে সুখের স্বপনে
বল বাপ ভেঙ্গে তুমি দিবে কি কারণে ?
তোমাকে লইয়া পুত্র এক্ষুদ্র সংসার,
অপার আনন্দ মম, ব্রহ্মানন্দ ছার।
এবলি কাঁদেন মাতা করি হাহাকার
কপোল বাহিয়া ঝরে জাহ্নবীর ধার।
ছাড়িয়া ঐশ্বর্য্য, প্রভু মাধুর্য্য প্রকাশে
বসিয়া মায়ের কোলে মৃদুমন্দ হেসে
কহেন, র'বমা তোমার কোলে করিব সংসার
পূরাব বাসনা তব জননী আমার।
হাসিমুখে তুমি মাতা করিলে আদেশ
তবেই লইব আমি সন্ন্যাসীর বেশ।
যতক্ষণ অনুমতি না দিবে আমারে
না নিব সন্ন্যাস আমি রহিব সংসারে।
অবাক বিস্ময়ে মাতা হেরে পুত্রমুখ
মহানন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠে বুক।
ল'ন জড়াইয়া বুকে পুত্র বিশ্বম্ভরে
সিক্ত হন মাতা-পুত্র আনন্দ-নির্ঝরে।

চতুর্ব্বিংশ সর্গ সমাপ্ত

পঞ্চবিংশ সর্গ

প্রথম পরিচ্ছেদ

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া বল্লভ

এসেছেন বিষ্ণুপ্রিয়া পিতৃগৃহ হতে
শ্বাশুরী আদেশ পেয়ে। সর্ব্ব নদীয়াতে
রটিয়াছে, শ্রীগৌরাঙ্গ ত্যজিবে সংসার
নবদ্বীপ চন্দ্র হেথা উদিবেনা আর।
ভুগিতেছে মনঃপীড়া ভকতেরগণ
হতাশ হইয়া ভাবে বিফল জীবন।
বেদন বিক্ষুব্ধচিত্তে শান্তি কারো নাই
বিষাদের অন্ধকার সর্ব্ব নদীয়ায়।
পিতৃগৃহে বিষ্ণুপ্রিয়া লভি' এ সংবাদ
কাটান দিবসরাত্রি করি অর্ত্তনাদ।
আপন ভবিষ্য ভাবি'। শ্বাশুরী আহ্বানে
এসেছেন আজি তাঁর আপন ভবনে।
এখানেও বিষ্ণুপ্রিয়া শান্তির সন্ধান
করিয়াও বিন্দু তাঁ'র খুঁজে নাহি পান।
অন্তরে বেদন গূঢ়,—চিত্ত স্থির নাই
কা'কে জানাবেন নিজ মনো বেদনায়।
কীর্ত্তনেতে সদামগ্ন আছে বিশ্বম্ভর
নিয়া নিজ ভক্তবৃন্দ। নিজের খবর
কেমন করিয়া আর দেন বিষ্ণুপ্রিয়া—
কহিবেন আত্মকথা হৃদয় খুলিয়া।
করেন কর্ত্তব্য কর্ম্ম রহিয়া নীরব,
ভাবেন অন্তরযামী জানে তাঁ'র সব।
প্রাণহীন একর্ত্তব্যে শান্তি মাত্র নাই
কেমন আচ্ছন্ন ভাবে দিন কেটেযায়
নারেন জানিতে তিনি। সখীমাত্র তাঁর,
জানেন অন্তর-কথা। যা'কিছু তাঁহার
কহেন কাঞ্চনে তিনি, 'কি বলিব সখী,
বিশ্ব প্রকৃতিকে যেন বিষময়ী দেখি।

যে-আলো পরশে প্রাণ উঠিত আলোলি
কোথা সে আলোকরেখা? এখন কেবলি
বিষাদ মাখানো আলো, কালো অন্ধকারে
রাখিয়াছে নিরন্তর ডুবায়ে আমারে।
নয়নে আমার যেন দৃষ্টিশক্তি নাই
কি ভাবি কি করি তার সংজ্ঞা নাহি পাই।
কেন বল, অকারণে ঝরিছে নয়ন
কিছুতেই শান্তি নাহি পায় মোর মন।
বসন্তসখার মধু করুণ আহ্বানে
অজানা কিষেন ব্যথা জেগে উঠে মনে।
অঙ্গ হতে যায় খসে কনক-ভূষণ
আগে আর কোনোদিন ঘটেনি এমন!
তৃপ্তি লভিতাম আগে জাহ্নবী-জীবনে
অনলে পশিনু বলে এবে হয় মনে।
বৃক্ষলতা সবে যেন শুষ্ক মনে হয়
প্রাণ যেন সবাকার হইয়াছে ক্ষয়।
একি হলো বল সখি দয়া কবে মোরে
পাবনা একটী দিনও প্রাণ বল্লভেরে?
মোর সম ভাগ্যবতী কেবা আছে আব?
জানিনা অন্তরে আজি কেন হাহাকাব!
কান্তেরে সেবিতে মনে কত অভিলাষ
কিন্তু কি করিব বল, সদা তাঁর পাশ
অনুগত ভক্তজন রেখেছে ঘিরিয়া
দিবারাত্র, দূর হতে বারেক চাহিয়া
শ্বাশুরীর সঙ্গে আমি রজনী কাটাই
বুঝিলাম স্বামী-সুখ মোর ভাগ্যে নাই।
আনন্দ জীবন হতে গিয়াছে চলিয়া
মনে হয় মহাশূন্যে রয়েছি বসিয়া।
কতকাল এইভাবে বহিব জীবন—
বল সখি, বেঁচে আর কিবা প্রয়োজন?
শোনায় প্রবোধ বাক্য সম্ভাষি' আদরে
প্রাণসমা সখি, তার শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ারে।
নানাভাবে রূপে নব কাহিনী রচিয়া,
তাহাতেও শান্তি নাহি পান বিষ্ণুপ্রিয়া।
এইভাবে দিনে দিনে প্রফুল্ল কমল
বিশীর্ণা হইয়া ধীরে—আসে তা'র দল।
বিরাম নাহিক আর নয়ন ধারার
বিশুষ্ক হৃদয়, নেত্রে নব বরষার
জলধর দল যেন আছে সঙ্গোপনে
অঝোরে পড়িছে ঝরি'—বিরতি না জানে।
মলিন অধরে হাসিরেখা নাহি আর
দরশনে বিমথিত হিয়া সবাকার।
আছেন ত্রিলোকনাথ ভক্তবৃন্দ নিয়া
সঙ্কীর্ত্তন রসরঙ্গে বিহ্বল হইয়া।
অহোরাত্রে অবকাশ কারো যেন নাই
সংসারও ভুলেছে সবে নাম মহিমায়।
রজনীতে নরহরি আর গদাধর
প্রভু-পদ-সেবারত, কোথা অবসর?
সেবার সৌভাগ্য তারা লইয়াছে হরি'—
জীবন্মৃতা বিষ্ণুপ্রিয়া আছে মাত্র পড়ি'।
হেরিয়া বধুর দশা জননীর মনে
ঘটিতেছে দাবদাহ প্রতি ক্ষণেক্ষণে।
অবলা সরলা লক্ষ্মী বধূ বিষ্ণুপ্রিয়া
কৃষ্ণপক্ষে শশী সম বিশীর্ণ হইয়া।
হেরেন জননী আর ভাবেন অন্তরে
সেইদিন বিশ্বম্ভর কি বলিল মোরে,
রহিবে সংসারে মোর বেদন ঘুচাবে
এ' বুঝি নমুনা তা'র? কি আর হইবে
ভাবেন আপনি মাতা। বধূ মুখখানি
কারুণ্যের স্থিরমূর্ত্তি বেদনা-রূপিনী
আনে জননীর প্রাণে শোক অন্ধকার
সান্ত্বনার নাহি চিহ্ন জীবনে মাতার।
ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু প্রভু নারায়ণ
ভক্তের অন্তর-কথা জানে অনুক্ষণ।

প্রিয়াজীর মনোদুঃখ,—মায়ের বেদন
প্রভুর অন্তর সদা করিছে পীড়ন।
বিষ্ণুপ্রিয়া মাধুর্য্যের অশেষ আধার
কান্ত প্রেমরস মুগ্ধা। অন্তর তাহার
নাহি বুঝে অন্য সুখে। আজি প্রভু তাঁরে
দিবেন হৃদয় ভরে সেবা অধিকারে,
এই অভিলাষে বুঝি সেবক দুজনে
দিয়াছেন পাঠাইয়া অন্য এক স্থানে।
নরহরি-গদাধর আজি গৃহে নাই
রয়েছেন ঘরে প্রভু কপট নিদ্রায়।
ধীরে ধীরে বিষ্ণুপ্রিয়া আসিলেন ঘরে
হেরিলেন প্রাণকান্তে বহুকাল পরে
রজনীতে, মনে আশা, তৃষিত নয়ন
হেরিতে বদনচন্দ্রে চাহে সর্ব্বক্ষণ।
দেখিয়াছে বিষ্ণুপ্রিয়া, বুঝি দেখে নাই
নিদ্রিত বল্লভে, শূন্য গৃহেতে নিদ্রায়
একাকী এমনভাবে। করিতে দর্শন
জীবন-সর্ব্বস্বে চাহে ভরি' দুনয়ন।
এ-সৌভাগ্য পুনঃ কবে হইবে উদয়,
অদ্য এ করুণা তাঁর সামান্যত নয়!
হৃদয় সমুদ্রসম উঠিছে উছলি'—
ঝরিছে শ্রাবণ ধারা নয়নে কেবলি।
সন্তর্পণে বিষ্ণুপ্রিয়া এসে প্রভুপাশে
বসিলেন পদদ্বন্দ্ব সেবার উদ্দেশে।
অমর বন্দিত ওই চরণ দুখানি
বহু সাধে দুইহস্তে লইলেন টানি'
আপনার কম বক্ষে। তপ্ত অশ্রুজলে
বিধৌত করেন রাঙা চরণ কমলে।
নিদ্রাভঙ্গছলে প্রভু উঠেন বসিয়া
চলেছেন দেবী পদযুগলে সেবিয়া।
বহিতেছে দুনয়নে জাহ্নবীর ধার
অবিরাম, নাহি আর বিরতি তাহার।

পরম করুণ প্রভু কুসুম-কোমল
হেরি বিষ্ণুপ্রিয়া চক্ষে তপ্ত অশ্রুজল,
বৈরাগ্য সকরে যেন নারেন রাখিতে
নারেন রহিতে স্থির ধৈর্য্যনিয়া চিতে।
আদরে সম্ভাষি' প্রভু কহেন প্রিয়ারে
কেন ত্যজিতেছ অশ্রু বলিবে কি মোরে?
কি বেদনা মনে তব? কিবা অভিমান?
কেন হেরি উপতপ্ত আজি তব প্রাণ।
কি কহেন বিষ্ণুপ্রিয়া কোথা ভাষা তাঁর?
হৃদয় হয়েছে মহাশোক পারাবার।
যতোই আদর প্রভু করেন তাঁহারে
ততোই আনত তিনি হন অশ্রুভারে।
অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠ তার ভাষা হারাইয়া
গেছে শোক-পারাবারে, না পান খুঁজিয়া।
নীরবে ক্রন্দনরতা শুধু অশ্রুধার—
অশ্রুময়ী, অশ্রুভিন্ন কিবা আছে আর।
আপন কর্ত্তব্যে প্রভু না পান খুঁজিয়া
অবশেষে বস্ত্রাঞ্চলে নেত্র মুছাইয়া
চিবুক পরশ করে কত না সোহাগে
মধুমাখা ভাষাসহ প্রেম অনুরাগে
কহেন সান্ত্বনাবাণী, স্থির করিবারে
থামায়ে নয়নধারা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ারে।
বেদনায় বিমথিত প্রভুর অন্তর
বিষ্ণুপ্রিয়া বক্ষোমাঝে যেই মহাঝড়
উঠিয়াছে বিচূর্ণিয়া সমগ্র হৃদয়
অবলা নারীর তাহা সহিবার নয়।
তাই, নানাভাবে রসে নব মধু ব্যবহারে
কন মিষ্টবাণী, শোক নাহি করিবারে।
প্রভুর মরম কথা বুঝে বিষ্ণুপ্রিয়া
আপন অন্তরে কিছু সুস্থির করিয়া
কহেন করুণ কণ্ঠে, প্রভু-মুখপানে
চাহিয়া সজল নেত্রে, আমার পরাণে,

জলে' সদা তুষানল, নিবাইতে নারি,
দহিছে হৃদয় মন—প্রভাবে তাহারি।
তোমাকে একটী কথা আজিকে সুধাই
কৃপা করি সত্য কথা কহিবে আমায়?
'অগ্রজের পদ-চিহ্ন করি অনুসার
বল নাথ তুমিওকি ত্যজিবে সংসার'?
একথা বলিয়া প্রভুপদে বিষ্ণুপ্রিয়া
সর্ব্বভাবে আপনারে দেন সমর্পিয়া,
শকতি নাহিক আর কথা কহিবার
কহিলেন প্রাণকান্তে যাহা বলিবার।
মাধুর্য্যরসের শুদ্ধা শ্রীমতী আশ্রয়
বিশেষ করিয়া দাস্য হয়েছে নিলয়।
অবলার সরলার সহজ প্রত্যয়ে
যে-চিত্র পড়েছে ধরা, তাহারে কি দিয়ে
নির্ম্মম সত্যেরে প্রভু করেন প্রকাশ,
বেদনায় বক্ষো ভেদি' সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস
হইলে বাহির, আর নয়ন যুগল
বিগলিত করুণায় হলে ছলছল
বুঝিলেন বিষ্ণুপ্রিয়া, কপাল তাঁহার
ভাঙ্গিয়াছে, নহে তাহা আর ফিরাবার।
উন্মাদিনীসমা তবে জ্ঞান হারাইয়া
কহেন প্রভুকে তীব্র আবেগে ভাসিয়া
'সন্ন্যাস লইলে তুমি ত্যজিব জীবন,
স্বামীহীন এ জীবনে কিবা প্রয়োজন?
যা' শুনেছি লোক-মুখে সত্য হলো তাই,
তোমার চরণ সেবা মোর ভাগ্যে নাই।
লইবে সন্ন্যাস তুমি, কিসের কারণে
যদি অভিলাষ তব সাধনে ভজনে
কর তুমি গৃহে বসে; আমি বাধা তা'য়
যদি মনে কর, বল, প্রবেশি' গঙ্গায়।
বাধা না রাখিব কভু তব সাধনার—
কহ তুমি, কেন তবে ছাড়িবে সংসার?
জননী আছেন বেঁচে তোমাকে চাহিয়া
ছাড়িবে সংসার তুমি, তাঁহাকে বধিয়া?
তাঁর লাগি মনে তব দুঃখ না লাগিবে
অনাথিনী জননীরে বল কে চাহিবে?
মনে কি বিচার কর কার্য্যে আপনার!
রোদ বৃষ্টি দেহে সহ্য হইবে তোমার?
কণ্টকিত বনে নগ্ন পদে বিহরিবে
বিক্ষত চরণে বল কেমনে রক্ষিবে?
অশোভন এসঙ্কল্পে কর পরিহার
কি দুঃখে করুণাময় ত্যজিবে সংসার?
অভাগিনী নারী আমি তোমার আশ্রিতা
যা' ইচ্ছা করিবে তুমি,—তুমিই বিধাতা।
দাসী লাগি কেন ব্যথা লভিবে অন্তরে
পরশি' চরণদ্বন্দ্ব—যাব আমি দূরে—
দূরান্তরে, কভু মোরে হেরিবে না আর,
প্রাণনাথ, তবু তুমি ছেড়োনা সংসার।
বেদনায় মুক্ত হয় নারীর হৃদয়
বিগত-সঙ্কোচ নষ্ট হয় সর্ব্ব ভয়।
কথা নাহি আসে যাঁ'র প্রভুর সম্মুখে
আজি এই প্রগলভতা করি মহাদুঃখে
হৃদয় খুলিয়া সব কান্তে জানাইয়া
লভেন ব্যথায় সুখ। বিস্মিত হইয়া
শুনিলেন প্রভু সব ভাষণ প্রিয়ার
অশ্রুর কুসুমে গাঁথা বাণী উপহার।
যে কহেনি কথা কভু চেয়ে মুখপানে
এবে তীব্র রুক্ষ এই কঠোর ভাষণে
লভেন আনন্দ প্রভু,—করুণ মধুর
চলেছে শ্রবণে বেজে বিচিত্র এস্বর।
প্রিয়ার মনের ব্যথা নিরসন তরে
সঙ্কল্প করিয়া পুনঃ আপন অন্তরে
কহিলেন ধীরে প্রভু সম্বোধি প্রিয়ায়
কেন অভিভূত তুমি হও বেদনায়?

আমি কি বলেছি তোমা ছাড়িব সংসার
তোমা সাথে দেখা মম হইবে না আর ?
অধৈর্য্য হয়েছ কেন বুঝিতে না পারি
স্থির হয়ে শোন এবে বচন আমারি।
শঠচূড়ামণি প্রভু করিতে ছলনা
সীতা সাবিত্রীর সাথে করিয়া তুলনা
নানাভাবে প্রিয়াজীরে করেন তোষণ
কিন্তু তাতে নহে তৃপ্ত বিষ্ণুপ্রিয়া মন।
আগেকার স্মৃতি সব হয় জাগরণ
কিছুদিন পূর্ব্বে প্রভু করায়ে স্মরণ
দিয়াছে তাঁহাবে, মোর, বৈরাগ্য-স্বভাবে
বিদূরিত করিবারে কভু না পারিবে।
মধু ব্যবহারে এবে তাঁহার অন্তরে
ক্ষণিকের লাগি প্রেম-সুধায় বিতরে
আলেয়ার আলো সম ; ক্ষণমাত্র তা'য়
উছলিয়া করে গাঢ় ঘন তমসায়।
প্রভু মিষ্ট সম্ভাষণে শিষ্ট আচরণে
নাহি পারে নিবারিতে আন্তর দাহনে
বরং বাড়ায়ে দেয় নিগূঢ় ব্যথায়
করি চির অবলুপ্ত শান্তির আশায়।
'পরম ঈশ্বরে যাঁর মাধুর্য্য সাধন
কান্তরূপে, দাম্ভ যা'তে হয়েছে মিলন,—
কিশোরী সে-বাল-বধু দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া
যে-মধু-আনন্দরসে ছিলেন ডুবিয়া,—
অনাগত জীবনের স্বপ্ন সুধারসে
আনন্দ সঞ্চারি' কল্প-লোকের বিলাসে
চলেছিল ভেসে যেই জীবন-তরণী,
নিরভ্র গগন হতে চকিতে অশনি
হইয়াছে নিপতিত,—ভেঙ্গেছে স্বপন —
ছিন্ন-তার বীণা, কোথা সুরের রণন ?
শূন্যগর্ভ বাক্যে শুধু স্মরণ করায়,
অযথার্থ পরিহাসে চিন্ন-ব্যর্থতায়',—

কহেন, তুমি যে আমারে নাথ কর উপদেশ
শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পুরুষ বিশেষ।
সবার উপাস্যরূপে সর্ব্ব-অবস্থায়
তাহার অধিক নারী-জীবনেতে নাই ;
জরা মৃত্যু ব্যাধি আধি পীড়িত জীবনে
না কর সাধন যদি কৃষ্ণ মহাধনে
মনুষ্য জীবন তবে ব্যর্থ হয়ে যায়
ধরার ধূলির সম চির অবজ্ঞায়।
সবার আপন,—শত্রুমিত্র নাহি যাঁ'র,
আদেশিলে, নিতে মোরে আশ্রয় তাঁহার।
কিন্তু নাথ, জান তুমি মোর কেহ নাই—
আত্মার সম্বন্ধ আর খুঁজিব কোথায় ?
আমি, নাহি জানি তব কৃষ্ণে, হোক সে ঈশ্বর
আমার সর্ব্বস্ব তুমি, তা'রো মহত্তর।
আমার জীবনে মনে সাধনে স্বপনে—
তব শ্রীচরণ ভিন্ন আর নাহি গণে।
জীবন-সম্বল তুমি, সর্ব্বসমর্পিয়া
চলিয়াছি পদদ্বন্দ্ব আশ্রয় করিয়া।
যে মম ইন্দ্রিয়ে মনে সকল করমে
সর্ব্বরূপ রসাশ্রয়ে বুদ্ধি ও মরমে
রয়েছে জাগ্রত যেবা,—সে-তুমি আমার,
সর্ব্বধর্ম্ম কর্ম্ম তুমি,— শ্রেষ্ঠ বিধাতার।
ঈশ্বরে জানি না আমি, জানিতে না চাই
দ্বিতীয় ঈশ্বরে মম কোনো কাজ নাই।
জ্ঞান বুদ্ধিবল দাতা তুমি হৃদয়েশ'
পরম পুরুষ প্রিয়—কে আর বিশেষ ?
পড়েছেন নারায়ণ পরম বিপাকে
বালিকা কিশোরী আজি ফেলেছেন তাঁকে
সঙ্কট সমুদ্রে ঘোর ; মহা পরীক্ষায়,
ভাবেন অন্তরে, নব-বুদ্ধিতে উপায়।
প্রিয়ার অন্তরে শোক-বহ্নি-নির্ব্বাপন
করিয়া, করিতে হবে শান্তির স্থাপন।

ব্যর্থ হলো সর্ব্বচেষ্টা, সর্ব্ব উপদেশ
বিষ্ণুপ্রিয়া মনে নাহি শান্তি সুখ লেশ।
দাস্য আর মাধুর্য্যের বিশেষ আধারে
কোনো যুক্তি উপদেশ কোনোই প্রকারে
স্থাপিতে নারিল চিহ্ন শুচিশুভ্র মনে,
তাই, দেখাতে হইবে তাঁকে স্ব-রূপে এক্ষণে,
এই ভেবে নারায়ণ গৃহে আপনার
দিব্যজ্যোতির্ম্ময় রূপ, চতুর্ভুজ তাঁর
শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী নারায়ণ
রূপেতে প্রিয়ার কাছে প্রকটিত হন।
ঈশ্বর প্রসাদে ঘটে মায়ার বিলয়।
ঘটে সর্ব্বমোহমুক্তি আনন্দ চিন্ময়
অন্তরে বাহিরে সর্ব্ব বিনষ্ট সংশয়
পরম পুরুষে হেরি অপগত ভয়।
মানবের সাধনার সর্ব্ব উচ্চমান
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি তা'র করিলেন দান।
পরম পুরুষে তবে প্রণাম করিয়া
বিনির্ম্মুক্ত সর্ব্ববন্ধ প্রফুল্লিত হিয়া।
কন বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁকে পুরুষ-প্রধানে
দাসীরে কৃতার্থ নাথ করিলে এক্ষণে।
নিখিলের অধিপতি সর্ব্বশক্তিমান
স্বরূপ দর্শনে তব তৃপ্ত মোর প্রাণ।
নিজ গুণে হলে তুমি আমার গোচর
চিন্ময় আনন্দ মহা পুরুষ প্রবর।
অনন্ত অচিন্ত্য শক্তি তবে ভগবান
করিলেন প্রিয়াজীরে মহাশক্তিদান
কহেন, শকতি প্রভাবে তব নবজন্ম হবে
সর্ব্বশক্তিময়ীরূপে আপনা হেরিবে
বৈরাগ্যের কঠোরতা বাহ্য আচরণে
রবে জীব শিক্ষা লাগি'। রস-আস্বাদনে
মাধুর্য্যের অমৃতের ভাবদেহ নব
ঘটিবে অচিন্ত্য পূর্ব্বরস-অনুভব।
সংসারের বিষয়ের কোন স্পর্শ তার
লাগিবেনা ভাবদেহে ; ঊর্দ্ধে সবাকার
স্বস্বরূপরস সহ আনন্দ উল্লাসে
মোর ভাবরসাপ্লুত আলোক পরশে
রহিবে সতত মগ্ন কোনো দুঃখ তা'য়
উদ্বেলিত করিবারে নারিবে তোমায়।
যেভাবে আমাকে তুমি মাধুর্য্যের রসে
চাহিয়াছ, পুজিয়াছ, তাঁহারি প্রকাশে
রবে মুখরিত তব মানস গগন,
সত্য হোক বিষ্ণুপ্রিয়া তোমার জীবন।
ঈশ্বর ঐশ্বর্য্যময় বিরাট মহান
নাহি হয় সেইখানে মাধুর্য্যের স্থান।
যেখানে মাধুর্য্য নিজ মহিমা প্রকাশে
ঐশ্বর্য্য যাইতে কভু নারে তার পাশে।
ঐশ্বর্য্যের বশীভূত নন বিষ্ণুপ্রিয়া,
প্রভু নিজ চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দেখাইয়া
চিত্ত প্রসন্নতা যাহা করিলেন দান
প্রভু-অদর্শনে তাহা নাহি পায় স্থান
বিষ্ণুপ্রিয়া চিত্তে। তাই, কহেন প্রণমি'
'তোমার ঐশ্বর্য্য হেরি হনু ধন্য আমি।
কিন্তু এ ঐশ্বর্য্যে মম ব্যাকুল হৃদয়
না হেরিয়া নিজকান্তে জাগে মনে ভয়।
লুকাইয়া তাঁরে তুমি রেখেছ কে'থায় ?
আমি, গৌরপদদ্বন্দ্ব ভিন্ন কিছু নাহি চাই।
এইবলি' বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁর পদতলে
ছিন্না বল্লবীর মত পতিত হইলে
নারায়ণ নিজৈশ্বর্য্যে নেন সংবরিয়া
তবে নিজ প্রাণকান্তে দর্শন করিয়া,
মহানন্দে বিষ্ণুপ্রিয়া কহেন তখন
'স্বর্গের ঐশ্বর্য্যে মম নাহি প্রয়োজন।
চতুর্ভুজ নারায়ণে কি কাজ আমার,
কি কাজ আমার কৃষ্ণে ; চিরদাসী যাঁ'র,

সর্ব্বস্ব অর্পিত মম যাহার চরণে—
যাঁ'র রূপ সুধাপান করি প্রতিক্ষণে—
সর্ব্বেন্দ্রিয় দিয়া মম ; সে মোর আশ্রয়
সে মম জীবন কান্ত,—শচীর তনয়।
অন্য কোনো রূপে আমি নহি অভিলাষী
যুগে যুগে জন্মে জন্মে আমি তাঁর দাসী।
কৃপাকরে এদাসীরে দিবে পদে স্থান,
নাহি চাহি অমৃতত্ব ধনবল মান'।
এইবলে বিষ্ণুপ্রিয়া সংজ্ঞা হারাইয়া
প্রভুর চরণ দ্বন্দ্বে রহেন পড়িয়া।

ভক্তকাছে ভগবান মানে পরাজয়
ঐশ্বর্য্য দর্শনে ভক্ত ভুলিবার নয়।
প্রেমভক্তি মহাধনে ঈশ্বর-কৃপায়
লব্ধ যাঁর এজীবনে, কিবা তাঁর চাই ?
রাজার ঐশ্বর্য্য তুচ্ছ, নন্দন কানন
ক্ষণতরে ভুলাইতে নারে তাঁ'র মন।
আপন অভীষ্ট প্রিয়-ধ্যানের আবেশে
যে-আনন্দ মহাতৃপ্তি তা'তে এসেমিশে,
নিত্য সেই মহানন্দে পরা তৃপ্তিমাঝে
স্বরগের সুখৈশ্বর্য্য ধূলিসম রাজে।

পরে ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-ময় গৌরাঙ্গসুন্দর
প্রিয়াজীরে আলিঙ্গন করি অতঃপর
কহিলেন তব প্রেমে রহিব সদাই
বদ্ধ আমি নিত্যকাল, কোনো দুঃখ নাই।

যখনি যে-ভাবে তুমি আমারে চাহিবে
সে মাধুর্য্য রূপে রসে আমাকে পাইবে।
এ-দর্শনে মহাকাল বাধা নাহি দিবে
দিক্ দেশ কাল স্পর্শ হেথা না রহিবে।
যে-আনন্দে সৃষ্টিস্থিতি হতেছে প্রলয়
সে-মহাআনন্দে গূঢ় রহিবে তন্ময়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সন্ন্যাস গ্রহণে শচীমাতার অনুমতি লাভ

সংসার ছাড়িবে প্রভু—ত্যজি ভক্তগণ
এসংবাদ লোকমুখে করিয়া শ্রবণ
অন্তরঙ্গ যাঁরা, তাঁরা, অর্দ্ধমৃত প্রায়
অন্য নর নারীরাও মহাদুঃখ পায়।

প্রভু চান কারো মনে দুঃখ না রহিবে,
কায়মনোবাক্যে সব কর্ম্ম সম্পাদিবে'—
এ সঙ্কল্পে হন প্রভু নবীন সংসারী
নবদ্বীপবাসী সব তাঁর আপনারি।
সবারে তোষেণ প্রভু যার যাহা লাগে
তাহারে তা' দিয়া তুষ্ট করি সর্ব্ব আগে।
করেন যাচিয়া সঙ্গ কারো গৃহে যেয়ে
কাহারে করেন তুষ্ট মিষ্টবাক্য ক'য়ে
সংসারের প্রয়োজন মিটান আপনি
যখনি যা' লাগে তাহা পূর্ব্ব হতে আনি'।
কোনো অভাবের বোধ নাহি হয় মার
এইভেবে নানাবিধ দ্রব্যের সম্ভার
গৃহেতে আনিয়া সদা রাখেন শ্রীহরি
মহানন্দ পান মাতা মনে আপনারি।

সন্ন্যাসের কথা মাতা গেছেন ভুলিয়া,
মনেতে ভাবেন বুঝি বধূ বিষ্ণুপ্রিয়া
গৌরাঙ্গে আকৃষ্ট করি রেখেছে সংসারে,
তাই নানা আভরণে সাজায়ে বধূরে
আনন্দ লভেন মাতা। দীন দুঃখীজনে
নিতি অন্নবস্ত্র আদি দ্রব্য বিতরণে,
বিন্দুমাত্র আলস্যের নাহি মনে স্থান
হয়েছেন শচীমাতা কাঙ্গালের প্রাণ।
সকলে জননী বলি' ডাকেন তাঁহাকে
দুঃখ বেদনার ভাগ দেয় এনে মাকে।

শচীমার সাথে সাথে বধূ বিষ্ণুপ্রিয়া
করেন গৃহের কর্ম। রন্ধন করিয়া
উত্তম প্রসাদ সব ভোজন করাতে
লভেন পরমানন্দ আপন মনেতে।
অনুগত ভক্তবৃন্দ, আর সংখ্যাহীন
অতিথি আসিয়া অন্ন লভে প্রতিদিন।
নাহি আসে কোনো ক্লান্তি জননীর মনে,
সর্ব্বকর্ম্মে বিষ্ণুপ্রিয়া শচীমার সনে
রহেন ছায়ার সম। কি আনন্দ মার
মহাসুখে পরিপূর্ণ তাঁহার সংসার।
সে-আনন্দ সমুদ্রের তরঙ্গের বুকে
চলেছেন ভেসে মাতা আনন্দ-আলোকে।
প্রভুর মায়ায় মুগ্ধ তখন জননী
ভুলেছেন সর্ব্বদুঃখ সর্ব্বশোক গ্লানি
এ, আনন্দ প্রবাহ চলে ছয়মাস ধরি
প্রভু সঙ্গসুধাতৃপ্ত সমগ্র নগরী।
সেদিন প্রভাত হলে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া
প্রথম সবিতৃদেবে প্রণাম করিয়া
চলেছেন গঙ্গাস্নানে। দক্ষিণ চরণে
চলিতে আঘাত তিনি পান অকারণে।
তারপর কিছুদুর হলে অগ্রসর
দক্ষিণে দেখেন এক মহাবিষধর।
পরে, নাসিকা-বেশর গঙ্গাজলে পড়ে যায়
কাঁপে দক্ষিণের অঙ্গ; অমঙ্গলছায়
এইরূপে নানাভাবে পতিত হইয়া
অশান্তির কালোমেঘ আসে ঘনাইয়া
কিশোরী বধুর মনে। অশান্ত অন্তর
স্নানকর্ম্ম সমাপিয়া চলেন সত্বর
শ্বাশুরীকে দুর্লক্ষণ জ্ঞাপন করিতে,
অশুভ এ পরিণাম লয় তাঁর চিতে।
ত্বরায় এলেন বধূ আপন ভবনে
শোক-অমঙ্গল ভয়ে করুণ ক্রন্দনে
কহিলেন জননীরে অশ্রুকণ্ঠে তবে
না জানি মা মোর ভাগ্যে আজি কি ঘটিবে।
এবলি' প্রভাত হতে দৃষ্ট অমঙ্গল
বিবরিয়া জননীরে বলেন সকল
আশ্বাসি' বধূরে মাতা কন ভয় নাই
যাবে সর্ব্ব অমঙ্গল কৃষ্ণের কৃপায়।
আর্দ্রবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া এখন
শ্রীকৃষ্ণ প্রণমি পর বিশুদ্ধ বসন।
তারপর কেশরাশি করিয়া বন্ধন
আস মোর কাছে, বৃথা, করোনা ক্রন্দন।
যার নামে অমঙ্গল বিদূরিত হয়
সেই গিরিধারী গৃহে,—কেন মিছে ভয়?
এভাবে বধুকে মাতা সান্ত্বনা প্রদানি
গৃহকর্ম্মে কিছুপরে গেলেন আপনি।
মাতাপুত্র সন্ধ্যাকালে গৃহকর্ম্ম নিয়া।
হয় নানা আলোচনা। কেমন করিয়া
সুষ্ঠুভাবে সর্ব্বকর্ম্ম হয় সম্পাদন
উভয়ে মিলিয়া তাহা করেন চিন্তন।
সকালে বধূর মনে যে-বিষাদ রেখা
অমঙ্গল চিহ্নরূপে দিল এসে দেখা
তাহারি প্রভাব এসে পড়ে মার মনে
বিশ্বরূপ গৃহত্যাগ করিল যেক্ষণে
পূর্ব্বে তার প্রকটিত যত দুর্লক্ষণ
অন্তরের সুখশান্তি করেছে হরণ।
তার সাথে জাগে মনে গোরার সন্ন্যাস
ভুলিয়া যা' এতকাল সুখ-গৃহবাস।
লুপ্ত সে বহ্নিরে পুনঃ ভারতী আসিয়া
গৌরাঙ্গ অন্তরে দেয় পুনঃ জ্বালাইয়া।
সন্ন্যাসের কথা মনে জাগে পুনর্ব্বার
বেদনায় নেত্রহতে ঝরে অশ্রুধার।
তাই, কথার প্রসঙ্গে মাতা কন বিশ্বম্ভরে—
বল বাপ এ সন্ধ্যায় মোরে সত্য করে,

অগ্রজের মত তুই আমাকে ত্যজিবি
ছেড়ে এই গৃহীবেশ কৌপীন পরিবি ?
পুত্র কন্যা সবাকারে হারাইয়া শেষে
লভিয়াছি তোকে বাপ মুই অবশেষে।
অভাগিনী-বুকে শেল নিক্ষেপ করিয়া
লইবি সন্ন্যাস তুই আমাকে ছাড়িয়া !
সন্ন্যাসী হেরিলে তব কেন বা উল্লাস ?
লইয়া বৈরাগ্য-কথা মুখে ফুটে হাস ;
এচিত্র হেরিয়া মোর মনে জাগে ভয়
ঘুচাবি কি বাপ, মম মনের সংশয় ?
শুনিয়া মাযের কথা নব-নারায়ণ
ভাবেন আপন মনে, সত্যেরে গোপন
কবিয়া মায়ের কাছে কি হইবে আর
অবশ্য ছাড়িতে মোরে হইবে সংসার।
বাৎসল্য রসের পূর্ণ আধার জননী
'সন্ন্যাস লইব আমি এই কথা শুনি'
জীর্ণ হৃদয় মনে নারেন সহিতে—
পুত্রশোক সম দুঃখ নাহি ধরণীতে।
তাই, শক্তি সঞ্চারিয়া দৃঢ় করিবারে মন
মায়ার শকতি প্রভু করে হরণ
জননী হৃদয় হতে। রহে শুদ্ধ জ্ঞান—
ঈশ্বরীয় কর্ম্মে মাতা বুঝিতে না পান।
কহেন মায়েরে প্রভু, চিরারাধ্যা দেবি,
ইচ্ছা মম পদদ্বন্দ্ব বক্ষে নিয়া সেবি।
মহা বিশ্বরূপা তুমি মহতী প্রকৃতি
যুগে যুগে পদে তব থোক মোর মতি।
জননীর আরাধনে সর্ব্বসিদ্ধি হয়
বহুরূপে জননীই তুমি বিশ্বময়।
তুমিই ঈশ্বরী মম, উপাস্য দেবতা,
তব আজ্ঞা বেদবাক্য, কহিব কি কথা'।
কিন্তু মাতা কলি জীব করিছে ক্রন্দন
রোগ শোক তাপ দগ্ধ,—উদ্ধার কারণ।
সে আর্ত্তি শ্রবণে মম বিদীর্ণ হৃদয়
ক্ষুদ্র এই গৃহে মম, মন নহি রয়।
যদি আমি রহি বদ্ধ গৃহ সুখ নিয়া
মরিবে দুর্গত জীব কাঁদিয়া কাঁদিয়া।
তাই, ত্যজিতে হইবে মোর সর্ব্ব সুখ আশ
কৌপীন পরিয়া নিতে, হইবে সন্ন্যাস।
মানব-উদ্ধার ব্রতে তব আশীর্ব্বাদ
জানি আমি পূরাইবে মোর মনঃ সাধ।
কৃপা করে দাও দেবি, মোকে অনুমতি
মানব-উদ্ধার ব্রতে হই আমি ব্রতী।
জীবে রক্ষা কর কলি-পাপচক্র হতে
হে বিশ্ব জননী, গুপ্ত রয়েছে তোমাতে
যে-অনন্ত মহাশক্তি, ত্যাগ করি মোরে
তাহারি প্রকাশ তুমি দেখাও সবারে।
তোমাতে বিধৃত দেবি সৃষ্টি স্থিতি লয়
তব, কৃপা ভিন্ন জীবহিত সম্ভব যে নয়।
মহাশক্তিময়ী মাতা ঈশ্বর কৃপায়
মায়ার প্রভাব মুক্ত, সত্য মহিমায়
কহিলেন বিশ্বম্ভরে, তব অভিলাষ
জীবের উদ্ধার হেতু লইতে সন্ন্যাস।
হইয়া জননী তব সঙ্কল্পে মহান
কেমনে করিব আমি বল, বাধা দান ?
অনন্ত জীবের মুক্তি নিহিত যে কাজে
অবশ্য সম্মতি মম সেই কর্ম্মে আছে।
তোমার সঙ্কল্প তুমি করিবে সাধন,
মোর আশীর্ব্বাদ সেথা রবে সর্ব্বক্ষণ'।
ইহা বলে মাতা পুত্রে দেন আশীর্ব্বাদ
প্রফুল্ল অন্তর প্রভু লভিয়া প্রসাদ।
শঠচূড়ামনি প্রভু গৌরাঙ্গ কানাই
ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য নিয়া অপূর্ব্ব খেলাই—
খেলিলেন মার সাথে। স্বকার্য্য-সাধনে
মিলান উভয়ে এক রূপ সম্পাদনে।

মায়ার প্রভাব শূন্য হইয়া জননী
আপনার মহাদুঃখে সৃজেন আপনি।
যার মুখ চেয়ে তাঁর জীবন ধারণ
করিলেন সে চাঁদেরে আজি বিসর্জ্জন!
ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যের মাধুর্য্যের রসে
অমায়ায় চলেছেন জননী যে ভেসে।
জীবের স্বভাব ধর্ম্মে আবার যখন
ফিরিয়া আসিবে মায়া, করিয়া ক্রন্দন
না পাবেন সংশোধিতে এই মহাভুলে
জীবন ধারণ হবে শুধু অশ্রুজলে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

গার্হস্থ্যাশ্রমের শেষ রাত্রি

সত্যের সহজরূপ জীব ভুলে যায়
অসীম শকতিপূর্ণ মায়ার খেলায়
হয়ে যায় দিক্‌ভ্রান্ত। তাই ভগবান
অবতীর্ণ ধরণীতে। সত্যের সন্ধান
যে যে ভাবে রূপে আর আদর্শ চরিতে
মায়ার সংসারে থেকে সত্যেরে চিনিতে
পারে মায়া বদ্ধ জীব; নরবপু নিয়া
সেইভাবে রূপে রসে সাধন করিয়া
মানব সমাজে রহি' আলাপে আচারে
স্থাপেন আদর্শ নব এমর সংসারে।
আপনি আচরি জীবে দেন শিখাইয়া
জীবনের সর্ব্বকর্ম্মে কেমন করিয়া
সত্যেরে বরিয়া নিবে। গৌরাঙ্গ সুন্দর
সর্ব্ব অবতারী প্রভু সর্ব্ব গুণধর
অবতরি' শচীগর্ভে, শৈশব হইতে
জাগায়ে বিস্ময় মহা অচিন্ত্য চরিতে
পিতামাতা বন্ধুবর্গ আত্মীয় সবার
হরণ করেন চিত্ত বিস্ময় অপার।
অতিক্রমি শৈশবেরে মধুর কৈশোরে
উত্তীর্ণ হইয়া প্রভু, অপূর্ব্ব ব্যভারে
সবার মানস লোকে করেন স্থাপন
অপূর্ব্ব কিশোর মূর্তি হৃদয় হরণ।
অনাত্মীয় রূপে তাঁরে কেহ অনাদর
করে নাই কেহ কভু, বহু সমাদর
করিয়া নিয়াছে তাঁকে বরণ করিয়া
হয়েছে সকলে ধন্য প্রীতি সমর্পিয়া।
তারপর অধ্যয়নে নাহিক তুলনা
টোলে সবাকার শ্রেষ্ঠ। তাঁর গুণপনা
ঈর্ষার বিষয়বস্তু আছিল সবার
'পড়ুয়ার মধ্যমণি' গৌরাঙ্গ আমার।
ভিন্ন দেশী বিদগ্ধেরা নবদ্বীপ ধামে
এসেছে আকৃষ্ট হয়ে গৌরগুণ-গ্রামে।
স্তম্ভিত হয়েছে দেখে এহেন কিশোরে
কুশাগ্রের সম তীক্ষ্ণ যুক্তি বুদ্ধি ধরে।
অমিত প্রতিভাদীপ্ত অভিমান হীন
হয়ে সর্ব্ব কনীয়ান,— জ্ঞানেতে প্রবীণ।
গৃহীরও আদর্শ তিনি পূর্ণ মানবতা
প্রকাশিত গৃহধর্ম্মে, সবার প্রিয়তা
এমন করিয়া প্রাপ্তি কাহারো জীবনে
কভু আর ঘটে নাই,— স্বকর্ম্ম সাধনে।
আর্ত্তেরা পেয়েছে সেবা লভেছে আশ্রয়
দীন দুঃখী সর্ব্বজন পেয়েছে অভয়।
অন্নহীন জনে অন্ন, বস্ত্র, বস্ত্রহীনে,—
ভেবেছে আপন গৃহ প্রভুর ভবনে।
হইয়া আদর্শ গৃহী জীবের কল্যাণে
আপনারে নিয়োজিত রেখে সর্ব্বক্ষণে,
আদর্শ গৃহীর ধর্ম্ম করেন স্থাপন
জীবের শিক্ষার হেতু,—নর-নারায়ণ।
কিন্তু এই গৃহধর্ম্মে পূর্ণতা স্থাপন
আমাদের ভাগ্যদোষে নহে সম্পাদন।
নির্ম্মম নিয়তি টেনে নেয় অন্তলোকে
ভুলাইয়া নিজজনে,—নিরমম শোকে।

বিশেষ পণ্ডিতগণ বাদ সাধে তা'য়
গৃহী গৌরাঙ্গের, পূর্ণ চরিতার্থতায়
গৃহধর্ম্মে, হিংসা ঈর্ষা বিদ্বিষ্ঠ অন্তরে
পাঠায় সন্ন্যাসে তারা গৃহী গৌরাঙ্গেরে ;
হয় গৃহধর্ম্ম শেষ ; নবীন জীবন
কৃচ্ছ্র কৃচ্ছ্রতম হবে তাহার সাধন।
মাতাহতে পত্নীহতে নিলেন বিদায়,
অন্তরঙ্গ ভক্তবৃন্দ মহা অন্তরায়।
নানাভাবে তাহাদেরও সম্মতি লইয়া
যাইবেন শ্রীগৌরাঙ্গ সংসার ছাড়িয়া।
মুরারি মুকুন্দ আদি ভকত প্রধান
প্রভুকে সম্মতি তারা করেছেন দান।
অনন্য উপায় হয়ে সন্ন্যাস গ্রহণে,
প্রাণের অধিক তাঁরা গৌরাঙ্গেরে জানে।
অল্পকাল মাত্র প্রভু গৃহে করি বাস
মিটালেন সবাকার মনোঽভিলাষ।
প্রভুর সন্ন্যাস কথা গেছে সবে ভুলি
লভিয়া প্রভুর সঙ্গ আনন্দে উছলি
উঠিছে তাদের প্রাণ। মহানন্দে তারা
শ্রীবাস অঙ্গনে প্রভুসঙ্গ-মাতোয়ারা।
গৃহী গৌরাঙ্গের আজি শেষ গৃহবাস।
অঙ্গনে সবারে নিয়া আনন্দ উল্লাস
করিছেন প্রভু সুখে অন্তরঙ্গ নিয়া
প্রভুসঙ্গ সুধারসে সকলে ডুবিয়া।
ত্যজিবেন প্রভু আজি আপন সংসার,
সংসারী বলিয়া কেহ বলিবেনা আর।
এখনো সংসারে যাঁরা আপনার জন
রবে তারা কতদূরে, উদিলে তপন
উদয় অচলে কল্য। কাঁদিছে হৃদয়—
আজিকে আপন যারা, কল্য তাহা নয়।
লভিয়া অভীষ্ট সঙ্গ অদ্বৈত শ্রীবাস
মুরারি মুকুন্দ আদি পূরাইছে আশ—
শুনিয়া শ্রীমুখবাণী.—সবারে উদ্দেশি'
'প্রাণের অধিক আমি সবে ভালবাসি।
কহিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ। পরম মঙ্গল
লাভকরে, কর সবে জীবন সফল।
এই মম অভিলাষ। কলিযুগে আর
নাম ভিন্ন অন্য সবে জানিবে অসার।
যা' কিছু আমার ছিল দেয় তোমাদেরে
করিয়াছি তাহা দান। ভকতি-প্রেমেরে
আশ্রয় করিয়া সবে করিবে সংসার
রয়েছেন প্রাণ-কৃষ্ণ সঙ্গে সবাকার।
প্রতিটি জীবন মাঝে আছেন ঈশ্বর
সতত জাগ্রতরূপে। তাঁর সেবাপর
হইলে ঈশ্বর-সেবা হইবে নিশ্চয়,
সর্ব্বভূত-অধিবাস-কভু মিথ্যা নয়।
আবেগে উচ্ছ্বাসে প্রভু স্তব্ধ হয়ে র'ন
ক্ষণকাল, বড় প্রিয় শ্রীবাস অঙ্গণ,
গুপ্ত নব বৃন্দাবন, লীলাভূমি তাঁর
এখানেই মিলিয়াছে সঙ্গ সবাকার।
ঘটিয়াছে হেথা আত্মরূপ সুপ্রকাশ
দিয়াছেন মিটাইয়া সবাকার আশ,
এইখানে ; নিজৈশ্বর্য্য করি প্রদর্শন
সে-সব স্মৃতিতে আজি পূর্ণ প্রভুমন।
সাধিবারে জীবহিত তাঁর আগমন
আপন সুখের স্থান কোথায় এখন ?
হইয়াছে ভক্তবৃন্দ বিনষ্ট সংশয়
আর, ঐশ্বর্য্যের প্রয়োজন মনে নাহিলয়।
এবে, পরিপূর্ণ ভক্তভাব করি অঙ্গিকার,
রজনী প্রভাত আগে ত্যজিব সংসার
নর-নারায়ণ ইহা অন্তরে ভাবিয়া
কহেন ভকতবৃন্দে পুনঃ সম্ভাষিয়া,
অবিচল নিষ্ঠা, নামে করিয়া স্থাপন
সকলে সংসার ধর্ম্ম করিবে পালন।

ঋণী রাখিবারে মোরে যদি ইচ্ছা হয়
জপ কৃষ্ণনাম,—বিঘ্ন হইবে বিলয়।
কৃষ্ণ করিবেন সবে শকতি সঞ্চার
মানস তিমির লোকে সঞ্চিত আঁধার
নিমেষে যাইবে সরি'। জেনো মোর মন
কৃষ্ণ দরশন লাগি বিহ্বল এমন—
গৃহসুখে মম আর নাহি অভিলাষ
হেন বস্তু নাহি যাতে মিটে সে তিয়াস
কৃষ্ণের দর্শন বিনা। যাব বৃন্দাবন
করিব প্রতিটি গৃহে কৃষ্ণ-অন্বেষণ।
আমার পরাণ কৃষ্ণ জীবন বল্লভ
শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বস্ব মম তুচ্ছ অন্য সব।
বলিতে বলিতে প্রভু হারাণ চেতন
পড়েন ভূতলে, স্তব্ধ হয়ে ভক্তগণ।
এইভাবে অতিক্রান্ত হলে কিছুক্ষণ
সবার সেবায় প্রভু লভেন চেতন।
তারপর ভক্তবৃন্দে করি আলিঙ্গন
আপন ভবনে প্রভু করেন গমন।

চলেছেন গঙ্গাস্নানে নর নারায়ণ
বাল্য আর কৈশোরের স্মৃতি অগণন
মানস মুকুরে ভেসে অশ্রু আনে টানি
লীলা সহচরী প্রিয়া দেবী সুরধনী।
কতনা আনন্দ স্মৃতি আছে বুকে তাঁর
সে-সুখ আনন্দ লাভ হইবেনা আর।
প্রভাতে সন্ধ্যায় এই জাহ্নবীর তীরে
প্রাণমনোহারী স্নিগ্ধ মলয় সমীরে
কেটেগেছে কতদিন শাস্ত্রের বিচারে
লইয়া বিদ্যার্থিবৃন্দ, তার স্মৃতিভারে
আনত হৃদয় প্রভু। আজি শেষবার
প্রিয়া জাহ্নবীর বুকে দিলেন সাঁতার।
দয়িতের আলিঙ্গনে বিগলিত হিয়া
কান্তের চরণ দ্বন্দ্বে দেন সমর্পিয়া
আপনারে। বিচ্ছেদের ভাবী আশঙ্কায়
মিলন-আনন্দ সুখ জাহ্নবী না পায়।
আসন্ন বিরহ তপ্ত প্রভুর অন্তর,
জাহ্নবী জীবন হতে উঠে অতঃপর
চলেন গৃহের পানে। গৃহ দেবতার
অর্চ্চন বন্দন নিত্য কর্ম্ম আপনার
অনুসরি যথাবিধি যান সমাপিয়া,
তারপর ভোগরাগ অর্পণ করিয়া
প্রসাদ লভিয়া শেষে করেন বিশ্রাম
গৃহে তাঁর এই শেষ মধ্যাহ্ন-আরাম।

বেলা অন্তে যান প্রভু নগর ভ্রমণে
আজিকে যাহার শেষ; অন্যে নাহি জানে।
নীরব নয়ন প্রান্তে আসে অশ্রুধার
বেদনায় বিমথিত করুণা পাথার।
প্রিয়ধাম নবদ্বীপ, জীবন হইতে
যাইবে মুছিয়া শুধু রহিবে স্মৃতিতে।
সবার সম্মুখে অশ্রু করিয়া গোপন
নগর ভ্রমেণ আজি শচীর নন্দন।
যাচিয়া ভাষণ আজি দেন সবাকারে
নরনারী সাথে যুক্ত করি আপনারে।
শেষ গৃহসুখবাসে আকর্ষি সবায়
করেন ভকতসঙ্গ প্রেম-মহিমায়।
আলিঙ্গন দানে ধন্য করি ভক্তগণে
শেষ সান্ধ্য মিলনের সমাপ্তিরে আনে।

প্রভু, গৃহে এসে জননীরে করিয়া আহ্বান
কহেন ক্ষুধার্ত্ত পুত্রে কর অন্নদান।
এই গৃহে এসে আর মাকে আহ্বানিয়া
না নিবেন অন্ন আর আপনি যাচিয়া
জানেন অন্তরে তিনি। ডাকিয়া মায়েরে
গোপনে করেন রুদ্ধ উদ্গত অশ্রুরে।
হেরি জননীরে অগ্রে কহেন নিমাই
বলতমা এত শীঘ্র কেন ক্ষুধা পায়?

প্রভুর হৃদয়মন হয়েছে উন্মুখ
লভিতে চাহেন আজি সর্ব্বগৃহ সুখ।
জননীর পক্ক অন্ন অমৃত মধুর
আনন্দে হৃদয় মন করে ভরপুর।
এই গৃহে অন্ন আর হবেনা গ্রহণ
অমৃতের সম যাহা, চির অতুলন।
সুমিষ্ট অন্নের সাথে বিবিধ ব্যঞ্জন
এনে মাতা শ্রীগৌরাঙ্গে করান ভোজন।
ভোজনের অন্তে প্রভু কহেন হাসিয়া
তোমার প্রদত্ত অন্নে গ্রহণ করিয়া
লভিলাম মহানন্দ জননী আমার
তুমিই ঈশ্বরী মম দয়ার আধার।
তারপর জননীরে প্রণাম করিয়া
শয়ন মন্দিরে প্রভু গেলেন চলিয়া।
কান্তের চরণদ্বন্দ্ব সেবনের তরে
মহা আশা বিষ্ণুপ্রিয়া লইয়া অন্তরে
প্রবেশ করেন গৃহে। অদ্য, কল্পতরু প্রভু
হইয়া আনন্দমূর্ত্তি। প্রিয়জীর কভু
প্রেমরসময় রূপে আপন কান্তেরে
মাধুর্য্যের পূর্ণমূর্ত্তি নবসুধাকরে
হেরিতে সৌভাগ্য আর হয়নি জীবনে,
পিপাসিত হৃদয়ের তিয়াস পূরণে।
আজিকে জীবনপাত্র বিচিত্র সম্ভারে
সাজাইয়া নবরূপে বিবিধ প্রকারে
নাথ পদপ্রান্তে এবে একান্তে নীরবে
করিবারে নিবেদন মধু মহোৎসবে
সুগন্ধ কুসুম মাল্য চান্দনাদি নিয়া
নতনেত্রে ধীরে ধীরে কথা না কহিয়া
হন উপবিষ্ট প্রভু পদদ্বয় পাশে
কাঁপিছে হৃদয় তাঁর প্রতিটি নিঃশ্বাসে।
হর্ষলাজ মধুস্মিত নয়ন যুগল
অর্দ্ধবিকসিত দ্বন্দ্ব স্বর্ণশতদল
আবেগে কম্পিত মুহু, অধর যুগলে
বিচ্ছুরিত হেমকান্তি, চাপিয়া সবলে।
জানেন অন্তরযামী প্রিয়াজীর কথা
ভাষা প্রকাশিতে নারে যে মরম ব্যথা
তাই, হেমদণ্ডসম ভুজদ্বয় প্রসারিয়া
আনিয়া উৎসঙ্গে গাঢ় রূপে আলিঙ্গিয়া
কহিলেন প্রিয়াজীরে,—নর-নারায়ণ
বল মোর কাছে তব কিবা আবেদন।
উদিলে উদয়াচলে তরুণ তপন
পঙ্কজিনী যেইরূপে মেলিয়া নয়ন
আনন্দে পুলকে হর্ষে কান্ত মুখপানে
চেয়ে-রয় নির্নিমেষ বিমুগ্ধ-সংজ্ঞানে,
তেমনি মধুর কান্ত স্পর্শ সুষমায়
অমৃত নিষ্যন্দী প্রিয় বচন সুধায়
অপগত সর্ব্বদুঃখ, বিগলিত হিয়া,
অনিমিষ প্রিয়মুখে রহেন চাহিয়া।
বহু আকাঙ্ক্ষিত পদ্মপলাশ লোচনে
পরম আশ্রয় নাথে, সর্ব্বস্ব সে-ধনে।
প্রেমসিন্ধু বুকে জাগে তরঙ্গ চঞ্চল
স্তব্ধ বস্তু-জীবনের সর্ব্বকোলাহল।
কিছুক্ষণ পরে শান্তকরি নিজমনে
কহিলেন বিষ্ণুপ্রিয়া ধীরে সঙ্গোপনে,
'কৃপাকরে এদাসীরে দিলে পদে স্থান
ইহাতেই পরিতৃপ্ত হইয়াছে প্রাণ।
মধুসুখ স্পর্শ তব মানসে আন্তর
লভি প্রতিক্ষণে যেন সুখ মহত্তর
এদাসীরে অনুমতি দাও আজি তুমি
চন্দন তিলক অর্ঘ্য দিয়া তোমা স্বামি
সাজাইয়া চরিতার্থ করি আপনারে,
অক্ষয় করিয়া রাখি স্মৃতির মুকুরে।
এবলিয়া প্রাণভরে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া
চন্দনে তিলকে মাল্যে দেন সাজাইয়া

প্রিয়তম প্রাণকান্তে, মনোমত করি
নেন প্রিয়াজীর সেবা আপনি শ্রীহরি।
মনবুদ্ধি সবাকার উর্দ্ধে অনুপম
আত্ম-অনুধ্যান স্থির মানস সংযম
হ্রাস বৃদ্ধি তিরোহিত শান্তি সুখরসে
আপ্লুত হৃদয়মন, কান্ত মহোরসে
সর্ব্বরূপে আপনারে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া
করিলেন সমর্পণ—আনন্দে মজিয়া।
অপরূপ অভিনব এমহামিলন
চঞ্চল কালের বুকে রূপ চিরন্তন;
অসীম গগন সাথে মহাসমুদ্রের
অনন্ত ঐশ্বর্য্যসহ মহা মাধুর্য্যের।
মর্ত্ত্য মানবের দেহে অমর্ত্ত্যরূপিণী
দুর্গত জীবের সুখ শান্তি বিধায়িনী
চিরহাস্য মধুময়ী দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া
কলিহত সন্তানের উদ্ধার লাগিয়া
কঠোর কঠিনতম মহাতপস্যায়
নিলেন জীবনে বরি,—আর ভয় নাই।
সৌন্দর্য্যের সারভূতা সুবর্ণপ্রতিমা
রূপ লাবণ্যের যার নাহি কোন সীমা
রাসরস মাধুর্য্যের পূর্ণ অধিকারী
কান্তের চরণদ্বন্দ্বে নিবেদন করি
আপনারে, মহানন্দে লভেন বিশ্রাম
জীবনের এই শেষ আনন্দ আরাম।
ধীরে ধীরে আগাইয়া আসে মহাক্ষণ
নিষ্ঠুর নিষ্ঠুরতম,—মহানিষ্ক্রমণ।
পৌষমাস অন্তে মাঘে উত্তর অয়নে
মহানন্দে বিষ্ণুপ্রিয়া আছেন শয়নে
কান্ত-সুকোমল বক্ষে। নদীয়া নগরী
রহিয়াছে সুখসুপ্তা। মায়া যাদুকরী
প্রভুর সন্ন্যাস কথা দিছে ভুলাইয়া,
প্রভু সেবাসঙ্গ সুখরসে মজাইয়া।

প্রভুসঙ্গ মহিমার অমৃত পরশে
আছে ধামবাসী সবে আনন্দে হরষে
ভুলিয়া সকল দুঃখে। এখনো তাহারা
স্বপনেও শ্রীগৌরাঙ্গ সঙ্গ স্মৃতিভরা।
নদীয়ার পূর্ণিমার আজি অবসান
সুধাকর সুধা আর করিবেনা দান।
আসিল সে মহাক্ষণ, প্রভু বিশ্বম্ভর
বসিলেন সন্তর্পণে শয্যার উপর।
বাম বাহুহতে প্রিয়া মুখখানি ধীরে
রাখিলেন নামাইয়া উপাধান 'পরে।
করুণার অবতার প্রভু বিশ্বম্ভর
হেরি প্রিয়া মুখখানি বিহ্বল অন্তর।
পরম নির্ভয়ে যেবা কিছুক্ষণ আগে
কান্তের কোমল বক্ষে প্রেম অনুরাগে
লুকাইয়া আপনার মধু চন্দ্রাননে
রহিয়াছে সুখসুপ্তা, এখন কেমনে
শোকসিন্ধুবুকে তাঁ'রে দিয়া বিসর্জ্জন
করিব নিষ্ঠুর প্রাণে সন্ন্যাস গ্রহণ?
অথচ উপায়হীন, ডাকিতেছে তাঁ'রে
কৃপাসিন্ধু শ্রীগৌরাঙ্গে প্রেম-অবতারে
পতিত কলির জীব,—করুণা প্রকাশি'
উদ্ধারো মোদেরে নাথ, যাইতেছি ভাসি'
মোহ কালিমায় ছন্ন অকূল সাগরে,
অসহায়,—প্রেমদানে বাঁচাও সবারে'।
'এদিকে রয়েছে' প্রিয়া কিশোরী নিদ্রায়
মায়ার অধীশে টানে মোহিনী মায়ায়।
ওই পারে পতিতের মহা হাহাকার
চাহিছে অমৃতবার্ত্তা। সিন্ধু করুণার
ক্ষণিক স্তম্ভিত থাকি স-অশ্রু নীরবে,
ঘুমন্ত প্রিয়ার মধু অধর পল্লবে
জীবনের মত সুধা করিয়া অর্পণ
করিলেন প্রিয়া হতে বিদায় গ্রহণ'।

খুলে গৃহদ্বার এসে বিমুক্ত অঙ্গণে
গৃহদেব গিরিধারী যুগল চরণে
বাখিয়া প্রণতি, স্মরি জননী চরণ
করেন ঈশ্বর তপ্তঅশ্রু বিসর্জ্জন।
পরে আভূমি প্রণতশিরে মাকে প্রণমিয়া
চলিলেন বিশ্বম্ভর সংসার ত্যজিয়া।
গৃহছেড়ে যেতে প্রভু নাহি চান ফিরে
বারেক ভবন পানে। সুপ্তা জননীরে
নিদ্রিতা কিশোরী বধু শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ারে
নির্ম্মম নিয়তি হস্তে সমর্পণ করে;
চলিলেন করিবারে কৃষ্ণ অন্বেষণ
নিবারিতে পতিতের করুণ রোদন।
একমাত্র বিশ্বম্ভর আশ্রয় যাঁহার
ক্ষণমাত্র অদর্শনে বিশ্ব অন্ধকার,
যাঁর লাগি' এবার্দ্ধক্যে আছে দেহে প্রাণ
একমাত্র পুত্র যাঁর ধন জন মান
জীবনের সরবস্ব; সে অমূল্য নিধি
নির্ম্মম হইয়া আজি হরে নিলা বিধি।
হইবে রজনী শেষ উদিবে তপন
পাবে কি জননী ফিরে হৃদয় রতন?
প্রাণের স্পন্দন দেহে বহিবে কি আর
নূতন কিরণমালা এলে সবিতার?
জননীর মুখে ভাষা আর কি রহিবে
বাপ বিশ্বম্ভর বলে কাহাকে ডাকিবে?
প্রিয়াজীর কিবা দশা, নবীনা কিশোরী
মহানন্দময়ী দেবী আলোর দিশারী
অভিনব মাধুর্য্যের। রজনীর শেষে
আবার উদিবে ভানু নবারুণ বেশে
কিন্তু, নির্ম্মম বিধাতা যাহা লইলা হরিয়া
তাঁর বক্ষ হতে আজি, পাবে কি ফিরিয়া
দুর্ল্লভ সে মহাধনে। কত তপস্যায়
লভেছেন যে-রতনে; রাখিয়া নিদ্রায়

সে-ধনে লইলা হরি? একি অভিশাপ
কে নিবারে কিশোরীর শোক মহাতাপ!
কে জানিত বিধাতারে এমন নির্দ্দয়—
খেলার পুতুল বিশ্ব? কেহ তার নয়!
নদীয়ার চাঁদ আজি যায় নদে ছাড়ি
কৃষ্ণপ্রেম সিন্ধু বুকে জোগাইতে পাড়ি।
কেহ না পারিল তার রুধিবারে পথ
না পারিল দিতে কৃষ্ণ-প্রেমের সম্পৎ।
এমন নির্ম্মম তুমি হলে ভগবান
চলিয়াছ কি করিতে আছে তব জ্ঞান?
আদর্শ ভক্তের ভাব করি অঙ্গীকার
চলেছ বিহ্বল হয়ে; দেখ একবার
অনাথিনী জননীরে কি করিয়া গেলে—
কিশোরী প্রিয়ারে কোন সমুদ্রে ভাসালে?
তাদের আশ্রয় বলে কেবা আছে আর?
অকরুণ প্রেমময় কৃপা পারাবার।
যুগে যুগে দুঃখ তুমি আপনার জনে
আসিয়াছ দিয়া নাথ; ভুলিবে কেমনে
নিজ জনে দুঃখ দাতা, প্রেমদাতা পরে
দিলে জননীরে দুঃখ আর ঘরণীরে।
অচিন্ত্য শকতি তুমি, কি বলিব আর
কলির দুর্গত জীবে করিতে উদ্ধার
জগতের সর্ব্বদুঃখ নিজ বক্ষে নিয়া
বিলাইবে প্রেমভক্তি কাঁদিয়া কাঁদিয়া।
পাপীর কঠিন হিয়া দ্রব করিবারে
কাঁদালে জননী আর কিশোরী প্রিয়ারে।
কাঁদিতে এসেছে তারা যাইবে কাঁদিয়া
নিষ্ঠুর গৌরাঙ্গ চাঁদে ডাকিয়া ডাকিয়া।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সন্ন্যাস গ্রহণ

উন্মত্ত ভক্তের ভাবে ভাবিত ঈশ্বর
শোভে মাত্র কৃষ্ণনাম বদনে সুন্দর।
উছল আবেগে দুই বাহু প্রসারিয়া
জাহ্নবীর পানে প্রভু চলেন ছুটিয়া।
হিমস্তব্ধ নদীয়ার বিবিক্ত সরণি
বাজিছে বক্ষেতে তার প্রভু পদধ্বনি।
রক্ত কোকনদসম চরণ যুগল
কীর্ত্তনে তোমার বুকে হইত উতল
আজি সে চরণদ্বন্দ্ব চিরদিন তরে
এঁকে' বুকে শোক চিহ্ন যাইতেছে সরে
দেখিতে পাওনি বুঝি ? দেখিবেনা আর
চলিছেন শ্রীগৌরাঙ্গ ত্যজিয়া সংসার।
সমগ্র নদীয়া ঢেকে ঘনতমসায়—
সরনি, এখনো বুঝি তাহা বুঝ নাই !
নিয়া আপনার বক্ষে যুগল চরণে—
পরাও শৃঙ্খল নব উত্তপ্ত নয়নে
দেখ যদি পার চাঁদে রাখিবারে ধরি'
যায় গৌর গুণমণি সবাকারে ছাড়ি'।

গেলে নাহি পাবে আর দুর্লভ সে-ধনে
আর না উদিবে চাঁদ নদীয়া গগনে।
নীরবে গোপনে যেই শল্যবিদ্ধ করি
সবাকার বক্ষে প্রভু, যান নদে ছাড়ি'—
সেই শেল বক্ষ হতে কভু না ঘুচিবে
যুগে যুগে ভক্ত নেত্র অভিষিক্ত হবে।

সন্তরণ করে' প্রভু হয়ে গঙ্গাপার
চলেন কাটোয়া পানে। যেথায় তাঁহার
অপেক্ষায় রয়েছেন ভারতী গোসাই
সবাকার অগ্রে তাঁর দরশন চাই।

মুকুন্দ গোবিন্দ আর শ্রীচন্দ্রশেখর
প্রভুর অন্তর কথা যাঁদের গোচর
আছেন তাহারা সাথী। শুষ্ক বস্ত্র নিয়া
মুকুন্দ প্রভুকে ত্বরা দেয় পরাইয়া।
নাহিক প্রভুর আর কোনো বাহ্যজ্ঞান
শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র জপ তপঃ ধ্যান।
জপিতে জপিতে নাম উদ্দাম অধীর
শীতে সঙ্কুচিত তাঁর সমগ্র শরীর।

দুই পাশে শস্যক্ষেত্র পথ মাঝখানে
ধরণী অপূর্ব্ব সাজে আনন্দ প্রদানে।
প্রকৃতির ঐশ্বর্য্যেরে হেরিয়া হেরিয়া
আনন্দে বিহ্বল প্রভু চলেন নাচিয়া
উদয় অচলে ধীরে উদিছে তপন
ছড়ায়ে প্রকৃতি বুকে সোনার কিরণ।
ছুটেছে রাখাল মাঠে ধেনুগণ নিয়া
বসন্ত সখার মধু কূজনে শুনিয়া
প্রভুর অন্তর আরো হয়েছে বিহ্বল
বৃন্দাবন স্মৃতি করে নয়নে সজল।
দুই পাশে নরনারী প্রভুকে ঘিরিয়া
করে নামামৃত পান বিমুগ্ধ হইয়া।
মানবে এমন রূপ তারা দেখে নাই—
দিব্য জ্যোতির্ম্ময় রূপ মধু শুষমায়।
সকলে আকৃষ্ট হয়ে চলে প্রভু সঙ্গে
না ভেবে নিজের কথা কীর্ত্তনের রঙ্গে
বাল বৃদ্ধ নরনারী কে করে গণন—
যাহারা প্রভুর সঙ্গে করিছে গমন,
কণ্টক নগরী পথে। এমন ব্যাপার
জীবনে তাদের কভু ঘটে নাই আর।
কি কারণে চলে তারা কিছুই না জানে
চলিয়াছে ঈশ্বরের মহা আকর্ষণে।
প্রভু রূপ গুণ আর শ্রীমুখ কীর্ত্তন
করিয়াছে সবাকার হৃদয়ে হরণ।

অগণিত জন সহ মধ্যাহ্ন বেলায়
আসেন কীর্ত্তনরত প্রভু কাটোয়ায়।
বহুজন সমাকীর্ণ কণ্টক নগর
শোভে ভাগীরথী তীরে অপূর্ব্ব সুন্দর।
গঙ্গার শীকরবাহী মৃদু সমীরণ
রাখে এই নগরীরে স্নিগ্ধ সর্ব্বক্ষণ।
তটে তার সুশোভন বটবৃক্ষ তলে
আসিয়া বসেন প্রভু বিশ্রামের ছলে।
কাটোয়ার সৌভাগ্যের সীমা আজি নাই
উদিত হলেন এসে গৌরাঙ্গ কানাই।
অন্ধকারে নবদ্বীপ সমাচ্ছন্ন করি
করুণার অবতার শ্রীগৌরাঙ্গ হরি।
সুধাকর সমুদিত হইলে গগনে
নির্ম্মল আনন্দ জাগে সবাকার মনে
তেমনি গৌরাঙ্গচাঁদ এলে কাটোয়ায়
দর্শনে তাঁহার সবে ধন্য হয়ে যায়।
দিব্যজ্যোতির্ম্ময় এক পুরুষ প্রবর
অপরূপ স্বর্ণকান্তি প্রাণ মনোহর
সবাকার মুখে মুখে সন্ন্যাস গ্রহণে
লইয়া অমর্ত্ত্যরূপ এসেছে এখানে।'
শুনে মুখে কৃষ্ণনাম বিমুগ্ধ সবাই
উন্মত্ত হইয়া ছুটে দর্শন আশায়।
'মানবের হেন রূপ কভু নাহি হয়
মানিছে সকলে মনে পরম বিস্ময়'।
'হেন রূপৈশ্বর্যে যিনি হন অধিকারী
সন্ন্যাস লইতে তিনি যান গৃহছাড়ি'
কি কারণে? সাধারণে না পায় ভাবিয়া,
'জননী মরিয়া যাবে কাঁদিয়া কাঁদিয়া'।
কহে এক বৃদ্ধা মাতা ফিরে যেতে ঘরে
সন্ন্যাস-বাসনা ত্যজি' গৌরাঙ্গ সুন্দরে।
নবীনা ঘরনী যারা করে হায় হায়—
সন্ন্যাস লইবে শুনে গৌরাঙ্গ গোঁসাই।

অবগুণ্ঠনের তলে ঝরিছে নয়ন
কহে, 'প্রিয়া বুকে শেল কেন দিলে অকারণ
এখনো সময় আছে ফিরে যাও ঘরে,
বাঁচাও দর্শন দিয়া তব ঘরনীরে।'
বসিয়া আচার্য্যরত্ন গৌরাঙ্গের সনে
শুনিয়া সবার কথা ভাবিছেন মনে,—
'শচী আর বিষ্ণুপ্রিয়া কি করিছে ঘরে
বাঁচিবে কি তারা, নাহি হেরি বিশ্বম্ভরে?
শচীমনে মহাদুঃখ অসহ্য দহন
লভিছেন মর্ম্মপীড়া বক্ষো বিদারণ।
শূন্য গৃহেতে তাঁরা কেমনে রহিবে
জীবন সর্ব্বস্ব হারা কেমনে বাঁচিবে'?
আমি, হইয়াও পিতৃসম কোনো শক্তি নাই
চলেছি যন্ত্রের সম গৌরাঙ্গ ইচ্ছায়।
বিধির নির্ম্মম বিধি কেবা বিলঙ্ঘিবে?
না জানি শচীর মনে কেবা শান্তি দিবে?
এভাবি', বিন্দুবিন্দু ঝরে অশ্রু নেত্র হতে তাঁর
নারেন সহিতে শচী মনদুঃখভার।
যুক্ত করে শ্রীগৌরাঙ্গ কহেন সবায়
কৃষ্ণপ্রেমে মত্তমম অন্যগতি নাই।
গৃহ ছেড়ে যেতে মোরে হবে বৃন্দাবন
করিতে হইবে সেথা কৃষ্ণ অন্বেষণ।
'শ্রীকৃষ্ণ বিরহে মম আকুল হৃদয়'
কহিতে কহিতে প্রভু হন অশ্রুময়।
কন, মাতৃসমা সবে মোরে কর আশীর্ব্বাদ,
যেন, কৃষ্ণলাভে মন মম রহে অপ্রমাদ।'
কৃষ্ণ প্রেমেমত্ত প্রভু নাহি রন স্থির
চকিতে সেখান হতে হইয়া বাহির
ভারতী আশ্রম পানে দ্রুত চলে যান,
সবিস্ময়ে নরনারী প্রভু পানে চান।
অদূরে আশ্রমে বসে ভারতী গোঁসাই,
কহিলেম শ্রীগৌরাঙ্গ—'পদে দেহ ঠাঁই'।

উতল হৃদয় মম কৃষ্ণ দরশনে
ত্যজিনু সংসার সুখ তাহার কারণে।
তুমি শুধু পার দিতে শ্রীকৃষ্ণ সন্ধান
তোমার হৃদয় মন তাঁর অধিষ্ঠান।
দাও মোরে উপদেশ যাতে কৃষ্ণ পাই,
আমার হৃদয় মন সঁপিনু তোমায়।
এই বলি ভারতীর চরণ ধরিয়া
ক্রন্দন মুখর প্রভু রহেন পড়িয়া।
ভাবেতে বিহ্বল হয়ে ভারতীর পাশে,
ক্ষণে ক্ষণে বৃন্দাবন ভাবরসাবেশে
প্রকটিত প্রভু অঙ্গে সাত্ত্বিক বিকার
হেরিয়া ভারতী-চিত্ত মানে চমৎকার
অপূর্ব্ব ভাবের বন্যা ভারতীয় মনে
জাগিতেছে শ্রীগৌরাঙ্গ মুখ দরশনে।
এ যে জগতের পতি ছলনা করিতে
আসিয়াছে মোর কাছে সন্ন্যাস লইতে।
জ্যোতির্ম্ময় রূপে দিব্য ভাবসমন্বয়
সামান্য মানবে কভু সম্ভব যে নয়।
তাই, রাসরস অধিপতি বৃন্দাবন রাজ
বনফুল মালাগলে নিয়া পীতে সাজ
মোর প্রাণে আগে যদি দিয়া দরশন
জগদ্ গুরুকে আমি কি মন্ত্র গ্রহণ
করাইয়া হয় গুরু—দেন জানাইয়া
শিষ্যরূপে তাঁকে তবে লইব বরিয়া'।
ভারতী আপন ভাব করিয়া গোপন
শ্রীগৌরাঙ্গে সম্বোধিয়া বলেন তখন
হয়নি এখনো তব সন্ন্যাস সময়
তোমারে সন্ন্যাস দিতে মনে জাগে ভয়।
তবে, জননী ঘরনী যদি দেন অনুমতি,
লইতে সন্ন্যাস তোমা,—তবেই সম্মতি।
'জগৎপতিরে দীক্ষা দিব কি করিয়া
ভারতী আপন মনে না পান খুঁজিয়া।
ভাবিলেন মাতা কভু দিবে না বিদায়
হেন পুত্র রত্নে, যাহা নহে কল্পনায়।
স্বামীর সন্ন্যাসে মত রহিবে প্রিয়ার
জগতের ইতিহাসে সাক্ষী নাহি তাঁ'র।
ক্ষণিক চাপল্য বশে যদি গৃহ ছাড়ে
জননীর দরশন, আর প্রিয়াজীরে
হেরিয়া ররেনা মতি,—রক্ষা পাব আমি,
ছলিতে এসেছে মোরে জগতের স্বামী।'
লোকশিক্ষা হেতু প্রভু বলেন তখন
ঈশ্বর লাভের কাল নহে নিরূপণ,
অন্তরে হইবে যবে বৈরাগ্য সঞ্চার
তখনি বিষয় ত্যজি' তাঁর করুণার
হতে হবে অভিলাষী সর্ব্ব সমর্পণে
তবেই হইবে লাভ কৃষ্ণ প্রেমধনে।
এবলি' ঐশ্বর্য্য প্রভু করিয়া প্রকাশ
করেন পূরণ যাহা মনোঽভিলাষ
করেছেন আপনার; ভারতী তখন
মানসে বাঞ্ছিতরূপে করেন দর্শন।
তখন ভারতী আত্মসমাহিত হয়ে
হেরেন অভীষ্টদেবে পরম বিস্ময়ে।
আনন্দের প্রভাবেতে মুখে ভাষা নাই
নির্ব্বাক হইয়া গৌর মুখপানে চায়,
ইঙ্গিতে তখন প্রভু কন ভারতীরে
আছে এক গুপ্তকথা তোমা বলিবারে।
এই বলে মহামন্ত্র ভারতীর কাণে
অর্পণ করিয়া প্রভু একান্ত গোপনে,
কৃপা করি ভারতীরে করেন উদ্ধার
ভক্তভাবে নেন পরে শিষ্যত্ব তাঁহার।
দেখান জগতে প্রভু গুরু কৃপা চাই
সাধন জগতে গুরু ভিন্ন গতি নাই।
পরিপূর্ণ ভক্তভাব করি অঙ্গীকার
রহি' কৃষ্ণ প্রেমে মত্ত শচীর কুমার

কেমন হইলে ভক্ত কৃষ্ণ লাভ করে
আপনি আচরি তাহা দেখান সবারে।
সার্থক ভারতী জন্ম প্রভুর কৃপায়
হেরিলেন শ্রীগৌরাঙ্গে নন্দের কানাই।
বৃন্দাবন লীলা অন্তে ব্রজেন্দ্র নন্দন
কলির দুর্গত জীবে উদ্ধার কারণ
শচীর কুমার,—হয়ে অখিলের পতি,
সন্ন্যাস গ্রহণ লাগি' হেথায় সম্প্রতি।
বহুজন্ম অভিলাষ হইল পূরণ
সাত্ত্বিক বিকার দেহে দিল দরশন।
কহিলেন শ্রীগৌরাঙ্গে দিব উপদেশ
নাহি অন্য কথা,—হেথা রয়েছে বিশেষ।
সন্ন্যাস দিবেন শুনে ভারতী তাঁহারে
হন প্রভু নৃত্যরত সহর্ষ অন্তরে।
নয়ন হইতে গঙ্গাধারা বয়ে যায়
অন্তরেতে আনন্দের সীমা আর নাই।
নরহরি গদাধর প্রভুর সন্ধানে
এখানে মিলিল এসে। হেরি দুইজনে
বাহু প্রসারিয়া প্রভু করে আলিঙ্গন,
'কৃষ্ণ আজি তোমাদেরে করাল মিলন,
মোর মহা আনন্দের সময়েতে আনি'
এই বলে পার্শ্বে দু'য়ে বসালেন টানি'।
ভারতী আশ্রম আজি নব শোভা ধরে
লইয়া আপন বক্ষে গৌরাঙ্গ সুন্দরে।
অস্তাচলে দিনমনি করিছে গমন
ভারতী আশ্রমে শোভে নবীন তপন।
তাঁ'র দিব্য তেজে সর্ব্ব তমসা বিলয়
অ-দৃষ্ট অনন্যপূর্ব্ব জ্যোতির আলয়
অমর্ত্ত্য মানবে হেরি সমগ্র নগরী
প্রভুর সঙ্গ সুখ আশে নিজ গৃহ ছাড়ি
ভারতী আশ্রমে এসে মিলেছে সবাই,
বলে, নিষ্ঠুর ভারতী যার দয়া মায়া নাই।
প্রভু নিয়া এইভাবে করিছে চিন্তন
সমবেত নরনারী মনে অনুক্ষণ।
প্রভুর কৃপায় তারা বুঝে অবশেষে
'হেরিছে যাহাকে তারা জ্যোতির্ম্ময় বেশে,
ইনি সর্ব্ব অবতারী আপনি কংসারি
এসেছেন নবদ্বীপে বিপ্ররূপ ধরি।
শোকের অতীত ইনি সবার উপর
বিপ্ররূপী পরব্রহ্ম সর্ব্বচিত্তহর।'
এভাবে উদয়ে মনে দুঃখ নাহি আসে
পরম বিস্ময় রসে সর্ব্বচিত্ত ভাসে।
অগণিত জনতারে তবে গৌরহরি
সবাকার মন বুদ্ধি আকর্ষণ করি'
কহিলেন আপনারা আত্মীয় আমার
চাহি আমি কৃপাভিক্ষা আজি সবাকার।
শ্রীকৃষ্ণ দর্শন লাগি উতল হৃদয়
মন বুদ্ধি কিছু আর মোর বশে নয়
পিতামাতা ভগিনীরা মোর হিতকাম
আশিস্ দিবেন যাতে পূরে মনস্কাম।
আমার সর্ব্বস্ব কৃষ্ণ জীবনের ধন
মোর দেহ চিত্তেন্দ্রিয় করেছি অর্পণ
তাঁহারি' চরণদ্বন্দ্বে। শ্রীকৃষ্ণ সেবায়
যদি নাহি লাগে সব যাইবে বৃথায়।
আজিকে সবার কাছে মাগি' আশীর্ব্বাদ,
সাধক জীবনে যেন নাহি সাধে বাদ।
বলিতে বলিতে প্রভু ভাসে অশ্রুজলে
না আসে বদনে বাণী। মিলে দলে দলে
নরনারী কেঁদে কেঁদে গৃহে চলে যায়
বিসর্জ্জি নয়ন তা'রা সুখ যেন পায়।
সন্ন্যাসের অধিবাস হয় পূর্ব্ব দিনে
করেন আচার্য্যরত্ন শাস্ত্রের বিধানে।
উষার উদয় আগে করি গঙ্গাস্নান
পিতৃপুরুষেরে আগে করি পিণ্ডদান

মনে মনে তাঁহাদের অনুমতি নিয়া
উপস্থিত হন প্রভু মণ্ডপে আসিয়া।
সর্ব্বকর্ম্মে আচার্য্যের নেন উপদেশ
কোথা কি করিতে হবে কার কোথা শেষ।
গঙ্গাতীরে অপরূপ ভারতী আশ্রম
সত্য শিব সুন্দরের অপূর্ব্ব সঙ্গম
ঘটিয়াছে এইখানে। প্রকৃতি আপনি
করিয়াছে পূর্ণ সর্ব্ব সম্পদেরে আনি।
আশ্রমের চারিপাশে গন্ধপুষ্প শোভে
ভ্রমর গুঞ্জনবত নিত্য মধু লোভে।
ভাগীরথী স্পর্শপূত শীতল মলয়
আশ্রম বাসীরে রাখে করিয়া তন্ময়।
আশ্রমের পুরোভাগে হলো নিবমাণ
ষোড়শ স্বস্তিকাবেদি বিশেষ প্রমাণ
সন্ন্যাস কর্ম্মের লাগি।' চন্দ্রাতপতলে
সুসজ্জিত অপরূপ নানা ফল ফুলে,
ঘৃত মধু তিল ধান্য, পল্লব চামর
মিলিত হইল তা'তে নেত্র মনোহর।
আসনেতে উপবিষ্ট সন্ন্যাসীব গণ
বিবিধ বিচিত্র সুরে করে উচ্চারণ
বেদের বিশেষ মন্ত্র। গঙ্গাস্নান পর
শ্রাদ্ধ তর্পনাদি অন্তে গৌরাঙ্গ সুন্দর
বেদীর সম্মুখে বসে। ভারতী আদেশে
সন্ন্যাসের অভিষেক মন্ত্রের বিশেষে
করিলে সন্ন্যাসিগণ, মুণ্ডনের তবে
জানান আহ্বান 'কলাধর' নাপিতেরে।
নাপিতে সম্মুখে এসে হয়ে যুক্ত কর
ভয়েতে কম্পিত তার হতেছে অন্তর।
আদেশিলে তা'রে প্রভু করাতে মুণ্ডন,
'কহে কলাধর করি'—করুণ ক্রন্দন
অপরূপ কেশরাশি অতি সুশোভন
সাধ্য নাহি মম তাহা করিতে ছেদন।
শকতি নাহিক মোর হাত দিতে শিরে
এ কর্ম্ম সাধিতে প্রভো বলোনা আমারে।
বিশেষতঃ শির তব হইবে মুণ্ডন
শুনে নরনারী সব করিছে রোদন।
হেন রূপময় কেশ দিব্য সুচিক্কন
কোনো মানবের শিরে হেরিনি কখন।
অপূর্ব্ব সে কেশরাশি করিতে ছেদন
সর্ব্ব নরনারী মোরে করিছে বারণ।'
তারপর প্রভুপদ পরশ করিয়া
কলাধর আপনার শির নোয়াইয়া
কহে, নীচ জাতি আমি হীন ব্যবসায়
পরশি' তোমার শির, যথায় তথায়
সে-কর ছোঁয়াব আমি? অপরাধ তার
করিবে মার্জ্জনা বল করুণাবতার।
তুষ্ট হয়ে কন প্রভু তবে কলাধরে
ত্যজিবে এ-বৃত্তি মোর মুণ্ডনের পরে।
যন্ত্রসব গঙ্গানীরে দিবে বিসর্জ্জন
কৃষ্ণের ইচ্ছায় হবে অভাব পূরণ।
আজি হতে হবে তব নাম হরিদাস
গৃহেতে রহিবে লক্ষ্মী বদ্ধ বারোমাস।
বসে তবে হরিদাস নানা চিন্তা করে,
সুচিক্কণ কেশরাশি মুণ্ডনের তরে
তীক্ষ্ণ ক্ষুর হস্তে নিয়া। কাঁপিছে তাহার
অকারণে সর্ব্ব অঙ্গ—নেত্রে বহে ধার।
হস্ত নাহি বসে শিরে, ভাবিয়া না পায়
কি কারণ; নরনারী করে হায় হায়
চারিপাশে, আর্ত্তনাদ মহাভয়ঙ্কর
'একি কাজ কর তুমি গৌরাঙ্গ সুন্দর'
জনতার মধ্য হতে ডেকে কেহ কয়।
কেহ কহে 'কলাধরে' নাহি তোর ভয়?
হেন দিব্য কেশ রাশি করিলে ছেদন
অবশ্যই অমঙ্গল,— ভেবেছ কখন?

হাহাকার আর্ত্তনাদ, ক্রন্দনের ধ্বনি
স্তম্ভিত হইয়া নর-সুন্দর তখনি।
হেথা আসিয়াছে যত কুলনারীগণ
করিছেন সকলেই অশ্রুবিসর্জ্জন।
নরহরি গদাধর কাঁদিছে সবাই
মহাদুঃখে তাঁহাদের সংজ্ঞা যেন নাই।
নিত্যানন্দ নেত্রবারি নারেন রোধিতে
বেদনায় গড়াগড়ি দিছেন ভূমিতে।
বসিয়া আছেন প্রভু নীরবে আসেন
দৃষ্ট হয় অশ্রুবিন্দু ভারতী নয়নে।
কি বিস্ময়, সন্ন্যাসীরও আসে নেত্রে জল ?
জ্ঞান স্তব্ধ হয়ে রয় হৃদয় বিহ্বল !
যজ্ঞ ভূমি হয় সিক্ত অশ্রুতে সবার
অভিনব চিত্র এই,—চিত্ত-চমৎকার।
কি অপূর্ব্ব লীলাখেলা করেন ঈশ্বর
ভাগ্যবান কলিজীব ; প্রত্যক্ষ গোচর
ত্রিলোকের অধিপতি সাজেন সন্ন্যাসী
সংসারের সর্ব্বসুখ ত্যাগ করে আসি।'
নিবেন বরণ করে কৃচ্ছ্র সাধনায়—
জীবের উদ্ধার ব্রতে—মহা করুণায়।
সমবেত নরনারী সহিতে না পারে
কেশ রাশি ছেদনেরে,—কাঁদে উচ্চৈঃস্বরে।
বিষয় সম্বন্ধ কারো এইখানে নাই
অথচ, সর্ব্বস্ব সবার যেন ধ্বংস হয়ে যায়।
সমবেত নরনারী শোকে মুহ্যমান
মহা বেদনায় তারা হারায়েছে জ্ঞান ;
'হেন সুচিক্কণ কৃষ্ণ কম কেশরাশ
ছেদন করিয়া নিবে কঠোর সন্ন্যাস
এ-দিব্য কিশোর নব'— এই ভাবনায়
সবার হৃদয় যেন ছিন্ন হয়ে যায়।
ঈশ্বর-স্বভাব সর্ব্বজীবে আকর্ষণ,
সহ্য করে মহাদুঃখ করাবে ক্রন্দন
সর্ব্বজীবে। অভিভূত করি বেদনায়,—
স্বয়ং ঈশ্বর ভিন্ন এশক্তি কোথায়
কাহার রয়েছে আর সবারে কাঁদাতে ?
আপনারে সারা বিশ্বে পারে বিলাইতে ?
ব্যক্তি-মানবের দুঃখে কত শক্তি আর
অসংখ্য মানব মন জয় করিবার ?
পুণ্য ভাগীরথীতীরে আশ্রম প্রাঙ্গণে
সমাগত নরনারী হৃদয়-মন্থনে
উদ্ভূত যে অশ্রুধারা ভুবন পাবন
ত্রিলোকে নাহিক তার কোথাও তুলন।
সর্ব্বরূপ ভেদবুদ্ধি হয়ে অপসার
প্রেমপ্রীতিরসে পূর্ণ হৃদয় সবার
সেই মহা প্রেমতীর্থে ; সে-মহা অঙ্গণ
মহাকাল নিজবক্ষে করিয়া ধারন
প্রেম-পিপাসিত জনে দানিবে সান্ত্বনা
যুগে যুগে, অশ্রুরেখা কভু মুছিবেনা।
উঠিয়াছে কোলাহল,—মহাহাহাকার
'কিকর কিকর তুমি ওহে ক্ষৌরকার ?
এমন অমূল্য নিধি সৌন্দর্য্যের খনি
সুকুঞ্চিত অপরূপ অমিয় লাবণী
কেশদাম, নিরমম হইয়া ছেদন
করিয়ো না, আনো আগে মোদের মরণ।'
বন্ধ করে ক্ষৌরকর্ম্ম লাগিলা কাঁদিতে
ক্ষৌরকার,— অবশেষে বসিলা ভূমিতে।
অগণিত মানবের করুণ ক্রন্দন
হেরিয়া মথিতচিত্ত শচীর নন্দন।
সন্ন্যাসী জনেরও নেত্রে ঝরে অশ্রুজল
তখনি গৌরাঙ্গ চাঁদ ভুবন মঙ্গল
নাম কীর্ত্তনের ধ্বনি দিলেন তুলিয়া
অপরূপ ছন্দে তালে নর্ত্তন করিয়া।
উঠিলেন ভূমিছেড়ে প্রভু নিত্যানন্দ
প্রভু মুখ হতে গীত নিল শ্রীমুকুন্দ ;

এমন অপূর্ব্ব ভঙ্গী প্রেম ভাবাবেশে
হেন সুমধুর নৃত্য কোনো কালে দেশে
দর্শন করেনি কেহ। প্রাণ সবাকার
ভুলে যায় বেদনায় ; আনন্দ ধারাব
করেন সৃজন অভিনব পরিবেশে
তৃপ্ত প্রাণ সবাকার আনন্দ উল্লাসে।
কীর্ত্তনের তালে তালে অপূর্ব্ব নর্ত্তন
মুখরিত করি তোলে সমগ্র অঙ্গণ।
অগণিত নরনারী দেহধর্ম্ম ভুলি'
কীর্ত্তনের রসে ছন্দে উঠিছে আকুলি'।
সন্ন্যাসের যজ্ঞ আদি সর্ব্ব আয়োজন
পরিপূর্ণ ;—অপেক্ষিছে আচার্য এখন।
বক্ষে তাঁ'র শোকসিন্ধু উঠিয়াছে দুলি'
বার বার এজিজ্ঞাসা জাগিছে কেবলি'—
শুধু পুত্রসম নহে,—পুত্রেরও অধিক,
পিতা সেজে'—ধিক্ আজি মোরে শত ধিক্,
আপনার হাতে দিতে এসেছি সন্ন্যাস ?
এ হেন সন্তান রত্নে ? এখনো নিঃশ্বাস
বহে পাপ নাসারন্ধ্রে ? এখনো জীবন
রহিয়াছে দেহভারে ? নিখিল ভুবন
হয় নাই অবলুপ্ত নেত্র হতে তা'র
ধরণী এখনো বহে পাপ দেহভা'র !
এ চিন্তা বিঘ্নিত হলো প্রভুর নর্ত্তনে
সাথে সাথে মুকুন্দের মধুর কীর্ত্তনে
হেরেন আচার্য্যরত্ন অগণিত জন
আনন্দে বিস্ময়ে শোকে হয়েছে মগন।
পুরী ও ভারতী গিরি সন্ন্যাসীরা সবে
হইয়া বিস্ময়—স্তব্ধ মহাকলরবে।
বেলা অবসান প্রায়, অস্তাচলে ধীরে
চলেছেন দিনমণি ;—তবে ক্ষৌরকারে
ভারতী ইঙ্গিত দেন। নর-নারায়ণ
গ্রহণ করেন ধীরে আপন আসন।

রহিয়াছে কিছুক্ষণ সবে অন্যমন
এদিকে বহিয়া যায় সন্ন্যাসের ক্ষণ।
অনন্য-উপায় হয়ে তবে ক্ষৌরকার
করে স-অশ্রু কম্পিত হস্তে কর্ম্ম আপনার।
মুণ্ডিত প্রভুর শির করি নিরীক্ষণ
নিত্যানন্দ ভূমে পড়ে হন অচেতন।
গদাধর নরহরি আদি ভক্তগণ
উচ্চৈঃস্বরে সকলেই করিছে ক্রন্দন।
জড়পিণ্ডসম স্থির আচার্য্য শেখব
জ্ঞানবুদ্ধিহীন যেন কঠিন প্রস্তর।
সমাগত ভক্তবৃন্দ কেহ নহে স্থির
বেদনায় মুহ্যমান ঝরে অশ্রুনীর।
বহিল অশ্রুর বন্যা আশ্রম প্রাঙ্গণে
কোনো যুগে ঘটে নাই যাহা কোনোক্ষণে।
ভাগীরথী সমপূত এই অশ্রুধার
সবার অন্তরে আনে প্রেমের জোয়ার।
এ অশ্রু, মানবে দেবতা করে, দেবেরে মানব
অপরূপ শ্রীগৌরাঙ্গ মহিমা বৈভব।
ক্ষৌরকর্ম্ম অন্তে প্রভু করি গঙ্গাস্নান
রক্ত ক্ষৌম নব বস্ত্র করে পরিধান।
চন্দনেতে হয় লিপ্ত সর্ব্বাঙ্গ তাঁহার
শোভে দণ্ড কমণ্ডলু করে আপনাব।
গন্ধপুষ্প মাল্য গলে, যেন বিবস্বান
উদয় অচলে এসে দরশন দান
করিলেন উষাক্ষণে। ঐশ্বর্য্য অপার
সূর্য্য রশ্মিজাল শত করিয়া বিস্তার।
ত্রিজগতে নাহি এইরূপের তুলনা
প্রেমের ঠাকুরে ভিন্ন কভু মিলিবেনা।
অপূর্ব্ব সন্ন্যাসবেশ নিয়া বিশ্বম্ভর
সর্ব্বলোক চমৎকৃত প্রাণ মনোহর,—
বসিলেন যথাবিধি গিয়া যজ্ঞস্থান
ভারতী আসিয়া তাঁরে করিলেন দান

সন্ন্যাসের সেই মন্ত্র ; হরি হরি ধ্বনি
চতুর্দিকে উচ্চারিত হইল তখনি।
মন্ত্রের প্রভাবে প্রেম-সমুদ্র চঞ্চল
হইল গৌরাঙ্গ কৃষ্ণ-প্রেমেতে বিহ্বল।
প্রেমিক সন্ন্যাসী স্থির নাহি রহে আর
নয়নে ঝরিতে থাকে জাহ্নবীর ধার।
আরম্ভ করেন নৃত্য হুঙ্কার গর্জ্জনে
সাথে সাথে মুকুন্দের সুমিত কীর্ত্তনে
বৈকুণ্ঠ করিযা তোলে কাটোয়া নগরে
আনন্দ-সমুদ্র বুকে সকলে সন্তরে।
বিমুগ্ধ সকল শ্রোতা ক্রন্দন মুখর
মহানন্দে নৃত্যরত সন্ন্যাসী সুন্দব।
মহাকাশে দৈববাণী হইল তখন
'শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য নামে' পুরুষ রতন
হইবেন অভিহিত নিখিল ভুবনে
জাগাবে শ্রীকৃষ্ণস্মৃতি এ-বিশ্ব জীবনে।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম করিয়া শ্রবণ
অলক্ষিতে পুষ্পবৃষ্টি করে দেবগণ
অসীম গগন হতে। জয়ধ্বনি করে
প্রণমিয়া ভক্তগণ গৌরাঙ্গ সুন্দরে।
কলরবে পরিপূর্ণ কাটোয়া নগরী
মহাসুখে সন্ন্যাসীরে নেয় বুকে ধরি।
একে একে প্রাঙ্গণেতে ছিল যতজন
প্রভুকে প্রণমে সবে পরশি চরণ।
আজানুলম্বিত দুই বাহু প্রসারিয়া
প্রেমাশ্রু ধারায় সবে আপ্লুত করিয়া
আরম্ভেন মহানৃত্য কপট সন্ন্যাসী
নৃত্যরত হয় সবে কাটোয়া নিবাসী।
প্রভুসহ নিত্যানন্দ আবম্ভে নর্ত্তন
সুরে তালে মিলাইয়া মধুর কীর্ত্তন
করিছে কোকিলকণ্ঠ ভক্ত শ্রীমুকুন্দ
কে বর্ণিবে যজ্ঞস্থলে সে মহা আনন্দ!

নর্ত্তন করিছে সবে জ্ঞান হারাইয়া
ছন্দে ছন্দে, সংসারেরে গিয়াছে ভুলিয়া।
বাল বৃদ্ধ নরনারী আনন্দ মেলায়।
মিলিয়া গিয়াছে যেন ভিন্ন সত্তা নাই।
অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি যথা প্রাণের আদেশে
করে যায় নিজ কর্ম্ম ; সন্ন্যাসীর বেশে
সবাকার প্রাণপ্রভু, যা' তিনি আচরে
অগণিত নবনারী চলে তাহা করে।
ঈশ্বরের মহিমার হেথা নাহি পার
সবারে করান নৃত্য হেন শক্তি কার ?
পিতৃ বাক্যে নাহি শোনে পুত্র মন দিয়া
সন্ন্যাসীর কর্ম্ম সবে যায় আচরিয়া।
সবার অন্তরযামী প্রভু নারায়ণ
পারেন করিতে শুধু অসাধ্য সাধন।
সাধারণ নরনারী বিশেযত নয়
মহাজ্ঞান সন্ন্যাসীরা ? যাঁহারা বিজয়
করেছেন বৃত্তিচয়ে ; আজিকে তাঁহারা
পুরী গিরি আদি মত আর ভারতীরা
আপনার জ্ঞান বুদ্ধি বিস্মৃত হইয়া
নাচেন গৌরাঙ্গ সাথে আনন্দে মজিয়া।
মন হতে অভিমান হইলে বিলয়
হয় অন্তরেতে প্রেম ভক্তির উদয়।
জ্ঞানীর অহং বোধ কভু নাহি ঘুচে
নিজেরে উপরে রেখে সবে নেয় নীচে।
প্রেম ভক্তিরস মধু মাধুর্য্য উল্লাসে
জ্ঞানিজন সহযোগ কদাচিৎ আসে।
আজি নব সন্ন্যাসীর প্রেমের খেলায়
না জানি কি যাদুমন্ত্রে সবারে নাচায়
ভারতী পুরী ও গিরি জ্ঞান হারাইয়া
প্রেমিক সন্ন্যাসী সাথে চলেন নাচিয়া।
'অভিমানী পণ্ডিতেরা নারে বিশ্বসিতে
মহাজ্ঞান সন্ন্যাসীরা পারে কি নাচিতে ?

সর্ব্ব অসম্ভব আজি গৌরাঙ্গ কৃপায়
চলিয়াছে সত্য হতে—বিস্ময় যে নাই।
এ মহা আনন্দ জ্ঞানী লভেনি জীবনে
শ্রেষ্ঠ পরমার্থ এই প্রেম ভক্তি ধনে।
কলিভাগ্য গুণে তাই নর নারায়ণ,
চলেছেন উদ্ধারিতে জ্ঞানি-গুণিজন।
কাটোয়া নিবাসী সবে বিস্মিত হইয়া
চলেছে করিয়া নৃত্য সকল ভুলিয়া।
এই নৃত্য মহোৎসবে কাটোয়া নগরী
হইলা সাক্ষাৎ যেন শ্রীবৈকুণ্ঠপুরী।
জীবের পরম ভাগ্য,—ধন্য মহাকলি,
প্রণমিছে মহাকাল দুইবাহু তুলি'।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

শান্তিপুর পানে নবীন সন্ন্যাসী

সন্ন্যাস গ্রহণ অন্তে ভারতী আজ্ঞায়
করেন গুরুর সঙ্গ রহি' কাটোয়ায়
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু। নবীন সন্ন্যাসী
দিব্য তেজে সর্ব্ব অঙ্গ যাইতেছে ভাসি।
পুরীও ভারতী গিরি গুরু গোষ্ঠী সঙ্গে
কাটান দিবসরাত্র কৃষ্ণ কথারঙ্গে।
সাথে সাথে মুকুন্দের চলিছে কীর্ত্তন
মুখরিত মহানন্দে আশ্রম-প্রাঙ্গণ।
কীর্ত্তন আনন্দে মগ্ন রয়েছে সবাই
চৈতন্যের সাথে সাথে ভারতী গোঁসাই
উভয়ে উভয় হস্ত ধরে নৃত্য করে
অপূর্ব্ব বিচিত্র দৃশ্য কণ্টক নগরে।
পুরী গিরি কীর্ত্তনেতে নৃত্য করে সঙ্গে
দুই নেত্রে বহে ধারা সিক্ত করে অঙ্গে।
বেদ-অধ্যয়ন আর জ্ঞানের চর্চ্চায়,
কাটে যাঁরা রাত্র দিন অদ্বৈত চিন্তায়,
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য সঙ্গে নৃত্য করে তাঁরা,
নামের মাধুর্য্য রসে হয়ে আত্মহারা।
পরম বিস্ময়ে সবে হেরিছে নয়নে
পুরী গিরি ভারতীরা আবিষ্ট কীর্ত্তনে
চলেছেন নৃত্য করে অসহ-পুলকে
মানস গগন পূর্ণ চৈতন্য-আলোকে।
প্রভাতে শ্রীগুরু পদে চাহিলে বিদায়
শ্রদ্ধায় প্রণাম করি চৈতন্য গোঁসাই।
দুইহাতে তাঁহাকে নিজ বক্ষোমাঝে নিয়া
ভারতী কহেন কেঁদে, তোমাকে ছাড়িয়া
কেমনে জীবন আমি করিব ধারণ
তুমি যে জীবনে মম,—শ্রেষ্ঠতম ধন।
তোমার বিচ্ছেদ ভয়ে কাঁপিছে হৃদয়
অদ্বৈত সাধনে তাহা নিভিবার নয়।
গুরুবুকে শ্রীচৈতন্য ; ঝরিছে নয়ন
ভারতীও সাথে সাথে করিছে ক্রন্দন।
গুরুশিষ্য উভয়ের প্রেম বিনিময়
দর্শনে সবার চিত্ত দ্রবীভূত হয়।
এমন অপূর্ব্ব চিত্র অমর অক্ষয়
রহে ভক্তগণ চিত্তে—করি কাল জয়।
ভারতী কহেন কেঁদে শ্রীচৈতন্যে শেষে
স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি, ধরাতলে এসে
আপামরে প্রেমধর্ম্ম করিয়া প্রচার
কলির পতিত জীবে করিতে উদ্ধার।
শিখাইতে গুরুভক্তি জগতের জনে
করিলে আমাকে গুরু সন্ন্যাসের ক্ষণে।
তুমি গুরু জগতের, কেবা গুরু তব ?
প্রেমিক সন্ন্যাসী তুমি অতি অভিনব।
বুঝিলাম তোমা আমি তব করুণায়
অন্তিম সময়ে যেন তব দেখা পাই !
শুনে ভারতীর বাক্য প্রভু শ্রীচৈতন্য
রহেন নীরব হয়ে মনে মানে ধন্য।

প্রদক্ষিণ অন্তে গুরুপদে প্রণমিয়া
চলিলেন শ্রীচৈতন্য বিদায় লইয়া।
 কৃষ্ণ প্রেমোন্মত্ত প্রভু চলেন ছুটিয়া
কাটোয়া নগরবাসী তাঁহাকে ঘিরিয়া।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যে তারা যেতে নাহি দিবে
ভারতী আশ্রমে তাঁকে ধরিয়া রাখিবে।
না পারেন প্রভু আর বিলম্ব সহিতে
শ্রীকৃষ্ণের সাথে শীঘ্র হইবে মিলিতে।
ব্রজ ভাবরসে মন আছে ভরপুব .
'জিজ্ঞাসা কেবল বৃন্দাবন কতদূর ?'
বসে যমুনার কূলে ডাকিছে কানাই
কহিছেন প্রভু মনে,—'এই আমি যাই'।
অথচ নগরী এবে মহাবিঘ্ন হয়ে
রহিয়াছে চতুর্দিকে তাঁহাকে ঘিবিয়ে।
সামান্য বন্ধন নহে ছিঁড়িয়া ফেলিবে
প্রেমের বন্ধন এ যে, কেমনে ত্যজিবে ?
কেহ জানিত না তাঁকে দুইদিন আগে
নাহি ছিল পরিচয়। প্রেম-অনুরাগে
ঈশ্বরের স্বভাবজ মহা আকর্ষণে
রয়েছে সকলে বদ্ধ অজ্ঞাত কারণে
শ্রীচৈতন্যরূপ সুধা, বাক্য সুধা আর
অভিনব আস্বাদনে মাধুর্য্য অপাব।
মধুমত্ত ভৃঙ্গসম লুব্ধ হয়ে তাবা
করিছে ঈশ্বর সঙ্গ হয়ে আত্মহারা।
 নবীন কিশোর প্রভু প্রেমিক সন্ন্যাসী
জাহ্নবী ধারায় বক্ষ যাইতেছে ভাসি'।
অমৃত মধুর বাক্যে সম্ভাষিয়া সবে
কহিলেন কৃপাময় শ্রীচৈতন্য তবে
'তোমরা সকলে সদা নিবে কৃষ্ণ নাম
নাহি প্রয়োজন হেথা জাতিকুলধাম।
শ্রীকৃষ্ণ জগদ্গুরু, কৃষ্ণ সর্ব্বপ্রাণ
আপন জীবন মন কর তাঁকে দান।
গার্হস্থ্য আশ্রমে রহি' স্বকার্য্য সাধিয়া
চলিবে অন্তরে নাম জপিয়া জপিয়া
ঘটিবে সর্ব্বার্থ সিদ্ধি পূর্ণ মনস্কাম
এই আশীর্ব্বাদ মম যাও নিজ ধাম।'
এ বলিয়া মত্তসিংহসম প্রভু ছুটে
কৃষ্ণ কৃষ্ণ ধ্বনি মাত্র আছে ওষ্ঠ পুটে।
ঈশ্বর বিরহে সবে ভূমিতে লুটায়
সিক্ত হয় সর্ব্ব অঙ্গ নয়ন ধারায়।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলে ভারতী তখন
প্রভুর পশ্চাৎ দ্রুত করেন গমন।
'কহেন না রব হেথা নিব তব সঙ্গ,
কাটাব জীবন, নিয়া কৃষ্ণ কথা রঙ্গ'।
বার্দ্ধক্য শিথিল অঙ্গ চলিতে নাবিয়া
ফিরেন আশ্রমে শেষে কাঁদিয়া কাঁদিয়া।
 নরহরি গদাধর আচার্য্য শেখর
নিত্যানন্দ শ্রীগোবিন্দ হইয়া তৎপর
প্রভুব কৌপীন গীতা করঙ্গ লইয়া
প্রভুর পশ্চাৎ দ্রুত চলেন ছুটিয়া।
 বার্দ্ধক্যে আচার্য্য রত্ন নারেন চলিতে
দ্রুতবেগে, অকস্মাৎ পড়েন ভূমিতে।
সহসা ফিরিয়া প্রভু আচার্য্যেরে নিয়া
লইয়া আপন বক্ষে, কহেন কাঁদিয়া
'যাও নবদ্বীপে তুমি, কবে সকলেরে
চলিলাম আমি কৃষ্ণ-সন্ধানের তরে
বৃন্দাবনে। সবে যেন নেয় কৃষ্ণনাম
কহিবে সবারে হবে পূর্ণ মনস্কাম।
তুমি মোর পিতা আমি তোমার হৃদয়ে,
না করিয়ো দুঃখ, রব, সকল সময়ে'।
এ বলিয়া প্রভু তাঁকে করি শক্তিদান
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে দ্রুত করেন প্রস্থান।
 প্রেমভক্তি শূন্য রাঢ়ে নাম বিলাইতে
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যান অরণ্যের পথে।

নানা বৃক্ষ সুশোভিত গহন প্রান্তর
লতাগুল্ম নিষেবিত দৃশ্য মনোহর।
বিচরিছে নানাবিধ বন্য জন্তু তা'য়
সহজ স্বচ্ছন্দভাবে কোনো ভয় নাই।
আনন্দ লভেন প্রভু দৃশ্য দরশনে
উর্দ্ধপুচ্ছে ধেনুবৃন্দ ছুটিছে কাননে
মহানন্দে ; বৎসগণ পশ্চাৎ গমনে
বৃন্দাবন স্মৃতিচিত্র জাগে প্রভু মনে।
প্রেমাবেশে তবে প্রভু নৃত্য করে চলে
হুঙ্কার গর্জ্জনে আর দুই বাহু তুলে।
বন্যজন্তুগণ মুগ্ধ হইয়া তখন
প্রভুব শ্রীমুখপানে করে নিরীক্ষণ।
নাহি জাগে হিংসা কারো প্রভুর ইচ্ছায়
শ্রীচৈতন্য দরশন, ব্যর্থ নাহি যায়।
বৃন্দাবন স্মৃতিরসে রয়েছে ডুবিয়া
প্রভুর হৃদয় মন, গিয়াছে ঢাকিয়া
অন্যস্মৃতি, নিয়া মুখে যান কৃষ্ণনাম
'হবে কবে দরশন বৃন্দাবন ধাম'
এই বাক্য মাঝে মাঝে। চলে অনাহারে
অনিদ্রায় সুদুর্গম অরণ্য কান্তারে।
একদিন দুইদিন নাহিক বিশ্রাম
চলেছে ভ্রমণ শুধু নাহিক বিরাম।
দুইদিন হলো শেষ তৃতীয় দিবসে
নিত্যানন্দে কন প্রভু, ভক্তিহীন দেশে
'শ্রীপাদ আমাকে কেন আনিলে টানিয়া
শুনিতে কৃষ্ণের নাম পিপাসিত হিয়া
রয়েছে উন্মুখ হয়ে ; ভাগ্যদোষে হায়
কারো মুখে কৃষ্ণ নাম শুনিতে না পাই।
প্রেম সুধা মাখা মোর মধু কৃষ্ণ নাম
বল আর কতদূর বৃন্দাবন ধাম।
ক্ষণমাত্র রহিবারে হেথা ইচ্ছা নাই,
হৃদয় বিদীর্ণ কৃষ্ণ-বিচ্ছেদ-ব্যথায়'।

শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে প্রভু বসে বৃক্ষতলে
নিত্যানন্দ শ্রীগোবিন্দ মুকুন্দ সকলে
উপবিষ্ট প্রভু পাশে ; কাতর শ্রীমুখে
রয়েছে চাহিয়া সবে বেদনার্ত্ত চোখে।

এ সময় অদূরেতে প্রভুর ইচ্ছায়
রাখাল বালক কণ্ঠে নাম শোনা যায়
'হরিবোল হরিবোল' বলে বার বার
নৃত্য করিতেছে এক গোপের কুমার।
বৎসেব সহিত ধেনু করে বিচরণ
চারিপাশে সুবিশাল নিবিড় কানন।
বৃন্দাবন স্মৃতি পুনঃ প্রভু মনে ভাসে
চঞ্চল হইয়া প্রভু আনন্দ উল্লাসে
ভাবের আবেগে স্থির রহিতে নারিয়া
যান বালকের পাশে ত্বরায় ছুটিয়া।
আনন্দে বালকগণ প্রণমে প্রভুরে
রহে মুখপানে চেয়ে বিমুগ্ধ অন্তরে।
হেন অপরূপ রূপ হেরে নাই তারা
আনন্দে বিহ্বল সবে হয়ে আত্মহারা
প্রভুকে ঘিরিয়া রহে। শির স্পর্শ করি
সকল বালকে কন শ্রীচৈতন্য হরি
'উপোসী শ্রবনে মোর শোনাইলে নাম
হইলে আজিকে সবে মহানন্দ ধাম।
কৃপা করিবেন কৃষ্ণ তোমা সবাকারে
বল, মম বৃন্দাবন আর কত দূরে ?'
শ্রীপাদের ইশারায় বালকেব গণ
কহিল প্রভুকে ; দেখা যায় বৃন্দাবন
পূর্ব্বদিকে, অঙ্গুলিতে ইঙ্গিত করিয়া'
চলেন সেদিকে প্রভু আনন্দে নাচিয়া।

স্বাধীন স্বতন্ত্র প্রভু জগত জীবন
সর্ব্বশক্তিমান তিনি অতীত-বন্ধন,
ইচ্ছামাত্র হয় সিদ্ধ অভিলাষ তাঁর
অচিন্ত্য শকতি মান বিশ্বমূলাধার।

তিন দিন অনাহারে জননী, ঘরণী
নবদ্বীপে বদ্ধগৃহে পড়িয়া অমনি।
'হা গৌর' জননী, আর 'নাথ' বিষ্ণুপ্রিয়া
ডেকে ডেকে রাত্রদিন অশ্রুবিসর্জ্জিয়া
মাগিছে ক্ষণিক লাগি' তাঁ'র দরশন,
আত্মমন সর্ব্বস্ব করিয়া অর্পণ।
কাঁদিয়া কাঁদিয়া উভে চেতনা হারায়
হয়ে অচৈতন্য ভূমে গড়াগড়ি যায়।
পাষাণও বিদীর্ণ হয় দশা দরশনে
অশ্রু-করুণ চিত্র না যায় বর্ণনে।
ভক্তগণও অনাহারে রয়েছে পড়িয়া
কোথায় লুকালে প্রভু, বলিয়া বলিয়া।
সবারে উপেক্ষি' প্রভু যেতে নাহি পারে
এমন পাষাণ প্রভু হবে কি প্রকারে।
করুণার প্রস্রবণ প্রেম অবতার
পুষ্প সম সুকোমল হৃদয় তাঁহার।
প্রেমময় ভগবান প্রেমের বন্ধনে
দিয়াছেন স্ব-স্বীকৃতি। আপনার জনে
দেন দুঃখ, জগতের কল্যাণের তরে
মানব বিগ্রহ নিয়া প্রতি অবতারে।
অনাহারে অনিদ্রায় রহি ভগবান
করিছেন সরবত্র কৃষ্ণের সন্ধান।
জননীর ঘরণীর—ভকত জনের
সরবস্ব প্রাণ গৌর সর্ব্ব নয়নের—
শ্রীগৌরাঙ্গ মধ্যমণি, নবদ্বীপ ধামে
অর্পিছে আপনা যারা শ্রীগৌরাঙ্গ নামে
তাঁদের প্রাণের আর্ত্তি আর আকর্ষণে
চলেছেন শ্রীগৌরাঙ্গ শান্তিপুর পানে।
জাগিতেছে মার কথা আর ঘরণীর,
জাগে ভক্তগণ স্মৃতি, ঝরে অশ্রুনীর
পুণ্ডরীক সমনেত্রে। চিত্র সবাকার
জাগ্রত হইয়া মনে আনে হাহাকার।

কিন্তু কি করেন প্রভু উপায় যে নাই
জীবের উদ্ধার হেতু সন্ন্যাস যে চাই।
বর্জ্জিয়া সংসার সুখ, দুঃখের বরণে
কঠোর কঠোরতম এ কৃচ্ছ্র সাধনে
ব্রতী তিনি; যদি জীব শান্তি সুখ পায়
অর্পে আপনারে মহানাম সাধনায়।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে প্রভু প্রদোষ সময়
এসে ভাগীরথী তীরে হ'লেন উদয়।
তবে আচার্য্যরত্নেরে ডেকে একান্তে গোপনে
কহিলেন নিত্যানন্দ,—যান এই ক্ষণে
অদ্বৈত ভবনে ত্বরা,—প্রভু আগমন
সংবাদ দানিয়া তাঁ'রে কন এইক্ষণ
প্রভুকে লইতে আসে শীঘ্র নৌকা নিয়া
গৃহকর্ম্মে, তিলমাত্র গৌণ না করিয়া।
তারপর এসংবাদ যেয়ে নবদ্বীপে
জানাবেন ত্বরা শচীমায়ের সমীপে।
তাহার পরেতে যাহা হয় করিবার
সকলি করিব আমি নাহি চিন্তিবার।
ব্রজভাবরসে প্রভু নিমগ্ন অন্তর
ভাগীরথী নীরে স্নান করি অতঃপর
তিনদিন অনিদ্রায় আর অনাহারে
কাটাইয়া, আপনারে যমুনার তীরে
মনে ভেবে গোবিন্দের ভজন পূজনে
লভিতে আনন্দ সুধা,—যমুনা পুলিনে
বসিলেন আর্দ্রবস্ত্রে, সুনিবিড় ধ্যানে,
বৃন্দাবন স্মৃতি ভিন্ন অন্য নাহি প্রাণে।
'যমুনার তীরে শোভা পায় বৃন্দাবন
ধ্যানের আবেশে প্রভু সুধান তখন
নিত্যানন্দে, কেন তার দেখা নাহি পাই
কহিলেন নিত্যানন্দ, অবশ্য তোমায়
দেখাইব বৃন্দাবনে, যমুনার তীরে
ধৈর্য্য তুমি ধর আগে আপন অন্তরে।

ইহা শুনে মনে প্রভু আনন্দ লভিয়া
যুক্তকরে যমুনারে কন প্রণমিয়া
'শ্রীকৃষ্ণের প্রেমপাত্রী সবিতৃ নন্দিনী
ব্রহ্মময়ী দেবী তুমি সলিল রূপিণী
অপরূপা পূত কর কৃপা বিতরণে
সফল হইনু আজি তোমা দরশনে।'
ধ্যান অন্তে আসে ফিবে স্বল্প বাহ্যজ্ঞান
ব্রজভাব পূর্ণ মনে ; শ্রীপাদে সুধান
আচার্য্য হেথায় তুমি আজি কি কারণ ?
কহিলেন নিত্যানন্দ, যাব বৃন্দাবন
তব সাথে ; শুনে প্রভু আনন্দে বিভোর
মহাসুখে দুনয়নে ঝরে অশ্রুলোর।
এ সময় শ্রীঅদ্বৈত লইয়া তরণী
আসেন গঙ্গার ঘাটে, দেখেন তখনি
মুণ্ডিত মস্তক প্রভু, হিরণ্যবরণ
উপবাসে ক্ষীণঅঙ্গ প্রদীপ্ত নয়ন।
বিচ্ছুরিত দিব্যকান্তি শ্রীঅঙ্গ হইতে
অর্দ্ধনগ্ন দেহ স্থির বসিয়া তটেতে।
'অদ্বৈতের মনে জেগে উঠে হাহাকার
কোথা সে চিক্কণ কেশ গৌরাঙ্গ আমার
রাজপুত্র সম যাঁর অঙ্গের বৈভব
বসনের ভূষণের অপূর্ব্ব গৌরব,
নাহি সে দেহেতে আর, সর্ব্ব আভরণ
বিমুক্ত শ্রীঅঙ্গ আজি বিস্ময়-শোভন
ধ্যানমৌন নিমীলিত যুগ্ম শ্রীনয়ন
হেমদণ্ড সমদেহ বিকীর্ণ কিরণ'।
এই ভেবে নৌকাহতে উঠে সীতাপতি
প্রভুর চরণদ্বন্দ্বে জানান প্রণতি
পদতলে রেখে শির ; করেন ক্রন্দন
কি বিচিত্র রূপে নাথ দিলে দরশন
বলিয়া জানান আর্ত্তি। খুলিয়া নয়ন,
কন প্রভু সবিস্ময়ে,—তোমরা এখন
কি কারণে কহ হেথা ? বল বৃন্দাবন
কতদূরে, ত্বরা আমি করিব গমন'।
ব্রজভাবপূর্ণ মনে, ক্ষণে বাহ্যজ্ঞান
জাগে, পরে লুপ্ত, নারহে সংজ্ঞান।
প্রভুর আন্তর ভাব অদ্বৈত বুঝিয়া
কহেন চরণে পড়ি' কাঁদিয়া কাঁদিয়া
অযোগ্য সেবকে তব অধম পামরে,
গিয়াছ ভুলে কি নাথ তোমার নাড়ারে ?
সম্মুখে রয়েছে গঙ্গা কল প্রবাহিনী
বক্ষে অমৃতের ধারা মধু নিস্যন্দিনী,
অধম অদ্বৈত আমি ; আমার ভবনে
এসেছি তোমারে নীতে, দাসেরে যেখানে
আগে করিয়াছ কৃপা পদধূলি দিয়া
আসিয়াছি নিতে তোমা তরণী লইয়া।
অদ্বৈত বাণীতে প্রভু পান বাহ্যজ্ঞান।
বাহু প্রসারিয়া দেন আলিঙ্গন দান
প্রিয় তাঁর আচার্য্যেরে ; স্মিতহাস্যে কন
চেয়ে নিত্যানন্দ পানে, এই বৃন্দাবন—
আনিলে আমারে তুমি পথ ভুলাইয়া
গঙ্গাতীরে। বুঝিলাম, সন্ন্যাসী বলিয়া
যথার্থ ব্যক্তিরে ভার করিনু অর্পণ
গঙ্গাতীরে এসে বলে এনু বৃন্দাবন।
দেখাইলে ভাগীরথী বলিয়া যমুনা
শ্রীপাদ আমারে তুমি করিলে ছলনা,
বিচারের ভার এবে দিনু আচার্য্যেরে
উপযুক্ত শাস্তি তিনি দিবেন তোমারে।
কহিলেন নিত্যানন্দ প্রভুকে হাসিয়া
বর্জ্জন করেছ ক্ষুধা সন্ন্যাসী হইয়া
আনন্দের আস্বাদনে তন্ময় হৃদয়
সামান্য ক্ষুধার স্থান সেথা নাহি হয়।
তিন দিন অনাহারে মোরা ম্রিয়মান
সীতানাথ, আমাদেরে কর অন্নদান

প্রাণরক্ষা হোক অগ্রে, পরেতে বিচার
হইবে বিধান যাহা ভয় কিবা তার!
এসেছেন সীতানাথ চলে শান্তিপুরে
গেলে কাটোয়ায় প্রভু নবদ্বীপ ছেড়ে।
জানিতেন তিনি, প্রভু নিবেন সন্ন্যাস
আসিবেন হেথা, তাই নিয়া বহির্ব্বাস
এনেছেন সঙ্গে করে, এবে তাহা নিয়া
প্রভুর শ্রীঅঙ্গে যত্নে দেন পরাইয়া।
কহেন ক্রন্দন করে, স্বর্ণ অঙ্গে তব
সাজায়েছি বহুমূল্য আভরণে নব
আজি, সামান্য এ বহির্ব্বাসে তোমা আবরিয়া
অন্তরে শোকের বহ্নি দিনু জ্বালাইয়া।
সকরুণ আর্ত্তনাদে তবে সীতানাথ
প্রভু চরণে পুনঃ করি প্রণিপাত
তুলিয়া আনেন তাঁকে তরণীর 'পরে,
চলিল তরণী ধীরে ধীরে শান্তিপুরে।
ঘাটে রমণীরা মিলি শঙ্খ বাজাইয়া
কৃপানিধি শ্রীচৈতন্যে নিলেন বরিয়া।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ
প্রভুর বিরহে নদীয়া

কান্তবক্ষে সুখসুপ্তা হেরিছে স্বপন
মহাসুখে বিষ্ণুপ্রিয়া; মুক্তপ্রাণ মন
খুলিয়া গিয়াছে তাঁর হৃদয় দুয়ার
অপরূপ দৃষ্টিলাভ হয়েছে তাঁহার।
অমর্ত্ত্য লোকের এক যাদুর পরশে
সকল ইন্দ্রিয় মন বিপুল হরষে
মাতিয়া উঠিছে আজি। এ-অন্তভুবন
অপরূপ সুধা মাখা গগন পবন।
দক্ষিণ পার্শ্বেতে তাঁর নর নারায়ণ
ধ্যান মৌন পূর্ব্ব আস্য স্থির দুনয়ন।

সম্মুখে চলিছে বহি' তীব্র স্রোতস্বিনী
ভীমা ভয়ঙ্করী মহাকলনিনাদিনী।
তা'তে, অসহায় নরনারী চলিছে ভাসিয়া
ক্ষুদ্র তৃণখণ্ডসম উঠিয়া পড়িয়া।
নিজেরে করিতে রক্ষা হতে নদীপার
আকুল আগ্রহে চেষ্টা রয়েছে সবার।
কিন্তু সাধ্য নাহি কারো নদী উত্তরণে
মহাকালরূপী কলি আশ্রয় কারণে,—
দেখায়ে এ মহাদৃশ্য অঙ্গুলি সঙ্কেতে
প্রিয়াজীরে নারায়ণ লাগেন কহিতে,
'মহাকাল সিন্ধু বুকে শোন হাহাকার
অনন্ত গগন ভেদি উঠিছে দুর্ব্বার।
অগণিত নরনারী মাগিছে করুণা
জননীর, নাহি দিবে তাঁদেরে সান্ত্বনা?
মহাশক্তি মতী তুমি জগজ্জননী
দুর্গত সন্তানগণে সুখ বিধায়িনী
কালের লাঞ্ছনা হতে তাদেরে উদ্ধার
কে করিবে এই বিশ্বে তুমি ভিন্ন আর?
কহ দেবি, আপনার স্ব-রূপে চিন্তন
কর এবে, নব রূপ করিয়া ধারণ
কেন অবতীর্ণ বল এই কলিকালে
লুপ্ত প্রায়-মনুষ্যত্ব মানব সকলে
প্রেমভক্তি প্রভাবেতে মানবত্ব দান
করিবারে ব্রত এই আদর্শ মহান।
নিপতিত কালবক্ষে মনুষ্যত্বহীন
লোভ মোহাচ্ছন্ন আর আদর্শ বিহীন
ভোগোন্মত্ত পশুসম করিছে চিৎকার
'জননি, আমরা চাহি করুণা তোমার'।
করুণা রূপিণী দেবী শিবা বিষ্ণুপ্রিয়া
সকরুণ অর্ত্তনাদে বিগলিত হিয়া
পতিত উদ্ধার ব্রত গ্রহণ করিতে
মানব কুলের এই দুঃখ নিবারিতে

কহিলেন প্রাণকান্তে ; জানি দয়াময়
তোমারি ইঙ্গিতে বিশ্বে সৃষ্টিস্থিতিলয়
ঘটিতেছে নিরন্তর। সর্ব্বজ্ঞ মহান
চাহিছ পতিতে দিতে মানবতা জ্ঞান।
নিব অংশ আমি তা'তে, দুঃখ নিবারণে
দিব মম সর্ব্বশক্তি, তব, আদেশ পালনে
মহানন্দে নারায়ণ সম্ভাষি প্রিয়ারে
কহিলেন, তুমি মহামানব উদ্ধারে
হবে মম নিত্যসাথী, আগে জানিতাম
শুনে বাণী সুচিস্মিতে তৃপ্তি লভিলাম।
যুগে যুগে মানবের কল্যাণ সাধনে
তুমিই দিয়েছ শক্তি রহি মোর সনে।
এবারেও সর্ব্বরূপে দিলে আপনায়,
কলিজীব মহাভাগ্যে, আর ভয় নাই।'

এবলিয়া নারায়ণ হন অন্তর্দ্ধান
উষাক্ষণে বিষ্ণুপ্রিয়া ফিরে পেয়ে জ্ঞান
হেরেন পাশেতে তাঁর নাহি প্রিয়তম
জাগে মনে স্বপ্ন স্মৃতি অতি নিরমম।
বিদ্ধ হয় শল্য শত কোমল হিয়ায়,
এই ছিল পাশে মম, এই দেখি নাই।

নারেন সহিতে তিনি এই শোক ভার
চকিতে মানসে এসে ঘন অন্ধকার
বিলুপ্ত করিয়া দেয় সকল স্মৃতিরে
ডুবে যান বিস্মৃতির অতল গভীরে।
অচৈতন্য অবস্থায় দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া
র'ন বহুক্ষণ পড়ে ; না আসে ফিরিয়া
দেহে প্রাণ,—সুকঠিন প্রস্তর সমান
ভূমিতে পড়িয়া তিনি, নাহি যেন প্রাণ।
কাঞ্চনের সেবা ফলে বহুক্ষণ পর
আসে দেহে ফিরে প্রাণ ; ফুটে কণ্ঠস্বর
'বল সখি গেল কোথা মোর প্রাণনাথ
কিষে মহাসুখে আমি কাটাইনু রাত।
করিলাম পদসেবা মনপ্রাণ দিয়া
দাসীরে করেন ধন্য --সেবা তা'র নিয়া।
পরে মহাসুখ স্বপ্নে ছিনু অচেতন
অপূর্ব্ব স্বপন এক করিনু দর্শন
কহিছেন কান্ত মোকে ; 'জীবের উদ্ধারে
আমাকে যাইতে হবে ত্যজিয়া সংসারে।
ত্যাগ বৈরাগ্যেরে তুমি করিবে গ্রহণ
তবে যদি হয় জীব-উদ্ধার-সাধন।
পতিতের অন্য কোন মুক্তি পথ নাই,
না পারি রহিতে স্থির জীবের ব্যথায়।
বল সখি নারী আমি কি শকতি ধরি
এই মহাব্রতে আমি বরিতে কি পারি ?
কান্তের বিরহ-তপ্ত বিশুষ্ক জীবন
বল সখি কি প্রকারে করিব ধারণ ?
ক্ষণ আজি মোর কাছে যুগান্তের প্রায়
অচল যেন গো কাল মহাবেদনায়।
মর্ম্মমূলে সখি মোর কি মহা যাতনা
বিচ্ছেদ দহনে ক্ষিন্ন দেহ রহিবে না।

তখন কাঞ্চনমালা কহিল সখিরে
নিষ্ঠুর বিধাতা, আমি নিন্দিব তাহারে।
জননীর কথা তুমি ভেবেছ কি মনে
অস্তমিত চন্দ্রমার এ অন্তিমক্ষণে
কিরূপে তাঁহাকে তুমি দানিবে সান্ত্বনা
মনে হয় জননীর প্রাণ রহিবে না।
স্মরণ মাধ্যমে তুমি লভিবে তাঁহাকে
জীবনের প্রতিক্ষণে কর্ম্মের আলোকে,
মন বুদ্ধি ভাবনার সাহায্য লইয়া
পাবে প্রাণ কান্তে তুমি স্মরণে আনিয়া।
সমগ্র ইন্দ্রিয় যাঁ'র দুর্ব্বল শিথিল
শূন্য সম যাঁর কাছে এবিশ্ব নিখিল,
পাশে বসে এই শূন্যে দিত সার্থকতা
যেই জন, একমাত্র দেহে প্রাণ যথা,—

তাঁহাকে হারায়ে মাতা কেমনে বাঁচিবে
নির্ব্বাণ-উন্মুখ দীপে কেবা তেল দিবে ?
তাই নিজ চিন্তা তুমি না করিয়ো আর,
জননী কিরূপে বাঁচে ব্যবস্থা তাঁহার
কর আগে, পরে করো আপন চিন্তন,
শোকদগ্ধ জননীর শোক নিবারণ
সর্ব অগ্রে, তব কথা বিচারিব পরে—
কি অগ্নি জ্বালিয়া গেল গৌরাঙ্গ সুন্দরে।

প্রভাতে জাগিয়া মাতা পুত্রে না হেরিয়া
শয্যায় মূর্চ্ছিতা হেরি বধূ বিষ্ণুপ্রিয়া
পূর্বকথা জননীর হইল স্মরণ
প্রাণের নিমাই তাঁর সন্ন্যাস গ্রহণ,
মানসে বর্জ্জন আজি করিল সংসার,—
দেখায়েছে যেই পন্থা অগ্রজ তাহার।
'বুঝিলাম ভাগ্যে মম পুত্রসুখ নাই
সারাটি জীবন শুধু শোক বেদনায়,
কাটায়ে যাইতে হবে, এ নিয়তি মোর'—
দ্বারে অর্দ্ধমৃতা মাতা ঝরে অশ্রুলোর।

'সকল ঐশ্বর্য্য মম ছিল এতোদিন
আজি আমি সর্ব্বহারা নাহি কোনো চিন্
ঐশ্বর্য্যের, অনাথিনী চির অসহায়
এ জগতে আমি একা, কেহ মোর নাই।
গ্রামবাসী নরনারী সকলে আমারে
জানাত আন্তর শ্রদ্ধা বহু সমাদরে,
আজিকে করিবে মোরে সবে অনাদর—
সর্ব্বশ্রদ্ধামূলে ছিল মোর বিশ্বম্ভর।
আজি আমি সর্ব্বত্রই পাত্র করুণার
কিবা প্রয়োজন শূন্য-জীবনে আমার ?
দুর্ভাগ্য-পশরা মম শিরেতে লইয়া
চলিতে হইবে পথ। অবজ্ঞা করিয়া
যাবে মোকে সর্ব্বজন,—মরণ অধিক,
বিফল জীবনে মম ধিক্ শত ধিক্'

ভাবিতে ভাবিতে মাতা সংজ্ঞা হারাইয়া
রয়েছেন জড়ীভূতা, ভূমিতে পড়িয়া।

প্রভু-গৃহ-ত্যাগবার্ত্তা প্রতি ঘরে ঘরে
তড়িতের মত ব্যাপ্ত সমগ্র নগরে।
প্রভুসঙ্গ সুখে সবে আছিল মজিয়া
আনন্দের সিন্ধুবক্ষে নাচিয়া নাচিয়া,
কারে দুঃখ বলে তাহা না জানিত তারা
শ্রীগৌরাঙ্গ সঙ্গ-সুধারসে মাতোয়ারা।
রাসের উৎসবে গোপ বধূরা যেমন
দেহ গেহ সবি তারা হয় বিস্মরণ।
তাব পব অন্তর্হিত হইলে কানাই
সর্ব্বসুখ রূপান্তর লভে বেদনায়।
তেমনি গৌবাঙ্গ নাহি নবদ্বীপে আর
এ-বাণী পশিল যবে শ্রবণে সবার,
প্রভাতে তপনোদয়ে ; তাদের নয়ন
হেরে অস্তমিত ওই তরুণ তপন।
আচ্ছন্ন নগরী ঘন কৃষ্ণ অন্ধকারে
গগন পবন পরিপূর্ণ হাহাকারে।
নয়ন হইল অন্ধ, শ্রবণ বধির
কম্পিত হইতে থাকে সমগ্র শরীর।
পদক্ষেপ-শক্তি যেন কারো আর নাই
নিয়া গেছে সর্ব্বশক্তি প্রাণের নিমাই।
জিজ্ঞাসিবে কি হইল ? কোথা পাবে ভাষা,
শ্রীগৌরাঙ্গ সাথে সাথে গেছে সর্ব্ব আশা।
যে-যোগাত মুখে ভাষা সে যে আর নাই
সবি হয়ে গেছে মূক,—সংজ্ঞা কোথা হায় !
নিমেষেতে প্রাণ শূন্য সমগ্র নগরী ;
যাদুকর বিশ্বম্ভর সর্ব্ব প্রাণ হরি'
চলিয়া গিয়াছে হায় গত রজনীতে
প্রাণহীন সবে আজি পড়িয়া ভূমিতে।

শ্রীবাস অদ্বৈত আদি ভকতের গণ
মিলিত হয়েছে এসে,—শচীর অঙ্গন

হয়ে গেল পরিপূর্ণ ভক্ত সমাগমে,
প্রভুর বিরহ-ব্যথা সবার মরমে
সুকঠোর শল্য সম রয়েছে বিঁধিয়া
কি যে করণীয় কেহ না পায় খুঁজিয়া !
কি হইবে শচীমার প্রভু-অদর্শনে
প্রভুর বিরহ শোক-সন্তপ্ত জীবনে ।
কেমনে পাইবে রক্ষা, ভাবেন সবাই
এ বার্দ্ধক্যে জননীরে বাঁচানো যে দায় !
হেরি শচীমার দশা সবে মুহ্যমান
মনে হয় জননীর দেহে নাহি প্রাণ ।
অচৈতন্য বিষ্ণুপ্রিয়া পড়িয়া ভূতলে
ধরণী ভাসিয়া যায় নয়নের জলে ।
বৈষ্ণব গৃহিনী যত একত্র হইয়া
জননীর সেবা ভার নিলেন মিলিয়া ।
ভক্তবৃন্দ মণ্ডপেতে ভাবেন তখন
নিষ্ঠুর ঈশ্বর, গৃহ করিলা বর্জ্জন,
কিন্তু, জননী ও বিষ্ণুপ্রিয়া কেমনে বাঁচিবে,
প্রভুর সংবাদ এবে কোথায় মিলিবে ?
অন্তরঙ্গ ভক্তবৃন্দ চলেন ভাবিয়া
প্রভুর সংসার রক্ষা হবে কি করিয়া ?
গত রজনীতে প্রভু শ্রীবাস অঙ্গণে
আপনার অপার্থিব স্নেহ প্রদর্শনে
উন্মুক্ত বিশাল বক্ষে সবাকারে নিয়া
'প্রেমের অমৃতস্পর্শে কৃতার্থ করিয়া,
বলেন তোমরা সবে নিবে কৃষ্ণ নাম,
যাবে সর্ব্ব দুঃখ, পূর্ণ হবে সর্ব্বকাম ।
এই উপদেশ হেতু এবে বুঝিলাম
ভাবিয়া মোঁদের দুঃখ মহা পরিণাম ।
অদ্বৈত সবার শ্রেষ্ঠ জ্ঞানেতে প্রধান
মান্য তিনি সবাকার গৌরগত প্রাণ ।
দেহ আছে প্রাণ নাই অতি ভয়ঙ্কর ;
কপোলে বহিয়া অশ্রু পড়ে ঝর ঝর ।
প্রভুর বিরহ-শোক-অগ্নির দহনে
দগ্ধীভূত সীতানাথ প্রতি ক্ষণে ক্ষণে ।
কোনো কথা কহিবার শক্তি মাত্র নাই
প্রাণ মন শক্তি হরি' নিয়াছে নিমাই ।
শ্রীবাস-চরিত্র হয় সহজ গম্ভীর
মহা বিপাকেও যা'র চিত্ত রহে স্থির ।
পুত্রের বিয়োগব্যথা ক্ষণমাত্র তাঁ'র,
প্রভু-আগমনজাত আনন্দ ধারার
বিন্দুমাত্র অপচয় পারেনি ঘটাতে,—
শ্রীবাসের মন প্রাণ স্থির চৈতন্যেতে ।
ধৈর্য্যশীল ধীর সেই পণ্ডিত শ্রীবাস
হেনে শিরে করাঘাত ক'ন, 'সর্ব্বনাশ
ঘটায়েছে, গৃহত্যজি' প্রভু বিশ্বম্ভর,
যে-প্রভু ক্ষণিক হলে নয়ন অন্তর
অসহ্য বিচ্ছেদানলে দহিত হৃদয়
যাঁর কৃপাবলে মোরা অপগত ভয়
তাঁহাকে হারায়ে আজ কিফল জীবনে ?
পাইব গৌরাঙ্গে ফিরে ;—অথবা মরণে' ।
এইভাবে হাহাকার করিয়া শ্রীবাস
'আমার সর্ব্বজ্ঞ প্রভু প্রেম-অধিবাস
চাহি তোমা, অন্যথায় দাও গো মরণ,
দয়াল গোবিন্দ মম অনাথ শরণ'—
বলিয়া উন্মত্ত সম করেন ক্রন্দন
ভিক্ষামাগে বারংবার প্রভু-দরশন ।
শ্রীবাসের আর্ত্তনাদে পাষাণ বিদরে
ভূত প্রকৃতিরে যেন যায় বিদ্ধ করে ।
কঠোর আঘাত হানে বক্ষে আপনার
দুনয়নে বহে দ্রুত জাহ্নবীর ধার ।
হইতেছে ধীরে ধীরে বেলা অবসান
ভকতগণের আর নাহি দেহ-জ্ঞান
খুঁজিয়া সর্ব্বত্র প্রভু-সন্ধান না পায়
কেহ কেহ পথে পথে কাঁদিয়া বেড়ায় ।

পণ্ডিত জগদানন্দ ভক্ত-অভিমানী
প্রভুর পরম প্রিয় প্রেমের সন্ধানী
নির্ব্বাক অঙ্গন কোণে আছেন বসিয়া
দুনয়নে অশ্রুধারা পড়ে গড়াইয়া।
ভাবিছেন না বলিয়া প্রভু গেল চলে
বাঁচিয়া কেন বা রহি' আর ধরাতলে।
ক্ষণিক বিরহে যাঁর যাইব মরিয়া
ভাবিতাম, কি আশ্চর্য্য, এখনো বাঁচিয়া?
এতক্ষণ মুখচন্দ্র না করে দর্শন—
রয়েছে এখনো মোর দেহেতে জীবন?
দামোদর হরিদাস নীরবে বসিয়া
কৃপানিধি প্রভু-কথা স্মরিয়া স্মরিয়া
রয়েছেন ভাবমগ্ন,—মুখে কথা নাই
উদাস নয়নে ভাসে মহা শূন্যতাই।
জপমালা হরিদাস করে আছে স্থির
ঝড়িয়া পড়িছে তা'তে তপ্ত অশ্রু নীর।
বৃদ্ধ বৈষ্ণবের দেহে সংজ্ঞা যেন নাই
নাহি যেন প্রাণস্পর্শ, এই অবস্থায়।
ব্যথিত হৃদয়ে কেঁদে উঠে দামোদর
'কোথায় পরম প্রিয় গৌরাঙ্গ সুন্দর
মোদেরে ছাড়িয়া তুমি? এখনো পরাণ
তোমার সঙ্গেতে নাহি করিয়া প্রস্থান
রয়েছে দেহের মাঝে? বিস্ময় পরম
প্রাণের রহস্য গূঢ় বড়ই দুর্গম!'
বলিয়া মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েন ভূতলে
দেখে হরিদাস ভাসে নয়নের জলে।
মনে মনে আপনারে দানিছে ধিক্কার
গৌরাঙ্গ বিরহে প্রাণ এখনো আমার
যায়নি এ' দেহ ছেড়ে? বুঝিলাম এবে
মহাদুঃখ-অপমানে সহিতে হইবে,
বাস করে প্রভুশূন্য এই ধরা ধামে
জীবন উৎসর্গ মোর হয়নিক নামে।
যদি নাহি মিলে মম প্রভু দরশন,
ক্ষণপরে এই দেহ দিব বিসর্জ্জন।
এ ব'লে সমাধিমগ্ন হন হরিদাস
রহে পড়ি স্তব্ধ দেহ না বহে নিঃশ্বাস।
বিদ্যানিধি হরিদাসে হেন রূপে দেখি
বিস্ময়ে উঠেন তবে আপনি চমকি'!
শোক-অশ্রু-রুদ্ধ কণ্ঠে গদগদ স্বরে
আপনি জিজ্ঞাসা যেন করেন নিজেরে
আজো বেঁচে আছি প্রভু-শূন্য নদীয়াতে
রহিয়াছে প্রাণ বায়ু এখনো দেহেতে?
প্রেমরূপী যাহা মোরে দিয়াছে অভয়
লভিলাম আজি তার সত্য পরিচয়;—
প্রতারণা কেন তুমি আমাকে করিলে
প্রভুশূন্য নদীয়ায় বাঁচায়ে রাখিলে?
বহু আগে সন্ধ্যা তা'র নিয়াছে আসন
ধরণীতে, ভক্তগণ-বুদ্ধি-চিন্তা মন
ঘন তমসায় ছন্ন হয়েছে সবার
না হেরে আলোক-রেখা সকলি আঁধার।
সমাগত ভক্তবৃন্দ শচীর অঙ্গনে
বৈষ্ণব গৃহিণীগণ রহি গৃহ কোণে,
অন্নজল কারো মুখে বিন্দু পড়ে নাই
কেবল সবার মুখে প্রভুর কথাই—
হইয়াছে জীবনের সরবস্ব ধন
হইয়াছে জপমালা, কোথা যাবে মন?
দেহ-বোধ লুপ্ত যেন হয়েছে সবার
কে আর করিবে বল আহার বিহার?
সারাদিন সারারাত্র এইভাবে যায়
মধুমাখা শ্রীগৌরাঙ্গ চরিত-কথায়।
কেহ বাহ্যজ্ঞানশূন্য, কেহ অর্দ্ধজ্ঞানে
কাটাইছে দিবারাত্র. অন্য নাহি জানে।
এইভাবে দুইদিন হইল অন্তর
দেহে প্রাণ আছে কিনা কে দিবে খবর?

পুত্রশোক মর্ম্মান্তিক গৃহীর জীবনে,
কাহারো পরম দুঃখ অর্থের হরণে।
কিন্তু, আত্মা সব হতে প্রিয়, আর ভগবান—
সবার চাইতে প্রিয়—প্রাণ হতে প্রাণ।
তাঁহার অস্তিত্বে প্রিয় হয় পুত্রধন
অভাবে তাঁহার সর্ব্বশূন্য এ-জীবন।
প্রাণ হতে প্রিয় প্রভু, তিনি ভগবান
সর্ব্বভূতে সমভাবে তাঁর অধিষ্ঠান।
ঈশ্বরে কেমন প্রেম আছে ভক্তগণে
হলো তাহা প্রমাণিত প্রভু অন্তর্দ্ধানে।
পুত্রশোকে ক্ষুধাতৃষ্ণা বোধ নাহি যায়
স্বার্থ সুখ বুদ্ধি কোনো জনে না হারায়।
সর্ব্বনাশী এইপ্রেম যাহা ভগবানে,
হইয়াছে সঞ্চারিত ভক্তজন প্রাণে,
এ-প্রেমে সকলি তুচ্ছ শুষ্ক তৃণ প্রায়
মায়া হতমান, যাঁর স্পর্শ নাহি পায়।
শ্রীবাস অদ্বৈত আদি ভকত নিচয়
ঈশ্বর প্রেমেতে সদা মগ্ন হয়ে রয়।
রাগানুগ এইপ্রেমে ঈশ্বর ভজন,
যার বিন্দুমাত্রে ধন্য মানব জীবন
সে-প্রেমের অধিকারী প্রভু-প্রিয়গণ
শ্রীগৌরাঙ্গ তাহাদের একান্ত আপন।
তাঁর অদর্শনে আজি সবে মৃতপ্রায়
মহাশোকে সান্ত্বনার কোনো বাণী নাই।
এইভাবে দিনদ্বয় বিগত হইলে
শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ মিলিয়া সকলে
সঙ্কল্প করেন স্থির; 'যদি ভগবান—
নাহি দেন আমাদেরে দরশন দান।
সবার অন্তরযামী সর্ব্বজ্ঞ হইয়া,
জননী ও ঘরণীকে দিলা ভাসাইয়া
অকূল সমুদ্রবুকে; আর আমাদেরে
অনাথ করিয়া মহাশোকের সাগরে।
রাখিবনা এ জীবনে গৌরাঙ্গে স্মরিয়া
জাহ্নবীর জলে মোরা প্রবেশ করিয়া
তেয়াগিব এ জীবনে। ইন্দ্রিয়াদি সব
যাঁহার সেবার লাগি', সর্ব্ব অনুভব
শ্রীগৌরাঙ্গ ভিন্ন অন্য বিষয়ে না চায়
সে-প্রভু মোদেরে ছেড়ে যদি চলে যায়,
কেন বৃথা বহি মোরা এই দেহ মনে'—
এই ভেবে জাহ্নবীতে প্রাণ বিসর্জ্জনে
মিলিত হইয়া সবে যায় গঙ্গাতীরে,
জীবন বিসর্জ্জি' পেতে, গৌরাঙ্গ সুন্দরে।
হাহাকারে পরিপূর্ণ সমগ্র নদীয়া
গৌরাঙ্গ বিরহ তপ্ত প্রাণ মন নিয়া।
পড়ে নাই এক বিন্দু জল কারো মুখে।
অবলুপ্ত ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদারুণ শোকে।
অস্তাচলে দিনমণি চলেছেন ধীরে
আসিছে তমসা ঘোর ঘিরে ধরণীরে।
মহা কোলাহলপূর্ণ নদীয়া নগরী
নীরব নিস্পন্দ স্থির; আসিছে শর্ব্বরী।
গৌরাঙ্গবিরহ দগ্ধ গৌর পরিজন
জাহ্নবীর তীরে ধীরে করিছে গমন।
সবে আজি মৃতপ্রায়, ছায়া সম চলে
প্রতিপদক্ষেপে দেহ সবাকার টলে।
নয়ন কোটর গত বিষণ্ণ উদাস,
ভাসিতেছে মরণের ভবিষ্য আভাস
সবাকার অনুভবে। অস্পষ্ট ছায়ায়
কাহার বিলাপধ্বনি পশিতেছে হায়
শ্রুতিপথে ভেসে এসে! স্পর্শ মাত্র যা'র
সবার অন্তরে আনে বিস্ময় অপার।
হেরেন অদূরে বসে আপনার মনে
শ্রীচন্দ্রশেখর রত্ন করুণ ক্রন্দনে
আছেন বিলাপে রত,—নাহি বাহ্য জ্ঞান
সবারে আনিয়া দেয় প্রভুর সন্ধান;

'তিন দিন হলো প্রভু নবদ্বীপে নাই
শচী আর বিষ্ণুপ্রিয়া কি মর্ম্ম পীড়াই
লভিতেছে দিবারাত্র। আছে কি জীবন ?
গৌরাঙ্গ বিহনে স্তব্ধ হৃদয় স্পন্দন
হয়নিত ? এখনো কি পাব সংজ্ঞা ফিরে ?
রেখেছে বাঁচায়ে প্রাণশূন্য দেহটিরে।
কে বাচাবে ? ভক্তগণ ? প্রভুর বিরহে
তাদের ও জীবন কি আর রহিয়াছে দেহে ?
অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন সমগ্র নদীয়া,
গৌর পরিজন আর আছে কি বাঁচিয়া ?
চলিত যে জনস্রোত জাহ্নবীর তীরে
আজি জনহীন, আমি হেরিতেছি তাঁরে।
তিনদিনে তিনযুগ নিয়াছে বিদায়
প্রাণের গৌরাঙ্গ আজি নাহি নদীয়ায়।
গৌরাঙ্গে সন্ন্যাসরূপ ? কি হেরিনু আহা
হৃদয় বিদীর্ণ, এলে স্মরণেতে যাহা !
পাষাণ হৃদয় মম এখনো জীবন
রয়েছে দেহেতে ? আজো হৃদয় স্পন্দন ?
শচীর নিকট আমি বর্ণিব কেমনে
মৃত্যুশেলসম যাহা বাজিবে পরাণে।
তার আগে মৃত্যু শ্রেয় জাহ্নবীর জলে,
কিবা সার্থকতা ব্যর্থ জীবন রাখিলে ?
এ বলিয়া নিজ শিরে করাঘাত করি
আচার্য্য ধূলার 'পর দেন গড়াগড়ি।
শ্রীবাস আচার্য্যরত্নে গাঢ় আলিঙ্গণে
বক্ষে নিয়া কহিলেন, পরম-সে ধনে—
শ্রীগৌরাঙ্গে কোথা রেখে হেথা আগমন
দেন কৃপা করে তাঁর পূর্ণ বিবরণ।
অশ্রু রুদ্ধকণ্ঠে তবে আচার্য্য প্রবর
কোনো রূপে শ্রীবাসেরে দানেন উত্তর।
'ভারতী আশ্রম হতে লইয়া সন্ন্যাস
'যাব বৃন্দাবনে' এই নিয়া অভিলাষ
প্রেমোন্মত্ত শ্রীগৌরাঙ্গ ঘুরে' বনে বনে
মিলিত হয়েছে এসে অদ্বৈত ভবনে
শান্তিপুরে। নিত্যানন্দ পাঠালেন মোরে
তাঁর আগমন বার্ত্তা জানাতে সবারে।
কহিতে গৌরাঙ্গ কথা বিদরে হৃদয়
জগতে এমন চিত্র দ্বিতীয় কি হয় ?
মনোরম কেশরাশি অপূর্ব্ব শোভন—
গন্ধপূত সুচিক্কণ নয়ন লোভন
মুণ্ডন করিয়া গৌর লইলা সন্ন্যাস
দিয়া বিসর্জ্জন সর্ব্ব শান্তি সুখ আশ।
বলি তাই নিত্যানন্দ, কি করিল মোরে ?
জানাব কেমনে আমি শচী জননীরে—
গৌরাঙ্গ-সন্ন্যাস কথা, মৃত্যুবাণ সম
হৃদয় বিদীর্ণকারী অতি নিরমম।
পিতৃসম হয়ে আমি কিবা করিলাম ?
কেশ মুড়াইয়া পুত্রে সন্ন্যাস দিলাম ?
ছিল কি শকতি মম রোধ করিবারে
শচীমা'র এ দুর্দ্দৈবে ? বিশ্বাস তাঁহারে
কেমনে করাব আমি ? পুতুল হইয়া
গৌরাঙ্গ আদেশ মাত্র গিয়াছি পালিয়া।
নাহি জানি কি কারণে কিবা করিলাম ?
গৌরাঙ্গ আদেশ মাত্র আমি পালিলাম
হইয়া যন্ত্রের সম। নিরলস হিয়া,
ছিনু আপনারে আমি সম্পূর্ণ ভুলিয়া'।'
আচার্য্যরত্নের এই করুণ ভাষণ
শ্রবণ করিয়া তবে ভকতেরগণ
জানিলেন, তাঁহাদের গৌরাঙ্গ সুন্দর
ত্যজিয়া গৃহীর ধর্ম্ম, অনন্য নির্ভর
জননী, ঘরণী, ত্যজি' নিয়াছে সন্ন্যাস
শেষ হইয়াছে তাঁর নবদ্বীপে বাস।
চাঁদ মুখ খানি তাঁর কেহ না হেরিবে
মধু কৃষ্ণনাম মুখে আর না শুনিবে।'

প্রভুর সন্ন্যাস কথা তার-বার্ত্তা প্রায়
নিমেষে নগরে সব ছড়াইয়া যায়।
শিরে বজ্রপাত সম সন্ন্যাস খবরে
করে রাখে মৃতপ্রায় সমগ্র নগরে।
কোনো কর্ম্ম কেহ আর পারেনা করিতে
গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস কথা জাগিয়া মনেতে
উদাস করিয়া রাখে সব নারী নরে
নয়নে সবার তপ্ত শোক-অশ্রু-ঝরে।
আচার্য্য রত্নের কথা জননী শুনিয়া
গঙ্গাদাস পণ্ডিতেরে দেন পাঠাইয়া
গৌরাঙ্গ সংবাদ তাঁর কাছে জানিবারে
এলেন কোথায় রেখে তাঁর বিশ্বম্ভরে।
পণ্ডিতের কথা শুনে অধোমুখে র'ন
নীরব আচার্য্যরত্ন। অশ্রু বিসর্জ্জন
করিয়া কহেন তিনি তবে পণ্ডিতেরে
সর্ব্বজ্ঞ জননী, আমি কি বলিব তাঁরে?
ঈশ্বর যাঁহার গর্ভে অবতীর্ণ হন
ধরাধামে তিনি কভু সামান্যাত নন!
যুগে যুগে ভগবান নিজ জননীরে
দিয়াছেন ভাসাইয়া শোকের সাগরে।
সন্ন্যাস নিলেন ছেড়ে সুখের সংসার
পতিত-উদ্ধার হেতু কৃপা-পারাবার।
জননী ও গৃহিণীর বক্ষে শেল মারি
স্বতন্ত্র ঈশ্বর বৃত্ত, বিচিত্র তাঁহারি।
মহা ধৈর্য্যমতী মাতা, অলঙ্ঘ্য নিয়তি
বুঝিয়া অবশ্য স্থির রাখিবেন মতি।
শুনিয়া পণ্ডিত মুখে সন্ন্যাস খবর
গৌরাঙ্গের, মূরছিত হয়ে অতঃপর
ভূমিতে পড়েন মাতা সংজ্ঞা হারাইয়া,
বৈষ্ণব গৃহিণী সবে কাঁদিয়া কাঁদিয়া
সেবে অচেতন দেহে সংজ্ঞা ফিরাইতে
তাঁদেরও উত্তপ্ত অশ্রু ঝরে ধরণীতে।

অন্দরেতে বিষ্ণুপ্রিয়া অন্নজলহীন
রয়েছেন মৃতপ্রায় আজ তিন দিন।
জীবিতা কি মৃতা তিনি বুঝা নাহি যায়
নিশ্চেষ্ট শরীর কোন সংজ্ঞা তা'তে নাই।
প্রভুর ইচ্ছায় সংজ্ঞা লভি' অতঃপর
পেলেন শুনিতে প্রভু-সন্ন্যাস খবর।
বেদনায় ক্ষীণকণ্ঠে করে আর্ত্তনাদ
আপনার শিরে নিজে করেন আঘাত
প্রভুকে স্মরণ করি'। করিয়া ক্রন্দন
বলেন কি দোষে নাথ করিলে বর্জ্জন
এ-দাসীরে,—পদদ্বন্দ্বে সেবিতে অন্তরে
যে-বাসনা, অপূর্ণ তা', চলে গেলে দূরে।
কোমল শ্রীঅঙ্গে তব কৌপীন শোভিবে
এক করে কমণ্ডলু অন্যে দণ্ড রবে।
শির অনাবৃত, মুক্ত রহিবে চরণ
বৈশাখের খরতাপ বর্ষার বর্ষণ
নীরবে সহিবে তুমি, একথা ভাবিয়া
হৃদয় আমার যায় বিদীর্ণ হইয়া।
কেমনে কঠোর দুঃখ সহিবে না জানি
হোক্ যত মোর ব্যথা – তারে নাহি গণি
ঘুরিবে অরণ্যে কত গহন কান্তারে
মহাহিংস্র জীবজন্তু যেথা বাস করে;—
ভাবিয়া এসবে নাথ, মহাদুঃখ মনে
অবলা আমার, জাগে প্রতিক্ষণে ক্ষণে।'
এভাবে বিলাপ-রতা দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া
না পারি সহিতে, যান সংজ্ঞা হারাইয়া।
রহিয়াছে ছায়াসম বান্ধবী কাঞ্চন
বিষ্ণুপ্রিয়া পদ সেবা করে অনুক্ষণ।
তাহার সেবার গুণে বহুক্ষণ পর
আসিলে ফিরিয়া সংজ্ঞা, কন অতঃপর
'বল সখি, নাথ যদি সন্ন্যাস লইয়া
ঝড়ে জলে রোদে পুড়ে বেড়ান ঘুরিয়া

সহেন বেদন শত আপনার দেহে
কেমনে রহিব বল, সখি, আমি গৃহে ?
আমিও যাইব বনে ; জনক-নন্দিনী
গৃহ ছেড়ে যান বনে সেজে সন্ন্যাসিনী।
গৃহে বাস সখি মোর শোভা নাহি পায়
আমিও সন্ন্যাস নিয়ে অরণ্যেতে যাই'।
এই বলে উন্মাদিনী সম বিষ্ণুপ্রিয়া
ভূমি হতে উঠে দ্রুত যাইতে চলিয়া—
অনাহারে অনিদ্রায় অক্ষম শরীর
কাঁপিতে কাঁপিতে ঘন হইয়া অস্থির
ভূতলে পড়িয়া যান,—লুপ্ত হয় জ্ঞান
দেহ স্থির, মনে হয়,—নাহি তাতে প্রাণ :
জননীও সংজ্ঞাহীনা নিশ্চেষ্ট ভূতলে
রয়েছেন অন্যগৃহে ; এসে দলে দলে
বৈষ্ণবের ঘরণীরা সেবা করে যান
মৃতপ্রায়া,—মনে হয় বিগত পরাণ
বান্ধবী কাঞ্চনমালা সেবা মূর্ত্তিমতী
শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ায়—সেবে হয়ে শুদ্ধমতি
রহি সর্ব্বক্ষণ সঙ্গে। সেবা গুণে তার
লভিলেন বিষ্ণুপ্রিয়া সংজ্ঞা পুনর্ব্বার।
সখির চেতনা হেরি আনন্দে কাঞ্চন
সম্বোধিয়া বান্ধবীরে কহিলা তখন
প্রভুর সে-বাণী তুমি কেন ভুলে গেলে
'অবশ্য আসিব আমি হৃদয়ে ডাকিলে
সমর্পিয়া প্রাণমন'। প্রাণকান্তে তুমি
করহ আহ্বান,—শুনিবেন অন্তর্যামী।
'হবে সর্ব্বসিদ্ধি নামে' উপদেশ তাঁর
ব্যর্থ নাহি হবে এই প্রত্যয় আমার'।
শুনে কাঞ্চনের বাক্য কন বিষ্ণুপ্রিয়া
মহা খেদে, সখি আমি গিয়াছি ভুলিয়া
সে-আশ্বাসে, বিরহের মর্ম্মপ্রদাহনে
অসমর্থ বৃত্তিচয়—বুঝাব কেমনে।
আমি যে বাঁচিয়া আছি, দেহেতে জীবন
এখনো রহিয়া গেছে, চলিছে চরণ
নারি বিশ্বসিতে আমি। যেই জানিলাম
কান্ত-পরিত্যক্তা আমি, ডুবিয়া গেলাম,—
মৃত্যু মহাসাগরের গভীর অতলে
আমার সকল স্মৃতি কোথা গেল চলে ?
জ্ঞান বুদ্ধি আর সব ইন্দ্রিয় নিচয়
বেদনার অন্ধকারে হয়েছে বিলয়।
অতলান্ত সে সমুদ্রে ডুবে কতক্ষণ
ছিলাম নাহিক জানি, মূঢ় বুদ্ধি মন
রয়েছিল এতকাল কাহার আশ্রয়ে
নাহি জানি,—ফিরে সব তব সেবা পেয়ে।
যে-আমারে গেল ত্যজি' কান্ত অবজ্ঞায়
সে-আমি এখনো বেঁচে কিসের আশায়
রহিয়াছি, বিন্দু তার পারিনা বুঝিতে
অসহ্য বেদনে সখি না পারি সহিতে।
প্রতিক্ষণে তাঁর স্মৃতি অন্তরে আমার
জাগায়ে তুলিছে প্রাণে মহা হাহাকার।
যে-মধু পরশ তাঁর সেই রজনীতে
হৃদয়ে লভিনু সখি, মোর জীবনেতে
অমৃত-অধিক তাহা কোথা পাব আর
জগতের কোনো সুখ নহে সম তা'র।'
এই বলে বিষ্ণুপ্রিয়া করেন ক্রন্দন
প্রেমাধার শ্রীগৌরাঙ্গে করিয়া স্মরণ।
জননী অপর গৃহে আছেন পড়িয়া
ক্ষণে ক্ষণে আসে জ্ঞান, উঠেন জাগিয়া,
'কোথা বাপ বিশ্বম্ভর মোরে ফেলে গেলি'—
এই বলে সকরুণ রোদন কেবলি।
ক্রন্দনের ফলে পুনঃ জ্ঞান চলে যায়
বৈষ্ণব ঘরণী সবে করে হায় হায়।
কিছুক্ষণ অন্তে সংজ্ঞা লভেন জননী
তাঁর আর্ত্তনাদে কাঁদে সমগ্র ধরণী।

হয়ে আছে অশ্রুময়ী নিখিল প্রকৃতি
জানাইছে মহাদুঃখে আকুল আকুতি
বেদনার্ত্তা জননীরে। বিহঙ্গের গণ
নীরবে ডালেতে বসে, ঝরিছে নয়ন।
বৈষ্ণব-গৃহিণীগণ সাথে জননীর
বিসর্জ্জন বেদনায় শোকঅশ্রুনীর।
সবাকার প্রাণ গৌর নির্ম্মম হইয়া
নিয়া সবাকার প্রাণ গেলেন চলিয়া।
প্রাণহীন দেহ আর কতকাল রবে
অশ্রুর মালিকা তপ্ত বিফল হইবে ?

প্রেমের ঠাকুর আর নাবেন সহিতে
জননীর আর্ত্তনাদে। সকরুণ চিতে
কন ডেকে নিত্যানন্দে, অদ্বৈত ভবনে
শ্রীপাদ বিলম্ব আর না করে এক্ষণে
আন নবদ্বীপ হতে মোর জননীরে—
কাঁদিছে হৃদয়, তাঁর দরশন তরে।
সর্ব্বগুণময়ী মাতা ক্ষমা স্বরূপিণী
তাঁহার প্রসাদে পূর্ণ হবে আমি জানি
আন্তর বাসনা মম। তুমি সবাকারে
কহিবে আমার কথা। ভুলিনি কাহারে
তাহাদের সঙ্গ-স্মৃতি অন্তরে আমার
জাগ্রত রয়েছে সদা হয়ে একাকার
আমার সত্তার সাথে। যাইবার আগে
সবাকার দরশন মোর চিত্ত মাগে।'

এসেছেন নিত্যানন্দ নবদ্বীপে ফিরে
কোথা পদব্রজে কোথা ভেসে গঙ্গানীরে,
সদানন্দময় প্রভু বিলম্ব না করি
'দিছেন আদেশ তাঁরে শ্রীগৌরাঙ্গ হরি।
জননী-সংবাদ এনে দানিতে অচিরে
অপেক্ষিছে শ্রীগৌরাঙ্গ এসে শান্তিপুরে
মাতৃ দরশন আসে। মায়ের প্রসাদ
লভিলে বিলয় হবে সর্ব্ব অপ্রমাদ।

প্রভুশূন্য নবদ্বীপে, দেহে প্রাণহীনে
পারিবেন নিত্যানন্দ সহজে কি চিনে ?
মধুর মৃদঙ্গ-ধ্বনি মুখরিত ধামে
মুগ্ধ হতো সবে যেথা মধু কৃষ্ণনামে
শ্রীবাসের যে অঙ্গণ, আজি সে অঙ্গণে
গৌরাঙ্গ বিরহতপ্ত করুন ক্রন্দনে
মুখরিত সর্ব্বক্ষণ, বেদনাশ্রুময়
সবার আনন হতে হয়েছে বিলয়
হাসিরেখা ; মুখে বাণী নাহিক কাহ'র
অন্নজলস্পর্শহীন,—চিত্র বেদনার।
জনশূন্য পথঘাট, মানেন বিস্ময়।
ভাবেন এইকি সেই নবদ্বীপ নয় ?
নিত্যান্দ নিজমনে ; প্রভু যেইখানে
অপরূপ মাধুর্য্যের ঐশ্বর্য্যের দানে
করেছেন চরিতার্থ ভকত সবায়
ভক্তপ্রাণ সেই প্রভু আজি হেথা নাই।
তাই, সে আনন্দবিতরণ গিয়াছে থামিয়া
নন্দনের সে অমৃতে হৃদয় ভরিয়া
পাবেনা জীবনে আর ; তাই ভক্তগণ
অনাহারে অনিদ্রায় প্রভুকে স্মরণ
করিয়া রয়েছে পড়ে জীবন্মৃতপ্রায়
কে বুঝিবে ঈশ্বরের মহামহিমায়।

প্রিয় পুত্র পত্নী গৃহে রহিয়াছে যা'র
ধনে জনে পরিপূর্ণ আপন সংসার
শ্রীগৌরাঙ্গ বিরহেতে আজি ম্রিয়মান
তিনিও, সবার চেয়ে প্রিয় ভগবান
এ সত্য মানিয়া নেন। গৌরাঙ্গ-বিরহে
আছে সবে নবদ্বীপে প্রাণশূন্য দেহে।
গৌরাঙ্গ অভাবে মৃত্যুসম অন্ধকার
রয়েছে আচ্ছন্ন করে জীবন সবার।
সবাকার আত্মবোধ চিলুপ্ত হইয়া
রহিয়াছে নিজগৃহে জীবন্তে মরিয়া।

বস্তু বিশ্বে তাহাদের মমতা যে নাই
গৌরাঙ্গ-সর্ব্বস্ব তারা তাঁহাকেই চায়।
অভিনব এই প্রেম হেরিয়া ঈশ্বরে
নিত্যানন্দ মহাসুখ লভেন অন্তরে।
আহ্বান করিয়া তিনি সবাকারে কন
প্রভুর সংবাদ নিয়া এসেছি এখন।
ঈশ্বরেতে তোমাদের মহাআকর্ষণ
দিয়াছে তাঁহাকে বাধা যেতে বৃন্দাবন।
তাই, বৃন্দাবন গমনের সঙ্কল্পে ত্যজিয়া
অদ্বৈত ভবনে তাঁকে এনেছে টানিয়া।
চল সবে শান্তিপুরে প্রভু দরশনে
তিনি, রয়েছেন প্রতীক্ষায় সতৃষ্ণ নয়নে।
এই বলে ভক্তগণে, ধীরে অবশেষে
আসিলেন শচীমার দর্শন উদ্দেশে।
মহাভয়, জননীর দেহেতে জীবন
আছে কিনা এ সন্দেহে সমাচ্ছন্ন মন।
জীবন্মৃত ভক্তবৃন্দ প্রভুর বিরহে
প্রাণবায়ু জননীর রয়েছে কি দেহে
সন্ন্যাস সংবাদ শুনে'; মনে জাগে তাঁর
সকলি জানেন প্রভু সর্ব্বজ্ঞ আমার।
ঘটিলে এমন দশা কৃপানিধি মোরে
'নাহি বলিতেন মাকে নিতে শান্তিপুরে'।
এ সাহসে নিত্যানন্দ জননী আহ্বানে
দ্বার অতিক্রমি শেষে যান গৃহপানে।
বিশ্বসিতে নিত্যানন্দ আপন নয়নে
নহেন সমর্থ যেন;—যাঁহার দর্শনে
এসেছেন আজি তিনি,—এই কি জননী
যাঁহাকে ঘিরিয়া সব বৈষ্ণব গৃহিণী
করিছেন নীরবেতে অশ্রু বিসর্জ্জন
বিশুষ্ক কঙ্কালে আর আছে কি জীবন?
নিঃশ্বাস পড়েনা যেন, মুদিত নয়ন
স্তব্ধ সর্ব্ব অঙ্গ, নাহি, হৃদয়স্পন্দন।

যেন, প্রভুসঙ্গে মন প্রাণ গিয়াছে চলিয়া
রহিয়াছে ভূমিতলে অচেতন হিয়া।
এমন দশায় আজি হেরি জননীরে
ভয় পান নিত্যানন্দ আপন অন্তরে।
জননীর দেহে প্রাণ ফিরিবে কি আর
দেখিতে পাবে কি মাকে গৌরাঙ্গ তাঁহার?
শুনিলেন নিত্যানন্দ সকলের মুখে
প্রাণপ্রিয় শ্রীগৌরাঙ্গ-অদর্শন দুঃখে
ভূমিতে শয়ান মাতা অন্নজলহীন
'কোথায় গৌরাঙ্গ মম' বলে রাত্রদিন
ছিলেন ক্রন্দনরত। উন্মাদিনী প্রায়
কাঁদিতে কাঁদিতে সংজ্ঞা লুপ্ত হয়ে যায়।
কভু সংজ্ঞা আসে ফিরে,—শ্রুত আর্ত্তনাদ
কোথায় গৌরাঙ্গ মোর',—এইত প্রমাদ।
না পারেন নিত্যানন্দ রোধিতে নয়ন
মূর্চ্ছিত অন্তর, মুখে না সরে বচন,
জননীর পদস্পর্শ করিয়া শ্রীপাদ
জানান এসেছি আমি, করি আর্ত্তনাদ
মা' মা' বলে কর্ণে তাঁর ছাড়েন হুঙ্কার
হয় ধীরে ধীরে মার চৈতন্য সঞ্চার।
পশিয়াছে শ্রবণেতে মাতৃ সম্বোধন
পেয়েছে হৃদয় তাঁর মৃত সঞ্জীবন;
এলো প্রাণ ফিরে পুনঃ, চাহেন জননী
কহিলেন 'মা' বলে কে ডাকিলে এখনি?
'মা' বলে ডাকিত যেবা সে যে মোর নাই
প্রাণের অধিক সে যে আমার 'নিমাই'।
এবলে আবার সংজ্ঞা ফেলেন হারায়ে
সংজ্ঞাহীনা জননীরে কোলে তুলে নিয়ে
মাতৃনাম উচ্চৈঃস্বরে করি উচ্চারণ
পুনঃ জননীর সংজ্ঞা করি আনয়ন
কহিলেন, পুত্র তব আমি যে নিতাই
চরণে তোমার মাতঃ মাগিতেছি ঠাঁই।

আনিয়াছি বিশ্বম্ভরে অদ্বৈত ভবনে
সম্প্রতি কুশলে তিনি আছেন সেখানে
মাতৃ-সন্দর্শনে তিনি ব্যাকুল এখন,
পরশিতে জননীর রাতুল চরণ
মোরে পাঠাইল ত্বরা তব সন্নিধানে
না করে বিলম্ব আর গৌরাঙ্গ দর্শনে
চল সবে',—এই বলে অশ্রু বিসর্জ্জন
করেন শ্রীপাদ স্পর্শি জননী-চরণ।

এতোদিন পরে মাতা কহিলেন কথা
পুঞ্জিত হৃদয়ে মৃত্যু-অধিক যে ব্যথা।
পেয়ে নিত্যানন্দে আজি নিজ সন্নিধানে
'কোথায় গৌরাঙ্গ' বলে করুণ ক্রন্দনে,—
গেলি কোথা মোরে ত্যজি হৃদয়েব ধন
তোমার বিহনে বাপ বিফল জীবন।
লইলি সন্ন্যাস তুই আমাকে ছাড়িয়া
বল বাপ র'ব আমি কেমনে বাঁচিয়া' ?

কেঁদে কেঁদে নিত্যানন্দ দানেন সান্ত্বনা
নানাভাবে জননীরে করিয়া বন্দনা॥
সম্মতি দিলেন মাতা যেতে শান্তিপুরে
হেরিবারে প্রাণপুত্র গৌরাঙ্গ সুন্দরে।
নিত্যানন্দ অবশেষে কন জননীবে
আছি মাতঃ কয়দিন আমি অনাহারে
অন্নজল কিছু মুখে পড়ে নাই আব
তোমার হাতের অন্ন অমৃত আধার,
দান করে প্রাণ মোর বাঁচাও জননি,
মহাক্ষেমঙ্করী তুমি সত্য স্বরূপিণী।
অনাহারে রবে পুত্র মাতা আছে গৃহে
জননীর প্রাণে ইহা কভু নাহি সহে।
কয়েক দিবস মাতা আছে অনাহারে
হয়েও কঙ্কালসার রন্ধনের তরে
লইয়া অক্ষম দেহে রান্নাঘরে যান
নিত্যানন্দ প্রিয় বস্তু করিয়া সন্ধান।

মহানন্দে অবধূত করেন ভোজন
দীর্ঘ-অনাহার অন্তে ; বিবিধ ব্যঞ্জন
পরিপক্ক মাতৃ হস্তে, অমৃত সমান
স্বাদে গন্ধে অতুলিত, উছলিত প্রাণ।
শ্রীপাদ ভোজন প্রিয়, তাঁহারে জননী
আহারের লাগি সব ভোজ্য দেন আনি।
ভোজন করায়ে মাতা মহানন্দ পান
কত দিন পরে আজি করি অন্নদান।

নিত্যানন্দ জননীরে খাওয়ালেন শেষে,
ভুক্ত-অবশেষ তাঁর বিষ্ণুপ্রিয়া এসে
মায়ের আদেশে তাহা করেন ভোজন
দীর্ঘ উপবাস অন্তে, ঝরিছে নয়ন।

নবদ্বীপ বাসী সবে অদ্বৈত ভবনে
চলিয়াছে, মহানন্দে প্রভুব দর্শনে।
প্রভুর আদেশ পেয়ে চলিয়াছে সবে
মহানন্দে, গৃহে শুধু কাঁদিছে নীরবে
একাকিনী বিষ্ণুপ্রিয়া ; আদেশ না পেয়ে
অশ্রু মন্দাকিনী তাঁব সাবা বিশ্ব ছেয়ে।
গগনে পবনে অশ্রু, অশ্রু দিগঙ্গণে
অবারিত অশ্রুধারা ব্যাপ্ত বিশ্বমনে
বিষ্ণুপ্রিয়া-বিলাপের শেষ আজি নাই
যুগে যুগে কালে কালে এই বেদনাই
নবরূপ রসে সর্ব্ব মানসে ফুটিয়া
উঠিবে অনন্তকাল, নয়ন মুছিয়া
হেরিবে সে অশ্রুময়ী কিশোরী বধূরে
লজ্জায় আনত মুখী বসিয়া অদূরে
আছেন ক্রন্দনরতা জীবহিত লাগি
শীত গ্রীষ্ম বরষায় দিবারাত্র জাগি'।
জীবের মঙ্গল তরে স্বামীর সন্ন্যাস
জলাঞ্জলি কিশোরীর সর্ব্বসুখ আশ।
বেদন-বিদীর্ণ হিয়া নয়ন-সম্বল
স্বামি-স্মৃতি চিহ্ন মাত্র-জীবনের বল।

কলির জীবের প্রাণ পাষাণের প্রায়
বেদনার্ত্তা কিশোরীর নয়ন ধারায়
নাহি হলে অভিষিক্ত, ভকতিপ্রেমের
না ঘটিবে নব জন্ম। জীবনিবহের
হবে না সর্ব্বার্থসিদ্ধি, রবে অভিমান
তাই বুঝি দয়াময় সববস্ব দান
করিয়াও ন'ন তৃপ্ত ; শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার
বহালেন শোকতপ্ত নয়ন ধারার
কলিমল বিধাবনে। এমহাত্যাগের,—
কিশোরীর মহাদর্শ মর্ত্ত্য মানবের
নিত্যকাল প্রেম ভক্তি পথ দেখাইবে
ঘন অন্ধকারে আলো বর্ত্তিকা হইবে।
বিনা অপরাধে তাঁকে বর্জ্জন করিয়া
নিলেন সন্ন্যাস প্রভু কাটোয়ায় গিয়া
তারপর সন্ন্যাসান্তে এসে শান্তিপুরে
আত্মীয় স্বজন বন্ধু, নিজ জননীরে
নিলেন ডাকিয়া পুনঃ। পত্নী আপনার
দর্শনে বঞ্চিতা শুধু, নাহি অধিকার
সন্ন্যাসীর পত্নী মুখ করিতে দর্শন,
কঠোর নিয়ম বদ্ধ সন্ন্যাস জীবন।
না হলে ঘরণী, বাধা না হইত আর
ঈশ্বরের দরশন ঘটিত তাঁহার।

বিদীর্ণ হতেছে হিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া
সখি কাঞ্চনের কোলে পরে মূরছিয়া
বিরহিণী বিষ্ণুপ্রিয়া। সংজ্ঞাহীনে ছেড়ে
প্রভুর দর্শনে সবে যায় শান্তিপুরে।
কন মাতা নিত্যানন্দে, সন্ন্যাসী হইতে
প্রথমে হৃদয় বুঝি—বিসর্জ্জন দিতে
হয় তা'র গঙ্গাগর্ভে ? নহে কি কারণ
বধূকে লইতে গৌর করিল বারণ,
সন্ন্যাসীর শক্তি বধূ হরণ করিবে ?
অথবা গৃহেতে তাঁরে বাঁধিয়া আনিবে ?
আমিত বুঝি না কিছু। কহত নিতাই
তুমিও সন্ন্যাসী কই, তব ভয় নাই।
শ্রীপাদ হইয়া নত জননীরে কন
জীবমুক্তি হেতু তাঁর সন্ন্যাস গ্রহণ।
ঈশ্বর হইয়া তিনি যাহা আচরিবে
অনুগত জনে সদা তাহাই করিবে।
লোকশিক্ষা হেতু তাঁর নিয়ম পালন
পত্নীমুখ দরশন সন্ন্যাসে বারণ।
নিখিল মানব মুক্তি যেইজন চায়
পরিহরি সর্ব্বসুখে ; সবাকার দায়
বহন করিয়া শিরে ; জননি, তাঁহার
না থাকে হৃদয় যদি বল, আছে কার ?
নিত্যানন্দ বাক্যশুনে জননী নীরব
বুঝিলেন বিষ্ণুপ্রিয়া-নিয়তিই সব।

বধূকে আশ্বাসি' মাতা অবশেষে ক'ন
গৌরাঙ্গ-আদেশ তুমি করহ পালন।
পালিবেন পতিব্রতা পতির আদেশ
নাহি তা'তে ভালমন্দ,—সামান্য বিশেষ।
ধর্ম্মই আদেশ তাঁ'র, সর্ব্ব সমর্পণ
করি তার পদে ; কর আদেশ পালন।
ইহাতেই সিদ্ধি তুমি অবশ্য লভিবে
অচিরাৎ পতিসঙ্গ সুধা আস্বাদিবে।
ঈশানেরে গৃহভার করিয়া অর্পণ
সন্ন্যাসী পুত্রেরে মাতা করিতে দর্শন
চলিলেন শান্তিপুরে ; নবদ্বীপ ধাম
নির্ম্মম, জনতাশূন্য,—কিবা পরিণাম ?

পঞ্চবিংশ সর্গ সমাপ্ত

সপ্তবিংশ সর্গ

শ্রীঅদ্বৈত ভবনে প্রভুর মাতৃ সন্দর্শন ও ভক্তবৃন্দসহ মিলন

মহানন্দে পরিপূর্ণ অদ্বৈত ভবন
করেছেন শ্রীচৈতন্য শুভপদার্পণ
হেথায় সন্ন্যাস অন্তে, কাটোয়া হইতে
নামে মগ্ন, পথভ্রমে বৃন্দাবন যেতে।
শান্তিপুর বাসী সব যুবা বৃদ্ধ নারী
প্রভুর দর্শনে ধন্য। করুণা তাঁহারি'
করিতেছে সবে লাভ আপন জীবনে
দর্শনে স্পর্শনে আর শ্রীনাম স্মরণে।
ঈশ্বর আপনি যাচি' বিলাইছে নাম
হইয়াছে শান্তিপুব মহানন্দধাম।

সন্ন্যাসী বিমুক্ত বন্ধ, শূন্য আভরণ
পরিধানে খণ্ডমাত্র অরুণ বসন;
করে দণ্ড কমণ্ডলু, কেশহীন শির
দিব্য জ্যোতিঃ পরিপূর্ণ সুবর্ণ শরীর
অঙ্গুলিপ্ত চন্দনেতে। কণ্ঠে মাল্য শোভে
আমোদিত দশদিক্ মধুর সৌরভে।

সন্ন্যাসেব ঐশ্বর্যের ধরণ ধারণ
শান্তিপুর বাসী সবে করিয়া দর্শন
সবিস্ময়ে আপনার মানসে বিচারে
কি বিচিত্র অপরূপ দেখায় প্রভুবে
স্বভাব সুন্দর নিজ পূর্ব্ব বেশবাস
পরিহরি, পরিহরি মাধুর্য্য উচ্ছ্বাস
সন্ন্যাসের মহৈশ্বর্য্য দীপ্ত মহিমায়
অনায়াসসিদ্ধ সত্য স্ফুরিত বিভায়
শোভিছে বালার্কসম হয়ে দীপ্যমান
করুণার অবতার ভক্তজন প্রাণ।

প্রভুকে প্রণমি' সবে গৃহে ফিরে যায়
সেইদিন, 'রয়েছেন প্রভু অনিদ্রায়
অনাহারে কতদিন; হইলে প্রভাত
কৃপানিধি শ্রীচৈতন্য শুভ আশীর্ব্বাদ
দানিবেন সবাকারে' অদ্বৈত ভাষণ
শ্রবণে, না হইলেও বাসনা পূরণ
হেরি নবদ্বীপচন্দ্রে যায় গৃহে ফিরে
নিয়া প্রভু রূপালেখ্য মানস—মুকুরে।
পরে, আচার্য্য. প্রভুকে নিয়া আসেন অন্দরে
প্রতীক্ষিছে যেথা বসে আকুল অন্তরে
আচার্য্যের দুই পত্নী মহাপতিব্রতা
আনন্দ রূপিণী শ্রী, আর মূর্ত্তিমতী সীতা।

অদ্বৈতের আনন্দের সীমা নাহি আর
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড চলে ইঙ্গিতে যাঁহার,
তিনি আজি তাঁর গৃহে সন্ন্যাসী হইয়া;
কমলা সেবেন যাঁরে সর্ব্বস্ব অর্পিয়া।

সর্ব্বত্যাগী তিনি আজি প্রেম ভক্তিদিতে
জনে জনে আচণ্ডালে এই ধরণীতে।
যিনি এই মহাবিশ্বে অন্নেবে যোগান
সন্ন্যাসী হইয়া তিনি অন্ন—ভিক্ষা চান—
কি বিস্ময়; ঈশ্বরের কি বিচিত্র লীলা
মানবের বুদ্ধিগম্য নহে এই খেলা।

ভাগ্যবতী সীতাদেবী, গৌরগতপ্রাণ
শ্রীগৌবাঙ্গ পদদ্বন্দ্ব পবম কল্যাণ
যাঁহার মানসে স্থির; হৃদয়ে উল্লাস
এসেছেন নারায়ণ মুক্ত বেশবাস

অপূর্ব্ব সন্ন্যাসী রূপে ; ভয়ে ও বিস্ময়ে
শ্রীচৈতন্য পানে দেবী নির্নিমেষ চেয়ে ;
আপন পরম ইষ্টে প্রভু বিশ্বম্ভরে।
বাৎসল্য ভাবেতে মুগ্ধা জননী অন্তরে
নিয়া সেই পূর্ব্বস্মৃতি ; যেন, আপন সন্তান
বিদগ্ধজনের শ্রেষ্ঠ সর্ব্ব অগ্রে স্থান।
সর্ব্বরূপে গুণে ধন্য চির অতুলন
অপরূপ রূপৈশ্বর্য্যে বিশ্বের ভূষণ।

অপূর্ব্ব সন্ন্যাসরূপ মুক্তবেশবাস
কারুণ্যের শ্রীবিগ্রহ, স্নিগ্ধ জ্যোতিভাস
সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বশূন্য যেন মহাব্যোম
বিরাজিত যেথা নিত্য রবি তারা সোম
অনাদি অনন্ত সান্ত-মহিম উজ্জ্বল
ঘনীভূত প্রেম মূর্ত্তি হিমাদ্রি অচল।
পুণ্ডরীক সম দুই নয়নে অভয়
দিতেছে দুর্গত জীবে পরম আশ্রয়।

দাস্যভাবে নতশিরে কহেন জননী
লইয়া পরমা শ্রদ্ধা ;—'ন্যাসী শিরোমণি
কপট সন্ন্যাসী তুমি ভুবন-তারণ,
দাসী নিবেদিত অন্ন করহ গ্রহণ'।

প্রভুপ্রিয় দ্রব্য যত করি আহরণ
করেছেন বহুযত্নে স্বহস্তে রন্ধন।
দিয়াছেন থরে থরে সব সাজাইয়া,
অপূর্ব্ব সুগন্ধে গৃহ গিয়াছে ভরিয়া।
দধিদুগ্ধ পায়সান্ন বিবিধ প্রকার
ছানাজাত মিষ্টদ্রব্য সংখ্যা নাহি তার।

ভোজ্যদ্রব্য হেরে প্রভু অদ্বৈতে তখন
কহিলেন এইতব স্বল্প আয়োজন।
সন্ন্যাসীর ধর্ম্মকর্ম্মে বিনাশ করিবে
বহুজন ভোগ্য অন্ন মোকে খাওয়াইবে!

কহেন অদ্বৈত হেসে স্ব-রূপ তোমার
সকলি জেনেছি আমি বাকী নাহি আর।
কপট সন্ন্যাস বেশ করিয়া ধারণ
আপন স্ব-রূপে তব দিয়া আবরণ
নারিবে ভুলাতে মোরে, কেমনে ভোজন
কর নিত্য নীলাচলে শতশত মন
আতপ তণ্ডুল অন্ন ব্যঞ্জনাদি সহ
অসামর্থ্য মোর ঘরে কি কারণে কহ?
শতশত গোপনারী নবনীত নিয়া—
নিয়া দধিদুগ্ধ ভাণ্ড, এসেছে ফিরিয়া?
সকলি খেয়েছ তুমি। ছাড়হ ছলনা
এ সামান্য ভোজ্য, তাতে কিসের তুলনা।

ভক্তের অধীন চিরকাল ভগবান
রাখেন সতত তিনি ভক্তজন মান,

তার পর নিত্যানন্দ সহ শ্রীচৈতন্য
ভক্ত দত্ত সুপবিত্র চর্ব্ব্যচোষ্য অন্ন,
সর্ব্ববিধ মিষ্ট দ্রব্য, পায়সান্ন আর
গ্রহণ করিয়া তৃপ্তি লভেন অপার।
প্রভুর ভোজন শেষে ভক্ত হরিদাস
মুকুন্দ অদ্বৈত আদি করিয়া উল্লাস
প্রভুর অধরামৃত করেন গ্রহণ
দেবেরও বাঞ্ছিত সুধা বিশ্বে অতুলন

আহারের অন্তে যান বিশ্রাম গ্রহণে।
রজনী প্রভাত হলে বাহির ভবনে
আচার্য্যের, সুশোভিত আসনে সুন্দর
নানা পুষ্পে সুশোভিত মনোমুগ্ধকর,
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ উপবিষ্ট হলে
পুরবাসী নরনারী এসে দলে দলে
প্রভুপদে নিপতিত হইয়া তখন
পরম আনন্দে করে আত্ম সমর্পণ।

বিগলিত হেমকান্তি নর নারায়ণ।
শান্তিপুরবাসী সবে করিয়া দর্শন
আপনার জীবনেরে করিছে সফল
মুখে গৌরহরি ধ্বনি' নেত্রে অশ্রুজল।

নবীন বৈকুণ্ঠ আজি অদ্বৈত ভবন,
ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি নর নারায়ণ
বিরাজিছে গৃহে মম' একথা কহিয়া
আচার্য্য আপন মনে চলেন নাচিয়া।
অঙ্গেতে বিকাশ শুদ্ধ সাত্ত্বিক বিকার
বলেন, তোমারে নাথ ছাড়িব না আর।
লভিয়াছি প্রাণনাথে বহুকাল পরে
রাখিব বুকেতে বেঁধে, নাহি দিব ছেড়ে।
অশ্রুজলে বক্ষ তাঁর যাইতেছে ভাসি,
মহাপ্রেম সিন্ধুবুকে উঠিছে উচ্ছ্বসি।
অদ্বৈতের নৃত্য এই ভাবে বহুক্ষণ
চলিছে, শুনিছে প্রেম-অমৃত ভাষণ
ভক্তবৃন্দ, ছাড়িছেন কখনো হুঙ্কার
'প্রাণনাথ, যেতে তোমা নাহি দিব আর'।
অতীত হইল দিবা প্রথম প্রহর
এইভাবে, কৃষ্ণপ্রেমে প্রভু জড়জড়
আপন আসনে স্থির নারেন রহিতে
মূর্চ্ছিত হইয়া তিনি পড়েন ভূমিতে।
কর্দ্দমাক্ত হয় ধরা নয়নের জলে
হেরিয়া প্রভুর দশা নৃত্য সংবরিলে
শ্রীঅদ্বৈত, প্রভু-ভাব, মুকুন্দ বুঝিয়া
আরম্ভ করিল গীত ;—মধুকণ্ঠ দিয়া।
'বল সখি কোথা গেলে প্রাণ কৃষ্ণে পাব
মোর প্রাণমন সব ওপদে অর্পিব।
তাঁর তরে দিবারাত্র কাঁদিছে পরাণ
কহ সখি পাব কোথা তাঁহার সন্ধান'।
মুকুন্দ গাহিল গান নানাভাবে রসে,
অমৃত মধুর স্বর প্রভু কর্ণে পশে।
ভাবের সহিত প্রভু করিয়া সংগ্রাম
কাঁদিতে কাঁদিতে উঠি' আরম্ভে দুর্দ্দাম
মহানৃত্য, নিত্যানন্দ নারেন রোধিতে
কাঁপে যেন ধরাতল প্রতি পদাঘাতে।
প্রভুর পতন ভয় আশঙ্কা করিয়া
মুকুন্দ ও হরিদাস প্রভুকে ঘিরিয়া
রহিলেন সারাক্ষণ। প্রেমেতে অধীর
চলেছেন নৃত্যকরে শ্রীচৈতন্য বীর।
বহুক্ষণ এইভাবে চলিছে বহিয়া
সংজ্ঞা যেন করো নাই। বিমুগ্ধ হইয়া
হেরে সবে প্রভুনৃত্য,—মধু ভঙ্গিমায়
অনন্ত অচিন্ত্য শক্তি মহামহিমায়।
অবশেষে শ্রান্ত ক্লান্ত প্রভুকে ধরিয়া
নিত্যানন্দ, নৃত্য তাঁর দেন থামাইয়া।
বহু যত্নে সেবা অন্তে রাখেন শয্যায়
মধ্যরাতে গৌরচন্দ্রে নিত্যানন্দ রায়।
সপ্তাহ অধিককাল অদ্বৈতভবনে
করি অবস্থান, কৃষ্ণ কথা আলাপনে
ভক্তি প্রেম বৈরাগ্যেরে করি প্রদর্শন
কাটালেন মহানন্দে শচীর নন্দন।
চলে সারা দিবারাত্র মহামহোৎসব
ভাগ্যবান কমলাক্ষ, ধন জন সব
করেছেন সমর্পণ প্রভুব সেবায়
প্রভুচিন্তা ভিন্ন তাঁর অন্য চিন্তা নাই।
আসে যারা দূর হতে প্রভুর দর্শনে
সহজে যায়না তারা, দিব্য আকর্ষণে
আকৃষ্ট হইয়া রহে, খাদ্য বাসস্থান
তাহাদের, মহানন্দে অদ্বৈত যোগান।
তিনি, আপনার জন সম জানেন সবারে,
সবারে সেবিয়া ধন্য করেন নিজেরে।
অদ্বৈতের চরিত্রের অনন্ত মহিমা
অসীম হৃদয় তাঁর নাহি কোন সীমা।
আছে নদীয়ায় যত প্রভুপ্রিয়গণ
ভাবেন আচার্য্যে সবে আপনার জন।
তাঁহার গৃহের বস্তু দাস দাসী আর
সকল সময় ভাবে সবে আপনার।

করে ব্যবহার সবে নিজ প্রয়োজনে
বিপরীত চিন্তা নাহি জাগে কারো মনে।
ঈশ্বর সন্ন্যাস নিয়া যেই শুভক্ষণে
নাহি যেয়ে বৃন্দাবন অদ্বৈত ভবনে
করিলেন পদার্পণ, সেদিন হইতে
আচার্য্যের ধনমান লাগিল বাড়িতে,
পরম বিস্ময় রূপে। তাঁহার ভাণ্ডার
হলো যেন কমলার আপন আগার।
যথেচ্ছ করিয়া ব্যয়—নাহি হয় শেষ
অর্থ বিত্ত আদি যেন সকলি অশেষ।
আচার্য্যের বাসভূমি মহাপরিসব
বিস্তীর্ণ পরিধি যুক্ত, বহু বাড়ীঘর।
ধান্য শস্য ক্ষেত্রে বহু করে চাষবাস
বহুদাস দাসী গৃহে রহি' বারোমাস।
অসীম ঐশ্বর্য্য রাশি না হয় তুলনা।
আছে এ-সবার মূলে গৌর আরাধনা।
ধান্য শস্য দ্বিগুণিত হয়েছে এবার,
প্রভুর আশিস পেয়ে, রহস্য অপার।
আবাসে তাঁহার যত ফলহীন তরু
করেছে এবার পুনঃ ফলদান সুরু।
পুষ্পহীনে পুষ্পরাশি, সহজ সুন্দর
ঈশ্বরের অপরূপ লীলা মনোহর।
পরম বিভুর পদে সকল বিভূতি
আপনি যাচিয়া এসে জানায় প্রণতি।
রহিবে কোথায় চন্দ্র সূর্য্য লুকাইয়া
অসীম, মানব রূপ ধারণ করিয়া
রহে তার ছায়া সম। অনিবার্য্যরূপে
মিলে যায় ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য স্বরূপে।
অদ্বৈতের জ্যৈষ্ঠপুত্র অচ্যুত চরণ
প্রভুকে খেলার সাথী পেয়েছে এখন।
দিগম্বর মহাশিশু সকল সময়
কাটাইছে প্রভু সঙ্গে নাহি শঙ্কা ভয়।

নাহি শোনে কারো কথা, না মানে শাসন
প্রভু তার খেলা-সাথী আপনার জন।
রসরঙ্গ পরিহাসে প্রভু একদিন
কহেন অচ্যুতে হেসে, 'আমি পিতৃহীন,
শ্রীঅদ্বৈত পিতামহ,—ভাবিতেছি তাই
মাতামোর সীতাদেবী, মিলি দুইভাই
রব সদা একসঙ্গে একই ভবনে—
খেলিব তোমার সাথে রহি রাত্রদিনে।
জনক জননী সেবা উভয়ে করিব,
মাতৃ-দত্ত অন্ন দু'য়ে ভাগ করে খাব'।
অচ্যুত কহিল হেসে প্রভু বাক্য শুনি'
জগতের পিতা মাতা স্বয়ম্ভু আপনি।
বেদে পুরাণেতে কভু হেন কথা নাই—
ঈশ্বরের পিতামাতা আর আছে ভাই।
জীবের আশ্রয় মহা, তোমার কৃপাই
একমাত্র, সত্যতুমি, অন্য কিছু নাই।
জীবের পরম ভাগ্যে দর্শন তোমার,
জগতের পিতা তোমা করি নমস্কার'।
এবলে' অচ্যুত পড়ে প্রভুর চরণে—
বহে আনন্দাশ্রুধারা কোমল নয়নে।
স্তম্ভিত হইয়া সবে পরম বিস্ময়ে
দীপ্তিমান দিগম্বর শিশুপানে চেয়ে।
অচ্যুতের মুখে এই অপূর্ব্ব ভাষণ
প্রভুর স্ব-রূপে দেয় করি উদ্ঘাটন।
গুপ্ত বৃন্দাবন লীলা গুপ্ত নাহি রয়
ঈশ্বর স্ব-রূপ জেনে আনন্দ তন্ময়
হইয়া রহিল সবে অদ্বৈত ভবনে।
এভাবে অপূর্ব্ব লীলা প্রতি রাত্র দিনে
করেন নদীয়াচাঁদ শ্রীগৌরাঙ্গ হরি
ভক্তবৃন্দ সেই লীলা নিজ মনে ধরি'
স্মরিয়া আনন্দে করে অশ্রু বিসর্জ্জন
ঘটে সাথে সাথে নব রস আস্বাদন।

এসেছে শ্রীবাস ভক্তগণেরে লইয়া
এলেন জননী পুত্র দর্শন লাগিয়া
নবদ্বীপধাম হতে অদ্বৈত ভবনে
গভীর উৎকণ্ঠা জাগে সবাকার মনে।
বহুজন সমাকীর্ণ অদ্বৈত ভবন
শ্রবণ করিয়া সবে মাতৃ আগমন
শ্রদ্ধায় আনত শিরে পথ ছেড়ে দিয়া
দুই পাশে নবনারী রহে দাঁড়াইয়া।
জননী দোলায় আর ভকতের গণ
তাঁহাব পশ্চাৎ ধীরে করে আগমন
গৃহের প্রাঙ্গণ দ্বারে, দোলা হতে নামি'
অঙ্গণে প্রবেশি' মাতা ক্ষণমাত্র থামি'
হেরিলেন নৃত্যরত গৌরাঙ্গ সুন্দরে
দিব্য তেজে বিভাবিত নব দিবাকরে।
হেরি জননীরে প্রভু নৃত্য থামাইয়া
এসে দ্রুত দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া
মাতৃপদে র'ন পড়ি'। আদরে জননী
গৌরাঙ্গ চাঁদেরে বক্ষে লইয়া অমনি
রহেন নীরব স্থির; কেশ-শূন্য শিরে
বুলাইয়া করপদ্ম অতি ধীরে ধীরে
অপলক নেত্রে মুখ করি নিরীক্ষণ
অপার স্নেহেতে মাতা করেন চুম্বন।
জননীর নেত্র হতে জাহ্নবীর ধারা
পড়ে পুত্র শিরে ঝরি', প্রেমে আত্মহারা
পেয়ে হারানিধি ফিরে বক্ষে আপনার
রহেন নিস্তব্ধ হয়ে মাতা, সংজ্ঞা নাহি আর।
করুণা রূপিণী মাতা শিব ক্ষেমঙ্করী
মহাভাগ্যবতী দেবী [illegible] শ্বরী
লইয়া আপন বক্ষে [illegible] নারা[illegible]
অকলঙ্ক পূর্ণ চন্দ্রে শ্রীগৌরাঙ্গ [illegible]
ভুলিয়া নিখিলবিশ্বে বাৎসল্য [illegible]রায়
দিয়া সর্ব্ব অনুভূতি আপনা হারায়।

এই অবসরে মাতা হেরেন অন্তরে
পুত্ররূপী অপরূপ বৈকুণ্ঠ ঈশ্বরে
লইয়া সন্ন্যাসী রূপ বক্ষে আজি তাঁর
অসীম, অনন্ত, দিব্য জ্যোতির আধার।
ভক্তিরসাপ্লুত মনে জাগিতেছে ভয়—
বৈকুণ্ঠ বিহারী এযে, বিশ্বম্ভর নয়!
পরে, বিশুদ্ধ বাৎসল্য রসে ভাবিতা জননী
আপন সত্তায় ফিরে লভিয়া অমনি
পুত্র-অভিমান পুনঃ জাগে বিশ্বম্ভরে,
হারানিধি শ্রীগৌরাঙ্গে বক্ষে চেপে ধরে
কহেন আপন মনে; 'সন্ন্যাস মুরতি
আত্মার সন্ধান লাগি,' নতু প্রেমপ্রীতি
হোক যাহা পরকাশ পুত্র বিশ্বম্ভরে,
মোর স্তন্য পায়ী সেযে, থাক বক্ষ জুড়ে।'
শিশুসম শ্রীগৌরাঙ্গে নেন চেপে বুকে
অনাথিনী বৃদ্ধামাতা পুনঃ মহাসুখে;
যেন, কত যুগ যুগান্তের পরেতে জননী
পেয়েছেন মহাভাগ্যে গোরা গুণমণি।
নাহি পান তৃপ্তি মাতা পুত্রে বক্ষে নিয়া
সমগ্র হৃদয়ে চির অতৃপ্তি আসিয়া
হাহাকারে পূর্ণ করে সমগ্র ভুবন
হৃদয় বিদীর্ণ করা,—ঝরে দুনয়ন।
শরতের শিউলির সমান কোমল
চন্দ্রকান্ত মণিসম হিম সুশীতল
স্থির শান্ত মাধুর্য্যের অমৃত-আলয়ে
নির্নিমেষ র'ন মাতা পুত্র মুখে চেয়ে।
সর্ব্বরিক্ত সন্ন্যাসীর উদাসীন বেশে
পরিধানে বস্ত্রখণ্ড মাত্র কটিদেশে
মুণ্ডিতমস্তক শুভ্র,—জননী অন্তরে
তপ্তশল্য শত প্রতিক্ষণে দগ্ধকরে।
মৌন মূক জননীর নয়ন হইতে
ভাগীরথী ধারা শুধু বহে ধরণীতে

নিয়া বিশ্বম্ভরে বক্ষে,—বিশ্বরূপকথা
জেগে উঠে মার মনে, কি দারুণ ব্যথা,—
পেয়েছেন মাতা জ্যেষ্ঠপুত্র অন্তর্দ্ধানে
তিনি আর অন্তর্যামী মাত্র শুধু জানে।
তেমনি কি বিশ্বম্ভর সন্ন্যাস লইয়া
কাননে কান্তারে দূরে বেড়াবে ঘুরিয়া
তীর্থে তীর্থে, নিরমম শোকের সাগরে
ভাসাইয়া চিরতরে যাবে জননীরে ?
হেরিবেনা অভাগিনী ও চাঁদবদনে
লইবে বিদায় ধরা হতে শেষক্ষণে
যেইদিন, সেইদিন 'কোথায় নিমাই'
এই বলি অন্ধকারে লইবে বিদায় ?
ঘটিবে মরণ পুত্রমুখ নাহি হেরে'—
ভাবিতে ভাবিতে মার হৃদয় বিদরে।

শান্ত শিশুসম মার বুকেতে নিমাই
রয়েছেন স্থির হয়ে কোনো কথা নাই
মহাঅপরাধী সম, আনত নয়নে
দরবিগলিত ধারা ঝরিছে সঘনে।
শোকতপ্ত জননীরে সান্ত্বনা দানিতে
বুঝিয়া অন্তর-ব্যথা,—লাগেন কহিতে।
'তুমিই ঈশ্বরী মম সর্ব্বসাধ্যসার
তোমার চরণ-সেবা অভীষ্ঠ আমার,
কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত মম নাছিল সংজ্ঞান
নিয়াছি সন্ন্যাস তাই, অধম অজ্ঞান।
তব সেবা হতে ভ্রষ্ট কভু নাহি হব
অতন্দ্র হইয়া পদযুগলে সেবিব।
রক্ষিয়াছ এইদেহ বক্ষ-সুধা দানে
সে-দেহ সার্থক হবে আদেশ পালনে।
যে-আদেশ তুমি মাতঃ, দাসেরে করিবে
অধম সন্তান তাহা অবশ্য পালিবে।
যদি তুমি বল মোরে ত্যজিতে সন্ন্যাস,
তাহাই করিয়া আমি পূরাইব আশ।

চতুর্দ্দিকে ভক্তবৃন্দ প্রভুকে ঘিরিয়া
মাতাপুত্র মিলনেরে নয়ন ভরিয়া
হেরিতেছে, শুনিতেছে প্রভুর ভাষণ
'জননীর পদসেবা'—ধর্ম্ম সনাতন।
স্বয়ং ঈশ্বর হয়ে মাতৃসেবা করে
জননীর প্রতি শ্রদ্ধা পোষেণ অন্তরে,
কি অপূর্ব্ব সেই শ্রদ্ধা, আত্মসমর্পণে
সার্থক জীবন সর্ব্ব দুঃখেরে বরণে।

শুনিয়া পুত্রের কথা অন্তরে জননী
লভেন পরমা তৃপ্তি। চুম্বন প্রদানি'
শ্রীগৌরাঙ্গমুখচন্দ্রে—পূর্ণ সুধাকরে
ভুলেন সকল দুঃখ যা' ছিল অন্তরে।

অদ্বৈত শচীরে নিয়া যান অন্তঃপুরে
অপেক্ষিছে সীতাদেবী শচীমার তরে।
লভেন আনন্দ সবে মাতাকে হেরিয়া
উত্তম আসনে নব তাঁকে বসাইয়া
সেবাশুশ্রূষাদি অন্তে কুশল বার্ত্তায়
সবে মিলে জননীর সেবা করে যায়।

বাহিরে ভকত বৃন্দ প্রভুকে লইয়া
রহিয়াছে সুখ-মগ্ন। সকলে আসিয়া
প্রণমিছে শ্রীচৈতন্যে চরণ পরশি'
ঈশ্বর-প্রসাদে সবে উঠিছে উচ্ছ্বসি।'
অপূর্ব্ব সন্ন্যাসবেশ দর্শন করিয়া
শ্রীগৌরাঙ্গে,—মরমেতে যাইছে মরিয়া।
সবাকার প্রাণ প্রভু, আলিঙ্গন দানে
মধুর পরশে আর প্রিয় সম্ভাষণে
করেন সবারে তুষ্ট। অদর্শনে তাঁর
উপচিত যে-বেদনা অন্তরে সবার—
সে দুঃখ বিলীন হয়ে,—সন্ন্যাসীর বেশে
মহাবেদনার চিহ্ন সর্ব্ব মর্ম্ম-দেশে
অঙ্কন করিয়া দেয় চিরায়ত করি,
সে-দুঃখ সবার সাথী দিবস শর্ব্বরী,

ইষ্ট সাথে সে-বেদনে এক করে নিয়া
চলিছে কেহবা নিজ জীবনে সাধিয়া।
এইভাবে প্রভু সঙ্গ-সুধা দশ দিন
করে আস্বাদন যত নবীন-প্রবীণ
নবদ্বীপ শান্তিপুরবাসী ভক্তগণ
সে আনন্দে ভাষা দিয়া নাষায় বর্ণন
প্রভুর মুখের বাণী সঙ্গীতের সম
অনন্য অভূতপূর্ব্ব অতি অনুপম।
পুনঃ, সে বাণী, লইয়া রাস-রস-শেখরেরে,
দানে সুধা সবাকার শ্রবণ বিবরে।
দিনে প্রভুসঙ্গ সুধা, সন্ধ্যায় কীর্ত্তন
রজনীতে চৈতন্যের অপূর্ব্ব নর্ত্তন
দর্শন করিছে সবে নয়ন ভরিয়া
অপূর্ব্ব মাধুর্য্যরাশি পড়িছে ঝরিয়া,
নৃত্য কীর্ত্তনের সাথে। যত ভাগ্যবান
দর্শনে শ্রবণে তৃপ্ত করে নিজ প্রাণ।
শান্তিপুর ছাড়িবার হয়েছে সময়
হেথায় বসিয়া আর বৃথা কালক্ষয়
অনুচিত ভেবে মনে, সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর
করান অদ্বৈতে দিয়া মায়ের গোচর।
'অধম সন্তান আমি কিছু না বুঝিয়া
নিয়াছি সন্ন্যাস মার মনে ব্যথা দিয়া।
সন্ন্যাস ত্যজিয়া পুনঃ উপবীত নিলে—
আসিলে সংসারে ফিরে, এবিশ্ব নিখিলে
নিন্দিত হইব আমি; তথাপি জননী
আদেশিলে, ফিরে আমি আসিব এখনি।
আত্মীয় স্বজন সাথে সন্ন্যাসী না রয়
আছে প্রতিপদে তার পতনের ভয়।
আমৃত্যু জননীপদ অবশ্য সেবিব
আদেশ তাঁহার আমি কভু না লঙ্ঘিব।
বলিবেন তিনি মোরে, যেথায় রহিতে,
রব সেথা, করিব, যা' বলেন করিতে।

ঈশ্বর-জননী যিনি, তিনি অসামান্যা
ক্ষমাময়ী মহাসতী সর্ব্বগুণে ধন্যা।
মহাগুণবতী বলে ঈশ্বর-জননী
সর্ব্বংসহা মহাধাত্রী আনন্দরূপিণী।
শুনে অদ্বৈতের মুখে প্রভু-আবেদন,
করিলেন স্থিরচিত্তে চিন্তা কিছুক্ষণ,
কহিলেন পরে ধীরে,—নিয়তি নির্ম্মম
যাহা ঘটায়েছে তার নাহি উপশম।
এখন নিমাই মম ত্যজিলে সন্ন্যাস
করিবে সংসারে তারে সবে উপহাস।
মৃত্যুশল্যসম তাহা আমাকে বিঁধিবে
তাহাতে অন্তরে মম শান্তি না আসিবে।
প্রাণসম বিশ্বম্ভর, তাঁর অপযশ,
অচিরে করিয়া মোরে নিবে মৃত্যুবশ।
যেথায় রহিলে তার ধর্ম্ম রক্ষা হয়
তাহাতেই, সুখ-মম অন্যথায় নয়।
তার সুখভিন্ন মোর অন্য সুখ নাই
হোক স্বর্গ হতে উচ্চ,—তাহা নাহি চাই।
যেথায় রহিলে মনে শান্তি সুখ তা'র
সেখানে করুক বাস এ'ইচ্ছা আমার।
তবে মোর মনে হয়—যদি নীলাচলে
রহে সে আপন ধ্যানে; দর্শনেতে গেলে
নীলাচল নাথে তবে, নবদ্বীপবাসী
লভিব সংবাদ তা'র—এই ভালবাসি।
আর, কভু যদি গঙ্গাস্নানে তার ইচ্ছা হয়
তা'হলে দর্শন আমি পাইব নিশ্চয়।
নীলাচলে রহিবার পাইয়া আদেশ
অন্তরে আনন্দ প্রভু লভেন অশেষ।
পূর্ণ করিয়াছে মাতা মনোঽভিলাষ
জেগেছে অন্তরে তাই আনন্দ উচ্ছ্বাস।
চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া
চলিয়াছে কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিয়া।

অরুণ বসনধারী অপূর্ব্ব শোভন
পুণ্ডরীক সম নেত্র নরনারায়ণ।
অপরূপ, মাঝখানে আছে দাঁড়াইয়া
হেরিছে ভকতবৃন্দ বিমুগ্ধ হইয়া।
অবশেষে নীলাচল যাত্রাক্ষণ আসে
সমাগত ভক্তগণ অশ্রুজলে ভাসে
প্রভুর বিচ্ছেদ ভয়ে। 'জীবন বল্লভে
হারাইয়া, কি প্রকারে বাঁচিয়া রহিবে,'
নিরন্তর এই কথা করিছে চিন্তন
ঘটে সাথে সাথে তা'র অশ্রু বিসর্জ্জন।
প্রভুকে প্রণাম করে এসে ভক্তগণ
একে একে, সবাকারে দিয়া আলিঙ্গন
কহিলেন কৃপানিধি, কোন দুঃখ নাই
শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণে সর্ব্বদুঃখ চলে যায়।
যে-ভজিবে কৃষ্ণে আমি তার কাছে রব
তার দুঃখ বেদনায় আপনি বহিব।
কৃষ্ণ নাম কর সবে গৃহেতে বসিয়া
গিয়া নীলাচলে মোরে দেখিবে আসিয়া
বর্ষশেষে, এইবলি' বাড়ালে চরণ
দূর হতে হরিদাস করিয়া ক্রন্দন
পড়ে প্রভু পদতলে ; বিলাপে তাঁহার
উদগত অশ্রুর ধারা নয়নে সবার।
কেহ স্থির হয়ে আর রহিতে না পারে
'হে প্রভো, করুণাময় বলে উচ্চৈঃস্বরে
রোদন করিতে থাকে। তবে হরিদাস
রোদন করিয়া কন, অধম এ'দাস
তোমার চরণ ছেড়ে কেমনে বাঁচিবে,
বল এই পাপদেহ কিকাজে লাগিবে ?
বল, কি করিব আমি ওগো দয়াময়
তোমার বিরহ মোর প্রাণে নাহি সয়।
ক্ষেত্রে যাইবার মোর নাহি অধিকার
পাবে না দর্শন তব এই দুরাচার ?

রোদন তাঁহার সর্ব্ব মর্ম্ম ভেদ করে
সবে সিক্ত হয়ে যায় অশ্রুর নির্ঝরে,
অবোধ বালক সম তাঁহার ক্রন্দন
দেয় থামাইয়া তবে প্রভুর গমন।
হরিদাস-আর্ত্তি প্রভু নারেন সহিতে
দুবাহু বাড়ায়ে নিয়া আপন বক্ষেতে
হরিদাসে, কহিলেন না কর রোদন
তব কথা জগন্নাথে করি নিবেদন
অচিরেই তোমা আমি ক্ষেত্রে নিয়া যাব
হরিদাস তোমা আমি হেথা না রাখিব।
প্রভু-প্রেম-পরিচয় লভি' হরিদাস
বেড়ে যায় আরো তাঁর আবেগ উচ্ছ্বাস
পড়িয়া প্রভুর পদে আবো উচ্চৈঃস্বরে
কহিলেন, কত কৃপা কর অধমেরে—
কোথায় তুলনা তার বল দয়াময়
অধমের হেন বন্ধু আর নাহি হয়।
কহিলেন শ্রীঅদ্বৈত প্রভুকে তখন
আর কিছু দিন রহি আমার ভবন
সবারে সান্ত্বনা দানি' তুষি' জননীরে
তারপর নীলাচলে যাত্রা কর ধীরে।
অদ্বৈতের বাণী প্রভু নারেন লঙ্ঘিতে
আরো দিন দুই তাঁর হইল রহিতে,
অদ্বৈত ভবনে পুনঃ। বুঝিলেন হরি
তাঁহার বিরহ জ্বালা অসহ্য সবারি।
আপন স্ব-রূপে পুনঃ না দেখালে আর
সান্ত্বনা পাবেনা কেহ, মনোদুঃখভার
না হইবে অপসৃত হৃদয় হইতে,
না পারিবে সুকঠোর বেদনে সহিতে।
নরনারায়ণ এই মনেতে ভাবিয়া
দুই দিন পরে বিষ্ণু খট্টায় বসিয়া
কীর্ত্তনের অবশেষে, ঈশ্বর আবেশে
সমাগত ভক্তগণে ক'ন হেসে হেসে।

জ্যোতির্ম্ময় হয়ে উঠে অদ্বৈত ভবন
হয় ভক্তিরসাপ্লুত সবাকার মন ;—
হেরে অদূরেতে সবে বৈকুণ্ঠ ঈশ্বরে
সমাসীন আচার্য্যের বিষ্ণুখট্টোপরে।
যুক্তকরে নতশির হয়ে ভক্তগণ
শোনে প্রভু-মুখবাণী ; শ্রদ্ধাযুক্তমন,—
'কেন ব্যথা পাও সবে বল মোর তরে
আমি ভিন্ন কিছু নাহি এবিশ্ব সংসারে।
সবার হৃদয়ে আমি করিতেছি বাস
কর কৃষ্ণ নাম,—সত্য হইবে প্রকাশ।
করেছি ত্রেতায় আমি রাবণে হনন
দুষ্ট কংসে দ্বাপরেতে করেছি নিধন।
আমি সেই রামকৃষ্ণ বিশ্বমূলাধার
সৃষ্টি স্থিতি ধ্বংস জেনো ইঙ্গিতে আমার,
যুগে যুগে অভ্যুত্থিত সর্ব্ব অধর্ম্মেরে
করেছি বিনাশ আমি প্রতি অবতারে।
কতভাবে কতরূপে মোর অবতার
অনন্ত অচিন্ত্য তত্ত্ব, কেজানে তাহার।
কলিযুগে প্রচারিতে নাম সঙ্কীর্ত্তন
হইয়াছি অবতীর্ণ। করিতে অর্পণ
জীবেরে কীর্ত্তন সাথে প্রেম ভক্তিনব
এবার জীবন মম অতি অভিনব
স্বতন্ত্র স্বাধীন আমি পূর্ণ নির্ব্বিকার
তথাপি করেছি আমি বন্ধনে স্বীকার।
জীবলাগি' ভক্তবশ্য আমার প্রকৃতি
ভক্তজন মর্ম্ম মাঝে নিত্য মোর স্থিতি।
প্রেমের অধীন মোরে, স্বভাব স্বাধীনে
রাখহ চিনিয়া সবে,—কলিভাগ্য গুণে'।
এভাবে আপনা পুনঃ প্রকট করিয়া
ভক্ত জনচিত্ত মাঝে স্থিতি জানাইয়া
মানসিক দুঃখ কিছু করেন হরণ,
দেন একে একে প্রভু সবে আলিঙ্গন।

বেদনায় অভিভূত জননী হৃদয়
বিশ্বম্ভর প্রিয় দ্রব্য এনে সমুদয়
মহাআগ্রহেতে মাতা করিয়া রন্ধন
প্রাণপুত্রে মহাযত্নে করান ভোজন।
জানেন জননী মনে বিশেষ করিয়া
জীবনের মত পুত্র যেতেছে চলিয়া,—
পক্ক অন্ন আর তারে না হবে জোগাতে
'পুত্র' বলে নাহি আর হবে সম্ভাষিতে।
যদি কদাচিৎ ঘটে তা'র আগমন
তৈর্থিক সন্ন্যাসীরূপে হইবে দর্শন
গঙ্গাস্নান উপলক্ষ্যে ; এভেবে জননী
বক্ষেতে বাৎসল্য রস ছিল যতখানি
উন্মুক্ত করিয়া তাঁর সমগ্র ভাণ্ডার
পুত্র বিশ্বম্ভরে তিনি করান আহার।
বাৎসল্য রসেতে পূর্ণ জননী হৃদয়
অর্পিয়াও সরবস্ব 'তৃপ্ত' নাহি হয়।
নীলাচল যাত্রা দিন আসিল এবার
প্রিয় পরিজন সবে নিয়া আপনার
যান প্রভু গঙ্গাস্নানে। অদ্বৈতের সহ
অবধূত নিত্যানন্দ-প্রণয়-কলহ
প্রায়শঃ ঘটিয়া থাকে। জাহ্নবীর জলে—
নিয়া ভক্তবৃন্দ প্রভু সাঁতারিয়া চলে।
অদ্বৈত আর নিত্যানন্দ করে জলকেলি
নানাভাবে রসেরঙ্গে ; ভকত সকলি
স্নান করে আর দেখে কলহমিলন,
হরিহর এক আত্মা, দুই দেহ মন।
গৃহে এসে নিত্যপূজা তুলসী বন্দন
যথারীতি নিত্যকর্ম্ম হলে সমাপন
গৃহ দেবতার ভোগ সমাপ্ত করিয়া
ধীরে ধীরে শচীমাতা দিলেন আনিয়া
বিবিধ ব্যঞ্জন সহ অন্ন বিশ্বম্ভরে
উদগত অশ্রুরে মাতা যান রুদ্ধ করে।

মাঝখানে শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দে নিয়া
বসেছেন ভোজনেতে ; রয়েছে ঘিরিয়া
চারিপাশে ভক্তবৃন্দ, সবে, জয়ধ্বনি করে
অতৃপ্ত নয়নে নব সন্ন্যাসীরে হেরে।
প্রভুর ভোজন অন্তে ভকতের গণ—
ভুক্ত-অবশেষ তাঁর করেন গ্রহণ
পরম অমৃতসম। মনে মনে ভাবে—
কতযুগ পরে আর এ অমৃত পাবে।
ভবিষ্যভাগ্যের কথা জানে ভগবান
করুণা করিয়া ভুক্ত-অবশেষ দান
করিয়া করেন ধন্য প্রিয় পরিজনে
কৃপানিধি দয়ালেরে কেবা কত জানে ?
অপরাহ্নে সবে ডেকে কন নারায়ণ
সবে নিজ নিজ গৃহে করিয়া গমন
শ্রীকৃষ্ণে ভজন কর। যে-জন ভজিবে
নিয়ত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রে,—সেই মোরে পাবে।
হিংসাদ্বেষ পরিহরি শ্রীকৃষ্ণ আশ্রয়
যে লইবে, হইবে সে প্রিয় সুনিশ্চয।
মোর লাগি আর কেহ দুঃখ না করিবে
যে-চাহিবে সঙ্গ মম, অবশ্য সে পাবে।
রথযাত্রা উপলক্ষ্যে শ্রীক্ষেত্রে যাইবে
সেইখানে মোর সাথে মিলন ঘটিবে
আমিও আসিব গঙ্গাদর্শনের তরে
পুণ্যদিনে, যাব দেখে তোমা সবাকারে।
তারপর কৃষ্ণনাম কীর্ত্তনের পর
যায় সবে রজনীতে নিজ নিজ ঘর।
শুনেছেন শচীমাতা, প্রভাত হইলে
যাবে নবদ্বীপচন্দ্র ধাম নীলাচলে।
পুরীধামে পূর্ণচন্দ্র হইবে উদয়,
সারারাত্র শচীমাতা হইয়া তন্ময়
ভেবেছেন স্ব-নিয়তি। কোথা বিশ্বরূপ
জ্যেষ্ঠপুত্র, রূপে গুণে অতি অপরূপ,
প্রিয়জন সবাকার ; সর্ব্বশাস্ত্রে জ্ঞান
মোর ভাগ্যে সে-পুত্রের নাহি হলো স্থান
নিজগৃহে। নারিলাম তাহারে রাখিতে
'সংসারের ধর্ম্ম তাকে হবে আচরিতে'—
এই ভয়ে বিশ্বরূপ গৃহত্যাগ করে,
ভাসাইয়া জননীরে শোকের সাগরে।
সে দুঃখে ভুলিনু কিছু গৌর-মুখ চেয়ে
হয়ত নিবিত জ্বালা শ্রীগৌরাঙ্গে নিয়ে।
বিশ্বরূপ-শোক শেষে যেতাম ভুলিয়া
কালের প্রভাবে দুঃখ যাইত চলিয়া
গৌরাঙ্গচন্দ্রের পূর্ণ আলোক মালায়
নিবাইতে বিশ্বরূপ-বিরহ জ্বালায়
পূর্ণকরে শূন্যগৃহে ; গৌর শান্তি দিবে
অভাগিনী সুখ মুখ আবার হেরিবে।
হয়ত আসিত সুখ ফুটিত আলোক
ভুলিতাম জীবনের সর্ব্বদুঃখ শোক।
হেরি কিন্তু ভিন্নরূপ মম ভাগ্যফল
বিপরীত ফল মোর কর্ম্মের সকল।
কি এক অশুভক্ষণে নির্ম্মম নিয়তি
ডাকিয়া আনিল গৃহে কেশব ভারতী
কালসর্পে ; বক্ষে শেল দিল বিদ্ধ করি,
দূষিব কাহারে ? সব অদৃষ্ট আমারি।
এমন দুর্দ্দৈব আর কারো ভাগ্যে নাই
সর্ব্বদুঃখ এনে যেন আমার মাথায়
রেখেছেন ভগবান। বহিব কি করি'
জীবনের শেষ অঙ্কে ? দয়াময় হরি
প্রতিক্ষণে ভাবি' তাই,—জগতের নাথ
দিলে এ জীবনে তুমি কি অভিসম্পাৎ ?
প্রথম জীবনে শত অভাব-পীড়ন
পুত্রকন্যাশোকে পরে দহি' অনুক্ষণ
মিটেনি কি সাধ তব ? বৈকুণ্ঠের হরি
এ মহা নিখিলে মোরে রেখে একা করি'

দিলে বক্ষে মহাশল্য,—বধূবিষ্ণুপ্রিয়া,
কেন বা সংসারে আর রাখ বাঁচাইয়া ?
হইল সন্ন্যাসী মম পুত্র বিশ্বম্ভর
পাবনা হেরিতে তার মুখ অতঃপর
নির্ম্মম নিয়তি এই। শ্রীবিষ্ণুপ্রিযারে,
কি বলিব ? সান্ত্বনা বা দিব কি প্রকারে ?
মার, বিনিদ্ররজনী কাটে এই ভাবনায়—
ভাসিতেছে বক্ষ, তপ্ত অশ্রুর ধারায়।
বিষাদের সিন্ধু আজি উঠিছে উছলি
অদ্বৈত ভবন মাঝে, যাইবেন চলি
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নীলাচল পানে
অপেক্ষিছে ভক্তবৃন্দ অশ্রু স্নাত মনে
বিগত রজনী হতে। মূর্চ্ছিতা জননী
রয়েছেন গৃহমাঝে। ক্রন্দনের ধ্বনি
হইতেছে একমাত্র শ্রবণ গোচর
নাহি আর অন্যরব—সবি' নিরুত্তর।
অদ্বৈত ভবন কেন ? সমগ্র নদীয়া
শোকাশ্রু অনল তাপে যেতেছে দহিয়া।
কারো মুখে নাহিবাণী,—শুধু দীর্ঘশ্বাস
হৃদয় বিদীর্ণকারী, অশ্রুর উচ্ছ্বাস
দিকে দিকে, সর্ব্বগৃহে ক্রন্দনের রোল
'কোথা যাবে তুমি প্রভো'—এইমাত্র রোল।
অগণিত নরনারী রেখেছে ঘিরিয়া
শ্রীচৈতন্যে, বেদনায় কাঁদিয়া কাঁদিয়া।
ঈশ্বরের আকর্ষণ সবাব উপব
এযে মহাদিব্যসুখ,—অবস্ত-নির্ভর।
'কাঁদিছে হৃদয় কেন কেহ নাহি জানে
চির-তৃষাতুর আত্মা প্রেমের সন্ধানে।
তাই, প্রভুব বিরহ দুঃখ অধিক-সবাব
রহিয়াছে গৃহে তবু সুখ নাহি কা'র।
পত্নী পুত্র ধন জন,—নাপারে কখন
প্রভুর বিরহ দুঃখ করিতে হরণ।

এ শোকের নাহি শেষ—এদুঃখ সাগরে
অসহায় ভক্তবৃন্দ কেঁদে কেঁদে মরে।
ভক্তের মরম দুঃখ জেনে কৃপাময়
দিয়াছেন সবাকারে আপনি অভয়।
পুনঃ পরিজনে তিনি সান্ত্বনা দানিতে
কহিলেন কৃপা নিধি ; সবে শুদ্ধচিত্তে
'কর সদা কৃষ্ণনাম' ইহাই ভজন
জানিবে ইহাতে হবে সর্ব্বার্থ সাধন।
যে ভজিবে কৃষ্ণে সেই আমারে পাইবে
জীবনে তাহার কোনো দুঃখ না রহিবে।
অভিলাষ সমুদয় হইবে পূরণ
অন্তবে তাহাব মম বাস সর্ব্বক্ষণ।
'বেদগুহ্য কথা প্রভু আপনার জনে
গেলেন প্রকাশি' নীলাচল যাত্রাক্ষণে।"
শ্রীকৃষ্ণে স্মরিলে মোরে অবশ্য পাইবে"
এ কথার মর্ম্ম ভক্ত জনেরা বুঝিবে।
গৌর-কৃষ্ণ কৃষ্ণ-গৌর অভিন্ন অদ্বয়
কলির ভজন তত্ত্ব দিব্য মধুময়।
শ্রীকৃষ্ণ ভজনে গৌরে লভিবে কেমনে
জলের তিয়াস নাহি মিটে জল বিনে।
যদি, কৃষ্ণ আর শ্রীগৌরাঙ্গ এক নাহি হবে
ভজিলে শ্রীকৃষ্ণে কেন গৌরাঙ্গে পাইবে ?
ঈশ্ববের বাণী কভু মিথ্যা নাহি হয়
নামের সহিত নামী সর্ব্বক্ষণ রয়।
জীবের মঙ্গল লাগি ব্রজের কানাই—
বিনাশিতে কলিমল নদের নিমাই।
গৌরাঙ্গ ভজন তত্ত্ব, আজি নির্ব্বিশেষে
করিলেন ব্যক্ত প্রভু ভকত উদ্দেশে ;
আনন্দে বেদনে তবে ভকতের গণ
ইষ্টের চরণ ধূলি করিয়া গ্রহণ
অশ্রুজলে প্রভুপদ বিধৌত করিয়া
করে স্তব, যুক্তকরে—পুনঃ প্রণমিয়া

"হে দেব জগদ্‌গুরো অনাথ-শরণ
গুণহীন দাসবৃন্দে করহ রক্ষণ
বিতরি' করুণা তব ; ভজন বিহীনে
অধম পতিতে রক্ষা বল তোমা বিনে
কে আব করিবে নাথ, করুণা-নিলয়
চবণ-আশ্রিতে রক্ষা কর কৃপাময়।
অনন্ত ঐশ্বর্য্য তব করিয়া প্রকাশ
সেবকগণেব পূর্ণ কর অভিলাষ।

জননীব মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল এবাব
প্রভুব ইচ্ছায়, মাতা পুত্রে দেখিবাব—
আসে উন্মাদিনী সম, বিক্ষিপ্ত বসন
ববষাব ধারা সম ঝরে দুনয়ন।
বিদীর্ণ হতেছে বক্ষ মহাবেদনায়
করিতে প্রকাশ মাতা ভাষা নাহি পায়।
হৃদয হয়েছে স্তব্ধ ; অদ্বৈত ঘরনী
দুজনেব স্কন্দেভাব বাখিয়া জননী
গৌবাঙ্গের সম্মুখেতে ধীরে দাঁড়াইয়া
নমেন মাতারে প্রভু ভূমিতে পড়িয়া।
মস্তক আঘ্রাণি মাতা করিয়া চুম্বন
অতিকষ্টে আত্ম শক্তি করি আহরণ
কহিলেন অতিকষ্টে, বাপ বিশ্বম্ভব
জীবিত আমারে কেন রেখেছে ঈশ্বর
নাহি জানি ; নাহি জানি শাস্তি কি করুণা।
তোর মুখখানি আমি দেখিতে পাবনা
এই দুঃখে হইতেছে বিদীর্ণ হৃদয়,—
অন্য কোন দুঃখে বাপ নাহি করিভয়।
ধরণী আলোকহীন, হলো অন্ধকার
কিবা পরিণাম বাপ না জানি আমার !
সংসারে থাকিয়া বল কিবা মোর হবে,
বধূরে আমার, বল কে আর রক্ষিবে ?
উন্মাদিনী সম মাতা করেন রোদন
গৌরাঙ্গের গলদেশ করিয়া বেষ্টন।
অশ্রু গঙ্গাধারা স্নাত গৌরাঙ্গের শির
জননীর বাক্যে প্রভু-হৃদয় অস্থির।

কিন্তু যে উদ্দেশ্যে নর-দেহের ধারণ
তাহা সম্পাদনে, এই, দুঃখের বরণ
অবশ্য করিতে হবে জায়া-জননীর
কে অন্যথা ঘটাইবে মহা নিয়তির।
কহিলেন শান্তকণ্ঠে প্রভু জননীরে
'কেন দুঃখ পাও মাতা বৃথা শোক করে।
আপন-স্বরূপে দেখি, করহ চিন্তন
নিয়তিরে, বল মাতা কে করে খণ্ডন ?
জীবের পবমধর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণ সেবন
বিষয় হইতে করি চিত্ত সংহরণ
গৃহে গিয়া ভজ কৃষ্ণে, দুঃখ না রহিবে
বিষ্ণুপ্রিয়া তববধূ তাহাই করিবে।
সুখ দুঃখ দুই মাতঃ পূর্ব্বকর্ম্মফল
নহে নিত্য, সত্য কৃষ্ণ-সেবাই কেবল,
বধূ সহ তুমি মাতা শ্রীকৃষ্ণে সেবিবে
উভয়েই গৃহে থেকে আমাকে পাইবে'।
এই বলে জননীরে প্রদক্ষিণ করি
পুনঃ প্রণমিয়া তাঁকে শ্রীগৌরাঙ্গ হরি
কবেন শ্রীক্ষেত্র-যাত্রা ;—স্বতন্ত্র ঈশ্বর
সংজ্ঞা হারাইয়া মাতা র'ন-ভূমি 'পর।
রহিলেন সীতাদেবী তাঁহাকে লইয়া
উঠে পুরনারীবৃন্দ ক্রন্দন করিয়া
রোদন ধ্বনিতে পূর্ণ অদ্বৈত-ভবন
হাহাকারে পরিপূর্ণ গগন পবন।

চলিলেন প্রভু নীলাচল উদ্দেশিয়া,
সামান্য কৌপীন আর করঙ্গ লইয়া
পশ্চাতে গোবিন্দ দাস, তারপর শেষে
দামোদর শ্রীমুকুন্দ অদ্বৈত আদেশে
চলিলেন নিত্যানন্দ গদাধর আর
প্রভু-শূন্য তাঁহাদের সবি অন্ধকার।

চলিলেন তাঁরা তাই প্রভুর পশ্চাতে
মধু গৌর হরিনাম নিয়া রসনাতে
সংখ্যাহীন নরনারী চলিছে পশ্চাৎ
'কৃপাকর প্রভো' বলে করে আর্ত্তনাদ।
চলেছেন সীতানাথ ধীরে অতি ধীরে
ক্রন্দনমুখর হিয়া পূর্ণ হাহাকারে।
জানেন অন্তর যামী সুবৃদ্ধ ব্রাহ্মণ
তাঁহার সহিত যদি করেন গমন
শোকে-তপ্ত আত্মীয়েরা হইবে বিনাশ
জননীর জীবনেরও না রহিবে আশ।
কিছুদূর গিয়া প্রভু র'ন দাড়াইয়া
কহিলেন শ্রীঅদ্বৈতে তবে সম্বোধিয়া
গৃহে গিয়া দাও তুমি সবারে সান্ত্বনা
তোমা না হেরিলে কেহ প্রাণে বাঁচিবেনা
না রবে জননী-প্রাণ। বাঁচাও সবারে
আন শ্রীকৃষ্ণের বাণী শ্রবণ গোচরে।
এই বলে শ্রীঅদ্বৈতে আলিঙ্গন দিয়া
নীলাচল অভিমুখে যাইতে চলিয়া
কহিলেন সীতাপতি যুক্তকরে তবে
দাসের একটী কথা, প্রভো, কি শুনিবে ?
তোমার বিরহে অশ্রু করিছে বর্ষণ
সর্ব্বজনে, আর্ত্তনাদে পূরিছে ভুবন।
আমারে পাষাণ কেন করিয়া রাখিলে
শোক-শল্যে প্রতিক্ষণে হৃদয় বিঁধিলে
অথচ নয়নে মোর অশ্রু চিহ্ন নাই—
নারিনু কাঁদিতে আমি ; কহিবে আমায়
কোন অপরাধে হেন শাস্তি মোরে দিলে
আমিই পাষাণ-পাপী এ বিশ্ব নিখিলে।
হাসিয়া কহেন প্রভু অদ্বৈতে তখন
'তব প্রেমে বদ্ধ আমি আছি সর্ব্বক্ষণ,
সে-প্রেমতরঙ্গ রাশি উদ্বেল হইলে
উন্মত্ত উদ্দাম তুমি অশ্রু বিসর্জ্জিলে
চলনে ঘটিবে বিঘ্ন, প্রেমেরে তোমার
কৌপীন অঞ্চলে বেঁধে রেখেছি আমার।
ক্রন্দন করিয়া তুমি সুখ যদি পাও,
দিনু বাঁধ খুলে যত ইচ্ছা কেঁদে নাও'।
এবলে খুলিয়া দিলে কৌপীন বন্ধন
হে প্রভো, গৌরাঙ্গ মোর বলিয়া ক্রন্দন
করিয়া অদ্বৈত ভূমে যান গড়াগড়ি,
ধূলি ধূসরিত অঙ্গ হইল তাঁহারি।
চলিছে করুণ আর্ত্তি থামে না রোদন
সাথে সাথে দুনয়নে ধারা বরষণ,
ধূলিকর্দ্দমাক্ত অঙ্গ হইল তাঁহার
চলিবার মত শক্তি নাহি দেহে আর।
পুনঃ, আকর্ষি' অদ্বৈত-প্রেমে
করেন বন্ধন
আপন কৌপীনে প্রভু, আত্মসংবরণ
করেন অদ্বৈত ধীরে,—ক'ন প্রভু তা'রে,
চির উচ্ছ্বসিত তব প্রেম পারাবারে
না করি সংহত যদি, জননী আমার,
সন্তান সন্ততি সহ তব পরিবার,—
কেমনে বাঁচিয়া রবে ? শুধু তাহা নয়
তোমার প্রেমেতে বদ্ধ, হইয়া তন্ময়—
সুদীর্ঘ সরণি আমি নারিব চলিতে,
বাঁধিয়াছি তব প্রেমে তাই কৌপীনেতে।
দেখান অদ্বৈতে পুনঃ কৌপীন বন্ধন—
'কৃপানিধি প্রভু মোর' বলিয়া রোদন
করিয়া অদ্বৈত পড়ি' প্রভু পদতলে
নেন বক্ষে প্রভু তাঁকে ধরিয়া সবলে।
সর্ব্বতত্ত্ব রসবেত্তা প্রভু ভগবান
তাঁর কর্ম্ম বুদ্ধি আর চরিত্র মহান
সংসারের মানবের বিচারে না আসে
পরম সৌভাগ্য বলে অসীম বিশ্বাসে

একমাত্র এইতত্ত্ব আসে অনুভবে
অপরূপ আস্বাদন মাধুর্য্য গৌরবে।
কৌপীনে প্রেমের বাঁধ, মুক্তিদান তা'র
পরম ঐশ্বর্য্য ইহা গৌরাঙ্গ লীলার।
প্রভুর অনন্ত লীলা মহৈশ্বর্য্যময়—
গাহিবে তা' মহাকাল,—শ্রীগৌরাঙ্গ জয়।
প্রেমেতে বিহ্বল প্রভু চলেন দক্ষিণে
দামোদর শ্রীমুকুন্দ চলে প্রভুসনে।
চলেছেন নিত্যানন্দ গদাধর আর,
গোবিন্দে করঙ্গ সহ কৌপীনের ভার।
হইয়াছে মাধুর্য্যের লীলা সমাপন
সে-লীলার উপাসক করিয়া ক্রন্দন
সেবেন মানস লোকে মাধুর্য্যময়েবে
শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার সাথে গৌরাঙ্গ সুন্দরে।
সন্ন্যাস-ঐশ্বর্য্যে তারা ভাল নাহি বাসে
আনন্দ মুরতি প্রভু মাধুর্য্য নিবাসে
সেবে তাঁরা চিরকাল একান্তে গোপনে
পরম ঈশ্বরে ইষ্টে বিষ্ণুপ্রিয়া সনে।
কৃষ্ণলীলা গৌরলীলা একই প্রকার
দেশকাল ভেদে মাত্র দুইরূপ তা'র।
দ্বাপরের কৃষ্ণ এলো হয়ে বিশ্বম্ভর
আভীর কন্যারা তাঁর হয়ে পার্শ্বচর,
নিত্যসাথী, লীলা রস করে প্রসারণ
যুগভেদে নবরূপ করিয়া ধারণ।
অপরূপ কৃষ্ণলীলা যত বৃন্দাবনে
রাস-রসলীলা যত নিয়া গোপাঙ্গনে
সে লীলার অবসানে, যাত্রা মথুরায়
গোপের অঙ্গনা শত পথের ধূলায়
শ্রীকৃষ্ণবিরহ শোকে যায় গড়াগড়ি,
নিঠুর কানাই যান,—বৃন্দাবন ছাড়ি'।
অগণিত গোপাঙ্গনা করিছে ক্রন্দন,
ছিল যাহাদের সাথে প্রেমের বন্ধন
জীবন্মৃত করি সবে, স্বতন্ত্র ঈশ্বর
আসিলেন মথুরায় চলে অতঃপর।
সেই গোপাঙ্গনা এবে শ্রীচৈতন্যগণ
নবদ্বীপ লীলা সাথী, করিছে ক্রন্দন
পথের ধূলায় পড়ে', করি হাহাকার
হইতেছে ছিন্নভিন্ন হৃদয় সবার।
অন্য সব শোকতুচ্ছ, সবি' তারা সহে
মৃত্যুরও অধিক শোক গৌরাঙ্গ-বিরহে।
রাখিতে চাহেনা তারা আপন জীবন
প্রভুর পশ্চাৎ চলে করিয়া রোদন।
শ্রীগৌরাঙ্গ চিন্তা ভিন্ন কিছু নাহি আর
পরমাত্মা রূপে তিনি আছেন সবার।
প্রাণ না রহিলে দেহ থেকে কি হইবে
প্রাণহীন তুচ্ছ দেহ আপনি মজিবে।
তাই, প্রভুর পশ্চাৎ চলে আপনা বিস্মরি'
শ্রীগৌরাঙ্গ সরবস্ব ধন সবাকারি।
অদ্বৈত আসেন ফিরে আশীর্ব্বাদ নিয়া
প্রভু হতে, নানাভাবে সান্ত্বনা দানিয়া
নিজ নিজ গৃহে তিনি পাঠান সবারে—
কহিলেন-শ্রীচৈতন্যে ভজিবার তরে।

প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ সমাপ্ত।